গদ্য

মহাভারত।

হরিবংশ পর্ব্ব।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মূলের অনুবাদ।

শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
এবং বিনামূল্যে বিতরিত।

"যিনি হরিবংশ লিপীবদ্ধ করিয়া রাখেন, ভ্রমর যেরূপ লোলুপ হইয়া প্রফুল্ল কমলের প্রতি ধাবিত হয়, তাহার সদৃশ সেই সদাচারী ব্যক্তি শ্রীহরির চরণকমল প্রাপ্ত হন।"

হরিবংশ।

কলিকাতা।

ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

৩৬৭ নং—চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো।

সন ১২৮৭ সাল।

বিজ্ঞাপন।

হরিবংশ ভারতের পরিশিষ্ট ইহা তিন পর্ব্বে বিভক্ত, হরি পর্ব্ব, বিষ্ণুপর্ব্ব, ও ভবিষ্য পর্ব্ব। হরিবংশ পর্ব্বে বংশ বিস্তার ও পৌরা ইতিবৃত্ত, বিষ্ণুপর্ব্বে কৃষ্ণের জন্ম হইতে বাণযুদ্ধ পর্য্যন্ত লীলাকাণ্ড ভবিষ্য পর্ব্বে জনমেজয়ের পর হইতে চন্দ্রবংশবিস্তার ও ভবিষ্য বৃ বর্ণিত হইয়াছে। সংসারী হিন্দুদিগের ইহা একমাত্র উপজীব্য, ক কর্ম্মের সহায় ও চতুর্ব্বর্গ সাধনের প্রধান অবলম্বন। মহর্ষি বেদব বাল্মীকি ও পরাশর বলিয়াছেন, হরিবংশ দান, লিপি, পাঠ ও করিলে, সর্ব্বফল লাভ ও বংশ রক্ষা হয়। এরূপ উৎকৃষ্ট উপাদেয় প গ্রন্থ যে ভারতবাসী ধার্ম্মিক আর্য্যগণের একমাত্র আদরের সামগ্রী আর বলিতে হইবে না এরূপ অপূর্ব্ব দিব্য গ্রন্থ ভারতের সঙ্গে অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়, ইহা আমার দীর্ঘকালের বাসনা ছিল; পাছে একলক্ষ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া একেবারে উভয় কার্য্যের অঙ্গ হানি এ জন্য কতিপয় খণ্ড হরিবংশ মূল সহ অনুবাদ করিয়া নানা প্রকার দু মিত্ত পরম্পরায় নিপতিত হইয়া অগত্যা ইহার প্রচারে নিরস্ত হই। এক্ষ সাধারণ ব্যক্তির হরিবংশ লাভে নিতান্ত আগ্রহ ও প্রয়াস দেখিয়া আপা ২৫০০ হরিবংশ অনুবাদপূর্ব্বক অনুবাদমাত্র বিতরণ করিতে উদ্যত হইয়া।

যে প্রাতঃস্মরণীয়, মহামহিম, রাজাবাহাদুরের প্রসাদপ্রভ ভারতের শান্তিপর্ব্ব সমাহিত ও সাধারণে বিতরিত হইয়াছে, দিগন্তকীর্ত্তি পবিত্রচরিত্র আন্যগৌরব রাজা সূর্য্যকান্ত আচ চৌধুরী বাহাদুর আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎসদৃশ মহাত্মাজ চিত পরম প্রীতিকর পুণ্যজনক কার্য্য বিবেচনায় কিয়দংশ মুদ্রাঙ্ক ব্যয় ভার গ্রহণের অনুমতি করিয়া আপনার দান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যসা ও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, বলা বাহুল্য সেই মহারাজে অনন্যসাধারণ উৎসাহ তরণী অবলম্বন করিয়াই আমি সুদুস্তর হরিবং সমুদ্র পার হইতে উদ্যত হইয়াছি। নিজের শক্তির পরিমাণ যতদ বুঝিয়াছি, তাহাতে সাধারণ ভারত কার্য্যালয় আপাততঃ সহস্র খ হরিবংশের অধিক মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় ভার গ্রহণ করিতে পারে না, সুতঃ উক্ত আশা কেবল পত্তনের কারণ বিবেচনায় আপাততঃ ২৫০০ সহ হরিবংশ প্রচার ও বিতরণ আরম্ভ করিলাম। দুঃখ ও অতিশয় মনস্তাপে সহিত জানাইতেছি, যে সাধারণকে হরিবংশ প্রদান করিতে নাপারিয়া যাঁহারা পুরাণ বিতরণ কার্য্যের বিশেষপক্ষপাতী এবং দান ও সাহায্য দ্বারা উহার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, আপাততঃ কেবল মাত্র ডাকমাশুলাদি ব্যয় ১॥৶০ লইয়া, কেবল তাঁহাদিগকেই হরিবংশ দানের যোগ্য স্থির করিলাম; কারণ তাঁহাদিগের নিকট আমি ঋণী আছি। তবে যদি সাধারণের আগ্রহাতিশয় ও অভাবদর্শনে রাজাবাহাদুর আরও কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষ করেন, তাহা হইলে দ্বিগুণতর সাহস ও শক্তির সহিত কার্য্যক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, আমার দীর্ঘকালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারি। ইতি

বহুস্তুত, সত্য, একাক্ষর, ব্রহ্মস্বরূপ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সনাতন সৎ ও অসৎ, বিশ্বাত্মক, ভাব ও অভাব পদার্থের পর, পর ও অপর সমুদয় পদার্থের স্রষ্টা, পুরাণ, পরমাত্মস্বরূপ, অব্যয়, মঙ্গলৈককারণ, সর্ব্বব্যাপী, বরেণ্য, অনঘ, শুচি, স্থাবর জঙ্গম পদার্থজাতের একমাত্র গুরু, হৃষীকেশ দেব ভগবান হরিকে নমস্কার করিয়া সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিশারদ সূতাত্মজকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শৌনক কহিলেন, হে মহাত্মন্ সৌতে! আপনি, নিখিল ভারত ও অন্যান্য সমুদয় বংশীয় পার্থিবগণের ও দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, দৈত্য, সিদ্ধ, গুহ্যক, এই সমুদয়ের অতিমহৎ আখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছেন, আপনি অতি-সূক্ষ্ম বুদ্ধি বলে, উঁহাদিগের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যজাত, ধর্ম্ম-নিশ্চয়-বিক্রম, বিচিত্র-কথা প্রবন্ধ, শ্রেষ্ঠ জন্ম বৃত্তান্ত ও পুরাণ পুণ্য এই সমুদয় অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা শ্রবণ করিলে অমৃতধারার ন্যায় মন ও শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়েরই অসীম প্রীতি লাভ হয়। কিন্তু হে মহাত্মন লোমহর্ষণাত্মজ! আপনি কেবল কুরুবংশীয়দিগেরই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, বৃষ্ণি (যাদব) ও অন্ধক বংশীয়দিগের বিষয় বর্ণনা করেন নাই, অতএব এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বিষয় বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। পৌরাণিক মহাত্মা সৌতি কহিলেন, মহারাজ জনমেজয় ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সেই বৃষ্ণি বংশের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। মহাপ্রাজ্ঞ, ভারতকুলতিলক মহাত্মা জনমেজয় ভারতবংশীয় ইতিহাস সবিস্তররূপে শ্রবণ করিয়া বৈশম্পায়নকে বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ইতিপূর্ব্বে আপনি বহুলার্থক শ্রুতিবিস্তর মহাভারত ইতিহাস সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন, আমি শ্রবণ করিয়াছি। আপনি মহাভারতবৃত্তান্তের অন্তর্গত পুরুষশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় মহারথ বহুসংখ্যক বীর মহাপুরুষদিগের নাম ও কার্য্যপরম্পরা সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। প্রভো, আপনি উক্ত বীর পুরুষদিগের অবদাত বার্ত্তা সকল সংক্ষেপে ও সবিস্তরে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু পুরাতন বৃত্তান্ত যাবৎ শ্রবণ করিয়াও আমার তৃপ্তি হইতেছে না। বৃষ্ণি ও পাণ্ডবেরা এক রাশি বলিয়া কথিত হইয়াছেন, আর মহাশয়ও বংশবর্ণন-বিষয়ে যৎপরোনাস্তি কুশল, অতএব বৃষ্ণিকুলের বিষয় বিস্তৃত রূপে বর্ণন করিয়া আমার শ্রবণ ও মন চরিতার্থ করুন। প্রার্থনা করি, আপনি উক্ত মহাত্মাদিগের যে বংশে যাহার সম্ভব হইয়াছে, তৎসমুদায় বৃত্তান্ত, প্রজাপতির প্রাচীন সৃষ্টি অবধি আরম্ভ করিয়া, সবিশেষ বর্ণন করুন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য ও বাসনা হইতেছে।

সৌতি কহিলেন, মহাতপাঃ মহাত্মা বৈশম্পায়ন, জনমেজয় কর্ত্তৃক যথেষ্ট সৎকারানন্তর এই রূপে পরিপৃষ্ট হইয়া সেই পবিত্র কথা আনুপূর্ব্বিক সবিস্তরে বর্ণন করিতে লাগিলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দিব্য হরিবংশকথা যেরূপ পুণ্যের জননী ও পাপপ্রমোচনী, তদনুরূপ বিচিত্রা, বহুবর্ণা ও বেদসম্মিতা। আমি ইহা সবিশেষ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। তাত! যে ব্যক্তি যত্ন ও মনোযোগসহকারে এই কথা হৃদয়ে ধারণ করেন, অথবা নিরন্তর শ্রবণ করিয়া থাকেন, তিনি স্বীয় বংশধারণ ও রক্ষণ পূর্ব্বক পরিণামে পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে পরিপূজিত হন। অব্যক্ত কারণ নিত্য; সৎ ও অসৎ উভয়াত্মক। প্রধান পুরুষ ঈশ্বর ইহা হইতেই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মহারাজ! ইনিই অপরিমিততেজঃশালী ব্রহ্মা, সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নারায়ণপরায়ণ। মহত্তত্ত্ব তেহই

অহঙ্কারের উৎপত্তি, এবং অহঙ্কার হইতেই তাবৎ ভূতের জন্ম হয়, ও এবংপ্রকারে সম্ভূত ভূত হইতে নানাবিধ ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। সনাতন সৃষ্টির এই নিয়ম জানিবেন। সামান্যতঃ ভূতসৃষ্টির পূর্ব্বোক্তই প্রকার। অধুনা বিস্তরতঃ ভূতসর্গের বিষয় যথামতি, যথাশ্রুত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। এই বৃত্তান্ত পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিবর্দ্ধন, ইহা ধন্য, যশস্য, শত্রুবিঘাতক, স্বর্গীয় ও আয়ুর্বৃদ্ধির উপায়স্বরূপ. ইহাতে দিব্যকীর্ত্তি যাবতীয় পুণ্য-কর্ম্মা মহাপুরুষদিগের বিষয় কীর্ত্তিত হইবে। আপনার কল্যাণসাধনার্থ আমি পরমোৎকৃষ্ট ভূতসর্গের মঙ্গল-বিধায়ক এই বিশুদ্ধ বৃত্তান্ত, বৃষ্ণিবংশ অবধি আরম্ভ করিয়া সমগ্র বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

স্বয়ম্ভূ ভগবান্ ঈশ্বর বিবিধ প্রজা সৃজন করিবার ইচ্ছা করিয়া সর্ব্বাগ্রে জল-পদার্থ সৃজন করিলেন। অনন্তর উহাতে বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। জল পদার্থ নর অর্থাৎ নররূপী ঈশ্বরের অংশ; অত-এব নারশব্দে উহাকেই বুঝায়; পূর্ব্বকালে জল ভগবানের বাসস্থান ছিল; অতএব উহাঁর নারায়ণ এই সংজ্ঞা হইয়াছে। জলে নিক্ষিপ্ত বীজ অণ্ডরূপে পরিণত হইলে, ক্রমে উহা হিরণ্যের ন্যায় বর্ণ প্রাপ্ত হইল। এই অণ্ড হইতেই স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মগ্রহণপূর্ব্বক উৎ-পন্ন হইলেন। অনন্তর এক বৎসর কাল যাবৎ ঐ অণ্ডের অভ্যন্তরে অধিবাস করিয়া ব্রহ্মা উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, এক ভাগে স্বর্গলোক ও অপর ভাগে ভূলোক হইল। তৎপরে ভগবান ঐ দুই খণ্ডের মধ্য-ভাগে আকাশ সৃষ্টি করিলেন। তৎকালে পৃথিবী জলের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছিল। জল, পৃথিবী, ও আকাশ সৃষ্ট হইলে দশ দিক নির্ণীত হইল। অনন্তর প্রজাপতি সৃষ্টি করিবার বাসনায় ক্রমে কাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ ও রতি, এই কয়েকটীর নূতন সৃষ্টি করিলেন। ইহার পর মহাতেজাঃ ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ, এই সপ্তসংখ্যক মানসপুত্রের সৃষ্টি করিলেন। এই সাত জন পুরাণে সপ্ত ব্রহ্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। নারায়ণাত্মক এই সপ্ত ব্রাহ্মণের সৃষ্টি সমাপন হইলে, দেব ব্রহ্মা রোষের আত্মজ তমোগুণময় রুদ্রদেবকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর অতি প্রাচীনদিগেরও পূর্ব্ব পুরুষ বিভু সনৎকুমারের সৃষ্টি হইল। এই সাত জন ও রুদ্র, ইহাঁরা সমুদায় প্রজা-সর্গের কর্ত্তা। স্কন্দ ও সনৎকুমার উভয়ে তেজঃসংবরণপূর্ব্বক রহিলেন। এই সপ্ত প্রজা-পতিদিগের হইতে সাতটী মহাবংশ উৎপন্ন হয়। ঐ বংশ সকলই দিব্য, দেবগণান্বিত, ক্রিয়াবান্, ও প্রজাবান্ মহর্ষিদিগের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।

তদনন্তর ভগবান্ বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ, ইন্দ্রধনুঃ, পক্ষিসমূহ ও মেঘ, এই সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর যজ্ঞ সাধ-নের নিমিত্ত ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিন বেদ নির্ম্মাণ করিলেন। যজ্ঞসাধক ঋষি প্রভৃ-তিরা সকলে তাহারদের ঐ ঋক, যজুঃ, ও সাম দ্বারা দেবতাদিগের প্রীতিসাধনার্থ যজ্ঞ করিলেন। আপর প্রজাপতির গাত্র হইতে উচ্চ নীচ নানাবিধ ভূতের জন্ম হইল। এই রূপে বিশেষ বিশেষ প্রজা সৃষ্টি করাতে যখন উহাদিগের সম্যক্ বৃদ্ধি লক্ষিত হইল না, তখন ব্রহ্মা নিজদেহ দুই ভাগে বিভক্ত করি-লেন। অর্দ্ধ ভাগ নারী ও অর্দ্ধ ভাগ পুরুষ হইল। অনন্তর পুরুষাংশ নারী অংশে অশেষ-বিধ প্রজা সৃজন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজাসৃষ্টি মহিমা দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত হইল। তদনন্তর বিষ্ণু বিরাটকে সৃষ্টি করি-লেন। বিরাট হইতে এক মহাপুরুষের উৎ-পত্তি হইল; উহারই নাম মনু। মনু হইতে

মন্বন্তর হইল। মনু বিরাটের মানসপুত্র, অতএব বিষ্ণু হইতে এক পুরুষ অন্তর। বৈরাজ মনুও নানাবিধ প্রজাসৃষ্টি করিলেন। ইনিও নারায়ণের অংশ হইতে সমুদ্ভূত, ও ইঁহার প্রজাসৃষ্টিও মানস অর্থাৎ মনঃসম্ভূত। মহারাজ। এই পবিত্র বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মনুষ্য, আয়ুষ্মান্, কীর্ত্তিমান্, ধন্য ও প্রজাবান হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ২।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, আপব প্রজাপতি (বশিষ্ঠ) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রজাসৃষ্টি করিয়া তদনন্তর অযোনিজা, শতরূপা নামক পত্নী গ্রহণ করিলেন। আপব প্রজাপতির মহিমাতে স্বর্গলোক ব্যাপ্ত হওয়াতে তাঁহার ধর্ম্ম দ্বারাই শতরূপার জন্ম হয়। শতরূপা অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়া দীপ্ত-তপা ঐ মহাপুরুষকে ভর্ত্তৃরূপে প্রাপ্ত হন। মহারাজ! সেই মহাপুরুষই স্বায়ম্ভুব মনু নামে ভুবনে বিখ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনুর একসপ্ততি যুগ মন্বন্তর। বৈরাজ পুরুষের ঔরসে শতরূপার গর্ভে বীরনামক পুরুষের জন্ম হইল।

বীরের ঔরসে কাম্যার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুই পুরুষের জন্ম হয়। হে মহাবাহো! কর্দ্দম প্রজাপতির কাম্যা নামে এক কন্যা, ও সম্রাট্, কুক্ষি, বিরাট্ ও প্রভু নামক চারি পুত্র ছিলেন। ঐ কন্যা প্রিয়ব্রতকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া বহু পুত্র প্রসব করিলেন। অত্রি প্রজাপতি উত্তানপাদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মের শোভননিতম্বা সুনৃতা নামে এক কন্যা ছিলেন; অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা ঐ কন্যার উৎপত্তি হয়। ঐ সুনৃতাই ধ্রুবের জননী। উত্তানপাদের ঔরসে ও সুনৃতার গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান্, আয়ুষ্মান্ ও বসু, এই চারি পুত্রের জন্ম হইল। হে ভারতকুলতিলক! ধ্রুব মহৎ যশঃ প্রার্থনায় তিন সহস্র দিব্য বৎসর তপঃসাধন করিলেন। অনন্তর প্রভু ব্রহ্মা ধ্রুবের তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে আত্মতুল্য স্থান প্রদান করিলেন। সপ্তর্ষি পর্ব্বতের অগ্রে ধ্রুবের বাসস্থান নির্ণীত হইল; উহাই ধ্রুবলোক নামে বিখ্যাত। তৎকালে দেবাসুরের আচার্য্য ভগবান শুক্র ধ্রুবের অভিমান সমৃদ্ধি ও বিপুল মহিমা নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রশংসাসূচক শ্লোক নিবদ্ধ করিয়া গান করিয়াছিলেন,—অহো, ধ্রুবের তপস্যার কি আশ্চর্য্য প্রভাব, কিই বা অদ্ভুত শ্রুতসম্পত্তি; যেহেতু সপ্তর্ষিরাও ধ্রুবকে অগ্রে করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন! ধ্রুব হইতে শম্ভু, উৎপন্ন হন; শম্ভু শ্লিষ্টি ও ভব্য নামক দুই পুত্রের জন্ম প্রদান করেন। সুচ্ছায়ার গর্ভে ও শ্লিষ্টির ঔরসে নিষ্পাপ পঞ্চ পুত্রের জন্ম হয়, তাঁহাদের পাঁচ জনের রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল, ও বৃকতেজাঃ, এই নাম হইল। অনন্তর বৃহতীর গর্ভে ও রিপুর ঔরসে, প্রভূততেজাঃ চাক্ষুষ নামে পুত্রের জন্ম হয়। চাক্ষুষ স্বকীয় ভার্য্যা, মহাত্মা অরণ্য প্রজাপতির আত্মজা পুষ্করিণীর গর্ভে মনু নামক পুত্র উৎপন্ন করেন। বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড়্বলার গর্ভে ও মহাতেজাঃ মনুর ঔরসে ঊরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু, এই দশ পুত্রের জন্ম হইল। ঊরুর ঔরসে ও আগ্নেয়ীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনাঃ, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরাঃ, ও গয় নামক ছয় মহাপ্রভ পুত্রের উৎপত্তি হইল। অঙ্গ, সুনীথ দুহিতার গর্ভে বেণনামক এক পুত্র উৎপন্ন করিলেন। অনন্তর ব্যভিচার দোষদর্শনে বেণের সাতিশয় কোপ উপস্থিত হয়। অতঃপর ঋষিরা প্রজোৎপাদনকামনায় বেণের দক্ষিণ

বাহু মন্থন করিলেন। অনন্তর বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন করাতেই মহানৃপের জন্ম হইল। ইহাঁকে দর্শন করিয়া মুনি কহিলেন, যে এই মহাতেজাঃ মহাপুরুষ প্রজামণ্ডলীকে যৎপরোনাস্তি আমোদিত করিবেন ও বিপুল যশোরাশি লাভ করিবেন। ইনি হস্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া জ্বলনের ন্যায় তেজস্বী, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর ও কবচী হইয়াছিলেন। ইহাঁর পরে ক্ষত্রিয়বংশের আদি পূর্ব্বপুরুষ বেণতনয় পৃথু এই পৃথিবীকে শাসন ও রক্ষা করেন; রাজা পৃথু রাজসূয়যজ্ঞাভিষিক্ত বসুধাধিপ সমূহের আদ্যতন ছিলেন। ইহাঁ হইতে বিপুল পরাক্রম সূত ও মাগধের উৎপত্তি হয়। মহারাজ! সেই পৃথুই, প্রজাবর্গের সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে, এই কামনায়, গোরূপধরা বসুন্ধরা হইতে শস্য-সম্পত্তি দোহন করিয়াছিলেন। দোহন-সময়ে ঋষি, পিতৃপুরুষ, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোবিন্দ, সর্প ও নিখিল পুণ্যজন প্রভৃতি সকলেই বীরুৎ ও পর্ব্বত সমূহের সহিত দোহনকার্য্যে মহারাজের সাহায্য করিয়াছিলেন। অনন্তর গোরূপধরা পৃথিবী এই রূপে দুহ্যমানা হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার সেই সেই পাত্রে যথোচিত ক্ষীর প্রদান করিয়াছিলেন; সেই ক্ষীর পান করিয়া ভূতমাত্রেই তৎকালে জীবন ধারণ করিয়াছিল। মহারাজ পৃথুর ধর্ম্মজ্ঞ দুই পুত্র জন্মে, অন্তর্দ্ধি ও পালী। অন্তর্দ্ধি ও শিখণ্ডিনী হইতে হবির্দ্ধান নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। হবির্দ্ধান, আগ্নেয়ী ধিষণার গর্ভে প্রাচীনবর্হিঃ, শুক্ল, গয়, কৃষ্ণ ব্রজ ও অজিন, এই ছয় পুত্রের জন্মপ্রদান করেন। মহারাজ হবির্দ্ধানের পুত্রদিগের মধ্যে ভগবান প্রাচীনবর্হিঃই মহান প্রজাপতি হইয়া প্রজাদিগকে সম্যক্‌রূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে তাঁহার কুশ সকল প্রাচীনাগ্র হইয়াছিল বলিয়া উহাঁর নাম প্রাচীন বর্হিঃ। ভগবান প্রাচীনবর্হিঃ পৃথিবীতলচারী সমুদ্রের তনয়কে দারব্রূপে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী সবর্ণা তমোগুণের কার্য্যবহির্ভূতা ছিলেন। প্রাচীনবর্হি ও সামুদ্রী সুবর্ণা হইতে দশ পুত্রের উদ্ভব হয়। ইহাঁরা সকলেই ধনুর্ব্বেদের সম্যক্ পারগামী ছিলেন; দশ জনের প্রত্যেকেরই প্রচেতাঃ এই নাম ছিল। তাঁহারা দশ জনই অপৃথগ্ধর্ম্মাচরণশীল হইয়া, সমুদ্রসলিলে শয়ন পূর্ব্বক দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অতিমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। তাদৃশ কঠোর তপস্যা সাধন করিতেছিলেন বলিয়া সমস্ত পৃথিবী অসংখ্য মহীরুহে আবৃত হইয়া অরক্ষণীয়া হইল, ও সর্ব্বত্রই যৎপরোনাস্তি প্রজাক্ষয় হইতে লাগিল। সমুদয় প্রজাই চাক্ষুষ মনুর দেহাভ্যন্তরে প্রত্যাহৃত হইল। সমস্ত ভূমণ্ডল বৃক্ষে অতি গহনরূপে আবৃত হওয়াতে তৎকালে বায়ুরও পথরোধ হইয়াছিল, এবং আকাশমার্গও বৃক্ষ সমূহে রুদ্ধ হইয়াছিল। এই দশ সহস্র বৎসর কাল প্রজা সকল একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, প্রজা বৃদ্ধির কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না। অনন্তর তপোনিরত দশ জন প্রচেতাঃই, তপঃপ্রভাবে এই অমঙ্গল ঘটনা জানিতে পারিয়া, উহার নিবারণার্থ ক্রোধভরে মুখবিবর হইতে সমকালেই প্রবলবেগে বায়ু ও অগ্নি বহির্গত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের মুখনিঃসৃত প্রবল মারুত সমুদয় বৃক্ষ সমূলে উন্মূলিত করিয়া শুষ্ক করিল, এবং অতি ঘোর বহ্নি ও তৎসমুদয় একবারে দগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিতে লাগিল। এইরূপে অতি ভয়ানক দ্রুমক্ষয় হইল। সোমদেব এতাদৃশ দ্রুম-বিনাশ-বার্ত্তা জানিতে পারিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে থাকিতেই তপস্যানিরত দশ প্রজাপতির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উহাঁদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, হে ভগ-

বান্ প্রাচীনবর্হির অপত্য রাজগণ! আপনারা সকলে ক্রোধসংযমন করুন; সমুদয় পৃথিবী একবারে বৃক্ষশূন্য হইয়াছে; অতএব এক্ষণে এই ভয়ানক অগ্নি ও মারুত নিবৃত্ত হউক। আমি ভবিষ্যৎ তত্ত্ব পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া বৃক্ষকুলের বরবর্ণিনী মারিষানামক এই রত্নসদৃশ কন্যা বৃক্ষদিগের রক্ষণার্থে গর্ভে ধারণ করিয়াছি। সোম বংশপরিবর্দ্ধিনী এই কন্যা আপনাদের ভার্য্যা হউন। হে মহাভাগগণ! আপনাদের তেজের অর্দ্ধাংশে ও আমার তেজের অর্দ্ধভাগে এই কন্যার গর্ভে দক্ষ প্রজাপতি নামক এক পুত্রের জন্ম হইবে। সেই দক্ষ প্রজাপতি আপনাদের তেজোময় বহ্নি দ্বারা বহ্নিময় হইয়া, দগ্ধভূয়িষ্ঠা এই পৃথিবীকে রক্ষা করত প্রজাবৃদ্ধি করিবেন। অনন্তর সোমদেবের বাক্যানুসারে তাঁহারা দশ জন কোপ সংহার করিয়া বৃক্ষদিগের রক্ষার্থ সেই মারিষানামক কন্যাকে ধর্ম্মপত্নী স্বরূপ পরিগ্রহ করিলেন। কালক্রমে তাঁহারা মারিষাতে মানস গর্ভাধান করিলেন। এই রূপে তাঁহাদের দশ জন হইতে মারিষার গর্ভে সোমদেবের অংশ মহাতেজাঃ দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর দক্ষপ্রজাপতি সোমবংশবর্দ্ধন স্থাবর ও জঙ্গম, দ্বিপাদ ও চতুষ্পদ অসংখ্য পুত্র উৎপন্ন করিলেন। এই রূপে তৎসমুদয় মানস সন্তানের সৃষ্টি করিয়া দক্ষ, স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মদেবকে দশ ও কশ্যপকে ত্রয়োদশ স্ত্রী সম্প্রদান করিলেন। নক্ষত্রাভিধেয় অবশিষ্ট সমুদায় স্ত্রীদিগকে সোমরাজকে দান করিলেন। সেই সকল স্ত্রীর গর্ভে দেব, খগ, গোজাতি, নাগ, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোবৃন্দ, ও অন্যান্য অশেষবিধ জাতির উৎপত্তি হইল। হে রাজেন্দ্র জনমেজয়! তদবধি মৈথুন দ্বারা প্রজাসৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। কথিত আছে, পূর্ব্বকালে পূর্ব্বপুরুষদিগের মানস সঙ্কল্প, দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা সন্তানের উৎপত্তি হইত, মৈথুন দ্বারা সন্তানোৎপাদনের এই প্রথম আরম্ভ।

জনমেজয় কহিলেন, হে অনঘ! আপনি পূর্ব্বে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসদিগের কিরূপে সম্ভব হয় তাহা সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। আপনি দক্ষ প্রজাপতির জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন সময়ে আরও বলিয়াছেন, যে দক্ষ ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব মহাতপাঃ দক্ষপ্রজাপতি কি প্রকারে আবার প্রাচেতস অর্থাৎ প্রচেতসদিগের অপত্য হইলেন, কি প্রকারেই বা সোমদেবের দৌহিত্র, তাঁহাকে নক্ষত্ররূপ কন্যা সম্প্রদান দ্বারা তাঁহার শ্বশুরত্ব প্রাপ্ত হইলেন বুঝিতে পারি না। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয়ে আমার যে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তাহা ভঞ্জন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভূতমণ্ডলের মধ্যে উৎপত্তি ও নিরোধ অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু নিত্য অর্থাৎ নিয়তভোগ্য; ঋষি ও অপরাপর বিদ্বান্ ব্যক্তিরা ইহাতে মুগ্ধ হন না। প্রতি যুগেই দক্ষাদি নৃপতি সকলের উৎপত্তি ও লয় হইতেছে; বিদ্বান্ ব্যক্তি এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কখনই মুগ্ধ হন না। আর পূর্ব্বকালে ইঁহাদের বয়োজনিত জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব কিছুই ছিল না, তাহাতেই সোমদেবের দৌহিত্র তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমাত্মক দক্ষপ্রজাপতির এই অদ্ভুত সৃষ্টির বৃত্তান্ত বিশেষরূপে বিদিত হন, তিনি ইহলোকে বহুপ্রজাবিশিষ্ট হইয়া সুখে জীবনকাল অতিবাহনপূর্ব্বক, পরমায়ুঃ ক্ষয় হইলে, কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে পূজিত ও আদরভাজন হন।

তৃতীয় অধ্যায় ৩।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈশ-

ম্পায়ন! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসদিগের জন্মবৃত্তান্ত সবিশেষ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে দক্ষপ্রজাপতি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রজা সৃজন করিতে আদিষ্ট হইয়া যেরূপ ভূতগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। প্রভু স্বয়ম্ভু পূর্ব্বেই মানস ইচ্ছা দ্বারা, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, পক্ষিজাতি, পশু, সরীসৃপ প্রভৃতি যাবতীয় ভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, তাঁহার মানসপ্রসূত সন্ততি সকল নিরন্তর বৃদ্ধিশীল হইল না, তখন ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মা, প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত, মৈথুনধর্ম্মরূপ অদ্বিতীয় উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি এই রূপে মৈথুন ধর্ম্ম দ্বারা প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে বীরণ প্রজাপতির দুহিতা সুমহত্তপঃশালিনী অহল্যা, লোকধারিণী অসিক্নীকে দক্ষপ্রজাপতির পত্নীস্বরূপে সৃষ্টি করিয়া দক্ষকে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর দক্ষ-প্রজাপতি নিজপত্নী বীরণদুহিতা অসিক্নীর গর্ভে পাঁচ সহস্র পুত্রের জন্ম প্রদান করিলেন। প্রিয়সংবাদ দেবর্ষি নারদ সেই পঞ্চসহস্র মহাভাগ পুত্রদিগকে প্রজাবর্দ্ধনতৎপর দেখিয়া, তাঁহাদের বিনাশ সাধন ও আপনি শাপগ্রস্ত হইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সর্ব্বনাশকর বাক্য বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ মহামুনি কশ্যপ দক্ষশাপভয়ে দক্ষদুহিতার গর্ভে যে বীর পুত্রের উৎপাদন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে সেই পুত্রই দেবর্ষি নারদ রূপে উৎপন্ন হন, অনন্তর দেবর্ষি শ্রেষ্ঠ কশ্যপ পুনর্ব্বার বৈরণী অসিক্নীর গর্ভে সেই পুত্রের জন্মপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পিতা হইলেন। তাহাতেই দক্ষপুত্রেরা হর্য্যশ্ব নামে বিখ্যাত হন। কশ্যপ পরিহাসার্থে দক্ষপ্রজাপতির সমুদয় পুত্রদিগকে বিনষ্ট করেন। অনন্তর দক্ষ ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। কশ্যপ ব্রহ্মর্ষিদগকে অগ্রে করিয়া দক্ষপ্রজাপতির কোপশান্ত্যর্থ প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর দক্ষ এই অভিসন্ধি প্রকাশ করিলেন যে কশ্যপ কর্ত্তৃক আমার কন্যার গর্ভে আমার নিমিত্তই নারদ আমার দৌহিত্র ও কশ্যপের অপত্য-স্বরূপ উৎপন্ন হউন। এই অভিপ্রায়ানুসারে দক্ষপ্রজাপতি কশ্যপকে আপন প্রিয়তম দুহিতা সম্প্রদান করিলেন ও সেই কন্যার গর্ভেই দক্ষশাপভয়ে মহর্ষি নারদ জন্মগ্রহণ করিলেন। জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মহর্ষি নারদ দক্ষপ্রজাপতির পুত্রদিগকে কি রূপে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, যথার্থতঃ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! দক্ষপ্রজাপতির মহাবীর্য্য পুত্র হর্য্যশ্বেরা প্রজা বৃদ্ধি করিবার আশয়ে সমাগত হইয়া নারদের নিকট উপস্থিত হইলেন। নারদ তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রাচেতসতনয়গণ! কি দুঃখের বিষয়, তোমরা নিতান্ত মূঢ় ও নির্বুদ্ধি! তোমরা এই পরিদৃশ্যমান মহীমণ্ডলের পরিমাণ অবগত নহ, অথচ প্রজাসৃষ্টি করিবার কামনা করিতেছ। বল দেখি, কি প্রকারে পৃথিবীর অভ্যন্তরে, ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে প্রজাসৃষ্টি করিবে? দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণান্তর হর্য্যশ্বেরা সকলেই নানা দিগ্দেশে প্রস্থান করিলেন। নদী সকল যেরূপ একবার সমুদ্রে পতিত হইলে আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহারা অদ্যাপি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। অনন্তর এইরূপে হর্য্যশ্বগণ অনুদ্দিষ্ট প্রদেশে নষ্ট হইলে প্রাচেতস দক্ষপ্রজাপতি পুনর্ব্বার বৈরণীর গর্ভে শবলাশ্ব নামে এক সহস্র পুত্র সৃষ্টি করিলেন। শবলাশ্বেরাও হর্য্যশ্বদিগের ন্যায় প্রজাসৃষ্টির অভিলাষ করাতে দেবর্ষি

নারদ উহঁাদিগকেও পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন। ইহাঁরা নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, মহামুনি নারদ সম্যক বলিয়াছেন; আমরা ভ্রাতৃগণের পদবী অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত গমন করিব, ইহা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সন্দেহ নাই। আর পৃথিবীর পরিমাণ সম্যক রূপে বিদিত হইতে পারিলে সুখে প্রজাসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইব। শবলাশ্বেরা এই রূপ মন্ত্রণা করিয়া সুস্থমনে একাগ্র চিত্তে আনুপূর্ব্বিক সেই পথেই যথাবৎ গমন করিলেন। কিন্তু সমুদ্র হইতে নদীসমূহের ন্যায় অদ্যাপি প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন না। শবলাশ্বেরাও হর্য্যশ্বদিগের ন্যায় অদৃষ্ট স্থানে প্রনষ্ট হইলে দক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নারদকে শাপপ্রদানার্থ বলিলেন, তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হও, এবং গর্ভবাসযন্ত্রণা ভোগ কর। মহারাজ! তৎকালাবধি এইরূপ দুর্ঘটনা হইতেছে যে এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতার অন্বেষণে গমন করিলে শীঘ্রই প্রণষ্ট হন, কখনই ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হন না; অতএব বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তির এরূপ কার্য্য কদাচ বিধেয় নহে। অনন্তর দক্ষপ্রজাপতি শবলাশ্বদিগেরও পূর্ব্বপ্রস্থিত হর্য্যশ্বদিগের ন্যায় দশা হইল প্রত্যক্ষ করিয়া, বৈরণীর গর্ভে ষষ্টিসংখ্যক কন্যা উৎপাদন করিলেন। প্রভু কশ্যপ, সোমদেব, ধর্ম্ম ও অন্যান্য মহর্ষিরা বিভাগপূর্ব্বক ঐ ষষ্টি কন্যা ভার্য্যারূপে প্রতিগ্রহ করিলেন। ধর্ম্ম দশ, কশ্যপ ত্রয়োদশ, সোম সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমি চারি, বহুপুত্র দুই, অঙ্গিরাঃ দুই, ও কৃশাশ্ব দুই, এবপ্রকারে কন্যাগুলিকে বিভাগ করিয়া পরিগ্রহ করিলেন। কন্যা সকলের নাম ক্রমশঃ নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, ও বিশ্বা এই দশটী ধর্ম্মের পত্নী। ইহাঁদের গর্ভে ধর্ম্মের যে যে পুত্র প্রসূত হন, তৎসমুদয়ের নাম শ্রবণ করুন। বিশ্বার গর্ভে বিশ্বদেব সকল প্রসূত হইলেন। সাধ্যা সাধ্যদিগকে প্রসব করেন। মরুত্বতীর গর্ভে মরুৎ সকলের জন্ম হয়। বসু বসুদিগকে প্রসব করেন। ভানুর গর্ভে ভানুদিগের জন্ম হয়। মুহূর্ত্তা মুহূর্ত্ত সকলের জননী। লম্বার অপত্য ঘোষ। যামীর অপত্য নাগবীথী। পৃথিবী বিষয় সমুদয় জীব অরুন্ধতীর গর্ভে প্রসূত। সঙ্কল্পা হইতে সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ, সঙ্কল্প উৎপন্ন হন। যামিনী নাগবীথীর গর্ভে বৃষলের উৎপত্তি হয়। মহারাজ! প্রাচেতস দক্ষপ্রজাপতি যে কয়েকটী নিজদুহিতা সোমদেবকে পত্নীরূপে প্রদান করেন তাঁহাদের সকলেরই সাধারণ নাম নক্ষত্র, জ্যোৎস্না বা জ্যোতির কারণ। আর জ্যোতির অগ্রগামী খ্যাতিমান্ যে অন্যান্য দেবগণ, যাঁহাদের নাম অষ্টবসু; তাঁহাদের বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস, এই আটটী অষ্টবসুদিগের নাম। আপের পুত্র বৈতণ্ড, শ্রম ও শান্তিমুনি। ধ্রুবের পুত্র লোকপ্রকাশন ভগবান্ কাল। সোমের পুত্র ভগবান্ বর্চ্চাঃ, যাঁহা হইতে বর্চ্চস্বী উদ্ভব। ধরের পুত্র দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ। মনোহরার তিন পুত্র শিশির, প্রাণ ও রমণ। অনিলের ভার্য্যা শিবা। শিবার দুই পুত্র, মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি। অনিলের পুত্র কুমার শরস্তম্ব, ইহাঁকে শ্রীদেবী পতিত্বে বরণ করেন। শরস্তম্বের শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয়, এই তিন পৃষ্ঠজ অপত্য। কৃত্তিকার সন্তানেরা কার্ত্তিকের নামে বিখ্যাত। কৃত্তিকা হইতে স্কন্দ ও সনৎকুমার এই পুত্রদ্বয় তেজের চতুর্থ অংশ দ্বারা উৎপন্ন হন। প্রত্যূষের দেবল ঋষিনামক এক পুত্র। দেবলের দুই পুত্র, ক্ষমাবান্ ও তপস্বী। বৃহস্পতির ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মবাদিনী যোগসিদ্ধা অসক্ত-চিত্তে সমুদয় ভুবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

ইনিই অষ্টম বসু প্রভাসের ভার্য্যা হইলেন। এই প্রভাস ও যোগসিদ্ধা হইতে মহাভাগ প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বকর্ম্মা সহস্র সহস্র শিল্পকার্য্যের কর্ত্তা, ও দেবগণের বর্দ্ধকি অর্থাৎ সূত্রধার। তিনি শিল্পিশ্রেষ্ঠ, ও সমস্ত ভূষণদ্রব্যের অদ্বিতীয় কর্ত্তা। ইনিই যাবতীয় দেবতাদিগের আরোহণার্থ রথসমূহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীতে মনুষ্যেরাও এই মহাত্মার প্রদর্শিত শিল্পকার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সুরভী মহাদেবের প্রসাদে তপঃপ্রভাবশালিনী হইয়া কশ্যপ হইতে একাদশ রুদ্র উৎপাদন করেন। অজ, একপাৎ, অহি, ব্রধ্ন, ত্বষ্টা, ও রুদ্রগণ, এই কতিপয় সুরভীর অপত্য। তন্মধ্যে ত্বষ্টার আত্মজ মহাযশাঃ শ্রীমান্ বিশ্বরূপ, হর, বহুরূপ, অপরাজিত ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, সর্প ও কপালী এই একাদশ রুদ্র; ইঁহারা ত্রিভুবনের ঈশ্বর জানিবেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি এই একাদশ রুদ্রের বিষয় শ্রবণ করিলেন, কিন্তু মহারাজ! পুরাণ শাস্ত্রে অপরিমিততেজঃশালী, এতাদৃশ শতসংখ্যক রুদ্রের বিষয় বর্ণিত আছে। এই সমস্ত রুদ্র চরাচর সমুদায় লোক অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। অধুনা কশ্যপের ভার্য্যাদিগের নাম শ্রবণ করুন। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, খশা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি এই কয়স্ত্রী কশ্যপের পত্নী। ইঁহাদিগের যাহারা যে অপত্য হয়, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। তাত! পূর্ব্ব মন্বন্তরে দ্বাদশ সুরোত্তম ছিলেন, তাঁহারা চাক্ষুষ মন্বন্তরকালে পরস্পর সকলেই তুষিত নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহারাই অতিশয়যশাঃ চাক্ষুষ মনুর মন্বন্তরকাল উপস্থিত হইলে নিখিল লোকের হিতসাধনার্থ পরস্পর সমাগত ও মিলিত হইয়া সঙ্কল্প করিলেন, যে সকলেই বৈবস্বত মন্বন্তরে অদিতির গর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক অতি শীঘ্রই তাঁহার পুত্রস্বরূপে উৎপন্ন হইবেন, ও আপনারাও ত্রিজগতের শ্রেয়ঃসাধনার্থ নূতন নূতন প্রজা সৃষ্টি করিবেন। বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! চাক্ষুষ মন্বন্তরে পূর্ব্বোক্ত দেবগণ এই রূপে পরামর্শ করিয়া শীঘ্রই, দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দেবস্বরূপে অবতীর্ণ হইলেন। শক্র ও বিষ্ণু পুনর্ব্বার অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। অতএব উঁহারা দুই জন, ও অর্য্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও অমিততেজাঃ ভগ, এই সমুদয় আদিত্যদিগের নাম। অতএব পূর্ব্বে চাক্ষুষ মন্বন্তরে যাঁহারা তুষিত নামে বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে বৈবস্বতমন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্য স্বরূপ অবতীর্ণ ও বিখ্যাত হইলেন। সোমদেবের যে সপ্তবিংশতিসংখ্যক মহাব্রত পত্নীদিগের বিষয় কথিত হইয়াছে, অপরিমিততেজঃশালিনী সেই পত্নীদিগেরও তেজঃপ্রদীপ্ত বহুসংখ্যক, অপত্য জন্মে। অরিষ্টনেমির স্ত্রীদিগের গর্ভে ষোড়শ অপত্যের জন্ম হয়। বিদ্বান বহুপুত্রের বিদ্যুৎ নামে চারি কন্যা হয়। অঙ্গিরাঃ হইতে শ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মর্ষিদিগের কর্ত্তৃক পূজিত ঋক সকলের জন্ম হয়। দেবর্ষি কৃশাশ্বের ঔরসে দেবপ্রহরণ পুত্র সকল জন্মগ্রহণ করেন, এই সমস্ত দেবগণ সহস্র যুগের অবসানে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিবেন। সমস্ত দেবতাদিগের মধ্যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কামজ, ইহাঁদিগের উৎপত্তি ও নিরোধের বিষয় যথাস্থানে কথিত হইবে। যেরূপ সূর্য্যদেবের গগনমার্গে যথানিয়মে উদয় ও অস্তময় হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত দেবসমূহেরও যুগে যুগে সম্ভব ও বিনাশ হয়। কশ্যপের ঔরসে ও দিতির গর্ভে

দুই পুত্র ও এক কন্যার উৎপত্তি হয়, পুত্রদ্বয়ের নাম হিরণ্যকশিপু ও বীর্য্যবান্ হিরণ্যাক্ষ। কন্যার নাম সিংহিকা। ইনি বিপ্রচিত্তির পত্নী হন। সিংহিকার গর্ভে যে সমস্ত পুত্রের উৎপত্তি হয় তাঁহাদের সকলেরই সাধারণ নাম সৈংহিকেয় গণ; এই সমস্ত একত্রিত করিয়া সমুদায়ে দশসহস্র। তাঁহাদের আবার শতসহস্র অসংখ্য পুত্র পৌত্রাদি হয়। হিরণ্যকশিপুর প্রথিততেজাঃ চারি পুত্র হয়, অনুহ্রাদ, হ্রাদ, বীর্য্যশালী প্রহ্রাদ ও সংহ্রাদ। হ্রাদের পুত্র হ্রদ। সংহ্রাদের সুন্দ ও নিসুন্দ এই উভয় পুত্র জন্মে। হ্রদের তিন পুত্র। আয়ুঃ, শিব ও কাল। প্রহ্রাদের পুত্র বিরোচন। বিরোচনের এক পুত্র, ইঁহার নাম বলি। বলির শত পুত্র জন্মে। এই শত পুত্রের মধ্যে পশুপতিপ্রিয় প্রভূত বলশালী বাণ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। অন্যান্যগুলির নাম যথাক্রমে, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্রমাঃ, ইন্দ্রতাপন, কুম্ভনাভ, গর্দ্দভাক্ষ, কুক্ষি ইত্যাদি। পূর্ব্বকালে এই শত পুত্রের জ্যেষ্ঠ প্রবলপ্রতাপ বাণ রাজা ভগবান্ উমাপতিকে প্রসন্ন করিয়া, নিরন্তর তাঁহার পার্শ্বে বিহার করিবেন, এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাণের পত্নী লোহিতীর গর্ভে ইন্দ্রদমন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। আর শতসহস্রসংখ্যক সুরগণও ইহাদের উভয় হইতে সমুৎপন্ন হন।

হিরণ্যাক্ষের বিদ্বান্ ও মহাবল পঞ্চ পুত্র হইয়াছিল, ঝর্ঝর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, বিক্রান্ত মহানাভ ও কালনাভ। দনুর তীব্র পরাক্রম শতসংখ্যক পুত্র জন্মে। ইহারা সকলেই তপস্বী ও মহাবীর্য্য ছিলেন বলিয়া প্রধানরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। এই শত পুত্রের নাম যথাক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। দ্বিমূর্দ্ধা, শকুনি, প্রভু শঙ্কুশিরাঃ, শঙ্কুকর্ণ, বিরাধ, গবেষ্ঠি, দুন্দুভি, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, মরীচি, মঘবান্, ইরা, গর্গশিরাঃ, বৃক, বিক্ষোভ, কেতু, কেতুবীর্য্য, শতহ্রদ, ইন্দ্রজিৎ, সর্ব্বজিৎ, বজ্রনাভ, বিক্রান্ত, মহানাভ, কালনাভ, মহাবাহু, একচক্র, মহাবল, তারক, বৈশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবণ, মহাশিরাঃ, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, মহাসুর তুহুণ্ড, সূক্ষ্ম, নিচন্দ্র, ঊর্ণনাভ, মহাগিরি, অসিলোমা, কেশী, শঠ, বলক, মদ, গগনমূর্দ্ধা, মহাসুর কুম্ভনাভ, প্রমদ, ময, কুপথ, বীর্য্যবান্ হয়গ্রীব, বৈসৃপ, বিরূপাক্ষ, সুপথ, হর, অহর, হিরণ্যকশিপু, শতমায়, শম্বর, শরভ, শলভ, বীর্য্যবান্ বিপ্রচিত্তি। এই সকল পুত্রগুলি কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে উৎপন্ন হয়। সুমহাবল দানবদিগের মধ্যে বিপ্রচিত্তি সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। মহারাজ! দানবদিগের যে অনন্ত পুত্রপৌত্রাদি হইয়াছিল, তাহা সংখ্যা করা অসম্ভব। স্বর্ভানুর প্রভানাম্নী এক কন্যা হয়। পুলোমার তিন কন্যা, হয়শিরাঃ উপদানবী, শর্ম্মিষ্ঠা ও বার্ষপর্ব্বণী। বৈশ্বানরের দুই কন্যা, পুলোমা ও কালকা। ইহারা উভয়েই মরীচির পরিগ্রহ। ইহাদিগের বহুসংখ্যক অপত্য হয়। মহাতপাঃ মরীচি এই দুই স্ত্রীর গর্ভে প্রথমে ষষ্টিসহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। পরে অপর চতুর্দ্দশ শত পুত্রেরও জন্মপ্রদান করেন, এই চতুর্দ্দশ শত পুত্রেরা হিরণ্যপুরে বাস করিত। পৌলোম ও কালকেয় উভয়বিধ দানবেরাই মহাবল পরাক্রান্ত ছিল। হিরণ্যপুরবাসী দানবেরা পিতামহ ব্রহ্মার বরে যুদ্ধে দেবতাদিগেরও অবধ্য হইয়াছিল। অনন্তর সব্যসাচী (অর্জ্জুন) উহাদিগকে বিনষ্ট করেন। প্রভার পুত্র নহুষ, শচীর পুত্র জয়ন্ত, শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র পুরু; উপদানবী দুষ্মন্তের জননী। বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও সিংহিকার গর্ভে বহুসংখ্যক অতি দারুণ মহাবীর্য্য দানবদিগের জন্ম হয়। ইহারা দৈত্য ও দানবদিগের পরস্পর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া সাতিশয় তীব্রপরাক্রম হয়। ইহারা সমুদয় ত্রয়োদশসংখ্যক।

সৈংহিকেরা সকলেই মহাবলপরাক্রান্ত ছিল। ইহাদিগের সকলের নাম যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে শ্রবণ করুন, মহাবলশালী ব্যংশ ও শল্য, মহাবল নভঃ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, আঞ্জিক, নরক, কালনাভ, সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রমর্দ্দন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাহু, শুক, পোতরণ, বীর্য্যবান্ ও বজ্রনাভ। সূণ, তুণ্ড, এই উভয় হ্রদের পুত্র। তাড়কার গর্ভে সুন্দপুত্র মারীচের জন্ম হয়। এই পূর্ব্বোক্ত দানবেরা শ্রেষ্ঠ ও দনুবংশবিবর্দ্ধী দানব। ইহাদিগের সকলের আবার শতসহস্র পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সন্ততি সমুৎপন্ন হয়। তপস্যা দ্বারা ভাবিতাত্মা সংহ্লাদনামক দৈত্যের কুলে নিবাতকবচদিগের সমুদ্ভব হয়। মণিমতীনিবাসী সেই নিবাতকবচদিগের তিন কোটি সন্তান হইয়াছিল। ইহারাও দেবতাদিগের অবধ্য, অর্জ্জুন তাহাদের নিপাতসাধন করেন। তাম্রার ছয় সুমহাবলশালিনী কন্যা জন্মে, কাকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবা, শুচি, ও গৃধ্রিকা। কাকী কাকদিগের জননী। উলূকী উলূকজাতীয় প্রভৃতি। শ্যেনী শ্যেনদিগের জননী। ভাসী হইতে ভাসদিগের জন্ম হয় ও গৃধ্রী হইতে গৃধ্রগণের সমুদ্ভব হইয়াছে। শুচি জলজন্তুদিগের জন্মদাত্রী ও সুগ্রীবা পক্ষিজাতির জননী। অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ ইহারা তাম্রার বংশ। বিনতার দুই পুত্র, অরুণ ও গরুড়। সুপর্ণ পতগপ্রধান গরুড় স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা অতি দারুণ হইয়াছেন। সুরসার গর্ভে অপরিমিততেজাঃ সহস্রসংখ্যক সর্পের জন্ম হয়। ইহারা সকলেই অনেকশিরাঃ মহাত্মা ও খেচর। অনন্তর অমিততেজাঃ মহাবল সহস্রসংখ্যক কাদ্রবেয় নাগদিগের জন্ম হয়। ইহারা সকলেই অনেকমস্তক ও সুপর্ণ গরুড়ের বশীভূত। ইহাদের মধ্যে শেষ, বাসুকি, ও তক্ষক সর্ব্বপ্রধান। ঐরাবত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, শঙ্খ, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, মহানীল, মহাকর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, কুহর, পুষ্পদংষ্ট্র, দুর্ম্মুখ, শঙ্খ, শঙ্খপাল, কপিল, বামন, নহুষ, শঙ্খরোমা, মণি ইত্যাদি এই সকল নাগদিগের নাম। ইহাদের পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সমুদয় বংশ গরুড় কর্ত্তৃক নিপাতিত হয়। ধরা অর্থাৎ পৃথিবীর গর্ভে স্থলজ ও জলজ চতুর্দ্দশ সহস্র অতি ক্রূর উরগভুক্ পক্ষী জন্মগ্রহণ করে। ইহারা সকলেই, অতিশয় ক্রোধপরায়ণ ও দংষ্ট্রাবিশিষ্ট। সুরভি, গো ও মহিষদিগের জননী, ইরা, বৃক্ষলতা বল্লী ও সর্ব্বপ্রকার তৃণজাতির প্রসবিত্রী; খশা যক্ষ ও রাক্ষস সমূহের জননী; মুনি অপ্সরোগণের জন্মদাত্রী; অরিষ্টা মহাসত্ত্ব প্রবলপরাক্রম গন্ধর্ব্বদিগের জনয়িত্রী। এই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীব, কশ্যপের দায়াদ অর্থাৎ জ্ঞাতি। ইহাদের আবার শতসহস্র অসংখ্য পুত্র পৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করে।

মহারাজ! এই পূর্ব্বকথিত সর্গপ্রকার স্বারোচিষ মন্বন্তরে অর্থাৎ দ্বিতীয় মনুর মন্বন্তরে হইয়াছিল। বৈবস্বত মন্বন্তরে সুমহান্ বারুণ যজ্ঞ আরব্ধ ও বিতত হইলে, হোতা ব্রহ্মা যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অধুনা তাহার বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। পুরাকালে বৈবস্বত মন্বন্তরে, পিতামহ ব্রহ্মা মানসপ্রসূত সপ্ত ব্রহ্মর্ষিকে স্বয়ং পুত্রত্বে কল্পনা করেন। পরে দেব ও দৈত্যদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, দিতি বিনষ্টপুত্রা হইয়া পুত্রকামনায় মহর্ষি কশ্যপকে আরাধনা করিয়া পরিতুষ্ট করেন।

মহর্ষি কশ্যপ, দিতির আরাধনায় সম্যক্ প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বরপ্রার্থনা করিতে বলিলেন। দিতি দেবী কশ্যপের বাক্যানুসারে অপরিমিত-তেজঃশালী ইন্দ্রবধার্থ সমর্থ এক পুত্র প্রসব করিবার বর প্রার্থনা করিলেন। সুমহাতপাঃ কশ্যপ এই রূপে প্রার্থিত হইয়া দিতিকে, তাঁহার অভিমত

প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। এই প্রকারে বরপ্রদান করিয়া মহর্ষি মরীচি দিতিকে বলিলেন, দিতি! তোমার ইন্দ্র-নিহন্তা, অপরিমিত বলশালী পুত্র উৎপন্ন হইবে, কিন্তু তোমাকে শৌচতৎপরা শুদ্ধশীলা ও ব্রতে স্থিরা হইয়া এক শত বৎসর গর্ভধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। যদি ইহাতে সমর্থ হও তাহা হইলেই তোমার গর্ভে এতাদৃশ পুত্র উৎপন্ন হইতে পারিবে। দিতি দেবী স্বামীর কথাতে সম্মত হওয়াতে মহাতপা কশ্যপ, শুচিব্রতা পত্নীকে গর্ভ ধারণ করাইলেন। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দিতির সম্মতি হওয়াতে গণশ্রেষ্ঠ গণপতিকে প্রসন্ন করিয়া অমিততেজাঃ দেবগণের দুর্দ্ধর্ষ তেজঃসংহারপূর্ব্বক তাঁহার গর্ভে অমরবৃন্দেরও অবধ্য গর্ভ নিহিত করিলেন। এই রূপে গর্ভাধান করিয়া মহর্ষি কশ্যপ সংশিতব্রত হইয়া তপশ্চরণার্থ পর্ব্বতপ্রদেশে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পাকশাসন ইন্দ্র ভীত হইয়া গর্ভ বিনষ্ট করিবার উদ্দেশে দিতি দেবীর গর্ভাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অভিলাষ করিলেন। অচ্যুত ইন্দ্র গর্ভধারণের নিয়মিত শত বৎসর পূর্ণ না হইতেই কোন সময়ে দিতিকে নিয়মভঙ্গ করিতে দেখিতে পাইলেন; অর্থাৎ এক সময়ে দিতি দেবী পদপ্রক্ষালন না করিয়া নিদ্রার্থ শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন, ইহা ইন্দ্রের নয়নগোচর হইল। ইন্দ্রও এই অবসরে তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিয়া, গর্ভস্থ শিশুকে নিদ্রাভিভূত করিলেন। গর্ভস্থ শিশু নিদ্রিত হইলে দেবরাজ সুযোগ পাইয়া বজ্রগ্রহণপূর্ব্বক আঘাত দ্বারা গর্ভটী সাত খণ্ড কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। দিতির গর্ভ, দেবরাজের কুলিশ দ্বারা কর্ত্তিত ও পাট্যমান হইবার সময় অতিশয় রোদন করিতে লাগিল। শক্রও গর্ভস্থ শিশুকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক রোদন করিতে বারংবার নিষেধ করিলেন। গর্ভ সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত হইল, কিন্তু ইহাতেও অরিসূদন দেবরাজের ক্রোধনিবৃত্তি না হওয়াতে তিনি ক্রোধভরে প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সাত খণ্ডে বিভক্ত করিলেন। তাহাতেই ঊনপঞ্চাশৎসংখ্য মরুৎ নামক দেব অর্থাৎ বায়ুগণের উৎপত্তি হইল। গর্ভ ঊনপঞ্চাশৎ ভাগে বিভক্ত করিয়া ভগবান্ মঘবা গর্ভসম্ভূত ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুকে যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, বায়ুগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া তদ্রূপই হইল। এই রূপে ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু ভগবান্ বজ্রপাণির সহায় হইল। হে জনমেজয়! এবংপ্রকারে পূর্ব্বোক্ত অশেষবিধ ভূতসমূহ প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্ হরি অপরিমিত-তেজাঃ দেবদিগের গণশ্রেষ্ঠকে প্রসাদিত করিয়া, ঐ ভূতবৃন্দ, সমূহে বিভক্ত করিয়া এক এক প্রজাপতির হস্তে উহাদিগকে সমর্পণ করিলেন। সেই সমস্ত রাজা পৃথুপ্রমুখ বিশেষ বিশেষ রাজাদিগকে ক্রমশঃ বিভাগ করিয়া দিলেন। মহারাজ! সেই হরিই বীরপুরুষ, তিনিই কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ও প্রজাপতি। তিনিই ব্যক্তরূপ পর্জ্জন্য ও তপন। এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ তাঁহারই অধিকার। মহারাজ! যে মহাত্মা এই ভূতসর্গের বিষয় সম্যক্ রূপে বিদিত হন, যিনি মরুদ্গণের শুভ জন্ম-বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্মের ভয় এক বারে নিরাকৃত হয়, এতাদৃশ ব্যক্তির পরলোকে ভয় কি রূপে সম্ভবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পিতামহ ব্রহ্মা বেণতনয় পৃথুকে অধিরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ক্রমে অন্যান্য সমস্ত রাজ্যের পৃথক্ পৃথক্ অধিপতি নির্দ্দেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে দ্বিজজাতি, বীরুৎ অর্থাৎ লতা, বৃক্ষ, ও তৃণসা এই সকলের রাজত্বে

সোমদেবকে অভিষিক্ত করিলেন। পরে জলের রাজত্বে বরুণকে নিযুক্ত করিলেন। রাজাদিগের প্রভুত্বে বৈশ্রবণকে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। আঙ্গিরস বৃহস্পতিকে বিশ্বদেবদিগের অধিপতি করিলেন। ভৃগুদিগের আধিপত্যে কাব্য অর্থাৎ শুক্রকে নিযুক্ত করিলেন। আদিত্যদিগের আধিপত্যে বিষ্ণুকে ও বসুদিগের আধিপত্যে পাবককে নিযুক্ত করিলেন। প্রজাপতিগণের আধিপত্যে দক্ষকে ও মরুদ্গণের আধিপত্যে বাসবকে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। দৈত্য ও দানবকুলের আধিপত্যে অপরিমিত বলশালী প্রহ্লাদকে নিযুক্ত করিলেন; বৈবস্বত অর্থাৎ সূর্য্যের পুত্র যমকে পিতৃলোকদিগের রাজত্বে নিয়োজিত করিলেন। অনন্তর যক্ষ, রাক্ষস, ও পার্থিব সকলপ্রকার ভূত ও পিশাচগণের আধিপত্যে শূলপাণি ভগবান্ গিরীশ মহাদেবকে স্থাপিত করিলেন। হিমবান্ অর্থাৎ হিমালয়পর্ব্বতকে যাবতীয় পর্ব্বতসমূহের আধিপত্যে নিযুক্ত করিলেন। সাগর নদীসমূহের অধিপতি হইলেন। নারায়ণ সাধ্যদিগের আধিপত্যে নিযুক্ত হইলেন। বৃষভধ্বজ রুদ্রগণের অধীশ্বর হইলেন। বিপ্রচিত্তিকে দানবদিগের রাজা করিলেন। গন্ধ মরুৎ অশরীরী যাবতীয় ভূত, ও শব্দাকাশ বিশিষ্ট যাবতীয় প্রাণিগণের আধিপত্যে প্রধান বলী বায়ুকে নিয়োজিত করিলেন। সাগর, নদ, মেঘ, বর্ষণ ও গন্ধর্ব্বকুলের রাজত্বে প্রভূতবলশালী চিত্ররথকে নিয়োজিত করিলেন। বাসুকি নাগদিগের অধিপতি হইলেন। তক্ষক সর্পসমূহের অধীশ্বর নিযুক্ত হইলেন। নিখিল চিত্র দংষ্ট্রিকুলের আধিপত্যে শেষ নাগ অভিষিক্ত হইলেন। অনন্তর পিতামহ ঐরাবতকে বারণরাজ নিযুক্ত করিলেন। উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বজাতির অধিরাজ হইলেন। পতত্রিকুলের আধিরাজ্যে গরুড় নিযুক্ত হইলেন। শার্দ্দূল মৃগাধিপতি হইল। গোবৃষ গোজাতির অধিপতি হইল। বনস্পতিসমূহের রাজত্বে প্লক্ষ অর্থাৎ অশ্বত্থ নিযুক্ত হইলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের আধিপত্যে কামদেব নিযুক্ত হইলেন। অবশেষে ঋতু মাস, দিবস, পক্ষ, রজনী, মুহূর্ত্ত, তিথি, পর্ব্ব, ক্ষুদ্র কলা ও কাষ্ঠা এই পরিমাণদ্বয়, উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অয়ন, গণিত ও যোগ এই সমুদয়ের আধিপত্যে সংবৎসর নিযুক্ত হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা এই রূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাজ্যসমূহকে রাজনির্দ্দেশপূর্ব্বক বিভাগ করিয়া ক্রমে দশ দিক্পালদিগকে দিক্সমূহের আধিপত্যে সংস্থাপিত করিলেন। পূর্ব্ব দিকে বৈরাজ প্রজাপতির পুত্র রাজা সুধন্বাকে দিক্পাল নিযুক্ত করিলেন। দক্ষিণ দিকে কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র মহাত্মা শঙ্খপদকে দিক্পাল অর্থাৎ অধিপতি করিলেন। অনন্তর রজঃপুত্র অচ্যুত মহাত্মা কেতুমান্কে পশ্চিম দিকের অধিরাজ অর্থাৎ পালক নির্দ্দেশ করিলেন। অবশেষে পর্জ্জন্য প্রজাপতির পুত্র দুর্দ্ধর্ষ হিরণ্যরোমাকে উত্তর দিগের অধিরাজ অর্থাৎ পালক পদে অভিষিক্ত করিলেন। মহারাজ! পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট রাজা ও দিকপালগণ পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক, স্ব স্ব প্রদেশে নিযুক্ত হইয়া তদবধি আবহমান কাল পর্য্যন্ত এই সপ্তদ্বীপ, সপত্তনা সমুদয় পৃথিবীকে যথানিয়মে ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ! এই সমস্ত পূর্ব্বলিখিত রাজগণ তাঁহাদের অধিরাজ মহারাজ পৃথুকে রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত করিয়া সকলে সাহায্য প্রদানপূর্ব্বক বেদবিহিত বিধি অনুসারে সমারোহে এই মহাযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এই রূপে চাক্ষুষমনুর অপরিমিত তেজোবিশিষ্ট মন্বন্তর কালক্রমে অতীত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা বৈবস্বত মনুকে সমুদয় রাজত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। মহারাজ! আপনি যদি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা

করেন, আপনার আনুকূল্যে বৈণ্যস্ত মনুর বৃত্তান্ত আমি সবিস্তরে ব্যাখ্যা ও বর্ণন করিতে প্রস্তুত আছি। মহারাজ! এই অনুষ্ঠান পুণ্য, অতিমহৎ, ধন্য, যশস্কারণ, আয়ুর্বদ্ধকর, শুভ ও স্বর্গবাসপ্রদ বলিয়া সম্যক রূপে পরিনিষ্ঠিত হইয়াছে। জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক পৃথু রাজার জন্মবৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। কি প্রকারে মহাত্মা পৃথু এই বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন, কিপ্রকারেই বা পিতৃপুরুষ, দেবসমূহ, ঋষিগণ, দৈত্য, নাগ, যক্ষ, দ্রুম, শৈল, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, দ্বিজবৃন্দ, মহাসত্ত্ব রাক্ষস, ইহারা সকলে গোরূপধরা মহীকে দোহন করেন, দোহনকালে কেই বা কিরূপ বিশেষ বিশেষ দোহনপাত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ বৎস ব্যবহৃত হয়, কি রূপ বিশেষ বিশেষ ক্ষীর দুগ্ধ হয়, কেই বা দোগ্ধা হন, কি কারণেই বা মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বেণ রাজার পাণি মথিত করিয়াছিলেন, এই সমস্ত বিষয় সবিশেষ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া আমার মন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা সম্পাদন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ, বেণপুত্র পৃথুর বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি, একাগ্র ও প্রয়ত চিত্তে শ্রবণ করুন। মহারাজ! আমি এই পবিত্র বৃত্তান্ত কখনই অশুচি, ক্ষুদ্রমনাঃ, অশিষ্য, অব্রত, কৃতঘ্ন ও অহিত ব্যক্তিদিগের শ্রবণার্থ কীর্ত্তন করি না। আপনি একাগ্রচিত্তে ঋষিদিগের কর্তৃক কথিত এই রহস্য যথাযথ শ্রবণ করুন। এই বৃত্তান্ত স্বর্গীয় যশঃ ও আয়ুর কারণ, ধন্য ও বেদসম্মিত, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া বেণপুত্র মহারাজ পৃথুর এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করেন তিনি কখনই পাপজড়িত হন না। কৃতাকৃত দ্বারা এতাদৃশ মহাত্মাকে কখন শোকাভিভূত হইতে হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে অত্রিসম অত্রিবংশ-সমুৎপন্ন অঙ্গ নামে এক ধর্ম্মরক্ষক প্রজাপতি ছিলেন। অঙ্গ প্রজাপতির ঔরসে ও মৃত্যুদুহিতা সুনীথার গর্ভে বেণনামক এক অধর্ম্ম-পরায়ণ পুত্রের জন্ম হয়। কালদুহিতার আত্মজ বলিয়া এই পুত্র মাতামহদোষে কালক্রমে স্বকীয় চিরন্তন সনাতন ধর্ম্ম পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিয়া কামপরবশ হইয়া লোভের বশীভূত ও লোভপ্রদর্শিত কার্য্যে তৎপর হইলেন। তিনি ক্রমে ধর্ম্ম বর্গহিত মর্য্যাদা স্থাপনপূর্ব্বক বেদবিহিত ধর্ম্মপ্রণালী অতিক্রম করিয়া যৎপরোনাস্তি অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। এই পাপাত্মা রাজার শাসনকালে কুত্রাপি বষট্কার ও স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন প্রবর্ত্তিত হইত না। দেবতারা যজ্ঞাগতে হুতসোমরস পান করিতেন না। বেণ প্রজাপতির বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তিনি এই ক্রুর প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, তিনি ভিন্ন ত্রিভুবনে পূজার আর দ্বিতীয় পাত্র ছিল না। দেবতোদ্দেশে যাগ ও হোম কর্ত্তব্য নহে, যদি করিতে হয়, তিনিই নিখিল যাগ ও হোমের অদ্বিতীয় একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি যৎপরোনাস্তি অহঙ্কারের সহিত বলিতেন, যে আমিই যাগের উদ্দেশ্য, আমিই যষ্টা অর্থাৎ যজমান, এবং আমিই যজ্ঞ, আমার উদ্দেশেই যজ্ঞকার্য্য বিধেয় এবং আমিই হোমের একমাত্র উদ্দেশ্য দাতা স্বরূপ। অনন্তর কোন সময়ে মরীচিপ্রমুখ মহর্ষিগণ বেণ রাজার প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া

অতিক্রান্তমর্য্যাদ, ও অনর্থ অনুচিত কার্য্য-পরায়ণ বেণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, বেণ! আমরা বহু সংবৎসর যাবৎ দীক্ষায় প্রবেশ করিয়া বাস করিয়াছি, অতএব তুমি অতঃপর আর অধর্ম্মাচরণ করিও না, ইহা সনাতন ধর্ম্ম নহে। তুমি পবিত্র অত্রিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি প্রজাপতি, ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রজাপালন করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; অতএব তোমার ন্যায় ব্যক্তির অনার্য্য কার্য্য কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। দুর্ব্বুদ্ধি অনর্থবেত্তা বেণ মহর্ষিদিগের এতাদৃশ বাক্যে হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ঋষিগণ! আমি ভিন্ন ত্রিভুবনে ধর্ম্মের স্রষ্টা অপর আর কে আছে, আমি কাহার নিকট উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিতে পারি? তোমাদিগের মধ্যে শ্রুত, বীর্য্য, তপস্যা ও সত্য দ্বারা আমার তুল্য কে আছে বল? তোমরা নিশ্চয়ই নিতান্ত মূঢ়বুদ্ধি ও চিত্তবিহীন বলিয়া আমাকে সকল ভূতের বিশেষতঃ ধর্ম্মসমূহের প্রভব বা আদি কারণ বলিয়া বুঝিতে পারিতেছ না। আমি ইচ্ছা হইলে সমস্ত পৃথিবী দহন করিতে পারি, ইচ্ছা হইলে জলে প্লাবিত করিতে পারি। দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ই ইচ্ছা হইলে রুদ্ধ করিতে পারি, ইহাতে আমাকে কোন প্রকার বিচার করিতে হয় না।

মহর্ষিগণ, এইরূপ অনুনয়বাক্য দ্বারা যখন মোহপরবশ ও অবলিপ্ত বেণ রাজাকে কোন প্রকারেই শান্ত করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তাঁহাদিগের ভয়ানক ক্রোধ উপস্থিত হইল। মহর্ষিরা জাতক্রোধ হইয়া মহাবল-পরাক্রান্ত অত্যুগ্র বেণ রাজাকে বলপূর্ব্বক নিগ্রহ করিয়া তাঁহার বাম ঊরু মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজার ঊরু এই প্রকারে মথ্যমান হইলে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অল্পমাত্র হ্রস্বদেহ কৃষ্ণবর্ণ [illegible] এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। রাজন্ জনমেজয়! এই খর্ব্বাকার পুরুষ এই প্রকারে উৎপন্ন হইবার পর সাতিশয় ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। মহর্ষি অত্রি তাহাকে অতিশয় কাতর ও বিহ্বল দেখিয়া তথায় উপবেশন করিতে আজ্ঞা করিলেন। এই কৃষ্ণকায় পুরুষ পরে নিষাদ অর্থাৎ চণ্ডালবংশের আদি পুরুষ হইয়াছিল এবং বেণ কল্মষপ্রসূত যাবতীয় ধীবরদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা হইতেই বিন্ধ্যাচল-নিবাসী তুখার, তুম্বুর প্রভৃতি যাবতীয় অধর্ম্মরুচি অসভ্য জাতির উদ্ভব হয়, সুতরাং ইহারা সকলেই বেণ বংশোদ্ভূত। অনন্তর মহাত্মা মহর্ষিগণ ক্রোধভরে বেণ রাজার দক্ষিণ পাণি অরণী অর্থাৎ অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠের ন্যায় সংরব্ধ করিয়া মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। বেণ রাজার মথ্যমান দক্ষিণ বাহু হইতে তৎক্ষণাৎ জ্বলনপ্রতিম, পৃথু সমুত্থিত হইলেন। তাঁহার প্রখর-তেজঃপুঞ্জ দেহ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া নয়নগোচর হইল। মহাযশাঃ পৃথু এক বারেই ধনুর্দ্ধারী কবচযুক্তদেহ হইয়া ভুবনচমৎকার মহারব আজগব-নামক আদ্য ধনুঃ দিব্য-শর-সমূহ ও মহাপ্রভ কবচ ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। মহারাজ! এইরূপে পৃথুর উৎপত্তি হইলে সর্ব্বত্র যাবতীয় ভূতগণ অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইল, আর বেণ রাজা তৎক্ষণাৎ মহাত্মা সৎপুত্র পৃথুর জন্ম হেতু পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ হইলেন, ও স্বর্গ লোক আরোহণ করিলেন। এইরূপে পৃথুর জন্মমাত্রেই সমুদ্র ও নদী সকল অশেষবিধ রত্ন ও তীর্থজল গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিষেকার্থ উপস্থিত হইলেন। পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, আঙ্গিরস দেবগণ ও স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় ভূত সমূহ সমভিব্যাহারে লইয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন ও বেণ তনয়

মহাদ্যুতি প্রজাপালক পৃথুকে সমস্ত জগতের অধিরাজ পদে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবল-প্রতাপ বেণতনয় এই রূপে ধর্ম্মকোবিদদিগের কর্তৃক বিশ্বরাজ্যের প্রথম অধিরাজ পদে অভিষিক্ত হইয়া পিতা কর্তৃক অপরঞ্জিত প্রজাদিগকে সম্যক্ অনুরঞ্জন করিলেন ও সমুদায় প্রজাবৃন্দের বিশেষ অনুরাগভাজন হইয়া তাহাদিগকে রঞ্জন করিয়াছেন বলিয়া রাজা এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ পৃথুর এরূপ প্রবল প্রতাপ হইয়াছিল যে, যখন তিনি সমুদ্রাভিমুখে অভিযান করিতেন তখন সমুদ্রের জলরাশি স্তম্ভিত হইত। পর্ব্বতেরাও মহারাজকে পথ প্রদান করিত। ও কোনকালেই মহারাজের ধ্বজভঙ্গ হইত না। মহারাজের পবিত্র শাসনকালে পৃথিবী অকৃষ্টপচ্যা হইয়াছিলেন অর্থাৎ বর্ষণাদি শস্যোৎপাদনের নানাবিধ উপায় ব্যতিরেকেও চিন্তামাত্রেই ভূমিতে অন্ন ও বহুবিধ শস্যজাত স্বয়ং উৎপন্ন হইত। অধিক কি, তৎকালে পৃথিবী সর্ব্বকামদুঘা হইয়াছিলেন। প্রতিপুষ্পপুটকই মধুপরিপূর্ণ দৃষ্ট হইত। এই সময়ে তত্রৈবতাগত যজ্ঞে সৌত্যাদিবসে পৃথ্বীর গর্ভে মহামতি সূত সমুৎপন্ন হন। এবং সেই মহাযজ্ঞে প্রাজ্ঞ মাগধেরও জন্ম হয়। অনন্তর দেবর্ষিরা মহারাজ পৃথুর স্তবার্থ সূত ও মাগধ এই উভয়কে আহ্বান করিয়া পৃথুর স্তব করিবার নিমিত্ত উহাদিগকে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, হে সূত! হে মাগধ! স্তবকার্য্য তোমাদের অনুরূপ ও উপযুক্ত এবং নরাধিপ পৃথুও তোমাদের স্তবের উপযুক্ত পাত্র। সূত ও মাগধ এই রূপে আদিষ্ট হইয়া দেবর্ষিদিগকে কহিলেন, হে দেব ঋষিগণ! আমরা নিজকর্ম্ম দ্বারা দেবতা ও ঋষিদিগকে স্তব করিয়া থাকি ও তাঁহাদিগেরই প্রীতিসমুৎপাদনের চেষ্টা করি। এই রাজার কার্য্যের বিষয় কিছুই অবগত নহি। ইঁহার তাদৃশ যশঃসম্পত্তিও দেখিতে পাইতেছি না, অতএব কি প্রকারে ইঁহার প্রীত্যর্থ স্তব করিতে পারি? ঋষিগণ কহিলেন, তোমরা মহারাজ পৃথুর ভবিষ্য-কার্য্য উপলক্ষ করিয়া উঁহাকে স্তব কর। সূত ও মাগধ ঋষিদগের নিয়মানুসারে পৃথু পরে যে সকল মহৎকার্য্য করিয়াছিলেন তৎসমুদয় উপলক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন, মহারাজ পৃথু ভবিষ্যতে সত্যবাদী, বদান্য, সত্যসন্ধ, নরেশ্বর, শ্রীমান্, জয়শীল, ক্ষমা-তৎপর, বিক্রান্ত, দুষ্টশাসন, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, পরমদয়ালু প্রিয়ভাষী, মাননীয়, মানরক্ষক, যাগশীল, ব্রহ্মবাদী, সত্যযোদ্ধা, শান্ত, ব্যবহার-বেত্তা ও সামনিরত নরপতি হইবেন। মহারাজ! সূতমাগধ-প্রযুক্ত সেই স্তব অদ্যাবধি ইহলোকে সূত মাগধ ও বন্দীরা স্তব করিবার সময় সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে। প্রজাপাল পৃথু সূত ও মাগধের স্তবে যৎপরোনাস্তি প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া প্রসাদস্বরূপ সূতকে অনূপ প্রদেশ সমুদায় ও মাগধকে মগধ প্রদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর মহর্ষিগণ পৃথু রাজার দর্শনে প্রজাবৃন্দকে পরমপ্রীত হইতে দেখিয়া সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রজাগণ! এই নরাধিপ পৃথু তোমাদের সকলকেই বিশেষ বিশেষ বৃত্তি অর্থাৎ জীবনোপায় প্রদান করিবেন। প্রজাগণ মহর্ষিদিগের বাক্যানুসারে সকলেই দ্রুতবেগে মহারাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া একবাক্য নিবেদন করিল। মহারাজ! আপনি আমাদের সকলের বৃত্তি অর্থাৎ জীবনোপায় বিধান করুন। মহারাজ পৃথু এইরূপে প্রজাসমূহ কর্তৃক অভিক্রান্ত হইয়া উহাদের হিত-চিকীর্ষায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক আঘাত দ্বারা পৃথিবীকে প্রপীড়িত করিলেন। পৃথিবীও বেণতনয়ের ভয়ে নিরতিশয় ভীত হইয়া

গোরূপ ধারণপূর্ব্বক, অতিবেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজও ধনুর্ব্বাণ হস্তে অতিবেগে বিদ্রুত গোরূপধরা মহীর অনুধাবন করিতে লাগিলেন। গোরূপধরা পৃথিবী এই রূপে পৃথুর ভয়ে ব্রহ্মলোক প্রভৃতি অশেষ বিধ ভুবনে ভ্রমণ করিয়া সম্মুখে প্রগৃহীতশরাসন পৃথুকে অবলোকন করিলেন। তৎকালে মহাযোগ মহাত্মা মহারাজ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত নিশিত বাণসমূহ হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া অধিকতর প্রদীপ্ততেজা হন, ফলতঃ তৎকালে তিনি দেবতাদিগেরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। ত্রিলোকপূজ্যা মহী কুত্রাপি ত্রাণের উপায় না দেখিয়া অবশেষে কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ পৃথুরই শরণাপন্ন হইলেন; এবং উহাঁকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, রাজন! স্ত্রীহত্যারূপ মহাপাতক ও ঘোর অধর্ম্ম করা ভবাদৃশ পুরুষের কোনপ্রকারে উচিত নহে। আপনি প্রজাপালক। আমাকে বধ করিলে কি রূপেই বা প্রজাধারণ করিবেন বুঝিতে পারি না। মহারাজ! এই পরিদৃশ্যমান সমগ্র লোক আমার উপরিভাগে অবস্থিত, আমি সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি। আমাকে বিনষ্ট করিলে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা বিনষ্ট হইবে। অতএব আমি অনুনয় বাক্যে আপনাকে নিবেদন করিতেছি, যে যদি আপনি প্রজাদিগের মঙ্গলকামনা করেন, কখনই আমাকে বিনষ্ট করিবেন না। আমি আপনাকে হিতকর বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! সকল কার্য্যের উপক্রমই উপায়ানুসারে সমারব্ধ হইলে নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব উপায় নিরীক্ষণ করুন যদ্দ্বারা প্রজাসমূহ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। অপর আমাকে হত্যা করিলে কোন প্রকারেই প্রজা ধারণ করিতে পারিবেন না। মহারাজ! আমি আপনাকে বারংবার অনুনয় করিতেছি আপনি কোপসংযমন করুন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আপনার বশীভূত ও অনুগত হইব। মহারাজ! তির্য্যগ্যোনিগত স্ত্রীজাতির হত্যাও মহাপাতক বলিয়া শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। অতএব, হে মহারাজ! আপনি কোন প্রকারেই তির্য্যক্প্রাণিতেও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না।

মহামনাঃ মহারাজ পৃথু পৃথিবীর ইত্যাদি প্রকার বহুবিধ অনুনয়বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপ সংহার করিলেন ও পৃথিবীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬।

পৃথু বলিলেন, বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি আপনার অথবা পরের, একের উপকার সাধনার্থ বহুসংখ্যক জীবের প্রাণবধ করে, তাহারই এক পাতক হয়। কিন্তু যে স্থলে একটি জীব বিনষ্ট হইলে বহুসংখ্যক প্রাণী সুখলাভ করে তথায় সেই জীবের হিংসা করিলে কোন প্রকারে পাতক বা উপপাতক কিছুরই সম্ভাবনা নাই। পরন্তু যে স্থলে কোন এক দুষ্ট প্রাণীর নিধন করিলে বহু জীবের মঙ্গল হইয়া থাকে, তথায় সেই বধ দ্বারা পাতক দূরে থাকুক, বরং পুণ্যই সঞ্চিত হয়। অতএব ভদ্রে! অদ্য যদি তুমি জগতের হিতসাধনার্থ মদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন না কর আমি নিশ্চয় প্রজাদিগের শ্রেয়ঃসাধনার্থ তোমার প্রাণ বিনাশ করিব। তাহা হইলে অদ্য আমি নিশ্চয়ই আমার শাসন-পরাঙ্মুখী তোমাকে নিশিত শরপ্রহার দ্বারা বিনষ্ট করিয়া আপনাকে সম্যক প্রথিত করিব ও স্বয়ংই নিখিল প্রজাসমূহ ধারণ করিব সন্দেহ নাই। অতএব যদি তুমি জীবন প্রার্থনা কর, অদ্যই আমার শাসনের বশবর্ত্তিনী হইয়া, সমগ্র প্রজাদিগকে সংজীবিত কর, কারণ

তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও প্রজাসমূহের ধারণে সম্যক সমর্থা। বৎসে! তুমি এই প্রকারে আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আমার তুষ্টিতুষ্ট প্রাপ্ত হও। ইহা হইলেই আমি তোমার বধের নিমিত্ত উদ্যত ঘোরদর্শন শর সংযমন করিতে পারি।

বসুন্ধরা কহিলেন, হে বীরশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি নিঃসন্দেহ তৎসমুদায় প্রতিপালন করিব। কিন্তু সকল কার্য্যই উপযুক্ত উপায়ানুসারে আরব্ধ হইলেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, উপায় না থাকিলে কোন কার্য্যেরই সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; অতএব মহারাজ! যে উপায়ে আপনি এই সমস্ত প্রজাধারণ করিতে সমর্থ হইবেন, এবম্বিধ সদুপায়ের অন্বেষণ করুন। আর যদি আমাকে দোহন করিতে ইচ্ছা করেন, উপযুক্ত বৎসের অনুসন্ধান করুন, কারণ বৎস উপস্থিত হইয়া স্তন পান না করিলে কিরূপে ক্ষীর বিনিঃসৃত হইতে পারে? তদ্ভিন্ন, আমাকে সর্ব্বত্র সমতলা করিতে হইবে. কারণ সমতলা হইলেই অভিস্যন্দমান মদীয় ক্ষীর সর্ব্বত্র প্রসৃত হইতে পারিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন! বৈণ্য পৃথু এই প্রকারে বসুন্ধরার বাক্যানুসারে ধনুষ্কোটি দ্বারা শতসহস্র অসংখ্য শৈলসমূহ স্বস্থান হইতে উৎসারিত করিলেন। এই উৎসারণ দ্বারাই পর্ব্বত সকল অতিশয় বিবর্দ্ধিত হইয়াছে। পৃথু এই প্রকারে সমগ্র পৃথিবী সমতলা করিলেন।

অনেক মন্বন্তর অতীত হইলে পৃথিবী পুনর্ব্বার বিষমতলা হইয়াছিল। সম বিষম ভাগ পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ। চাক্ষুষ মন্বন্তরেও সমুদয় পৃথিবী এইরূপ সম বিষম ছিল। পূর্ব্ব মন্বন্তরে ভূতসৃষ্টির সময়ে ক্ষিতিতল বিষম ছিল। সুতরাং পুর, গ্রাম, বা নগরসমূহের প্রবিভাগ ছিল না। তৎকালে, শস্য, গোপাল, কৃষিকার্য্য বা বণিকপথ কিছুই ছিল না। সত্য মিথ্যা লোভ ও মাৎসর্য্যও কুত্রাপি লক্ষিত হইত না। এক্ষণে বৈবস্বত মনুর মন্বন্তর সমুপস্থিত। এই মন্বন্তরে বেণতনয় পৃথু হইতেই এই সকলের সম্ভব। এক্ষণে পৃথিবীর যে যে অংশ সম অর্থাৎ সমতল ছিল, সেই সেই প্রদেশ প্রজাসমূহের বাসার্থ নির্দ্ধারিত হইল ও বহু কষ্টে উহাদের আহারার্থ ফলমূল উৎপাদিত হইল। অনন্তর মহাতেজ পৃথু প্রভু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে গোরূপধরা পৃথিবীকে দোহন করিলেন। পৃথিবী দুগ্ধা হইলে ক্ষীরস্বরূপে অশেষবিধ শস্যসমূহ উৎপন্ন হইল। সেই শস্য আহার দ্বারা জীবেরা অদ্যাপি জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছে। মহারাজ! শুনিয়াছি, ঋষিরা পুনর্ব্বার পৃথিবীরে দোহন করিয়াছিলেন। সোমদেব এই দোহনের বৎস ও অঙ্গিরার পুত্র মহাতেজাঃ বৃহস্পতি দোগ্ধা হন, আর ছন্দঃসমূহ দোহনপাত্রের কার্য্য করে। এবং শাশ্বত ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ বেদ, অনুপম ক্ষীরস্বরূপে উৎপন্ন হয়। আরও শ্রুত আছে, ইহার পরে পুরন্দরপ্রমুখ দেবগণ কাঞ্চনপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীকে পুনর্ব্বার দোহন করেন। এই বারে ভগবান্ ইন্দ্র স্বয়ং বৎসের কার্য্য করেন। সবিতাদেব দোগ্ধা হন ও ঊর্জ্জস্কর ক্ষীর উৎপন্ন হয়, এই ক্ষীর পান করিয়া দেবতারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কথিত আছে পিতৃপুরুষেরা ইহার পরে মহীকে পুনশ্চ দোহন করিয়াছিলেন। ইহারা রজতপাত্রে দোহন করেন, ও ক্ষীরস্বরূপে স্বধা উৎপন্ন হয়। বৈবস্বত যম ইহাদিগের বৎসস্বরূপ হন, আর লোকবিনাশন বাসরূপী অন্তক দোগ্ধা হন। তৎপরে নাগেরা তক্ষককে বৎসরূপে কল্পনা করিয়া অলাবুপাত্রে পৃথিবীকে আবার দোহন করে। বিষ ক্ষীররূপে সমুৎপন্ন হয়। এই সময়ের

নাগদিগের পক্ষে ঐরাবত ও সর্পদিগের পক্ষে মহাপ্রতাপ ধৃতরাষ্ট্র দোগ্ধা হইয়াছিল। মহাকায় বিষোল্বণ সর্প ও নাগগণ বিষ দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করে। বিষই ইহাদিগের আহার, বিষই ইহাদিগের আকার, বিষই ইহাদিগের আশ্রয়। অতঃপর অসুরেরা গোরূপধরা পৃথিবীকে দোহন করে। ইহাদের দোহনে লৌহময় পাত্র ব্যবহৃত হয় ও শক্রবিনাশিনী মায়া দুগ্ধরূপে উৎপন্ন হয় এবং প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন দোগ্ধা হন। এই সময়ে দৈত্যদিগের পক্ষে উহাদিগের পুরোহিত দ্বিমস্তক মহাবল মধু দোগ্ধা হইয়াছিলেন। তদবধি দোহনোৎপন্ন মায়া দ্বারাই অসুরেরা মায়াবী হইয়াছে। মায়াই ইহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহের অদ্বিতীয় উপায়স্বরূপ, মায়াই ইহাদিগের অপরিমিত বল। মহারাজ! শুনা গিয়াছে, ইহার পরে যক্ষেরাও আম মৃন্ময় পাত্রে পৃথিবীকে দোহন করে। অক্ষয় অন্তর্দ্ধান এই দোহনের দুগ্ধস্বরূপ। পুণ্যজন যক্ষদিগের দোহনকালে বৈশ্রবণ বৎসস্বরূপ হন। মণিবরের পিতা, সুমহত্তপঃশালী, ত্রিশীর্ষ, রজতনাভ নামে যক্ষাগ্রজ এই কার্য্যের দোগ্ধাস্বরূপ হইয়াছিলেন। অন্তর্দ্ধান আশ্রয় করিয়া যক্ষেরা তদবধি আবহমান কাল জীবনধারণ করিয়া আসিতেছে। অনন্তর রাক্ষস ও পিশাচগণ ইহারা উভয়ে বসুন্ধরাকে দোহন করে। ইহারা দোহনকালে শবকপাল পাত্রস্বরূপে গ্রহণ করে। রজতনাভ ইহাদিগের দোগ্ধা, সুমালী বৎস ও রুধির দুগ্ধ। প্রাণিহিংসাই ইহাদের দোহনের একমাত্র উদ্দেশ্য। রুধিররূপ ক্ষীর পান করিয়া যক্ষ, অমরোপম রাক্ষস, পিশাচ ও ভূতসমূহ ইহারা সকলেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহার পর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ একত্রে পদ্মপত্ররূপ আধারে পৃথিবীকে দোহন করিয়া সুগন্ধরূপ দুগ্ধ উৎপাদন করে। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ ইহাদিগের বৎস ও গন্ধর্ব্বরাজ মহাবল মহাত্মা সূর্য্যসদৃশ সুরুচি দোগ্ধা হইয়াছিলেন। পরে শৈলগণ একত্রিত হইয়া অন্যতম শৈলরূপ পাত্রে মহীকে দোহনপূর্ব্বক মূর্ত্তিমতী ওষধি ও অশেষবিধ রত্নস্বরূপ দুগ্ধ উৎপাদন করে। এই দোহনে হিমালয় পর্ব্বত বৎস ও মহাগিরি সুমেরু দোগ্ধা হন। ইহা দ্বারাই তৎকালাবধি পর্ব্বতেরা ভূমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশেষে লতাগণ পৃথিবীকে দোহন করিয়া পলাশপত্ররূপ পাত্রে ছিন্নদগ্ধপ্ররোহণরূপ দুগ্ধ উৎপাদন করে। পুষ্পিত শালবৃক্ষ দোগ্ধা ও অশ্বত্থ বৎসস্বরূপ হন। মহারাজ! সেই এই বসুন্ধরা, ইনি যাবতীয় পদার্থসমূহের ধাত্রী ও বিধাত্রী। ইনি পাবনী। চরাচর সমুদয় পদার্থের প্রতিষ্ঠা ও জননী। ইনি সর্ব্বকামপ্রদা। ইনি দুগ্ধা হইলে নিখিল শস্যসমূহ প্রদান করেন। ইনি সমুদ্রপর্য্যন্ত বিস্তৃতা, ও মেদিনী নামে বিখ্যাত ছিলেন।

মধুকৈটভের ভর নিখিল মেদঃ অর্থাৎ মজ্জায় অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে পরিপূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া এই দেবীর নাম মেদিনী হইয়াছে। অনন্তর ইনি বেণপুত্র মহারাজ পৃথুর শরণাপন্ন হইয়া ইহার দুহিতৃত্ব প্রাপ্ত হন বলিয়া পৃথিবী নামেও কথিত হইয়া থাকেন। পৃথিবী এইরূপে পৃথুকর্ত্তৃক অতিসুন্দররূপে বিভক্ত ও শোধিত হওয়াতেই এক্ষণে অশেষবিধ শস্যের আকর ও পুরনগরাদি ধারণ করিতেছেন, মহারাজ! আপনি এক্ষণে রাজশ্রেষ্ঠ আদি রাজা পৃথুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। পৃথুর এইরূপ অলোকসাধারণ অদ্ভুত প্রভাব ছিল। অতএব মহারাজ পৃথু নিখিল ভূতসমূহের নমস্য ও পূজ্য ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বেদবেদাঙ্গবেত্তা সৌভাগ্যশালী ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মযোনি সনাতন মহারাজ পৃথুই একমাত্র নমস্কার্য্য।

যে সকল মহাভাগ ক্ষত্রিয় পার্থিবত্ব ইচ্ছা করেন, আদিরাজ মহাবলপ্রতাপ পৃথু তাঁহাদের অবশ্য নমস্কার্য। বীর ও বিক্রান্ত যোদ্ধৃগণ যদি সমরক্ষেত্রে জয়লাভ করিবার বাসনা করেন, মহারাজ পৃথুকে তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে নমস্কার করা বিধেয়, কারণ ইনিই এই ভূমণ্ডলের প্রথম যোদ্ধা। যে যোদ্ধা পৃথুকে স্মরণ ও তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন করিয়া সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তিনি নিশ্চয়ই ঘোরসংগ্রামসাগর উত্তীর্ণ হইয়া জয়ী হন ও বিপুল কীর্ত্তি ও কুশল সম্ভোগ করেন সন্দেহ নাই। পণ্য বৃত্তিবিধায়ী ধনাঢ্য বৈশ্যদিগেরও ইনিই প্রথম নমস্কার্য্য, কারণ সমস্ত জীবের বৃত্তি প্রদান দ্বারা ইহাঁর যশঃসম্পত্তি ত্রিভুবনে বিস্তৃত হইয়াছে। যখন মহারাজ পৃথু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন প্রধান বর্ণের পূজ্য ও নমস্য, তখন ত্রিবর্ণের পরিচারকস্বরূপ শুচিব্রত শূদ্রদিগের বিষয় আর বলিবার আবশ্যক কি? মহারাজ পৃথু ক্ষেমাকাঙ্ক্ষী শূদ্রদিগেরও অবশ্যপূজ্য ও নমস্কার্য্য।

এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! ক্রমান্বয়ে গোরূপধরা পৃথিবীর যে যে অনেকবার দোহন হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের বিশেষ বিশেষ বৎস, দোগ্ধা, ক্ষীর ও পাত্র প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্তই আপনার নিকট বর্ণন করিলাম, প্রীতিসম্পাদনার্থ এক্ষণে আর কি বর্ণনা করিতে হইবে বলুন।

সপ্তম অধ্যায়। ৭।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! অনুগ্রহ পূর্ব্বক, সমুদয় মন্বন্তর ও উহাদিগের সৃষ্টির বিষয় সবিনয়ে কীর্ত্তন করুন। যাবতীয় মনুদিগের বৃত্তান্ত ও বিশেষ বিশেষ মন্বন্তরের কালনির্ণয় এই সমস্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিরতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুবংশতিলক! সমস্ত মন্বন্তর সমূহের বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করা শতবৎসরেও সম্ভবে না, অতএব সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, ভৌত্য, রৌচ্য, চারি মেরুসাবর্ণ, এই সমুদায় অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্য মনুসমূহের নাম। সংপ্রতি বৈবস্বত মনুর মন্বন্তর বর্ত্তমান। মহারাজ! যেরূপ শুনিয়াছি, সমুদয় মনুগণের নাম সংকীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত মনুদিগের ঋষি, পুত্র ও দেবগণের বিষয় বর্ণন করিতেছি। মরীচি, অত্রি, ভগবান্ অঙ্গিরাঃ, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার পুত্র। উত্তর দিকে ইহঁদিগেরই সপ্তর্ষি এই নাম। স্বায়ম্ভুব মনুর মন্বন্তরকালে বর্ত্তমান দেবতাদিগের যাম এই সাধারণ নাম ছিল। আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান, হব্য, কবন, এই দশটী স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। প্রথম মন্বন্তরের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইহার পর স্বারোচিষ মনুর মন্বন্তর উপস্থিত হয়, এই মন্বন্তরে ঊর্দ্ধ বশিষ্ঠপুত্র, স্তম্ব, কাশ্যপ, প্রাণ, বৃহস্পতি, দত্ত ও নিশ্চ্যবন এই কয়েকটী মহর্ষি ছিলেন। ইহা বায়ু স্বয়ং কহিয়াছেন। দেবগণের তুষিত নাম ছিল। হবিঘ্ন, সুকৃতি, আপ, মূর্ত্তি, অয়স্ময়, প্রথিত, নভস্য, নভ ও ঊর্জ্জ, মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর এই কয়েকটী পুত্র ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই মহাবীর্য্যপরাক্রম ছিলেন। মহারাজ! দ্বিতীয় মন্বন্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই, এক্ষণে তৃতীয় মন্বন্তরের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই মন্বন্তরে মনু ঔত্তমি। ভগবান্ বশিষ্ঠের বাশিষ্ঠ নামে বিখ্যাত সাত পুত্র ছিলেন, আর হিরণ্যগর্ভের ঊর্জ্জনামক

কতিপয় মহাতেজাঃ পুত্র ছিলেন, ইহাঁরাই এই মন্বন্তরের ঋষি। উত্তমি মনুর ঈষ, ঊর্জ্জ, তনূর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্য ও নভ, এই দশটী অতি মনোরম পুত্র ছিলেন। এই মন্বন্তরে ভানুগণ দেবতা ছিলেন। তৃতীয় মন্বন্তরের বিবরণ সংক্ষেপে কথিত হইল; এক্ষণে চতুর্থের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। এই মন্বন্তরে তামস মনু। কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধামা, কপীবান্, ও আকপীবান্, এই সাতটী ঋষি। সত্যনামক দেবগণ। তামস মনুর পুত্রপৌত্রাদির বিষয় পুরাণে সম্যক্ রূপে কীর্ত্তিত আছে, আমি ইহাঁর পুত্রদিগের নাম উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন। দ্যুতি, তপস্য, সুতপাঃ, তপোমূল, তপোশন, তপোরতি, অকল্মাষ, তন্বী, ধন্বী ও পরন্তপ, এই দশটী মহাবল পুরুষ তামস মনুর পুত্র। ইহাও বায়ু কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। এক্ষণে পঞ্চম মন্বন্তরের বিষয় শ্রবণ করুন। পঞ্চম মন্বন্তরে বেদবাহু, যদুধ্র, মহামুনি বেদশিরাঃ, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, সোমপুত্র, ঊর্দ্ধবাহু, ও অত্রিপুত্র সত্যনেত্র, এই সাতজন মহর্ষি ছিলেন। অভূতরজাঃ, প্রকৃতি, পারিপ্লব ও রৈভ্য এই কয় প্রকার দেবতা। পঞ্চম মনুর পুত্রদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি প্রণিধান করুন। ধৃতিমান অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ, ও কৃতী সত্যবান্ এই কয়টি রৈবত মনুর পুত্র। এক্ষণে ষষ্ঠের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। ষষ্ঠ অর্থাৎ চাক্ষুষ মনুর মন্বন্তরে ভৃগু, নভঃ, বিবস্বান্, সুধামা, বিরজাঃ অতিনামা, ও সহিষ্ণু এই সাত মহর্ষি ছিলেন। আপ্য, প্রভূত, ঋভু, পৃথুক ও লেখ্য, এই পঞ্চবিধ দেবতা ছিলেন। আর অঙ্গিরার পুত্র, মহাত্মা মহাতেজাঃ নাড়্বলেয় নামে উরু প্রভৃতি দশ পুত্র ছিলেন। সপ্তম অর্থাৎ বর্ত্তমান মন্বন্তরে, সাত মহর্ষি, অত্রি, ভগবান্ বশিষ্ঠ, মহামুনি কশ্যপ, গোতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও মহাত্মা ঋচীকের আত্মজ ভগবান্ জমদগ্নি। সাধ্য, রুদ্র, বিশ্ব, বসু, মরুৎ ও আদিত্যগণ এবং অশ্বিনদ্বয় ইহাঁরা এই মন্বন্তরের দেবতা মহাত্মা বৈবস্বত মনুর ইক্ষাকু প্রভৃতি দশ পুত্র। অপর, পূর্ব্বকীর্ত্তিত এই সমস্ত মহাতেজা মহর্ষিগণের পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সন্তান সন্ততি দিগ্‌দিগন্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহাঁর মন্বন্তর সকলের প্রারম্ভে সাত সাত জন করিয়া লোকসমূহের সম্যক্ ব্যবস্থা ও সংরক্ষণার্থ দেশে দেশে অবস্থান করেন, পরে মন্বন্তর অতিক্রান্ত হইলে চারি চারি জন করিয়া সাত গণে বিভক্ত হন ও স্বকার্য্য সাধনানন্তর অক্ষয় ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করেন। ইহারা স্বর্গাধিরোহণ করিলে তপঃসম্পন্ন অন্যান্য মহর্ষিগণ তাঁহাদের স্থান অধিকার পূর্ব্বক তাঁহাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। মহারাজ! অতীত ও বর্ত্তমান সমুদয়ে সাত মন্বন্তরের বিষয় ক্রমান্বয়ে আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। সংপ্রতি ভাবি মন্বন্তর সকলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ভবিষ্যৎ মন্বন্তর সমুদয়ে ছয়টি। এই সকল ভাবি মন্বন্তরে সাবর্ণ-সংজ্ঞক পাঁচ মনু হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন বৈবস্বত, অপর চারি জন প্রজাপতির অপত্য। পরমেষ্ঠির পুত্র সকল মেরু ও সাবর্ণি নামে খ্যাত, ইহাঁরা সকলেই দক্ষপ্রজাপতির দৌহিত্র, প্রিয়নামক দক্ষদুহিতা ইহাঁদের জননী। ইহাঁরা সকলেই মহাপ্রভাব, মহাতেজা ও মহাত্মা। প্রজাপতি রুচির রৌচ্যনামক পুত্র, অপর এক মনু; ইনি ভূতিদেবীর গর্ভে প্রসূত বলিয়া ভৌত্য নামে বিখ্যাত। সাবর্ণি মনুর ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে যে সপ্তসংখ্যক মহর্ষি হইবেন, তাঁহাদের সকলের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন। রাম, ব্যাস, অত্রিপুত্র দীপ্তিমান, ভারদ্বাজ, দ্রোণপুত্র মহাদ্যুতি অশ্বত্থামা, গোতমাত্মজ গৌতম শরদ্বান্,

কৌশিক গালব, ও কাশ্যপ ঊরু, এই কয়েকটি ভবিষ্য মনুদিগের নাম। ইহাঁরা সকলেই সর্ব্বাংশে ব্রহ্মার সদৃশ। ইহাঁরা আভিজাত্য, তপস্যা, মন্ত্র ও ব্যাকরণাদি দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন। এই ব্রহ্মর্ষিগণ সকলেই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ ও মহাতপঃসমৃদ্ধ। ইহাঁরা সর্ব্বদাই ব্রহ্মচিন্তনতৎপর। মন্ত্র ব্যাকরণাদি ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বাংশেই ইহাঁরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভার্য্যান্বিত গৃহী ব্যক্তি মাত্রেরই ইহাঁদিগের নিষ্ঠা ও নাম প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হওয়া উচিত। ইহাঁরা সাতজনই দীর্ঘায়ুঃ (অর্থাৎ চিরজীবী), মন্ত্রকর্ত্তা, ঐশ্বর্য্যশালী, দীর্ঘচক্ষুঃ (অর্থাৎ দূরদর্শী), ইহাঁরা প্রখরবুদ্ধিবলে ভূত ভবিষ্যৎ প্রভৃতি নিখিল পদার্থ, প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিতেছেন, ইহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের প্রবর্ত্তক। মহাভাগ! সত্যধর্ম্মপরায়ণ এই সপ্ত মহর্ষি, ইহাঁরা সত্য ত্রেতা প্রভৃতি প্রতিযুগে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের আশ্রম নির্দ্দেশ করিয়া ইহাঁদিগকে আশ্রমে প্রবৃত্ত করেন; এবং প্রতিযুগে ইহাঁদের বংশোৎপন্ন মহাত্মাগণই, ধর্ম্ম শিথিল প্রবৃত্ত হইলেও, মন্ত্রব্রাহ্মণকর্ত্তা হইয়া সর্ব্বদাই জয়যুক্ত হন। মহারাজ! যেহেতু এই সপ্ত মহর্ষি, ইহাঁরা পরার্থেই যাচিত হইয়াছেন, অতএব ইহাঁদিগের ভাবনার্থ কাল বা বয়স উভয়ের কিছুরই প্রয়োজন নাই। মহারাজ! এই সাত মহর্ষিদিগের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করিলাম, এক্ষণে সাবর্ণ মনুর ভবিষ্যৎ পুত্র সকলের নামকীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। বরীয়ান্, অবরীয়ান, সংযত, ধৃতিমান, বসু, চরিষ্ণু, আর্য্য, ধৃষ্ণু, রাজ ও সুমতি এই দশটি, ইহাঁরাই সাবর্ণ মনুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। এক্ষণে প্রথমে মেরুসাবর্ণ মনুদিগের মন্বন্তর কাল সকলের বিশেষ বিশেষ মুনিদিগের নাম ক্রমশঃ শ্রবণ করুন।

রৌহিতমন্বন্তরে পৌলস্ত্য মেধাতিথি, কাশ্যপ বসু, জ্যোতিষ্মান্ ভার্গব, দ্যুতিমান অঙ্গিরাঃ, বাশিষ্ঠ সবন, আত্রেয় হব্যবাহন, ও পৌলহ সত্য, এই কয়েকটি মনু। এই মন্বন্তরে দেবতাদিগের তিন গণ। দক্ষপুত্র রৌহিত প্রজাপতির পুত্রবর্গের নাম কথিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রথম সাবর্ণির মহাতেজাঃ পুত্রদিগের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি। ইহাঁরা সমুদায়ে নয় জন, ধৃষ্টকেতু, পঞ্চহোত্র, নিরাকৃতি, পৃথু, শ্রদ্ধঃ, ভূরিধামা, ঋচীক, অষ্টহত, ও গয়। দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর মন্বন্তরে দশম পর্য্যায়ে, হবিষ্মান্, পৌলহ, সুকৃতি, ভার্গব, আপ, মূর্ত্তি, আত্রেয় ও বশিষ্ঠ এই আট মহর্ষি। পৌলস্ত্য, প্রামতি, নভোগ, কাশ্যপ, অঙ্গিরা, নভস, ও সত্য এই সাতটী পরমর্ষি। দেবতাদিগের দুই গণ। মনুর দশ পুত্র, ঋষি, মন্ত্র, উত্তমৌজাঃ, বীর্য্যশালী কুলিষঙ্গ, শতানীক, নিরামিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চাঃ। তৃতীয় মনুর মন্বন্তরে একাদশ পর্য্যায়ে সাত মহর্ষি, কাশ্যপ হবিষ্মান্, ভার্গব হবিষ্মান্, আত্রেয় তরুণ, বাশিষ্ঠ তনয়, অঙ্গিরা উদধিষ্ণু, পৌলস্ত্য নিশ্চর, পুলহ ও অগ্নিতেজাঃ। দেবগণ ব্রহ্মার অপত্য, ইহাঁদিগের তিন গণ। তৃতীয় সাবর্ণ মনুর নয় পুত্র, সংবর্ত্তগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরুবহ, ক্ষেমধন্বা, দৃঢ়ায়ু, আদর্শ, পণ্ডক ও মনু। চতুর্থ সাবর্ণের সাত ঋষি, বশিষ্ঠাত্মজ দ্যুতি, আত্রেয় সুতপাঃ, তপোমূর্ত্তি অঙ্গিরাঃ, তপস্বী কাশ্যপ, পৌলস্ত্য তপোশন, পৌলহ তপোরবি ও ভার্গব তপোধৃতি বিক্ষেপ। দেবতাদিগের পঞ্চ গণ। ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মার মানস পুত্র। দ্বাদশ মনুর নিম্নলিখিত এই কয়েকটী পুত্র, দেববায়ু, আহার, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রদেব, মিত্রসেন, মিত্রকৃৎ, মিত্রবাহ ও সুবর্চ্চাঃ। ত্রয়োদশ মনু রুচির ভাবি মন্বন্তরে ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে, ধৃতি-

মান্ অঙ্গিরাঃ, পৌলস্ত্য হব্যপ, তত্ত্বদর্শী পৌলহ, নিরুৎসুক ভার্গব, আত্রেয় নিষ্প্রকম্প, কাশ্যপ নির্মোহ ও বাশিষ্ঠ সুতপাঃ, এই সাত জন মহর্ষি।

এই মন্বন্তরে দেবতাদিগের অপ্ অর্থাৎ জলই গণ, ইহা ভগবান স্বয়ম্ভু স্বয়ং বলিয়াছেন। ত্রয়োদশ মন্বন্তরে রৌচ্য মনুর চিত্রসেন, বিচিত্র নয়, ধর্ম্মভৃৎ, ধ্রুব, সুনেত্র, ক্ষত্রবৃদ্ধি, নির্ভয় ও দৃঢ় সুতপাঃ, এই কয়েকটি পুত্র হইবে। চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ে, ভৌত্য মনুর মন্বন্তরে অবশিষ্ট এই কয়েকটী মহর্ষি দৃষ্ট হইবেন। কাশ্যপ অগ্নীধ্র, পৌলস্ত্য মাগধ, ভার্গব অতিবাহু, আঙ্গিরস, শুচি, আত্রেয় যুক্ত, বাশিষ্ঠ শুক্র ও পৌলহ অজিত।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত শেষ করিয়া বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত অতীত অনাগত সমস্ত মহাত্মা মহর্ষিদিগের নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন, তিনি নিঃসন্দেহ অপার সুখসম্পত্তি সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন। তিনি প্রভূত কীর্ত্তি ও দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি ইতিপূর্ব্বেই পঞ্চদেবগণের কথা বলিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহাদের বিষয় একণে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই মনুর উরুগম্ভীর, বুধ, তরস্বান্, উগ্র, অভিমানী, প্রবীণ, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সচল, এই কয়েকটী পুত্র হইবে। মহারাজ! ভৌত্যমনুর অধিকার সম্পূর্ণ হইলেই কল্পও পূর্ণ হইবে। আমি অতীত মনুদিগের সমুদায়ের নাম ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, একণে বক্তব্য এই যে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মা মনু সকল সহস্রযুগ পর্য্যন্ত আসমুদ্রবিস্তৃত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, সমস্ত নগর পত্তনাদির সহিত প্রতিপালন করেন। প্রজাবৃন্দও আপনাদিগের উপার্জ্জিত তপোবলে পৃথিবীকে রক্ষা করে। কিন্তু ইহাদিগের প্রতিদিন অবিশ্রান্ত সংহার হইতেছে।

অষ্টম অধ্যায়। ৮।

জনমেজয় বলিলেন, হে মহামতে! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রত্যেক মন্বন্তরের ও যুগের কালনির্ণয় এবং সংখ্যা বিষয় বর্ণনা করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। ভগবান ব্রহ্মার দিনের কি পরিমাণ ইহাও শ্রবণ করিতে আমার যৎপরোনাস্তি ইচ্ছা, অতএব এ বিষয়টিও আপনাকে বর্ণন করিতে হইবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সূর্য্যদেব মনুষ্য লোকে লৌকিক উৎকৃষ্ট দিবস ও রজনী অহোরাত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, অতএব ইহলোকপ্রসিদ্ধ লৌকিক কালবিভাগ অনুসারেই আমি অন্যান্য কালের নিরূপণ করিতেছি। পঞ্চদশ নিমেষের আখ্যা সময়ে কালের কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় কলা, ত্রিংশৎ কলায় মুহূর্ত্ত, ও ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি দ্বারা অহোরাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দুই পক্ষে মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে অয়ন ও দুই অয়নে এক অব্দ। সংখ্যাতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতেরা সমুদায়ে দুইটী অয়ন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। কালবেত্তা পণ্ডিতেরা আরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে এইরূপ পরিমাণের দুই পক্ষে যে এক মাস হয় উহাই পিতৃপুরুষদিগের এক অহোরাত্র, কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের দিন ও শুক্লপক্ষ রাত্রি। মহারাজ! এই কারণেই কৃষ্ণপক্ষে পিতৃপুরুষগণের অংশশ্রাদ্ধ অর্থাৎ দিবসশ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। মানুষপরিমাণানুসারে যে সময়ে এক সংবৎসর হয়, ঐ সময় দেবতাদিগের এক অহোরাত্র, উত্তরায়ণ

ইহাঁদিগের দিবস ও দক্ষিণায়ন রাত্রি, দশগুণ দিব্য অহে মনুর এক অহোরাত্র, দশগুণ অহোরাত্রে এক পক্ষ, দশগুণ পক্ষে মাস, দ্বাদশগুণ মাসে ঋতু, তিন ঋতুতে অয়ন, ও দুই অয়নে বৎসর হইয়া থাকে, ইহা তত্ত্বজ্ঞানপণ্ডিত মহাপুরুষেরা নির্ণয় করিয়াছেন। চারিসহস্র-সংবৎসর-কৃত অর্থাৎ সত্যযুগের পরিমাণ, ইহাতে শতীসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশবিশেষ হয়। তিন সহস্র বৎসর ত্রেতাযুগের পরিমাণ, ত্রেতার ত্রিংশতি সন্ধ্যা ও অপর এক সন্ধ্যাংশ। দুই সহস্র বৎসর দ্বাপরযুগের পরিমাণ, দ্বাপরযুগে দ্বিশতী সন্ধ্যা ও তথাবিধ সন্ধ্যাংশ। এক সহস্র বৎসর কলিযুগের পরিমাণ, কলিতে শতীসন্ধ্যা ও তাদৃশ সন্ধ্যাংশ। মহারাজ! মানুষপরিমাণানুসারে দ্বাদশসহস্র সংবৎসরে যে চারি যুগ হয়, তাহার সংখ্যা কীর্তন করিলাম, সংপ্রতি দিব্য অর্থাৎ দেবতাদিগের পরিমাণানুসারে যুগসংখ্যা কিরূপ তাহা শ্রবণ করুন। সংখ্যাতত্ত্ব বশারদ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যে মানুষ পরিমাণে যে সময়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি পূর্ণযুগ হয়, এক সপ্ততিগুণ সেইরূপ সময়ে অর্থাৎ একসপ্ততিসংখ্যক মানুষ যুগে, মনুর এক যুগ হয়, মনুর এই যুগকেই মন্বন্তর ও মনুর অয়ন বলা যায়। মনুর অয়নও দুই, দক্ষিণ ও উত্তর। এক অয়ন সমাপ্ত হইলে, মনুর লয় হইয়া থাকে ও অন্য মনুর উদয় হয়, ঐই মনু আবার এক অয়ন সমাপ্ত হইলে লয় প্রাপ্ত হন, এইরূপে দুই অয়ন সমাপ্ত হইলে এক সংবৎসর হয়। এইরূপ অযুত সংবৎসরে ব্রহ্মার একদিন, ব্রহ্মার দিনকে কল্পও কহা যায়, সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি। ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হইলে সমুদায় পৃথিবী শৈল, বন, কানন প্রভৃতি সমুদায় পদার্থের সহিত জলে নিমগ্ন হয়। ব্রহ্মার রাত্রিস্বরূপ যুগসহস্র ও তাঁহার দিবস অর্থাৎ ব্রহ্মার এক অহোরাত্র অতীত হইলে কল্পেরও অবসান হইয়া যায়। সাগ্র সপ্ততিযুগে অর্থাৎ সমুদায়ে সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিতে বিভক্ত একসপ্ততিযুগে এক মন্বন্তর, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মহারাজ! সমুদায়ে চতুর্দশ মনু। ইহাঁরা সকলেই কীর্ত্তিবর্দ্ধন, প্রভবিষ্ণু, ও প্রজাপতি, নিখিল বেদ ও পুরাণে ইহাঁদিগের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাঁদিগের নামাদি সঙ্কীর্ত্তন ধন্য, প্রশস্য ও পুণ্যপ্রদ। এই মনু সকলের মন্বন্তর সম্পূর্ণ হইলেই সংহার হয়, ও সংহারান্তে নূতন মনন্তরে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইয়া থাকে। শত বৎসর বলিলেও ইহাঁদিগের অন্ত নির্ণয়পূর্ব্বক বলা যায় না। প্রজাসৃষ্টি ও প্রজাসংহারের বিষয় বর্ণনা করাও এতদপেক্ষা অল্প কঠিন নহে। মহারাজ! মন্বন্তর উপস্থিত হইলে পদার্থসমূহের সংহার হইয়া থাকে। কিন্তু এই সংহারকালে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রুত এই সমস্ত গুণে বিভূষিত দেবগণ ব্রহ্মর্ষিদিগের সহিত একত্র বর্ত্তমান থাকেন। এই রূপে যুগসহস্র পূর্ণ হইলে কল্পান্ত উপস্থিত হয়। কল্পান্ত কাল উপস্থিত হইলে সমুদায় ভূতবর্গ আদিত্যসমূহের প্রখর কিরণে দগ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া আদিত্যগণের সহিত, রক্ষার্থে সুরশ্রেষ্ঠ হরি প্রভু নারায়ণের কুক্ষির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ কল্পান্তে ভূতসমূহের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি অব্যক্ত ও নিত্য দেবতা, এই পরিদৃশ্যমান সমুদয় জগৎ তাঁহারই সৃষ্টি ও অধিকার। কল্পান্তকালে সমুদয় অর্ণবেই একমাত্র রাত্রি উপস্থিত হয় এবং নারায়ণ অপার সাগরমধ্যে শয়ান হইয়া সহস্র ব্রাহ্ম বৎসর নিদ্রাসুখ অনুভব করেন। নারায়ণের নিদ্রাকাল অর্থাৎ সহস্র ব্রাহ্ম সংবৎসর তাঁহার রাত্রি। পিতামহ ব্রহ্মা নিদ্রাযোগ প্রাপ্ত হইয়া যে

রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন, ক্রমে, সহস্রযুগপরিমাণ কাল অতীত হলেই সেই রাত্রির অবসান হয়। এই রূপে রাত্রি প্রভাত হইলে, লোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হন, ও পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি করিতে মনোনিবেশ করেন। সেই ব্রহ্মার স্মৃতিই পুরাতনী। তাঁহার বৃত্ত ও চেষ্টাই স্থায়ি। সেই সকলই দেবস্থান। কেবল কল্পান্তে সমুদয় বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয়। পিতামহ ব্রহ্মার নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে পর কল্পান্তকালিক প্রখর আদিত্যরশ্মি দ্বারা দগ্ধীভূত নিখিল ভূতবৃন্দ ও দেবর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস প্রভৃতি সমুদয় প্রাণীই পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। যেরূপ কোন বিশেষ ঋতুতে নানাবিধ ঋতুচিহ্নলক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কল্প বিপর্য্যয়কালেও সেই সমুদয় পদার্থই ব্রহ্মার রাত্রিকেও দৃষ্ট হয়। এই প্রকারে প্রজাসমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি নিদ্রান্ত হইয়া নূতন নূতন সর্গ করিতেছেন সন্দেহ নাই। মনুষ্য দেবতা ও মহর্ষি প্রভৃতি সমুদয় জীবৎ পদার্থই প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি, ইহাঁরা কল্পের প্রারম্ভে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সংসার-বহন করেন। যুগে যুগে এই সমুদয়ের নূতন সৃষ্টি হয় না, কেবল কল্পান্তের পর নূতন কল্পের প্রারম্ভেই ক্রমযোগে সমুদয় সৃষ্টি হইয়া থাকে। কাল-সংখ্যার বিশেষজ্ঞ ভগবান্ ঈশ্বর স্বকীয় দিবস ও রাত্রি উভয়কেই সহস্রযুগপরিমাণ করিয়া, উহার মধ্যেই পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন। দিবসে সৃষ্টি ও রজনীতে প্রলয়। মহারাজ! মহাদেব প্রভু ব্যক্ত ও অব্যক্ত, হরি ও নারায়ণ। এক্ষণে বর্ত্তমান মহাত্মা বৈবস্বত মনুর নিসর্গাদির বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। বৃষ্ণিবংশ-বর্ণনপ্রসঙ্গেই আপনার নিকট এই মনুবৃত্তান্ত-রূপ মহদ্বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। মহারাজ! এই পবিত্র চিরন্তন বৃষ্ণিবংশেই

ভগবান্ হরি, নিখিল অসুরকুলের বিনাশ করিয়া সমস্ত ভুবনের কল্যাণসাধনার্থে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

—*•*—

নবম অধ্যায়। ৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কশ্যপ ও দক্ষনন্দিনী অদিতী এই উভয় হইতে ভগবান্ বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করেন। ত্বষ্টার দুহিতা সংজ্ঞানাম্নী দেবী ভগবান্ বিবস্বানের ভার্য্যা। এই রমণী সুরেণু নামেও ত্রিভুবনে বিখ্যাত হন। অসামান্যরূপযৌবনসম্পন্না সুদীপ্ততপঃসম্পত্তি-সমন্বিতা সংজ্ঞাদেবী ভর্ত্তার রূপে সন্তুষ্ট হন নাই। নিরতিশয় তেজোময় আদিত্যমণ্ডলের অগ্নিপ্রতিম উষ্ণতম রূপের সংস্পর্শে সংজ্ঞার কোমল অঙ্গ দগ্ধপ্রায় হওয়াতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য্য ও কান্তির বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছিল। মহর্ষি কশ্যপ অজ্ঞান ও স্নেহ বশতঃ কোন সময়ে বলিয়াছিলেন যে এই পুত্র অণ্ডস্থ অবস্থাতেই কেন কালগ্রাসে পতিত হয় নাই। এই নিমিত্ত ভগবান্ বিবস্বান্ মার্ত্তণ্ড এই নাম প্রাপ্ত হন। বৎস! কশ্যপাত্মজ ভগবান্ সূর্য্যদেবের প্রভূত তেজঃ সম্পত্তি স্বভাসিদ্ধ ও নিত্য। এই স্বাভাবিক-তেজোবলেই তিনি ত্রিভুবনকে যৎপরোনাস্তি তাপিত করিতেছেন। মহাতপাঃ ভগবান আদিত্যদেব ভার্য্যা সংজ্ঞার গর্ভে তিনটী অপত্যের জন্মপ্রদান করেন। তন্মধ্যে একটী কন্যা, অপর দুইটী পুত্র; দুই জনই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রজাপতি; প্রথমে শ্রাদ্ধদেব প্রজাপতি মনু জন্মগ্রহণ করেন; অনন্তর যম ও যমুনা এই যমজ সন্তানদ্বয়ের জন্ম হয়। সুতরাং যম দ্বিতীয় পুত্র ও যমুনা একমাত্র দুহিতা। সংজ্ঞাদেবী অপত্যগণের শ্যামবর্ণ রূপ দর্শন করিয়া স্বকীয় ছায়া দর্শন করিতেও অসহ-

মানা হইলেন; ও সবর্ণা ছায়ানাম্নী এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন। সংজ্ঞাদেবী মায়াময়ী; ইহাঁর মায়াতে ছায়া সমুত্থিত হইলেন। সমুত্থিত হইবামাত্র ছায়াদেবী প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সংজ্ঞাকে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন,হে শুচিস্মিতে! আমাকে আজ্ঞা কর কি কার্য্য করিতে হইবে। বরবর্ণিনি! আমি তোমার নির্দ্দেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক কোন কার্য্যে নিয়োগ কর। সংজ্ঞা কহিলেন, ছায়ে! তোমার মঙ্গল হউক, আমি স্বকীয় পিতৃ ভবনে গমন করিব, তুমি আমার বাক্যানুসারে আমারই উপকারসাধনার্থ নির্ব্বিকার চিত্তে এই ভবনে বাস কর। এই স্থানে বাস করিয়া আমার এই বালকদ্বয় ও এই সুমধ্যমা দুহিতা, ইহাদিগকে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আমার পিত্রালয় গমন প্রভৃতি এই বিষয় কোনপ্রকারে কখনই ভগবান্ বিবস্বানের কর্ণগোচর করিবে না। ছায়া উত্তর করিলেন, দেবি! আমি আপনার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে যত দিন কেশাকর্ষণ বা শাপপ্রদান, এই উভয়ের সম্ভাবনা না হইবে, তত দিন কোনপ্রকারে এই গোপনীয় বৃত্তান্ত ভগবান বিবস্বান বা অন্য কাহারও কর্ণগোচর করিব না। তুমি স্বচ্ছন্দে যথেচ্ছা গমন কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সংজ্ঞাদেবী, সবর্ণা ছায়াকে এইরূপে আজ্ঞা করিয়া ও তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিয়া ঈষৎ লজ্জিতহৃদয়ে, দুঃখিতান্তঃকরণে পিতা ত্বষ্টার সমীপে গমন করিলেন। সংজ্ঞা দেবী এই প্রকারে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহার পিতা ত্বষ্টা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন ও পুনর্ব্বার ভর্ত্তৃসমীপে গমন করিবার নিমিত্ত বারংবার আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনিন্দিতা সংজ্ঞাদেবী পিতাকর্ত্তৃক নিরতিশয় তিরস্কৃত হইয়া, পিত্রালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বড়বারূপ (অশ্বীরূপ) গ্রহণ করিয়া উত্তর কুরু প্রদেশে প্রস্থান করিলেন, ও তথায় তৃণগুল্মাদি ভক্ষণদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভগবান আদিত্য সংজ্ঞাবোধে দ্বিতীয়া সংজ্ঞা অর্থাৎ ছায়াদেবীর গর্ভে আত্মতুল্য এক পুত্র উৎপন্ন করিলেন। সর্ব্বাংশে পূর্ব্বজ মহাত্মা মনুর সদৃশ ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামেই এই পুত্রের মনু এই নাম হইল। সাবর্ণ ইঁহার অপর একটি নাম। কালক্রমে কৃত্রিম সংজ্ঞা অর্থাৎ ছায়ার এক দ্বিতীয় পুত্র হয়, ইনিই শনৈশ্চর। পার্থিবী সংজ্ঞা প্রত্যগ্রপ্রসূত এই দ্বিতীয় পুত্রকে যৎপরোনাস্তি আদর ও স্নেহ করিতেন, পূর্ব্বজাত পুত্রদ্বয়ের প্রতি তাঁহার তাদৃশ স্নেহ ছিল না। মনু, জননীর এই পক্ষপাতজনিত দোষ ক্ষমা করিলেন, কিন্তু যম অপেক্ষাকৃত রোষপরবশ ছিলেন বলিয়া কোন রূপেই ক্ষমা করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি রোষ, বাল্য অথবা অবশ্যভবিতব্যের গৌরববশতঃ পদদ্বারা বিমাতাকে তর্জ্জন করিলেন। অনন্তর সাবর্ণজননী ছায়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধভরে যমকে এই অভিশাপ দিলেন, যে শীঘ্রই তোমার পদ স্খলিত ও পতিত হইবেক। যম সংজ্ঞাদেবীর বাক্যে যৎপরোনাস্তি ভীত ও প্রপীড়িত হইয়া শাপ ভয়ে ও উদ্বিগ্নচিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতা আদিত্যদেবের নিকট তাবৎ বৃত্তান্ত আমূলতঃ বর্ণনা করিলেন; এবং নিবেদন করিলেন, পিতঃ যাহাতে আমার এই কঠিন শাপ বিনিবর্ত্তিত হয়, আপনাকে তাহার উপযুক্ত উপায় বিধান করিতে হইবে। সমুদয় পুত্রগণের প্রতি জননীর সমানরূপে স্নেহবতী হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু ইনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ শনৈশ্চরকেই সর্ব্বাপেক্ষা

অধিকতর স্নেহ করিতেছেন। আমি এই ক্রোধে শাসন করিবার উদ্দেশে ইহাঁর প্রতি পাদোদ্যমন করিয়াছি, কিন্তু শরীরোপরি পাদ নিপতিত (পদনিক্ষেপ) করি নাই। পিতঃ! আমি বাল্যবশতঃ অথবা মোহপরবশ হইয়া এই গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যথার্থ, এক্ষণে সন্তপ্তহৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ভগবন! মাতা অপমানিত হইয়া কষ্টান্তঃকরণে আমাকে বলিয়াছেন, পুত্র! আমি তোমার সর্ব্বপ্রকারে পূজনীয়, কিন্তু তুমি আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিয়াছ, অতএব তোমার চরণ অবশ্যই পতিত হইবেক ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পিতঃ! আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ মাতা হইতে এইরূপে কঠিন শাপগ্রস্ত হইয়াছি, প্রার্থনা করি আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে নিদারুণ শাপ হইতে মোচন করুন, যেন আমার চরণ যথার্থই স্খলিত ও পতিত না হয়। বিবস্বান উত্তর করিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী, তোমার হৃদয়ে যে ক্রোধ প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার কোন গুরুতর কারণ অবশ্যই থাকিবে ইহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি। কিন্তু কি করি, তোমার মাতৃবাক্য অন্যথা করিবার আমার কোন সামর্থ্য নাই। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তোমার মঙ্গলার্থে আমি এই নিয়ম স্থির করিয়া দিলাম যে কৃমিগণ তোমার চরণ হইতে মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক রসাতলে গমন করিবে এবং এই প্রকারে তুমিও সুখী হইতে পারিবে। বৎস! এই নিয়ম স্থাপন করিলে তোমার ক্লেশ হইবে না, শাপ পরিহার দ্বারা তুমিও ত্রাণ পাইবে এবং তোমার মাতার বাক্যও তথা ও যথার্থ হইবে। অনন্তর ভগবান আদিত্য, পুত্রকে এই প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া ভার্য্যা সংজ্ঞাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, সংজ্ঞে! সকল পুত্রই তুল্য ও তুল্য স্নেহের ভাজন, অতএব কি কারণে তুমি অন্যান্য পুত্রদিগকে অনাদর করিয়া একের প্রতিই কেবল স্নেহবতী হইয়াছ জানিতে ইচ্ছা করি। ছায়া ভগবান আদিত্য কর্ত্তৃক এইরূপে বারংবার জিজ্ঞাসিত হইয়াও কোন প্রকারেই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, বরং অনবরত তৎকৃত প্রশ্ন পরিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান বিবস্বান্ ক্ষণ কাল যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাধি ও যোগবলে তাবৎ প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষের ন্যায় জানিতে পারিলেন ও ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার বিনাশার্থে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর ক্ষণ কাল অতীত হইলে ক্রোধভরে তাঁহার কেশাকর্ষণ করাতে ছায়ার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার অবসান হইল। তিনি এক্ষণে আনুপূর্ব্বিক তাবৎ বৃত্তান্ত বিবস্বানের নিকট নিবেদন করিলেন। বিবস্বান তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া কোপপ্রজ্বলিত অন্তঃকরণে শ্বশুর ত্বষ্টার নিকট গমন করিলেন। ত্বষ্টা এই সকল বৃত্তান্তের বিষয় পূর্ব্বাবধিই সম্যক রূপে অবগত ছিলেন। এক্ষণে জামাতাকে এই রূপে উপস্থিত দেখিয়া তিনি তাঁহার কোপশান্তির নিমিত্ত যথাবিধানে অর্চ্চনা করিলেন, ও ভগবান বিভাবসু রোষপরবশ হইয়া দগ্ধ করিতে উদ্যত হন, দেখিয়া তাঁহাকে অশেষ প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ত্বষ্টা কহিলেন, বিবস্বন! আপনার অতিশয় তেজোময় আকৃতি ও সংজ্ঞার কমনীয় রূপ পরস্পর অত্যন্ত বিসদৃশ, আপনার খরতর কিরণসংযোগে সংজ্ঞার কমনীয় কান্তি একবারে লুপ্তপ্রায় ও তিরোভূত হইয়া থাকে। আমার কন্যা এই দুঃসহ বিষয় সহ্য করিতে না পারিয়া বড়বারূপে কোমল শাদ্বলপরিপূর্ণ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছে। আপনি বড়বারূপধারিণী স্বকীয় ভার্য্যাকে যোগবলে দেখিতে পাই

বেন। সে নিতান্ত শুদ্ধাচারা, নিত্যসংপো-নিরতা, পর্ণাহারা, কৃশা, দীনা, জটিলা, ব্রহ্মচারিণী, শ্লাঘ্যা, যোগবলোপেতা, সুতরাং মত্তকরিরাজকর্তৃক ক্লিষ্টা ও বিদলিতা পদ্মিনীর ন্যায় যৎপরোনাস্তি শোভাবিহীন হইয়া দুঃখিত হৃদয়ে ভ্রমণ করিয়া কালযাপন করিতেছে দেখবেন। সংজ্ঞাকে ফিরাইবার এক মাত্র অনুকূল ও উপযুক্ত পরামর্শ আছে। যদি তাহা আশ্রয় করা যায়, উভয়ের পুনর্ব্বার পরস্পর সংমিলন হইতে পারিবে। হে অরিন্দম! যদি অভিমত হয় আমি আপনার এই অসহ্য তেজঃপুঞ্জ অদ্যই কমনীয় ও কোমল রূপরাশিতে বিবর্ত্তিত ও পরিণত করিতে পারি। ভগবান বিবস্বানদেবের রূপ ও তেজোরাশি তির্য্যগগামি ও উৰ্দ্ধগামি উভয় বিধই ছিল, সমান থাকে নাই, এইরূপ রূপসম্ভূত ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম ভগবান বিভাবসু হইয়াছে। এই সকল কারণে প্রজাপতি আদিত্যদেব, ত্বষ্টার পরামর্শকে বহুমাননা করিলেন, এবং তেজোরাশির সংস্করণ দ্বারা নূতন রূপসম্পত্তিসাধনের নিমিত্ত অনুজ্ঞা করিলেন। অনন্তর ত্বষ্টা মার্ত্তণ্ডের অনুমত্যনুসারে তাঁহার প্রখর তেজোরাশি চক্রভ্রমিতে আরোপণ পূর্ব্বক, অনেকাংশে শাতন করিয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে তাঁহার তেজোরাশি একত্র সংহত ও পৃথককৃত হওয়াতে, মুখশ্রী কমনীয় পদার্থসকল অপেক্ষাও অধিকতর কমনীয় ও নিরতিশয় শোভাসম্পন্ন হইল। মুখে রূপের সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া তৎকালাবধি মার্ত্তণ্ডদেবের মুখশ্রী লোহিতবর্ণ হইয়াছে। আর চক্রভ্রমিদ্বারা তাঁহার যে পরিমাণ তেজোরাশি, মুখ হইতে পরিচ্যুত হইয়া, পৃথককৃত হইয়াছিল, তাহা হইতেই দ্বাদশ আদিত্যের উদ্ভব হইল। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা ও অজঘন্য বিষ্ণু, সমুদায়ে এই দ্বাদশটী আদিত্য উৎপন্ন হইলেন। ভগবান মার্ত্তণ্ডদেব স্বকীয়দেহোৎপন্ন দ্বাদশ আদিত্যদিগকে দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রহৃষ্ট হইলেন। অনন্তর ত্বষ্টা গন্ধ, পুষ্প, অলঙ্কার, ও উজ্জ্বল মুকুট প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ দ্বারা যথাবিধানে ভগবান আদিত্যদেবের পূজা করিলেন। পূজাসমাপনান্তে ত্বষ্টা মার্ত্তণ্ডকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, হে দেব! এক্ষণে আপনি নিজভার্য্যা সংজ্ঞার নিকট গমন করুন। সংজ্ঞা বড়বারূপ গ্রহণপূর্ব্বক, উত্তরকুরুপ্রদেশে নবীনশষ্প বনে বিচরণ করিতেছে। ভগবান আদিত্য ত্বষ্টার বাক্যে প্রীত হইয়া যোগাসনে উপবেশন পূর্ব্বক যোগবলে বড়বারূপধারিণী স্বীয় ভার্য্যাকে জানিতে পারিলেন, ও বুঝিলেন তিনি তপস্যা ও নিয়ম দ্বারা সর্ব্বভূতের অধৃষ্যা হইয়া বড়বারূপে অকুতোভয়ে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেছেন। অনন্তর স্বয়ং অশ্বরূপ ধারণ করিলেন, এবং মৈথুনার্থ চেষ্টমানা বড়বারূপধারিণী সংজ্ঞার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সহিত মৈথুনকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বড়বারূপধারিণী সংজ্ঞাও পরপুরুষ আশঙ্কা করিয়া তাঁহার কর্তৃক এবং প্রকারে নিক্ষিপ্ত শুক্র (তাঁহারই) নাসিকাবিবরে উদ্বমন করিলেন। ইহাদ্বারা সংজ্ঞা হইতে নাসত্য ও দস্র নামে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের জন্ম হইল; এই দেবদ্বয় স্বর্গের চিকিৎসক সর্ব্বপ্রধান বৈদ্য হইলেন। অতএব ইঁহারা উভয়েই অষ্টম প্রজাপতি ভগবান মার্ত্তণ্ডের আত্মজ। অনন্তর ভগবান বিবস্বান ত্বষ্টা কর্তৃক সংস্কৃত কমনীয় স্বকীয় রূপ ধারণ করিয়া ভার্য্যা সংজ্ঞাকে দর্শন প্রদান করিলেন। সংজ্ঞাদেবী স্বামীর ঈদৃশ মনোহর রূপের পরিবর্ত্ত দর্শন করিবামাত্র যৎপরোনাস্তি প্রীত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

যম এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অতিমাত্র দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, এবং এই শুভ কার্য্য দ্বারা পিতৃলোকের আধিপত্য লাভ করিয়া লোকপাল হইয়া উঠিলেন। মনু প্রজাপতিই রহিলেন, ও তাঁহার সাবর্ণ এই নাম হইল। তিনি ভবিষ্যৎ সাবর্ণিক মন্বন্তরে মনু হইয়া ভূলোকে দৃষ্ট হইবেন। একণে অদ্যাবধি তিনি সুমেরুপৃষ্ঠে ঘোরতপস্যা আচরণ করিতেছেন। তাঁহার সহোদর শনৈশ্চর, গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইলেন, আর নাসত্য ও দস্র নামক অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গের বৈদ্যত্ব লাভ করিলেন এবং অশ্বসমূহের শান্তিপ্রদাতা হইলেন। অনন্তর ত্বষ্টা চক্রমণিদ্বারা পৃথককৃত আদিত্যের তেজঃসমূহ একত্রিত করিয়া বিষ্ণুর (সুদর্শননামক) চক্র নির্ম্মাণ করিলেন। দুষ্ট দানবকুল সমূলে উন্মূলন করিবার আশয়ে বিষ্ণুচক্রের সৃষ্টি হয়, ইহা এরূপ কঠোর তেজোযুক্ত হইয়াছিল যে কোন যুদ্ধেই প্রতিহত হইত না। যমের কনিষ্ঠা ভগিনী, প্রভূতযশঃশালিনী যমুনা নামে ভগবান আদিত্যের যে একমাত্র দুহিতা ছিলেন, তিনি ভূলোকে উপস্থিত হইয়া লোকপাবনী যমুনা নামে শ্রেষ্ঠ নদী হইলেন। মনুনামক আদিত্যপুত্র সাবর্ণ নামেও ত্রিভুবনে বিখ্যাত। আদিত্যদেবের কনিষ্ঠ পুত্র মনু বা সাবর্ণির কনিষ্ঠ সহোদর শনৈশ্চর গ্রহত্ব লাভ করিয়া নিখিল লোকে পূজনীয় হইয়াছেন। মহারাজ! যে ব্যক্তি দেবতাদিগের এই জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ বা স্মরণ করেন, তিনি আপদসমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া অপার কীর্ত্তি লাভ করেন সন্দেহ নাই।

—*—

দশম অধ্যায়। ১০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন। মহারাজ! আপনি মহাত্মা বৈবস্বত মনুর জন্মবৃত্তান্ত প্রভৃতি সমুদায় শ্রবণ করিলেন। এই মহাত্মার নয় পুত্র হন। পুত্রগণ সকলেই সর্ব্বাংশে পিতার সমান ছিলেন। তাঁহাদের সকলের নাম যথাক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন। ইক্ষ্বাকু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, ইহার পরে ক্রমান্বয়ে নাভাগ, ধৃষ্ণু শর্যাতি, নরিষ্য, প্রাংশু, নাভাগ, রিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র এই আটটীর জন্ম হয়। ভগবান মনু পূর্ব্বোক্ত এই নয়টী পুত্রের জন্ম হইবার পূর্ব্বে পুত্রকামনায় মিত্রাবরুণের উদ্দেশে পুত্রেষ্টিযাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই পুত্রেষ্টিযাগ আরম্ভ করিয়া, মনু মিত্রাবরুণের অংশে আহুতি প্রদান করিলেন। এই প্রকার আহুতি হূয়মানা হইবার সময় দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মানব ও তপোধন মুনি প্রভৃতি সকলেই পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। মহাত্মা মনুর তপোবীর্য্য ও অদ্ভুত শ্রুতসমূহের কি আশ্চর্য্য প্রভাব। আহুতি প্রদত্ত হইবামাত্র তথা হইতে দিব্যাম্বরপরিধানা, দিব্যালংকারভূষিতা পরমসুন্দরী দিব্যদেহা ইড়ানাম্নী এক অযোনিজা কন্যা জন্ম গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দণ্ডধর মনু এই কন্যাকে ইলা নামে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার অনুগামিনী হও। ইলা পুত্রকাম প্রজাপতি মনুর বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক এই ধর্ম্মযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, প্রজাপতে! আমি মিত্রাবরুণের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব তাঁহাদের সমীপেই গমন করিব। ধর্ম্ম নিহত হইয়া আমাকে কোন রূপে নষ্ট করিতে পারে নাই। ইলাদেবী মনুর বাক্যে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিয়া মিত্রাবরুণের সকাশে গমন করিলেন, এবং তথায় উপ-

স্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে দেবদ্বয়! আমি আপনাদিগের উভয়েরই অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব আপনাদিগের কি কার্য্যসাধন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। মনু আমাকে কহিয়াছেন, ভদ্রে! তুমি আমারই অনুগমন কর। অনন্তর মিত্র ও বরুণ সাধ্বী ধর্ম্মপরায়ণা ইলার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া উভয়েই যুগপৎ ইলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! আমরা উভয়েই তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা, প্রশ্রয়, দম, ও সত্যপরায়ণতা সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। হে মহাভাগে! তুমি নিশ্চয়ই আমাদের কন্যা বলিয়া লোকে খ্যাতি লাভ করিবে, এবং তুমিই মনুর বংশধর পুত্রও হইবে। ত্রিভুবনে তোমার সুদ্যুম্ন এই নাম বিখ্যাত হইবে; তুমি জগৎপ্রিয়, ধর্ম্মশীল ও মনুবংশবিবর্দ্ধন হইবে। ইলাদেবী মিত্র ও বরুণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া সন্তুষ্টান্তঃকরণে পিতৃসমীপে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে সোমদেবের পুত্র বুধ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট মৈথুন প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর এই সঙ্গমদ্বারা বুধের ঔরসে ও ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হইল। ইলাদেবী এই প্রকারে পুরূরবাকে প্রসব করিয়া তদনন্তর সুদ্যুম্নত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সুদ্যুম্নের পরম ধার্ম্মিক তিনপুত্র —হয়, উৎকল, গয়, ও বিনতাশ্ব। উৎকল প্রদেশ উৎকলের অধিকার, পশ্চিম প্রদেশে ও পূর্ব্বদিক্ সমুদায়ে বিনতাশ্বের অধিকার এবং গয়াপুরী গয়ের নগরী। কালক্রমে মনু দিবাকরমণ্ডলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে তাঁহার ক্ষত্রিয় তেজোরাশি দ্বারা সমুদয় পৃথিবী দশখণ্ডে বিভক্ত হইল, এবং চিহ্নার্থ যূপসমূহদ্বারা অঙ্কিত হইল। মহারাজ! সমুদায় পৃথিবীই মনুর যজ্ঞসমূহের আধার, অতএব সর্ব্বত্রেই যজ্ঞীয় যূপসমূহেও পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র ইক্ষাকু মধ্যদেশ রাজত্ব রূপে প্রাপ্ত হইলেন। সুদ্যুম্ন কন্যা ছিলেন বলিয়া এই গুণ অর্থাৎ রাজ্যপ্রাপ্তি যোগ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন না, কিন্তু বশিষ্ঠদেবের বাক্যানুসারে মহাত্মা ধর্ম্মরাজ সুদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠান প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি প্রাপ্তিমাত্রেই প্রতিষ্ঠানরাজ্য পুত্র পুরূরবাকে প্রদান করিলেন। পুরূরবাঃ, তথায় রাজ্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রতিষ্ঠান রাজ্যে কুক্ষুক অম্বরীষ ও দণ্ডক এই তিন রাজা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। দণ্ডক রাজা দণ্ডকারণ্য নামে এক পুণ্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই পুণ্য বনভূমি দণ্ডকারণ্যনামে বিখ্যাত হইয়া মহর্ষিদিগের পরম তপস্যাস্থান হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই পুণ্য স্থানে অধিবাস করেন, তিনি নিঃসন্দেহ পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হন। মহারাজ! কালক্রমে মনুর অপত্য, স্ত্রীপুরুষ উভয়লক্ষণযুক্ত মহাত্মা সুদ্যুম্ন ইলা তনয় পুরূরবাকে উৎপন্ন করিয়া তাঁহাকে নিজরাজ্যের উত্তরাধিকারে নিযুক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ইনি ইলা ও সুদ্যুম্ন উভয় নামেই ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছেন। নরিষ্যন্তের অনেক পুত্র জন্মে, সকলেরই সাধারণ নাম শক। নাভাগের অম্বরীষ নামে পার্থিবশ্রেষ্ঠ একমাত্র পুত্র হন। ধৃষ্ণুর রণে পরাভূত ও বিনষ্ট হইয়া ছিল। শর্য্যাতির আনর্ত্ত নামে মিথুন অপত্য জন্মে। অর্থাৎ একটি পুত্র ও একটী কন্যা হয়। কন্যাটির নাম সুকন্যা, ইনিই মহাত্মা চ্যবনের ধর্ম্মপত্নী হইয়াছিলেন। আনর্ত্তের এক মহাদ্যুতি পুত্র, ইহার নাম রেব। কুশস্থলীনামে নগরী আনর্ত্তের রাজ্যের রাজধানী ছিল। রেবের ককুদ্মীনামে এক পুত্র হন। এই ককুদ্মী রেবের একশত পুত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

ছিলেন। রৈবত ককুদ্মী কুশস্থলী রাজধানী প্রাপ্ত হইয়া অনতিদীর্ঘ কালমধ্যে পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে মনোহর গান্ধর্ব্বগীত আকর্ণন করিয়া এক কন্যার সমভিব্যাহারে তথায় গমন করেন। যদিও তথায় গমন করিতে দেবতাদিগের মুহূর্ত্তমাত্র কাল আবশ্যক হয়, কিন্তু তাঁহার তথায় গমনাগমনে বহুসংখ্যক যুগ অতীত হয়। অনন্তর বহু কাল পরেও তিনি যৌবনাবস্থাতেই নিজরাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার রাজধানী যাদববংশীয়দিগের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে। অধিক কি, তথায় দ্বারাবতী নামে বহুদ্বারশোভিত এক মনোরম অভিনব নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে ভগবান বাসুদেব কৃষ্ণের অনুগামী বহুল ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতেছেন। রৈবত রাজা এই সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রেবতীনামে আপনার সেই সুব্রতা দুহিতার বলদেবের সহিত বিবাহ প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং তপস্যা করিবার আশয়ে সংশিতব্রত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের শিখরদেশে প্রস্থান করিলেন। ভগবান বলদেবও রেবতীর সহবাসে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

—*—

একাদশ অধ্যায়। ১১।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি বলিলেন, রৈবত মহাত্মা ককুদ্মী ও রেবতী দেবী উভয়েই বহুযুগ যাবৎ ব্রহ্মলোকে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি কি কারণে উঁহারা জরাগ্রস্ত হন নাই, কিরূপেই বা তপস্যার্থ সুমেরুশিখরগত শর্য্যাতির সন্তান সন্ততি অদ্যাপি পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দুই বিষয়ে আমার সন্দেহ নিরাকরণ করুন। বৈশম্পায়ন উত্তর করিলেন, হে অনঘ ভরতকুলতিলক! যে কারণে বহুযুগেও রৈবত ককুদ্মী ও রেবতীর জরা উপস্থিত হয় নাই শ্রবণ করুন। ব্রহ্মলোকে জরা, ক্ষুৎপিপাসা, মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই নাই, এই সকল কেবল নরলোকেই প্রচলিত। ব্রহ্মলোকে ইহলোকের ন্যায় সাংবৎসরিক ঋতুচক্রও প্রাদুর্ভূত হয় না। মহারাজ! রৈবত মহাত্মা ককুদ্মী ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলে, তাঁহার অনুপস্থিতকালে, পুণ্যজন রাক্ষসেরা একত্রিত হইয়া রাজধানী কুশস্থলী একবারে ছিন্ন ভিন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় করে। ককুদ্মীর একশত অনুজ সহোদর ছিলেন। ইঁহারা সকলেই দুষ্ট রাক্ষসদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত ও বধ্যমান হইয়া দশ দিকে পলায়ন করেন। হে রাজেন্দ্র! এইপ্রকারে রৈবত রাজার ভ্রাতৃসমূহ রাক্ষসভয়ে নানা দিগ্‌দেশে বিদ্রুত হইলে তাঁহাদিগের বংশসম্ভূত তত্রত্য এবং ক্ষত্রিয়েরাই ভয়ে নিরতিশয় বিক্লব হইলেন। তৎকালে সেই শত সহোদরের বিপুল বংশ তত্রস্থ এবং প্রদেশেই বিস্তৃত হইয়াছিল ও শাখাক্ত অর্থাৎ শর্য্যাতিবংশ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইঁহারা সকলেই ভয়ে পর্ব্বতসমূহের মধ্যে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র, ইঁহারা উভয়েই পূর্ব্বে বৈশ্য ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। করূষের পুত্রেরা কারূষনামে বিখ্যাত, ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়জাতীয়, সুতরাং যুদ্ধদুর্ম্মদ ছিলেন, ইঁহাদিগের মধ্যে পৃষধ নামে এক জন, স্বীয় গুরুর গোহত্যা করাতে শাপগ্রস্ত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। অপর নয়টীর বৃত্তান্ত আপনার নিকট পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। অতএব বৈবস্বত মনুর ক্ষুৎ পুত্রের বিবর

আপনি সংক্ষেপে অবগত হইলেন। এইরূপ ক্রমে ক্ষুৎনামক মনুর ইক্ষ্বাকুনামে এক পুত্র জন্মে। ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্র, ইঁহারা সকলেই ভূরিদক্ষিণ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিকুক্ষি পরমধার্ম্মিক, বিকুক্ষি কুক্ষিবিহীন বলিয়া সকলের অযোগ্য হন। অযোধ্যা নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল রাজার অযোধ নাম ছিল বলিয়াই তাঁহার রাজধানীর অযোধ্যা এই নাম হয়। মহাত্মা বিকুক্ষির শকুনি প্রভৃতি পঞ্চাশৎসংখ্যক অতি শ্রেষ্ঠ পুত্র হইয়াছিলেন. ইঁহারা কয়েক জন উত্তরাপথপ্রদেশে অধিবাস করিয়া প্রজা পালন করেন। অপর অষ্টচত্বারিংশৎ জন দক্ষিণ প্রদেশে রাজত্ব করেন। আর বশাতি প্রমুখ অপরাপর প্রজাপালক নরপতিরাও তৎকালে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনন্তর কোন সময়ে মহারাজ ইক্ষ্বাকু অষ্টকা অর্থাৎ পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধার্থ মাংস আনয়ন করিতে আদেশ করেন। বিকুক্ষি লোভসংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রাদ্ধোদ্দেশ সমাহৃত শশমাংস শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই ভক্ষণ করিয়া শশাদনামে পরিচিত হইলেন, ও ভগবান বশিষ্ঠের বাক্যানুসারে ইক্ষ্বাকু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন। কালক্রমে ইক্ষ্বাকুর লোকান্তর হইলে শশাদ পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিলেন। শশাদের ককুৎস্থ নামে মহাবলপরাক্রান্ত এক পুত্র হন। ইনি পূর্ব্বকালে আড়ীবক নামক দেবাসুর সংগ্রামে বৃষরূপধারী ভগবান্ ইন্দ্রের ককুৎ স্থানের উপরি ভাগে উপবেশন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া অসুর সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এই কারণেই তদবধি মহারাজ ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হন। ককুৎস্থের পৃথুনামে এক পুত্র জন্মে, ইনি কাকুৎস্থ অর্থাৎ ককুৎস্থের পুত্র এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পৃথুর বিষ্টরাশ্ব নামে একমাত্র পুত্র। বিষ্টরাশ্ব হইতে আর্দ্রের জন্ম হয়। আর্দ্রেরও যুবনাশ্ব নামে এক পুত্র, যুবনাশ্বের এক আত্মজ, নাম, শ্রাবস্ত; শ্রাবস্ত রাজা হইয়াছিলেন; তিনি শ্রাবস্তী নামে এক নূতন নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নিজরাজধানী স্থাপন করেন। রাজা বৃহদশ্ব শ্রাবস্তের একমাত্র পুত্র ও দায়াদ। বৃহদশ্বেরও এক পুত্র, ইহাঁর নাম কুবলাশ্ব, ইনি পরম ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। মহারাজ কুবলাশ্ব ধুন্ধুর প্রাণবধ করিয়াছিলেন বলিয়া ধুন্ধুমার এই উপাধি প্রাপ্ত হন। জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি উদ্দেশে কুবলাশ্ব ধুন্ধুর প্রাণ বিনাশ করেন, কি প্রকারেই বা ধুন্ধুর বধসাধন হইয়াছিল এই সকল বিষয় যথাযথ রূপে শ্রবণ করিবার জন্য আমার একান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়েছে অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! কুবলাশ্বের একশত পুত্র ছিলেন, ইহাঁরা সকলে প্রকৃষ্ট ধনুর্দ্ধর, সকলবিদ্যাবিশারদ, মহাবলপ্রতাপ পরমধার্ম্মিক, যাগশীল ও ভূরিদক্ষিণ ছিলেন। বৃদ্ধরাজা বৃহদশ্ব যুবরাজ কুবলাশ্বের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ করিয়া, পুত্রসংক্রামিতরাজ্যলক্ষ্মীক হইয়া, তপস্যার্থে বনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পথিমধ্যে বনগমনোন্মুখ রাজা বৃহদশ্বকে উতঙ্কনামে মহাত্মা ব্রহ্মর্ষি উপস্থিত হইয়া বনগমনে নিষেধ করিলেন। কহিলেন, হে পার্থিব! রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য, তুমি রাজা, অতএব তোমাকেও যথাবিধানে প্রজাপালনাদি তাবৎ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। নৃপতে! তুমি রাজা ও প্রজাদিগের একপ্রকার পরবশ অতএব নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তপস্যা করিবার নিমিত্ত সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করা তোমার পক্ষে কোন প্রকারেই বিধেয় নহে। মহারাজ! আমিও তোমার

রাজ্যের এক জন প্রজা। আমার আশ্রমের অনতিদূরে যে সমুদ্র আছে, তাহা সমতলময় ও বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ ও উজ্জানক নামে বিখ্যাত। তথায় ধুন্ধু নামে এক মহাবল অসুর বাস করে। এই অসুর মধুনামক রাক্ষসের পুত্র। দুষ্ট ধুন্ধু মহাকায় মহাবল পরাক্রান্ত, দেবতাদিগেরও অবধ্য; এ সেই মরুক্ষেত্রের বালুকারাশিতে অন্তর্হিত হইয়া উহার অভ্যন্তরভূমিতে শয়ান রহিয়াছে। তাহার এই প্রকারে শয়ন করিয়া থাকিবার উদ্দেশ্য এই যে, সে প্রজাবিনাশের আশয়ে দারুণ তপস্যার্থ তথায় তদ্রূপে শয়ান থাকিয়া আপনার দুষ্ট মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে। সংবৎসরান্তে এই দুষ্ট অসুর এক এক বার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহার নিশ্বাসত্যাগকালে সমুদায় ভূমি, শৈল বন প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের সহিত, একবারে কম্পিত হইয়া উঠে। প্রবল নিশ্বসবাত দ্বারা চতুর্দ্দিকে রজোরাশি উদ্ধূত হইয়া আদিত্যমণ্ডল পর্য্যন্ত আবৃত ও অন্ধকারময় করিতে থাকে, সপ্তাহ পর্য্যন্ত অতিভয়ানক ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পকালে পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে অঙ্গার, অগ্নিশিখা, স্ফুলিঙ্গ ও ধূমরাশি অনবরত নির্গত হইতে থাকে। মহারাজ! এই ভয়ানক দুষ্টাসুরের ভয়ে ও উপদ্রবে আমার আশ্রমে বাস করা নিতান্ত অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অতএব প্রার্থনা করি, তুমি প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ এই মহাকায় দুষ্ট রাক্ষসের প্রাণবধ কর। অদ্যই তত্তভাগ অসুরকে নিহত করিয়া সমস্ত লোকের সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হইবার উপায় বিধান কর। হে পৃথিবীপতে! কেবল তুমিই এই দুষ্ট অসুরের বধার্থ একমাত্র সমর্থ উপায়। হে অনঘ! পূর্ব্ব যুগে ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে বরপ্রদান করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি, মহাবলপরাক্রান্ত, রৌদ্রমূর্ত্তি এই দুষ্ট অসুরকে হত্যা করিবেন, তুমি বরদানদ্বারা সেই মহাত্মার প্রভূত তেজঃসমূহ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। মহারাজ! মহাতেজাঃ ধুন্ধু দিব্য পরিমাণ শত বৎসর যাবৎ অনবরত চেষ্টা করিলেও অল্প তেজঃদ্বারা কোনরূপেই দগ্ধীভূত হইবার নহে; কারণ ধুন্ধুর প্রবলবীর্য্য অতি সুমহৎ এবং দেবতাদিগেরও দুর্লভ। অনন্তর রাজর্ষি বৃহদশ্ব মহাত্মা উতঙ্ক কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত ও কথিত হইয়া ধুন্ধুর বধসাধনার্থ স্বকীয় পুত্র কুবলাশ্বকে তথায় প্রেরণ করিলেন। বৃহদশ্ব কহিলেন, হে ভগবন্! আমি বৃদ্ধত্ববশতঃ ক্ষত্রনিয়মানুসারে শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি। এইটি আমার পুত্র, ইহার নাম কুবলাশ্ব, কুবলাশ্ব ধুন্ধুর প্রাণ বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন অণুমাত্র সংশয় নাই রাজর্ষি বৃহদশ্ব এই প্রকারে পুত্র কুবলাশ্বকে ধুন্ধুর প্রাণবধ করিতে আদেশ করিয়া তপস্যার নিমিত্ত পর্ব্বতপ্রদেশোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে কুবলাশ্বও পিতার আজ্ঞানুসারে ধুন্ধুর প্রাণ বিনাশ করিবার নিমিত্ত শত পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহর্ষি উতঙ্কের সহিত সেই প্রদেশে গমন করিলেন। তৎক্ষণাৎ ভগবান্ বিষ্ণুও লোকহিতকামনায় উতঙ্কের পূর্ব্বপ্রার্থনানুসারে স্বকীয় বিপুলতেজোরাশির সহিত কুবলাশ্বের শরীরে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কুবলাশ্ব ধুন্ধুর বধসাধনোদ্দেশে তাহার নিবাসস্থানে প্রস্থান করিলে স্বর্গলোকে সুমহৎ কোলাহল উত্থিত হইল। দিবিস্থ সকলেই বলিয়া উঠিলেন, শ্রীমান্ কুবলাশ্ব অদ্যই অবধ্য ধুন্ধুর বধসাধন করিয়া ধুন্ধুমার এই উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। দেবতারা চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাদের শরীরোপরি স্বর্গীয় পুষ্পমালা বর্ষণ করিতে লাগিলেন, দেবদুন্দুভি উচ্চৈঃশব্দে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অনন্তর বিজয়ী মহাবীর কুবলাশ্ব শত পুত্রের সহিত

তথায় উপস্থিত হইয়া বালুকাপূর্ণ অর্ণব সমুদ্র সম্যক্‌রূপে খনন করাইলেন। তিনি নারায়ণের তেজোরাশি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিততেজাঃ হইয়া যৎপরোনাস্তি বলসমন্বিত হইলেন। অনন্তর রাজার শতসংখ্যক পুত্র পিতার আদেশানুসারে সমুদ্র খনন করিতে করিতে বালুকান্তর্হিত ধুন্ধুকে দেখিতে পাইলেন, দেখিলেন দুষ্ট অসুর পশ্চিম দিক আবৃত করিয়া শয়ান রহিয়াছে। দর্শনমাত্র ধুন্ধু প্রবল ক্রোধভরে মুখব্যাদান করিয়া অনবরত অগ্নিস্রোত উদ্বমন করিতে লাগিল। ত্রিভুবন বিপন্ন হইল। দুষ্ট রাক্ষস উদয়কালিক মহোদধির ন্যায় জলরাশি স্রবণ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দুষ্ট রাক্ষসের মুখবিনির্গত প্রবল বহ্নিধারাতরঙ্গার্জ সোমবংশীয়দিগের প্রায় সকলেই দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল। শত সহোদরের মধ্যে কেবল তিনটীমাত্র অবশিষ্ট রহিল। অনন্তর মহারাজ কুবলাশ্ব পুত্রবিনাশ শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং মহাবলপরাক্রান্ত সেই দুষ্ট রাক্ষসের সমীপে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই তিনি যোগবলে তাহার সেই বারিময় তেজ পান করিয়া ফেলিলেন, এবং প্রবল বহ্নিও উপশম করিলেন। অনন্তর প্রভূত বলের সহিত মহাকায় উদকরাক্ষস ধুন্ধুর প্রাণবিনাশ করিয়া তাহার মৃতদেহ মহর্ষি উতঙ্ককে দর্শন করাইলেন। মহর্ষি উতঙ্কও শত্রুবিনাশদর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া মহারাজকে বর প্রদান করিলেন। এই বরে মহারাজের অক্ষয় বিত্তরাশি লাভ হইল। তিনি শত্রুদিগের অজেয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সতত ধর্ম্মাচরণে রতি হইল, ও চরমে অক্ষয় স্বর্গবাস নিশ্চিত হইয়া রহিল। তাঁহার যে পুত্রগণ রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, পিতার পুণ্য ও পরাক্রমে তাঁহাদিগেরও সকলেরই অক্ষয় স্বর্গবাস সিদ্ধ হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়। ১২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধুন্ধুমার কুবলাশ্বের তিন পুত্র। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দৃঢ়াশ্ব; চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব দৃঢ়াশ্বের দুই অনুজ কুমারেরা সকলেই অতিশয় শিষ্ট ও বিনীত ছিলেন। ধৌন্ধুমারি দৃঢ়াশ্বের এক পুত্র, ইঁহার নাম হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের এক পুত্র, নাম নিকুম্ভ। কুমার নিকুম্ভ নিরত ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইঁহারও সংহতাশ্ব নামক একমাত্র পুত্র জন্মে, এই পুত্র যুদ্ধবিদ্যায় একান্ত বিশারদ ছিলেন। সংহতাশ্বের অকৃশাশ্ব ও কৃশাশ্ব নামে দুই পুত্র ও হৈমবতী দৃষদ্বতী নামে ত্রিভুবনবিখ্যাতা, সাধুসন্তানজননী একমাত্র কন্যা জন্মে। এই কন্যার গর্ভে প্রসেনজিৎ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। প্রসেনজিতের গৌরী নামে নিরতিশয় পতিব্রতা ভার্য্যা ছিলেন। গৌরীদেবী দুর্ভাগ্যবশতঃ ভর্ত্তা হইতে শাপগ্রস্তা হইয়া নদীরূপে পরিণত হন, এই নদীর নাম বাহুদা। গৌরীদেবী যুবনাশ্ব নামে এক মহানুভব পুত্র প্রসব করেন। মহীপতি যুবনাশ্বের মান্ধাতা নামে এক পুত্র হন, ইনিই ত্রিভুবনবিজয়ী প্রসিদ্ধ মান্ধাতা। শশবিন্দুসুতা, চিত্ররথবংশীয়া, বিন্দুমতী নামে অসামান্যরূপলাবণ্যসম্পন্না এক মহিলা মহারাজ মান্ধাতার ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। ইনি যৎপরোনাস্তি পতিব্রতা ছিলেন। ইঁহার অযুতসংখ্যক অগ্রজ সহোদর ছিল। মহারাজ মান্ধাতার ঔরসে ও বিন্দুমতী দেবীর গর্ভে পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। ইঁহারা উভয়েই পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। পুরুকুৎসের ত্রসদস্যু নামে একমাত্র পুত্র জন্মে। অনন্তর, নর্ম্মদার

গর্ভে ত্রসদস্যুর সম্ভূত নামে এক পুত্র জন্মে। সুধন্বার সুধন্বা নামে এক পুত্র। সুধন্বারও এক পুত্র, ইহাঁর নাম ত্রিধন্বা। মহারাজ ত্রিধন্বার ত্রয্যারুণ নামে বিদ্যাপারগ একমাত্র পুত্র হন। ত্রয্যারুণেরও সত্যব্রত নামে এক পুত্র জন্মে। দুর্ম্মতি সত্যব্রত কোন সময়ে অপর ব্যক্তির বিবাহিত ভার্য্যাকে হরণ করিয়া পাণিগ্রহণমন্ত্রের বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে। পাপাত্মা সত্যব্রত কোন সময়ে কামান্ধ হইয়া বাল্যচাপল্য, মোহ ও সংহর্ষ বশতঃ পুরবাসী কোন ব্যক্তির কন্যাকে হরণ করে। তাহাতেই মহারাজ ত্রয্যারুণ পুত্রের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া অধর্ম্মশঙ্কা জ্ঞানে তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন, ও এ স্থান হইতে দূরীভূত হ, তোর ধ্বংস হউক ইত্যাদি নানাপ্রকার তিরস্কার করিলেন। সত্যব্রত এই প্রকারে পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, পিতঃ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে আমি কোথায় গমন করিব? ত্রয্যারুণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উত্তর করিলেন, রে পাপ! তুই যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিস, শ্বপাক অর্থাৎ চণ্ডালদিগের সহিত একত্র বাস কর। আমি তোর মত কুলাঙ্গার পুত্রদ্বারা পুত্রবান্ হইতে ক্ষণমাত্র ইচ্ছা করি না। সত্যব্রত পিতার এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মহর্ষি বশিষ্ঠও প্রস্থানকালে তাহাকে নিবারণ করিলেন না। বীর সত্যব্রত পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শ্বপাকাবসথের সমীপে বাস করিলেন। মহারাজ ত্রয্যারুণও তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন। সত্যব্রতের পাপে তদীয় বাসস্থানে ভগবান্ পাকশাসন মেঘবর্ষণ রোধ করিয়া দিলেন। অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র সত্যব্রতের সেই পাপে বিরক্ত হইয়া স্বীয় পত্নীকে সেই স্থানেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সাগরের অনুপপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ সংবৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার পত্নী ঔরসজাত তাঁহার মধ্যম পুত্রকে গলদেশে বন্ধনপূর্ব্বক অবশিষ্ট পুত্রের ভরণপোষণার্থে গোশতরূপ মূল্য গ্রহণ করিয়া বিক্রয় করিলেন। নৃপাত্মজ সত্যব্রত মহর্ষিপুত্রকে বিক্রয়ার্থ গলবদ্ধ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মোচন করিলেন ও ভগবান্ বিশ্বামিত্রের সন্তোষোৎপাদন দ্বারা অনুকম্পাপ্রাপ্তির উদ্দেশে স্বয়ং তাঁহার ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সেই মহাতপঃশালী পুত্র বিক্রয়ার্থ গলদেশে বদ্ধ হইয়া সত্যব্রত কর্ত্তৃক মোক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া গালব নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৩।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! এই প্রকারে সত্যব্রত প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ভক্তি, অনুকম্পা ও বিনয় সহকারে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কলত্র ও পুত্রদিগকে ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন বনে বিচরণশীল মৃগ, বরাহ ও মহিষদিগকে সংহার করিয়া উহাদিগের মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের আশ্রমসন্নিধানে তরুশাখায় বন্ধন করিয়া রাখিতেন। এইরূপে, মহারাজ ত্রয্যারুণ বনে প্রস্থান করিলে, সত্যব্রত পিতার নিয়োগানুসারে দ্বাদশ বৎসর উপাংশুব্রত অর্থাৎ নির্জ্জন তাপস ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দীক্ষায় নিবিষ্টমানস হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে বশিষ্ঠদেব যজমান ও উপাধ্যায় অর্থাৎ গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ বশতঃ অনুগ্রহপূর্ব্বক মহারাজের সমগ্র রাজ্য, রাজধানী অযোধ্যা ও অন্তঃপুর সমুদয়ই সম্যক্‌রূপে পর্য্যবেক্ষণ ও রক্ষা করিতে লাগিলেন।

সত্যব্রত প্রবল-ভবিতব্যতা নিবন্ধন বাল্যকাল অবধি বশিষ্ঠদেবের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও কুপিত ছিলেন, এবং এই কারণেই যৎকালে সত্যব্রত পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হন, তখন মহর্ষি মহারাজকে নিবারণ করেন নাই।

পাণিগ্রহণবিষয়ক মন্ত্র সকলের সপ্তম পদে নিষ্ঠা অর্থাৎ নির্ব্যূঢ় নিশ্চয় হইয়া থাকে; কিন্তু সত্যব্রত কোন সময়ে কামপরবশ ও অধৈর্য্য হইয়া এই শাস্ত্র অবমাননাপূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই বশিষ্ঠদেব তাঁহার প্রতি জাতক্রোধ হন। অনন্তর, বশিষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও আমাকে অধর্ম্ম হইতে নিবারণ ও পরিত্রাণ করিলেন না, এই মনে করিয়া সত্যব্রতের‌ও অন্তঃকরণে বশিষ্ঠদেবের প্রতি প্রভূত ক্রোধের সঞ্চার হইল। ফলতঃ ভগবান বশিষ্ঠ তৎকালে শুভবুদ্ধিতেই সেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যব্রত মোহবশতঃ মহর্ষির মনোগত গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হন নাই। এই সকল কারণ বশতঃ সত্যব্রতের প্রতি মহারাজের যে অপরিতোষ জন্মিয়াছিল, তাহাতেই ভগবান্ পাকশাসন দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ষণ করেন নাই। এক্ষণে সত্যব্রত দ্বাদশ বৎসর যাবৎ দুর্ব্বহ দীক্ষাভার বহন পূর্ব্বক স্বকীয় বংশের নিষ্কৃতি সম্পাদন করিলেন। যৎকালে সত্যব্রত পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন, বশিষ্ঠদেব তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন নাই। ইহার গূঢ় অভিপ্রায় এই, মহর্ষি তৎকালে মনে করিয়াছিলেন যে সত্যব্রতের পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। কিন্তু এক্ষণে মহাবল সত্যব্রত দ্বাদশ বৎসর যাবৎ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে আহারার্থ মাংসের অভাব হইলে তিনি বশিষ্ঠদেবের সর্ব্বকামদুঘা গাভিকে সম্মুখে নয়নগোচর করিলেন; পরিশ্রম ও ক্ষুধা দ্বারা অতিমাত্র প্রপীড়িত ছিলেন বলিয়া দর্শনমাত্র ক্রোধ ও মোহ বশতঃ দশধর্ম্মাধীন হইয়া সেই গাভীর প্রাণ সংহার করিলেন। মহারাজ! মত্ততা, প্রমাদ, উন্মাদ, শ্রম, ক্রোধ, বুভুক্ষা, ত্বরা, ভীরুতা, লোভ ও কাম, এই দশ ধর্ম্ম এই সকলের অধীন হইয়াই সত্যব্রত এই ঘোর পাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সত্যব্রত এইরূপে বশিষ্ঠদেবের গাভীর প্রাণ সংহারপূর্ব্বক উহার মাংস বিশ্বামিত্রের আত্মজদিগকে ভোজন করাইলেন এবং স্বয়ং ও ভোজন করিলেন। এই কথা বশিষ্ঠদেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন ও রাজপুত্র সত্যব্রতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, রে ক্রূর নৃশংস পাপ! আমি নিশ্চয়ই তোর পাপরূপ শঙ্কু নিঃসারণ করিতাম, যদি তুই পুনর্ব্বার নিঃশঙ্কহৃদয়ে অপার পাপদ্বয়ের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অপর দুই শঙ্কু দ্বারা বিদ্ধ না হইতিস। তুই পিতার অসন্তোষোৎপাদন, গুরুর দোগ্ধ্রীবধ, অপ্রোক্ষিত অর্থাৎ যজ্ঞাদ্যর্থ অসংস্কৃত বৃথামাংস ভক্ষণ এই ত্রিবিধ ঘোর পাতকের আচরণ করিয়াছিস। তোর এই তিন ব্যতিক্রম। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাতপাঃ মহর্ষি বশিষ্ঠ সত্যব্রতের ত্রিবিধ পাপশঙ্কু অবলোকন করিয়া তাঁহাকে ত্রিশঙ্কু বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতেই সত্যব্রত তদবধি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র দশবৎসরান্তে প্রত্যাগত হইলেন, ও ত্রিশঙ্কু তাঁহার পুত্রকলত্র প্রতিপালন করিয়াছেন দেখিয়া নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরপ্রদান করিতে চাহিলেন। এই প্রকার বরপ্রার্থনা করিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজপুত্র ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার বরপ্রার্থনা করিলেন।

অনন্তর মহামুনি বিশ্বামিত্র দ্বাদশবার্ষিক অনাবৃষ্টিভয় নিবৃত্ত হইলে ত্রিশঙ্কুকে পৈতৃক

রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে যজমান করিলেন, দেবগণ এবং বশিষ্ঠদেবকে অনাদর করিয়া সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করাইলেন। অতঃপর মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ঔরসে ও তাঁহার কেকয়বংশীয় সত্যরথনাম্নী ধর্ম্ম পত্নীর গর্ভে হরিশ্চন্দ্রনামে এক পুত্র উৎপন্ন হইলেন। হরিশ্চন্দ্র ত্রৈশঙ্কব অর্থাৎ ত্রিশঙ্কুর অপত্য বলিয়া ভুবনমণ্ডলে বিখ্যাত হন ও রাজসূয় যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন বলিয়া সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হন। রোহিত নামে মহাতেজা হরিশ্চন্দ্রের এক বীর্য্যবান্ পুত্র হইয়াছিলেন। তিনিই রাষ্ট্রসিদ্ধির উদ্দেশে রোহিতপুর নামে এক নগর স্থাপন করেন। অনন্তর কালক্রমে রাজর্ষি রোহিত রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়া সংসারের অসারতা বিদিত হইয়া রোহিতপুর নগর ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন। রোহিতের পুত্র হরিত, হরিতের পুত্র চঞ্চু। চঞ্চুর দুই পুত্র, বিজয় ও সুদেব, জ্যেষ্ঠ বিজয় নিখিল ক্ষত্রিয় জাতিকে শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া বিজয় নামে বিখ্যাত হন। বিজয়ের তনয় রুরুক, ইনি ধর্ম্মার্থবেত্তা নরপতি ছিলেন। মহারাজ রুরুকের বৃকনামে এক পুত্র ছিলেন। বৃক হইতে বাহুর জন্ম হয়, হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামক দুই ক্ষত্রিয় জাতি শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লব নামক অপরাপর ক্ষত্রিয়জাতিদিগের সাহায্যে মহারাজ বাহুকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিরস্ত্র করিয়া রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই সত্যধর্ম্ম যুগে রাজা যথোচিত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন না বলিয়াই এইরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। বাহুর সগরনামক এক পুত্র হন, গর অর্থাৎ বিষের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার নাম সগর হইয়াছিল। সগর ঔর্ব্বমুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবান্ ভার্গব ঔর্ব্ব কর্ত্তৃক রক্ষিত হন। ধর্ম্মাত্মা সগর তথায় অবস্থান করিয়া ভার্গবের নিকট আগ্নেয় অস্ত্রলাভ করিলেন ও তালজঙ্ঘ ও হৈহয়দিগকে বিনাশ করিয়া সমুদায় পৃথিবী জয় করিলেন এবং অবশেষে শক, পহ্লব ও পারদ ইহাদিগকে ও ধর্ম্ম নিরস্ত করিলেন।

— ** —

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১৪।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! কি প্রকারে সগর রাজা বিষসংযোগ অচ্যুত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কি নিমিত্তই বা তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া শকযবনাদি প্রভূততেজঃশালী ক্ষত্রিয়দিগের কুলোচিত ধর্ম্ম হইতে নিরস্ত করেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে প্রজাপাল! বাহু রাজা ব্যসনাসক্ত ছিলেন বলিয়া হৈহয় ও তালজঙ্ঘেরা একত্রিত হইয়া শক, যবন, পারদ, কাম্বোজ, খশ ও পহ্লব, এই সকল জাতীয় বীরদিগের পরাক্রমের সাহায্যে তাঁহাকে স্বকীয় রাজ্য হইতে অপসৃত করে ও উহাঁর রাজত্ব আপনারা অধিকার করে। বাহু রাজা এই প্রকারে হৃতরাজ্য হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বনে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পত্নীও তাঁহার অনুগমন করিলেন। বনে গমন করিবার পরেই তথায় বাহুর মৃত্যু হইল। তাঁহার পত্নী যাদবী তৎকালে সগর্ভা ছিলেন। তিনি পতির মৃত্যুতে ম্রিয়মানা হইয়া সহগমনের উদ্যোগ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সপত্নী তাঁহাকে গর প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি শবদাহার্থ চিতা বিরচিত করিয়া তাহাতে স্বয়ং আরোহণ করিলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া ঔর্ব্ব ভগবান্ ভার্গবের অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি যাদবীকে অনুগমন ব্যাপার হইতে নিবারণ করিলেন। অনন্তর যাদবী মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমেই এক পুত্র প্রসব করি

লেন। গরের সহিত ভূমিষ্ঠ হন বলিয়া ইহাঁর নাম সগর হইল। এই পুত্রই ত্রিভুবনে বিখ্যাত মহাবাহু মহাত্মা সগর। এই প্রকারে মহানুভব সগরের জন্ম হইলে, মহর্ষি ঔর্ব্ব যথাবিধানে তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সমুদায় কার্য্য সমাধা করিয়া ক্রমে তাঁহাকে অখিল বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। কুমার অধীতসর্ব্বশাস্ত্র হইলে মহাবাহু মহর্ষি তাঁহাকে দেবগণেরও অসহ্য আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাবল সগর যুদ্ধক্ষেত্রে মুনিদত্ত আগ্নেয় অস্ত্রের বলে দ্বিগুণতর বলশালী হইয়া, ক্রোধভরে রুদ্র পশুদিগকে যেরূপ সংহার করেন, তদ্রূপ নিখিল হৈহয় দিগকে বিনাশ করিলেন। দুষ্টদিগের বিনাশসাধন দ্বারা সগরের বিপুল কীর্ত্তি সমুদয় জগতে বিস্তৃত হইল। এই রূপে হৈহয়দিগের বিনাশসাধনানন্তর মহাত্মা সগর শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লবদিগকে নিঃশেষরূপে বিনাশ করিবার উদ্যোগ করিলেন। উহারা সকলে মহাত্মা বীরশ্রেষ্ঠ সগর কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া অবশেষে মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইয়া, সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত করিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাহাদের সকলকে একত্রে সমাগত ও শরণাপন্ন হইতে দেখিয়া অভয় প্রদান পূর্ব্বক সগরকে তাহাদের প্রাণসংহার করিতে নিষেধ করিলেন। সগর স্বকীয় প্রতিজ্ঞার বিষয় মনে করিয়াও একণে গুরু বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া শাস্তি স্বরূপ তাহাদিগের ধর্ম্মনাশ করিলেন, ও বেশ বিকৃত করিয়া দিলেন। তিনি এই প্রকারে শক জাতীয়দিগের মস্তকের অর্দ্ধেক কেশ মুণ্ডন করিয়া দিলেন; যবন ও কাম্বোজদিগের সমুদয় কেশ মুণ্ডন করিলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে পারদগণকে মুক্তকেশ ও পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী হইতে হইল। ফলতঃ উহারা সকলেই তৎকালাবধি স্বাধ্যায় বষট্কার শূন্য অর্থাৎ বেদাধ্যয়নবিরহিত হইয়াছিল। মহাত্মা সগর এই প্রকারে গুরু বশিষ্ঠদেবের বাক্যানুসারে শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, কোলিসর্প, মহিষি, দার্ব্ব, চোল, কেরল প্রভৃতি যাবতীয় দুষ্টক্ষত্রিয়কুলের কুলক্রমাগত ধর্ম্ম নিরাকৃত করিলেন। মহারাজ সগর পূর্ব্বোক্ত ও খশ, তুখার, চোল, মদ্র, কিষ্কিন্ধক, কৌন্তল, বঙ্গ, শাল্ব, কোঙ্কণক প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ জাতিদিগকে ধর্ম্মানুসারে পরাজয় পূর্ব্বক সমুদায় বসুন্ধরা স্ববশে আনয়ন করিলেন ও অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণার্থ অশ্ব পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই অশ্ব পূর্ব্বদক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে বিচরণ করত অপহৃত ও ভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশিত হইল। মহারাজ এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ পুত্রদিগের দ্বারা সেই প্রদেশে ভূমি খনন করিতে করিতে সম্মুখে কপিলরূপে অবস্থিত যোগনিদ্রাপ্রবিষ্ট আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুকে নয়নগোচর করিলেন। এই রূপ ব্যাঘাত দ্বারা কপিলরূপী ভগবান হরির যোগনিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে ক্রোধভরে তাঁহার চক্ষু সমুখে প্রখর জ্যোতিঃপ্রভাবে সগরের অসংখ্য পুত্রেরা প্রায় সকলেই দগ্ধ ও ভস্মাবশেষ হইলেন। কেবল বর্হিকেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরথ ও পঞ্চজন নামে চারিজন মাত্র অবশিষ্ট রহিলেন। ইহাঁরা চারি জনেই ভবিষ্যতে মহারাজ সগরের বংশধর হইয়াছিলেন। অনন্তর কপিলরূপী ভগবান্ নারায়ণ মহারাজ সগরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন। কপিলের বরে মহারাজের অক্ষয় ইক্ষ্বাকুবংশে অনিবর্ত্তিনী কীর্ত্তি, ও অক্ষয় স্বর্গলাভ হইল। তিনি সমুদ্রকে পুত্রস্বরূপে প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার কপিল নয়নবিনির্গত জ্যোতি দ্বারা দগ্ধীভূত পুত্রেরাও মুক্তিলাভ পূর্ব্বক অক্ষয় স্বর্গ লোক লাভ করি-

লেন। সমুদ্রও অর্ঘ্যাদি গ্রহণ পূর্ব্বক যথা-বিধানে মহারাজের বন্দনা করিলেন এবং মহারাজের সেই মহৎ কার্য্য উপলক্ষে সাগর নামে বিখ্যাত হইলেন। এই উপায়ে মহীপতি সমুদ্রের অভ্যন্তরেই সেই আশ্বমেধিক অশ্বকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ সমাধা করিলেন। তিনি পরে শত অশ্বমেধ সমাধান পূর্ব্বক বিপুলকীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রুত আছে, সগরের সমুদয়ে ষষ্টি সহস্র পুত্র ছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৫।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কি প্রকারে কি বিধি অবলম্বন দ্বারা মহাত্মা সগরের প্রভূতবিক্রমশালী ষষ্টিসহস্রসংখ্যক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ শ্রবণ করুন। সগরের দুই ভার্য্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠার নাম কেশিনী, ইনি বিদর্ভের দুহিতা। আর কনিষ্ঠার নাম মহতী, ইনি অরিষ্টনেমির দুহিতা। মহতী অসামান্যরূপলাবণ্যসম্পন্না পরমধর্ম্মিণী মহিলা ছিলেন। কেশিনী ও মহতী ইহাঁরা উভয়েই ধর্ম্মনিরতা ছিলেন। নিয়ত ধর্ম্মাচরণ দ্বারা ইহাঁদের উভয়েরই পাপ বিনষ্ট হয়। মহর্ষি ঔর্ব্ব প্রীতান্তঃকরণে ইহাঁদিগকে এই বর প্রদান করেন যে, তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে এক জন প্রার্থনানুসারে ষষ্টিসহস্রসংখ্যক পুত্র প্রাপ্ত হইবে, ও আর একজন একটী মাত্র বংশধর পুত্র প্রসব করিবে। যে যাহা ইচ্ছা কর, বরপ্রার্থনা কর। তদনুসারে কেশিনী এক বংশধর পুত্র প্রসব করিবার বরপ্রার্থনা করিলেন ও মহতী লোভ পরবশহৃদয়ে বহু পুত্র লাভের প্রার্থনা করিলেন। মুনি তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদিগের উভয়েই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। অনন্তর কালক্রমে কেশিনীর গর্ভে ও সগরের ঔরসে অসমঞ্জন অর্থাৎ অপ্রতিম এক মহাবল পুত্র প্রসূত হইলেন। ইনিই রাজা পঞ্চজন নামে বিখ্যাত হন। কথিত আছে, তৎপরে মহতী বীজপূর্ণ এক তুম্বী অর্থাৎ অলাবু প্রসব করিলেন। সেই অলাবুসদৃশ আধারে তিলপ্রমাণ ষষ্টি সহস্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা যথাকালে প্রসূত হইয়া কালক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মহারাজ সগর ষষ্টিসহস্রসংখ্যক ঘৃতপূর্ণ কুম্ভের অভ্যন্তরে সেই পুত্রদিগকে নিহিত করিলেন ও তাহাদের ভরণ পোষণার্থ প্রত্যেকের প্রতি এক এক ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। অনন্তর দশ মাস অতীত হইলে সকল পুত্রেরা সেই অলাবু হইতে উত্থিত হইয়া যথাকালে জনকের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই প্রকার সগরপত্নী মহতী গর্ভ ধারণ করিয়া অলাবু প্রসব করিয়াছিলেন, ও ঐ অলাবুর মধ্য হইতে মহারাজের ষষ্টিসহস্র সংখ্যক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া ছিল। সগরের নারায়ণতেজঃপ্রবিষ্ট এই পুত্রদিগের মধ্যে একজন মাত্র রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম পঞ্চজন। মহারাজ পঞ্চজনের ঔরসে অংশুমান্ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হন। অংশুমানের দিলীপনামক এক পুত্র হন। ইনি লোকসমাজে খট্বাঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! দিলীপ মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত স্বর্গলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বুদ্ধি ও সত্যের প্রভাবে ত্রিভুবন অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন। দিলীপের দায়াদ মহারাজ ভগীরথ। ইনিই কঠোর তপস্যার বলে সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গাকে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। মহাভাগ ভগীরথ দেবরাজসদৃশপরাক্রম ও বিপুলকীর্ত্তির আধার ছিলেন। ইনি গঙ্গাকে কন্যা

স্বরূপে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ করিয়া ভূমণ্ডলের মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করাইয়া পরিশেষে সাগরের সহিত মিলাইয়া দেন। ইহাতেই বংশচিন্তকেরা গঙ্গা দেবীকে ভাগীরথী অর্থাৎ ভগীরথের দুহিতা বলিয়া থাকেন। ভগীরথের পুত্র মহারাজ শ্রুত নামে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রুতের পুত্র নাভাগ, ইনিই পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, ইনি সিন্ধুদ্বীপের পিতা। সিন্ধুদ্বীপের পুত্র বীর্য্যবান্ অযুতাজিত। অযুতাজিতের পুত্র যশস্বী ঋতুপর্ণ। আর্ত্তপর্ণি অর্থাৎ ঋতপর্ণের পুত্রে, নাম নলসখ, ইনি দিব্যাক্ষ জদয়জ্ঞ ও মহাবল প্রতাপ মহীপতি ছিলেন। ইহাঁর পুত্র সুদাস, এই রাজা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সুহৃৎ ছিলেন। সৌদাস অর্থাৎ সুদাসের পুত্র মিত্রসহ, ইনি কল্মাষপাদ এই উপাধিতে ভুবন মণ্ডলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কল্মাষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সর্ব্বকর্ম্মার অনরণ্য নামে বিক্রান্ত এক পুত্র ছিলেন। অনরণ্যের পুত্র নিঘ্ন। নিঘ্নের দুই পুত্র, অনমিত্র ও রঘু; ইহারা উভয়েই পার্থিবকুলের চূড়ামণিস্বরূপ ছিলেন। অনমিত্রের পুত্র দুলিদুহ, ইনি নিখিল বিদ্যাবিশারদ নরপতি ছিলেন: মহারাজ দুলিদুহের পুত্র দিলীপ, ইনিই রামচন্দ্রের প্রপিতামহ। মহারাজ দিলীপের রঘুনামে আজানুলম্বিতবাহু এক পুত্র ছিলেন। অযোধ্যা নগরী মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ রঘুর রাজধানী ছিল। রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ। মহারাজ দশরথের পুত্র রাম, ইনি পরমধার্ম্মিক ও ত্রিভুবনবিখ্যাতকীর্ত্তি মহীপতি ছিলেন! রামচন্দ্রের এক পুত্র কুশ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল, নলের পুত্র নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের আত্মজ ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বার দেবানীকনামক মহাবলপ্রতাপ এক পুত্র ছিলেন। দিবানীকের এক পুত্র, ইহাঁর নাম অহীনগু, অহীনগুর পুত্র মহারাজ সুধন্বা নামে বিখ্যাত ছিলেন। সুধন্বার পুত্র নল। নলের পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ উকথ; মহাবলশালী মহাত্মা উকথের বজ্রনাভ নামে এক পুত্র ছিলেন, বজ্রনাভের পুত্র বিদ্বান শঙ্খ বুষিতাশ্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বুষিতাশ্বের পুত্র পুষ্য, ইহাঁর পুত্র বিদ্বান্ অর্থসিদ্ধি, অর্থসিদ্ধির পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র শীঘ্রের পুত্র মরু, মরু যোগাভ্যাসার্থ কলাপ দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মরুর দুই পুত্র, ইহাঁরা উভয়েই পুরাণ শাস্ত্রে নানামে প্রসিদ্ধ, ইহাদের নাম বৃহদ্বল ও বীরসেন। বীরসেনের ইক্ষ্বাকুবংশধুরন্ধর এক মাত্র পুত্র ছিলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি সূর্য্যবংশীয় প্রধান প্রধান নরপতিদিগের বৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করিলাম, ইহারাই অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন ও বৈবস্বত কুলেরধুরন্ধর ছিলেন, মহারাজ! ভগবান্ আদিত্য বিবস্বান্ শ্রাদ্ধদেবতা, ইনিই প্রজাবৃন্দের পুষ্টি প্রদান করিবার অদ্বিতীয় কারণ যে ব্যক্তি আদিত্যদেবের এই সৃষ্টির বিষয় পাঠ করেন। তিনি ইহলোকে প্রভূত সন্তানসন্ততিবিশিষ্ট ও দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে কাল যাপন করেন এবং চরমে বিমুক্তপাপ ও রজোগুণের কার্য্য বহির্ভুত হইয়া আদিত্যলোকে প্রস্থান করত ভগবান আদিত্যের সাযুজ্য হন।

—•••—

ষোড়শ অধ্যায়। ১৬।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কি প্রকারে ভগবান্ আদিত্যদেবের শ্রাদ্ধদেবত্ব হইয়াছে, শ্রাদ্ধেরই বা কি পরম বিধি, ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ!

অপর পিতৃপুরুষদিগের কি প্রকারে প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধই বা কিরূপ, এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেও আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিতেছে। মহাশয়! বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগের প্রমুখাৎ শ্রবণ করা যায় যে, স্বর্গলোকস্থ পিতৃপুরুষেরা দেবলোকেরও আরাধ্য দেবতা; অতএব ইঁহাদের বিবরণ শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা। পরিশেষে পিতৃলোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন বহুবিধগণ কি কি? তাঁহাদের পরম বল কি? কি প্রকারে অস্মদাদিকর্ত্তৃক কৃত শ্রাদ্ধ পিতৃপুরুষদিগকে প্রীত ও পরিতৃপ্ত করে? কি প্রকারেই বা পিতৃলোকেরা শ্রাদ্ধভোজনদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদিগের মঙ্গলবিধান করেন? এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে জানিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ যৎপরোনাস্তি উৎসুক হইতেছে। প্রার্থনা করি, মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক পিতৃলোকদিগের সৃষ্টির বিষয় বর্ণনা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যে প্রকারে পিতৃপুরুষদিগের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হইয়াছে, যে প্রকারে অস্মদাদিকৃত শ্রাদ্ধ ও তর্পণ পিতৃলোকদিগের প্রীতি সমুৎপাদন করে, এবং যে প্রকারে পিতৃপুরুষেরা পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদের কল্যাণ বিধান করেন, এই সকল সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে মহানুভব ভীষ্ম মার্কণ্ডেয় মুনিকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন। মার্কণ্ডেয় উহাতে যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই সমগ্ররূপে বর্ণন করিতেছি। মহারাজ! পূর্ব্বকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মদেবকে অবিকল এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভীষ্মদেব, পূর্ব্বকালে সনৎকুমার মার্কণ্ডেয় মুনিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যেরূপ উত্তর প্রদান করেন, যুধিষ্ঠিরকে সেই সকল কথাই উত্তরস্বরূপে বলিয়াছিলেন। আমি তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! পুষ্টিকাম ব্যক্তি কি উপায়ে পুষ্টি প্রাপ্ত হইতে পারে? কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা লোকে শোকের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে? এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় আগ্রহ জন্মিয়াছে। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি সর্ব্বকামফলপ্রদ শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি দ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে প্রীত করেন, তিনি নিঃসন্দেহই ইহলোকে ও পরলোকে আমোদ ও সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন। কারণ, পিতৃপুরুষেরা পরিতৃপ্ত হইলে ধর্ম্মকাম ব্যক্তিকে ধর্ম্ম, প্রজার্থীকে প্রজা, সম্পত্তি ও পুষ্টিকাম ব্যক্তিকে সম্পত্তি ও পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাপ্রভাব! কাহারও পিতৃপুরুষেরা স্বর্গলোকে অধিবাস করেন। আবার কাহারও বা পিতৃপুরুষদিগকে নরকে বাস করিতে হয়; সকল প্রাণীকেইত এইরূপে স্বকৃত পাপপুণ্যের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। অথচ সকলেই পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ তিন ঊর্দ্ধতন পুরুষের উদ্দেশে নানাবিধ ফল কামনা করিয়া শ্রাদ্ধতর্পণাদি বিধান করিয়া থাকেন। এই সকল পিণ্ড ও শ্রাদ্ধ তাঁহাদের উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া কি উপায়েই বা পিতৃপুরুষেরা স্বয়ং নিরয়বাসী হইয়াও অধস্তন স্ববংশীয়দিগকে প্রার্থিত ফল প্রদান করিতে সমর্থ হন। শ্রুত আছে, দেবতারা স্বর্গবাসী হইয়াও পিতৃপুরুষদিগকে প্রীত্যুদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিয়া থাকেন। অতএব দেবতারা কোন্ পিতৃপুরুষদিগকে তর্পণ করিয়া থাকেন? আমরাই বা কাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকি! এই সকল

বিষয় বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার যৎপরোনাস্তি কৌতূহল হইতেছে। আপনি অপরিমিতবুদ্ধিশালী, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সকল কথা বর্ণনপূর্ব্বক আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। মহাশয়! ইহলোকে পিতৃ্যুদ্দেশে প্রদত্ত শ্রাদ্ধতর্পণাদি কিপ্রকারে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারে? বুঝিতে পারিতেছি না। ভীষ্ম উত্তর করিলেন, হে অরিন্দম! আমরা যে পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকি ও তদ্ভিন্ন যে সকল পিতৃপুরুষ আছেন,তাঁহাদের সকলেরই বৃত্তান্ত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি,অবিকল বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বকালে লোকান্তরগত পিতার প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলাম। বৎস! পিতার লোকান্তর হইলে তাঁহার শ্রাদ্ধকালে আমি পিণ্ড প্রদানার্থ উদ্যোগ করি। তৎক্ষণাৎ কেয়ূরাদি হস্তাভরণভূষিত রক্তাঙ্গুলিতল পিতার হস্ত ভূমি ভেদ করিয়া উত্থিত হইল ও পিতা আমার নিকট হইতে পিণ্ড প্রার্থনা করিলেন। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। নিশ্চয় করিলাম, ইহা এ কল্পের বিধি নহে, এইরূপ কল্পবিধি কখন দেখি নাই। এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই আমি অবিচারিতচিত্তে বিস্তৃত কুশের উপরিভাগে পিণ্ড অর্পণ করিলাম। অনন্তর পিতা মৎপ্রদত্ত পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক অতিমধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও সুপণ্ডিত, তুমি সৎপুত্র, তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে উভয়ত্রই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছি। হে দৃঢ়ব্রত! আমি তোমার এবং ধর্ম্মপরায়ণ ও ধর্মের ব্যবস্থাজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিরই জিজ্ঞাসার এই উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি ধর্ম্মের রক্ষক হন, তিনি চতুর্থ ফল অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন, সেইরূপ যে ব্যক্তি মূঢ়তাবশত ধর্ম্মত্যাগী ও ধর্ম্মদ্বেষী হয়,তাহাকে অবশ্যই স্বকৃত পাপের ফলভোগ করিতে হয়। যে পার্থিব ধর্ম্মসম্মত আচার প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করেন, তাঁহার প্রজাবর্গ নিঃসন্দেহই তাঁহার আচার প্রমাণস্বরূপ অবলম্বন করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! তুমি বেদপ্রদর্শিত শাশ্বত ধর্ম্ম প্রমাণস্বরূপে অবলম্বন পূর্ব্বক আমার যৎপরোনাস্তি প্রীতি উৎপাদন করিয়াছ। বৎস। আমি তোমার প্রতি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে ত্রিলোকদুর্ল্লভ বর প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। বৎস। তুমি যত কাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে, মৃত্যু তোমার প্রতি ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি ইচ্ছামৃত্যু হইবে অর্থাৎ তুমি আজ্ঞা করিলেই তোমার মৃত্যু উপস্থিত হইবে। বৎস! ইহা অপেক্ষা তোমার কি অধিকতর প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে বল, প্রার্থনামাত্রআমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। পিতা এইরূপ আজ্ঞা করিলে আমি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলাম গুরো! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম। মহাত্মন্। যদি ইহা অপেক্ষাও অধিকতর, অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হই, আজ্ঞা করুন, আমি কোন বিষয়ে আপনার নিকট প্রশ্ন উপস্থিত করি, আপনি কৃপা করিয়া স্বয়ং সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। ধর্ম্মাত্মা পিতা আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ভীষ্ম! তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর, তুমি যে কোন বিষয়েই প্রশ্ন কর না কেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার সংশয়চ্ছেদন করিব। আমি পিতার আজ্ঞা

প্রাপ্ত হইবামাত্র কৌতূহলাবিষ্টহৃদয়ে তাঁহাকে পরলোকের বিষয় প্রশ্ন করিলাম যে, সুকৃতি মহাত্মারা দেহত্যাগানন্তর কোন্ লোকে প্রস্থান করেন ও কি প্রকারেই বা তথায় অবস্থান করেন। এই সকল বিষয়ে আমার বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রশ্ন করিবার সময় পিতা সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ভীষ্ম কহিলেন, পিতঃ! শুনিয়াছি, পিতৃপুরুষেরা দেবতাদিগেরও দেবতাস্বরূপ। অতএব এতদ্ভিন্ন আর অন্যবিধ কোন পিতৃলোক আছেন, যাঁহাদিগের প্রীতি সমুৎপাদনোদ্দেশে আমরা যাগ ও তর্পণাদি করিয়া থাকি? কি প্রকারে আমাদের কর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্রাদ্ধাদি লোকান্তরগত পিতৃপুরুষদিগকে প্রীত করিতে সমর্থ হয়? শ্রাদ্ধেরই বা কি ফল? কোন্ পিতৃলোকদিগকেই বা দেব, নর, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও সর্প প্রভৃতি যাবতীয় জীবেরা তর্পণাদি করিয়া থাকে? এই সকল বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপে বিদিত হইতে আমার মনে নিরতিশয় কৌতূহলের উদয় হইতেছে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব অনুগ্রহ করিয়া এই সকল বিষয় যথার্থতত্ত্বানুসারে আমাকে বুঝাইয়া দিন। শান্তনুপুত্রের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে উত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, হে ভারত! তুমি যে যে বিষয়ে আমার নিকট প্রশ্ন করিতেছ, তৎসমুদায়ের অতি সংক্ষেপেই উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। যে প্রকারে পিতৃপুরুষেরা উদ্ভূত হন, যে প্রকারে অধস্তন পুরুষদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্রাদ্ধাদি পরলোকে উপস্থিত হইয়া পিতৃপুরুষগণকে পরিতৃপ্ত করে, শ্রাদ্ধের কি কি ফল, এবং কি কারণেই বা পিতৃপুরুষদিগের প্রীত্যুদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এই সকল বিষয়ে তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। বৎস! আদিদেবের পুত্রগণ স্বর্গলোকে পিতৃপুরুষ ও দেবতাস্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ প্রভৃতি সকলেই ইহাদিগেরই প্রীতিসাধনোদ্দেশে যাগাদি বিধান করিয়া থাকেন, ইহারা শ্রাদ্ধতর্পণাদিদ্বারা আপ্যায়িত হইয়া প্রত্যুপকারস্বরূপে শ্রাদ্ধাদিপ্রদাতাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। হে মহাভাগ! তুমি আলস্যবিরহিত হইয়া সর্ব্বদাই অগ্রে শ্রাদ্ধাদি প্রদান পূর্ব্বক ইহাঁদিগেরই প্রীতি উৎপাদন কর। ইহাঁরা প্রীত হইয়া সর্ব্বকাম ফলপ্রদ হইবেন ও তোমার কল্যাণ বিধান করিবেন। তুমি নাম ও গোত্র অনুকীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি দ্বারা ইহাঁদিগেরই আরাধনা কর, ইহাঁরা প্রীত হইয়া, স্বর্গবাসী আমাদিগকেও আপ্যায়িত করিবেন। বৎস! আমি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম, অবশিষ্ট সমুদয় বৃত্তান্ত তুমি ভগবান্ মার্কণ্ডেয়ের প্রমুখাৎ শ্রবণ কর, ইনি পরম পিতৃভক্ত ও বিদিতাত্মা। অদ্য আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছেন। অতএব বৎস! অবশিষ্ট বিষয়ে তোমার যাহা কিছু প্রষ্টব্য আছে, এই মহাভাগেরই নিকট জিজ্ঞাসা কর। বৎস যুধিষ্ঠির! পিতা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তথা হইতে একবারে অন্তর্হিত হইলেন।

সপ্তদশ অধ্যায় ১৭।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! আমি তৎক্ষণাৎ পিতার বাক্যানুসারে, সমাহিতচিত্তে ভগবান্ মার্কণ্ডেয়ের নিকট পিতাকে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় বিশেষরূপে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম মহাতপঃশালী ধর্ম্মাত্মা মার্কণ্ডেয় এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভীষ্ম! আমি তোমার সকল

প্রশ্নের সমগ্র উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণার্থ মনোযোগ কর। বৎস! আমি পিতৃপুরুষদিগেরই প্রসাদে দীর্ঘজীবিত্বলাভ করিয়াছি। পিতৃভক্তিদ্বারাই ইহলোকে পরম যশঃ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি পূর্ব্বকালে বহুসহস্র-যুগ পর্য্যন্ত গিরিবর সুমেরুর শিখরদেশে আরোহণপূর্ব্বক অতিকঠোর, সুদুশ্চর তপস্যা করি। কোন সময়ে দেখিতে পাইলাম যে, গিরির উত্তরদিকে এক স্বর্গীয় বিমান তেজোরাশিদ্বারা সমুদয় পর্ব্বতকে প্রজ্বলিত করিয়া অবতীর্ণ হইতেছে। সেই বিমানের অভ্যন্তরে জ্বলিতাদিত্যসমপ্রভ এক পর্য্যঙ্ক আমার নয়নগোচর হইল। অনন্তর সেই পর্য্যঙ্কের উপরিভাগে শয়ান অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ প্রদীপ্ততেজোরাশি এক পুরুষকে অবলোকন করিলাম; দেখিয়া বোধ হইল, যেন অগ্নির উপরে অগ্নি নিহিত রহিয়াছে। দর্শনমাত্র আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া মস্তক অবনমন পূর্ব্বক প্রণাম করিলাম ও পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলাম। পূজাসমাপনান্তে দুর্দ্ধর্ষতেজাঃ সেই মহাপুরুষকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রভো! আপনি কে? আপনাকে কি প্রকারে জানিতে পারিব? আমার বোধ হইতেছে, আপনি তপোবীর্য্য-সমুৎপন্ন নারায়ণগুণাত্মক দেবতাদিগেরও আরাধ্য দেবতা। ধর্ম্মাত্মা সেই অজ্ঞাতপুরুষ আমার বাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মার্কণ্ডেয় তোমার তপস্যা যথাবিধি চরিত হয় নাই, সেই নিমিত্তই আমি কে বুঝিতে পারিতেছ না। বলিতে বলিতেই তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্যবিধ পরিমাণ গ্রহণ করিলেন। এতাদৃশ-রূপ-সম্পন্ন পুরুষ পূর্ব্বে কখনই আমার নয়নগোচর হয় নাই। বৎস! আমি পরে বুঝিলাম তিনি ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমার। সনৎকুমার কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আমি ভগবান্ ব্রহ্মার তপোবীর্য্যসমুৎপন্ন নারায়ণগুণাত্মক, পূর্ব্বজাত মানসপুত্র, আমার নাম সনৎকুমার। হে ভার্গব! বেদশাস্ত্রে সনৎকুমারের নাম শুনিয়া থাকিবে আমি সেই প্রসিদ্ধ সনৎকুমার। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। বল আমি তোমার কি অভিলাষ পূরণ করিব। ভগবান্ ব্রহ্মার আর যে সকল পুত্র আছেন সকলেই আমা অপেক্ষা যবীয়ান্ অর্থাৎ জ্যেষ্ঠতর। ক্রতু, বশিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, ও মরীচি নামক সম্প্রদায়ে আমার আর সপ্ত ভ্রাতা আছেন, ইহাঁরা সকলেই দুর্দ্ধর্ষপ্রভাব; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই ইহাঁদিগের পূজা ও সেবা করিয়া থাকেন, ইহাঁদিগের বংশ সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাঁরা এই প্রকারে বংশ প্রতিষ্ঠাপন পূর্ব্বক ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন। আর আমি যতিধর্ম্মা, অর্থাৎ নিরন্তর আত্মাতে আত্মসংযোগ পূর্ব্বক প্রজা, ধর্ম্ম, কাম প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান করিয়া থাকি, আমি যেরূপ উৎপন্ন হইয়াছিলাম অদ্যাবধি তদ্রূপই কুমার রহিয়াছি, এই কারণেই আমাকে সকলে সনৎকুমার অর্থাৎ নিত্যকুমার কহিয়া থাকে। আমার প্রতি ভক্তিপূর্ব্বক আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তুমি চিরকাল যাবৎ তপস্যা করিতেছ, এক্ষণে তোমার তপস্যা সফল হইল। আমি তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তোমাকে দর্শন প্রদান করিলাম, এক্ষণে তোমার কি অভীষ্ট সিদ্ধি করিব বল। সনাতন সনৎকুমার এই প্রকারে বলিলে পর, আমি তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলাম; কহিলাম ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি উত্তর প্রদান করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। এই বলিয়া ভগবান সনৎকুমার কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া এই সমুদায়বিষয়ক প্রশ্ন করি-

লাম। এই প্রকারে দেবেশ্বর ভগবান সনৎকুমার আমা কর্ত্তৃক পিতৃ পুরুষদিগের সর্গ ও শ্রাদ্ধের ফল প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে পরিপৃষ্ট হইয়া সুচারুরূপে আমার সন্দেহচ্ছেদ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা সনৎকুমার বহুবার্ষিক কথান্তে আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! আমি তোমার তপস্যায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমার প্রশ্নসকলের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। হে ভার্গব! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা, আমার আরাধনা করিবে বলিয়া, আমার প্রীত্যুদ্দেশে যাগাদি করণের নিমিত্ত দেবতাদিগকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু দেবতারা মূঢ়তাবশতঃ তৎপ্রদর্শিত পূজার পাত্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফলকামনায় তাঁহার আত্মার প্রীতিজননোদ্দেশেই যাগাদি করিতে লাগিলেন। ইহাতে আজ্ঞালঙ্ঘনহেতুক ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণের প্রতি যৎপরোনাস্তি কুপিত হইলেন ও দেবতাদিগকে শাপ প্রদান করিলেন। দেবগণ ব্রহ্মার শাপে মূঢ়বুদ্ধি ও বিনষ্টসংজ্ঞ হইয়া সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানশূন্য হইলেন, তাঁহাদের কিছুই বুঝিবার ক্ষমতা রহিল না। ক্রমে সমুদয় লোক মোহে অভিভূত হইল। অনন্তর দেবগণ পুনর্ব্বার ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ও লোক সমূহের প্রতি তদীয় অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, তোমরা ব্যভিচার আচরণ করিয়াছ, অতএব ইহা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তোমরা তোমাদের পুত্রদিগের নিকট গিয়া এই বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলেই পুনর্ব্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। দেবগণ এই প্রকারে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করণার্থ আর্ত্ত ও শ্রীহীনদিগের ন্যায় পুত্রদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তকার্য্যের অর্থ ও প্রয়োজনাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর প্রযতাত্মা পুত্রেরা দেবগণকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! প্রায়শ্চিত্ত ত্রিবিধ, বাক্যজন্য, মনোজন্য ও কর্ম্মজন্য। প্রায়শ্চিত্তাদিকুশল ব্যক্তিরা ইহা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, এবং নিশ্চয়ই অহরহঃ চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষও হইতেছে। হে পুত্রতুল্য দেবগণ, এক্ষণে তোমরা প্রায়শ্চিত্তার্থের তত্ত্বজ্ঞ হইয়া সংজ্ঞালাভ করিলে, অতএব যথায় ইচ্ছা হয় গমন কর। অনন্তর দেবগণ এই প্রকারে পুত্রদিগের বাক্য দ্বারা অতি শস্ত অর্থাৎ তিরস্কৃত হইয়া সংশয়চ্ছেদনোদ্দেশে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এক্ষণে ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছ, অতএব তোমাদের পুত্রেরা তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছেন সে সমুদয়ই যথার্থ, অন্যথা হইবার নহে; সত্য তোমরা তাহাদিগের শরীরকর্ত্তা, অতএব আরাধ্য দেবতা হইবে, কিন্তু তোমাদের আত্মজেরাও জ্ঞানপ্রদাতা বলিয়া তোমাদের পিতৃস্থানীয় হইবেন সংশয় নাই। তোমরা নিঃসন্দেহ পরস্পর পরস্পরের পিতৃকল্প অর্থাৎ পিতৃলোক হইলে। হে দেবগণ! তোমরা সকলে এই প্রকারে পরস্পর পরস্পরের দেবলোক ও পিতৃলোক উভয়ই হইলে। দেবগণ এই প্রকারে ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক, ছিন্নসন্দেহ হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লান্তঃকরণে পুত্রদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা জ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রতিবোধিত করিয়াছ বলিয়া, অদ্য প্রভৃতি আমাদিগের পিতৃতুল্য অর্থাৎ পিতৃলোক হইলে। অতএব, তোমাদিগের কি কামনা সফল করিব, তোমাদিগকে কি বর প্রদান করিব বল। তোমরা আমাদিগকে

পুত্রক বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, তোমরা যাহা বলিয়াছ যথার্থ হইবে, তোমাদের বাক্য কখনই অন্যথা হইবে না। অতএব অদ্যাবধি তোমরা পিতৃলোক হইবে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা সর্ব্বাগ্রে পিতৃপুরুষদিগের তৃপ্তি উৎপাদন না করিয়া কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবেন, তিনি রাক্ষস,দানব বা নাগ, যেই হউন নিঃসন্দেহই নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করিবেন। পিতৃলোকেরা তোমাদের কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা আপ্যায়িত হইবেন, ও সোমদেবকে আপ্যায়িত করিবেন এবং সর্ব্বত্র বৃদ্ধি প্রদান করিবেন। সোমদেব পিতৃপুরুষদিগের কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধাদি দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া স্থাবরজঙ্গম পদার্থজাত দ্বারা পরিবৃত সমুদ্র-বন-পর্ব্বতাদি ও সমুদয় লোককে আপ্যায়িত করিবেন। যে সকল ব্যক্তি পুষ্টিকাম হইয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবেন, পিতৃলোক প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে পুষ্টি ও প্রজাসম্পত্তি প্রদান করিবেন। যে সকল ব্যক্তি শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নাম ও গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক তিনটি পিণ্ড প্রদান করিবেন, পিতৃপুরুষেরা পিতামহাদিগের সহিত শ্রাদ্ধদান দ্বারা তর্পিত হইয়া শ্রাদ্ধদাতারা, যেখানে কেননা অবস্থান করুন, সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। হে দেবগণ! পরমেষ্ঠি ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে এই রূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, অতএব অদ্য তাঁহার বাক্য অব্যর্থ ও সত্য হউক। আমরা অদ্য প্রভৃতি সকলেই পরস্পর পরস্পরের পিতৃস্বরূপ ও পুত্রস্বরূপ উভয়ই হইলাম। সনৎকুমার কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! এই প্রকারে দেবতারা পরস্পর পরস্পরের পিতা ও দেবতা, ইঁহারা দেবলোক ও পিতৃলোক উভয়ই, ইঁহারাই পিতৃলোক জানিবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ১৮।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে অরিন্দম গাঙ্গেয়! আমি দেবাধিদেব ভাস্বান্ ভগবান্ সনৎকুমার কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কথিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই ভগবান অমরশ্রেষ্ঠকে সমুদায় সন্দেহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহার নিকট যাহা শ্রবণ করিলাম আদ্যন্ত সমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি কহিলাম, হে ভগবন্! কোন লোকে কিয়ৎ সংখ্যক দেবপ্রবর পিতৃগণ প্রতিষ্ঠিত আছেন ও সোমদেবের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছেন, বলিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। সনৎকুমার কহিলেন, হে যজমানশ্রেষ্ঠ! স্বর্গলোকে সপ্তসংখ্যক পিতৃগণ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে চারিজন মূর্ত্তিমান ও তিনজন অমূর্ত্তি অর্থাৎ মূর্ত্তিশূন্য। ইঁহাদের সকলের লোক, বিসর্গের প্রভাব ও মহত্ত্বের বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। অপর, এই সাতগণের মধ্যে যে তিনটি ধর্ম্ম মূর্ত্তিধারী পরমোৎকৃষ্ট গণ, তাঁহাদেরও নাম ও লোকের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। এই তিন গণের সনাতন নামক লোক। এই সনাতন লোকে তিন ভাস্বর ও মূর্ত্তিবিরহিত পিতৃগণ অধিবাস করেন। ইঁহারা সকলেই প্রজাপতি ব্রহ্মার অপত্য। বিরাজ নামক পিতৃপুরুষের লোক বৈরাজলোক নামে প্রথিত আছে। দেবতারা বিধিপ্রদর্শিত কার্য্য দ্বারা [illegible] লোককে পূজা করেন, ও ইঁহাদের প্রীত্যুদ্দেশে যাগাদি করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞাননিধি এই বৈরাজপুরুষেরা যোগভ্রষ্ট হইয়া সনাতন লোকাধিবাসী হইলেও সহস্র যুগের অবসানে জন্মগ্রহণ করেন। পরে পরমোৎকৃষ্ট সাংখ্যযোগ অভ্যাস করিয়া তাঁহাদিগের পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হয়, এবং স্মৃতিমাত্র তাঁহারা যোগগতি প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের

আর পুনর্জন্ম হইবার সম্ভাবনা থাকে না। হে বৎস! পূর্ব্বকথিত ইহাঁরা সমুদয়ই পিতৃলোক নামে বিখ্যাত। ইহাঁরা যোগিদিগের যোগবর্দ্ধন করিয়া থাকেন, এবং ইহাঁরা সকলের পূর্ব্বে যোগবল দ্বারা সোমদেবকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। অতএব মহাত্মা সোমপায়ী ব্যক্তিদিগের ইহা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা যোগীদিগের প্রীত্যুদ্দেশে নিরন্তর শ্রাদ্ধাদি প্রদান করেন। এই পিতৃপুরুষদিগের মানসী অর্থাৎ মানসোদ্ভবা একটী কন্যা। ইনি মহাগিরি হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ মহিষী, ইহাঁর নাম মেনকা। মেনকার এক পুত্র, মাতার নামানুসারে এই পুত্রের মৈনাক এই নাম হইয়াছে। মৈনাকের পুত্র শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চ, এই মহাগিরি পর্ব্বতপ্রবর ও নানাবিধ রত্নের আকর। মেনকার গর্ভে শৈলাধিরাজ হিমালয়ের তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম অপর্ণা, দ্বিতীয় একপর্ণা, ও তৃতীয় একপাটলা। এই তিন কন্যা দেব ও দানবদিগের অসাধ্য সুমহৎ তপস্যা সাধন পূর্ব্বক স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল লোকদিগকে সন্তাপিত করেন। একপর্ণা একটি মাত্র পর্ণ অর্থাৎ বৃক্ষপত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। একপাটলা একটীমাত্র পাটলাপুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আর জ্যেষ্ঠা অর্থাৎ অপর্ণা একবারে আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অপর্ণার এইরূপ কঠোর তপস্যাব্রতে দৃঢ় অভিনিবেশ দর্শন পূর্ব্বক মেনকাদেবী মাতৃস্নেহবশতঃ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কোন সময়ে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া তপস্যা করিতে নিষেধ করেন ও বলেন উ, মা, তুমি এইরূপ কঠোর ব্রত পরিত্যাগ কর। মেনকা উ-মা এই বলিয়া সম্বোধন করিয়া ছিলেন বলিয়া তদবধি অপর্ণা দেবীর উমা এই নাম হয়। কঠোরব্রতধারিণী সুন্দরী তদবধি উমা নামেই ত্রিভুবনে বিখ্যাতা হন। যোগবলান্বিতা পার্ব্বতী সেই নামে এই স্থানেও বিখ্যাতা। হে ভার্গব! জগতে এই তিন কুমারীর নাম অনন্তকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে। এই তিন কন্যা সকলেই তপঃশরীরবিশিষ্টা ও যোগবলশালিনী, সকলেই ব্রহ্মবাদিনী ও ঊর্দ্ধরেতাঃ। ইহাঁদিগের মধ্যে বরবর্ণিনী উমা সকলের প্রধান ও জ্যেষ্ঠা। ইনি মহাযোগবলশালিনী হইয়া যোগবলে মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করেন। একপর্ণা যোগাচার্য্য অসিত প্রখরধীশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি দেবলকে পত্নীস্বরূপে প্রদত্ত হন, আর একপাটলা জৈগীষব্যকে পত্নীস্বরূপে প্রদত্ত হন। অতএব ইঁহারা উভয়েই যোগাচার্য্য আখ্যা পাইয়াছিলেন। যোগাচার্য্য মহর্ষিদিগের সহিত বিবাহ হওয়াতে ইঁহারা সেই লোকে উপস্থিত হইয়াছিলেন যেখানে মরীচের সোমপদ নামক পুত্র গণ অধিবাস করেন, যেখানে পিতৃগণ বাস করেন ও যে স্থানে দেবতারাও তাঁহাদিগকে ভাবনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই অপরিমিততেজঃসম্পন্ন, ইহাদিগের সাধারণ নাম অগ্নিস্বাত্ত। ইঁহাদিগের এক মানসী কন্যা, ইঁহার নাম অচ্ছোদা। ইনি নদী। এই অচ্ছোদা নদী হইতে অচ্ছোদ নামক বিখ্যাত সরোবরের উৎপত্তি হয়। অচ্ছোদা ইতিপূর্ব্বে কখন আপন পিতৃপুরুষদিগকে দেখেন নাই। অনন্তর কোন সময়ে সেই শুচিস্মিতা মূর্ত্তিবিরহিত হইলেও সেই পিতৃপুরুষদিগকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। অচ্ছোদা তাঁহাদিগের মানসপ্রসূতা দুহিতা, কিন্তু এতৎকাল পর্য্যন্ত ইনি তাহা অবগত ছিলেন না। দর্শনকালেও আপন পিতৃপুরুষ বলিয়া তাঁহার অভিজ্ঞান হয় নাই। সুতরাং তিনি সেই দুঃখে নিতান্ত তাপিতহৃদয়া ছিলেন। না জানিয়া ইহাঁদিগের দর্শনকালে অমাবসু নামে এক জনকে পতিত্বে বর

প্রার্থনা করেন। ইনি আয়ুর পুত্র ও স্বয়ং প্রভূতযশঃসম্পত্তিশালী। তৎকালে অদ্রিকা নাম্নী অপ্সরার সহিত সঙ্গত হইয়া বিমানাধিরোহণে অন্তরীক্ষমার্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। কামরূপিণী অচ্ছোদা এই প্রকারে পিতৃপুরুষদিগের নিকট অন্যায় রূপে অভাবসুকে কামনা করেন বলিয়া এই মানসিক ব্যভিচারহেতুক যোগভ্রষ্টা হইয়া স্বস্থান হইতে পতিত হন।

অনন্তর স্বর্গ হইতে পতিত হইবার সময় অচ্ছোদা আকাশমার্গে ত্রসরেণুর (১) ন্যায় সূক্ষ্মপরিমাণবিশিষ্ট তিনখানি বিমান অবলোকন করিলেন ও উহাদিগের অভ্যন্তরে অতিসূক্ষ্ম পরিমাণ অপরিব্যক্ত অগ্নিতে আহিত অগ্নির ন্যায় প্রভূততেজঃসম্পন্ন সেই পিতৃপুরুষদিগকে নয়নগোচর করিলেন। তিনি অধঃশিরাঃ হইয়া স্বর্গ হইতে পতিত হইতেছিলেন। সুতরাং দর্শনমাত্র তদবস্থা থাকিয়াই অতি আর্ত্তস্বরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আমাকে পরিত্রাণ করুন। অচ্ছোদা কর্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া পিতৃপুরুষেরা কহিলেন, কন্যে! ভয় নাই। এই বাক্যে অচ্ছোদা গগনমার্গে স্থিরীভূত হইয়া রহিলেন। তৎকালে পতন নিবৃত্ত হইল। অনন্তর এইরূপে ব্যবস্থিত হইয়া অচ্ছোদা অতি দীন ও করুণবাক্যে তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিলেন। পিতৃপুরুষেরা ব্যভিচার হেতুক ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট কন্যা অচ্ছোদার বাক্যে এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন। হে শুচিস্মিতে! তুমি নিজকর্মদোষে ঐশ্বর্য ভ্রষ্টা হইয়া পতিত হইতেছ। পুত্রি! এই দেবলোকেও যে সকল দেবতারা শরীর দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই কর্ম্মবলে দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে অপসৃত হন। ও তথায় সেই সকল কর্ম্মের ফলভোগ করেন। অতএব পুত্রি! তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, তোমাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। তুমি দেবলোক হইতে ভূলোকে অপসৃত হইয়া সেই তপস্যার ফলভোগ করিবে। পিতৃপুরুষদিগের কর্তৃক এই প্রকারে কথিত হইয়া অচ্ছোদা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। অনন্তর পিতৃপুরুষেরা অনুকম্পাপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, ও স্বকার্য্যফল ভোগ অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য বলিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। বৎসে! মহাত্মা অভাবসু বসুরাজস্বরূপে মানুষলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন, তোমাকে উঁহার কন্যাস্বরূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এইরূপে মানুষজন্ম গ্রহণ করিয়া পরে দুর্লভ স্বকীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গলোক পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তুমি এইরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া পরাশরের ঔরসে এক পুত্র প্রসব করিবে, তোমার পুত্র ব্রহ্মর্ষি একমাত্র বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিবেন। মহাভিষ শান্তনুর কীর্ত্তিবর্দ্ধন দুই পুত্র হইবে। ধর্ম্মজ্ঞ বিচিত্রবীর্য্য ও বিভু চিত্রাঙ্গদ। এই সকল সন্তানগণের জনয়িত্রী হইয়া তুমি পুনর্ব্বার স্বকীয় স্থান প্রাপ্ত হইবে। তুমি অষ্টাবিংশসংখ্যক দ্বাপরে মৎস্যযোনিজা হইয়া উৎপন্ন হইবে ও রাজা বসুর ঔরসে ও অদ্রিকার গর্ভে তোমার জন্ম হইবে। এই কারণে অচ্ছোদা দাসেয়ী হইয়া রাজা বসুর ঔরসে, মৎস্যযোনিতে সমুৎপন্ন হন ও সত্যবতী নামে বিখ্যাত হন। সেই বৈভ্রাজনামক সুদর্শন পিতৃপুরুষেরা স্বর্গলোকে সর্ব্বদাই দীপ্তিসম্পন্ন হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। সেই লোকে

(১) সূর্য্যরশ্মি গবাক্ষমার্গে প্রবিষ্ট হইলে যে অতি সূক্ষ্ম ধূলিবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়, ন্যায়শাস্ত্রের মতে উহাকে ত্রসরেণু কহে। উহা পরমাণুর ষষ্ঠাংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্থিত পিতৃপুরুষেরা বর্হিষদ নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত আছেন। সেই পিতৃপুরুষদিগকে অপরিমিততেজঃশালী দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, নাগ, সর্প, সুপর্ণ প্রভৃতি সকলেই নিরন্তর ভাবনা করিয়া থাকেন। এই মহাত্মারা সকলেই পুলস্ত্য প্রজাপতির পুত্র। ইহাঁরা সকলেই মহাত্মা, মহাভাগ, প্রভূতভেজঃশালী ও তপোবলসমন্বিত। ইহাঁদিগের পীবরীনামে বিখ্যাত এক মানসী কন্যা, আর দ্বাপর যুগে যোগা, যোগপত্নী ও যোগমাতা নামে ধর্ম্মপরায়ণা তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই যুগেই পরাশরের বংশে শুক নামে মহাতপাঃ ও মহাযোগী এক দ্বিজশ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিবেন। ব্যাসের ঔরসে ও অরণীর গর্ভে এই মহাত্মার জন্ম হইবে. ইনি ধূমশূন্য বহ্নির ন্যায় প্রখরতেজঃসম্পন্ন হইবেন। সেই শুকদেব পীবরীনাম্নী সেই পিতৃপুরুষদিগের মানসপ্রসূতা দুহিতার গর্ভে এক কন্যা ও মহাবল যোগাচার্য্য চারি পুত্রের জন্মপ্রদান করিবেন। পুত্রচতুষ্টয়ের নাম যথাক্রমে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, ও শম্ভু; ও কন্যার নাম কৃত্বী হইবে। এই কৃত্বী অনুহের মহিষী ও ব্রহ্মদত্তের জননী হইবেন। পরম ধার্ম্মিক অপরিমিতবুদ্ধিশালী শুক মহাব্রত যোগাচার্য্য এই পুত্রচতুষ্টয়ের জন্মপ্রদান পূর্ব্বক, পিতা ব্যাসদেবের নিকট নিত্য ধর্ম্মের বিষয় সম্যক্ রূপে শ্রবণ করিয়া পরে মহাযোগবলে পুনর্ভববিরহিত অব্যয় ও অমৃতত্ব শাশ্বত ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন। হে মুনে! মূর্ত্তিবিরহিত ধর্ম্মমূর্ত্তিধারী অপর কতকগুলি পিতৃপুরুষ আছেন, তাঁহাদের হইতেই বৃষ্ণি ও অন্ধক এই মহাবংশদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া এই কথা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাঁরা বশিষ্ঠ প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহাঁদের নাম সুকাল। ইহাঁরা স্বর্গরাজ্যে জ্যোতির্ম্ময় লোকে বাস করিয়া থাকেন। ইহাঁরা আপনারাও জ্যোতির্ম্ময়। ইহাঁদিগের লোকে সকল কামনা স্বয়ংই ফলবতী হইয়া থাকে। দ্বিজগণ নিরন্তর ইহাঁদিগকে ভাবনা করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের মানসী কন্যা স্বর্গরাজে গো নামে বিখ্যাতা। তোমার বংশেই এই কন্যার বিবাহ হয়। ইনি শুকের প্রিয় মহিষী ছিলেন। ইনি একশৃঙ্গানামেও বিখ্যাত। ইহাঁ হইতে সাধ্যগণের যশঃসম্পত্তি সমধিক বৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে। হে তাত! ইহার পর অন্য পিতৃপুরুষদিগের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাঁরা মরিচীগর্ভ লোক আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। ইহাঁরা অঙ্গিরার পুত্র এবং পূর্ব্ব কালে সাধ্যগণ কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়েরা অভীষ্ট ফলকামনায় ইহাঁদিগকে ভাবনা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মানসোদ্ভূতা কন্যা যশোদা নামে বিখ্যাতা। ইনি বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্রবধূ, ইহাঁর স্বামীর নাম বিশ্বমহান্। যশোদা মহাত্মা রাজর্ষি দিলীপের জননী, পূর্ব্বকালে যে মহাত্মার যজ্ঞে মহর্ষিগণ প্রীত হইয়া গাথা গান করিয়াছিলেন। অপর, মহর্ষিরা তদানীং দেবযুগে মহাত্মা দিলীপের সুমহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞে অগ্নি ও মহাত্মা শাণ্ডিল্যের জন্মবিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক সমাহিতান্তঃকরণে সত্যব্রত মহাত্মা সেই দিলীপকে যজমানরূপে দর্শন করেন। এই মহর্ষিগণ সকলেই স্বর্গজেতা। কর্দ্দম প্রজাপতির লোকে সুস্বধা নামে পিতৃপুরুষেরা অধিষ্ঠিত আছেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ এই মহাত্মারা পুলহ হইতে উৎপন্ন; ইহাঁরা স্বর্গরাজ্যে কামগ দেবলোকে অধিবাস করেন, ইহাঁরা বিহঙ্গম অর্থাৎ আকাশমার্গে গমন করিয়া থাকেন। হে তাত! বৈশ্যেরা অভিমতফলকামনায় ইহাঁদিগকে ভাবনা করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের মানসী কন্যা বিরজা নামে বিখ্যাতা। হে ভক্তন্! এই কন্যা নহুষ রাজার মহিষী ও যযাতির জননী। এই তিন গণের বিব

পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করিলাম এক্ষণে চতুর্থ গণের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। চতুর্থগণস্থ পুরুষেরা কবির ঔরসে স্বধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সোমরস পান করিয়া থাকেন। ইঁহারা হিরণ্যগর্ভের বংশসম্ভূত, শূদ্রেরা ইঁহাদিগকে ভাবনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা স্বর্গরাজ্যের যে ভাগে অধিবাস করেন, সেই স্থান মানসলোক নামে বিখ্যাত। সরিৎশ্রেষ্ঠা নর্ম্মদা ইঁহাদিগের মানসী কন্যা, ইনি নদীরূপে দক্ষিণাপথ অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে প্রবহমানা হইয়া তত্রত্য ভাবৎ ভূতবৃন্দকে পবিত্র করিতেছেন। ইনি পুরুকুৎসের পত্নী ও ত্রসদস্যুর জননী। হে তাত! এই পিতৃপুরুষদিগের স্বীকারহেতুক মনু প্রজাপতি যুগে যুগে কর্ম্ম ধর্ম্ম নষ্ট হইলে শ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, অপর, পিতৃপুরুষগণের আদিসর্গকালে ইনিই শ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত করেন, অতএব ইঁহাকে স্বধর্মানুসারে শ্রাদ্ধদেব বলা যায়। উহাদিগের সংলেরই শ্রাদ্ধদানপাত্র রজতময় অথবা রজতযুক্ত। শ্রাদ্ধ প্রদত্ত হইয়া স্বধাকে অগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক পিতৃলোকদিগের প্রীতি উৎপাদিত করেন। যে ব্যক্তি সোমদেব, বহ্নি ও যম ইঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া উত্তরায়ণ সময়ে অগ্নিরূপ আধারে এবং অগ্নির অভাবে জলে ভক্তিসংকারে পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধদানদ্বারা প্রীতি উৎপাদন করেন, পিতৃপুরুষেরা প্রীত হইয়া তাঁহার নিরন্তর মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। পিতৃপুরুষেরা প্রীত হইলে পুষ্টি, বহুল প্রজাসন্তান, স্বর্গ, আরোগ্য ও অন্যান্য সমস্ত অভিলাষই প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব দেবকার্য্য অপেক্ষা পিতৃকার্য্য শ্রেষ্ঠতর হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। দেবতাদিগের পূর্ব্বে পিতৃপুরুষদিগকে আপ্যায়িত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইঁহারা অল্পে প্রসন্ন হন; ইঁহাদিগের ক্রোধ নাই, অতএব ইঁহাদিগকে আপ্যায়িত করা শ্রেষ্ঠ কার্য্য। হে ভার্গব! পিতৃপুরুষেরা স্থিরপ্রসাদ, অতএব তুমি সর্ব্বদাই ইঁহাদিগকে নমস্কার করিবে। ব্রহ্মর্ষে! তুমি পিতৃভক্ত, বিশেষতঃ মদ্ভক্ত। অদ্য আমি তোমার মঙ্গলবিধান করিব, তুমি স্বয়ং তাহা প্রত্যক্ষ কর। হে অনঘ! আমি তোমাকে সবিজ্ঞান দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিতেছি, তুমি অপ্রমত্তহৃদয়ে এই গতি শ্রবণ কর। হে মার্কণ্ডেয়! ভবাদৃশ সিদ্ধপুরুষেরাও মাংসচক্ষুদ্বারা স্বকীয় যোগগতি ও পিতৃপুরুষদিগের উৎকৃষ্ট গতি অবলোকন করিতে সমর্থ হন না। সেই দেবেশ্বর আমাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপদেশ প্রদান করিলে আমি তাঁহার নিকট অগ্রসর হইলাম ও তিনি আমাকে দেবদুর্ল্লভ সবিজ্ঞান দিব্যচক্ষুঃ প্রদান করিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ হুতায় অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি সেই দেবেশ্বর সনৎকুমারের প্রসাদে তাঁহার নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা আদ্যোপান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, আরও যাহা শুনিয়াছি বর্ণন করিতেছি, তুমি মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর। এই সমুদায় বৃত্তান্ত ইহলোক মনুষ্যদিগের পক্ষে নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে তাত! পূর্ব্বযুগে ভরদ্বাজবংশীয় [illegible] ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা যোগধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াও দুশ্চরিত্রবশতঃ যোগভ্রষ্ট হন। এই প্রকারে যোগধর্ম্মাপরাচারহেতুক অপভ্রংশ প্রাপ্ত হইয়া, সকলেই হতজ্ঞান হইলেন ও মোহতাবশতঃ করণে ভ্রমবশতঃ জল মধ্যে যোগ ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া মানস সরোবরের পারে অনু সাধন দ্বারা সেই অভিপ্রায় সাধনের

উদ্দেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নিষ্ফলপ্রয়াস হইয়া সকলেই কালসহকারে কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণেরা বহু কাল যাবৎ দেবলোকে বাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া এক্ষণে কুরুক্ষেত্রে কৌশিকবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। ইহারা নিয়ত হিংসাপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মলোপ করিবেন। ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া ইহারা পুনর্ব্বার কুৎসিত জাতিতে জন্মগ্রহণ করিবেন ও তদ্রূপ জুগুপ্সিত জাতিতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বজন্মকৃত পিতৃপ্রসাদবশতঃ তাঁহাদের সমুদায় পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হইবে। তৎপরে তাঁহারা পুনর্ব্বার সমাহিত চিত্তে ধর্ম্মচারী হইবেন, স্বকীয় কর্ম্মদ্বারা পুনর্ব্বার ব্রহ্মতা লাভ করিবেন, পূর্ব্বজাতিকৃত যোগ প্রাপ্ত হইবেন ও পুনর্ব্বার সিদ্ধি লাভ করিয়া শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবেন। এই সকল শ্রবণ করিয়া তোমার নিরন্তর ধর্ম্মে মতি থাকিবে; তুমি যোগধর্ম্মে নিত্য নিরত হইয়া উত্তম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। দেখ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের পক্ষে যোগ নিরতই দুর্লভ। ইহারা সৌভাগ্যবলে যোগলাভ করিলেও ব্যসনাসক্ত হইয়া প্রায় উহা নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহারা নিরন্তর আত্মপরায়ণ হয় ও পরমারাধ্য গুরুজনদিগকেও পীড়ন করিয়া থাকে। ইহলোকে যোগ লাভ করা নিতান্ত কঠিন, যে সকল মহাত্মারা কখনও অখাদ্য পদার্থ যাচ্ঞা করেন না, যাঁহারা সর্ব্বদাই প্রাণপণে শরণাগতদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, যাঁহারা ধনগর্ব্বে মত্ত হইয়া দীন দরিদ্রদিগকে অবজ্ঞা করেন না, যাঁহারা সততই যুক্তিসঙ্গত আহার ও বিহার করিয়া থাকেন, ও স্বকার্য্য সাধনবিষয়ে যুক্তিযুক্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন, যাঁহারা নিয়তই ধ্যান ও অধ্যয়নে তৎপর, যাঁহারা নিদ্রা উপভোগে রত নহেন, যাঁহারা মাংস ও মধু একত্র করিয়া ভক্ষণ করেন না, যাঁহারা নিয়ত কামাসক্ত নহেন, যাঁহারা কদাপি ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ ও উৎপাদন করেন না, যাঁহারা অন্যায়ভাবে কখনই আহার করেন না, যাঁহারা আলস্যোপহত নহেন, যাঁহারা নিরতিশয় অভিমানপ্রিয় নহেন, যাঁহারা গোষ্ঠীসম্বন্ধ আমোদ সম্ভোগে কখনই নিরত হন না, এবম্ভূত মহাত্মারাই যোগবল লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র। যাঁহারা সতত প্রশান্তচিত্ত ও অভিমান ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী নহেন, যাঁহারা সর্ব্বদাই কল্যাণভাজন, এবম্ভূত মহাত্মারাই সংযত হইয়া থাকেন। হে তাত! পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা এবংবিধ গুণসম্পন্ন ছিলেন। যাঁহারা আপনাদিগের দোষ ও প্রমাদ নিয়ত স্মরণ করেন, যাঁহারা দান ও বেদাধ্যয়নে নিরন্তর তৎপর, যাঁহারা শান্তিপথে নিরত বর্ত্তমান, তাঁহারাই পরম শান্তিলাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ! এই কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া তুমিও যোগধর্ম্মে তৎপর হও, যোগধর্ম্মে নিরত তৎপর হইলে উত্তম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে, যোগধর্ম্ম অপেক্ষা বিশিষ্টতর অন্যবিধ কোন ধর্ম্মই নাই, যোগধর্ম্মই সকল প্রকার ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম, অতএব হে ভার্গব! তুমি এই ধর্ম্মের সদাচরণে নিরত হও তুমি কালের পরিমাণানুসারে যথাকালে আহার করিতে অভ্যাস করিবে, জিতেন্দ্রিয়, তৎপর, প্রয়ত ও শ্রদ্ধানুশীল হইবে, ইহা হইলেই তুমি যোগধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে। ভগবান্ সনৎকুমার এই সকল উপদেশ বাক্য বলিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। আমি সেই দেবেশ্বরের উপাসনায় অষ্টাদশ বৎসর অতিবাহন করিলাম, কিন্তু তাঁহার প্রসাদে এই দীর্ঘকাল আমার পক্ষে এক দিবসের ন্যায় প্রতীয়মান

হইল, এই কালের মধ্যে আমার কোন রূপ গ্লানি উপস্থিত হয় নাই, আমি ক্ষুধা, পিপাসা কিছুই অনুভব করি নাই এবং কালেরও কিছুই নির্ণয় করিতে পারি নাই, পশ্চাৎ কোন শিষ্যের সকাশে কালের বিষয় বিদিত হইয়াছিলাম।

—*—

বিংশ অধ্যায়। ২০।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর দেবেশ্বর সনৎকুমার তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে, সেই বিভুর অব্যর্থবাক্যানুসারে সেই স্থানেই আমার সবিজ্ঞান দিব্য চক্ষুঃ প্রাদুর্ভূত হইল। আমি কৌশিকাত্মজ সেই ব্রাহ্মণদিগকে নয়নগোচর করিলাম, যাঁহারাই কুরুক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই সনৎকুমারের নিকট শ্রবণ করি। হে আপগাপুত্র। সেই কৌশিকাত্মজ দ্বিজদিগের মধ্যে সপ্তম ব্রহ্মদত্ত রাজা হইয়াছিলেন। ইনি নাম, শীল, ও কর্ম্ম, তিন বিষয়েই পিতৃবর্ত্তী অর্থাৎ পিতৃপথানুযায়ী বলিয়া বিখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। শুকের কন্যা কৃত্বী এই রাজার জননী। কৃত্বীর গর্ভে ও পার্থিব শ্রেষ্ঠ অণুহের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। কাম্পিল্যনামক শ্রেষ্ঠ নগর ইহাঁর জন্মভূমি। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির। মহাভাগ মহাতপাঃ মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহার বংশের বিষয় যেরূপ বর্ণনা করেন, আমি তৎসমুদয় অবিকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, অণুহ কাহার পুত্র, কোন্ সময়ে উহাঁর জন্ম হয়, কোন সময়েই বা উহাঁর পুত্র ধার্ম্মিকবর যশস্বী মহারাজ ব্রহ্মদত্ত রাজা হইয়াছিলেন, ব্রহ্মদত্তের কিরূপ বলবীর্য্য ছিল, কি প্রকারেই বা ব্রহ্মদত্ত তাঁহাদিগের মধ্যে সপ্তমপুরুষ হইয়াছিলেন, এই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা। লোকপূজিত যোগাত্মা ভগবান্ শুক কখনই অল্পবীর্য্য ব্যক্তিকে নিজদুহিতা কীর্ত্তিমতী কৃত্বীকে প্রদান করেন নাই, অতএব এই সকল বিষয় ও ব্রহ্মদত্তের চরিত সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। হে মহারাজ! আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। মার্কণ্ডেয় দিব্য চক্ষুঃ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বর্ত্তমান কৌশিকাত্মজ দ্বিজদিগকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের বিষয় যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহাও মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণনা করুন। ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, মহারাজ ব্রহ্মদত্ত আমার পিতামহ রাজর্ষি প্রতীপের সহিত সমকালে রাজা হইয়াছিলেন। মহাভাগ ব্রহ্মদত্ত যোগী রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার জীবের শব্দ বুঝিতে পারিতেন ও নিরন্তর জীবগণের হিতচেষ্টায় তৎপর ছিলেন। যোগাচার্য্য মহাযশাঃ মহর্ষি গালব মহারাজ ব্রহ্মদত্তের প্রিয় সুহৃৎ ছিলেন। ইনি তপোবলে শিক্ষা উৎপাদন পূর্ব্বক শিক্ষাক্রম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। যোগাত্মা কণ্ডরীক মহারাজের সচিব অর্থাৎ অমাত্য ছিলেন। সকল জন্মেই তাঁহারা সকলে মহারাজের সখা ছিলেন। আমি মহাভাগ মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, মহারাজের সাতজন্মে সাত জাতিতে অপরিমিততেজাঃ ইহাঁরা সাতজনেই মহারাজের অমাত্যস্বরূপ হইয়াছিলেন। হে রাজন্! আমি পুরুবংশোদ্ভব সেই মহাত্মার পুরাতন বংশ সবিস্তরে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। বৃহৎক্ষত্রের সুহোত্রনামে এক পরমধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন। সুহোত্রেরও হস্তীনামে এক পুত্র ছিলেন, তিনিই হস্তিনাপুর নামে এই প্রসিদ্ধ পুরাণ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হস্তীর পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র ছিলেন, অজমীঢ়, দ্বিমীঢ়, ও পুরুমীঢ়,

অজমীঢ়ের ঔরসে ধূমিনীর গর্ভে বৃহদিষু নামে এক পুত্র হন। বৃহদিষুর বৃহদ্ধনু মহাযশাঃ এক পুত্র হন। ইনি বৃহদ্ধর্ম্মানামে বিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র সত্যজিৎ। সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিতের পুত্র সেনজিৎ, ইনি মহাবলপরাক্রম মহীপতি ছিলেন। সেনজিতের চারি পুত্র ছিলেন; রুচির, শ্বেতকেতু, মহিম্নার ও বৎস, ইহাঁরা চারিজনেই লোকপ্রিয় ছিলেন। বৎস অবন্তিনগরের রাজা ছিলেন, ইহাঁর উত্তরাধিকারিরা পরিবৎস নামে প্রসিদ্ধ। রুচিরের যশস্বী পৃথুষেণ নামে এক পুত্র ছিলেন। পৃথুষেণের পুত্র পার। পারের পুত্র নীপ। নীপের শতসংখ্যক পুত্র ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই অপরিমিততেজঃশালী, মহারথ, শূর ও প্রবলবাহুশালী ছিলেন; সকলেই রাজা হইয়াছিলেন। ইহাঁদের নীপ এই সাধারণ নাম ছিল। একজন ইহাঁদিগের বংশকর ছিলেন। ইনি নীপবংশের কীর্ত্তিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ইহাঁর নাম সমর, ইনি অভীষ্টসমর ও অসমসাহসী ছিলেন; কাম্পিল্য-নগর ইহাঁর রাজধানী ছিল। মহারাজ সমরের তিন পুত্র ছিলেন, পর, পার, ও সদশ্ব; ইহাঁরা সকলেই পরমধার্ম্মিক ছিলেন। পরের পুত্র পৃথু। পৃথুর সুকৃত নামে এক পুত্র ছিলেন। ইহলোকে অশেষবিধ সুকৃত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সুকৃত নামে প্রসিদ্ধি হয়। সুকৃতের বিভ্রাজনামে এক সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র ছিলেন। বিভ্রাজের পুত্র মহারাজ অণুহ। মহারাজ অণুহই শুকের জামাতা ছিলেন। ইনিই শুকের কন্যার কৃত্বীর পাণিগ্রহণ করেন। অণুহের পুত্র রাজর্ষি ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্তের বিষক্সেন নামে যোগাত্মা পরন্তপ এক পুত্র ছিলেন। বিভ্রাজ স্বকৃতকর্ম্মফলে পুনর্ব্বার ইহলোকে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই ব্রহ্মদত্তের অপর পুত্র ছিলেন। তাঁহার নাম সর্ব্বসেন। ব্রহ্মদত্তের বাটীতে পূজনীয়া নামে এক পক্ষিণী বাস করিত, এই পক্ষিণীই সর্ব্বসেনের চক্ষুর্দ্বয় নির্ভিন্ন করিয়া উঁহাকে অন্ধীভূত করে। ব্রহ্মদত্তের অপর এক তৃতীয় পুত্র হইয়াছিলেন। এই মহাবলপরাক্রম পুত্র বিষক্সেন নামে বিখ্যাত ছিলেন। বিষক্সেনের পুত্র মহীপতি দণ্ডসেন; দণ্ডসেনের পুত্র ভল্লাট। এই মহাত্মা শূর ও কুলবর্দ্ধন ছিলেন। ইনি পূর্ব্বকালে রাধেয় কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। হে বৎস যুধিষ্ঠির! ভল্লাটের পুত্র অতিশয় দুষ্টাশয় ও দুর্ব্বুদ্ধি ছিলেন। তিনি রাজা হইয়াই দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সমুদায় নীপবংশের অন্তকস্বরূপ হন। ইহাঁর সহিত বিবাদ করিয়া উগ্রায়ুধ সমুদায় নীপবংশের উচ্ছেদ সাধন করে। উগ্রায়ুধ মদোৎসিক্ত, দর্পান্বিত ও নিয়ত অবিনয়রত দুরাত্মা ছিল। হে বৎস! আমি যুদ্ধে ঐ দুরাত্মার প্রাণ বধ করি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, উগ্রায়ুধ কাহার পুত্র, কোন্ বংশে উহার জন্ম হয়, কি কারণেই বা আপনি উহার প্রাণসংহার করেন, এই সকল বিষয় অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর। অজমীঢ়ের পুত্র বিদ্বান্ মহারাজ যবীনর। যবীনরের পুত্র ধৃতিমান্; ধৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি; সত্যধৃতির পুত্র মহাবলপ্রতাপ দৃঢ়নেমি; দৃঢ়নেমির পুত্র মহারাজ সুধর্ম্মা; সুধর্ম্মার পুত্র মহারাজ সার্ব্বভৌম, ইনি সমস্ত পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর সম্রাট্ ছিলেন বলিয়া সার্ব্বভৌমনামে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই রাজার মহদ্বংশে মহান্ নামে পৌরববংশনন্দন এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহানের পুত্র রাজা রুক্মরথ। রুক্মরথের পুত্র মহারাজ সুপার্শ্ব! সুপার্শ্বের তনয় ধর্ম্মপরায়ণ সুমতি, সুমতির ধর্ম্মাত্মা ও বীর্য্যশালী সন্নতিনামে এক পুত্র ছিলেন। সন্নতির পুত্র মহাবলপরাক্রম কৃত, কৃত

কৌশাল্য মহাত্মা হিরণ্যনাভের শিষ্য ছিলেন, তিনি চতুর্ব্বিংশতিবার সপ্রাচ্য সামবেদের সংহিতা সকল স্মরণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার বংশীয়েরা প্রাচ্যসামা ও কার্ত্ত নামে বিখ্যাত হন। ইঁহারা সকলে সামবেদাধ্যায়ী ছিলেন। কীর্ত্তি উগ্রায়ুধ প্রবলপরাক্রম পৌরব ছিলেন। ইনি নিজবিক্রমে পূর্ব্বতন পিতামহ পঞ্চালদেশাধিপতি মহাতেজাঃ নীপের প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন। উগ্রায়ুধের পুত্র মহাযশাঃ ক্ষেম্য ক্ষেমের পুত্র মহারাজ সুবীর। সুবীরের পুত্র নৃপঞ্জয় নৃপঞ্জয়ের পুত্র বহুরথ, এই সমস্ত নৃপতিরা পুরুবংশোৎপন্ন ছিলেন। হে তাত! উগ্রায়ুধের নামোল্লেখ করিয়াছি। সেই উগ্রায়ুধ নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধ ছিল। উগ্রায়ুধ প্রভূত বলহেতুক প্রবৃদ্ধচক্র হইয়া নীপবংশীয়দিগের উচ্ছেদসাধন করে। সে দর্পান্ধ হইয়া যুদ্ধে নীপবংশীয় ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে সংহার করিয়া অবশেষে পিতার পরলোক হইলে আমাকে ঐ সমুদায় পাপ বৃত্তান্ত দূতদ্বারা শ্রবণ করাইল। আমি অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া ধরণীতলে শয়ান রহিয়াছি, এমত সময়ে উগ্রায়ুধের প্রেরিত দূত উপস্থিত হইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া তাহার প্রভুর দুষ্ট আদেশবাক্য আমার নিকট বলিতে লাগিল। সে কহিল, হে ভীষ্ম! তোমার জননী যশস্বিনী গন্ধকালী স্ত্রীরত্ন, অতএব তুমি অদ্যই তাঁহাকে ভার্য্যাস্বরূপে আমায় প্রদান কর। এই আদেশ পালন করিলে তোমার রাজ্য স্থির হইবে ও আমি তোমাকে প্রভূত ধনসম্পত্তি প্রদান করিব, তোমার ইচ্ছানুসারে ধনদান করিব, আমি এই ভূমণ্ডলের যাবতীয় রত্নের একমাত্র অধীশ্বর ও ভোক্তা। হে তাত! শত্রুরা আমার প্রজ্বলিত সুদুর্জ্জয় চক্রের কথা শ্রবণ করিয়া ভীত হয় ও যমরাজকেও দূর হইতে দর্শন করিয়াই পলায়ন করে। অতএব যদি তুমি রাজ্য, প্রাণ ও নিজ বংশের মঙ্গলকামনা কর, আমার আজ্ঞা প্রতিপালনপূর্ব্বক আমার শাসনাধীন হও অন্যথা তোমার শান্তি নাই। আমি আস্তরণশূন্য ধরণীতলে প্রস্তরশয়নে শয়ান ছিলাম, আর সেই দুষ্ট উগ্রায়ুধের বাক্য দূতমুখবাক্য বলিয়া অন্তরস্থ ছিল, তথাপি সেই সকল বাক্য প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ করিতে লাগিল। আমি সেই দুর্ব্বুদ্ধি পাপাত্মার দুরভিসন্ধি বিদিত হইবামাত্র, তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্রই সমুদয় সেনাধ্যক্ষদিগকে সংগ্রাম সজ্জা করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলাম; তৎকালে বিচিত্রবীর্য্য বালক ও মদেকশরণ ছিল। অতএব আমি ক্রোধান্বিত হইয়া যুদ্ধ করাই স্থির করিলাম। আমাকে যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় দেখিয়া মন্ত্রপণ্ডিত অমাত্য, দেবতুল্য পুরোহিত, হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ, স্নিগ্ধ ও শাস্ত্রবিৎ প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার পরামর্শ দিলেন, এবং তদ্বিষয়ে উপযুক্ত কারণও প্রদর্শন করিলেন। মন্ত্রীরা কহিলেন, প্রভো! পাপাত্মা উগ্রায়ুধ প্রবৃদ্ধচক্র হইয়াছে, আর আপনার অশৌচ কাল উপস্থিত, অতএব এক্ষণে যুদ্ধ করা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত কার্য্য নহে। আমাদের ইচ্ছা যে, যাবৎ আপনার অশৌচান্ত না হয়, তত দিন আমরা সাম, দান ও ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় প্রয়োগ করিব, পরে অশৌচান্তে আপনি শুদ্ধ হইয়া দেবতাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে অর্চনা করিয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক জয়ার্থ যুদ্ধে যাত্রা করিবেন। এ সময়ে যুদ্ধযাত্রা কোন মতেই বিধেয় নহে। আর বৃদ্ধদিগের এরূপ শাসন আছে যে অশুচি ব্যক্তি যাবৎ অশৌচ থাকে তাবদিন অস্ত্রপ্রয়োগ বা যুদ্ধযাত্রা কখনই করিবে না। প্রথমে সাম ও দান এই দ্বিবিধ

উপায় প্রয়োগ করুন, পরে ভেদ প্রয়োগ করা যাইবে, তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হইলে অবশেষে বিক্রম প্রয়োগ দ্বারা সেই পাপাত্মার প্রাণ বিনাশ করিবেন। ভগবান্ ইন্দ্র এই প্রকারে শম্বরাসুরের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। মহারাজ! বিপৎকালে প্রাজ্ঞদিগের বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের বাক্য অবশ্য শ্রোতব্য, অতএব আপনি এ সময়ে যুদ্ধাভিসন্ধি পরিত্যাগ করুন।

বৎস যুধিষ্ঠির! আমি এই প্রকারে সেই সকল হিতাভিলাষী বন্ধুদিগের পরামর্শ শ্রবণ করিয়া তৎকালে যুদ্ধাভিসন্ধি হইতে নিবৃত্ত হইলাম। অনন্তর সেই শাস্ত্রকোবিদ মন্ত্রিবর্গ সকলেই শাস্ত্রোক্ত ক্রমানুসারে সামদানাদি উপায় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং তৎসমকালেই উত্তম দৈবকর্ম্ম আরম্ভ করা হইল। কিন্তু ঐ সকল প্রাজ্ঞচিন্তিত সামাদি উপায় প্রয়োগ দ্বারা অনুনীত হইয়াও দুরাত্মা উগ্রায়ুধ কিছুতেই আপন দুরভিসন্ধি হইতে নিবৃত্ত হইল না। পরে কালক্রমে অধর্ম্মনিরত দুরাত্মার প্রবৃদ্ধ চক্র-পরদারাভিলাষ দোষে স্বয়ংই নিবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমি এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারি নাই। পাপাত্মার সেই উত্তম চক্র স্বকর্ম্ম দোষে স্বয়ংই নিবৃত্ত হয়। সাধু ব্যক্তিরা পূর্ব্বে ঐ চক্রের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছেন। অনন্তর আমার অশৌচান্ত হইলে আমি শৌচকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিলাম। পরে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শত্রুর সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। উভয়ে পরস্পর সন্নিহিত হইলে, শরীর ও অস্ত্রের বলে তিনদিবস উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ হইতে লাগিল। দেবাসুরযুদ্ধের ন্যায় ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অনন্তর আমি অস্ত্রপ্রতাপ দ্বারা রণক্ষেত্রে পাপাত্মাকে বিদ্ধ করিলাম, পাপাত্মা যুদ্ধে অভিমুখ থাকিয়া বীর্য্যপ্রকাশপূর্ব্বক অবশেষে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল। এই অবসরে পৃষত কাম্পিল্যনগর হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন নীপেশ্বর ও উগ্রায়ুধ উভয়েই লোকান্তর হইয়াছে। অনন্তর মহাপ্রতাপ পৃষত স্বীয় পৈতৃকরাজ্য অহিচ্ছত্র আমার অনুমত্যনুসারে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি দ্রুপদের পিতা, ইঁহার পর ইঁহার পুত্র দ্রুপদ রাজা হন। ইনি দ্রোণকে নিরাকৃত করেন। পরে অর্জ্জুন রণক্ষেত্রে প্রভূত বলের সহিত দ্রুপদকে পরাজিত করিয়া অহিচ্ছত্র ও কাম্পিল্য উভয়ই দ্রোণকে দান করেন। বিজয়ী দ্রোণ উভয় রাজ্যই প্রতিগ্রহ করিয়া পরে কাম্পিল্য রাজ্য দ্রুপদকেই প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, ইহা তুমি বিদিত আছ। বৎস! একণে তুমি দ্রুপদ, ব্রহ্মদত্ত, নীপ ও উগ্রায়ুধ সকলেরই বংশের বিবরণ সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিলে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে গঙ্গানন্দন! আপনি সমস্ত বৃত্তান্তই যথাযথরূপে বর্ণন করিলেন, একণে এক বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ সংশয় আছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সংশয়চ্ছেদ করুন। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন পূজনীয়া নামে যে পক্ষিণী ব্রহ্মদত্তের আবাসে বাস করিত, সে ব্রহ্মদত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করে। মহাশয়! কি কারণে পূজনীয়া বহুকাল ব্রহ্মদত্তের গৃহে বাস করিয়া সেই মহাত্মা রাজার পুত্রকে অন্ধ করিয়া দিয়া তাহার একপ ভয়াবহ অনিষ্ট কার্য্য করিল আর, ঐ পূজনীয়া শকুন্তিকাই বা কে? কি কারণেই বা তাহার সহিত ব্রহ্মদত্তের সখ্য হইয়াছিল? এই বিষয়ে আমার সংশয় হইয়াছে; অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার নিরাকরণ করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মদত্তের ভবনে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল তৎসমুদায় আমি যথাযথরূপে

বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। মহারাজ! কোন পক্ষিণীর সহিত ব্রহ্মদত্তের সৌহৃদ্য ছিল। এই পক্ষিণীর পক্ষ নীল, মস্তক লোহিত, পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণ ও উদর শ্বেতবর্ণ ছিল। বহুকাল হইতে ইহার ব্রহ্মদত্তের সহিত প্রগাঢ় সখ্য উদ্ভূত হইয়াছিল। ব্রহ্মদত্তের গৃহেই ঐ পক্ষিণীর কুলায় ছিল। পক্ষিণী দিবাভাগে ব্রহ্মদত্তের সুরম্য হর্ম্ম্য হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্রতীর, পল্বল, সরোবর, নদী, পর্ব্বত-কুঞ্জ, বন, উপবন প্রভৃতি নানা স্থানে বিচরণ করিত। এই রূপে দিবসে প্রফুল্ল-কহ্লার-সুগন্ধি কুমুদোৎপল পরাগসুরভীকৃত-বায়ু, হংস, সারস, কারণ্ডব প্রভৃতি বিহঙ্গকুলের কলনিনাদমনোহর তড়াগাদি জলাশয়ে বিচরণ করিয়া রাত্রিকালে পুনর্ব্বার কাম্পিল্য নগরে ব্রহ্মদত্তের ভবনে স্বকীয় নীড়ে প্রত্যাগমন করিত। রাত্রিকালে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূজনীয়া নৃপতি ব্রহ্মদত্তের সহিত অশেষবিধ বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইত। দিবসে বিচরণ করিবার সময় বিবিধ প্রদেশে যেসমস্ত অদ্ভুত পদার্থ ও আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিত, রাত্রিকালে মহারাজের নিকট তৎ সমুদয় অবিকল বর্ণনা করিত। অনন্তর কালক্রমে মহারাজ ব্রহ্মদত্তের সর্ব্বসেন নামে এক কুমার জন্ম গ্রহণ করিলেন। আর পূজনীয়াও আপনি নীড়ে একটী অণ্ড প্রসব করিল। কালক্রমে সেই নীড়েই পূজনীয়ার অণ্ড প্রস্ফুটিত হইল। মহারাজ! ঐ অণ্ড প্রস্ফুটিত হইয়া প্রথমে বাহুপক্ষাসাসংযুক্ত পিঙ্গলবক্ত্র ও চক্ষুর্হীন একটীমাংসপিণ্ডমাত্র লক্ষিত হইতে লাগিল। পরে কাল সহকারে উহার চক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হইল এবং পক্ষদ্বয়ও ঈষৎ উত্থিত হইল।

পূজনীয়া দিন দিন রাজপুত্র ও নিজপুত্রের প্রতি সমান স্নেহ বশতঃ উভয়ের মঙ্গলে প্রীতিমতী হইতে লাগিল। প্রতিদিন সায়ংকালে নীড়ে প্রত্যাগমন করিবার সময় সর্ব্বসেন ও স্বীয় বৎসের নিমিত্ত অমৃতসদৃশাস্বাদ অমৃতফলদ্বয় আহরণ পূর্ব্বক চঞ্চুপুট দ্বারা আনয়ন করিত। ব্রহ্মদত্তের পুত্র ও পূজনীয়ার সন্তান এই শিশুদ্বয় উভয়েই সেই ফলদ্বয় প্রত্যেকে এক একটী ভক্ষণ করিয়া পরম পুলকিত হইত এবং প্রতিদিন অতিশয় আমোদসহকারে সেই ফলদ্বয় উভয়েই ভক্ষণ করিত। পূজনীয়া বিচরণার্থ নীড় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রস্থান করিলে, প্রতিদিনই সর্ব্বসেনের ধাত্রী ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত সর্ব্বসেনকে সেই চটকশিশু প্রদান করিত। সর্ব্বসেন শিশুস্বভাব প্রযুক্ত উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকিত। অনন্তর কোন সময় রাজপুত্র পূজনীয়ার নীড় হইতে সেই চটকশিশুকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বহির্গত করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে উহার গ্রীবাপ্রদেশে দৃঢ়মুষ্টি দ্বারা আক্রমণ করিয়া এরূপ নিগ্রহ করিল যে পক্ষিশাবক সেই দুর্ভেদ্য মুষ্টি প্রহারে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহারাজ ব্রহ্মদত্ত, মৃত পক্ষিশাবক সর্ব্বসেনের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মোচিত হইয়া গতাসু মুখব্যাদান পূর্ব্বক পতিত রহিয়াছে অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও সন্তাপযুক্ত হইলেন। ধাত্রী এই শোচনীয় দুর্ঘটনার কারণ বলিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহাকে বারম্বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এবং স্বয়ং সেই পক্ষিশাবকের হত্যা ব্যাপার স্মরণ করিয়া শোকাভিভূত হইয়া রহিলেন। এমত সময়ে পূজনীয়া বনে বনে বিচরণ করিয়া ফলদ্বয় চঞ্চুপুটে গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মদত্তের ভবনে প্রত্যাগমন করিল। প্রত্যাগমনমাত্র সম্মুখে পঞ্চভূতপরিত্যক্ত নিজশাবকের মৃতদেহ দেখিতে পাইল। দর্শনমাত্র মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিয়া নিজদুর্ভাগ্য ও শাবকের মৃত্যু উদ্দেশ করিয়া অতি করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে

প্রবৃত্ত হইল। মৃত পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুজনীয়া এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। হা বৎস! তুমি প্রতিদিন আমার আসিবার সময় শব্দ শুনিবামাত্র বেগে আমার নিকট উপস্থিত হইতে, ও মধুরাস্ফুট বাক্যে চাটুশত উচ্চারণ করিয়া আমার আহ্লাদ বর্দ্ধন করিতে। ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক শোণবর্ণ তালু প্রদর্শন করত কেন অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় আমার নিকট উপসর্পণ করিতেছ না? তুমি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেই ক্রোড়ে লইয়া পক্ষ দ্বারা আলিঙ্গন করত আমিও শব্দ করিতে থাকিতাম, বৎস! কেন অদ্য তোমার সেই মধুরাস্ফুট চীচী কূচী এইরূপ কূজনশব্দ আমার কর্ণগোচর হইতেছে না? হা বৎস! আমার মনোরথ যে তুমি আমার অগ্রে স্ফুরৎপক্ষ হইয়া আস্যব্যাদান পূর্ব্বক বারি প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে দর্শন করিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করি। হায়! অদ্য আমার সেই মনোরথ একবারে ভগ্ন হইল! অদ্য তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। এইরূপে ও অন্যান্য নানাবিধ প্রকারে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পুজনীয়া ব্রহ্মদত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, রাজন্! তুমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা বিশেষ রূপে বিদিত আছ। তবে কি কারণে আমার নির্দ্দোষ শাবককে ধাত্রী দ্বারা হত্যা করিলে? রে ক্ষত্রিয়াধম! কি হেতু নিজ পুত্র দ্বারা সমাকর্ষণ করিয়া আমার শিশুশাবককে অকারণে নিহত করিলে? নিশ্চয়ই তুমি মহর্ষি অঙ্গিরার উক্ত উক্তি কখনই শ্রবণ কর নাই, যে শরণাগত, ক্ষুধার্ত্ত, শত্রু কর্ত্তৃক উপদ্রুত, নিজগৃহে চিরোষিত ব্যক্তিকে প্রাণ পণে রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি এবম্বিধ শরণাগত প্রভৃতিকে পরিপালন না করে, সে নিশ্চয়ই কুম্ভীপাক (১) নামক ঘোরনরকে গমন করে। দেবতারা এতাদৃশ পাষণ্ড কর্ত্তৃক হুত হবিঃ কিরূপে গ্রহণ করেন? কিরূপেই বা পিতৃপুরুষেরা ইহার প্রদত্ত স্বধা স্বীকার করেন? ব্রহ্মদত্তকে এবম্প্রকারে বহুবিধ তিরস্কার করিয়া পুজনীয়া শোকাদিদশদশাগত হইয়া ক্রোধভরে রাজপুত্র সর্ব্বসেনের চক্ষুর্দ্বয় কর দ্বারা উৎপাটন করিয়া দিল। এবং এই প্রকারে উহাকে অন্ধীভূত করিয়া স্বয়ং আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইল। অনন্তর মহারাজ নিজপুত্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুজনীয়াকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, কল্যাণি! তুমি শোক পরিত্যাগ কর, আমার পুত্রের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিয়া তুমি উত্তম কার্য্য করিয়াছ, এক্ষণে আমার আবাসে প্রত্যাগমন কর; আমাদের উভয়ের বন্ধুত্ব অক্ষয় ও অবার্য্য হউক। সখি! তুমি প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় আমার আবাসে পুনর্ব্বার বাস করিতে থাক। পুত্রের পীড়োৎপাদন করিয়াছ বলিয়া তোমার প্রতি আমার রোষ বা অসন্তোষ নাই। তুমি প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছ।

পুজনীয়া উত্তর করিল, রাজন্! আমি আত্মসাদৃশ্য দ্বারা অনায়াসে তোমারও পুত্রস্নেহ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছি। হে রাজশার্দ্দূল! এই কারণে আমি তোমার পুত্রের চক্ষুরুৎপাটনরূপ ঘোর পাতক অনুষ্ঠান করিয়া পুনর্ব্বার তোমারই গৃহে [illegible] করিতে পারিব না। আমি প্রস্থান করি[illegible] মহর্ষি উশনাঃ কর্ত্তৃক গীত একটী গাথা [illegible] বর্ণ করিতেছি শ্রবণ কর। এই বলিয়া গাথা পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। নিজ বাটি কুমিত্র, কুদেশ, কুবন্ধু, কুসুহৃৎ, কুপ[illegible] কুভার্য্যা এই সকলকে দূরতঃ প[illegible]

(১) কুম্ভীমধ্যে তৈলে পাক করে বলিয়া এই নরকের নাম কুম্ভীপাক হইয়াছে।

করিবে। কুমিত্রে কি রূপে সৌহৃদ্য হইতে পারে? কুভার্য্যায় কি রূপে রতি সম্ভবে? কুপুত্রপ্রদত্ত পিণ্ড কি রূপে গৃহীত হয়? কুরাজা কখনই সত্যরক্ষা করিতে পারে না। কুসুহৃদে বিশ্বাস করা কোনরূপেই বিধেয় নহে। কুদেশে বাস করা কখনই উচিত নহে। কুরাজার নিকট নিরন্তর ভয় ও বিপৎপাতের সম্ভাবনা। কুপুত্র হইলে সর্ব্বদাই অসুখ। যে নরাধম অপকারী ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে, সেই অনাথ দুর্ব্বল হতভাগ্য ব্যক্তি কখনই দীর্ঘজীবী হয় না। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কখনই বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে অযুক্তিযুক্ত বিশ্বাস করা উচিত নহে। যদি বিশ্বস্ত ব্যক্তি হইতে ভয় ও বিপদের কারণ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে মূল পর্য্যন্ত বিনাশিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে মূঢ়ব্যক্তি রাজসেবাতৎপর ও গর্ব্বসংস্রোৎপন্ন ব্যক্তিদিগকে বিশ্বাস করিয়া থাকে সে কখনই দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। এবম্ভূত ব্যক্তি উন্নতিলাভ করিয়াও প্রোবার বস্ত্রে আরূঢ় কীট যেরূপ বিনষ্ট হয় সেইরূপ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মৃদুত্ব ও বন্ধুতা প্রকটন করিয়া শত্রুগণের নিকটস্থ হইয়া আত্মীয়বৎ আলিঙ্গন করে, পরে কালক্রমে লব্ধপ্রসর হইয়া, লতা দৃঢ় রূপে আক্রমণ পূর্ব্বক যেরূপ মহাক্রমের বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হতভাগ্যদিগের উচ্ছেদসাধনে তৎপর হয়, ইহা ভগবান্ উশনাঃ স্বয়ং বলিয়াছেন। শত্রু প্রথমে মৃদু, স্নিগ্ধ ও কৃশ ভাবে শত্রুর নিকট প্রবেশ করে; পরে কালক্রমে বল্মীক যেরূপ বৃক্ষমূলে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃক্ষের মূলচ্ছেদ করে সেইরূপ অবসর পাইলে তাহারও সর্ব্বনাশ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। ভগবান্ ইন্দ্র মুনিগণের সমক্ষে অদ্রোহ নিয়ম করিয়াও পশ্চাৎ জলের ফেন দ্বারা নিজশত্রু নমুচির প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। মনুষ্যজাতির স্বভাব এই যে তাহারা নিদ্রিত, মত্ত বা প্রমাদ গ্রস্ত যেরূপ অবস্থাপন্নই হউক, সুবিধা পাইলেই শত্রু বিনাশ করিয়া থাকে। বিষপ্রয়োগ, বহ্নিদান, শস্ত্রাঘাত বা মায়া এই সকলের মধ্যে যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন, শত্রুহত্যা করিতে কেহই ঘৃণা করে না। শত্রুবিনাশ করিতে হইলে সকলেই সমূলে উন্মূলন করিবার চেষ্টা পায়। কারণ কথিত আছে যে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শত্রু, ঋণ ও অগ্নির শেষ কোনরূপেই পরিত্যাগ করিবে না, কারণ উহা পুনর্ব্বার সম্মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার বৃদ্ধিযুক্ত হইতে পারে। শত্রু আপনার মনোগত ভাব গোপনপূর্ব্বক বাহ্য চিত্রতা প্রদর্শন করত শত্রুর সহিত হাস্য ও পরিহাস করিয়া থাকে, এক পাত্রে ভোজনাদি করে, একাসনে উপবেশন করে, কিন্তু সর্ব্বদাই তৎকৃত বিপ্রিয় তাহার মনে জাগরূক থাকে, সুযোগ পাইলেই শত্রুর সর্ব্বনাশ করিয়া অভীষ্ট সাধন করে। শত্রুর সহিত বিবাহাদি সম্বটিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াও কখনই বিশ্বাস করিবে না, দেখ ইন্দ্র স্বকীয় শ্বশুর হইলেও পুলোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিনাশ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি অন্তঃকরণে প্রগাঢ় শত্রুতা গোপনে রক্ষা করিয়া বাহ্য মিত্রের ন্যায় প্রিয় ও মিষ্ট বাক্য বলিয়া থাকে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনই ঈদৃশ খলের সমীপস্থ হইবে না। যিনি মূঢ়তা বশতঃ এতাদৃশ ব্যক্তির নিকট গমন করেন ও তাহার সহিত মিত্রতা করেন, ব্যাঘ্রের নিকট গমন করিলে কুরঙ্গের যেরূপ গতি হইয়া থাকে, তাহারও সেইরূপ দশা উপস্থিত হয়। বদ্ধবৈর প্রবুদ্ধবল রিপুর নিকট কখনই আসন্ন হইবে না, কারণ তাহা হইলে অবশ্যই তাহার নিপাত হইয়া থাকে, নদীর প্রবল বেগ তীরস্থ বৃক্ষকে নিশ্চয়ই সমূলে উৎপাটিত করে। অমিত্র হইতে উন্নতি প্রাপ্ত করিয়া কখনই উন্নত হইয়াছি

বলিয়া বিশ্বাস করিবে না, কারণ উত্তরীয় বস্ত্রে আরূঢ় কীট প্রায়ই বিনষ্ট হয়। রাজন্! শুক্রাচার্য্য কর্তৃক গীত এই সকল কথা হৃদয়ে ধারণ করা প্রত্যেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরই নিতান্ত কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার এই সকল তাৎপর্য্য সর্ব্বদাই হৃদয়ে ধারণ করা উচিত। রাজন্! আমি তোমার পুত্রকে অন্ধ করিয়া দিয়া তোমার যৎপরোনাস্তি দারুণ অনিষ্টাচরণ করিয়াছি, অতএব কি প্রকারে আর তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি? এই কথা বলিয়া পূজনীয়া পতত্রিণী দ্রুতবেগে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইল। বৎস যুধিষ্ঠির! এক্ষণে আমি পূজনীয়া ও ব্রহ্মদত্তের পরস্পর ব্যবহারের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমূলতঃ বর্ণনা করিলাম। হে মহামতে! এক্ষণে তুমি আমাকে শ্রাদ্ধের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ। আমি এক্ষণে মার্কণ্ডেয় জিজ্ঞাসা করিলে সনৎকুমার তাঁহার বাক্যের যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন তৎসমুদায় পুরাতন বৃত্তান্ত সবিস্তরে ব্যাখ্যা করিতেছি। ভগবান্ সনৎকুমার শ্রাদ্ধের ফল ও নিয়ত সুকৃতের স্বরূপ উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, সপ্তজাতির বিষয়েই আমি তৎসমুদয় বর্ণনা করিতেছি। আর গালব, কণ্ডরীক ও ব্রহ্মদত্ত এই তিন যোগব্রহ্মচারীদিগের চরিতের বিষয়ও বর্ণন করিতেছি, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

একবিংশ অধ্যায়। ২১।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, শ্রাদ্ধ দ্বারা লোকের প্রতিষ্ঠা হয়, শ্রাদ্ধদ্বারা যোগ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমি তোমার নিকট শ্রাদ্ধ ও ইহার ফলের বিষয় বিশেষরূপ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। হে ভারতকুলতিলক! ব্রহ্মদত্ত সপ্তজাতিতে অর্থাৎ সাত জন্ম এই শ্রাদ্ধের ফললাভ করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধ হইতেই ক্রমশঃ ধর্ম্মবুদ্ধিও লব্ধ হইতে পারে। হে মহামতে! পূর্ব্বকালে সেই ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধকার্য্যের সময় ধর্ম্মের পীড়োৎপাদন পূর্ব্বক যেরূপ বিষম ফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তদনন্তর আমি সনৎকুমারের অনুগ্রহে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া কুরুক্ষেত্রে তন্নির্দ্দিষ্ট অধর্ম্মপরায়ণ পিতৃব্রত সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে নয়নগোচর করিলাম। ভগবান্ সনৎকুমার ইঁহাদের বিষয় আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের সাত জনের নাম যথাক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। প্রথম বাগদুষ্ট, দ্বিতীয় ক্রোধন, তৃতীয় হিংস্র, চতুর্থ পিশুন, পঞ্চম কবি, ষষ্ঠ খসম ও সপ্তম পিতৃবর্ত্তী। ইহারা সকলেই স্বকীয় কার্য্য দ্বারা অন্বর্থনামা ছিল, কেবল নিরর্থক নাম ধারণ করে নাই। কালক্রমে ইহাদিগের পিতার পরলোক হইল। পিতার লোকান্তর হইলে গর্গশিষ্য কৌশিকপুত্রেরা সাত জনেই ব্রতধারণ করিল। এবং গুরু গর্গের নিয়োগানুসারে তাঁহার দোগ্ধ্রী গাভীকে চারণ ও পরিপালন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন সময়, সমানবৎসা ঐ কপিলা ন্যায়ানুসারে তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইয়া পথে বিচরণ করিতেছিল। তাহাকে অবলোকন করিয়া ক্ষুধার্ত্ত ভ্রাতৃগণের বাল্য ও মোহ বশতঃ ক্রূর বুদ্ধি উপস্থিত হয় এবং তাহারা উহাকে হনন করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কবি ও খসম ইহাদের দুই জনের গোহত্যারূপ ঐ দুষ্কার্য্য করিতে ইচ্ছা ছিল না। তাহারা অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে বারংবার নিষেধ করিল, কিন্তু কিছুতেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। আর পিতৃবর্ত্তী নিয়ত শ্রাদ্ধাহ্নিকতৎপর ও ধর্ম্মসমাহিত বুদ্ধি ছিল বলিয়া তৎকালে গোহত্যোন্মুখ অপর ভ্রাতৃ

গণকে কুপিত হইয়া সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, ভ্রাতৃগণ! যদি অবশ্যই উহার প্রাণসংহার করিবে স্থির করিয়াছ, পিতৃলোকদিগের প্রীত্যুদ্দেশে সমাহিত হৃদয়ে ন্যায়ানুগতরূপে ইহার প্রাণ সংহার কর। এরূপ করিলে এই গাভিও ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। পিতৃপুরুষদিগকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া এই কার্য্য সমাধান করিলে আমাদিগকেও অধর্ম্ম ও পাপে পতিত হইতে হইবে না। সকলে এইরূপ পরামর্শ করিয়া ঐ গাভিকে মন্ত্রপূত করিয়া অভিষেক করাইল এবং পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে উহার প্রাণ সংহার করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া উহার মাংস আহার করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিল। এই প্রকারে গোমাংস ভক্ষণ করিবার পর ঐ বৃত্তান্ত গুরুর নিকট গোপন পূর্ব্বক নিবেদন করিল যে, শার্দ্দূলকর্ত্তৃক গাভি বিনষ্ট হইয়াছে, এই বৎস গ্রহণ করুন। গর্গ সরলস্বভাব ছিলেন বলিয়া তাহাদের দুষ্টতা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবিচারিত চিত্তে বৎস প্রতিগ্রহণ করিলেন। কিন্তু ঐ পাষণ্ড ভ্রাতৃগণ এইরূপে গোহত্যা ও গুরুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া মহাপাতক করিয়াছিল বলিয়া উহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইল এবং উহারা কালকবলে পতিত হইল। ক্রূরতা, গোহত্যা ও গুরুর প্রতি অন্যায্য ব্যবহাররূপ পাপ বশতঃ মৃত্যুর পর হিংস্র, উগ্রস্বভাব ও হিংসাবিহার সাত ভ্রাতা হইয়া তাহাদিগের পুনর্ব্বার জন্ম হইল। এই প্রকারে পিতৃলোকদিগের প্রীত্যুদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে গিয়া গোহত্যারূপ ঘোর অধর্ম্ম আচরণ করাতে লুব্ধকের পুত্রস্বরূপে তাহাদের পুনর্ব্বার জন্ম হয়। এই জন্মে তাহাদের স্মৃতির পুনর্ব্বার উদয় হয় ও অবিচলিত স্মৃতি হয়। এই রূপে ব্যাধস্বরূপে দশার্ণপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারা ধর্ম্মবিষয়ে বিচক্ষণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা নিরন্তর স্বধর্ম্মনিরত থাকিয়া লোভ ও মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল প্রাণধারণোপযোগী হিংসাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বৃথা হিংসাদি একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিল। ক্ষণকাল জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়াহরণে অতিবাহিত করিয়া অবশিষ্ট সমুদয় সময় ধ্যানতৎপর হইয়া পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কার্য্যের নিমিত্ত পরিতাপ করিত। রাজন্! এ জন্মে তাহাদের নির্ব্বৈর, নির্বৃতি, ক্ষান্ত, নির্ম্মন্যু, কৃতি, বৈধস ও মাতৃবর্ত্তী, এই কয়েকটী নাম হইয়াছিল। এ জন্মে তাহারা ধার্ম্মিক হইয়া কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানেই জীবনকাল অতিবাহিত করিত। হে তাত! এই প্রকারে ব্যাধজন্মে তাহারা হিংসাধর্ম্মতৎপর হইয়া বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা ও পরিতোষ সাধনে নিয়ত মনোযোগী ছিল। যত দিন তাহাদের বৃদ্ধ পিতা মাতা বর্ত্তমান ছিল, তত দিন তাহারা তাহাদের সেবা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জীবন ধারণ করিয়াছিল, পরে পিতা মাতার লোকান্তর হইলে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিল ও তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অনন্তর তাহাদের মৃগযোনিতে জন্ম হইল। পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃত দ্বারা মৃগজন্মেও তাহারা জাতিস্মর হইয়াছিল। মৃগজন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারা পরম রমণীয় কালঞ্জর পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিল। যদি কখন কোন প্রাণী তাহাদের হইতে সন্ত্রাসিত হইত, তাহারা সকলেই নিতান্ত সংবিগ্ন ও দুর্ম্মনা হইয়া উঠিত। মৃগজন্মে তাহাদের উন্মুখ, নিত্যবিত্রস্ত, স্তব্ধকর্ণ, বিলোচন, পণ্ডিত, ঘস্মর ও নাদী এই কয়েকটী নাম হইয়াছিল। জাতিস্মর ছিল বলিয়া তাহারা সর্ব্বদাই পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিত এবং তজ্জন্যই দান্ত, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া বনে বিচ-

রণ করিত। এই প্রকারে সর্ব্বদাই যোগধর্ম্ম অনুধ্যান করত শুভকর্ম্মপরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া বনে বনে বিহার পূর্ব্বক জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিল। অবশেষে তপঃপরায়ণ হইয়া মরুকে সাধন পূর্ব্বক আহার লাভ করিল এবং অনতিবিলম্বেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। হে ভারতকুলপ্রদীপ! সেই মৃগেরা মরু সাধন করিবার সময়ে কালঞ্জর পর্ব্বতে যেরূপ পদবিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাদের সেই পদবিক্ষেপের চিহ্ন তথায় অদ্যাপি সেই-রূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর নিষ্পাপ মৃগযোনি পরিত্যাগ করিয়া তাহারা পূর্ব্বজন্ম কৃত শুভ কার্য্য দ্বারা অশুভবর্জ্জিত হইল এবং অবশেষে শুভতর চক্রবাক যোনি প্রাপ্ত হইল। চক্রবাকযোনি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারা সাত জনেই পবিত্র শরদ্বীপনামক প্রদেশে জলচর অবস্থায় বাস করিতে লাগিল। তথায় বাস করিবার সময় তাহারা শুচি, মুনিব্রত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সহচরীধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। চক্রবাকজন্মে তাহারা সুমনা, শুচিবাক্, শুদ্ধ, ছিদ্রদর্শন, সুনেত্র, স্বতন্ত্র ও শকুনা, এই সাত নামে পরিচিত হইয়াছিল। ইঁহাদের সপ্ত ভ্রাতার মধ্যে পঞ্চম সপ্ত জন্মেই পক্ষী স্বরূপে জন্মগ্রহণ করে। কণ্ডরীক ষষ্ঠ হয় ও ব্রহ্মদত্ত প্রতিজন্মেই মনুষ্য স্বরূপে অবতীর্ণ হন। এই রূপে ক্রমশ সাত যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্তজন্মকৃত তপোবলে তাহাদের স্বকর্ম্মদোষ বিনষ্ট যোগসম্পত্তি পুনর্ব্বার প্রতিভুক্ত হও-য়াতে দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল। পূর্ব্বজন্মে গুরুবলে উপদেশ দ্বারা তাহাদের যে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, সেই ব্রহ্মবুদ্ধি সকল জন্মেই অবিচলিত ছিল। অতএব এক্ষণে চক্র-বাক জাতিতেও তাহারা ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্ম-বাদী হইয়া নিয়ত যোগধর্ম্ম অনুধ্যান করত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। অনন্তর কোন সময়ে তাহারা সপ্ত ভ্রাতা একত্রিত হইয়া বনে বিচরণ করিতেছে, এমত সময়ে মহাপ্রভাব স্বতেজ পৌরববংশীয় নীপেশ্বর মহারাজ শ্রীমান্ বিভ্রাজ অন্তঃপুরের পরিজন-দিগকে সঙ্গে লইয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই বনে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্বতন্ত্র-নামক অন্যতম চক্রবাক রাজাকে অবলোকন করিয়া তাঁহার সুখময় অবস্থা স্বয়ং প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত মনে মনে নিরতিশয় স্পৃহা-ন্বিত হইল এবং সুশ্রী সেই রাজাকে স্বেচ্ছানু-সারে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, যদি আমার সুকৃত, তপস্যা বা ব্রতনিয়ম কিছু থাকে, তাহা হইলে যেন আমি তৎসমুদায়ের বলে ইঁহার ন্যায় সুখের অবস্থা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হই। আমি নিষ্ফল তপস্যা ও নিয়ত উপবাসদ্বারা নিতান্ত খিন্ন হইয়াছি।

দ্বাবিংশ অধ্যায়। ২২।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর স্বতন্ত্রের সহ-কারী অপর চক্রবাকদ্বয় তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, স্বতন্ত্র! তুমি রাজা হইলে আমরা দুই জনে তোমার সচিব হইব। তোমার প্রিয় ও হিত কার্য্য সাধনে আমা-দের নিরন্তর যত্ন থাকিবে। স্বতন্ত্র তাহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইল এবং যোগাশ্রিত মতির প্রাদুর্ভাব হইল। এইরূপ নিয়ম সংস্থাপিত হইলে শুচিবাক নামক চক্রবাক শাপপ্রদান পূর্ব্বক স্বতন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, স্বতন্ত্র! তুমি যোগধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কামপ্রধানমতি হইয়া এরূপ বর প্রা-র্থনা করিতেছ, এরূপ কার্য্য তোমার পক্ষে কখনই বিধেয় নহে। অতএব আমি তো-মাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছি

অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ভ্রাতঃ! তুমি কাম্পিল্যনগরে রাজ স্বরূপে জন্মগ্রহণ করিবে সন্দেহ নাই, আর তোমার অপর বন্ধুদ্বয় তোমার সচিব হইবে। এই প্রকারে সপ্ত চক্রবাকের মধ্যে অবিচলিতধর্ম্মবুদ্ধি চারি পক্ষী রাজ্যলাভেচ্ছু অপর তিনটীকে সম্বোধন পূর্ব্বক শাপপ্রদান করিয়া উহাদিগকে ব্যভিচারপ্রধর্ষিত করিল। অনন্তর ঐ তিনটী পক্ষী শাপগ্রস্ত হইয়া যোগবিভ্রষ্ট ও বিচেতা হইল এবং সহচারী অপর চারিটীর প্রসাদ যাচ্ঞা করিল। অনন্তর সুমনাঃ তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, ভ্রাতৃগণ! সকলের বাক্য ও উত্তম প্রসাদ হেতুক তোমাদিগের শাপের অন্ত হইবে সন্দেহ নাই। তোমরা নিষ্পাপ চক্রবাক জন্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া মনুষ্য জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক যোগ প্রাপ্ত হইবে। স্বতন্ত্র রাজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বভূতের রুতজ্ঞ হইবেন, ইহাঁর প্রসাদেই আমরা পিতৃপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইনিই গুরুর দোগ্ধ্রী গাভিকে স্নান করাইয়া ধর্ম্মানুসারে পিতৃলোকদিগের প্রীত্যুদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। আমাদের জ্ঞানসংযোগ আমাদের সকলেরই যোগসাধনের উপায়স্বরূপ হইবে। বাক্যসন্দর্ভ হইতে এই একটী শ্লোক উদাহৃত হইল। পুরুষান্তরের প্রমুখাৎ ইহা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার তোমরা যোগ প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

—•*•—

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ২৩।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর পদ্মগর্ভ, অরবিন্দাক্ষ, ক্ষীরগর্ভ, সুলোচন, উরুবিন্দু, সুবিন্দু ও হৈমগর্ভ, নিয়তযোগধর্ম্মনিরত মানসচারী এই সপ্ত পক্ষী, বায়ু ও জলমাত্র ভক্ষণ আপনাদিগের দ্বারা শরীর শুষ্ক করিতে লাগিল। আর মহারাজ বিভ্রাজমানও অন্তঃপুরপরিবৃত হইয়া ভগবান্ ইন্দ্র যে রূপে নন্দনবনে ভ্রমণ করিয়া থাকেন সেই রূপে সেই মনোহর কাননে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ বনে ভ্রমণ করিতে করিতে যোগধর্ম্মাত্মক সেই বিহঙ্গদিগকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর নির্ব্বেদযুক্ত হৃদয়ে সেই ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিতে করিতে রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। মহারাজের পরমধার্ম্মিক অণুহ নামে এক পুত্র হন। এই পুত্র অণুধর্ম্মনিরত হইয়া অণু অর্থাৎ সূক্ষ্মতম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুক এই অণুহকেই সত্ত্বশীলগুণোপেতা, যোগধর্ম্মনিরতা, পূজিতলক্ষণা কৃত্বীনাম্নী স্বীয় কন্যাকে পত্নী স্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। হে ভীষ্ম! আমি পূর্ব্বেই ভগবান্ সনৎকুমারের প্রমুখাৎ পরমশোভনা ও মনীষিণী এই পিতৃকন্যার বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলাম। ইনি সত্যধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের পক্ষে দুর্ব্বিজ্ঞেয়। আর পিতৃকন্যে যোগা, যোগপত্নী ও যোগমাতা এই তিন কন্যার বিষয় পূর্ব্বেই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। কালক্রমে মহারাজ বিভ্রাজ যুবরাজ অণুহকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং প্রীত মনে পৌরজনদিগকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন এবং তপঃসাধন করিবার অভিপ্রায়ে সংসার পরিত্যাগ করিয়া যে সরোবরের তীরে সেই পক্ষিগণ বাস করিত তথায় প্রস্থান করিলেন। মহারাজ সেই সরোবরের তীরে সমুপস্থিত হইয়া তথায় সকল কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরাহার ও বায়ুমাত্রভক্ষণতৎপর হইয়া ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন, যে যেন আমি ঐ পক্ষীদিগের অন্যতমের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া যোগধর্ম্ম রল

করিতে সমর্থ হই। মহারাজ এইরূপ অভি-সন্ধি করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন ও মহাতপোবলসমন্বিত হইয়া কালক্রমে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রভা ধারণ করিলেন। তাঁহার তপোবন ও সেই সরোবর মহারাজের নামানুসারে বৈভ্রাজ নামে বিখ্যাত হইল।

কালক্রমে সেই বনবাসী যোগধর্ম্মপরায়ণ চারিটী ও যোগভ্রষ্ট তিনটী এই সপ্ত চক্রবাক, ইহারা দেহত্যাগ করিল। দেহত্যাগানন্তর তাহারা সাতটীই কাম্পিল্যনগরে পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করিলেন। এই জন্মেও সাত জন মহাত্মাই বিগতপাপ, জ্ঞানধ্যানতপঃপূত ও বেদবেদাঙ্গপারগ হইলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে চারি জন জাতিস্মর হইলেন ও অপর তিন জন পূর্ব্বজন্মের পাপবশতঃ যোগবিভ্রষ্ট হইয়া-ছিলেন বলিয়া পরিমোহিত হইলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত সঙ্কল্পানুসারে মহারাজ অণুহের পুত্রস্বরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। আর ছিদ্রদর্শী ও সুনেত্র বাভ্রব্য ও বৎসের পুত্রস্বরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া উভয়েই শ্রোত্রিয়দায়াদ হইলেন এবং বেদবেদাঙ্গে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। ইহাঁরা পূর্ব্ব-জন্মের সহবাস ও সকল বলে এই জন্মে ব্রহ্ম-দত্তের সখা ও সচিবস্বরূপ হইলেন। পূর্ব্ব-জন্মের পঞ্চম পাঞ্চাল হইলেন এবং অপরটী কণ্ডরীক নামে বিখ্যাত হইলেন। পাঞ্চাল বহ্বৃচবেত্তা সর্ব্ববেদবিৎ ছিলেন বলিয়া রাজার আচার্য্যত্ব করিয়াছিলেন। কণ্ডরীক দুই বেদের অধিকারী ছিলেন বলিয়া ছন্দোগ ও অধ্বর্য্যু হইয়াছিলেন। আর অণুহাত্মজ ব্রহ্মদত্ত সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ও নিখিলভূতের রুতজ্ঞ রাজা হইয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহার পাঞ্চাল ও কণ্ডরীকের সহিত সখ্য হয়। ইহাঁরা তিনজনেই কামের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাম্যধর্ম্মনিরত হইয়াছিলেন, কেবল পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃত বশতঃ ধর্ম্মার্থকোবিদ হইয়া-ছিলেন। অনন্তর রাজাধিরাজ অণুহ কাল-বশতঃ স্বীয় আত্মজ ব্রহ্মদত্তকে রাজ্যে অভি-ষিক্ত করিয়া স্বীয় তনু ত্যাগ পূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিলেন। অসিতদেবলের সন্নতি-নাম্নী দুর্দ্ধর্ষা দুহিতা মহারাজ ব্রহ্মদত্তের সহ-ধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। সন্নতি দেবী সর্ব্বদাই বিকারবর্জ্জিতা, একভাবসম্পন্না, যোগধর্ম্মপরা-য়ণা ছিলেন। বিনয়ের আধার ছিলেন বলিয়া তিনি অন্বর্থনাম্নী হইয়াছিলেন। শাক্তিক সপ্ত জন্মেই পঞ্চম হইয়াছিলেন। কণ্ডরীক ষষ্ঠ ও ব্রহ্মদত্ত সপ্তম ছিলেন। এই তিনটি ব্যতীত অন্য চারি বিহঙ্গম যাহারা সকলেই পূর্ব্ব জন্মে সহচর ছিল, এক্ষণে কাম্পিল্যনগরে এক দরিদ্র শ্রোত্রিয়বংশে সহোদর স্বরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং ধৃতিমান, সুমনা, বিদ্বান ও তত্ত্বদর্শী এই কতিপয় নামে প্রথিত হইলেন। ইহাঁরা চারি জনেই বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন ও ছিদ্রদর্শী ছিলেন। ইহাঁদিগের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত তত্ত্বজ্ঞান এ জন্মেও অবিচলিত ছিল। ইহাঁরা যোগধর্ম্মনিরত ছিলেন বলিয়া কালক্রমে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতাকে আমন্ত্রণ করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন. প্রস্থান কালে পিতা ইহাঁদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, পুত্রগণ! আমাকে এরূপ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিলে তোমাদের অধর্ম্ম হইবে। আমি দরিদ্র। পিতা দরিদ্র হইলে তাঁহার দারিদ্র্য নিরাকরণ করা পুত্রদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন পিতার প্রতি শুশ্রূষা প্রভৃতি পুত্র-দিগের অন্যান্য বহুবিধ কর্ত্তব্য কার্য্য আছে। সেই সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিয়াই বা কি প্রকারে আমাকে পরিত্যাগ করিবার কল্পনা করিতেছ। তাঁহারা উত্তর করিলেন, পিতঃ! যে উপায় করিলে সুখে আপনার জীবিকানির্ব্বাহ হইবে, আমরা তাহার যথো-চিত বিধান করিয়া যাইতেছি। আপনি এই

মৎসদর্পপরিপূর্ণ শ্লোকটি মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার মন্ত্রীদিগকে শ্রবণ করাইবেন, তাহা হইলে ব্রহ্মদত্ত প্রীত হইয়া আপনাকে অনেক গ্রাম ও অপর্য্যাপ্ত ভোগ্য পদার্থ প্রদান করিবেন, অধিক কি আপনার যাহাই অভিলাষ হউক না কেন, সকলই মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে পারিবে। এক্ষণে আপনকার অভীষ্ট প্রদেশে গমন করুন। এই বলিয়া ইঁহারা চারি জনে পিতার যথোচিত পূজা করিলেন এবং কালবশে যোগধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট নির্বৃতি লাভ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়। ২৪।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বৈভ্রাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র স্বরূপে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি যোগাত্মা ও তপঃসমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার বিষক্সেন এই নাম ছিল। কোন সময়ে মহারাজ ব্রহ্মদত্ত স্বকীয় ভার্য্যার সহিত বনবিহারে নির্গত হন। ভগবান্ শচীপতি শচী দেবীর সহিত যেরূপ নন্দন কাননে কেলি করিয়া থাকেন, মহারাজও সেইরূপ প্রহৃষ্ট মনে দেবীর সহিত বনে বিহার করিতেছেন। এমন সময়ে নিকটে পিপীলিকের রুত তাঁহার কর্ণগোচর হইল। মহারাজ সমুদায় জীবের শব্দ বুঝিতে পারিতেন সুতরাং রুতশ্রবণমাত্র বুঝিলেন, যে পিপীলিকা পুরুষ, স্ত্রীর নিকট কামপ্রার্থনা করিতেছে ও অতিশয় শব্দও করিতেছে। পিপীলিকা পুরুষের প্রার্থনায় রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইতেছে। মহারাজ এই ব্যাপার শ্রবণ ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ও অতিসূক্ষ্মপরিমাণবতী পিপীলিকার ক্রোধব্যবসায় দেখিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকট ছিলেন। পতি অকারণে হাস্য করিলেন কেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পাছে তাঁহার কোন স্খলিত দর্শনে মহারাজ হাস্য করিয়া থাকেন এই আশঙ্কা রাজ্ঞীর মনে বলবতী হইল। তিনি অতিশয় লজ্জিতা ও দীনভাবাপন্না হইলেন। বহুদিবস পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করাতে ক্রমে শীর্ণ ও মলিন হইতে লাগিলেন।

মহারাজ অকস্মাৎ প্রিয়তমা মহিষীর এরূপ ভাবান্তর হইল কেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরে কোন সময়ে ভর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রসাদ্যমানা হইয়া আপন মনোদুঃখের গূঢ় কারণ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, মহারাজ! তুমি আমাকে উপহাস করিয়াছ। অতএব তোমা কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়া আমার আর প্রাণ ধারণ করিবার ইচ্ছা নাই। মহারাজ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি হাস্যের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী এরূপ বিমনায়মানা হইয়াছিলেন যে, মহারাজের কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তিনি উহা অশ্রদ্ধেয় ও অলীক মনে করিলেন। এবং ক্রোধভরে মহারাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, মানুষে পিপীলিকাদি ইতর জন্তুর বাক্য বুঝিতে পারে এ অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। মানুষের এরূপ ক্ষমতাই নাই। দেবপ্রসাদ,পূর্ব্বজন্মকৃত তপোবল বা প্রগাঢ় বিদ্যা এই কয়েকটী কারণ ভিন্ন মানুষের এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা কখনই সম্ভবে না। যা যদি তোমার সত্যই এরূপ ক্ষমতা থাকে, যদি তুমি সত্যই সকল প্রাণীর শব্দ বুঝিতে পার, তবে এরূপ কোন উপায় শীঘ্রই বিধান কর, যে আমি উহা জানিতে পারি ও বিশ্বাস করিতে পারি। নতুবা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। মহারাজ মহিষীর এইরূপ পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরো

নাস্ত বিপদে পড়িলেন। কি উপায়ে এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবেন বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবশ্রেষ্ঠ সর্ব্বভূতেশ্বর ভগবান্ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। এবং নিরাহার হইয়া সমাহিত চিত্তে নিয়ত ধ্যান করত ছয় রাত্রির মধ্যেই প্রভু দেবাদিদেব নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। ভগবান্ রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে বলিলেন, ব্রহ্মদত্ত! অদ্য প্রভৃতি তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে, তুমি কল্যাণলাভ করিবে। এই বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত সপ্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে চারিজন, শ্রোত্রিয়ভবনে সহোদর স্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সংসারত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবার সময় দরিদ্র পিতাকে একটী শ্লোক বলিয়া দিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে সেই শ্লোকটী অধ্যয়ন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার মন্ত্রিদ্বয়কে সেই শ্লোকটী শুনাইবার উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর যখন মহারাজ ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে অভীষ্ট বর লাভ করিয়া, স্নান করিয়া কাঞ্চনময় রথারোহণে নগরে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, ব্রাহ্মণ সেই সময়ে স্বীয় অভীষ্টসাধনের প্রকৃত উপায় প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ রথারোহণে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ কণ্ডরীক সেই রথের প্রগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন ও পাঞ্চাল্য চামরক্ষেপণ দ্বারা মহারাজকে ব্যজন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ এই উপযুক্ত অবসর মনে করিয়া রথের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রাজা ও তাঁহার অমাত্যদ্বয়কে এই শ্লোক শ্রবণ করাইলেন। যাঁহারা দশার্ণ প্রদেশে সপ্ত ব্যাধ স্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা কালঞ্জর পর্ব্বতে মৃগ রূপে বিচরণ করিতেন, যাঁহারা শরদ্বীপে চক্রবাক রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাঁহারা মানসসরোবরে হংসরূপে জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা প্রথমে কুরুক্ষেত্রে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চারিজনে একণে গন্তব্য পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তোমরা তাঁহাদিগের অনেক পশ্চাৎ পড়িয়াছ। ব্রাহ্মণের মুখে এই শ্লোক শ্রবণ করিবামাত্র মহারাজ ব্রহ্মদত্ত মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার পাঞ্চাল্য ও কণ্ডরীক নামক অমাত্যদ্বয়ও উভয়েই মূর্চ্ছান্বিত হইলেন। একের হস্ত হইতে রথের রশ্মি ও প্রগ্রহ স্খলিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। অপরের হস্ত হইতে চামরব্যজন পড়িয়া গেল। এই আকস্মিক ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমস্ত পুরবাসী ও সুহৃদ্বর্গ নিতান্ত অসুস্থান্তঃকরণ হইলেন। রাজা মুহূর্ত্ত কাল মূর্চ্ছিত অবস্থায় মন্ত্রীদিগের সহিত রথে পতিত রহিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার সংজ্ঞা হইলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদয় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাদের তিন জনেরই সেই সরোবরের বৃত্তান্ত স্মরণ হইল। স্মৃতিমাত্র তাঁহারা পূর্ব্বজন্মকৃত যোগসম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া সকলেই সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বিপুল অর্থরাশি ও অশেষবিধ অপরাপর ভোগসামগ্রী প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। অনন্তর মহারাজ ব্রহ্মদত্ত অরিনিসূদন কুমার বিষ্বক্সেনকে রাজ্য অভিষিক্ত করিয়া, সস্ত্রীক বনে গমন করিলেন। এই রূপে মহারাজ যোগধর্ম্ম লাভ পূর্ব্বক বনে প্রস্থান করিলে কোন সময়ে দেবলদুহিতা প্রভুতধৈর্য্যশালিনী মহিষী সন্নতি দেবী প্রীতিপ্র-

প্রফুল্লান্তঃকরণে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! তুমি যে সকল জন্তুর শব্দ ও তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পার, আর সেই সময়ে সেই সময়ে যে পিপীলিকার স্বর বুঝিয়াছিলে তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম; তবে আমি যে তৎকালে তোমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহার কারণ ছিল, তাহা আমি ইচ্ছা পূর্ব্বকই করিয়াছিলাম। তুমি কামাসক্ত হইয়া পরম ধন হারাইয়েছিলে, ইহা আমি কি রূপে সহ্য করিতে পারি? আমি তোমাকে যথার্থ পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই সেই রূপে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবার আশয়েই আমি ওরূপ কার্য্য করিয়াছিলাম, তোমার যোগধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়াছিল উহা তোমাকে পুনর্ব্বার স্মরণ করাইবার নিমিত্তই আমার সেইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল এবং তাহাতেই তোমার পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মৃতিপথে পতিত হইয়াছে। রাজা পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সংপরোনাস্তি প্রীত ও পুলকিত হইলেন। এবং কালক্রমে বনবাস দ্বারাই যোগধর্ম্ম লাভ করিয়া দুর্লভ মুক্তিপথ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা কণ্ডরীকও উৎকৃষ্টতম সাংখ্যযোগ প্রাপ্ত হইয়া, যোগগতি লাভ করিলেন এবং বিশুদ্ধকার্য্যবশতঃ পাপ হইতে পুর্ব্বের ক্ষালিত হইলেন। আর পাঞ্চালও ক্রম প্রণয়ন পূর্ব্বক কেবল শিক্ষা উৎপাদন করিয়া যোগাচারগতি প্রাপ্ত হইলেন এবং সাতিশয় যশঃশালী হইয়া উঠিলেন। এই রূপে সপ্ত ভ্রাতাদিগের উপাখ্যান শেষ করিয়া মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে গঙ্গানন্দন! এই সমস্ত অদ্ভুত পুরাবৃত্ত আমার সমক্ষেই ঘটিয়াছিল। তুমি বিশেষ যত্ন সহকারে এই পুরাবৃত্ত হৃদয়ে ধারণ কর, তাহা হইলেই অকল্মশ্রেয় প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

আর অন্যান্য যাঁহারা সেই মহাত্মাদিগের উত্তম চরিতাবলী হৃদয়ে ধারণ করিবেন, তাঁহাদিগেরও কখন তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। হে ভারত! মহার্থসম্পন্ন মহৎদিগের গতি স্বরূপ এই পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিলে হৃদয়ে যোগধর্ম্মের উদয় ও অবিচলিত স্থিতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই পবিত্র বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হন, শান্তিলাভ হইলে তদ্বলে সিদ্ধদুর্ল্লভ যোগগতিও প্রাপ্ত হইতে পারেন ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। বৈশম্পায়ন কহিলেন, পূর্ব্বকালে ধীমান্ মার্কণ্ডেয় শ্রাদ্ধের ফল বর্ণনোদ্দেশে এবং সোমদেবকে আপ্যায়িত করিবার অভিপ্রায়ে এই পবিত্র ইতিহাস গান করিয়াছিলেন। ভগবান্ সোমদেবই শ্রাদ্ধের প্রধান আরাধ্য দেবতা। সোমলোক ও পিতৃপুরুষদিগকে আপ্যায়িত করাই জীবনের প্রধান কার্য। আমি বৃষ্ণিবংশ বর্ণনপ্রসঙ্গে সোমদেবের বিষয় ও বংশের বর্ণনা করিয়েছি শ্রবণ কর।

—✱—

পঞ্চবিংশ অধ্যায়। ২৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যৎকালে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশে সৃজন কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, প্রথমেই তাঁহার মানস হইতে মহর্ষি ভগবান্ অত্রির উৎপত্তি হয়। ইনিই সোমদেবের পিতা। ভগবান্ অত্রি সর্ব্বভূতের পূজনীয় ও স্রষ্টা। তিনি স্বকীয় তনয়সমূহে পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই কায়মনোবাক্যে শুভ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে একান্ত তৎপর ছিলেন। মহর্ষি অহিংসাপরায়ণ ও সর্ব্বভূতের হিতসাধনে সর্ব্বদা মনোযোগী ছিলেন। তিনি

ধর্ম্মাত্মা ও সংশিতব্রত ছিলেন। মহাত্মা অত্রি তপোবলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কাষ্ঠ-কুড্য ও শিলার ন্যায় হইয়াছিলেন। তিনি নিয়তই ঊর্দ্ধবাহু ছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড দ্যুতি সমুদয় ভুবনকে জ্যোতিশ্ময় করিয়াছিল। শ্রুত আছে, মহর্ষি অত্রি পূর্ব্ব কালে দিব্যপরিমাণে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অনুত্তম নামক অতিকঠোর তপস্যা সাধন করিয়াছিলেন। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! যৎকালে মহাবল ভগবান্ অত্রি ঊর্দ্ধরেতা হইয়া নির্নিমেষ-নয়নে তপস্যা করিতেছিলেন, উঁহার উজ্জ্বল দেহ সোমরূপে পরিণত হয়। এই রূপে পবিত্রাত্মা মহর্ষির সোমময় জ্যোতিঃ ঊর্দ্ধ লোকে উত্থিত হইয়া তত্রস্থ সমুদয় লোক ব্যাপ্ত করে ও তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে উজ্জ্বল বারি বিনিঃসৃত হইয়া দশদিক্ আলোকময় করে। ঐ সময়ে দশ দিগ্দেবী প্রহৃষ্টান্তঃকরণে অত্রিনয়ন বিনির্গত সেই জ্যোতিঃ গর্ভস্বরূপে ধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রচণ্ড তেজঃপ্রভাবে কেহই উহা গর্ভে ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর সেই অখিলজগৎপাবন দিব্য গর্ভ সহসা সেই দশ দিগ্দেবীর সহিত শীতাংশু স্বরূপে পৃথিবীতে পতিত হইল। পতিত হইবার সময় উহার দিব্য প্রভায় নিখিল ভুবন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। দেবীরা প্রবলতা বশতঃ সেই জ্যোতিঃ কেহই গর্ভে ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, সুতরাং তাঁহারা দশজনে গর্ভ সমেত স্বর্গলোক হইতে বসুন্ধরাতে পতিত হইলেন। অনন্তর লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সোমদেবকে এইপ্রকারে ভূমিতে পতিত হইতে দর্শন করিলেন ও ত্রিভুবনের হিতকামনায় উঁহাকে রথে আরোহণ করাইয়া স্বর্গে স্থান প্রদান করিলেন। হে তাত! সেই ভগবান সোমদেব বেদময়, ধর্ম্মাত্মা ও সত্যসন্ধ। শ্রুত আছে, সোমদেবের রথ বহন করিবার নিমিত্ত সহস্র সংখ্যক শ্বেত বর্ণ অশ্ব নিযুক্ত আছে। মহর্ষি অত্রির আত্মজ পরমাত্মা সেই সোমদেব ভূমিতে নিপতিত হইলে, ভগবান্ ব্রহ্মার সপ্তসংখ্যক মানসসম্ভূত পুত্র মহর্ষিরা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। আর তাঁহাদিগের সহিত ভগবান অঙ্গিরা ও ভৃগু ইঁহাদের দুই জনের আত্মজেরাও ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস ইত্যাদি যাবতীয় বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবান্ সোমদেবকে স্তব করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ সোমদেবের ভাস্বর তেজ এই প্রকারে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া ত্রিভুবন আপ্যায়িত ও পবিত্র করিল। সুপ্রসন্নকীর্ত্তি ভগবান্ সোমদেব পিতামহপ্রদত্ত সেই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ পূর্ব্বক একবিংশতিবার সাগরান্ত পৃথিবী সম্যক্রূপে প্রদক্ষিণ করিলেন। সোমদেবের যে তেজ তাঁহার দেহ হইতে চ্যুত হইয়া ধরণীতে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই ওষধি ও ধান্যসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। এই কারণ ওষধি সকল সোমদেবের কিরণ দ্বারাই জ্যোতির্ম্ময় হইয়া রহিয়াছে। ওষধিরাই তিন লোক ও চতুর্ব্বিধ প্রজাসমূহকে ধারণ করিয়া থাকে। হে পৃথিবীপতে! ভগবান সোমদেব জগতের পোষ্টা ও রক্ষাকর্ত্তা। ভগবান সোমদেব সেই সংস্তব ও সেই সেই মহৎ কার্য্যদ্বারা প্রভূত তেজ লাভ করিয়া সহস্রপদ্মসংখ্যক সংবৎসর তপস্যা করিলেন। যে সকল হিরণ্যবর্ণ দেবীগণ স্বয়ং জগৎ ধারণ করিয়া থাকেন, ভগবান্ ব্রহ্মা স্বকর্ম্মদ্বারা সেই দেবীদিগের অধীশ্বর স্বরূপে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। অনন্তর বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ভগবান ব্রহ্মা সোমদেবকে বীজ, ওষধি, ব্রাহ্মণগণ ও জল এই সমস্তের অধিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে মহারাজ! ভগবান সোমদেব এই প্রকারে রাজশ্রেষ্ঠসমীপে পিতামহ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া স্বকীয় উজ্জ্বলতর প্রভা-

পটল দ্বারা ত্রিভুবন বিদ্যোতিত করিলেন।

ভগবান্ সোমদেবকে সপ্তবিংশতিসংখ্যক নক্ষত্রনয়ারা পত্নী স্বরূপে সেবা করেন। প্রাচেতস ভগবান দক্ষ নক্ষত্রাকারধারিণী ঐ সপ্তবিংশতিসংখ্যক স্বকীয় কন্যাদিগকে সোমদেবকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান সোমদেব এই প্রকারে সেই অতি মহৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে সহস্র শত দক্ষিণাপ্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ মহাযজ্ঞে ভগবান্ অত্রি স্বয়ং হোতার কার্য্য গ্রহণ করেন। ভৃগু, অধ্বর্য্যু হইয়া যজুর্ব্বেদ পাঠ করিয়াছিলেন। হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং উদ্গাতা হইয়া সামবেদ পাঠ করিয়াছিলেন। আর ভগবান্ প্রভু নারায়ণ হরি, সনৎকুমার প্রভৃতি আদ্য ব্রহ্মর্ষিদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হন ও সদস্যের কার্য্য সম্পাদন করেন। শ্রুত আছে, ভগবান্ সোম যজ্ঞসমাপনান্তে, সেই ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ ও সদস্যদিগকে দক্ষিণাস্বরূপে ত্রিভুবন প্রদান করিয়াছিলেন ভগবান্ সোমদেবকে সিনী, কুহু, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীর্ত্তি, ধৃতি, ও লক্ষ্মী এই নবসংখ্যক দেবীগণ ভার্য্যাস্বরূপ হইয়া নিরন্তর সেবা করিতেছেন। ভগবান্ সোমদেব, এই প্রকারে যজ্ঞ সমাধা করিয়া অবভৃথ প্রাপ্ত হইলেন ও নিখিল দেব ও ঋষিদিগের কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। তিনি অধিরাজেন্দ্র হইয়া স্বীয় দীপ্তি দ্বারা দশদিক্ প্রভাময় করিয়া সুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ প্রকারে দেবর্ষিসংস্তুত সেই দুষ্প্রাপ্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে তাঁহার মতিবিভ্রম উপস্থিত হইল। তিনি, পূর্ব্বে বিনীত ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠিলেন। কোন সময়ে তিনি কামপরবশ হইয়া ভগবান্ বৃহস্পতির তারানাম্নী সুমহাযশঃশালিনী ভার্য্যাকে বেগে অন্যায় পূর্ব্বক হরণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই অতিশয় ঘোর উদ্ধত দ্বারা তিনি যাবতীয় আঙ্গিরসদিগকে যৎপরোনাস্তি অবমাননা করেন। চন্দ্রের এইরূপ পাপানুষ্ঠান দর্শনে দেবগণ ঋষিদিগের সহিত একত্রিত হইয়া ভগবান্ বৃহস্পতির হস্তে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী তারাকে প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু চন্দ্র দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তারাদেবীকে প্রত্যর্পণ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না। এই অপমানে দেবাচার্য্য ভগবান্ বৃহস্পতি যৎপরোনাস্তি কুপিত হইলেন। ভগবান্ শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির সম্পূর্ণ ঐকমত্য হইল। শুক্রও বৃহস্পতির পক্ষগ্রাহী অর্থাৎ অনুগামী হইলেন। মহাতেজা মহর্ষি শুক্রাচার্য্য পূর্ব্বে বৃহস্পতির পিতার শিষ্য ছিলেন এই কারণেই এক্ষণে তিনি বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইরূপ স্নেহবশতঃ ভগবান রুদ্রদেবও অজগর ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক অপমানিত বৃহস্পতির সাহায্যার্থ তাঁহার পার্ষ্ণিগ্রাহ হইলেন। মহাত্মা রুদ্র দৈত্যদিগকে প্রহার করিবার উদ্দেশে ব্রাহ্মশিরঃ নামে এক পরমাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, এই প্রবল অস্ত্রের আঘাতে দৈত্যদিগের যশঃসম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। এই উপলক্ষে সেই স্থানে দেব ও দানবদিগের মধ্যে তারকাময় নামে প্রসিদ্ধ এক ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই প্রভূতসংখ্যক লোকক্ষয় হয়। ঘোর যুদ্ধে তুষিত নামক যে সকল দেবতারা অবশিষ্ট রহিলেন, তাঁহারা সকলেই আদিদেব সনাতন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর পিতামহ ভগবান ব্রহ্মা, দেবতাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া পুত্র ও রুদ্ররূপী শঙ্করকে নিবারণ করিয়া স্বয়ং বৃহস্পতির হস্তে তাঁহার পত্নী তারাকে

প্রত্যর্পণ করিলেন। বৃহস্পতি তারাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তারে! তুমি আমার বিবাহিত পত্নী, তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার ও প্রভুতা, অতএব আমি তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছি যে তুমি কোন প্রকারেই অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত গর্ভ স্বকীয় যোনিতে ধারণ করিতে পারিবে না। অনন্তর তারা দেবী স্বামী বৃহস্পতির নিদেশানুসারে জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় সেই গর্ভ ইষীকা অর্থাৎ শর (নল) নামক তৃণবিশেষের স্কন্ধের উপর নিক্ষেপ করিলেন। এই প্রকারে দস্যুহন্তম সেই কুমার অযোনিতে উৎসৃষ্ট হইলেন; গর্ভ তথায় পরিত্যক্ত হইবামাত্র, তাহা হইতে এক দেবকুমারের জন্ম হইল। অনন্তর প্রধান দেবগণ কুমারের আকার প্রকার দর্শনে দেব পুত্র বোধে সংশয়াপন্ন চিত্তে তারাকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তারে! তুমি সত্য করিয়া বল, এই পুত্র সোমদেব অথবা বৃহস্পতি কাহার ঔরসসম্ভূত? তারা দেবগণ কর্ত্তৃক এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগের বাক্যে ভাল মন্দ কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। ইহাতে দস্যুহন্তম ক্রোধভরে তারাকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা শাপপ্রদানোদ্যত কুমারকে নিবারণ পূর্ব্বক সংশয় নিরাকরণার্থ স্বয়ং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, তারে! তুমি যথার্থ বল, এই পুত্র কাহার ঔরসজাত? তারা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! এই মহাত্মা দস্যুহন্তম কুমার সোমদেবেরই ঔরসসম্ভূত, বৃহস্পতির নহে। অনন্তর সোমদেব তাহার বাক্যে সেই কুমারকে স্বীয় ঔরসপুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ও স্নেহের সহিত তাঁহার মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া তাঁহার বুধ এই নাম রাখিলেন। ভগবান্ সোমের পুত্র বুধই বুধগ্রহ স্বরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। বুধ আকাশমার্গে চন্দ্রের বিপরীত দিকে উদিত হইয়া থাকেন। অনন্তর বুধের ঔরসে ও রাজপুত্রিকা ইলার গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই ইলাতনয় মহারাজ পুরূরবা নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হন। মহারাজ পুরূরবার ঔরসে ও উর্ব্বশীর গর্ভে সাত পুত্রের জন্ম হয়।

কালক্রমে পূর্ব্বাচরিত পাপহেতুক সোমদেবের রাজযক্ষ্মানামক সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হইল। তিনি পীড়ার প্রভাবে নিতান্ত অভিভূত ও প্রক্ষীণমণ্ডল হইলেন। অনন্তর পীড়া শান্তি ও আরোগ্যলাভের উদ্দেশে পিতা অত্রির শরণাপন্ন হইলেন। মহাতপঃপ্রভাব ভগবান্ অত্রি তপস্যার বলে সোমের সেই পাপের শান্তি করিলেন। অনন্তর সোমদেব এই প্রকার নিষ্পাপ হইয়া রাজযক্ষ্মার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন এবং পুনর্ব্বার পূর্ব্বতন স্বভাবসিদ্ধ শ্রী প্রাপ্ত হইয়া উজ্জ্বলদেহ হইয়া উঠিলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি সোমদেবের কীর্ত্তিবর্দ্ধনকর জন্মবৃত্তান্ত সবিশেষ শ্রবণ করিলেন, অতঃপর ইহাঁর বংশের বিষয় সম্যক্ রূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! যে ব্যক্তি সোমদেবের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি শ্রবণমাত্র পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হন। তাঁহার অপরিমিত পুণ্যসঞ্চার হয় ও তিনি ধনাঢ্যতা, আরোগ্য ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করেন। তাঁহার সকল মনস্কামনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

—•*•—

ষড়বিংশ অধ্যায়। ২৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বুধের পুত্র পুরূরবা সর্ব্ববিদ্যাবিদ্যাবিশারদ, তেজস্বী

ও বদান্য মহীপতি ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক যজ্ঞ করিয়াছিলেন; যজ্ঞসমাপনান্তে মহারাজ ব্রাহ্মণদিগকে বিপুল দক্ষিণা প্রদান করিতেন। তিনি নিয়ত বেদাধ্যয়নে তৎপর ছিলেন। তাঁহার এরূপ প্রভূত পরাক্রম ছিল, যে শত্রুরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাকে কখনই পরাজিত করিতে সমর্থ হইত না। তিনি অগ্নিহোত্রী ছিলেন। তিনি অশেষবিধ যজ্ঞ সমাধান পূর্ব্বক বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ সর্ব্বদাই সত্যবাদী ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি নিয়ত ধর্ম্মে ও পুণ্যের পথে বিচরণ করিতে কখনই স্খলিত হইত না। তিনি কান্তমূর্ত্তি, জিতেন্দ্রিয় ও সংবৃতনৈপুণ ছিলেন। তাঁহার এতাদৃশ সম্পত্তি লাভ হইয়াছিল যে, তৎকালে ত্রিভুবনে তাঁহার তুল্য প্রভূতযশঃশালী মহীপতি আর দ্বিতীয় ছিলেন না। যশস্বিনী উর্ব্বশীনাম্নী অপ্সরা ব্রহ্মবাদী ক্ষমাশীল ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী সেই মহারাজ পুরূরবাকে মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতিত্বে বরণ করেন। মহারাজ উর্ব্বশীর সহবাসে একোনষষ্টি বৎসর অতিবাহিত করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রিয়তমা উর্ব্বশীর সহিত কখন রমণীয় চৈত্ররথ কাননে, কখন মন্দাকিনীতটে, কখন বিশালপরিমাণবিশিষ্ট অলকানগরীতে, কখন বা উদ্যানশ্রেষ্ঠ নন্দনকাননে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সুখে কালযাপন করিতেন। অনন্তর মহারাজ কোন সময়ে উত্তর কুরুপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। এই প্রদেশে মহারাজের অভীষ্টফলপ্রদ বৃক্ষ স্বরূপ ছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া সময়ে সময়ে গন্ধমাদন পর্ব্বতের প্রত্যন্ত পর্ব্বত সকলের মনোহর উপরিভাগে ও মেরুশৃঙ্গে এবং সুরগণের উদ্যানস্বরূপ সেই সেই উৎকৃষ্ট কানন সকলের অভ্যন্তরে প্রিয়তমার সহিত পরিভ্রমণ করত পরম সুখ সম্ভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। মহীপতি মহর্ষিদিগের অদ্বিতীয় বাসস্থল পুণ্যতম প্রয়াগনামক প্রদেশে আপন রাজ্য সংস্থাপন করেন। উর্ব্বশীর গর্ভে মহারাজের সুপ্রসিদ্ধ দেবপুত্র সদৃশ সাতটিপুত্র হয়। এই সাত ভ্রাতাই স্বর্গরাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজের পুত্রদিগের আয়ুঃ, অমাবসু, বিশ্বায়ুঃ শ্রুতায়ুঃ, দৃঢ়ায়ুঃ, বনায়ুঃ ও শতায়ুঃ, ক্রমনামে এই কয়েকটী নাম ছিল, ইহাঁরা সপ্ত ভ্রাতাই প্রখরধীশক্তিসম্পন্ন ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। জনমেজয় কহিলেন; হে বহুশ্রুত! আপনার অবিদিত কিছুই নাই। কি কারণে উর্ব্বশী দেবী স্বয়ং গন্ধর্ব্ব হইয়াও দেবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানুষযোনিজ মহারাজ পুরূরবাকে ভজনা করিয়াছিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপগ্রস্তা হইয়া মনুষ্যকে ভজনা করিয়াছিলেন। বরারোহা উর্ব্বশী সময় অর্থাৎ সময়ের অবধি নির্দ্ধারণ করিয়া ইলানন্দন মহারাজকে প্রাপ্ত হন। মহারাজের নিকট উর্ব্বশীর বাস করিবার এই নিয়ম হইয়াছিল যে, যাবৎকাল পর্য্যন্ত উর্ব্বশী নগ্ন অর্থাৎ উলঙ্গ দর্শন না করিবেন, যত দিন মহারাজ সকামা স্ত্রীর সহিত মৈথুন করিবেন, কখনই অকামা স্ত্রীতে রত হইবেন না; যাবৎকাল তাঁহার শয্যার নিকট দুইটী মেষ আবদ্ধ থাকিবে, যতদিন তিনি একসন্ধ্যা ঘৃতমাত্র আহার করিবেন, তাবৎকাল উর্ব্বশী মহারাজের সহবাসে অতিবাহন করিবেন। এই সকল নিয়মের অন্যথা হইলেই তাঁহার শাপমোক্ষ হইবে। আর যতদিন মহারাজ এই নিয়ম দৃঢ় রূপে প্রতিপালন করিবেন, ততদিন নিঃসন্দেহ তাঁহাদের উভয়ের পরস্পর বিচ্ছেদ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। মহারাজ উর্ব্বশী কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত নিয়মের বিষয় স্পষ্ট কথিত হইয়াছিলেন। তিনি দৃঢ় নিয়ম অনুসারে সেই সমস্ত নিয়ম প্রতি-

পালন করিয়াছিলেন। এবং ভাবিনী উর্ব্বশীও মহারাজের নিকট এই প্রকারে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর একোনষষ্টি সংবৎসর পরস্পরের সহবাসে পরমসুখে অতিবাহিত করিলেন, এতাবৎকাল যাবৎ উর্ব্বশী শাপমোহিতা ছিলেন। উর্ব্বশী এই প্রকারে শাপমোহিত হইয়া মনুষ্যলোকে অধিবাস করিতে লাগিলেন, এদিকে গন্ধর্ব্বেরা ঐ কারণে যৎপরোনাস্তি চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তাঁহারা কোন সময়ে একত্রিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, হে মহাভাগগণ! কি প্রকারে বরাঙ্গনা উর্ব্বশী ভূলোক পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গলোকে উপস্থিত হইবেন ও দেবগণের সেবায় নিযুক্ত হইবেন, তোমরা সকলে পরামর্শ করিয়া ইহার কোন সদুপায় উদ্ভাবন কর, উর্ব্বশী স্বর্গের ভূষণস্বরূপ, তাঁহার বিরহে স্বর্গরাজ্য বিনষ্টশোভ হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে বিশ্বাবসু নামে অন্যতম গন্ধর্ব্ব প্রভূত বাক্পটুতা প্রকটন পূর্ব্বক কহিয়া উঠিলেন, পূর্ব্বকালে পুরূরবা ও উর্ব্বশী ইহাঁদের উভয়ের পরস্পর সহবাসার্থ যে নিয়ম সংস্থাপিত হয়; আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়াছিলাম। সংস্থাপিত নিয়মের অন্যথা হইলেই উর্ব্বশী পুরূরবাকে পরিত্যাগ করিবেন। আমি নিশ্চয় ও বিশেষরূপে অবগত আছি, কি উপায় অবলম্বন করিলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ভঙ্গ হইতে পারিবে। আমি তোমাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সহায় হইয়া পুরূরবার রাজধানীতে গমন করিতেছি। বিশ্বাবসু এই কথা বলিয়াই প্রতিষ্ঠান নগরে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্বাবসু রজনীযোগে মহারাজের শয়নমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন ও দুইটী মেষের মধ্যে একটীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেন। চারুহাসিনী উর্ব্বশী সেই মেষদ্বয়ের মাতৃস্বরূপ হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তিনি এই ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে তথায় কোন গন্ধর্ব্ব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার শাপমোক্ষের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। মেষ অপহৃত হইলে উর্ব্বশী মহারাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার একটী পুত্র অপহৃত হইল। মহারাজ প্রেয়সীর বাক্যে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিবার ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু উলঙ্গ হইয়া মেষরক্ষার্থ গাত্রোত্থান করিলে, পাছে তাঁহাকে উলঙ্গ দর্শন করিলে পূর্ব্বকৃত নিয়মের অন্যথা হয় ও উর্ব্বশী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, এই আশঙ্কায় প্রিয়তমা কর্ত্তৃক বারম্বার অনুরুদ্ধ হইলেও মহারাজ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন না। গন্ধর্ব্বেরা এই অবসর প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় মেষটীকে অপহরণ করিলেন। ইহাতে উর্ব্বশী দেবী মহারাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন মহারাজ! আমার দ্বিতীয় পুত্রটীও অপহৃত হইতেছে, আর আমি অনাথার ন্যায় উহার রক্ষার্থ কোন উপায় বিধান করিতে পারিতেছি না। রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ উলঙ্গ গাত্রোত্থান করিয়াই অপহর্ত্তাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। গন্ধর্ব্বেরাও সুযোগ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে এক সুমহতী বিদ্যুৎ উৎপাদিত করিলেন, বিদ্যুতের প্রভা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ইহাতে সমুদয় পদার্থ স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। বিদ্যুতের আলোকে উর্ব্বশী নগ্ন অর্থাৎ উলঙ্গ মহারাজকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। নগ্ন দর্শনে তাঁহার শাপান্ত হইল। তিনি কামরূপিণী ছিলেন। শাপমোক্ষ হইবামাত্র তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন, গন্ধর্ব্বেরাও কার্য্য সিদ্ধ হইল দেখিয়া মেষশাবকদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে মহারাজও মেষদ্বয়কে পরিত্যক্ত দেখিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। আসিয়া দেখেন, তাঁহার প্রিয়তমা উর্ব্বশী গৃহে নাই। বুঝিলেন যে, তাঁহারই দোষে উর্ব্বশী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তিরোহিত হইয়াছেন। মহারাজ প্রিয়তমার বিরহে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া পড়িলেন এবং অতিদীন ও করুণরূপে বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। মহারাজ উর্ব্বশীর ইতস্ততঃ অন্বেষণ করত সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত রাজা এই রূপে অন্বেষণ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, উর্ব্বশী প্লক্ষতীর্থে হৈমবতীনাম্নী পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতেছেন, সুন্দরী আর পাঁচটী অপ্সরাদিগের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন। উর্ব্বশী এই রূপে ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া রাজা সাতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশীও অনতিদূরে রাজাকে নয়নগোচর করিয়া, আপন সখীদিগকে কহিলেন, এই সেই পুরুষোত্তম রাজা পুরূরবা, ইহাঁরই সহবাসে আমি এতদিন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। এই বলিয়া সেই রাজাকে দেখাইলেন। উর্ব্বশীর সখীগণ রাজাকে প্রত্যক্ষ করিয়া, সমাবিষ্ট হইলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ইহাঁকে দেখিয়া ইচ্ছা হয় যে, জন্ম গ্রহণ করি, সখীগণ! ইহাঁর মনে অবস্থান কর, আমরা ইহাঁকে পাইলে শাপগ্রস্ত হইতেও ভয় করি না। তাঁহারা পরস্পর ইত্যাদি প্রকার মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন। উর্ব্বশী ঐলানন্দন মহারাজ পুরূরবাকে কহিলেন, বিভো! আমি আপনার সহবাসে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছি। সংবৎসরের মধ্যে আপনার অনেকগুলি কুমার জন্মগ্রহণ করিবে, ইহাতে আর সংশয় নাই; অপর আপনি আর এক রাত্রি আমার সহবাসে অতিবাহিত করিবেন। অনন্তর সুমহাযশা রাজা পুরূরবা নিজরাজধানী প্রস্থান করিলেন। সংবৎসর অতীত হইলে উর্ব্বশী পুনর্ব্বার মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিপুল কীর্ত্তি মহারাজও উর্ব্বশী সহবাসে একরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর উর্ব্বশী ঐলানন্দনকে কহিলেন, গন্ধর্ব্বগণ আপনাকে বরপ্রদান করিতে অভিলাষী। আপনি তাঁহাদের নিকট বরপ্রার্থনা করুন। আর স্বয়ং তাঁহাদের নিকট আপন অভিলাষ ব্যক্ত করুন। আপনি মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমানত্ব প্রার্থনা করুন। রাজা তাহাই করিব বলিয়া গন্ধর্ব্বগণের নিকট বরপ্রার্থনা করিলেন। গন্ধর্ব্বেরাও তথাস্তু বলিয়া মহারাজকে অভিলষিত বরপ্রদান করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ অগ্নি দ্বারা একটী স্থালী পরিপূর্ণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, হে নরাধিপ! তুমি এই অগ্নি দ্বারা যাগ করিয়া, আমাদিগের লোক প্রাপ্ত হইতে পারিবে। অনন্তর মহারাজ উর্ব্বশীগর্ভসম্ভূত সেই পুত্রদিগকে গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, যাইবার সময় সেই গন্ধর্ব্বপ্রদত্ত অগ্নি অরণ্য মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, পুত্রগণের সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর যে স্থানে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছিলেন তথায় প্রত্যাগমন করিয়া সেই অগ্নি দেখিতে পাইলেন না, কেবল সেই স্থানে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই অশ্বত্থকে শমীজাত বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন ও অগ্নিবিনাশের বিষয় গন্ধর্ব্বদিগকে বিদিত করিলেন। গন্ধর্ব্বেরা সমুদয় অবগত হইয়া অরণী দ্বারা অগ্নি বহির্গত করিতে আদেশ করিলেন। নরাধিপ পুরূরবা গন্ধর্ব্বদিগের আদেশে অরণী দ্বারা মন্থন পূর্ব্বক অশ্বত্থ হইতে অগ্নি বহির্গত করিলেন, এবং সেই অগ্নিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া

যথা বিধানে যজ্ঞ করিলেন। এই প্রকারে বহুবিধ যজ্ঞ সমাধা করিয়া মহারাজ গন্ধর্ব্বদিগের সমান লোক প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ গন্ধর্ব্বদিগের হইতে বরলাভ করিয়া অগ্নিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। পূর্ব্বে অগ্নি একরূপ ছিলেন, কিন্তু ইলানন্দন মহারাজ তাঁহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ত্রিরূপ করিলেন। হে পুরুষোত্তম! ইলানন্দন এইরূপ অসীমপ্রভাবশালী রাজা ছিলেন। তিনি মহর্ষিসমূহ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত পুণ্যতম প্রয়াগে জাহ্নবীর উত্তর তীরে প্রতিষ্ঠান নামক নগর নির্ম্মিত করিয়া তথায় রাজ্য করিয়াছিলেন।

—০*০—

সপ্তবিংশ অধ্যায়। ২৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইলানন্দন মহারাজ পুরূরবার সাত পুত্র ছিলেন। এই মহাত্মারা সকলেই স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও দেবপুত্রের তুল্য হইয়াছিলেন। আয়ু, ধীমান, অমাবসু, ধর্ম্মাত্মা, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু, ও শতায়ু এই সাত জন উর্ব্বশীগর্ভসম্ভূত পুরূরবার পুত্র। অমাবসুর পুত্র ভীম ও নগ্নজিৎ রাজা। ভীমের পুত্র শ্রীমান্ কাঞ্চনপ্রভ। ইনি রাজা হইয়াছিলেন। কাঞ্চনের পুত্র বিদ্বান্ সুহোত্র। সুহোত্রের ঔরসে ও কেশিনীর গর্ভে জহ্নুর জন্ম হয়। মহারাজ জহ্নু সর্ব্বমেধনামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গঙ্গা এই রাজাকে পতি স্বরূপে প্রাপ্ত হইবার লোভে স্বয়ং তাঁহার নিকট অভিসারিকা হন। মহারাজ গঙ্গার প্রার্থনায় অসম্মত হওয়াতে, গঙ্গা তাঁহার সভা নিজ প্রবাহে প্লাবিত করেন। সুহোত্রনন্দন জহ্নু যজ্ঞবাটী গঙ্গাজলে প্লাবিত হইল দেখিয়া ক্রোধভরে গঙ্গাকে কহিলেন, গঙ্গে! আমি সমুদয় জল পান করিয়া তোমার যত্ন বিফল করিতেছি, তুমি সদ্যই তোমার এই গর্ব্বের ফল প্রাপ্ত হও। রাজর্ষি জহ্নু গঙ্গাকে পান করিয়া শেষ করিলেন দেখিয়া মহর্ষিগণ গঙ্গাকে জহ্নুর দুহিতাস্বরূপে পরিকল্পনা করিলেন ও তদবধি উঁহার জাহ্নবী এই নাম হইল। জহ্নু যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যুবনাশ্বের শাপে গঙ্গা নিজঅর্দ্ধাংশ দ্বারা সরিৎশ্রেষ্ঠা কাবেরীকে নির্ম্মিত করেন, এই অনিন্দিতা কাবেরীই জহ্নুর ভার্য্যা হন। জহ্নু কাবেরীর গর্ভে সুনহ নামক এক ধার্ম্মিক প্রিয় পুত্রের জন্ম প্রদান করেন। সুনহের পুত্র অজক। অজকের পুত্র মহীপতি বলাকাশ্ব। বলাকাশ্ব অতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন। ইঁহার পুত্র কুশ। কুশের দেবতুল্য প্রভাব কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ব ও মূর্ত্তিমান নামে চারি পুত্র হন। ইহার পর বনচর পহ্লবদিগের সহিত সংবৃদ্ধ রাজা কুশিক, ইন্দ্রতুল্য পুত্র প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে পুরন্দর কুশিকের অত্যুগ্র তপস্যা দর্শন করিয়া পুত্রজননসমর্থ স্বকীয় অংশ প্রেরণ করিলেন এবং উহাকেই পুত্রত্বে কল্পনা করিলেন। এইরূপে ভগবান ইন্দ্রই কুশিকনন্দন গাধিস্বরূপে উৎপন্ন হইলেন। কুশিকের ভার্য্যার নাম পৌরকুৎসী, এই পৌরকুৎসীর গর্ভেই গাধির উৎপত্তি হইল। গাধি রাজার সত্যবতীনাম্নী মহাভাগ্যা শুভা এক কন্যা ছিলেন। মহারাজ গাধি নিজ দুহিতা সত্যবতীকে ভৃগুপুত্র ঋচীকের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। ভৃগুনন্দন ঋচীক ভার্য্যা সত্যবতীর প্রতি প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ ভার্য্যা সত্যবতী ও শ্বশুর গাধিরাজ উভয়েরই পুত্রকামনায় চরু প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর ভার্য্যাকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, তুমি এই চরু ভোজন করিবে ও তোমার মাতাকে এই চরু

ভক্ষণ করিতে দিবে। তোমার মাতার গর্ভে দ্যুতিমান্ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ এক পুত্রের জন্ম হইবে। ঐ পুত্র ক্ষত্রিয়প্রধানদিগের বিজেতা হইবে, কোন ক্ষত্রিয়ই উঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবে না। আর কল্যাণি! এই চরু ভোজন করিলে তোমার গর্ভেও ধৃতিমান্ তপোধন শমপরায়ণ এক দ্বিজবর জন্ম হইবেক। ভৃগুনন্দন ঋচীক ভার্য্যাকে এই রূপ কথা বলিয়া নিত্য তপস্যা করিবার উদ্দেশে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর গাধিরাজ তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কন্যাকে দর্শন করিবার মানসে সস্ত্রীক ঋচীকের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন সত্যবতী মহর্ষিপ্রদত্ত চরুদ্বয় গ্রহণ করিয়া, নিজ জননীর নিকট নিবেদন করিয়া দিলেন দৈবক্রমে উঁহার মাতা চরুর বিপর্য্যয় করিয়া ফেলিলেন, তাঁহার নিজের চরু দুহিতা সত্যবতীকে প্রদান করিলেন ও সত্যবতীর চরু স্বয়ং ভোজন করিলেন! অনন্তর সত্যবতী ক্ষত্রিয়নাশক গর্ভ ধারণ করিলেন। তাঁহার গর্ভ অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্ট এবং দেখিতে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়াছিল। পরে দ্বিজরাজ ঋচীক আপনার বরবর্ণিনী ভার্য্যার গর্ভদর্শনে ধ্যান করিয়া দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে ভদ্রে! মাতা চরুর বিপর্য্যয় করিয়া তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন সুতরাং তোমার গর্ভে অতি নিষ্ঠুর এবং অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ এক পুত্রের জন্ম হইবেক। কিন্তু তোমার মাতৃগর্ভে যেটী জন্মপরিগ্রহ করিবে, সেটী অত্যন্ত তপোনিষ্ঠ এবং বেদজ্ঞ হইবেক। কারণ আমি যে বলে সমুদয় বেদ তাহাকে সমর্পণ করিয়াছি।"

সৌভাগ্যবতী সত্যবতী স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন যে, আমার গর্ভে যেন এরূপ পুত্রের জন্ম না হয়। আপনার ঔরসে কি এক হতভাগ্য ব্রাহ্মণাধমের জন্ম হইবে? এই কথা শুনিয়া মুনি কহিলেন যে, ভদ্রে! এটী আমার অভিপ্রেত নহে। আমি কি করিব? যেরূপ বলিয়াছি, তাহা হইবেই হইবে। কিছুতেই আর ইহার অন্যথা হইতে পারে না। তোমার পিতা এবং মাতার দোষেই এরূপ পুত্রের জন্ম হইবেক। সত্যবতী পুনর্ব্বার কহিলেন, মহর্ষে! আপনি ইচ্ছা করিলে ত্রিভুবন সৃষ্টি করিতে পারেন, পুত্রের কথা আর কি বলিতেছেন? অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটী শান্ত এবং সরল পুত্র প্রদান করুন। আর যদি ইহা অন্যথা করিতে আপনি অক্ষম হন, তবে এইরূপ করুন, যাহাতে আমাদের পৌত্রও উক্তরূপ গুণোপেত হয়।

অনন্তর মুনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! বরবর্ণিনি! পৌত্রের প্রতি আমার কিছুমাত্র বিশেষ অবিশেষ নাই। অতএব তুমি যেরূপ বলিতেছ, তাহাই হইবে।

পরে ভৃগুবংশধর শান্ত দান্ত এবং তপোনিষ্ঠ জমদগ্নি সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। চরুর বিপর্য্যয় হেতু রুদ্র, এবং বিষ্ণুর যজন প্রযুক্ত বিষ্ণু অংশে জমদগ্নির জন্ম হইল। অনন্তর সেই পুণ্যশীলা সত্যধর্ম্মপরায়ণা সত্যবতী কৌশিকী নামে এক মহানদীর রূপ ধারণ করিয়াছেন।

পরে তপস্যানিরত মতিমান্ ঋচীকপুত্র জমদগ্নির ঔরসে কামলীনাম্নী ইক্ষাকুবংশীয় রেণু নামক নরপতির দুহিতার গর্ভে জামদগ্ন্যের জন্ম হয়। তিনি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা এবং ধনুর্ব্বেদের পারদর্শী ছিলেন। এবং তিনিই পরশুরাম নামে বিখ্যাত হইয়া সাক্ষাৎ প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন।

এই রূপে সত্যবতীর গর্ভে ঋচীকের তিন পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠের নাম জমদগ্নি। ইনি বেদবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রবলতপোবল-

শালী ছিলেন। মধ্যমের নাম শুনঃশেফ এবং কনিষ্ঠ শুনঃপুচ্ছ।

কুশিকনন্দন গাধিরও বিশ্বামিত্র নামে পুত্র জন্মে। ইনি শান্ত, বিদ্বান্ এবং তপোবলসমন্বিত ছিলেন। এবং ইনিই ব্রহ্মর্ষির সমকক্ষ হইয়া সপ্তর্ষির মধ্যে গণ্য হন। ভৃগুমুনির প্রসাদে কৌশিক হইতে বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়। ইনিই পূর্ব্বে বিশ্বরথ নামে প্রথিত ছিলেন, বিশ্বামিত্রের দেবরাতাদি ত্রিলোকবিখ্যাত কয় পুত্র জন্মে। আমি তাঁহাদিগের নাম পরম্পরা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

দেবশ্রবা ও কতি। এই কতি হইতেই কাত্যায়ন বংশের উদ্ভব হইয়াছে। শালাবতীর গর্ত্তে হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। আর রেণু হইতে রেণুমান্ নামক পুত্রের জন্ম হয়। সাঙ্কৃতি, গালব, মুদ্গল, মধুচ্ছন্দ, জয়, দেবল, অষ্টক, কচ্ছপ, হারিত, এই সমুদয় বিশ্বামিত্রের পুত্র। সেই মহাত্মা কৌশিকদিগের গোত্র ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে। পাণিন, বভ্রু, ধ্যানজপ্য, পার্থিব, দেবরাত, শালঙ্কায়ন বাস্কল, লোহিত, যামদূত, কারীষি, সৌশ্রুত, কৌশিক, সৈন্ধবায়ন, দেবল, রেণু, যাজ্ঞবল্ক্য, অঘমর্ষণ, ঔদুম্বর, অভিষ্ণাত, তারকায়ন চুঞ্চুল, এই সকল তাঁহাদিগের গোত্র। শালাবতীর গর্ভে হিরণ্যাক্ষ, সাঙ্কৃত্য ও গালব ইহাঁদিগের উৎপত্তি হয়। নারায়ণি ও নর নামে বিশ্বামিত্রের আর দুই পুত্র ছিলেন। কুশিকবংশে অন্যান্য বহুসংখ্যক ঋষির জন্ম হয়। হে মহারাজ! এই পৌরব ও ব্রহ্মর্ষি কৌশিকের বংশবিস্তার বর্ণন করিলাম। এই বংশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয় কুলের পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে, বিশ্বামিত্রের আত্মজদিগের মধ্যে শুনঃশেফ সকলের অগ্রজ। এই বিশ্বামিত্রনন্দন মুনিশ্রেষ্ঠ শুনঃশেফ ভার্গব হইয়াও কৌশিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনি হরিদশ্বের যজ্ঞে পশুরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দেবতারা ইহাঁকে পুনর্ব্বার বিশ্বামিত্রের হস্তে প্রদান করেন। দেবতাদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর দেবরাত এই নাম হয়। দেবরাত প্রভৃতি বিশ্বামিত্রের সমুদায়ে সাতটী পুত্র আর দৃষদ্বতীর গর্ভে ও বিশ্বামিত্রের ঔরসে অষ্টকনামে এক পুত্রের জন্ম হয়। অষ্টকের পুত্র লৌহি। এই সমুদয় জহ্নুগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর মহাত্মা আয়ুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছি

অষ্টবিংশ অধ্যায়। ২৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন। আয়ুর পাঁচ পুত্র, ইহাঁরা সকলেই মহারথ বীর। স্বর্ভানুতনয়া প্রভার গর্ত্তে ইহাঁদিগের জন্ম হয়। প্রথম নহুষের জন্ম হয়, তাহার পর ক্রমশ বৃদ্ধশর্ম্মা, রম্ভ, রাজি, অনেনা, ইহাঁদিগের উৎপত্তি হয়। ইহাঁরা সকলেই ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়াছিলেন। রজির পাঁচ শত পুত্র হইয়াছিল। এই পঞ্চ শত ক্ষত্রিয় রাজেয় নামে বিখ্যাত। ইহাঁরা ভগবান ইন্দ্রের ভয়নাশক ছিলেন। যখন দেব ও অসুরদিগের পরস্পর ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল তখন দেবগণ ও অসুরগণ ভগবান্ ব্রহ্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আমাদিগের ত পরস্পর ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত। হে সর্ব্বভূতেশ্বর! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে বলিয়া দিন আমাদের উভয় দলের মধ্যে কাহাদিগের জয়লাভ হইবে। আমরা আপনার উত্তর বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি। দেবতা ও অসুরদিগের প্রশ্নে ভগবান ব্রহ্মা উত্তর করিয়া কহিলেন, হে দেব ও অসুরগণ! মহাবীর রজি তোমাদের উভয় দলের মধ্যে যাহাদের সাহায্যার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই

দলই যুদ্ধে ত্রিভুবনজয়ী হইবে সন্দেহ নাই। দেখ, যেখানে রজি গমন করিবেন, ধৈর্য্য তাঁহার সঙ্গী হইবে।' যেখানে ধৈর্য্য সেই খানেই লক্ষ্মী, আর যেখানে ধৈর্য্য ও লক্ষ্মী একত্র হয়, তথায় ধর্ম্ম ও জয় উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই। রজি যে পক্ষে যুদ্ধ করিবেন, সেই পক্ষের নিঃসংশয় জয় হইবেক। ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে দেবদানবেরা প্রীত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই জয়েচ্ছায় মহারাজ রজিকে বরণ করিবার উদ্দেশে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ রজি স্বর্ভানুর দৌহিত্র, প্রভার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি পরমতেজস্বী ও সোমবংশবিবর্দ্ধন রাজা ছিলেন। দৈত্য ও দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে মহারাজ রজিকে বলিলেন রাজন্। আপনি আমাদিগের পক্ষে জয়সাধনার্থ ধনু গ্রহণ করুন।

অর্থজ্ঞ মহারাজ রজি স্বার্থের উদ্দেশে স্বকীয় যশ প্রকাশ পূর্ব্বক দেবতা ও দৈত্যদিগের সমক্ষে ইন্দ্রকে বলিলেন, হে বাসব! যদি বীর্য্যবলে সমুদয় দৈত্যদিগকে পরাভব করিয়া আমি স্বয়ং ইন্দ্র হইতে পারি, তবেই আমি তোমাদিগের পক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারি। দেবগণ প্রথমে হৃষ্টান্তঃকরণে রজির বাক্যে প্রীত হইলেন ও কহিলেন, রাজন্! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন হইবেক। তখন মহারাজ রজি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুরদিগকেও দেবতাদিগের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন। দানবেরা নিতান্ত দর্পিতহৃদয়। তাহারা কেবল স্বার্থমাত্রই বিলক্ষণরূপ বুঝিত। সুতরাং সাহঙ্কার বাক্যে মহারাজ রজির প্রশ্নে এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিল, রাজন্! প্রহ্লাদ আমাদিগের ইন্দ্র, আমরা তাঁহারই নিমিত্ত বিজয় প্রার্থনা করিতেছি, অতএব মহারাজ! আপনি এ সময় ক্ষান্ত হউন। রজি অসুরদিগকে বলিলেন, তাহাই হইবে। অনন্তর দেবগণ উহাঁকে পুনর্ব্বার উত্তেজিত করিয়া দিলেন। তাহাঁরা বলিলেন, মহারাজ! আপনি অসুরদিগকে পরাজয় করিয়াই আমাদিগের ইন্দ্র হইবেন।

অনন্তর মহারাজ বজ্রপাণি দেবরাজের অবধ্য অসুরদিগকে বধ করিলেন। এই প্রকারে জিতেন্দ্রিয় শ্রীমান্ মহারাজ রজি দানবদিগের প্রাণ বিনাশ করিয়া দেবগণের পূর্ব্ববিনষ্টা লক্ষ্মীকে পুনরুদ্ধার করিলেন। অনন্তর শতক্রতু দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের সহিত বলিলেন যে, আমি রজির পুত্র। এই কথা বলিয়াই মহারাজ রজিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন তাত! আপনি অখিল দেবগণের ইন্দ্র, ইহাতে আর সংশয় নাই দেখুন আমি ইন্দ্র আমি কর্ম্ম দ্বারা আপনার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইব। মহারাজ রজি দেবরাজের বাক্যে প্রতারিত হইয়া প্রীত মনে তাহাঁকে বলিলেন, দেবরাজ! তাহা হইবে। অনন্তর কালক্রমে দেবসদৃশ মহীপতি রজি স্বর্গলাভ করিলেন। তাঁহার স্বর্গ প্রাপ্তির পর তদীয় তনয়েরা অচিরাৎ ইন্দ্রের দায়াদস্বরূপ হইলেন ও পৈতৃক রাজ্যের অংশ গ্রহণ করিলেন। রজির পাঁচ শত পুত্র ছিলেন, তাঁহারা সকলে ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য যুগপৎ আক্রমণ করিলেন। এই রূপে বহুকাল অতীত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র হৃতরাজ্য ও হৃতভাগ হইয়া মহাবল বৃহস্পতিকে বলিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি বদরীফলমাত্র আমার পুরোডাশ অর্থাৎ ভক্ষ্য বিধান করুন, যাহা দ্বারা আমি নিজ তেজে আপ্যায়িত থাকিতে পারি। ব্রহ্মন্! আমি হৃতরাজ্য ও হৃতাশয়, কৃশ ও বিমনা হইয়া পড়িয়াছি। আমার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে হৃত হইয়াছে, আমি হতবুদ্ধি ও মূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। প্রভো! রজির পুত্রেরাই আমার দুর্দ্দশা করিয়াছে। বৃহস্পতি

বলিলেন, হে অনঘ! যদি তুমি পূর্ব্বে আমাকে এ বিষয় জানাইয়া রাখিতে, তাহা হইলে, আমি তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে বিশেষরূপে সচেষ্ট থাকিতাম। এমন কি, তাহা হইলে এরূপ অকর্ত্তব্য কার্য্য একবারে হইতেই পারিত না। যাহা হউক, হে দেবেন্দ্র! এক্ষণে যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে আমি বিশেষরূপে সচেষ্ট থাকিব, তাহাতে আর সংশয় নাই। বৎস! তুমি দুর্ম্মনা হইও না, যাহাতে অচিরাৎ তুমি আপন ভাগ ও রাজ্য পুনর্ব্বার লাভ করিতে পার, আমি শীঘ্রই তাহার সদুপায় করিতেছি। অনন্তর দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বৃহস্পতি ইন্দ্রের তেজোবর্দ্ধনোদ্দেশে দৈবকার্য্য করিলেন। আর সেই রজি দায়াদগের বুদ্ধিমোহ উৎপাদন করিলেন। ভগবান্ বৃহস্পতি উহাদিগের বিনাশার্থ নাস্তিবাদ শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। এই শাস্ত্র সনাতন ধর্ম্মবিদ্বেষী ইহা তর্কশাস্ত্র সকলের শেষ, আর অসাধু ব্যক্তিসমূহের মনোবৃত্তির অনুগামী। ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষেরা কথার অবসরেও উহার বিষয় আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন না। লঘুচেতা রজিপুত্রগণ বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের নিতান্ত বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। তাহারা ন্যায়রহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল, ও সেই নাস্তিবাদ শাস্ত্রের মতকেই বহুমাননা করিতে লাগিল। এই ঘোর অধর্ম্মাচরণ দ্বারা সেই পাপাত্মারা সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র এই রূপে পুনর্ব্বার দুষ্প্রাপ্য ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। বৃহস্পতির প্রসাদে বিনষ্ট রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া তিনি পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন।

এ দিকে যখন সেই রজিনন্দনগণ রাগোন্মত্তহৃদয়, বিধর্ম্মী ব্রহ্মদ্বেষী ও হতবীর্য্যপরাক্রম হইল, তখন ইন্দ্র সুরৈশ্বর্য্য ও স্বর্গরাজ্য লাভ করিলেন। তিনি কামক্রোধপরায়ণ ঐ রজিসুতদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। যে ব্যক্তি দেবরাজের এই স্বর্গচ্যুতিবৃত্তান্ত ও তাঁহার পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্য প্রাপ্তির বিবরণ শ্রবণ ও ধারণ করেন, তাঁহার দৌরাত্ম্যভয় এক বারে নিবারণ হয়।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রম্ভ অনপত্য ছিলেন। এক্ষণে অনেনার বংশ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। অনেনার পুত্র মহাযশা প্রতিক্ষত্র রাজা। প্রতিক্ষত্রের পুত্র সৃঞ্জয়নামে বিখ্যাত ছিলেন। সৃঞ্জয়ের পুত্র জয়। জয়ের পুত্র বিজয়। বিজয়ের পুত্র কৃতি। কৃতির পুত্র হর্য্যত্বত, হর্য্যত্বতের পুত্র প্রতাপশালী রাজা সহদেব। সহদেবের পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ নদীননামে বিখ্যাত ছিলেন। নদীনের পুত্র জয়ৎসেন। জয়ৎসেনের পুত্র সঙ্কৃতি। আর সঙ্কৃতির পুত্র ধার্ম্মিকবর মহাযশা ক্ষত্রধর্ম্মা, এই অনেনার বংশ শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ক্ষত্রবৃদ্ধের আত্মজ মহাযশা সুনহোত্র। সুনহোত্রের তিনপুত্র. সকলেই পরমধার্ম্মিক ছিলেন। এই তিন জনের নাম কাশ, শল ও প্রভু গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনকের বংশায়েরা শৌনক নামে বিখ্যাত। শুনকের বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণেরই উদ্ভব হইয়াছিল। শলের পুত্র আর্ষ্টিসেন, আর্ষ্টিসেনের কাশ্য। কাশ্যের পুত্র কাশ্যপ ও মহারাজ দীর্ঘতপা। দীর্ঘতপার পুত্র ধন্ব। ধন্বের পুত্র ধন্বন্তরি। ধীমান্ ধন্ব পুত্রকামনায় সুমহৎ তপস্যা সাধন করেন। এই তপস্যার শেষ হইলে ইহারই বলে ধন্বের ঔরসে ধন্বন্তরির জন্ম হয়। ধন্বন্তরি মনুষ্যাব

ঔরসোৎপন্ন হইয়াও দেবস্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে বৈশম্পায়ন! ধন্বন্তরি মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়াও কি প্রকারে দেবতা হইলেন, এই বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। অতএব আপনি ইহা যথাযথ রূপে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলতিলক! ধন্বন্তরির উদ্ভব বৃত্তান্ত যাবৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে অমৃতমন্থনের সময় সমুদ্রমধ্য হইতেই ধন্বন্তরির উৎপত্তি হয়। কলস হইতে ইনি উৎপত্তি হন। চতুর্দ্দিকে শ্রীপরিবৃত হইয়া ইহাঁর উৎপন্ন হয়। ইনি উৎপন্ন হইয়াই সিদ্ধিকার্য্য অভ্যাস করিতেছিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণুর দর্শনে ইনি ক্ষণকাল স্থির হন। বিষ্ণু ইহাঁকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলেন, তুমি অব্জ অর্থাৎ জলে তোমার জন্ম হইয়াছে। এই কারণেই ইহাঁর নাম অব্জ হইয়াছে। অনন্তর অব্জ বিষ্ণুকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে প্রভো! আমি আপনার তনয়। হে লোকেশ্বরেশ্বর! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাগ কল্পনা করুন ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন। ভগবান্ বিষ্ণু অব্জ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহাকে যথার্থ বাক্য বলিলেন, পূর্ব্বকালে যজ্ঞীয় দেবগণ যজ্ঞবিভাগ কল্পনা করিয়াছেন আর মহর্ষিগণ দেবতাদিগের উদ্দেশে বানহোত্র বিনিয়োগ করিয়া দিয়াছেন। অতএব, এক্ষণে তোমার নিমিত্ত উপহোম করা কোন প্রকারেই সম্ভবে না। তুমি দেবতাদিগের পশ্চাৎ উদ্ভূত হইয়া তাঁহাদিগের পুত্র স্বরূপ হইয়াছ। তুমি দ্বিতীয় জন্মে লোকে বিখ্যাত লাভ করিবে। সেই সময় গর্ভস্থাবস্থাতেই তোমার অণিমাদি সিদ্ধি হইবেক এবং সেই শরীরেই তুমি দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে। [illegible] দ্রব্য, [illegible]বর্ণ চরু, মন্ত্র, ব্রত, জপ এই সকল উপায়ে তোমার প্রীত্যুদ্দেশে যাগ করিবে। তুমি অষ্টবিধ আয়ুর্ব্বেদ বিধান করিবে। এই বিষয় অবশ্যম্ভাবী, ভগবান্ অব্জযোনি ব্রহ্মা ইহা পূর্ব্বেই জানিয়াছেন। দ্বিতীয় যুগে তোমার পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইবেক, ইহাতে আর সংশয় নাই। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে এইপ্রকার বর প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে কাশীরাজ সৌনহোত্রি ধন্ব পুত্রকামনায় দীর্ঘ ও মহৎ তপস্যা সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ প্রার্থনা করিলেন যে, তপোবলে সেই দেবতার সাক্ষাৎকার ও প্রসাদ লাভ করিতে প্রার্থনা করি, যিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে পুত্রসম্পত্তি প্রদান করিবেন।

মহারাজ ধন্ব পুত্রপ্রার্থনায় অব্জ দেবের আরাধনা করেন। অনন্তর ভগবান্ অব্জ মহারাজের আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে সুব্রত! যদি ইচ্ছা কর, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব। রাজা কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন প্রার্থনা করি আমার পুত্র স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমার পুত্র স্বরূপেই বিখ্যাত হউন। অব্জদেব রাজার প্রার্থনায় তথাস্তু (তাহাই হইবে) বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর তাঁহার গৃহে দেব ধন্বন্তরির জন্ম হইল। ইনিও কাশীর রাজা হইয়াছিলেন। মহারাজ সর্ব্বপ্রকার রোগের বিনাশ করিয়া আরোগ্য প্রদান করিতেন। মহারাজ মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট হইতে ভিষককার্য্যনিয়মসম্বলিত আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন ও উহাকে আবার আট ভাগে বিভক্ত করিয়া শিষ্যদিগকে প্রদান করিলেন।

ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্ নামে বিখ্যাত।

কেতুমানের পুত্র ধীর ভীমরথ। ভীমরথের পুত্র রাজা দিবোদাস। ধর্ম্মাত্মা দিবোদাস বারাণসী নগরীর অধিপতি ছিলেন। এই মহাত্মা দিবোদাসের রাজত্বকালে ক্ষেমক-নামক রাক্ষস শূন্য বারাণসী পুরীতে নিবেশ স্থাপন করে। মহাত্মা মতিমান্ নিকুম্ভ বারাণসীকে এই শাপ দিয়াছিলেন যে, তুমি সহস্র বৎসর কাল পর্য্যন্ত শূন্য হইবে। প্রজা-পালক দিবোদাস নগরী শাপগ্রস্ত হইবামাত্র বারাণসী রাজ্যের অন্তরে গোমতী নদীর তীরে এক পরম রমণীয় পুরী সংস্থাপন করিলেন। পূর্ব্ব কালে বারাণসী পুরী ভদ্রশ্রেণ্যের অধিকারে ছিল। নরাধিপ দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী শত পুত্রকে সংহার করিয়া পুরী সংস্থাপন করেন। এইরূপে বলবান্ দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের রাজত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেন।

জনমেজয় কহিলেন, প্রভু নিকুম্ভ কি কারণে বারাণসী নগরীকে শাপ প্রদান করেন? ধর্ম্মাত্মা নিকুম্ভই বা কে ছিলেন, যে তিনি সিদ্ধক্ষেত্র বারাণসীকে শাপ প্রদান করেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজর্ষি দিবোদাস বারাণসী নগরী প্রাপ্ত হইয়া, ঐশ্বর্য্যস্ফীতা ঐ নগরীতে মহাবল প্রতাপের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়েই ভগবান মহেশ্বর দার পরিগ্রহ করিয়া দেবীর প্রিয়কামনায় শ্বশুরসমীপে বাস করিতে লাগিলেন। মহাদেবের অভিরূপ পারিষদ-গণ তাঁহার আজ্ঞায় পূর্ব্বোক্ত উপদেশ দ্বারা পার্ব্বতীর সন্তোষ উৎপাদন করিতেন। মহা-দেবী তাহাতে তুষ্টা ও হৃষ্টা হইতেন, কিন্তু মেনকা কিছুতেই প্রহৃষ্টা হইতেন না। তিনি সর্ব্বদাই পার্ব্বতী দেবী ও দেব পরমেশ্বর উভয়কেই ঘৃণা ও জুগুপ্সা করিতেন। তিনি কন্যা পার্ব্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেন, কন্যে! তোমার ভর্ত্তা মহেশ্বর ও তাঁহার সমুদয় অনুচরবর্গ নিতান্ত অনাচার। মহা-দেব সর্ব্বদাই দরিদ্র, উঁহার শীল নাই। বরদা পার্ব্বতী মাতার সেই অপমানসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া স্ত্রীস্বভাববশতঃ ক্রুদ্ধা হইলেন। অনন্তর তিনি সস্মিতাননে মহা-দেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও বিবর্ণ বদনে মহাদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, দেব! আমি এখানে বাস করিব না তুমি আমাকে স্বকীয় আবাসে লইয়া যাও। মহা-দেব পার্ব্বতীর বাক্যানুসারে বসস্থান নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত ত্রিলোক পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। অনন্তর পৃথিবীতে বাস করিতে তাঁহার অভিরুচি হইল। মহাদেব পৃথিবীতে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া দেখিলেন যে, সিদ্ধক্ষেত্র বারাণসীতে দিবোদাস নগরী সংস্থাপন করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ পার্শ্ববর্ত্তী নিকুম্ভ রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে রাক্ষসরাজ! তুমি বারাণসীতে গমন করিয়া দিবোদাসের পুরীকে শূন্য কর। মৃদু উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক আমার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবে। সেই পার্থিব দিবোদাস মহা-বলপরাক্রম রাজা। নিকুম্ভ প্রভুর আজ্ঞানু-সারে তৎক্ষণাৎ বারাণসী পুরীতে উপস্থিত হইয়া কণ্ডুকনামক এক নাপিতকে স্বপ্নপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে অনঘ! আমি তোমার মঙ্গলসাধন করিব। তুমি আমার বাসার্থ স্থান রচনা করিয়া দেও। আর নগরের প্রান্তভাগে মদীয় রূপের প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা কর। মহারাজ! তাহার পর কণ্ডুক স্বপ্নে যেরূপ আদিষ্ট হইয়া-ছিল, তদনুসারে সকল কার্য্যই সমাধা করিল। রাজাকে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া নগর-পুরীদ্বারে সেই প্রতিমা সংস্থাপন করিল, ও প্রতিদিন যথাবিধানে গন্ধ মাল্য, ধূপ, দীপ, পানীয়, অন্ন, পান, প্রভৃতি বহুবিধ উপচারে প্রতিমায় মহতী পূজা করিতে

লাগিল। এই ব্যাপার সকলেরই বিস্ময়জনক হইয়া উঠিল। এই রূপে গণেশ্বর সেই স্থানে প্রত্যহই পূজিত হইতে লাগিল, ও নগরবাসী তাবৎ লোকদিগকে পুত্র, হিরণ্য, আয়ু, ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ সাধনের নিমিত্ত সহস্র সহস্র বর প্রদান করিতে লাগিল।

রাজা দিবোদাসের সুযশা নামে বিখ্যাতা শ্রেষ্ঠা মহিষী ছিলেন। পতিব্রতা মহিষী কোন সময় স্বামীর আজ্ঞানুসারে পুত্রার্থিনী হইয়া সেই প্রতিমার নিকট উপস্থিত হইলেন, ও বিপুল পূজা বিধান পূর্ব্বক পুত্রার্থে বর প্রার্থনা করিলেন। রাজ্ঞী পুত্রপ্রার্থিনী হইয়া বারম্বার সেই দেবমূর্ত্তির নিকট আসিয়া বর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিকুম্ভ নিজ অভীষ্ট সাধন রূপ কারণ বশতঃ উহাঁকে বর প্রদান করিল না। নিকুম্ভের অভিপ্রায়, বর প্রদান না করিয়া রাজার ক্রোধ উৎপাদন করা, কারণ তাহা হইলেই তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইবেক। অনন্তর দীর্ঘ কাল পরে রাজার ক্রোধাবেশ হইল। রাজা মনে মনে ভাবিলেন, এই ভূত নগরীর সিংহদ্বারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নগরবাসীদিগকে প্রীত হইয়া শত সহস্র বর প্রদান করিতেছে, অথচ আমাকে বর দিতেছে না ইহার কারণ কি? এই ভূত আমার নগরীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমারই দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা পূজিত হইতেছে, কিন্তু এমনই কৃতঘ্ন যে আমি মহিষী দ্বারা পুত্রার্থে বর প্রার্থনা করিলাম, কিছুতেই আমার অভীষ্ট বর প্রদান করিল না ইহার হেতু কি? এই সকল কারণে ইহার আর পূজা করা বিধেয় নহে; বিশেষতঃ আমার রাজ্যে থাকিয়া দুরাত্মা আর কোন প্রকারেই পূজা পাইতে পারে না, অতএব আমি এই দুরাত্মার স্থান বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। দুরাত্মা রাজাধম দিবোদাস এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গণপতির প্রতিষ্ঠা স্থান বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। প্রভু গণপতি আপনার আয়তন রাজা কর্ত্তৃক ভগ্ন ও বিনষ্ট হইল দেখিয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিলেন। গণপতি বলিলেন, রাজন্! আমি তোমার নিকট কোন অপরাধই করি নাই, তুমি নিরপরাধে আমার স্থান বিনষ্ট করিয়াছ, অতএব নিশ্চয়ই তোমার পুরী অকস্মাৎ শূন্যা হইয়া যাইবেক। অনন্তর নিকুম্ভের শাপে বারাণসী পুরী তৎক্ষণাৎ জনশূন্যা হইয়া গেল। নিকুম্ভও পুরীকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক মহাদেব সকাশে উপস্থিত হইল। অনন্তর পুরীস্থ যাবতীয় লোক অকস্মাৎ দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিল এবং দেব মহেশ্বর সেই শূন্য পুরীতে আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। মহাদেব এই রূপে সেই স্থানে আপন পদ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেবী সহবাসে সুখে রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবী গৃহবিপর্য্যয় বশতঃ সেই নূতন স্থানে মনঃ স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি মহেশ্বরকে বলিলেন, আমি এই পুরীতে আর বাস করিতে পারি না। ত্রিপুরান্তকারী ভগবান্ ত্রিনয়ন হাস্য করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি আর এ গৃহ পরিত্যাগ করিব না, আমার গৃহ অবিমুক্ত থাকিবে। আমি সে স্থানে গমন করিব না, তুমি একাকিনী গৃহে গমন কর। তৎকালে মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে বারাণসী অবিমুক্ত হইবেক। বারাণসী এই প্রকারে শাপগ্রস্তা হইয়াছিলেন ও মহাদেব স্বয়ং উহাঁকে অবিমুক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই নগরীতে সর্ব্বদেবনমস্কৃত ধর্ম্মাত্মা মহাদেব সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, তিন যুগ দেবী সহবাসে অতিবাহিত করেন। মহাত্মা মহেশ্বরের সেই পুর কলিকাল উপস্থিত হইলে অন্তর্হিত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্তর্হিত হইলেও স্বস্থান পরিত্যাগ করে না। এই প্রকারে বারাণসী

শপ্ত হইয়াছিলেন ও পুনর্ব্বার স্বনিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দ্দম্ নামে বিখ্যাত ছিলেন। দিবোদাস বালক বলিয়া ঘৃণা পূর্ব্বক উহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মহারাজ দুর্দ্দম হৈহয়ের দায়াদত্ব করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি বৈরভাবের উচ্ছেদ করিবার মানসে দিবোদাস কর্ত্তৃক বল পূর্ব্বক হৃত পিতার বিষয়সম্পত্তি পুনর্ব্বার গ্রহণ পূর্ব্বক স্ববশে আনয়ন করিলেন।

দিবোদাসের ঔরসে ও দৃশদ্বতীর গর্ভে প্রতর্দ্দন নামক এক বীরের জন্ম হয়। প্রতর্দ্দন বাল্যাবস্থাতেই পিতাকে প্রহার করেন। প্রতর্দ্দনের দুই পুত্র, বৎস আর ভার্গ; ইহাঁরা উভয়েই সুবিখ্যাত ছিলেন। বৎসের পুত্র অলর্ক. অলর্কের পুত্র সন্নতি। কাশীরাজ অলর্ক ব্রহ্মপরায়ণ ও সত্যসন্ধ ছিলেন। রাজর্ষি অলর্কের বিষয়ে প্রাচীনেরা এই শ্লোক গান করিয়াছিলেন, কাশিকুলধুরন্ধর রাজা অলর্ক ষষ্টি সহস্র ষষ্টি শত বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত রূপ ও যৌবন সম্ভোগ করিয়াছিলেন। মহারাজ লোপামুদ্রার প্রসাদে পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রূপযৌবনশালী মহারাজ অলর্কের সুমহৎ রাজ্য ছিল। মহাবাহু মহারাজ বারাণসীর শাপান্ত হইলে ক্ষেমকনামক রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া পুনর্ব্বার রম্য বারাণসীপুরী সংস্থাপিত করেন। সন্নতির পুত্রের সুনীথ এই নাম ছিল। সুনীথের পুত্র ক্ষেম্য। ইনি মহাযশা রাজা ছিলেন। ক্ষেম্যের পুত্র কেতুমান্, কেতুমানের পুত্র সুকেতু। সুকেতুর পুত্র ধর্ম্মকেতু এই নামে বিখ্যাত ছিলেন। ধর্ম্মকেতুর পুত্র মহারথ সত্যকেতু, সত্যকেতুর পুত্র প্রজাপতি বিভু। বিভুর পুত্র সুবিভু। সুবিভুর পুত্র সুকুমার, সুকুমারের পুত্র ধৃষ্টকেতু, ইনি পরমধার্ম্মিক ছিলেন। ধৃষ্টকেতুর পুত্র প্রজাপালক বেণুহোত্র, বেণুহোত্রের পুত্র প্রজেশ্বর ভর্গ। বৎস হইতে বৎসভূমির উৎপত্তি আর ভার্গব হইতে ভৃগুভূমির উৎপত্তি হয়। ভার্গববংশে অঙ্গিরার এই সমস্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবিধ জাতীয় সহস্র সহস্র পুত্র জন্মিয়াছিল। নহুষের বংশোৎপন্ন এই সমস্ত ব্যক্তিরাই কাশি এই নামে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

—*—

ত্রিংশ অধ্যায়। ৩০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাতেজা নহুষের ঔরসে ও পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে ইন্দ্রতুল্য তেজঃশালী ছয় পুত্রের জন্ম হয়। ইহাঁদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যতি, দ্বিতীয় যযাতি, তৃতীয় সংযাতি, চতুর্থ আযাতি, পঞ্চম ভব, ও ষষ্ঠ সুযাতি। ইহাঁদিগের মধ্যে দ্বিতীয় যযাতি রাজা হইয়াছিলেন। তিনি পরমধার্ম্মিক এবং গোনাম্নী ককুৎস্থকন্যাকে ভার্য্যাস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যতি মোক্ষধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক মুনিস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মভূত হন। সেই পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে দ্বিতীয় যযাতি সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিয়া শুক্রের কন্যা দেবযানীকে ভার্য্যাস্বরূপে প্রাপ্ত হন। আর বৃষপর্ব্বা নামক অসুরের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা যযাতির দ্বিতীয় পত্নী হন। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। আর বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্য, অনু, ও পুরু এই তিন পুত্রের জননী। ইন্দ্র মহারাজ যযাতির প্রীতি প্রীতি ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নিরতিশয় দীপ্তিশালী এক খানি রথ প্রদান করিয়াছিলেন। রথখানি কাঞ্চনময় ও স্বেচ্ছাচার। ঐ দিব্য রথ শুভ্রবর্ণ মনের ন্যায় বেগশালী স্বর্গীয় শ্রেষ্ঠ অশ্ব দ্বারা যুক্ত। মহারাজ যযাতি রথের বলে বীরকার্য্য উদ্ধার করিতেন। তিনি ষড়ঙ্গবিশিষ্ট সেই শ্রেষ্ঠ

রথ দ্বারা সমগ্র মহীকে জয় করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধস্থলে দুর্দ্ধর্ষপ্রতাপ হইয়া ইন্দ্রের সহিত দেবসমূহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাহার পর সেই রথ যাবতীয় পুরুবংশীয়দিগের অধিকারে ছিল। পরে বসুনামা চেদিরাজের হস্তগত হয়। কুরুবংশীয় জনমেজয়ের সময় পর্য্যন্ত সেই রথ কৌরবদিগের অধিকারে ছিল। অবশেষে পরীক্ষিৎতনয় জনমেজয়ের সময় ধীমান্ গার্গ্যের শাপে সেই রথ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রাজা জনমেজয় গর্গের পুত্র বালক বাকুক্রুরের প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ব্রহ্মহত্যার পাতক পাতকী হন। রাজর্ষি জনমেজয় এই প্রকারে পাপগ্রস্ত এবং পুরবাসী ও জানপদবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি মানসিক শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন সুস্থ হইল না। অনন্তর মহারাজ শৌনক ইন্দ্রোতের শরণাপন্ন হইলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৌনক ইন্দ্রোত মহারাজের পাপবিনাশানন্তর পাবনার্থে তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইলেন। লোহগন্ধ তাঁহার অবভৃথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহার পর শক্র প্রীত হইয়া সেই কুরুবংশীয় রথ চেদিপতি বসুনামক রাজাকে প্রদান করিলেন। বসু হইতে বৃহদ্রথ সেই রথ প্রাপ্ত হন। বৃহদ্রথের পর তাঁহার পুত্র সেই রথ প্রাপ্ত হইলেন। হে কৌরবনন্দন! তাহার পর ভীম জরাসন্ধের প্রাণসংহার করিয়া প্রীতিসহকারে সেই রথ বাসুদেব কৃষ্ণকে প্রদান করেন।

নহুষনন্দন যযাতি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে জয় করিয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত করত পাঁচ পুত্রের প্রত্যেককে এক এক ভাগের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। মতিমান্ মহারাজ যযাতি এই রূপে রাজ্য বিভাগ করিয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে তুর্ব্বসুকে, পশ্চিম দিকে দ্রুহ্যুকে, উত্তর দিকে অনুকে, আর পূর্ব্বোত্তর দিকে জ্যেষ্ঠ যদুকে নিয়োজিত করিলেন। পরে মধ্য ভাগে পুরুকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। সেই তুর্ব্বসু প্রভৃতি রাজগণ অদ্যাপি সপ্তদ্বীপা সপত্তনা এই সমগ্র পৃথিবীকে নিজ নিজ বিভাগানুসারে ধর্ম্মের সহিত প্রতিপালন করিতেছেন। তাঁহাদের সকলের কাহার কয় পুত্র হইয়াছিল, পরে বর্ণনা করিব।

কালক্রমে মহারাজ যযাতি পাঁচ পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্রদিগের হস্তে ধনুর্ব্বাণ নিক্ষেপ করিয়া বন্ধুগণের প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ পূর্ব্বক জরাগ্রস্ত হইলেন। অপরাজিত মহারাজ যযাতি নিক্ষিপ্তশস্ত্র হইয়া পৃথিবীকে অবলোকন পূর্ব্বক প্রীতিমান্ হইলেন। যযাতি এই প্রকারে পৃথিবী বিভাগ করিয়া যদুকে কহিলেন, হে পুত্র! তুমি কার্য্যান্তরে আমার জরা প্রতিগ্রহ কর। আমি তোমাকে জরা প্রদান পূর্ব্বক তোমার রূপ যৌবন গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার তরুণ হইয়া এই সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করি। যদু পিতার বাক্যে এই প্রত্যুত্তর দিলেন, রাজন্! আমি কোন ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহাকে অনির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা প্রদান করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞাভার হইতে বিমুক্ত না হইয়া আর আপনার জরা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। দেখুন, জরাতে পানভোজনজনিত অশেষবিধ দোষ; অতএব রাজন্! আমি আপনকার জরা গ্রহণ করিতে সাহস করি না। মহারাজ! আপনার আরও অনেক পুত্র রহিয়াছেন; তাঁহারা আমা হইতেও মহাশয়ের প্রিয়তর, অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি তাঁহাদের মধ্যেই এক জনকে আপনার জরাভার প্রতিগ্রহ করিতে অনুরোধ করুন। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ

মহারাজ যযাতি পুত্র যদুর উত্তর শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি কুপিত হইলেন ও তাঁহাকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, দুর্ব্বুদ্ধে। তুই আমার বাক্য অবহেলা পূর্ব্বক আমাকে অনাদর করিলি? অতএব তোর কোন্ আশ্রম অপ্রতিহত রহিল, তুই কোন্ ধর্ম্ম বিধান করিলি? যযাতি এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে যদুকে এই শাপ দিলেন যে, রে মূঢ়। তোর সন্তানসন্ততির রাজ্যভোগ হইবে না। অনন্তর মহারাজ যযাতি ক্রমে ক্রমে তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও অনু ইহাঁদিগের প্রত্যেকের নিকটও আপন প্রার্থনা ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু তাহারা সকলেই মহারাজের বাক্য অবহেলা করিল। অপরাজিত মহারাজ যযাতি ইহাদিগকেও শাপ প্রদান করিলেন। হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ। আমি এই সকল বিষয় পূর্ব্বেই আপনার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। হে মহারাজ। যযাতি এই প্রকারে পূর্ব্বপূর্ব্বজ চারি পুত্রের প্রত্যেককেই শাপ প্রদান করিয়া অবশেষে কনিষ্ঠ পুরুর নিকট আপন অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন ও কহিলেন, বৎস পুরো। যদি তোমার অভিমত হয়, আমি তোমায় নিজ জরাভার অর্পণ করিয়া ত্বদীয় রূপ যৌবন গ্রহণ পূর্ব্বক তরুণ হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করি। পুরু পিতার বাক্যে অনুমোদন পূর্ব্বক তাঁহার জরা প্রতিগ্রহ করিলেন, আর যযাতিও পুরুর রূপ গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে ভরতকুলতিলক। মহারাজ যযাতি কামের অন্ত অনুসন্ধান করিবার আশয়ে চৈত্ররথ বনে বিশ্বাচী অপ্সরার সহিত বিহার করিলেন। এই রূপে কোন প্রকারে কামোপভোগ করিয়াও যখন দেখিলেন যে উপভোগ দ্বারা কামের তৃপ্তি হয় না, তখন পুরুর নিকটস্থ হইয়া স্বকীয় জরা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! এই বিষয়ে যযাতি কতকগুলি গাথা গান করিয়াছিলেন, যে গাথা সকলের নীতিময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিমান্ লোকেরা যে রূপে কূর্ম্ম নিজদেহ গোপন করে সেই রূপে কামকে সম্পূর্ণরূপে সম্বরণ করিতে পারেন। এক্ষণে সেই গাথা সকল শ্রবণ করুন। কাম কখনই উপভোগ্য সামগ্রীর উপভোগ দ্বারা শান্ত হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যে রূপ অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ যতই কামোপভোগ করা যায়, ততই কামের শান্তি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে থাকে। পৃথিবীতে যত ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী আছে, তৎসমুদয় একত্র করিলেও এক জনের পরিতৃপ্তি হয় না। অতএব এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া মুগ্ধ হইতে নাই। যখন পুরুষ পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভূতের প্রতি কায়মনোবাক্যে কোন প্রকারেই পাপ ভাব না করেন, তখনই তিনি ব্রহ্ম হইয়া উঠেন। যখন পুরুষ অন্য হইতে ভীত হন না, যখন অন্যান্য প্রাণিবর্গও উহা হইতে ভীত হয় না, যখন তাঁহার ইচ্ছা দ্বেষ কিছুই থাকে না, তখনই তিনি ব্রহ্ম হন। দুর্ম্মতি পুরুষেরা কখনই তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারে না। পুরুষ জরাগ্রস্ত হইলেও তৃষ্ণা জীর্ণ হয় না, তৃষ্ণা প্রাণান্তিক রোগ; অতএব তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সুখ। মানুষ জরাগ্রস্ত হইলে তাহার কেশ জীর্ণ হয়, ও দন্ত সকল জীর্ণ হয়, কিন্তু জরাগ্রস্ত হইলেও পুরুষের ধনাশা ও জীবিতাশা কিছুতেই জীর্ণ হয় না। ইহলোকে যে কামোপভোগ রূপ সুখ আছে আর স্বর্গলোকে যে দিব্য সুখ আছে, এই দুইয়ের কোনটীই তৃষ্ণাক্ষয় রূপী সুখের ষোড়শ অংশের এক অংশেরও তুল্য নহে। রাজর্ষি যযাতি এইরূপ বলিয়া কাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সস্ত্রীক বনে প্রবেশ করিলেন এবং বিপুল তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল পর্য্যন্ত ভৃগুতুঙ্গে

তপস্যা করিয়া, তপস্যার অবসানে অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সস্ত্রীক স্বর্গারোহণ করিলেন। যযাতির বংশে পাঁচ রাজর্ষিশ্রেষ্ঠের উদ্ভব হইয়াছিল। যাঁহারা সূর্য্যকিরণের ন্যায় সমগ্র পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত যদুবংশ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে বংশে ভগবান্ নারায়ণ যাদবকুলতিলক হরি অর্থাৎ কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহারাজ! যে ব্যক্তি যযাতির পুণ্য চরিত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সুস্থ, সন্ততিশালী ও কীর্ত্তিমান্ হন।

একত্রিংশ অধ্যায়। ৩১।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি পূরুর বংশ তত্ত্বতঃ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আর দ্রুহ্য, অনু, যদু, ও তুর্ব্বসু ইহাঁদিগেরও বংশ সকল পৃথক্ পৃথক্ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি বৃষ্ণিবংশবর্ণনপ্রসঙ্গে আমার স্বীয় বংশও আনুপূর্ব্বিক সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি পূরুর উত্তমপৌরুষবিশিষ্ট বংশের বিবরণ শ্রবণ করুন। আমি ইহা সবিস্তরে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি। আপনি এই পবিত্র বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পৌরব বংশ ও দ্রুহ্য, অনু, তুর্ব্বসু ও যদু ইহাদিগেরও বংশপরম্পরা যথাক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূরুর পুত্র মহাবলপ্রতাপ মহারাজ জনমেজয়। জনমেজয়ের পুত্র প্রচিন্বান্। ইনি পূর্ব্ব দিক্ জয় করিয়াছিলেন। প্রচিন্বানের পুত্র প্রবীর, প্রবীরের পুত্র মনস্যু, মনস্যুর পুত্র অভয়দনামক রাজা ছিলেন। অভয়দের পুত্র সুধন্বানামক রাজা। সুধন্বার পুত্র বহুগব, বহুগবের পুত্র সম্পাতি। সম্পাতির পুত্র রহংপাতী রহংপাতীর পুত্র রৌদ্রাশ্ব, রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ঘৃতাচী-নাম্নী অপ্সরার গর্ভে দশ পুত্রের উৎপত্তি হয়। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম ঋচেয়ু, দ্বিতীয় কৃকণেয়ু, তৃতীয় কক্ষেয়ু, চতুর্থ স্থণ্ডিলেয়ু, পঞ্চম সন্নতেয়ু, ষষ্ঠ দশার্ণেয়ু; সপ্তম জলেয়ু অষ্টম মহাবল স্থলেয়ু, নবম বননিত্য, ও দশম বনেয়ু। ইহাঁর দশটী কন্যাও হইয়াছিল, রুদ্রা, শূদ্রা, ভদ্রা, মলদা, মলহা, খলদা, নলদা, সুরসা, গোচপলা, ও স্ত্রীরত্নকূটা। এই সকল কন্যার ভর্ত্তা মহর্ষি প্রভাকর। ইনি অত্রির বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রভাকর রুদ্রার গর্ভে যশস্বী পুত্র সোমকে উৎপন্ন করেন। যৎকালে সূর্য্য স্বর্ভানু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইতেছিলেন ও সমস্ত লোক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন ইনিই প্রভাকে প্রবর্ত্তিত করেন। সূর্য্য পৃথিবীতে পতিত হইতেছেন, এমত সময় ইনি সূর্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, তাহাতেই সূর্য্যদেব আর স্বর্গচ্যুত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন না। এই মহাতপা মহর্ষি অত্রিশ্রেষ্ঠ গোত্র সকল প্রবর্ত্তন করেন। দেবতারা ইহাঁরে অত্রির যজ্ঞে প্রভূত ধন দান করিয়াছিলেন। ইনি সেই দশ পুত্রিকাতে সনামক মহাবল পরাক্রম উগ্রতপা দশ পুত্রের জন্ম প্রদান করেন। রাজন্! সেই বেদপারগ দশ মহর্ষি গোত্রপ্রবর্ত্তক হন। ইহাঁদিগের সাধারণ নাম স্বস্ত্যাত্রেয় কিন্তু ইহাঁরা অত্রিধনবিবর্জ্জিত ছিলেন।

কক্ষেয়ুর তিন মহারথ পুত্র হইয়াছিলেন, সভানর, চাক্ষুষ ও পরমন্যু। সভানরের পুত্র বিদ্বান্ মহারাজ কালানল। কালানলের সৃঞ্জয় নামে ধর্ম্মজ্ঞ এক পুত্র ছিলেন। সৃঞ্জয়ের পুত্র মহাবীর রাজা পুরঞ্জয়। পুরঞ্জয়ের পুত্র মহারাজ জনমেজয়। জনমেজয়ের পুত্র রা-

অর্থি মহাশাল ভূলোকে প্রথিতযশা হইয়াছিলেন। মহাশালের মহামনা নামে পরম ধার্ম্মিক এক পুত্র ছিলেন। মহামনা দেবগণ কর্তৃক পূজিত ও অবর্থনামা ছিলেন। হে ভরতকুলতিলক! মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। উশীনরের রাজবংশীয় পাঁচ পত্নী ছিলেন। নৃগা, কৃমি, নবা, দর্ব্বা, ও দৃশদ্বতী। এই পাঁচ পত্নীর গর্ভে উশীনরের কুলোদ্ভব পাঁচ পুত্র হয়। উশীনরের বৃদ্ধবয়সেও মহৎ তপঃপ্রভাবে এই পঞ্চ পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। নৃগার গর্ভে নৃগ, কৃমির গর্ভে কৃমি, নবার গর্ভে নব, দর্ব্বার গর্ভে সুব্রত ও দৃশদ্বতীর গর্ভে ঔশীনর, শিবির জন্ম হয়। শিবির রাজ্য শিবিনাম। নৃগের যৌধেয়নামক, নবের নবরাষ্ট্রনামক, কৃমির পুরীর নাম কৃমলা ও সুব্রতের রাজধানীর নাম অম্বষ্ঠা। এক্ষণে শিবির কয় পুত্র তাহা শ্রবণ করুন। শিবির চারি পুত্র। বৃষদর্ভ, সুবীর, কৈকেয় ও মদ্রক, সকলে লোকে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের কৈকেয়, মদ্রক, বৃষদর্ভ ও সুবীর এই স্বনাম প্রসিদ্ধ চারি জনপদ সমৃদ্ধি দ্বারা স্ফীত হইয়াছিল। এক্ষণে তিতিক্ষুর সন্তানসন্ততির কথা শ্রবণ করুন। তিতিক্ষুনন্দন পূর্ব্বদিগের রাজা হইয়াছিলেন, ইহাঁর নাম উষদ্রথ। উষদ্রথের পুত্র ফেন। ফেনের পুত্র সুতপা, সুতপার পুত্র বলি। মহারাজ বলির কাঞ্চনময় ইষুধি ছিল। ইনি মানুষ যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে মহারাজ বলি মহাযোগী ছিলেন। বলির পাঁচ বংশধর পুত্র জন্মে। অঙ্গ, বঙ্গ সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ। এক্ষণে বলিবংশোদ্ভব অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। বালেয়েরা ব্রাহ্মণজাত হইয়া বলিরাজার বংশকর হইয়াছিলেন। হে ভারত! ব্রহ্মা প্রীত হইয়া বলিকে এক বর প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা বলিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলেন, বলি! তুমি মহাযোগিত্ব প্রাপ্ত হইবে, তোমার কল্পপরিমাণ আয়ু হইবেক, তুমি সংগ্রাম স্থলে অজেয় হইবে, তুমি ধর্ম্মবিষয়ে প্রধান হইবে। তোমার ত্রৈলোক্যদর্শনোপযোগী ক্ষমতা জন্মিবে, তুমি প্রসবে প্রাধান্য লাভ করিবে। তুমি অপ্রতিম হইবে, তোমার ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শনের ক্ষমতা হইবে। তুমি চারি নিয়ত বর্ণ স্থাপন করিবে। বিভু ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বলি পরমোৎকৃষ্ট শান্তি লাভ করিলেন। বলির মহাতেজা দীর্ঘতপা মুনিপুঙ্গবের ঔরসে ও সুদেষ্ণার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র সকলের উৎপত্তি হয়। বলি নিষ্পাপ সেই পাঁচ পুত্রদিগকে অভিষিক্ত করিয়া কৃতার্থমনা হইলেন। অনন্তর যোগ আশ্রয় পূর্ব্বক যোগাত্মা হইয়া উঠিলেন ও সর্ব্বভূতের অবধ্য হইয়া কালাপেক্ষায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল পরে তিনি স্বকীয় স্থান প্রাপ্ত হইলেন। সেই পঞ্চপুত্রের পাঁচটী জনপদ ছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ও পুণ্ড্রক। এক্ষণে অঙ্গের সন্তান সন্ততির বিষয় শ্রবণ করুন। অঙ্গের পুত্র মহাবলপ্রতাপ রাজেন্দ্র দধিবাহন। দধিবাহনের পুত্র রাজা দিবিরথ। দিবিরথের ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম বিদ্বান্ ধর্ম্মরথ নামে পুত্র হন। ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ। এই ধর্ম্মরথ বিষ্ণুপদ নামক পর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়া ভগবান্ শক্রের সহিত একত্রে সোমপান করিয়াছিলেন। চিত্ররথের পুত্র দশরথ, দশরথের লোমপাদনামক পুত্রিকাপুত্র, শান্তানাম্নী এক দুহিতা ছিলেন। দশরথের পুত্র মহাযশস্বী চতুরঙ্গনামক বীর। ইনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির প্রসাদে দশরথকুলরক্ষার্থে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষের পুত্র মহাযশা চম্প। চম্পা নগরী চম্পের রাজধানী ছিল। এই নগরীই পূর্ব্বে মালিনী নামে বিখ্যাত ছিল। পূর্ণভদ্রপ্রসাদে চম্পের হর্য্যঙ্গ নামে এক পুত্র হইয়াছিল।

বৈভাণ্ডিক মন্ত্রবলে শক্রবারণক্ষমবলশালী বাহনশ্রেষ্ঠ এক বারণকে তাঁহার বাহনার্থ স্বর্গ হইতে অবনীতে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। বলীদের পুত্র রাজা ভদ্ররথ। ভদ্ররথের পুত্র প্রতাপবান্ বৃহৎকর্ম্মা, বৃহৎকর্ম্মার পুত্র বৃহদ্দর্ভ, বৃহদ্দর্ভের পুত্র বৃহন্মনা। রাজেন্দ্র বৃহন্মনার জয়দ্রথ নামে এক মহাবীর পুত্র ছিলেন। জয়দ্রথের পুত্র দৃঢ়রথ. দৃঢ়রথের পুত্র বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের পুত্র কর্ণ। কর্ণের পুত্র বিকর্ণ। কর্ণের একশত পুত্র হইয়াছিল। এই শত পুত্র হইতে অঙ্গরাজার বংশ সম্যক্রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বৃহদ্দর্ভপুত্র মহারাজ বৃহন্মনার দুই পত্নী ছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই বৈনতেয়ের দুহিতা ছিলেন। প্রথমার নাম যশোদেবী ও দ্বিতীয়ার নাম সত্যা। ইহাদিগের হইতেই বংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। যশোদেবীর গর্ভে ব্রহ্মক্ষত্রোত্তর বিজয় নামক পুত্রের উৎপত্তি হয়। এই বিজয়ের পুত্র ধৃতি। ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত। ধৃতব্রতের পুত্র মহাযশা সত্যকর্ম্মা। সত্যকর্ম্মার পুত্র অধিরথ সূত। এই অধিরথ কর্ণকে পুত্র স্বরূপে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহাতেই কর্ণ সূতজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। মহাবল কর্ণের বিষয় আপনার নিকট সমুদয় কীর্ত্তন করিয়াছি। কর্ণের পুত্র বৃষসেন। বৃষসেনের পুত্র বৃষ। ইহাদিগের বংশে উদ্ভূত সত্যব্রত মহাত্মা প্রতাপবান্ মহারথ রাজগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ভৌদ্রাশ্বতনয় ঋচেয়ুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়। ৩২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনাধৃষ্য রাজর্ষি ঋচেয়ু একরাট নামক রাজার পুত্র। জলনাম্নী তক্ষকদুহিতা ঋচেয়ুর ভার্য্যা ছিলেন। রাজর্ষি সেই দেবীর গর্ভে মতিনারনামক পুত্র উৎপন্ন করেন। মতিনারের তিনটী পুত্র ছিলেন, সকলেই পরম ধার্ম্মিক। প্রথম তংসু, দ্বিতীয় প্রতিরথ, তৃতীয় ধর্ম্মপরায়ণ সুবাহু। ইহার গৌরী নামে এক কন্যা ছিলেন। এই গৌরীই মান্ধাতার জননী। তংসু প্রভৃতি তিন জনই বেদবেত্তা, ব্রহ্মপরায়ণ ও সত্যবাদী ছিলেন। সকলেই অস্ত্রবিদ্যাপারদর্শী, মহাবল ও যুদ্ধবিশারদ ছিলেন। প্রতিরথের পুত্র কণ্ব। ইনি রাজা হইয়াছিলেন। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতেই কণ্ব দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে জনমেজয়! ইহার ইলিনীনাম্নী এক কন্যা ছিলেন। ইনি ব্রহ্মবাদিনী ও স্ত্রীশ্রেষ্ঠা ছিলেন। তংসু তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তংসুর পুত্র রাজর্ষি সুরোধ। ইনি মহাবল, প্রতাপবান্ ধর্ম্মনেত্র ও ব্রহ্মবাদী ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম উপদানবী। উপদানবীর গর্ভে ও ঐলিক মহারাজের ঔরসে চারি পুত্রের উৎপত্তি হয়; দুষ্মন্ত, সুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ। দুষ্মন্তের পুত্র মহাবল প্রতাপ ভরত। এই ভরতের সর্ব্বদমন এই একটী নাম ছিল, তাহার কারণ ভরতের অযুত নাগের ন্যায় অসীম বল ছিল। দুষ্মন্তের ঔরসে ও শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে এই চক্রবর্ত্তি গুণসম্পন্ন পুত্রের জন্ম হয়। এই ভরতের ভাবৎ অধিকার ইহাঁরই নামে ভারতবর্ষ বলিয়া বিখ্যাত হয়। কোন সময়ে দুষ্মন্তের প্রতি এই অশরীরিণী আকাশবাণী হইয়াছিল, হে দুষ্মন্ত! মাতা ভস্ত্রা ও পিতার পুত্র ইহারা যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তদাত্মক হইয়া থাকে। অতএব, তুমি তোমার পুত্র ভরতকে ভরণ পোষণ কর। শকুন্তলার অবমাননা করিও না। হে নরদেব! পুত্র যমভয় নিবারণ করিয়া পিতার বংশ রক্ষা করে। তুমি শকুন্তলার গর্ভের জনয়িতা ইহা শকুন্তলা সত্যই বলিয়াছেন।

মহারাজ! মাতৃগণের কোপে ভরতের পুত্রগণ বিনষ্ট হন এ বিষয় আমি পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। মাতৃগণের কোপ হেতু ভরতের পুত্রসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আঙ্গিরস বৃহস্পতির পুত্র মহামুনি ভরদ্বাজ মরুদ্গণ কর্ত্তৃক যজ্ঞবলে ভারতবংশে সংক্রামিত হইলেন। ধীমান্ ভরদ্বাজের এই সংক্রমণবৃত্তান্ত এই স্থানেই উদাহৃত হইয়া থাকে। মরুদ্গণ ভরতের উদ্দেশে ধর্ম্মসংক্রমণ করেন, এ বিষয়ও এই স্থানেই উদাহৃত হইয়া থাকে। ভরদ্বাজ মরুদ্গণ দ্বারা সংযুক্ত করিয়াছিলেন। ভরত এই সকল যজ্ঞ করেন। প্রথমে পুত্রজন্মক্রিয়া বিতথ হইয়া গেল। পরে ভরদ্বাজ হইতেই রাজার বিতথ নামে এক পুত্র হয়। বিতথ জন্মগ্রহণ করিলে, মহারাজ ভরত স্বর্গারোহণ করেন। ভরদ্বাজও বিতথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করিলেন। বিতথেরও পাঁচ পুত্র জন্মে, সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল। সুহোত্রের দুই পুত্র, মহাবলপরাক্রম কাশক ও মহারাজ গৃৎসমতি। গৃৎসমতির ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ত্রিবিধ পুত্র হইয়াছিল। কাশির কাশয় ও দীর্ঘতপা এই দুই পুত্র। দীর্ঘতপার পুত্র বিদ্বান্ ধন্বন্তরি। ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্, কেতুমানের পুত্র বিদ্বান্ ভীমরথ। ভীমরথ দিবোদাস নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ইনি নিখিল রাক্ষসকুলের বিনাশ করেন।

এই সময়েই ক্ষেমকনামক রাক্ষস শূন্যা বারাণসী পুরীকে নিবেশ সংস্থাপন করে। বারাণসী পুরী মতিমান্ নিকুম্ভ কর্ত্তৃক শপ্তা হইয়াছিলেন। নিকুম্ভ এই বলিয়া বারাণসীকে শাপ দেন যে, তুমি সহস্র বৎসর কাল শূন্যা হইয়া থাকিবে। বারাণসী শাপগ্রস্তা হইবামাত্র প্রজেশ্বর দিবোদাস বারাণসীর বহির্ভাগে গোমতীতীরে পরম রমণীয় এক নগরী সংস্থাপন করিলেন। ভদ্রশ্রেণ্যের ধনুর্বিদ্যাবিশারদ এক শত পুত্র ছিলেন, রাজা দিবোদাস এই শত পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিয়া নূতন পুরী সংস্থাপিত করেন। দিবোদাসের পুত্র মহাবীর রাজা প্রতর্দ্দন। প্রতর্দ্দনের দুই পুত্র বৎস ও ভার্গ। অলর্করাজার পুত্র সন্নতিমান্। এই মহীপতি হৈহয়ের রাজত্ব বলপূর্ব্বক অপহরণ করেন। পরে ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র মহাত্মা দুর্দ্দম, দিবোদাস কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক হৃত পিতার বিষয় পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন। দিবোদাস বালক বলিয়া এই দুর্দ্দমকে অবহেলা করিয়াছিলেন। ভীমরথের অষ্টারথ নামে এক পুত্র হন। মহারাজ! সেই ক্ষত্রিয় বৈরভাবের প্রতিশোধ করিবার মানসে দিবোদাসের বালক পুত্রদিগকে প্রহার করেন। কাশীরাজ অলর্ক ব্রহ্মপরায়ণ ও সত্যসঙ্গর রাজা ছিলেন। তিনি ষষ্টি সহস্র ও ষষ্টি শত বৎসর যাবৎ রূপযৌবন সম্ভোগ করত বিপুল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। এ যাবৎ কাল তাঁহার রূপ ও যৌবন অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি লোপামুদ্রার প্রসাদে পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহীপতি মহারাজ বয়ঃশেষে ক্ষেমকরাক্ষসকে বধ করিয়া রমণীয় বারাণসী নগরী পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অলর্কের পুত্র ক্ষেমক নামক রাজা। সুনীথের পুত্র বর্ষকেতু। বর্ষকেতুর পুত্র প্রজাপাল বিভু। বিভুর পুত্র আনর্ত্ত, আনর্ত্তের পুত্র সুকুমার। সুকুমারের পুত্র মহারথ সত্যকেতু। ইহাঁর পুত্র পরম ধার্ম্মিক রাজা মহাতেজা। বৎসের রাজ্য বৎসভূমি। ভার্গব হইতে ভার্গভূমির নাম হইয়াছে। ভার্গবংশে অঙ্গিরার এই সমস্ত পুত্র জন্মিয়াছিল। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র চারিপ্রকার বর্ণই হইয়াছিলেন। সুহোত্রের পুত্র বৃহৎ, বৃহতের তিন পুত্র, অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও বীর্য্যবান পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের তিন পত্নী, নীলী,

কেশিনী ও বরাঙ্গনা ধূমিনী। ইহাঁরা প্রত্যেকেই যশস্বিনী ছিলেন। অজমীঢ়ের ঔরসে ও কেশিনীর গর্ভে জহ্নু নামক এক মহাপ্রতাপ পুত্রের জন্ম হয়। এই জহ্নু সর্ব্বমেধনামক মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন। গঙ্গাদেবী পতিলোভে ইহাঁর নিকট অভিসার করিয়াছিলেন। জহ্নু গঙ্গার প্রার্থনায় সম্মত না হওয়াতে গঙ্গা মহারাজের যজ্ঞমণ্ডপ জলে প্লাবিত করেন। হে ভারতকুলতিলক মহারাজ। জহ্নু যজ্ঞসভা গঙ্গাপ্রবাহে প্লাবিত হইল দেখিয়া ক্রোধভরে গঙ্গাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, গঙ্গে! আমি এক্ষণেই তোমার ত্রিলোকবিসৃত জলপ্রবাহ সংক্ষেপ করিয়া পান করিয়া ফেলিতেছি, তুমি নিজ গর্ব্বের ফলভোগ কর। অনন্তর মহাত্মা মহর্ষিগণ গঙ্গাকে পীত দেখিয়া মহাভাগা গঙ্গাকে জহ্নুর দুহিতা বলিয়া বিখ্যাত করিলেন। জহ্নু যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাবেরীর দেহের অর্দ্ধভাগ পশ্চাৎ গঙ্গার শাপে নদীরূপে পরিণত হইয়াছিল। জহ্নুর পুত্র অজক, ইনি বীর্য্যশালী ও পিতৃপ্রিয় ছিলেন। অজকের পুত্র মহীপতি বলাকাশ্ব। বলাকাশ্ব সাতিশয় মৃগয়াশীল ছিলেন। ইহাঁর পুত্র কুশিক। মহারাজ বলাকাশ্ব মৃগয়াশীল ছিলেন বলিয়া বনচর পহ্লবদিগের সহিত একত্র থাকিয়া বয়োবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র কুশিক ইন্দ্র তুল্য পুত্র প্রাপ্তি কামনায় তপস্যা করিয়াছিলেন। ভগবান্ শক্র তাঁহার তপস্যায় ত্রাসান্বিত হইয়া স্বয়ং মহারাজের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ ইন্দ্র স্বয়ং গাধি রূপে অবতীর্ণ হইলেন; অতএব গাধি রাজা স্বয়ং ভগবান্ ইন্দ্র। গাধির বিশ্বামিত্র, বিশ্বরথ, বিশ্বকৃৎ, ও বিশ্বজিৎ এই কয়েকটী পুত্র ও সত্যবতীনাম্নী একটী কন্যা জন্মে। ঋচীকমুনির ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়। বিশ্বামিত্রের দেবরাত প্রভৃতি বহু পুত্র। ইহাঁরা ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। দেবশ্রবা, কতি, এই কতি হইতেই কাত্যায়নবংশের উদ্ভব হয়; শালাবতীর গর্ভে হিরণ্যাক্ষ; রেণুর গর্ভে রেণুমান্; সাংকৃত, গালব ও মৌদ্গল্য; মহাত্মা কৌশিকদিগের গোত্র বিখ্যাতিলাভ করিয়াছে। পাণিন, বভ্রু, ধ্যানজপ্য, পার্থিব, দেবরাত, শাঙ্কলায়ন, সৌশ্রব, লৌহিত্য, যামদূত, কারীষি, ও সৈন্ধবায়ন এই কয়েকটীই বিখ্যাত কৌশিক গোত্র। অন্যান্য ঋষির নামেও বহু সংখ্যক কৌশিক গোত্র আছে। হে মহারাজ! এই বংশে পৌরব ও ব্রহ্মর্ষি কৌশিকের সম্বন্ধ, অতএব এই বংশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই একত্র সম্বদ্ধ হইয়াছেন। বিশ্বামিত্রের পুত্রবর্গের মধ্যে শুনঃশেফ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মুনিশ্রেষ্ঠ শুনঃশেফ ভার্গব হইয়াও কৌশিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বিশ্বামিত্রের দেবরাত প্রভৃতি অন্যান্য অনেক পুত্র ছিলেন। আর দৃশদ্বতীর গর্ভে ও বিশ্বামিত্রের ঔরসে অষ্টক নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। অষ্টকের পুত্র লৌহি। মহারাজ! এই জহ্নুর বংশ সমগ্র কীর্ত্তন করিলাম। হে ভরতকুলতিলক! এক্ষণে অজমীঢ় বংশের বিবরণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। অজমীঢ়ের ঔরসে ও নীলিনার গর্ভে সুশান্তির পুত্র পুরুজাতি, পুরুজাতির পুত্র বাহ্যাশ্ব, বাহ্যাশ্বের দেব সদৃশ পঞ্চ পুত্র হইয়াছিল। মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, বিক্রমশালী যবীনর ও কৃমিলাশ্ব। শ্রুত আছে, ইহাঁরা পাঁচ জনেই সমস্ত দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন। এই পাঁচ জনের রাজ্য পাঞ্চালরাজ্য, নামে বিখ্যাত। পাঞ্চাল রাজ্য বহুসংখ্যক সমৃদ্ধিশালী স্ফীত জনপদে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহারা দেশের রক্ষাকার্য্যে অলং অর্থাৎ সমর্থ ছিলেন

বলিয়া উহাঁদিগের রাজ্যের পাঞ্চাল এই নাম হইয়াছিল। মুদ্গলের পুত্র সুমহাযশা মৌদ্গল্য। এই সকল মহাত্মা ক্ষত্র বলশালী দ্বিজাতি ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই কণ্ব ও মুদ্গলের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অঙ্গিরার পক্ষ আশ্রয় করিয়া আঙ্গিরস হইয়াছিলেন। মৌদ্গল্যের পুত্র সুমহাযশা ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। ইহাঁর ঔরসে ইন্দ্রসেনার গর্ভে বধ্র্যশ্ব নামক পুত্রের জন্ম হয়। বধ্র্যশ্বের ঔরসে ও মেনকার গর্ভে যমজ সন্তানদ্বয়ের জন্ম হয়, এই যমজদ্বয়ের মধ্যে একটী পুত্র তাঁহার নাম দিবোদাস, অপরটী কন্যা তাঁহার নাম অহল্যা। অহল্যা সাতিশয় যশস্বিনী ছিলেন। শরদ্বত ও অহল্যা হইতে ঋষিশ্রেষ্ঠ সুমহাযশা শতানন্দের জন্ম হয়। শতানন্দের সত্যধৃতিনামক ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী এক পুত্রের জন্ম হয়। কোন সময়ে সত্যধৃতি সম্মুখে এক অপ্সরাকে দর্শন করেন, উহাকে দর্শন করিয়া সত্যধৃতির রেতঃস্খলন হয় ও শরস্তম্বে পতিত হয়। শান্তনু মৃগয়ায় গমন করিয়া কৃপা পূর্ব্বক ঐ শুক্র গ্রহণ করেন। ঐ শুক্র হইতে কৃপ ও গৌতমী কৃপী এই পুত্র ও কন্যার জন্ম হয়। ইহাঁরাই শারদ্বত নামে বিখ্যাত; ইহাঁদিগকেই গৌতম বলে। ইহার পর দিবোদাসের সন্তান সন্ততিদিগের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। দিবোদাসের পুত্র মহারাজ ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ু। মিত্রয়ুর পুত্র সোম, ইহাঁ হইতেই মৈত্রেয়দিগের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাঁরা ক্ষত্রবলসম্পন্ন ভার্গব। মহাত্মা সৃঞ্জয়ের পুত্র পঞ্চজন। পঞ্চজনের পুত্র মহীপতি সোমদত্ত। সোমদত্তের পুত্র মহাযশা সহদেব। সহদেবের পুত্র মহারাজ সোমক। অজমীঢ় বংশ পরিক্ষীণ হইলে অজমীঢ় হইতে সোমকের পুনর্ব্বার জন্ম হইয়াছিল। সোমকের পুত্র জন্তু। জন্তুর এক শত পুত্র ছিল। তাঁহাদিগের যবীয়ান্ পৃষত, ইনিই দ্রুপদের পিতা। দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্টকেতু। এই সকল মহাপুরুষগণ আজমীঢ় ও সোমনামে কথিত হইয়াছেন। অজমীঢ়ের পুত্রদিগের সোমকনামে খ্যাতি হইয়াছে। অজমীঢ়ের মহিষী ধূমিনী। ইনিই আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের জননী ছিলেন। কোন সময়ে ধূমিনীদেবী পুত্রপ্রার্থনায় ব্রতনিয়মপরায়ণা হইয়া অযুতবর্ষকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। ধূমিনী এইরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত দুশ্চর তপস্যা করিয়া, যথাবিধি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, ও পবিত্র বস্তু পরিমিতরূপে ভোজন করিতেন। এইরূপ তপস্যা করিবার সময় তিনি অগ্নিহোত্র কুশোপরি শয়ন করিতেন। অনন্তর বহুকাল কঠোর তপস্যার পর অজমীঢ় ধূমিনী দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহবাস করিলেন। এই সহবাসের ফলস্বরূপ ঋক্ষনামক পুত্রের জন্ম হইল। ঋক্ষ ধূম্রবর্ণ ও সুদর্শন ছিলেন, তাঁহার সম্বরণনামে এক পুত্র হয়। সম্বরণের পুত্র কুরু। ইনিই প্রয়াগ হইতে কিঞ্চিদ্দূরে কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করেন। এই স্থানটী অতি পবিত্র, রমণীয় এবং বহুসংখ্যক পুণ্যাত্মা লোক কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ছিল। কুরুর বংশ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এবং কৌরবেরা ইহার নামেই প্রসিদ্ধ হন। কুরুর সুধন্বা, সুধনু, মহাবাহু পরীক্ষিৎ এবং অরিমেজয় নামে চারিটী পুত্র জন্মে। সুধন্বার পুত্র সুহোত্র। ইনি অতি বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ধর্ম্মার্থবিৎ চ্যবন সুহোত্রের পুত্র। ইনি যজ্ঞ করিয়া তাহার ফলে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী চৈদ্যোপরিচরনামক পুত্রকে প্রাপ্ত হন। ইহাঁর অপর একটী নাম বসু। ইনি আকাশচর ছিলেন। চৈদ্যোপরিচরের ঔরসে গিরিকার গর্ভে সপ্ত পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহারা মহারথ, বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশ, মারুত, যদু এবং মৎস্যকালী

নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তন্মধ্যে মহারথ মগধদেশের রাজা ছিলেন। কুশ যখন যখন মণিবাহন বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট হইতেন।

বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র নামে বিখ্যাত ছিলেন। কুশাগ্রের পুত্র বৃষভ। বৃষভ অশেষ বিদ্যাবিশারদ ও প্রভূতবলশালী ছিলেন। বৃষভের পুত্র ধার্ম্মিকবর পুষ্পবান্, পুষ্পবানের পুত্র মহাবলপরাক্রান্ত রাজা সত্যহিত। সত্যহিতের পুত্র ধর্ম্মাত্মা ঊর্জ্জ, ঊর্জ্জের পুত্র সম্ভব ও জরাসন্ধ। জরাসন্ধ ভূমিষ্ঠ হইবার সময় দুই ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তদেহ হইয়াছিলেন, জরানাম্নী রাক্ষসী উঁহার তাদৃশ শরীর একত্র সংযোজিত করিয়াছিল, এইজন্যই ইঁহার জরাসন্ধ এই নাম হয়। মহাবল জরাসন্ধ সমরে সর্ব্বক্ষত্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জরাসন্ধের শ্রীমান্ পুত্র প্রতাপশালী সহদেব। সহদেবের পুত্র মহাযশা উদাপু। উদাপুর ঔরসে শ্রুতশর্ম্মা নামে এক পরমধার্ম্মিক পুত্রের জন্ম হয়। শ্রুতশর্ম্মা মগধদেশে বাস করিয়াছিলেন। পরীক্ষিতের পুত্র ধার্ম্মিকবর জনমেজয়, জনমেজয়ের তিন মহারথ পুত্র; শ্রুতসেন, উগ্রসেন, ও ভীমসেন। ইঁহারা সকলেই মহাভাগা, বিক্রান্ত ও বলশালী ছিলেন। জনমেজয়ের অপর দুই পুত্র জন্মে, ইঁহাদের নাম সুরথ ও মতিমান্। সুরথের বিদূরথ নামে এক মহাবলপরাক্রম পুত্র ছিলেন। বিদূরথের পুত্র মহারথ ঋক্ষ। ঋক্ষনামে বিখ্যাত যে দুই জন রাজা ছিলেন, তন্মধ্যে ইনি দ্বিতীয়। মহারাজ। আপনাদিগের বংশে দুই ঋক্ষ, দুই পরীক্ষিৎ, তিন ভীমসেন ও দুই জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন; ভীমসেনের পুত্র প্রতীপ, প্রতীপের পুত্র শান্তনু, দেবাপি ও বাহ্লিক। ইঁহারা তিন জনেই মহারথ বীর ছিলেন। শান্তনুর এই কয়েকটী পুত্র ছিলেন। মহারাজ। আপনি এই শান্তনুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাহ্লিকের রাজ্য সপ্তবাহ্য নামে বিখ্যাত ছিল। তাঁহার পুত্র মহাযশা সোমদত্ত। সোমদত্তের তিন পুত্র, ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল। দেবাপি মুনি দেবতাদিগের উপাধ্যায় ছিলেন। মহাত্মা চ্যবনের দুই পুত্র, কৃত ও ইষ্ট। শান্তনু কৌরববংশধুরন্ধর রাজা হইয়াছিলেন। মহারাজ। এক্ষণে আমি শান্তনুর বংশ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। এই বংশেই আপনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। প্রভু শান্তনু গঙ্গার গর্ভে দেবব্রত নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ইনিই ভীষ্ম নামে বিখ্যাত ও কৌরববংশের পিতামহ ছিলেন। আর কালীর গর্ভে শান্তনুর ঔরসে বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম হয়। ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য শান্তনুর প্রিয়তম পুত্র ছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে ও গান্ধারীর গর্ভে একশত পুত্রের জন্ম হয়। এই শত পুত্রের মধ্যে দুর্য্যোধন সকলের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, এবং সকলের প্রভু ছিলেন। পাণ্ডুর পুত্র ধনঞ্জয়। সুভদ্রার গর্ভে ও ধনঞ্জয়ের ঔরসে অভিমন্যুর জন্ম হয়। আপনার পিতা পরীক্ষিৎ সেই অভিমন্যুর আত্মজ। মহারাজ! পূরুর বংশ কীর্ত্তন করিলাম, শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু ও যদু ইঁহাদিগেরও বংশপরম্পরা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তুর্ব্বসুর বহ্নি নামে একপুত্র জন্মে। তাঁহারি পুত্র গোভানু। গোভানুর পুত্র রাজা ত্রৈসানু। ত্রৈসানু কখন শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত হন নাই। ইঁহার করন্ধম নামে এক পুত্র হয়। করন্ধমের পুত্রের নাম মরুত্ত এবং মরুত্তের পুত্র আবিক্ষিত; রাজা আবিক্ষিত অতিশয় ধার্ম্মিক এবং দাক্ষিণ্যগুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি পুত্রহীন, কিন্তু তাঁহার সম্মতানাম্নী এক কন্যা ছিল। আবিক্ষিত মহাত্মা সম্বর্ত্তকে দক্ষিণাস্বরূপ সেই

কন্যা প্রদান করেন। সেই কন্যার গর্ভে পুণ্যশীল দুষ্মন্ত এবং পৌরবের জন্ম হয়। পরে যযাতির শাপে জরাগ্রস্ত হইবার পর তুর্ব্বসুর বংশই পুরুবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

মহারাজ দুষ্মন্তের করুত্থাম নামে এক পুত্র হয়। করুত্থামের পুত্র আক্রীড়। আক্রীড়ের পাণ্ড্য, কেরল, কোল এবং চোল নামক চারি পুত্র জন্মে। স্ফীত, পাণ্ড্য, চোল ও কেরল দেশ ইহাঁদিগের চারি জনের রাজধানী ছিল।

দ্রুহ্যুর দুই পুত্র, বভ্রু এবং সেতু। সেতুর পুত্র অঙ্গারি। ইনি মরুৎপতি বলিয়া কথিত আছেন। যৌবনাশ্ব ইহাঁকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বিনাশ করেন। ইহাঁরা উভয়ে অতিশয় ভয়ানক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। চতুর্দ্দশ মাসে এই যুদ্ধের শেষ হয়।

গন্ধার নামক মহীপতি অঙ্গারের পুত্র। সুবিস্তৃত গান্ধার রাজ্য ইহাঁর নামেই প্রসিদ্ধ হয়, গান্ধারদেশজাত অশ্ব অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অশ্ব হইতেই শ্রেষ্ঠ।

অনুর ঔরসে ধর্ম্মের জন্ম হয়। ধর্ম্মের পুত্র ঘৃত, ঘৃতের পুত্র দুদুহ এবং দুদুহের পুত্র প্রচেতা। প্রচেতাতনয়ের নাম সুচেতা। অনুবংশোদ্ভব এই কয়জন মহাত্মার নাম কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর প্রভূতপরাক্রমশালী যদুবংশের যথাযথ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়। ৩৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যদুর পাঁচ পুত্র—সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল এবং অঞ্জিক। ইহাঁরা সকলেই দেবতার সদৃশ রূপ এবং গুণসম্পন্ন ছিলেন। সহস্রদের তিন পুত্র তাঁহাদিগের নাম হৈহয়, হয় এবং বেণুহয়। ইহাঁরা তিন জনেই পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। হৈহয়ের এক পুত্র জন্মে। তিনি ধর্ম্মনেত্র নামে বিখ্যাত। ধর্ম্মনেত্রের এক পুত্র। ইহার নাম কার্ত্ত, কার্ত্তের পুত্র সাহঞ্জ। ইনিই সাহঞ্জনী নাম্নী নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। সাহঞ্জের মহিষ্মান্ নামধেয় এক পুত্র হয়। ইহাঁর রাজ মাহিষ্মতী পুরী নামে প্রথিত আছে। মহাত্মা মহিষ্মানের ভদ্রশ্রেণ্যনামক পুত্র জন্মে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইনিই বারাণসীর প্রবল প্রতাপ অধিপতি ছিলেন। এই ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দ্দম এবং রাজা কনক দুর্দ্দমের পুত্র কনকের সর্ব্বসমেত চারি পুত্র। ইহাঁদিগের নাম কৃতবীর্য্য, কৃতৌজা, কৃতবর্ম্মা এবং কৃতাগ্নি। কৃতবীর্য্য হইতে অর্জ্জুনের জন্ম হয়। এই অর্জ্জুনই সহস্রবাহুসম্পন্ন হইয়া, অসাধারণ বাহুবলসহকারে সপ্তদ্বীপের ঈশ্বরত্ব লাভ করেন। ইনি সূর্য্যসদৃশ তেজঃসম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া একাকীই সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। এবং অযুতবর্ষপরিমিত কাল কঠোর তপস্যা করিয়া, অবশেষে অত্রিপুত্র দত্তের আরাধনা করেন। অকিঞ্চনপ্রিয় দত্ত ইহাঁকে প্রসন্ন হইয়া ইহাঁকে চারিটি বর প্রদান করেন। কার্ত্তবীর্য্য প্রথম বরে সহস্র বাহু প্রার্থনা করিলেন। সেই উত্তম বাহু সহস্র দ্বারা তিনি অধর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগকে দমন ও উগ্রতেজ দ্বারা পৃথিবী জয় করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করিতেন, তিনি বহুসংখ্যক সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন ও অসংখ্য শত্রুর প্রাণ বিনাশ করেন। তিনি যখনই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন, সর্ব্বদাই উত্তম বল প্রভাবে শত্রুদিগকে বধ করিতেন। যোগেশ্বর ব্যক্তির যদ্রূপ ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ যুদ্ধকালে তাঁহার মায়াবলে সহস্র বাহু নির্গত হইত। তিনি উগ্রতেজঃপ্রভাবে এই সসাগরা, সপ্তদ্বীপা, সপর্ব্বতা, সনগরা, সমগ্র পৃথিবীকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তদ্বীপে সপ্ত

শত যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন শ্রুত আছে, তিনি তাবৎ যজ্ঞেই সহস্র শত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। সকল যজ্ঞেই কাঞ্চনের যূপ নিখাত হইয়াছিল ও কাঞ্চনের বেদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিখিল দেবগণ বিমানারোহণে যজ্ঞস্থলে সমাগত হইয়াছিলেন, আর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ ইহাঁরাও সমুপস্থিত হইয়া, যজ্ঞস্থলের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে গন্ধর্ব্ব নারদ গাথা গান করিয়াছিলেন। নারদ কহিয়াছিলেন, কোন রাজা কখনই কি যজ্ঞ, কি দান, কি তপস্যা, কি বিক্রম, কি শ্রুত কোন বিষয়েই কার্ত্তবীর্য্যের সমান হইবে না। কার্ত্তবীর্য্য বর্ম্ম পরিধান করিয়া খড়্গ ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণে সপ্তদ্বীপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইহাঁর শাসনে প্রজাবর্গের দ্রব্য কোন রূপে বিনষ্ট হয় না, কুত্রাপি শোক নাই, কোথাও মতিবিভ্রম নাই। মহারাজ ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিয়া থাকেন। এই রূপে তাঁহার রাজত্ব কালের পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইল। মহারাজ এ যাবৎকাল অখিল রত্নসম্ভোগ করত চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ হইয়া পরম সুখে রাজত্ব করিলেন। কার্ত্তবীর্য্য পশুসমূহের পালনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি ক্ষেত্রপাল ছিলেন। তিনি পর্জ্জন্যের ন্যায় বৃষ্টির কারণ ছিলেন এবং অর্জ্জুনের ন্যায় যোগী ছিলেন। শরৎ কালে ভগবান্ ভাস্কর সহস্ররশ্মিপরিবৃত হইয়া, যেরূপ দীপ্তি পাইয়া থাকেন, সেইরূপ মহারাজ জ্যাঘাতকঠিন বাহুসহস্র দ্বারা পরিবৃত হইয়া অসামান্য শোভা ধারণ করেন। তিনি কর্কোটকসুত নাগদিগকে বাহুবলে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যের সহিত মাহিষ্মতী পুরীতে একত্র বসতি করান। সেই কমলাক্ষ ক্রীড়াকালে হস্তের দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া বর্ষাকালেও সমুদ্রের বেগ প্রতিকূল করিয়াছিলেন। ফেনরাজিপরিবৃতা সুতরাং পুষ্পদামবিভূষিতার ন্যায় প্রতীয়মানা নর্ম্মদা নদী ক্রীড়াকালে তাঁহা কর্ত্তৃক লুণ্ঠিতা হইয়া, শঙ্কিতার ন্যায় চঞ্চল তরঙ্গসহস্রের সহিত প্রবাহিতা হইতেন। যখন তিনি বাহুসহস্রের দ্বারা মহাসাগরকে ক্ষুভিত করেন, তখন পাতালস্থ অসুরেরা তাঁহারই ভয়ে ভীত হইয়া সেই ক্ষুভিত সমুদ্রমধ্যেই বিলীন এবং নিশ্চেষ্ট ভাবে কালযাপন করিত। মন্দর পর্ব্বত যেমন দেবাসুর কর্ত্তৃক সমাক্ষিপ্ত হইয়া, ক্ষীরোদসমুদ্রকে মথিত করিয়াছিল, তিনিও সেইরূপ আপনার সহস্র বাহুর অসাধারণ বলের দ্বারা ফেনাসঙ্কুল ও ঘূর্ণাসমাকুল সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গ করিয়া তিমি প্রভৃতি ভয়ানক ভয়ানক মৎস্যদিগকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিলেন। পাতালপুরনিবাসী ভুজঙ্গমগণ তদ্দর্শনে পুনরায় অমৃতোৎপত্তির আশঙ্কা করিয়া, ভীতহৃদয়ে সহসা উৎপতিত হইত। কিন্তু মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যের দর্শন মাত্র মস্তক অবনত করিয়া থাকিত। বায়ুও তাঁহার ভয়ে যথারীতি প্রবাহিত হইতে পারিত না। সেই পরাক্রমী বলবান্ লঙ্কেশ্বরকেও পাঁচটী বাণে বিদ্ধ এবং শরাসনের মৌর্ব্বী দ্বারা বদ্ধ করিয়া মাহিষ্মতী পুরীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। পুলস্ত্য এই সম্বাদ শ্রবণে স্বয়ং আসিয়া সেই অবস্থায় অর্জ্জুনকে দেখিয়া যান। অর্জ্জুন পুলস্ত্যকে উপস্থিত দেখিয়া এবং তাঁহা কর্ত্তৃক অনুযাচিত হইয়া পরে রাবণকে বন্ধনদশা হইতে মুক্ত করেন। তিনি এরূপ বীর ছিলেন যে, তাঁহার জ্যাশব্দ শুনিলে প্রলয় কালের মেঘ হইতে প্রস্ফুটিত অশনির ন্যায় বোধ হইত, তাঁহার বাহুসহস্র হেমময় তালবনের ন্যায় শোভা পাইত; এবং এতদূর সবল ছিল যে, তিনি বীরশ্রেষ্ঠ পরশুরামেরও বীর্য্য ক্ষয় করিয়াছিলেন। এক দিবস চিত্র ভানু তৃষিত হইয়া, তাঁহার নিকট ভিক্ষা

প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁহাতে তাঁহাকে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভিক্ষাস্বরূপে অর্পণ করিয়া দাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু চিত্রভানু দহনেচ্ছায় গ্রাম, নগর ও ঘোষপল্লী প্রভৃতি সকল স্থানই ক্রমে ক্রমে দগ্ধ করেন। তিনি নিজপ্রভাবে সেই মহাত্মা পুরুষেন্দ্র কার্ত্তবীর্য্যের উপবন এবং শৈল প্রভৃতি দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি দৈবাৎ বরুণাত্মজের শূন্য আশ্রমও বনের ন্যায় দগ্ধ করিলেন। পূর্ব্বকালে বরুণদেবের আপব বশিষ্ঠ নামে এক তপস্বী পুত্র ছিলেন। চিত্রভানু যাঁহার আশ্রম ভস্মীভূত করেন, ইনিই সেই বশিষ্ঠ।

যাহা হউক, বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন যে, তুমি যেমন আমার এই বনটীকে পরিত্যাগ কর নাই, সেইরূপ অন্য এক ব্যক্তি তোমার এই ভুজবন বিনষ্ট করিবে। অমিততেজা ব্রাহ্মণ তপস্বী জমদগ্নিতনয় রাম নিজভুজবলে পরাস্ত করিয়া, তোমার বাহুসহস্র ছেদন পূর্ব্বক তোমাকে বধ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অরিন্দম! যাঁহার সুশাসনে কখন প্রজাবর্গের কোন দ্রব্য পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই, একণে এই মুনির অভিশাপে তাঁহারই পরশুরামের হস্তে মৃত্যু হয়। এইরূপে পরশুরামের হস্তে মৃত্যু হওয়ার বর তিনি পূর্ব্বেই স্বয়ংই প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। সর্ব্বসমেত তাঁহার একশত পুত্র জন্মিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে পাঁচটী ব্যতীত আর একটিও জীবিত ছিল না। তাঁহারা সকলেই অস্ত্রবিদ্যার পারদর্শী, মহাবল পরাক্রান্ত, ধার্ম্মিক এবং যশস্বী ছিলেন। তাঁহারা যথাক্রমে শূরসেন, শূর, ধৃষ্টোক্ত, কৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ এই সকল নামে বিখ্যাত ছিলেন। শেষোক্ত জয়ধ্বজ অবন্তি দেশের অধিপতি ছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রেরা সকলেই মহাবল এবং বীর ছিলেন। জয়ধ্বজের তালজঙ্ঘ নামে এক পুত্র ছিলেন। এই তালজঙ্ঘের শতসংখ্যক পুত্র ছিল এবং তাহারা সকলেই তালজঙ্ঘনামে বিদিত ছিল। মহারাজ! সেই মহাত্মা হৈহয়দিগের কুলে বীতিহোত্র, সুজাত এবং ভোজ ইহাঁরা সকলে অবন্তিদেশোদ্ভব বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তালজঙ্ঘ এবং তৌণ্ডিকের প্রভৃতিরাও প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহা ভিন্ন ভরত ও সুজাত প্রভৃতি অন্যান্য সকলের বিবরণ বাহুল্যভয়ে আর অনুকীর্ত্তন করিলাম না।

মহারাজ! বৃষ প্রভৃতি যদুবংশীয়েরা সর্ব্বদা পুণ্যকর্ম্মে রত থাকিতেন। বৃষই তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান বংশধর ছিলেন। বৃষের এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম মধু। মধুও এক শত পুত্র জন্মে। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে বৃষণই পুত্রোৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা করেন। বৃষণের বংশ একণে বৃষ্ণিবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মধুর পুত্রদিগকে মাধব বলে। যদু হইতে যাদববংশের উৎপত্তি হয়। ইহাঁরাই পূর্ব্বে হৈহয় বলিয়া কথিত হইতেন। মহারাজ! যিনি প্রতিদিন কার্ত্তবীর্য্যের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন, কখন তাঁহার অর্থনাশ প্রভৃতি ঘটে না এবং ঘটিলেও তিনি সে সমুদায় বস্তু ফিরাইয়া পান।

হে পৃথিবীনাথ! মহাবল পরাক্রান্ত যযাতি-তনয়দিগের পঞ্চবংশের বিবরণ এই সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। মূল পদার্থ পঞ্চসংখ্যক হইলেও যেমন সমুদায় চরাচর বিশ্ব তাহা হইতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্যেরাই ইহাঁদিগের কর্ত্তৃক শাসিত হয়। যে রাজা ধর্ম্মার্থপরায়ণ ইহাঁদিগের পঞ্চ বিসর্গ শ্রবণ করেন; তিনি বশী হইয়া পঞ্চ ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ হন। এবং ইহলোকে উন্নত হইলেও, এই পঞ্চ বর্গের ধারণ

এবং শ্রবণে আয়ু, কীর্ত্তি, পুত্র, ঐশ্বর্য্য ও ভূমি এই পঞ্চ বর তাঁহার অনায়াসলব্ধ হয়।

মহারাজ! ইহাঁদিগের বিবরণ শুনিলেন, একণে যদুর বংশধর পুণ্যব্রত যাজ্ঞিক ক্রোষ্টার বিখ্যাত বংশের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে বংশে বৃষ্ণিবংশধুরন্ধর বিষ্ণু অবতার কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন, সেই ক্রোষ্টু-বংশের ইতিহাস শ্রবণে লোকে সকলপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়। ৩৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ক্রোষ্টার গান্ধারী এবং মাদ্রীনাম্নী দুই স্ত্রী ছিলেন। গান্ধারীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত অনমিত্রের এবং মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ুষের জন্ম হয়। সুতরাং বৃষ্ণিবংশ ক্রমে তিন ভাগে বিভক্ত হইল। হে ভরতবংশভূষণ! মাদ্রীরপুত্রেরা উভয়েই অন্ধ এবং বৃষ্ণি নামে বিদিত হন। বৃষ্ণির দুই পুত্র, শ্বফল্ক এবং চিত্রক। মহারাজ! ধার্ম্মিক শ্বফল্কের এত দূর ক্ষমতা যে, তিনি যেস্থানে অবস্থিতি করেন, সে স্থানে রোগ কিম্বা অনাবৃষ্টির ভয় থাকে না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এক সময়ে ইন্দ্রদেব কাশি-রাজের রাজ্যে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বর্ষণ করেন নাই। সেই নিমিত্ত কাশিরাজ পরম যত্নের সহিত শ্বফল্ককে সেই স্থানে বাস করাইলেন। সুতরাং তখন ইন্দ্রদেবকে কাযে কাযেই বর্ষণ করিতে হইল। পরে শ্বফল্ক কাশিরাজদুহিতা গান্দিনীকে বিবাহ করিলেন। গান্দিনী প্রতিদিন ব্রাহ্মণদিগকে গোদান করিতেন। তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া একদিন গর্ভস্থা বালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি গর্ভ হইতে বহির্গত হও, তোমার মঙ্গল হইবে; আর কেন গর্ভ মধ্যে রহিয়াছ? গর্ভস্থা কন্যা এই কথা শুনিয়া কহিল, যদি আমাকে প্রতিদিন গোদান করিতে দেন, তাহা হইলেই আমি বহির্গমন করিব, নতুবা নহে। পিতা ইহাতে তথাস্তু বলিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। শ্বফল্কের ঔরসে অক্রুর নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। অক্রুর দাতা, যাগশীল, বীর, বিদ্বান্, অতিথিপ্রিয় ও ভূরিদক্ষিণ ছিলেন। উপমদ্গু, মদ্গু, মৃদর, অরিমেজয়, অবিক্ষিপ, উপেক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরি-মর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক, যতিধর্ম্মা, গৃধমোজস্তক, আ-বাহ ও প্রতিবাহ, শ্বফল্কের ঔরসে এই কয়েকটী পুত্র ও সুন্দরীনামে একটী পরম সুন্দরী কন্যার জন্ম হয়। অক্রূরের ঔরসে সুগাত্রী উগ্রসেনার গর্ভে প্রসেন ও উপদেবের জন্ম হয়। ইহাঁরা উভয়েই দেবতুল্য তেজস্বী ছিলেন। চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ব-বাহু, সুপার্শ্বক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি, অশ্ব, সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু প্রভৃতি পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও অশ্রবণা নাম্নী দুইটী কন্যা জন্মে। অশ্মকীর গর্ভে দেবমীঢ়ুষের ঔরসে শূরদেবের জন্ম হয়। এই শূরদেব ভোজ্যা-নাম্নী মহিষীতে দশ পুত্র উৎপাদন করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে মহাবাহু বসুদেব সর্ব্বাগ্রে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর জন্মগ্রহণ সময়ে স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি এবং শূরের বাটীতে পুষ্প-বৃষ্টি হইয়াছিল। এই সময়ে আনকদিগের অত্যন্ত আহ্লাদ হয়। বসুদেব এরূপ সুপুরুষ ছিলেন, যে সমস্ত ভূলোকেও কেহ তাঁহার তুল্য রূপবান্ ছিল না, তাঁহার দেহকান্তি চন্দ্রের ন্যায় মনোহর ছিল। তাঁহার দেব-ভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান্, গৃঞ্জিম, শ্যাম, শমীক এবং গণ্ডূষ নামক কয়েকটী পুত্র জন্মে। গণ্ডূষের পাঁচটী স্ত্রী; পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রবা এবং

রাজাধিদেবী। ইঁহারা সকলেই বীরমাতা ছিলেন। কুন্তি তাহাদিগের মধ্যে পৃথানাম্নী কন্যাকে প্রার্থনা করেন। পরে শূর প্রাচীন ও পূজনীয় কুন্তিভোজকে সেই কন্যা প্রদান করেন। তাহাতেই তিনি কুন্তি নাম প্রাপ্ত হন। শ্রুতদেবার গর্ভে অস্ত্রের ঔরসে জগৃহুর জন্ম হয়। চৈদ্যের পুত্র শিশুপাল; ইনি শ্রুতশ্রবার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং পূর্ব্ব জন্মে হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যগণের রাজা ছিলেন। পৃথুকীর্ত্তির গর্ভে বৃদ্ধশর্ম্মার ঔরসে করূষাধিপতি মহাবল দন্তবক্রের জন্ম হয়। মহারাজ! পাণ্ডু কুন্তিভোজদুহিতা পৃথারে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করেন। যাঁহার গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে ধর্ম্মজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির জন্ম গ্রহণ করেন। ভীমসেনও পবনের ঔরসে ইঁহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্রের ঔরসে ধনঞ্জয়ের জন্ম হয়। ধনঞ্জয় ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রান্ত এবং লোকে অপ্রতিরথ ছিলেন। কনিষ্ঠ বৃষ্ণিনন্দন অনমিত্র হইতে শিনির জন্ম হয়। শিনির পুত্র সত্যক। সত্যকের দুই পুত্র সাত্যকি এবং যুযুধান। দেবভাগের উদ্ধব নামে এক মহাভাগধর পুত্র হন। দেবশ্রবা উদ্ধব পণ্ডিতপ্রধান বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। অনাধৃষ্টির ঔরসে ও অশ্মকীর গর্ভে যশস্বী এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দেবশ্রবার পুত্র শত্রুঘ্ন, ইনি নিবর্ত্তের শত্রু ছিলেন। শ্রুতদেবের পুত্র একলব্য নৈষাদি নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি নিষাদগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রতাপ শৌরি বসুদেব, অপুত্র বৎসাবানকে স্বীয় ঔরস পুত্র মহাবীর কৌশিককে প্রদান করেন, আর বিশ্বক্সেন অপুত্র গণ্ডূষকে চারুদেষ্ণ, সুচারু, পাঞ্চাল ও কৃতলক্ষণ নামক আপন পুত্রদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাবাহু কনিষ্ঠ রৌক্মিণেয় শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া, কখনই গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। ইনি যখন কোথাও গমন করিতেন তখন এক সহস্র বায়স চারুদেষ্ণনিহত শত্রুগণের সুচারু মাংস ভক্ষণ করিব বলিয়া, নিয়তই ইঁহার অনুগমন করিত। কনবকের দুই পুত্র তন্ত্রিজ এবং তন্ত্রিপাল। ইহা ভিন্ন বীর, অশ্বহনু এবং গৃধ্নিম নাম ধারী অপর কয়েকটী পুত্র ছিল। শ্যামের পুত্র শমীক। ইনিই পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এবং রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া, ভোজত্ব প্রযুক্ত রাজসূয় যজ্ঞ প্রাপ্ত হন। তাঁহার অজাতশত্রু নামে শত্রুনাশক পুত্র জন্মে।

মহারাজ। এক্ষণে পরাক্রান্ত বসুদেবের পুত্রদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাপ্রতাপ বিপুল বৃষ্ণিবংশের এই তিনটি শাখা যিনি ধারণ করেন, তাঁহার বংশ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে এবং কোন কালেও তাঁহার কিছুমাত্র অমঙ্গল হয় না।

—:০:—

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। ৩৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বসুদেবের পৌরবী রোহিণী, মদিরা, ধরা, বৈশাখী ভদ্রা, সুনাম্নী, সহদেবা, শান্তিদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা বৃকদেবী, উপাদেবী এবং দেবকী সর্ব্বসমেত এই দ্বাদশটী মহিষী ছিল। সুতনু এবং বড়বা নামে তাঁহার অপর দুইটী পরিচারিকা ছিল। রোহিণী বাহ্লিকের কন্যা ও পতিপ্রিয়া ছিলেন। ইঁহার গর্ভে রামের জন্ম হয়। ইনি সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠের সারণ, শট, দুর্দ্দমদমন, শুভ্র পিণ্ডারক, ও উশীনর ন্যামে বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার একটী সহোদরা ছিল। তাঁহার নাম চিত্রা। রোহিণী দশটী পুত্র প্রসব করেন। চিত্রা সুভদ্রা নামে বিখ্যাতা ছিলেন। শৌরি দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি-

শয় যশস্বী ছিলেন। রামের নিশঠনামে এক পুত্র জন্মে। ইনি রেবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সুভদ্রার গর্ভে পৃথাপুত্র অর্জ্জুনের ঔরসে রথী অভিমন্যুর জন্ম হয়। অক্রূরের এক পুত্র। ইঁহার নাম সত্যকেতু। ইনি কাশিকন্যার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। বসুদেবের ঔরসে অপর সাংটী মহিষীর গর্ভে যে যে বীর পুত্রের জন্ম হয়, তাঁহাদিগের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। শান্তিদেবার গর্ভে ভোজ এবং বিজয়ের জন্ম হয়। সুদেবা দুই পুত্র প্রসব করেন, বৃকদর এবং গদ। বৃকদেবীর গর্ভে মহাত্মা অগাবহ জন্ম গ্রহণ করেন। বৃকদেবী ত্রিগর্ত্তরাজের কন্যা; ইহাঁর ভর্ত্তার নাম শিশিরায়ণ। গার্গ্য মিথ্যাভিশাসনে ক্রুদ্ধ হইয়া, গোপকন্যাকে ধারণ করিয়া বলাৎকার করিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে গোপালীনাম্নী অপ্সরা গোপস্ত্রীর বেশ ধারণ করিয়া তীব্র গার্গ্যের বীর্য্য নিজ গর্ভে ধারণ করেন। মহাদেবের আদেশে গার্গ্যভার্য্যা মানুষীর গর্ভে কালযবন নামে মহাবল রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যুদ্ধে যাইবার সময় যে অশ্বে আরোহণ করিতেন, তাহাদিগের শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ বৃষের ন্যায় ছিল। ইনি শৈশবকাল হইতেই অপুত্রক যবন রাজার অন্তঃপুরে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ইনিই যবনদিগের মহারাজ ছিলেন। কিছু দিবস পরে তিনি যুদ্ধ করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদিগকে বৃষ্ণি এবং অন্ধকদিগের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ইহাতে নারদ সমুদায় তাঁহাকে বলিলে পর, তিনি এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া মথুরার বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। এবং তথায় দূত প্রেরণ করিলেন। ইহাতে বৃষ্ণি এবং অন্ধকেরা ভীত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে পলায়নই স্থির হইল। তাঁহারা সকলে শিবের আরাধনা করিয়া রমণীয় মথুরা পরিত্যাগ করিয়া, কুশস্থলী দ্বারবতীতে বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন। যিনি প্রতি পর্ব্বে শুচি ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, কৃষ্ণের এই জন্ম শ্রবণ করান, তিনি লোকে অঋণী হন।

—•✱•—

ষটত্রিংশ অধ্যায়। ৩৬।

ক্রোষ্টুর এক পুত্র। ইহাঁর নাম বৃজিনীবান্। ইনি অতিশয় যশস্বী ছিলেন। বৃজিনীবানের এক পুত্র স্বাহি। স্বাহির পুত্র উষঙ্গু। উষঙ্গু অতিশয় বক্তা ছিলেন। ইনি অনেক মহা মহা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ সকল যজ্ঞ করিবার সময়ে ভূরি প্রমাণে দক্ষিণা দিতেন। তাহার ফল স্বরূপ তাঁহার চিত্ররথ নামে এক পুত্র জন্মে। ইনি অতিশয় সৎকর্ম্মা ছিলেন। চিত্ররথের এক পুত্র। ইহাঁর নাম শশবিন্দু। শশবিন্দু অতিশয় বিপুলদক্ষিণ ছিলেন। তাঁহার আচারব্যবহারাদি সমুদায় রাজর্ষিদিগের মত ছিল। শশবিন্দুর পৃথুশ্রবা নামে এক পুত্র হয়। ইনি অপ্রামত্তবল ও রাজা হইয়াছিলেন। পৌরাণিকেরা উত্তরকে পৃথুশ্রবার পুত্র বলিয়া থাকেন। উত্তরের এক পুত্র। তাঁহার নাম সুযজ্ঞ। সুযজ্ঞের পুত্র উষত। ইনি অনেক যাগ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র শিনেয়ু। শিনেয়ু শত্রুবিজেতা ছিলেন। ইহাঁর পুত্র মরুত। এই রাজা রাজাদিগের মধ্যে ঋষভস্বরূপ ছিলেন। মরুত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কম্বলবর্হিঃ। ইনি বহুবিধ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেন। কম্বলবর্হির শত পুত্র হয়। তন্মধ্যে রুক্মকবচই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রুক্মকবচ যুদ্ধে শতসংখ্যক ধানুষ্কী জয় করিয়া তাহাদিগের শরজালে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। রুক্মকবচের ঔরসে শত্রুবিজয়ী পরাজিৎ নামক বীরের

জন্ম হয়। পরাজিতের পাঁচ পুত্র। ইহাঁরা সকলেই যথোচিত বীর ছিলেন। রুক্মেষু পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত এবং হরিনামে বিদিত আছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে পালিত এবং হরিকে তাঁহাদিগের পিতা বিদেহ রাজ্য প্রদান করেন। কেবল রুক্মেষু পৃথুরুক্মের সাহায্যে রাজা হন। জ্যামঘ ইহাঁদিগের কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া আশ্রমে বাস করিতেন। ইনি প্রশান্তও ছিলেন, অপ্রশান্তও ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা নানা প্রকারে বুঝাইলে পর ধনু প্রভৃতি লইয়া অন্য এক দেশে চলিয়া যান। পরে ইনি একাকী নর্ম্মদাকূলে যাইয়া ঋক্ষবান্ গিরিকে জয় করিয়া শুক্তিমতীতে বাস করেন। ইহাঁর শৈব্যানাম্নী এক বলবতী পতিপ্রাণা ভার্য্যা ছিল। এই রমণী বন্ধ্যা ছিলেন কিন্তু ইহাঁর স্বামী ভার্য্যান্তর গ্রহণ করেন নাই। এক দিবস ইনি এক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তথায় একটী কন্যা প্রাপ্ত হইলেন। কন্যাটীকে গৃহে আনিয়া সত্বর মনে ভার্য্যাকে ইনি পুত্রবধূ বলিয়া পরিচয় দিলেন। তাহাতে তাঁহার ভার্য্যা, জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এটী কাহার পুত্রবধূ? ইহা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন, তোমার যে পুত্র জন্মিবে, এটীকে তাহার সঙ্গে বিবাহ দিব। ইহাতে সেই কন্যা উগ্র তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে কিছু দিনের মধ্যেই সৌভাগ্যশালিনী পতিপ্রাণা শৈব্যা বিদর্ভকে প্রসব করেন। পরে বিদর্ভ সেই রাজপুত্রীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে রণবিশারদ বিদ্যাপারদর্শী দুইটী শূর পুত্র উৎপাদন করেন। ইহাঁদিগের এক জনের নাম ভীম। ভীমের কুন্তী নামে এক পুত্র হয়। কুন্তির এক পুত্র ধৃষ্ট ইনি রণকুশল এবং অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। ধৃষ্টের তিন পুত্র। তাঁহারা সকলেই বীর এবং পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ইহাঁদিগের নাম আবন্ত, দশার্হ এবং বলবান্ বিষহর। দশার্হের এক পুত্র। ইহাঁর নাম ব্যোমা। ব্যোমার পুত্র জীমূত। জীমূতের পুত্রের নাম বিকৃতি; বিকৃতির পুত্র ভীমরথ; ভীমরথের নবরথ নামে এক পুত্র জন্মে। নবরথের পুত্র দশরথ এবং দশরথের পুত্র শকুনি। শকুনির পুত্র করম্ভ; করম্ভের পুত্র দেবরাত। এবং দেবরাতের পুত্র দেবক্ষেত্র। দেবক্ষেত্রের মহাযশস্বী এক পুত্র হইয়াছিলেন। ইহাঁর নাম মধু। ইনি সকল বিষয়ে দেবগণের তুল্য এবং মধুবংশের মূল ছিলেন। ইহাঁর অপর একটি গুণ এই ছিল যে, ইনি অত্যন্ত মধুরভাষী ছিলেন। মধুর ঔরসে বৈদভীর গর্ভে পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরুদ্বানের জন্ম হয়। হে কুরুশ্রেষ্ঠ। পুরুবংশীয়া ভদ্রবতীর গর্ভে এই মধুর জন্ম হয়। ঐক্ষ্বাকীনাম্নী ভার্য্যার গর্ভে সত্বাতের জন্ম হয়। ইনি সর্ব্বগুণোপেত এবং সত্বতবংশের কীর্ত্তি বর্দ্ধন ছিলেন। যিনি মহাত্মা জ্যামঘের বংশবৃত্তান্ত জানেন, তিনি ইহলোকে পুত্রবান্ হইয়া পরম প্রীতি লাভ করেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। ৩৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দেবী কৌশল্যা মহাবল সাত্বতদিগকে প্রসব করেন। তাঁহারা ভজী ভজমান দিব্য দেবাবৃধ মহাবাহু অন্ধক এবং যদুনন্দন বৃষ্ণি প্রভৃতি নামে পরিচিত। তাঁহাদিগের বংশের সর্ব্বসমেত চারিটী শাখা। সমুদায় সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি শ্রবণ করুন। বাহ্যকা এবং উপবাহ্যকা নাম্নী দুই সৃঞ্জয়ী ভজমানের ভার্য্যা ছিল। তাঁহাদিগের গর্ভে ভজমানের অনেক সন্তান সন্ততি জন্মে। বাহ্যকার গর্ভে ক্রমি, ক্রমণ, ধৃষ্ট, শূর, এবং পুরঞ্জয় এই কয় জনের জন্ম হয়। উপবাহ্যকার গর্ভে অযুতজিৎ; সহস্রাজিৎ,

শতাজিৎ এবং দাসক নামক চারিটী পুত্র জন্মে। যজ্ঞপরায়ণ মহারাজ দেবাবৃধ 'আমার একটী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন পুত্র হউক," এই কামনায় পর্ণাশা নদীর জলে আচমনাদি নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা' করিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রতিদিন এইরূপ জল স্পর্শ করিয়া তপস্যাদি করিতে দেখিয়া নদীশ্রেষ্ঠা পর্ণাশা চিন্তান্বিত হইয়া মনে মনে তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিতে স্থির করিয়া, বহু চেষ্টা করিয়াও ঐরূপ পুত্র প্রসব করিতে পারেন এরূপ স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন না; তাহাতে স্বয়ং যাইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইতে ইচ্ছা করিলেন। পরে এক মোহিনী মূর্ত্তিধারিণী কুমারী হইয়া তাঁহাকে বরণ করিলেন। মহাত্মা দেবাবৃধও তাঁহাকে নিরাশ করিলেন না সুতরাং দেবাবৃধের ঔরসে তাঁহার গর্ভ হইল। পরে তিনি দশম মাসে এক সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র প্রসব করিলেন, ঐ পুত্রের নাম বভ্রু। পুরাবৃত্তবিদেরা এই বংশ বর্ণনকালে দেবাবৃধের গুণ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে কহিয়া থাকেন, যে আমরা মহাত্মা দেবাবৃধকে সম্মুখে, দূরে, নিকটে এক সময়ে সর্ব্বত্র সমান রূপে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। মহাত্মা বভ্রু মানবগণের শ্রেষ্ঠ, দেবতুল্য ও দেবাবৃধের সমান ছিলেন। এক সময়ে তদীয় তন্ত্রে নিধন প্রাপ্ত হইয়া ষটষষ্ঠ্যধিক সপ্ত সহস্র লোক অমরত্ব লাভ করিয়াছে। বভ্রু ধীমান্, যাজ্ঞিক, বদান্য, দৃঢ়ায়ুধ এবং ব্রহ্মবাদী ছিলেন। তাঁহার বংশ অতি বিস্তীর্ণ।

হে রাজন্! মৃত্তিকাবত নগরীর রাজগণ ভোজ নামে প্রসিদ্ধ। কাশ্যদুহিতার গর্ভে অন্ধকের কুকুর, ভজমান, শম এবং কম্বলবর্হি এই চারি পুত্র সমুৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে কুকুরের পুত্র ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর পুত্র কপোতরোমা, কপোতরোমার পুত্র তৈত্তিরি, তৈত্তিরির পুত্র পুনর্ব্বসু, পুনর্ব্বসুর পুত্র অভিজিত ও অভিজিতের যমজ সন্ততি আহুক ও আহুকী। আহুকের বিষয়ে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি তরুণ অশ্বের ন্যায় উৎসাহসম্পন্ন ছিলেন। আহুক সৎস্বভাবসম্পন্ন অনুচরগণে বেষ্টিত ও দেবগণে পরিরক্ষিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে গমন করিতেন। যাহারা তাহার অনুগামী হইত, তাহারা সকলেই পুত্রবান্, যাজ্ঞিক, শতদক্ষিণ, বিশুদ্ধকর্ম্মা ও শত সহস্র আয়ুধধারী। পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর সকল দিকে তদীয় আদেশ ক্রমে রৌপ্য ও কাঞ্চন শৃঙ্খলযুক্ত দশ সহস্র হস্তী এবং যুগ, অনুকর্ষ, ধ্বজ ও বরূথশালী মেঘগম্ভীর নির্ঘোষ দশ সহস্র রথ অবস্থান করিত। ভোজগণ কিঙ্কিনীযুক্ত রথে আরোহণ করত সকল সামন্তগণকে পরাজিত করিয়া, আহুকের অনুগত থাকিতেন। অন্ধকগণ অবন্তিরাজের সহিত আহুকভগিনী আহুকীর পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কাশীর গর্ভে আহুকের দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারা উভয়েই দেবকুমার সদৃশ রূপবান্ ছিলেন। তন্মধ্যে দেবকের দেববান, উপদেব, সদেব ও দেবরক্ষিত এই দেবতুল্য চারি পুত্র এবং দেবকী, শান্তিদেবা, সদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও সুনাম্নী এই সাত কন্যা উৎপন্ন হয়। বসুদেব এই সপ্ত কন্যার পাণি পীড়ন করেন। উগ্রসেনের কংস, ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্ক, রাষ্ট্রপাল, সুতনু, পুষ্টিমান্ ও অনাধৃষ্টি এই নয় পুত্র এবং কংসা, কংসবতী, সুতনু রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা এই পাঁচ কন্যা। কংস সমুদায় পুত্রের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মহারাজ! কুকুরবংশসম্ভূত উগ্রসেন ও তাহার পুত্রগণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইল। ইহা শ্রবণ করিলে, বংশ বৃদ্ধি হয়।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়। ৩৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুনন্দন! ভজমানের পুত্র মহারথ বিদূরথ; বিদূরথের পুত্র রাজাধিদেব ও শূর। তন্মধ্যে রাজাধিদেবের দত্ত, অতিদত্ত, শোণাশ্ব, শ্বেতবাহন, শমী, দত্তশর্ম্মা, দত্তশত্রু ও শত্রুজিৎ এই মহাবীর্য্য আট পুত্র এবং শ্রবণা ও শ্রবিষ্ঠা নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের স্বয়ংভোজ; স্বয়ংভোজের পুত্র হৃদিক। হৃদিকের সমুদায় পুত্রই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। কৃতবর্ম্মা তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং মধ্যমের নাম শতধন্বা। শতধন্বা দেবর্ষি চ্যবনপ্রসাদে ভিষক্, বৈতরণ, সুদত্ত ও অতিদত্ত নামে চারি পুত্র এবং কামদা ও কামদত্তিকা নামে দুই কন্যা লাভ করেন। বভ্রুবর্হির দুই পুত্র দেববান্ ও দত্তক; দত্তকেরও অসমৌজা নাসিমৌজা নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হন। অন্ধক অপুত্র অসমৌজাকে সুদংষ্ট্র, সুচারু ও কৃষ্ণ এই তিন পুত্র প্রদান করেন।

গান্ধারী ও মাদ্রী ক্রোষ্টুর এই দুই ভার্য্যা। তন্মধ্যে গান্ধারী মহাবল অনমিত্রের এবং মাদ্রী যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ুষের জননী ছিলেন। অনমিত্র স্বয়ং অপরাজিত ও শত্রুগণের বিজেতা ছিলেন। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন; নিঘ্নের দুইপুত্র, প্রসেন ও সত্রাজিৎ। প্রসেন দ্বারবতীতে অবস্থান সময়ে সমুদ্র হইতে স্যমন্তক নামে পরম রমণীয় মহামণি লাভ করেন। সত্রাজিৎ সূর্য্যের প্রাণসম সখা ও সমুদায় রথিগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি একদা রাত্রিশেষে রথারোহণে প্রাত্যহিক কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক সূর্য্যের উপাসনার্থ প্রস্থান করিলেন। দিবাকর তাঁহার উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া, তেজোমণ্ডলমণ্ডিত অস্পষ্ট শরীরে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। রাজা দিবাকরকে সাক্ষাৎকারে উপনীত দেখিয়া কহিলেন, হে জ্যোতিষ্পতে! আমি আকাশ পথে সর্ব্বদা আপনাকে যেরূপ তেজোমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী অবলোকন করি, সম্মুখেও সেইরূপ দেখিতেছি। অতএব আপনার সহিত সখ্যতা নিবন্ধন আমার কি ফলোদয় হইল?

দিবাকর তাহা শ্রবণ করিয়া, কণ্ঠ হইতে মণিরত্ন স্যমন্তক উন্মোচন পূর্ব্বক একান্তে ন্যস্ত করিলেন। তখন নৃপতি তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ দেখিয়া, প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে ক্ষণকাল তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দিবাকর প্রস্থানোন্মুখ হইলে, তাঁহাকে পুনরায় কহিলেন, হে বিভো! আপনি এই মণিরত্ন দ্বারা ত্রিলোকে আলোক বিতরণ করেন। যদি অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আমাকে প্রদান করুন।

তখন ভগবান্ ভাস্কর তাঁহাকে সেই মণিরত্ন প্রদান করিলেন। রাজা তাহা পরিধান পূর্ব্বক স্বীয় পুরে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশ সময়ে ঐ সূর্য্য যাইতেছেন বলিয়া সকলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। তৎকালে কি পুর, কি অন্তঃপুর, সকলই বিস্ময়রসে আপ্লাবিত হইয়া উঠিল। অনন্তর সত্রাজিৎ স্নেহ নিবন্ধন সেই রমণীয় মণিরত্ন স্যমন্তক স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনজিতকে প্রদান করিলেন। সেই মণি বৃষ্ণি ও অন্ধকভবনে প্রতিদিন সুবর্ণ প্রসব করিতে লাগিল। মেঘ যথাকালে বারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাধিভয় দূরীভূত হইল। পরে গোবিন্দ সেই মণিরত্ন গ্রহণে সমুৎসুক হইলেন, কিন্তু ক্ষমতা সত্বেও তাহা গ্রহণ করিলেন না।

প্রসেন ঐ মণিরত্নে বিভূষিত হইয়া, কোন অরণ্যে মৃগয়ায় গমন করিলেন এবং তথায় এক সিংহ তাঁহাকে সংহার করিয়া যেমন ঐ মণিরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইতেছিল,

অমনি এক ঋক্ষরাজ তাহাকে নিহত করিয়া, উহা হরণ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী এক গর্ত্তে প্রবেশ করিল।

তখন বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ "কৃষ্ণ পূর্ব্বে এই মণিরত্ন গ্রহণে উৎসুক হইয়াছিলেন; অতএব ইনিই এক্ষণে প্রসেনকে হত্যা করিয়াছেন" বলিয়া তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ এই হত্যাকাণ্ডের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। অতএব "আমি ঐ মণিরত্ন আহরণ করিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, আত্মীয়গণ সমভিব্যাহারে প্রসেনের পদচিহ্ন অনুসরণ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ঋক্ষবান্ ও বিন্ধ্য প্রভৃতি রমণীয় পর্ব্বতপরম্পরা অতিক্রম করত পরিশ্রান্ত হইয়া পরে কোন স্থানে দেখিতে পাইলেন, প্রসেন স্বীয় অশ্বের সহিত নিহত ও ভূপতিত হইয়াছেন। কিন্তু মণিরত্ন দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার অনতিদূরে এক সিংহও হত এবং পতিত রহিয়াছে, দেখিলেন। অনন্তর পদচিহ্নদর্শনে সিংহ ঋক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি সেই ঋক্ষপদচিহ্নের অনুসরণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে তাহার গুহায় উপনীত হইলেন। তথায় স্ত্রীকণ্ঠবিনিঃসৃত বাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল। এক ধাত্রী ঋক্ষরাজ জাম্ববানের পুত্রকে লইয়া সেই মণিরত্ন সংযোগে ক্রীড়া করাইতেছিল। বালক রোদন করাতে বলিতেছিল, হে সুকুমারক! সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে। পরে তোমার পিতা তাহাকে মারিয়া এই স্যমন্তক মণি আনিয়াছেন। তুমি আর রোদন করিও না; এই যে তোমার স্যমন্তক।

শার্ঙ্গধন্বা শ্রীকৃষ্ণ এই সুস্পষ্ট শব্দ শ্রবণমাত্র বলায়ুধসমভিব্যাহারী যদুদিগকে বিলদ্বারে স্থাপন করিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় দর্শনমাত্রেই জাম্ববানের সহিত সমরসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক একবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিলেন। বলরামপ্রভৃতি যাদবগণ তাঁহার এইরূপ বিলম্ব দর্শনে দ্বারবতীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণ নিহত হইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিলেন। এদিকে বাসুদেব মহাবল জাম্ববানকে পরাজিত করিয়া, স্যমন্তক মণির সহিত ঋক্ষরাজকন্যা জাম্ববতীকে লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি আত্মবিশুদ্ধির নিমিত্ত স্যমন্তক মণি গ্রহণ পূর্ব্বক জাম্ববানকে অনুনয় করত বিল হইতে বহির্গত হইলেন। এবং তথায় সহচরগণের কেহই নাই দেখিয়া একাকী দ্বারবতীতে প্রত্যাগমন ও সমুদায় সাত্বতগণসমক্ষে সত্রাজিৎকে সেই মণিরত্ন প্রদান করিয়া, মিথ্যাপবাদদূষিত আত্মাকে পাপভার হইতে বিমুক্ত করিলেন।

হে অনঘ! সত্রাজিতের যে দশ পত্নী ছিলেন, তাঁহাদের গর্ভে তাঁহার একশত পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ভঙ্গকার সকলের জ্যেষ্ঠ। আর বীরবর বাতপতি, বিয়ৎস্নাত ও উপস্বাবান এই তিন পুত্র এবং স্ত্রীরত্নোত্তমা সত্যভামা, রতপরায়ণা ব্রতিনী ও প্রস্বাপিনী এই তিন কন্যা সর্ব্বত্র বিখ্যাত। সত্রাজিৎ ঐ তিন কন্যাই কৃষ্ণকে পত্নী স্বরূপ সম্প্রদান করেন।

ভঙ্গকারের দুই পুত্র সভাক্ষ ও নারের। উভয়েই নিরতিশয় রূপগুণসম্পন্ন, বিশেষ বিখ্যাত ও সমুদায় মানবগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যুধাজিৎপুত্র পৃশ্নি মাদ্রীর গর্ভে সমুৎপন্ন হন। পৃশ্নির পুত্র শ্বফল্ক ও চিত্রক। শ্বফল্ক কাশিরাজকন্যা গান্দিনীকে পত্নীত্বে বরণ করেন। সর্ব্বদা গোদান করিতেন বলিয়া ঐ কন্যা গান্দিনী নাম প্রাপ্ত হন। গান্দিনীর গর্ভে সুবিখ্যাত মহাবাহু শ্রুতবান, ভূরিদক্ষিণ যাগশীল মহাভাগ অক্রূর, উপমদ্গু, মদ্গু, অরিমর্দ্দন মৃদর, গিরিক্ষিপ, উপেক্ষ, শত্রুহন্তা অরিমেজয়, ধর্ম্মভৃৎ, যতিধর্ম্মা গৃধ্র, ভোজ, অন্ধক,

আসাহ ও প্রতিবাহু নামে পুত্র এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী সমুৎপন্ন হন। ইনি শাস্ত্রের সুবিখ্যাত মনস্বী এবং রূপযৌবনসম্পন্না ও সকলের হৃদয়হারিণী ছিলেন। ইঁহার কন্যার নাম বসুন্ধরা। হে কুরুনন্দন! অক্রূর উগ্রসেনীর গর্ভে সুদেব ও উপদেব নামে দেবতুল্য পরম রূপবান্ দুই পুত্র লাভ করেন। পৃথু, বিপৃথু, অশ্বসেন, অশ্ববাহু, সুপার্শ্বক ও গবেষণ ইঁহারা চিত্রকের পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। অসিতনেমির চারি পুত্র ও দুই কন্যা; সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু; এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা।

হে কুরুকুলরোহিণীরমণ! যাহারা বাসুদেবের এই মিথ্যাপবাদবৃত্তান্ত অবগত হন, মিথ্যাপবাদ তাঁহাদের ছায়াংশও গমন করিতে পারে না।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়। ৩৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণ সত্রাজিৎকে সেই মণিরত্ন স্যমন্তক প্রদান করিলে, অক্রূর শতধন্বার সাহচর্য্যে তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। অক্রূর ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত সত্যভামার নিকট সেই মণিরত্ন প্রার্থনা করিতেন। কালসহকারে মহাবল শতধন্বা সত্রাজিৎকে সংহার করিয়া, স্যমন্তক হরণ পূর্ব্বক রাত্রিযোগে অক্রূরকে তাহা প্রদান করেন। হে ভরতর্ষভ! তখন অক্রূর উহা আত্মসাৎ করত শতধন্বাকে এই শপথবদ্ধ করিলেন যে, তুমি এ বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। বাসুদেব তোমাকে আক্রমণ করিলে, আমরা সকলেই তোমার সাহায্যার্থ গমন করিব। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, সমুদায় দ্বারকাই আমার বশবর্ত্তী।

অনন্তর পিতা নিহত হইলে, মনস্বিনী সত্যভামা দুঃখার্ত্তা হইয়া রথারোহণে বারণাবত নগরে প্রস্থান এবং স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া, তাঁহার নিকটে ভোজরাজ শতধন্বার এবং বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া, দুঃখাবেগবশতঃ বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ হরি স্বয়ং পরলোকপ্রাপ্ত পাণ্ডবগণের উদকক্রিয়া সমাধান ও সাত্যকিকে তৎকার্য্যে বিনিয়োজিত করিয়া, দ্রুতবেগে দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক অগ্রজ বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভো! সিংহ প্রসেনজিৎকে বিনষ্ট করে; তদনন্তর সত্রাজিৎ শতধন্বার হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং আমিই এক্ষণে স্যমন্তক মণির প্রকৃত অধিকারী। অতএব আপনি শীঘ্র রথারোহণ পূর্ব্বক ভোজরাজ মহাবল শতধন্বাকে সংহার করুন। হে মহাবাহো! তাহা হইলে স্যমন্তক মণি আমাদেরই নিজস্ব হইবে।

অনন্তর অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, শতধন্বা ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্ব্বক অক্রূরের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অক্রূর ভোজ ও জনার্দ্দন উভয়কে সংরব্ধ নিরীক্ষণ করিয়া, শক্তিসত্ত্বেও শঠতা পূর্ব্বক তাঁহার আনুকূল্যে গমন করিলেন না। তখন শতধন্বা ভীত হইয়া, পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর তিনি যে হৃদয়ানাম্নী শতযোজনগামিনী বড়বা সহায়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক শতযোজন পথ পলায়ন করিলেন। কিন্তু বড়বা দূরপথ অতিক্রম নিবন্ধন নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিল।

শতধন্বা বাসুদেবের রথ উত্তরোত্তর নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া স্বীয় পরিশ্রান্ত অশ্বিনী পরিহার করিলেন। এদিকে বাসুদেবও স্বীয় অশ্বদিগকে শ্রমনিবন্ধন গমনে অনিচ্ছুক ও লম্ফ ঝম্প করিতে দেখিয়া, বলরামকে কহি-

লেন, হে মহাবাহো! হয়গণ নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়াছে; অতএব আপনি এই স্থানে অবস্থিতি করুন। আমি পদব্রজে গমন করিয়া মণিরত্ন স্যমন্তক আহরণ করিয়া আনি। এই বলিয়া অচ্যুত পদব্রজে মিথিলায় গমন পূর্ব্বক শতধন্বাকে নিহত করিলেন। কিন্তু স্যমন্তক মণি দেখিতে পাইলেন না। পরে যখন তিনি নিবৃত্ত হইলেন, তখন লাঙ্গলী বলদেব কৃষ্ণের নিকট রত্ন প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ কহিলেন, আমার নিকট মণি নাই। তখন বলদেব সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বারম্বার ধিকার করত কহিতে লাগিলেন, তুমি ভ্রাতা বলিয়া সহ্য করিলাম; তোমার মঙ্গল হউক। আমার দ্বারকায়, বা তোমাতে, অথবা বৃষ্ণিগণে কিছুতেই প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া অরিমর্দ্দন রাম মিথিলায় প্রবেশ করিলে, তথায় সকলে পরমসমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। এদিকে বভ্রু দীক্ষাময় কবচ ধারণ পূর্ব্বক অবিশ্রান্ত বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। ষষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত তদীয় যজ্ঞে বহু অন্ন ও বিবিধ ধন রত্ন ব্যয়িত হইতে লাগিল। সেই মহাত্মার সেই সকল অভীষ্টফলপ্রদ যজ্ঞ অক্রূরযজ্ঞ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

যখন বলদেব মিথিলায় অবস্থান করেন; সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন তথায় গমন করিয়া, তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। মহাত্মা বাসুদেব মহারথ বৃষ্ণি ও অন্ধকগণে সমবেত হইয়া বলদেবকে প্রসন্ন করত তাঁহাকে পুনরায় দ্বারকায় আনয়ন করিলেন, তদনন্তর অক্রূর মহাবল সত্রাজিতকে সবান্ধবে যুদ্ধে নিহত করিয়া, অন্ধকগণের সহিত দ্বারকা হইতে বহির্গত হইলেন। কৃষ্ণ জ্ঞাতিভেদ ভয়েই তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। অক্রূর দ্বারকা পরিত্যাগ করিলে, পাকশাসন আর তথায় বারিবর্ষণ করিলেন না। তখন অনাবৃষ্টি নিবন্ধন রাজ্যের বহুতর অনিষ্টপাত উপস্থিত হইল। পরে কুকুর ও অন্ধকগণ তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। তিনি আগমন করিবামাত্র সহস্রাক্ষ সমুদ্রকক্ষে বারিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। অক্রূর দ্বারকায় আসিয়া বাসুদেবের প্রীতিসাধনার্থ তাঁহাকে কন্যা ও সুশীলা ভগিনী সম্প্রদান করিলেন।

অনন্তর বাসুদেব, অক্রূরের নিকট স্যমন্তক মণি রহিয়াছে, ইহা সুযোগক্রমে জানিতে পারিয়া, কোন সময়ে তাঁহাকে সভামধ্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বিভো! আপনার নিকট যে মণিরত্ন স্যমন্তক রহিয়াছে, উহা আমাকে প্রদান করুন। আমার সহিত শঠতা করিবেন না। ষষ্টিবর্ষ গত হইল, আমার যে ক্রোধানল সমুদ্ভূত হইয়াছিল, বহুকালের পর অদ্য আবার সেই ক্রোধানল পুনরায় উদ্দীপিত হইতেছে।

অনন্তর অক্রূর কৃষ্ণবাক্য শ্রবণে সেই সাত্বত সভামধ্যে অক্লেশে তাঁহাকে সেই মণি সমর্পণ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও তাঁহার সরলতা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, উহা তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন তিনি কৃষ্ণের নিকট সেই স্যমন্তক মণি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, স্বয়ং পরিধান পূর্ব্বক অংশুমানের ন্যায় শোভমান হইলেন।

—:০:—

চত্বারিংশ অধ্যায়। ৪০।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজবর! আমি সাধুগণের নিকট অমিততেজা বিষ্ণুর বরাহ অবতারের কথা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার চরিত্র, বিধি, ইতিকর্ত্তব্যতা ও কার্য্যপ্রয়োগাদির বিষয়, এবং তিনি কি প্রকার বরাহ, তাঁহার মূর্ত্তিই বা কিরূপ ও উহার অধিষ্ঠাত্রী

দেবতাই বা কে, তাঁহার কার্য্যপ্রণালীই বা কিরূপ, তাঁহার কিরূপ সামর্থ্য ও তৎকালে তিনি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এ-সমস্ত কিছুই অবগত নহি। কেবল যে সকল দ্বিজাতিগণ যজ্ঞোপলক্ষে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট বেদব্যাসবর্ণিত মহা বরাহ চরিতের বিষয় এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি যে, ভগবান্ নারায়ণ বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বীয় বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা মেদিনী মণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। অতএব আপনি সবিস্তর রূপে তাঁহার অবতার ও অবতারবিশেষের কার্য্য ও ব্রাহ্মী প্রকৃতি সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

হে ভগবন্! যিনি সুরেশ ও রিপুসূদন; যিনি বসুদেবকুলে বাসুদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অমরগণপরিবৃত পুণ্যজনালঙ্কৃত পবিত্র দেবলোক যাহার বাসস্থান; যিনি দেবলোক পরিত্যাগ করিয়া, মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি দেব ও মনুষ্য-লোকের প্রণেতা; যে বিভু হইতে ভূর্ভুবঃ সমুদ্ভূত হইয়াছে, যে চক্রী একাকী এই মনুষ্য চক্র পরিপালন করিতেছেন, জগৎস্থ লোক সমুদায় যাহা দ্বারা রক্ষিত হইতেছে, যে ভূতাত্মা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি শ্রীগর্ভস্বরূপ, যিনি দেবগণের শুভসাধনার্থ ত্রিবর্গ দ্বারা ত্রিলোক পরাজয় করিয়া জগতের ত্রিবিধ মার্গ সংস্থাপন করিয়াছেন, যিনি প্রলয়কালে তোয়ময় শরীর পরিগ্রহ করিয়া জগৎ একার্ণব করিয়াছিলেন; যে পুরাণ পুরুষ বরাহমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া, বিশালদশনাগ্রভাগ দ্বারা ধরণীমণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, যিনি পূর্ব্বে দেবরাজের নিমিত্ত এই অক্ষয় ত্রিলোক রাজ্য পরাজিত করিয়া তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি অগ্রে সিংহ, পরে নরসিংহ রূপ ধারণ করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বধ সাধন করিয়াছিলেন; যিনি ঊর্দ্ধ ও সম্বর্ত্তক নামা অনলরূপ ধারণ করিয়া, পাতালে গমন পূর্ব্বক সমস্ত অর্ণব শোষণ করিয়াছিলেন, যাঁহাকে যুগে যুগে সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রাদ্য ও সহস্রচরণ বলিয়া কীর্ত্তন করে, যাহারা নাভিদেশ হইতে একার্ণব সময়ে পিতামহের গৃহস্বরূপ অপঙ্কজ পদ্ম সমুৎপন্ন হইয়াছিল, তারকাময় সংগ্রামে যিনি সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বায়ুধধারী শরীর ধারণ করিয়া গরুড়ারোহণে দৈত্যগণকে নিহত, মহাদৈত্যকে পরাজিত ও কালনেমিকে নিপাতিত করিয়াছেন, যিনি যোগমায়া অবলম্বন পূর্ব্বক মহা সমুদ্রের উত্তর প্রান্তে ক্ষীরোদ সমুদ্রে শয়ন করিয়া থাকেন, তপোবনে অদিতি যাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন; যিনি গর্ভাবসানে বামনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া লোকময় পাদ দ্বারা দৈত্যগণকে রসাতলগামী ও অমরগণকে স্বর্গবাসী করিয়া দেবরাজকে পুনরায় ত্রিলোকের ইন্দ্রপদে স্থাপিত করিয়াছেন; যাঁহা হইতে যজ্ঞের পাত্র, দক্ষিণা, দীক্ষা, চমস, উলূখল, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নি, বেদী, কুশ, স্রুব, প্রোক্ষণীপাত্র, যজ্ঞাবভৃথস্নান-সামগ্রী, সুধা প্রভৃতি ত্রিবিধ দ্রব্য এবং হব্য-কব্যপ্রদ ব্রাহ্মণগণ সৃষ্ট হইয়াছেন; যিনি দেবগণকে হব্যাদ ও পিতৃগণকে কব্যাদ করিয়াছেন, যিনি যজ্ঞকার্য্য বিভাগার্থ বিবিধমন্ত্রযুক্ত যূপ, সমিৎ, স্রুব, সোম, পবিত্র পরিধেয় বহ্নিস্থাপন স্থান, সদস্য, যজমান ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি পূর্ব্বে পরমেষ্ঠিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য দ্বারা লোকযাত্রানির্ব্বাহার্থ যুগপর্য্যন্ত সংখ্যা, ক্ষণ, লব, কাষ্ঠা, ত্রুটী-নিমেষ, মুহূর্ত্ত, তিথি, মাস, পক্ষ, সংবৎসর, ঋতু, কালযোগ, নিত্য নৈমিত্তক ও কাম্য এই তিন প্রকার কার্য্য, শ্রুতি, স্মৃতি এবং শিষ্টাচার রূপ ত্রিবিধ প্রমাণ, আয়ু, ক্ষেত্র-

বৃদ্ধি, লক্ষণ, রূপ, সৌন্দর্য্য, ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ ত্রিলোক, ত্রিবেদ, ত্রিবিধ অগ্নি, ত্রিবিধ কাল, ত্রিবিধ কর্ম্ম, ত্রিবিধ অপচয়, সত্ত্বাদি গুণত্রয়, অনন্ত লোকত্রয়, ও পঞ্চভূতগুণাত্মা জীবসমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন; যিনি মানবগণের জন্মমরণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডনিয়ন্তা হইয়া জীব স্বরূপে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়সুখে কালযাপন করিতেছেন; যিনি ধার্ম্মিকদিগের গতি এবং অধার্ম্মিকদিগের অপার স্বরূপ, যাঁহা হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমুৎপন্ন ও চাতুর্হোত্র সুরক্ষিত হইয়াছে, যিনি চতুর্ব্বিধ আশ্রমের আশ্রয়দাতা ও আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি চতুষ্টয়ী বিদ্যার বিজ্ঞাতা, দিক্ সকল যাঁহার মধ্যে বিলীন রহিয়াছে; যিনি আকাশ, ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, ও চন্দ্র সূর্য্য এবং যিনি শ্রেষ্ঠ জ্যোতি ও শ্রেষ্ঠ অন্ধকার স্বরূপ, যাঁহাকে পর, অপর ও পরাৎপর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; বেদ, ক্রিয়া, ধর্ম্ম গতি, সত্য, তপ ও মোক্ষ যাঁহার আশ্রয়, যিনি দ্যুলোকস্থ আদিত্যাদি স্বরূপ; যিনি দৈত্যান্তক, প্রলয়কালান্তক, ও লোকান্তরের অন্তক স্বরূপ; যিনি পাবন দ্রব্যের পাবন, বেদবিদ্দিগের বেদ্য, যিনি প্রভুদিগের প্রভু, যিনি প্রিয়দর্শনদিগের প্রিয়দর্শন, অগ্নি-ঋষিগের অগ্নি, যিনি মনুষ্যদিগের মন, তপস্বিগণের তপ, নয়বৃদ্ধদিগের বিনয়, তেজস্বীগণের তেজ, দেহীদিগের দেহ, স্থূলপদদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, ও উপায়বান্ লোকদিগের উপায় স্বরূপ, সেই ভগবান্ নারায়ণকে কিরূপে সামান্য স্ত্রীলোকে গর্ভে ধারণ করিল? কি নিমিত্তই বা তিনি দেবলোক পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যলোকে আগমন করিলেন? তাঁহার গোপত্ব স্বীকার করিবারই বা কারণ কি?

আকাশপ্রভব বায়ু অগ্নির জীবন, ও সেই অগ্নি দেবগণের জীবন; কিন্তু ভগবান নারায়ণ সেই অগ্নিরও জীবনস্বরূপ। রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র ও শুক্র, হইতে গর্ভ সম্ভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ রসই গর্ভের মূল। তাহার মধ্যে শুক্র প্রথম ভাগ এবং শোণিত দ্বিতীয় ভাগ; শুক্র সোমাত্মক, এবং শোণিত পাবকাত্মক। বস্তুতঃ রসাদি বস্তু সমুদায়ের সারাংশ শুক্র ও শোণিত, তাহার মধ্যে শুক্র কফাংশে ও শোণিত পিত্তাংশে সম্ভূত হইয়া থাকে। কফের স্থান হৃদয়; পিত্তের স্থান নাভি। নাভির অন্য প্রকোষ্ঠ হুতাশনের স্থান; দেহ মধ্যস্থিত হৃদয় মনের বাসস্থান। মন প্রজাপতি, কফ সোম, এবং পিত্ত অগ্নিদেবতাস্বরূপ। অতএব এই জগৎ অগ্নীসোমাত্মক। যেরূপ মেঘ ধূম, জ্যোতি, সলিল ও বায়ু সহকারে বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ অন্নাদিরসপরিপাকে গর্ভ পরিবর্দ্ধিত হইলে, প্রাণ বায়ু পরমাত্মার সহিত সঙ্গত হইয়া, গর্ভে প্রবেশ করত মস্তকাদি অবয়ব নির্ম্মাণ ও তাহার পুষ্টিসাধন করে। অনন্তর ঐ বায়ু প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়। প্রাণ বায়ু হৃদয়, অপানবায়ু পশ্চাদ্ভাগ, সমানবায়ু সমস্ত অঙ্গ, উদানবায়ু উরোদেশের ঊর্দ্ধভাগ, আর ব্যান বায়ু সমুদয় শরীর সবল করে। প্রাণাদি বায়ুর কার্য্যবিভাগের পর পৃথিব্যাদি পদার্থ সকলের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হয়। অনন্তর পৃথিবী বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি, এই পঞ্চ মহাভূত পঞ্চেন্দ্রিয় রূপেপরিবর্ত্তিত হইয়া দেহমধ্যস্থ স্ব স্ব স্থান অধিকার করত উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হয়। এই শরীর পার্থিববিকার; প্রাণ বায়ুবিকার, শরীরস্থ ছিদ্র সকল আকাশবিকার; জলাংশসকল জলবিকার; ও চক্ষু জ্যোতির্ব্বিকার মাত্র; এই পৃথিব্যাদি ভূত সকলের মধ্যে তৈজস অংশ মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। মনের সামর্থ্য বলেই

গ্রাম নগরাদি বিষয় সমস্ত বিনির্ম্মিত হইয়াছে।

হে দ্বিজবর! যিনি এই রূপে এই সনাতন লোক সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণু কি নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করিলেন। এই বিষয় আমি সংশয়াপন্ন ও সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। আমি স্বীয় বংশের সকলের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে দেব ও দৈত্যগণ যে বিষ্ণুকে পরমাশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া বর্ণন করেন; আমি সেই নারায়ণ এবং বৃষ্ণিবংশের বিষয় শ্রবণ করিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছি। অতএব হে মুনে! আপনি কৃপা করিয়া সেই বিখ্যাতবীর্য্য অদ্ভুতকর্ম্মা অমিততেজা ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব বর্ণন করুন।

একচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আমার প্রতি গুরুতর প্রশ্নভার সমর্পণ করিলেন, এবং আপনার কৃষ্ণকথাশ্রবণে যে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক। যাহা হউক, এক্ষণে কৃষ্ণলীলাচরিত যথাসাধ্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বেদবিৎ দ্বিজগণ যাঁহাকে সহস্রাস্য, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, সহস্রশীর্ষ, সহস্রদ, সহস্রাদি, সহস্র ভুজ, সহস্রজিহ্ব ও সহস্র মুকুট বলিয়া বর্ণন করেন, যিনি অক্ষর ভুবন, সবন, হব্য, হোতা ও পবিত্র পাত্র; যিনি বেদী, দীক্ষা, চরু, স্রুব, স্রুক্, সোম, সূর্প, মুষল, প্রোক্ষণী পাত্র ও দক্ষিণায়ন; যিনি যজুর্ব্বেদী ও সামবেদী দ্বিজস্বরূপ; যিনি সদস্য, সদন, সভা, যূপ, সমিৎ, কুশ, দর্ব্বী, চমস, উলূখল, প্রাগ্বংশ, যজ্ঞভূমি, ঋত্বিজ, স্থণ্ডিল, একহায়নী শকটাদি, সোমবিক্রয়াদি অর্থ, স্থাবর, জঙ্গম, প্রায়শ্চিত্ত, অর্ঘ্য, কুশ মন্ত্র, যজ্ঞবহ, বহ্নি, ভাগ ও ভাগবহ, যিনি অগ্রেভুক্, সোমভুক্, হুতার্চ্চি ও উদায়ুধ, এবং যাঁহাকে সনাতন বিভু বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সেই শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ধীমান্ দেবাদিদেব নারায়ণ অসংখ্যবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক্ষণে প্রজাপতি মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হইবেন।

হে রাজন্! ভগবান বিষ্ণু কি নিমিত্ত বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার এই প্রশ্ন অতি পবিত্র, পুণ্যফলপ্রদ ও উৎকৃষ্ট। আমি আপনার নিকট তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, প্রযত্নমনে শ্রবণ করুন। বিষ্ণুচরিতশ্রবণ অতি পবিত্র পুরাণ ও বেদ তুল্য ফলপ্রদ। সর্ব্বভূতেশ ভগবান দেবলোক ও মনুষ্যলোকের শুভসাধনার্থ বার বার প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। যখন ধর্ম্মবিপ্লাবন উপস্থিত হয়, তখন তিনি ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট এক মূর্ত্তি স্বর্গস্থিত হইয়া নিয়ত দুশ্চর তপস্যার আচরণ করিতেছে, অপর মূর্ত্তি সংহার কার্য্যের নিমিত্ত শয়ান থাকিয়া সতত যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে না। যুগসহস্রকাল পরিপূর্ণ হইলে, দেবদেব জগৎপতি যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করত পুনরায় সৃষ্টিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। সেই কালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা, লোকপালগণ, চন্দ্র, আদিত্য, অনল, কপিলদেবগণ, সপ্তর্ষিগণ, মহাযশস্বী ত্র্যম্বক, অনিল, সমুদ্র, সনৎকুমার ও প্রজাসৃষ্টিকর মনু তাঁহার দেহ হইতে সমুৎপন্ন হন। ঐ কালে প্রদীপ্ত অনলের প্রভাসম্পন্ন পুরাণ পুরুষ হইতে গ্রাম নগরাদি সৃষ্ট হয়। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সকল, দেব, অসুর, রাক্ষস ও উরগগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, তিনি ভূতাত্ম দানবগণ

মধুকৈটভকে মোক্ষপ্রাপ্তিজনক বর দান করিয়া তাহাদিগকে সলিল মধ্যে নিহত করিয়াছেন। যখন ইনি সলিলপুঞ্জোপরি যোগনিদ্রা সমাশ্রয় করত শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে উঁহার নাভিকমল হইতে দেবগণ ও ঋষিগণ সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ইনি পুষ্করাবর্ত্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

হে রাজন! ভগবান নারায়ণের বরাহ অবতার অত শ্রবণকরুন। এই অবতারে নারায়ণ বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অর্ণবমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয়পয়োধিজলনিমগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিবার সময়ে বেদচতুষ্টয় তাঁহার চারিপদ, যূপ দন্ত, ক্রতু হস্ত, চিতি মুখ, অগ্নি জিহ্বা, কুশ রোম, অহোরাত্র নেত্রদ্বয়, বেদাঙ্গ শ্রুতিভূষণ, আজ্য নাসিকা, স্রুব তুণ্ড, সামগান স্বর, পশু জানু, কর্ম্ম বিক্রম সৎক্রিয়া, প্রায়শ্চিত্ত নখ, উদ্গাতৃ অস্ত্র, হোম লিঙ্গ, ওষধি সমূহ বীর্য্য, বায়ু অন্তরাত্মা, বেদ স্ফিক্, বিস্তারপ্রাপ্ত সোমরস শোণিত, বেদী স্কন্ধদেশ, হবি গন্ধ, হব্যকব্য বেগ, প্রাগবংশ শরীর, দক্ষিণা হৃদয়, সাধ্যায় কণ্ঠভূষণ, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ মহাবীর রূপে পরিবর্ত্তন ভূষণ, নানাবিধ ছন্দ গমনীয় পথ, গুহ্য উপনিষৎ আসন, এবং ছায়া পত্নী হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞবরাহ দেহধারী বিবিধদীক্ষার্চ্চিত যোগনিরত সত্যধর্ম্মাত্মক নারায়ণ সেই সময়ে সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় মহোন্নত হইয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ এই রূপে প্রাণিগণের হিতসাধনার্থ যজ্ঞবরাহশরীর ধারণ করিয়া, অরণ্যপর্ব্বতসমাকীর্ণ ধরণীর উদ্ধার করেন, আমি নারায়ণের এই বরাহ অবতার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যে অবতার নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বধসাধন করিয়াছিলেন, তাহা আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। সত্যযুগে বলদর্পিত অমরবৈরী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু একাদশ সহস্র বৎসর জলাহারমাত্র করিয়া, সুদৃঢ় আসন বদ্ধ ও সাতিশয় ইন্দ্রিয়সংযম করত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শমদমাদিগুণ, ব্রহ্মচর্য্য, নিয়মধারণা ও তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ চরাচরগুরু পিতামহ ব্রহ্মা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া, আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুত, রুদ্র, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সর, কিন্নর, দিক্, বিদিক্, নদী, সমুদ্র, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, খেচর মহাগ্রহ, তপোবৃদ্ধ দেবর্ষি, সিদ্ধ, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ সমভিব্যাহারে দীপ্যমান হংস সংযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর সমীপে আগমন করত কহিলেন, হে ভক্ত! আমি তোমার তপশ্চরণে পরম প্রীত হইয়াছি; এক্ষণে বর প্রার্থনা কর; তোমার অভীষ্ট লাভ হইবেক।

হিরণ্যকশিপু কহিল, হে দেবসত্তম! কি দেব, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি মানুষ, কি পিশাচ, কেহই যেন আমাকে বিনাশ করিতে সমর্থ না হয়। হে লোকপিতামহ! ঋষিগণও যেন ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করিতে না পারেন। শস্ত্র, অস্ত্র, পর্ব্বত, পাদপ এবং আর্দ্র, শুষ্ক বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয়। যিনি একমাত্র চপেটাঘাত দ্বারা আমাকে সংহার করিতে পারিবেন, তিনিই আমার মৃত্যু। আমি যেন সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, হুতাশন, সলিল, অন্তরীক্ষ, দশদিক্, কামক্রোধ, বরুণ, বাসব, যম, কুবের, যক্ষ এবং কিম্পুরুষদিগের অধিপতি হই, ইহাই আমার প্রার্থনা।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে বৎস! আমি তোমাকে

এই সমস্ত অদ্ভুত বর প্রদান করিলাম; ইহা দ্বারা তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইবে। ভগবান্ পিতামহ এই কথা বলিয়া ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত আকাশে গমন করিলেন।

অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও মুনিগণ ভগবান কমলযোনির এই প্রকার বরদানের বিষয় শ্রবণ করত তাঁহার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার এই বরদানপ্রভাবে সেই অসুর আমাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিবে। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া, তাহার বধোপায় চিন্তা করুন। হে ভগবন! আপনি স্বয়ম্ভূ; সমুদায় জীবগণ আপনা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। আপনি হব্য কব্যের স্রষ্টা; আপনার প্রকৃতি কেহই অবগত নহেন।

অনন্তর ভগবান প্রজাপতি এই সমস্ত লোকহিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবগণকে কহিলেন, হে ত্রিদশগণ! সেই হিরণ্যকশিপু অবশ্যই তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু ইহার তপস্যার অবসানে ভগবান বিষ্ণু ইহাকে সংহার করিবেন। দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বরলাভ করত বলদর্পিত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে সত্যব্রতপরায়ণ দান্ত আশ্রমবাসী মুনিগণের প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করিল। পরে সমুদয় দেবগণকে পরাজয় করত ত্রিভুবন বশীভূত করিয়া, স্বর্গরাজ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ঐ সময় দেবগণকে যজ্ঞভাগ হইতে দূরীভূত করিয়া, দানবগণকে উহার অধিকারী করিল।

তখন আদিত্য, রুদ্র, বিশ্ব ও বসুগণ ভূত, ভব্য ও ভবিষ্য স্বরূপ ত্রিলোকনমস্কৃত সনাতন ব্রহ্ম নারায়ণের শরণাগত হইয়া কহিলেন, হে দেবেশ! আপনি আমাদিগের ধাতা, পরমদেবতা ও পরম গুরু। হে শত্রুকুলনিসূদন! অদ্য দিতিকুলক্ষয়ের নিমিত্ত আমরা আপনার শরণাগত হইলাম; এক্ষণে হিরণ্যকশিপুর ভয় হইতে আমাদিকে পরিত্রাণ করুন্।

বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবগণ! আমি তোমাদিগকে অভয় প্রদান করিতেছি; তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর। তোমরা অচিরেই ত্রিদিবরাজ্য লাভ করিতে পারিবে; আমি সেই বরদানদর্পিত অমরগণেরও অবধ্য সগণ দানবেন্দ্রকে অচিরাৎ বিনষ্ট করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু এই রূপে দেবগণকে বিদায় করিয়া, অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধসিংহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুসভায় উপনীত হইলেন। ঘনজীমূতসঙ্কাশ, ঘনজীমূতনিস্বন, ঘনজীমূতসদৃশপরাক্রম এবং ঘনজীমূতের ন্যায় বেগবান্ ভগবান্ নরসিংহদেব স্বীয় কর দ্বারা বলোন্মত্ত দৈত্যগণপরিরক্ষিত শার্দ্দূলবিক্রান্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে একমাত্র করাঘাতেই বিনষ্ট করিলেন। আমি আপনার নিকট এই নৃসিংহাবতার কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বামনাবতারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন্। পূর্ব্বে ভগবান বিষ্ণু বলবান্ বলিযজ্ঞে দৈত্যবিনাশনী বামনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, ত্রিপাদ দ্বারা দুর্জ্জয় দানবগণকে বিক্ষোভিত করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত বিক্ষোভিত দানবগণের নাম বিপ্রচিত্তি, শিবি, শঙ্কু, অয়ঃশিরা, হয়গ্রীব, বেগবান্, কেতুমান্, উগ্র, সোগ্রব্যগ্র, পুষ্কর, পুষ্কল, সাশ্ব, অশ্বপতি, প্রহ্লাদ, কুম্ভ, সংহ্রাদ, গগনপ্রিয়, অনুহ্রাদ, হর, হর, বরাহ, সংহর, রুজ, শরভ, শলভ, কুপন, কোপন, ক্রথ, বৃহৎকীর্ত্তি, মহাজিহ্ব, শঙ্কুকর্ণ, মহাস্বন, দীর্ঘজিহ্ব, অর্কনয়ন, মৃদুচাপ, মৃদুপ্রিয়, বায়ু, গরিষ্ঠ, নমুচি, শম্বর, বিক্ষর, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধবর্দ্ধন, কালক, কালকেয়, বৃত্র, ক্রোধবিরোচন, গরিষ্ঠ, বরিষ্ঠ, প্রলম্ব, নরক, ইন্দ্রতাপন, বাতাপী, কেতুমান্, বলদর্পিত, অসিলোমা, পুলোমা, বাস্কল, প্রমদ, মদ, খসৃম, শালবদন,

করাল, কৌশিক, শর, একাক্ষ, চন্দ্রহা, রাহু, সংহার ও মৃদুহস্বন। ইহাদিগের মধ্যে কতক-গুলির হস্তে শতঘ্নী, কতকগুলির হস্তে চক্র, কতকগুলির হস্তে পরিঘ, কতকগুলির হস্তে অশ্মযন্ত্র, কতকগুলির হস্তে ভিন্দিপাল, কতক গুলির হস্তে শূল, কাহার হস্তে উলুখল, কাহার কাহার হস্তে পরশ্বধ, কাহার কাহার হস্তে পাশ, কাহার কাহার হস্তে মুদ্গার, কাহারও হস্তে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর এবং কেহ কেহ বা ভুষণ্ডহস্ত। এই প্রকারে দানবগণ বহুবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া, ভয়ঙ্করদর্শন হইয়াছিল। ইহারা সকলেই মহাবেগশালী ও ইহাদিগের বেশও নানাপ্রকার। ইহা-দিগের মধ্যে কাহার মুখ কূর্ম্মের ন্যায়, কাহার কুক্কুট, কাহার কাক, কাহার উলূক, কাহার খর, কাহার উষ্ট্র, কাহার বরাহ, কাহার মকর, কাহার শৃগাল, কাহার মূষিক, কাহার দর্দ্দুর, কাহার বৃক কাহার মার্জ্জার, কাহার শশক, কাহার নক্র, কাহার মেষ, কাহার গো, কাহার ছাগ, কাহার পক্ষী, কাহার মহিষ, কাহার গোধা, কাহার শল্লক, কাহার ক্রৌঞ্চ, কাহার গরুড়, কাহার গণ্ডার এবং কাহারও মুখ ময়ূরের ন্যায়। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গজচর্ম্ম, কেহ কেহ কৃষ্ণাজিন, কেহ কেহ চীর এবং কেহ কেহ বল্কল পরি-ধান করিয়াছে। কাহারও মস্তকে উষ্ণীষ, কাহারও বা মুকুট শোভমান হইতেছে। সকলেরই কর্ণে কুণ্ডল, শরীরে চর্ম্ম ও মস্তকে শিখা লম্বমান রহিয়াছে।

এইরূপে দৈত্যগণ নানাপ্রকার বেশভূষা ধারণ, অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ ও গন্ধমাল্যানুলেপনে বিভূষিত হইয়া, স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এবং হৃষীকেশ অগ্রবর্ত্তী হইবা-মাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তখন ভগবান্ বিষ্ণু বিকট বেশ ধারণ পূর্ব্বক পাদ ও পাণিতল প্রহারে সমস্ত দানবগণকে প্রমথিত করিয়া, ভারনিপীড়িতা মেদিনীর ভার হরণ করিলেন। দ্বিজাতিগণ সেই অতুল পরাক্রমশালী ভগবান্ বিষ্ণুর বিষয়ে এইরূপ কহিয়া থাকেন, তিনি যখন ভূমিতলে পরা-ক্রম প্রকাশ করেন, তখন চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার স্তনদেশে, যখন নভস্তলে তখন তাঁহার নাভি দেশে, এবং যখন ঊর্দ্ধদেশে তখন তাঁহার জানুদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যপুঙ্গবগণকে নিহত করিয়া, ভূভারহরণপূর্ব্বক দেবরাজকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। আমি আপ-নার নিকট এই বামনাবতারের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ভূতাত্মা বিষ্ণুর দয়াপূর্ণ দত্তাত্রেয় অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

হে রাজন! বেদ, ক্রিয়া ও যজ্ঞ বিনষ্ট, বর্ণচতুষ্টয় সঙ্কীর্ণ, ধর্ম্ম শিথিলিত, অধর্ম্ম পরি-বর্দ্ধিত, সত্য পলায়িত, মিথ্যা প্রাদুর্ভূত, প্রজা সকল বিশীর্ণ এবং ধর্ম্ম ব্যাকুলিত হইলে, ঐ দত্তাত্রেয়রূপী ভগবান পুনরায় বেদোক্ত কার্য্য, যজ্ঞ ও চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ প্রবর্ত্তিত করেন। তিনিই হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যকে বর-প্রদান করিয়াছিলেন, হে রাজন! তোমার এই বাহুদ্বয় রণস্থলে সহস্রবাহুতুল্য হইবে, সন্দেহ নাই। হে বসুধেশ্বর! তুমি নিখিল বসুধার অধিপতি এবং যুদ্ধকালে অরিগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইবে।

হে রাজন! আমি তোমার নিকট অদ্ভুত-কর্ম্মা বিষ্ণুর এই যথোক্ত দত্তাত্রেয়াবতারের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে মহাত্মা সহস্র বাহু জামদগ্ন্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবন করুন। এই অবতারে ভগবান পরশু রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া রণদুর্ম্মদ সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিপাতিত করিয়া, গম্ভীর নিস্বনে আক্রোশপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার সহস্র-বাহু ছেদন করিয়াছিন। তিনি একমাত্র

পরশু অস্ত্র সহায় করিয়া, জ্ঞাতিগণের সহিত কোটি কোটি ক্ষত্রিয়গণ সমাকীর্ণ সুমেরু ও মন্দর পর্ব্বত পরিশোভিত এই মেদিনী একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছেন। এবং তজ্জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। ঐযজ্ঞে হস্তী, শ্বেতাশ্ব, রথ, অক্ষয় হিরণ্য ও ধেনু প্রভৃতি বহু দক্ষিণা দান করিয়া, পরিশেষে পরমাহ্লাদ সৎকারে মরীচিপুত্র কশ্যপকে সমস্ত দান করেন। সেই মহাত্মা ভৃগুনন্দন লোকের হিতসাধনার্থ দেবতার ন্যায় মহেন্দ্র পর্ব্বতে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন।

হে রাজন্! এই আমি আপনার নিকট শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবান্ বিষ্ণুর জামদগ্ন্য অবতার কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর চতুর্ব্বিংশতি যুগে লোকপ্রসাদন, রাক্ষসনিগ্রহ ও ধর্ম্মের বৃদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ং চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া, রাজা দশরথের পুত্র ভাস্করসমতেজস্বী বিশ্বামিত্র সহায় রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃৎস্বরূপ। মহাত্মা ধীমান্ বিশ্বামিত্র সুরবৈরী রাক্ষস নিধনের নিমিত্ত রামচন্দ্রকে দেবদুর্লভ পরমাস্ত্র সমুদায় প্রদান করেন। তিনি বাল্যকালেই বিশ্বামিত্রদত্ত সেই সমস্ত অস্ত্রবলে যজ্ঞবিঘ্নকারী বলবান্ মারীচ ও সুবাহু নামক রাক্ষসকে শরনিপীড়িত করিয়া দূরীভূত ও মহাত্মা রাজর্ষি জনকের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া, অনায়াসে মহেশ্বরচাপ ভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মণানুচর হইয়া, চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়াছিলেন। এবং ভগবতী লক্ষ্মী অবতীর্ণ হইয়া, সীতানাম ধারণ পূর্ব্বক পত্নী রূপে তাঁহার পার্শ্বচারিণী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র বনবাস অবলম্বন করিয়া, জনস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক দেবকার্য্য সাধন করেন। তিনি যখন লক্ষ্মণের সহিত সীতার অন্বেষণ করেন, তখন মহাবলপরাক্রান্ত শাপভ্রষ্ট বিরাধ ও কবন্ধ নামক রাক্ষস তাঁহার সূর্য্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎসন্নিভ, প্রাংশু জাম্বূনদসদৃশ সমুজ্জ্বল ও ইন্দ্রাশনির ন্যায় সারবৎ অস্ত্রসমূহ দ্বারা নিহত হইয়া, পুনরায় গন্ধর্ব্বশরীর প্রাপ্ত হয়। ঐ সময়ে রামচন্দ্র সুগ্রীবের নিমিত্ত বানররাজ বালীকে নিহত করিয়া, সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। যে যুদ্ধদুর্দ্ধর রাক্ষসেন্দ্র দশানন দেবতা, অপ্সর, যক্ষ, রক্ষ ও পক্ষিগণের অবধ্য, অসংখ্য রাক্ষসগণ যাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিত; দেবগণ বরলাভোন্মত্ত শার্দ্দূলবিক্রান্ত নবীননীরদসন্নিভ মহাবল যে রাবণের প্রতি কদাচ দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইতেন না, রামচন্দ্র সেই লোকবিদ্রাবণ দুরাচার পুলস্ত্যতনয় দুর্জ্জয় রাবণকে ভ্রাতা, পুত্র, সচিব ও সৈন্যগণের সহিত নিহত করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা বরলাভগর্ব্বিত মধুপুত্র লবণ এবং অন্যান্য রাক্ষসগণও নিহত হইয়াছে। পরমধার্ম্মিক রামচন্দ্র এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক দশাশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

হে রাজন্! তদীয় শাসনসময়ে রাজ্যমধ্যে কেহ কোনপ্রকার অশুভ বাক্য শ্রবণ করে নাই। বায়ু সদা অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইত। তস্করতা একবারেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। নারীসকল অনাথ বা বিধবা হইয়া, কখন বিলাপ করে নাই; প্রাণিগণ জল বা অনিলের জন্য কখন ভয় প্রাপ্ত হয় নাই। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের এবং শূদ্রগণ অহঙ্কারবিবর্জ্জিত হইয়া, বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করিত। বৃদ্ধগণকে কখন বালকের প্রেতকার্য্য সাধন করিতে হয় নাই। ভর্ত্তা ভার্য্যার এবং ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রতি কখন অত্যাচার করে নাই। তখন রামই একমাত্র ভর্ত্তা, রামই একমাত্র পাতা ছিলেন। লোকে সহস্র পুত্র লাভ করিত এবং পরমায়ুঃসংখ্যা সহস্র বৎসর ছিল। প্রাণিগণের কোন প্রকার রোগ ছিল না। পৃথিবীতে দেব ঋষি

ও মনুষ্যগণের একত্র সমবায় হইত। পুরাণবিদেরা বলিয়া থাকেন যে, রামচন্দ্রেই যথার্থ তত্ত্বসকল প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার বর্ণ শ্যাম, লোচন লোহিত, মুখ, উজ্জ্বল, বাহু আজানুলম্বিত, এবং স্কন্ধদেশ সিংহের ন্যায় সমুন্নত। তিনি যুবা, মিতভাষী, বলবান্ ও বিবিধগুণোপেত ছিলেন। তিনি একাদশ সহস্র বৎসর অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তদীয় রাজ্যমধ্যে জ্যানির্ঘোষ এবং ঋক্, যজু ও সামবেদধ্বনি কখন বিশ্রান্ত হয় নাই। অনবরত কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" এই শব্দ শ্রুতিগোচর হইত। তিনি গুণসমূহ দ্বারা সূর্য্য চন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইক্ষাকুকুলনন্দন মহাবাহু রামচন্দ্র এইরূপে সগণ রাবণকে বিনাশ ও ভূরিদক্ষিণ এক শত যজ্ঞ সমাপন করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাত্মা কেশব সর্ব্বলোকহিতার্থ মাথুর কল্পে অবতীর্ণ হইয়া, যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। তিনি কৃষ্ণাবতারে শাল্ব, মৈন্দ, হংস, দ্বিবিদ, অরিষ্ট, বৃষভ, কেশি, দৈত্যদারিকা পুতনা, কুবলয়াপীড় নাগ, চানূর ও মুষ্টিক এবং মানবদেহধারী দৈত্যগণকে নিপীড়ন করিয়াছেন। তিনি অদ্ভুতকর্ম্মা বাণ দৈত্যের সহস্র বাহু ছেদন ও মহাবল নরক এবং যবন নামক অসুরকে সংগ্রামে নিহত করিয়াছেন। তিনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দুরাচার নৃপতিগণকে সংহার করিয়া, তাহাদিগের সমস্ত ধন রত্নাদি অপহরণ করেন। পূর্ব্বে অষ্টাবিংশ দ্বাপর যুগে বিষ্ণুর নবম অবতার সময়ে জাতুকর্ণসহচর বেদব্যাস জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সত্যবতীনন্দন মহাত্মা বেদব্যাস কর্তৃক এক বেদ চারি ভাগে বিভক্ত ও ভরতবংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে।

মহারাজ! আপনার নিকট ভগবান্ নারায়ণের লোকগুরুতর অতিক্রান্ত অবতারবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম; এক্ষণে ভাবী অবতারবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দশম অবতার অতীত হইলে, ভগবান্ নারায়ণ পুনরায় লোকের হিতার্থ সম্ভলনামক গ্রামে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের ভবনে দ্বিজবর কল্কী নামে অবতীর্ণ হইবেন। ঐ অবতারে যাজ্ঞবল্ক্য সহচর কল্কী বৌদ্ধদিগের সহিত প্রথমতঃ বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, জয়লাভ, অনন্তর যুদ্ধে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থলে সহচরবর্গের সহিত শান্তিলাভ করিবেন। পরে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইয়া, রাজা, প্রজা, অমাত্য ও সৈনিককুল একবারে উৎসন্ন হইবে। রাজ্য অরাজক হইলে, প্রজারা পরস্পর বিরোধ করিয়া, বলবান্ বলহীনের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে। কলির সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, এই রূপে সকলে উপায়বিহীন ও সাতিশয় দুঃখভার দ্বারা আক্রান্ত হইবে। অনন্তর কলিযুগের অবসান হইলে, পুনরায় সত্যযুগ উপস্থিত হইবে। তখন লোকসকল স্বভাবতঃই ন্যায়ানুযায়ী ব্যবহার করিবে। এক্ষণবাদীরা পুরাণে ভগবানের এইরূপ ও অন্যান্যরূপ অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার প্রাদুর্ভাববর্ণনে দেবগণও বিমোহিত থাকেন। এবং বেদশ্রুতিসমাহিত পুরাণ সকল প্রস্তুত হয়। আমি উদ্দেশমাত্রেই তাঁহার প্রাদুর্ভাবের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। লোকগুরু অমিতবীর্য্যশালী ভগবান্ বিষ্ণুর সেই সকল প্রাদুর্ভাব কীর্ত্তন করিলে, পিতৃলোক প্রীত হন। যাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে যোগেশ্বর ভগবানের এই যোগমায়াবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সমুদায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন এবং তৎপ্রসাদবলে তাঁহারা বিপুল ভোগ ও পরৈশ্বর্য্য লাভ করেন।

—

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ভগবান্ বিষ্ণু যেরূপে সত্যযুগে বিশ্ব ও হরিরূপে এবং দেবলোকে বৈকুণ্ঠ ও মনুষ্যলোকে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাহার সহিত তদীয় ঈশ্বরত্ব এবং অতীত ও অনাগত দুরবগাহ কর্ম্ম গতি সমুদয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। যিনি ক্ষয়রহিত, জগৎস্রষ্টা, অনন্তাত্মা ও অব্যক্তরূপী, তিনিই আবার দেহধারণ পূর্ব্বক সত্যযুগে হরি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সোম, ধর্ম্ম, বৃহস্পতি ও শুক্র তাঁহার রূপান্তর মাত্র। তিনিই অদিতির পুত্র স্বরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ইন্দ্রের অনুজ বিষ্ণু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই ভগবান্ বিষ্ণু সুরবৈরী দানব ও রাক্ষসগণের বধসাধনার্থ যে অদিতির পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই প্রধানাত্মাই পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনিই পূর্ব্বকল্পে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করেন। সেই সমস্ত মহাত্মারাই কশ্যপাদি রূপে স্ব স্ব রূপান্তর সাধন করিয়া, উৎকৃষ্ট বংশপরম্পরা বিস্তার করিয়াছেন। ঐ মহাত্মাগণ হইতে সনাতন বেদশাখা সকল বহুধা বিভক্ত হইয়াছে। সেই সকল বেদপাঠ কেবল মহামহিমান্বিত বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তনমাত্র।

হে কুরুবংশধুরন্ধর! এক্ষণে সেই কীর্ত্তনীয়চরিত বিষ্ণুর অন্যান্য লোকবিশ্রুত কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সত্যযুগে বৃত্রবধ সম্পন্ন হইলে, ত্রিলোকবিখ্যাত তারকাময় সংগ্রাম প্রাদুর্ভূত হয়। সমরদর্পিত দুর্দ্দান্ত দানবগণ সেই যুদ্ধে যক্ষ, রাক্ষস ও উরগগণের সহিত দেবগণের সংহারে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহারা বধ্যমান ও ক্ষীণপ্রহরণ হইয়া, সংগ্রাম পরিহার পূর্ব্বক মনে মনে সকললোকগুরু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন।

ঐ সময়ে নির্ব্বাণালাতসন্নিভ জলধরপটল সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহগণের সহিত গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। সপ্ত মারুত পরস্পর বেগে অভিহত হইয়া, গভীর গর্জ্জন সহকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্ষণপ্রভার উৎকট প্রভায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত ও বজ্রের কঠোর নিনাদে সমস্তাৎ বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। অনবরত উষ্ণবারি নিপাতিত ও সজ্রবেগ উল্কা সকল প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন গগনমণ্ডল ঐ সকল ঘোরতর উৎপাতে দহ্যমান হইয়া চীৎকার করিতেছে। আকাশগামী বিমান সকল মুক্তভাবে বারম্বার উৎপতিত ও নিপতিত হইতে লাগিল। সমুদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়াতে কিছুই পরিজ্ঞাত হইল না। ঐ সময়ে দিক্ সকলও তিমিরবসনে পরিবৃত হইয়া, নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল। সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত হওয়াতে গগনপদবী, কালমেঘাবগুণ্ঠিত অমাবিভাবরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। চতুর্যুগের অন্তসময়ে লোকের মনে যেরূপ ভয়সঞ্চার হয়, ঐ সকল উৎপাতদর্শনেও সেই রূপ হইতে লাগিল। এমন সময়ে কৃষ্ণদেহবিরাজিত ভগবান্ হরি বাহুযুগল দ্বারা তিমিরজালপরিবৃত জলদজাল তিরোহিত করিয়া, স্বীয় দিব্যমূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। হে তাত! তাঁহার ঐ মূর্ত্তি জলদরাশির কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত ও জলধরবর্ণ রোমজালে আবৃত হওয়াতে, কৃষ্ণপর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল এবং সমুজ্জ্বল পীতবসন ও তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত ভূষণমালায় বিরাজিত হওয়াতে বোধ হইল, যেন ধূমান্ধকার পরিবৃত যুগান্তবহ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাঁহার অংশ আটগুণ স্থূল, কেশকলাপ কিরীটে আচ্ছন্ন, এবং আয়ুধ সকল চামীকরকিরণের ন্যায় প্রভাভাত হও-

রাতে, তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যপ্রভাসমুদ্ভাসিত গিরি-কূটের ন্যায় সমুচ্ছ্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে খড়্গ, বিষধর সদৃশ শর, শক্তি, বজ্র, হল, শঙ্খ, চক্র ও গদা বিরাজমান। তিনি ক্ষমামূল, শ্রীবৃক্ষ ও শার্ঙ্গশৃঙ্গধারী বিষ্ণুপর্ব্বত স্বরূপ। তিনি হরিদ্বর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্ব যোজিত দিব্যালোকময় বিশ্বরথে আরূঢ় ছিলেন। উহার ধ্বজে সুপর্ণ অধিরূঢ় ছিল। চন্দ্র সূর্য্য ঐ রথের চক্র, মন্দরশৈল উহার অক্ষ, অনন্ত উহার রশ্মি, সুমেরু উহার কূবর, তারকাগণ উহার বিচিত্র কুসুম ও গ্রহনক্ষত্র উহার বন্ধন স্বরূপ হইয়াছিল। দেবগণ, দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, সেই নভোমণ্ডলস্থ অভয়প্রদ বাসুদেবকে অবলোকন করিয়া, জয়ধ্বনি করত অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তৎকালে দেবতাপ্রিয় আকাশস্থিত বিষ্ণু তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণে সংগ্রামে দানবগণের বধসাধন মনস্থ করিয়া, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! ভয় নাই; এখন নিশ্চিন্ত হও, আমি এখনি দানবগণকে পরাজিত করিতেছি। তোমরা এই ত্রিলোকরাজ্যে অধিকার কর। তখন সুরগণ সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করত উপাদেয় অমৃত লাভে যেমন প্রীত হইয়াছিলেন, সেইরূপ পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

অনন্তর এককালীন সমস্ত অন্ধকার তিরোহিত হইল; নভোমণ্ডল মেঘশূন্য হইল, বিশুদ্ধ সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিক্ সমুদয় প্রসন্ন হইয়া উঠিল, চন্দ্র ও সূর্য্য স্ব স্ব সমুজ্জ্বল জ্যোতি ধারণ করিলেন। গ্রহগণের পরস্পর সংক্ষোভ তিরোহিত হইল; তরঙ্গিণী সকল নির্ম্মলসলিলা ও স্বর্গাদি লোকত্রয়ের পথ সকল পরিষ্কৃত হইল। নদী সকল নির্দ্দিষ্ট পথে ধাবমান হইল। সমুদ্রের আর ক্ষোভ রহিল না। মানবগণের সমস্ত ভয় দূরীভূত হইলে, মহর্ষিগণ অব্যাকুলিত চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। হুতাশন সুখে সুস্বাদু যজ্ঞীয় হবি ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমুদয় লোক প্রসন্নচিত্ত হইয়া, ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর শত্রুসংহারের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইলেন।

—*—

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর দুর্জ্জয় দৈত্য ও দানবগণ বিষ্ণুর অভয়দানবৃত্তান্ত শ্রবণে যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হইল। ময়দানব দ্বাদশ শতহস্তে বিস্তৃত, চারচক্র; সহস্র অক্ষ, গদা পরিঘ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র ও তূণীর কিঙ্কিনীসমূহের শব্দ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বিবিধ কৃত্রিম প্রাণী, স্বর্ণকেয়ূর, বলয়, সুবর্ণমণ্ডিত কূবর, সুন্দর অক্ষ ও মেঘের ন্যায় গম্ভীরশব্দযুক্ত, রত্নজালমণ্ডিত, সুবর্ণ, পক্ষী ও ধ্বজপতাকা পরিশোভিত মূর্ত্তিমান্ অর্ণব এবং প্রভাকরসংযুক্ত মন্দরভূধরের ন্যায় বিরাজমান, ভল্লুকবর্ণ, শত্রুরথনাশক আকাশগামী সমুজ্জ্বল উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন দিবাকর সুমেরু পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন। মহাসুর তারও ক্রোশবিস্তৃত শিলাসমাকীর্ণ লৌহময় অষ্ট চক্র, ঈষা ও কুবরসমাযুক্ত অঞ্জনরাশির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, ধূম্রবর্ণ, মেঘগম্ভীরনিস্বন, গবাক্ষযুক্ত লোহজালজড়িত ও লৌহনির্ম্মিত পরিঘ ক্ষেপণীয়, মুদ্গর, প্রাশ, ভয়ঙ্কর তোমর ও পরশ্বধ দ্বারা সুশোভিত লৌহময় রথে আরোহণ করিল। ঐ রথ দেখিয়ে বোধ হয়, যেন দ্বিতীয় মন্দর ভূধর শত্রুবিনাশের নিমিত্ত সমুদ্যত হইতেছে। বিরোচন ক্রোধপরবশ হইয়া, গদাধারণ পূর্ব্বক সমুন্নত শৈলশৃঙ্গের ন্যায়

সৈন্যগণের অগ্রভাগে অবস্থিতি করিল। হয়গ্রীব শক্রসৈন্যদলনকারী সহস্র অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া, পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বরাহ বাহু সহস্র বিস্তীর্ণ ধনু বিস্ফারিত করিয়া, জটাযুক্ত বটবৃক্ষের ন্যায় সৈন্যগণের অগ্রভাগে অবস্থিতি করিল। খর দর্প বশতঃ ক্রোধাশ্রু বর্ষণ করিয়া, দন্ত ও ওষ্ঠ বিকম্পিত করত সংগ্রামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ত্বষ্টা অষ্টাদশ অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক দাবানলে পরিবেষ্টিত হইয়া, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। শ্বেতকুণ্ডলধারী শ্বেতপর্ব্বতাকৃতি বিপ্রচিত্তির পুত্র শ্বেত ও বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র শিলাস্ত্রধারী অরিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে সংগ্রাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিশোর সাতিশয় হর্ষ সহকারে অশ্বশাবকের ন্যায় যুদ্ধে প্রেরিত হইয়া, দৈত্যসৈন্য মধ্যে সমুদিত দিবাকরের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। লম্বমানবস্ত্রভূষণধারী প্রলম্বিতমেঘমালাসন্নিভ প্রলম্ব সেই দৈত্যসমূহ মধ্যে নীহারসমাচ্ছন্ন অংশুমালীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বক্রযোধী স্বর্ভানু দশন, ওষ্ঠ ও ঈক্ষণরূপ আয়ুধসহায় হইয়া, হাস্য করিতে করিতে সেনামুখে অবস্থান করিতে লাগিল। অন্যান্য সকলে কেহ অশ্ব, কেহ মাতঙ্গ, কেহ সিংহ, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ বরাহ, কেহ কেহ ভল্লুক, কেহ কেহ খর ও উষ্ট্র, কেহ কেহ মেঘ, কেহ কেহ বিবিধ প্রকার পক্ষী, কেহ কেহ বা পবনবাহনে আরোহণ করিয়া, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। বিকৃতানন ভীষণাকার পদাতিসৈন্য মধ্যে কাহার একপাদ, এবং কাহার কাহার দ্বিপাদ, তাহারা সমরাভিলাষী হইয়া, নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। দৃপ্তশার্দ্দূলবিক্রম গর্জ্জনশীল দানবগণ গদা, পরিঘ ও শরাসনবিভূষিত পরিঘাকার বাহু দ্বারা দেবগণকে তর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। প্রাশ, পাশ, খড়্গ, তোমর, অঙ্কুশ, পট্টিশ, শতঘ্নী, মুদ্গর, গণ্ডশৈল প্রভৃতি উত্তমোত্তম অস্ত্রক্রীড়ায় সৈন্য সকল পরমানন্দিত হইল। এইরূপে অসংখ্যদৈত্যপূর্ণ, রণমদোন্মত্ত দেবসৈন্যের ন্যায় সমুদ্ধত এবং বায়ু, অগ্নি, সলিল, মেঘ ও পর্ব্বত সদৃশ সেই অদ্ভুত অসুরসৈন্য যুদ্ধার্থ দেবগণের পুরোবর্ত্তী হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় সমরভূমিতে অবস্থান করিতে লাগিল।

—••—

চতুঃচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! আপনি দৈত্যসৈন্যদিগের বিগ্রহবৃত্তান্ত সমস্ত শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে দেবসৈন্য ও বিষ্ণুর বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ এবং প্রবলপ্রভাব অশ্বিনীকুমারদ্বয় সসৈন্যে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। সহস্রলোচন লোকপাল পুরন্দর সকলের অগ্রে দেবহস্তী ঐরাবতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বামপার্শ্বে পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ সুচারুচক্রচরণসম্পন্ন সুবর্ণহীরকাদিমণ্ডিত মনোহর রথ শোভা পাইতে লাগিল। সহস্র সহস্র দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ উঁহার অনুগামী হইলেন। পরম তেজস্বী সদস্য মহর্ষিগণ উঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। বজ্রবিস্ফুর্জ্জিত, সমুদ্ধত বিদ্যুৎ ও কামগামী পর্ব্বতের ন্যায় বলাহক সকল উঁহা রক্ষা করিতে লাগিল। দ্বিজগণ যজ্ঞস্থলে যাঁহার উদ্দেশে গান করেন, যাঁহার গমনসময়ে দেবতূর্য্য সকল সমুদ্বোধিত হয় এবং অপ্সরোগণ যাঁহার সম্মুখে সতত নৃত্য করিয়া থাকে, সেই ভগবান্ পুরন্দর যে রথে আরোহণ করিয়া পরিভ্রমণ করেন, উহা সেই

রথ। মনোমারুতবেগগামী সহস্র সহস্র অশ্বে পরিচালিত। ভ্রাজমান বংশকেতু দ্বারা উহার প্রভা দিবাকরের ন্যায় সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে। মাতলি অধিরূঢ় থাকাতে, উহা সূর্য্যপ্রভাসমুজ্জ্বল সুমেরু শৈলের ন্যায় শোভমান্ হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ কাল দৈবত মুদ্গার ও স্বীয় দশনপংক্তি সমুদ্যত করিয়া, সিংহনাদ পূর্ব্বক দৈত্যদিগের ভয়োৎপাদন করত সুরসৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নাগচতুষ্টয় ও লোলজিহ্ব ভুজঙ্গমগণে পরিবৃত, শঙ্খমুক্তামালাবিভূষিত অঙ্গদ ও বেতহুকুণ্ডধারী, প্রবালরুচিরাম্বর, নীলকান্তমণির ন্যায় শ্যামবর্ণ, উৎকৃষ্টহার-সুশোভিত এবং পাশাস্ত্রধারী বরুণ সলিলময় শরীর ও কালপাশ গ্রহণ করত শশধরধবল ফুৎকারবান্ ভুরঙ্গমগণে আরোহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের মধ্যস্থল আশ্রয় করিয়া, বিক্ষোভিত মহার্ণবের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। শঙ্খ, পদ্ম ও গদাপাণি, সমুদায় বেত্ত ও নিধিগণের অধিপতি, শ্রীমান্, শিবসখা, রাজরাজেশ্বর ও নরবাহন কুবের মণিশ্যাম সমুজ্জ্বল শরীরে যক্ষ, রাক্ষস ও গুহ্যকগণে পরিবৃত পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধাভিলাষে সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় সৈন্যগণের সম্মুখীন হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সৈন্যগণের পূর্ব্ব দিক্, পিতৃরাজ দক্ষিণ দিক্, সলিলরাজ পশ্চিম ভাগ এবং রাজরাজ কুবের উত্তর ভাগ আশ্রয় করিয়া রহিলেন। এই রূপে চার লোকপাল স্ব স্ব দিক্ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে, দ্বাদশাত্মা দিবাকর স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া, দেবগণ মধ্যে বিরাজমান হইতে লাগিলেন। ঐ রথ দীপ্যমান রশ্মিপুঞ্জে জাজ্বল্যমান, পরম শ্রীসম্পন্ন, অম্বর, গামী, উদয় ও অস্তময় চক্রে সুশোভিত-মেরুপর্য্যন্ত গমনশীল, স্বর্গদ্বারের শোভাসাধন ও সমুদায় লোকের প্রকাশক। শুক্লযোগসমাপন্ন, নৈশতিমিরবিনাশন পৃথিবীর ছায়ালাঞ্ছিতবিগ্রহ, অমৃতের আকর, ওষধির পরিত্রাতা, জ্যোতির ঈশ্বর, রসসকলের রসবিধাতা, জগতের অন্নময় রস স্বরূপ, শিশিরাস্ত্র ও শীতরশ্মিশালী দ্বিজরাজ শ্বেতাশ্বপরিচালিত রথে আরোহণ ও সুশীতল কিরণে সমন্তাৎ উদ্ভাসিত করিয়া, দৈত্যগণের নরনপথে বিরাজমান হইলেন। যিনি প্রাণরূপে পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, যিনি সপ্তস্কন্ধে বিভক্ত হইয়া, চরাচর বিশ্ব ধারণ করিতেছেন; যিনি অগ্নির নিয়ন্তা, শব্দের প্রভব ও অসীমশক্তিসম্পন্ন, সপ্তস্বরসম্পন্না গীতি যাঁহার উদ্ভব ক্ষেত্র, যিনি সমুদায় ভূতের শ্রেষ্ঠ ও শরীরসম্পর্কপরিশূন্য, যিনি শব্দের যোনি, আকাশগামী ও শীঘ্র গমন করেন, সেই সর্ব্বভূতাত্মা বায়ু জলদজালে সঙ্গত ও প্রতিকূল রূপে প্রবাহিত হইয়া, দৈত্যদিগকে প্রব্যথিত করত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ সুক্তনির্ম্মোক পন্নগসমূহের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অসি সকল ধারণ করিয়া, ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বিশালদেহ ভুজগপাতগণ রোষময় প্রখর বিষ বমন পূর্ব্বক দেবগণের শরভূত হইয়া, দৈত্যদিগের বদনে বিমানমার্গে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। শিলাশৃঙ্গ ও শতশাখপাদপরাজবিরাজিত পর্ব্বতসকল দৈত্যদিগকে প্রহার করিবার বাসনায় দেবগণসমীপে সমুপস্থিত হইল।

যিনি হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, যুগান্তকালীন অগ্নি স্বরূপ, বিশ্বজগতের প্রভু, সমুদ্রের কারণ, মধুকৈটভের নিহন্তা, হব্যভুক্ ও যজ্ঞসংকৃত; যিনি পৃথিবী, জল, আকাশ, ভূতাত্মা, শম ও শান্তিবিধাতা; যিনি জগতের কারণ, গুরু, আধার ও বীজস্বরূপ, সেই গরুড়ধ্বজ বাসুদেব পরিবেশভীষণ সমুদ্যত

সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় তেজোবলয়মণ্ডিত শত্রুবিনাশন, চক্র এবং বামহস্তে সর্ব্বাসুরবিনাশিনী ও অরাতিকুলনিহন্ত্রী কৃষ্ণবর্ণা গদা গ্রহণপূর্ব্বক অবশিষ্ট বাহুসমূহে শার্ঙ্গ প্রভৃতি প্রদীপ্ত আয়ুধ সকল ধারণ করিলেন। যিনি বায়ু অপেক্ষা বেগশালী, আকাশগামী, ভুজঙ্গভুক্ মহর্ষি কশ্যপের পুত্র, যাঁহার মুখমণ্ডল বৃহদাকার ভুজগ দ্বারা পরিশোভিত, যিনি অমৃতমন্থনান্তে উন্মুক্ত মন্দরগিরির ন্যায় সমুন্নত, দেবাসুরযুদ্ধে শতবার যাঁহার বিক্রমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যাঁহার শরীর অমৃতাহরণের নিমিত্ত মহেন্দ্রবজ্রে চিহ্নিত হইয়াছে, যিনি শিখাকেশ ও সমুজ্জ্বল বিবিধ ভূষণ ধারণ এবং বিচিত্র বসন পরিধান করিয়া, ধাতুসমূহাসিক্ত অচলের ন্যায় শোভমান, যিনি অর্দ্ধবলিত ও বক্ষঃস্থলাশ্রিত ভুজঙ্গমের সুধাংশু সদৃশ সমুজ্জ্বল শিরোরত্নে ভূষিত, ইন্দ্রধনুযুক্ত প্রলয়কালীন মেঘে যেরূপ নভঃস্থল আবৃত হয়, সেইরূপ যাঁহার পক্ষদ্বয়ে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে ও যাঁহার ভয়ঙ্কর শরীর নীলপীতাদি বিবিধবর্ণ পতাকায় পরিশোভিত, ভগবান্ নারায়ণ সেই অরুণানুজ খগরাজের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। দেবগণ ও মুনিগণ সমাহিত হইয়া, মহামন্ত্রযুক্ত বাক্যে স্তব করত তাঁহার অনুগামী হইলেন। কুবের, যম, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণবিরাজিত সেই রণমদোন্মত্ত দেবসৈন্য সকল জয়শীল দীপ্ততেজা বাসুদেব কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া, উৎসাহ সহকারে যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইল। তৎকালে অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতি দেবগণ পক্ষে এবং শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণ পক্ষে স্বস্তিবাচন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর জিগীষাপরবশ দেব ও দানব সৈন্য পরস্পর মিলিত হইয়া, তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। যেরূপ পর্ব্বত সকল পর্ব্বতগণের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ দৈত্যগণ বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণের প্রতি ধাবমান হইল। যেরূপ ধর্ম্ম অধর্ম্মের সহিত ও দর্প বিনয়ের সহিত, সেইরূপ দেবতা ও অসুরে পরস্পর মিলিত হওয়াতে সেই যুদ্ধ নিতান্ত বিস্ময়াবহ হইল। উভয় পক্ষ হইতেই রথ সকল বেগে ধাবমান, যোদ্ধা সকল অসি হস্তে উৎক্ষিপ্ত, ধনু সকল বিস্ফারিত, এবং মুষল, মুদ্গর ও শর সকল ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তাহাতে সেই যুদ্ধ নিতান্ত তুমুল ও যুগসম্বর্ত্তকের ন্যায় সকলের ত্রাসজনন হইয়া উঠিল। দানবগণ বেগবান্ পরিঘ ও শিলাখণ্ড দ্বারা ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণকে প্রহার করিতে লাগিল। দেবগণ জয়লাভহর্ষিত বলশালী অসুরগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, নিতান্ত বিষণ্ণ এবং পর্য্যাকুল হইয়া উঠিলেন, তাহাদের অস্ত্রজালে জড়িত ও পরিঘঘাতে ভগ্নমস্তক ও ভিন্নহৃদয় হইয়া, অনবরত রুধিরধারা বমন করিতে লাগিলেন; এবং তাহাদের পাশাস্ত্রে ও মায়াপ্রভাবে নিগড় সংযত হইয়া একবারেই নিশ্চেষ্ট ও নিষ্প্রযত্ন হইলেন। এইরূপে দেবসৈন্য অসুরাবক্রমে নিষ্প্রযত্ন ও নিরায়ুধ হইয়া, নিষ্প্রাণ সদৃশ শরীরে সংস্তম্ভিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

তখন সহস্রলোচন শক্র বজ্রাস্ত্র দ্বারা অসুরদিগের সমুদায় মায়াপাশ ও শরজাল ছিন্ন ও বিধ্বংসিত করিয়া দৈত্যসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সম্মুখসমাগত দৈত্য

দিগকে নিহত করিয়া, পরে তামসাস্ত্রে সমুদয় দানবসৈন্য তমোভূত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তামসাস্ত্রে সমাবিষ্ট হওয়াতে দানবগণ পরস্পর আত্মপরপরিবেদনাপরিশূন্য হইয়া উঠিল। তখন মায়াপাশবিনির্ম্মুক্ত সুরোত্তমগণ কৃতযত্ন হইয়া, দৈত্যদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। দানবগণ অন্ধকারে নীলবর্ণ, সংজ্ঞাহীন ও নিতান্ত ভয়গ্রস্ত হইয়া, ছিন্নপক্ষ ভূধরসমূহের ন্যায় ধরাতল আশ্রয় করিল। তৎকালে দৈত্যবল সেই ঘনীভূত অন্ধকারমহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া, মূর্ত্তিমান্ অন্ধকার স্বরূপ প্রতীয়মান হইয়া উঠিলেন।

তখন দৈত্যরাজ ময় দেবরাজের তামসী মায়া দগ্ধ করিবার মানসে যুগান্তকালীন ঔর্বানলবিনির্ম্মিত সর্ব্বলোকদহনী মহামায়া সৃষ্টি করিল। সমুদয় অন্ধকার তিরোহিত করিলে, দৈত্যগণ তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত শরীরে সমুত্থিত হইল। দেবগণ ময়বিহিত মায়াপ্রভাবে দহ্যমান হইয়া, শীতাংশুসলিলপূর্ণ চন্দ্রবিবর হ্রদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এবং সকলেই নিতান্ত সন্তপ্ত ও তেজোহীন হইয়া, শরণগ্রহণবাসনায় ইন্দ্রের নিকট নিবেদন করিলেন।

এইরূপে দৈত্যমায়াপ্রভাবে সমুদয় দেবসৈন্য সন্তপ্ত ও দহ্যমান হইলে, বরুণ দেবরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কহিলেন, হে ইন্দ্র! পূর্ব্বে ব্রহ্মার ন্যায় গুণসম্পন্ন ব্রহ্মর্ষিজন্মা ঊর্ব্ব সুদুস্তর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া, আদিত্যের ন্যায় স্বীয় তপঃপ্রভাবে সমুদয় জগৎ সন্তাপিত করিলে, দেব, দেবর্ষি ও ঋষিগণ তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন। দানবেশ্বর হিরণ্যকশিপু ঐ সময়ে সেই পরম তপস্বী ঋষিকে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহাকে ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্যে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি একাকী, বিশেষতঃ অনপত্য; তথাপি গোত্রের অনুবর্ত্তন করিতেছেন না; কেবল কৌমার ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক নিরন্তর ক্লেশভাগী হইতেছেন; অতএব আপনার এই কুল ছিন্নমূল হইল। অনেক মহাত্মা ঋষিগণের গোত্র একমাত্র সন্তানে অবশেষ এবং অনেকের সন্তান ব্যতিরেকে এক বারে উৎসন্ন হইয়াছে। সন্তানব্যতিরেকে সেই উন্মূলনোন্মুখ ঋষিবংশের উদ্ধারসম্ভাবনা নাই। আপনি প্রজাপতির ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন এবং তপঃপ্রভাবে সকলের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। অতএব আত্মরেত নিষিক্ত করিয়া, অনুরূপ পুত্র উৎপাদন পূর্ব্বক বংশবিস্তারে প্রবৃত্ত হউন।

ঋষিগণ এইরূপ কহিলে, মহাতপা ঊর্ব্ব ক্ষুব্ধহৃদয় হইয়া, তাঁহাদিগকে অনুযোগ পূর্ব্বক কহিলেন, মুনিজনোচিত ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অনুষ্ঠান করাই বনামূলফলাশী ঋষিগণের শাশ্বত ধর্ম্মরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। ব্রাহ্মযোনিসমুদ্ভূত আত্মধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ সুচরিত ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে ব্রহ্মাকেও বিচলিত করিতে পারেন। গৃহাশ্রমনিবাসী দ্বিজাতিগণের বৃত্তি তিন প্রকার, যাজন, অধ্যয়ন ও প্রতিগ্রহ। কিন্তু আমরা কৌমারব্রহ্মচারী, বনবাসই আমাদের একমাত্র বৃত্তি। যাঁহারা অবভক্ষ্য, বায়ুভক্ষ্য, দন্তোলূখলিক, অশ্মকুট্ট, অনাহারী এবং দশপঞ্চতপা, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যপুরস্কৃত সুদুশ্চর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, উৎকৃষ্ট গতি প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা নির্দ্দেশ করেন যে, ব্রহ্মচর্য্যই ব্রাহ্মণত্বের কারণ এবং ব্রহ্মচর্য্য হইতেই পরলোকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, ধৈর্য্য বা তপঃ সমুদায়ই ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি স্বর্গবাসী হন। যোগ বিনা সিদ্ধিলাভ হয় না; আবার সিদ্ধি ব্যতীত যশঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মচর্য্য সেই যশের মূল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপঃ স্বরূপ। ইন্দ্রিয়গ্রাম ও পঞ্চ মহাভূত বিনিগৃহীত করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যে

সমাহিত হইবে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কি আছে? যোগ না করিয়া কেশ-মুণ্ডন, সঙ্কল্প না করিয়া ব্রতক্রিয়া এবং ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য অধ্যয়ন না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, এই তিন বিষয় দম্ভপ্রকাশ মাত্র। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে মানসী সৃষ্টি করেন; অতএব স্ত্রী, স্ত্রীসংযোগ বা তাঁহাদের অনুচারী কামাদি চিত্তভাব সকল নিষ্প্রয়োজন। যদি আপনাদের তপঃপ্রভাব থাকে, তাহা হইলে প্রজাপতিবিহিত কর্ম্মানুসারে মানস পুত্র সমুৎপাদন করুন। তপস্বী মানসযোনিতেই বীজ সমাধান করিবেন। নতুবা দারযোগ ও তাহাতে বীর্য্যাধান তাঁহাদের কার্য্য নহে। আপনারা ধর্ম্মলোপভয়ে সাধুজনের ন্যায় এই যে উপদেশ দিলেন, আমার নিকট উহা নিতান্ত গর্হিত এবং আভাসমান হইতেছে। আমি দারযোগ ব্যতিরেকেই দীপ্তান্তরাত্মা মনোময় শরীর কল্পনা করিয়া, আত্মানুরূপ পুত্র সমুৎপাদন করিব। আমার আত্মা এইরূপ বন্য বহ্নি দ্বারা প্রজাদহনশীল পুত্র প্রসব করিবে।

এই বলিয়া তিনি হুতাশনে স্বীয় উরু সংস্থাপন পূর্ব্বক কুশ দ্বারা পুত্রের প্রভবারণি মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে সকলভুবনদহনাকাঙ্ক্ষী জ্বালামালী নিরিন্ধন অগ্নি তদীয় উরু নির্ভেদ করিয়া, যেন ত্রিভুবন দগ্ধ করত প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই সর্ব্বান্তক অগ্নি জন্মগ্রহণমাত্র কঠোর বাক্যে পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে তাত! আমি নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; অনুমতি করুন, জগৎ ভক্ষণ করি। এই বলিয়া সেই পরমকোপন অন্তবাগ্নি ত্রিদিবগামী জ্বালাবলী দ্বারা দশ দিক উদ্ভাসিত ও সর্ব্বভূত দগ্ধ করিয়া, বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

এই অবসরে সর্ব্বলোকহিতৈষী পিতামহ ব্রহ্মা সেই স্থানে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, সুতাগ্নি দ্বারা উর্ব্বের উরুদেশ দীপ্যমান এবং ঋষিগণের সহিত সমুদায় লোক ঔর্ব্বের কোপানলে দহ্যমান হইতেছে। তখন ব্রহ্মা সভাজন সহকারে উর্ব্ব ঋষিকে কহিলেন, হে পুত্র! লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সমুদ্ভূত তেজ ধারণ কর। হে বদতাংবর! আমিই তোমার এই পুত্রের বাসস্থান নির্দ্দেশ ও অমৃতোপম অশন নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছি। আমি সত্য বলিতেছি; তুমি আমার অনুরোধ পালন কর।

উর্ব্ব কহিলেন, হে ভগবন! অদ্য আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। যেহেতু, আপনি আমার এই শিশুকে এইরূপ অনুগ্রহ করিলেন। কিন্তু যৌবনকালে উপযোগ নিতান্ত অভিলষণীয়; অতএব তখন ইনি কোন হবনীয় দ্বারা তৃপ্তিলাভ, কোন স্থানে বা অবস্থান করিবেন? আপনিই বা ইহাঁকে কিরূপ অনুরূপ খাদ্য প্রদান করিবেন?

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহর্ষে! বড়বামুখ সদৃশ সমুদ্রমুখ তোমার পুত্রের বাসস্থান হইবে। আমি সলিলময় হবি পান করিয়া, নিরন্তর তথায় অবস্থিতি করিয়া থাকি, তোমার পুত্রের নিমিত্ত সেই হবি বাসস্থান ও খাদ্য রূপে নির্দ্দেশ করিলাম। পরে যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, তখন তোমার পুত্র ও আমি, আমরা উভয়ে এই সমস্ত জগৎ ভক্ষণ করিব। ইনিই কালান্তক অনল স্বরূপ; ইনি দেব, অসুর ও রাক্ষস প্রভৃতি জীব সমুদায়ের দহন স্বরূপ হইবেন।

তখন ঔর্ব্ব হুতাশন তাহাই স্বস্তি বলিয়া, স্বীয় প্রভারাশি সংহরণ পূর্ব্বক যশোময় তেজ পিতার প্রতি সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং সমুদ্রমুখে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে ঋষিগণ ঔর্ব্ব অনলের প্রভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ঐ সময় হিরণ্যকশিপু এই অদ্ভুত ব্যাপার

দর্শন করত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক উর্ব্বকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার তপোবলে এই আশ্চর্য্য বিষয় সম্পন্ন হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মাও আপনার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইলেন। এক্ষণে যদি আপনি ও আপনার পুত্র ভৃত্যভাবে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে, আমি কৃতার্থ হই; আমি আপনার শরণাগত ও আপনারই আরাধনায় নিতান্ত অনুরক্ত; অতএব যদি আমাকে ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে আপনার অপযশ হইবে।

উর্ব্ব কহিলেন, হে দানবেশ্বর! তুমি আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করাতে আমিও অনুগৃহীত হইলাম। আমার কৃপাবলে তোমার আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। তুমি আমার পুত্রকৃত কাষ্ঠশূন্য অনলস্বরূপা এই মায়া গ্রহণ কর। এই মায়া তোমার বংশের বশবর্ত্তিনী হইয়া, আত্মপক্ষ রক্ষা ও বিপক্ষপক্ষ ক্ষয় করিবে। তখন দানবরাজ সেই মায়াগ্রহণ পূর্ব্বক মহর্ষি উর্ব্বকে প্রণাম করিয়া পরমাহ্লাদ সহকারে স্বর্গে গমন করিলেন।

দেবরাজ! পূর্ব্বে উর্ব্বপুত্র অনল যে দুঃসহ মায়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই সেই দেবদুর্লভ মায়া, ইহার সৃষ্টিকালীন ঔর্ব্ব এই অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, যে হিরণ্যকশিপুর জীবিতাবস্থা পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব থাকিবে। পরে ইহার আর কোন প্রভাব থাকিবে না। যদি সেই মায়া বিনাশ দ্বারা আপনাকে সুখী করিতে হয়, তাহা হইলে চন্দ্রমা আমার সহায় হউন। আমি তাঁহার সাহায্যে জলজন্তুগণের সহিত সমবেত হইয়া, আপনার প্রসাদে সেই মায়া বিনষ্ট করিতে পারিব।

ষট্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অমররাজ ইন্দ্র তাহাতেই সম্মত হইয়া, প্রসন্নচিত্তে সুধাংশুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে নিশাপতে! তুমি যুদ্ধে অসুরগণের সংহার ও সুরগণের জয়লাভার্থ বরুণের সাহায্য কর। তুমি অদ্বিতীয় বলশালী ও সমুদয় জ্যোতিষ্কগণের শ্রেষ্ঠ। রসাভিজ্ঞ জনগণ তোমাকে সকল জীবের রসময় বলিয়া থাকেন। মহাসমুদ্রের ন্যায় তোমার হ্রাস বৃদ্ধি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়; তুমি মেদিনীমণ্ডলে অহোরাত্র বিধান করিয়া, স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিতেছ; ত্বদীয় অঙ্কে যে শশনামক অঙ্ক বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা কিসের, কি নক্ষত্র কি যোগগণ, কেহই অবগত নহেন। তুমি দিবাকরের ঊর্দ্ধে জ্যোতিষ্কগণের উপরিভাগে অবস্থান পূর্ব্বক সমস্ত অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া, এই অনন্ত জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছ। তুমি শ্বেতভানু, তুমি হিমজ্যোতি, তুমি সমুদয় জ্যোতিষ্কের অধিপতি, এবং তোমা দ্বারাই বৎসর প্রচলিত হইতেছে। তুমি কাল যোগের আত্মা, তুমি যজ্ঞ, তুমি যজ্ঞরস, তুমি ওষধীশ, তুমি ছন্দোযোনি, তুমি শীতল, তুমি শীতাংশু, তুমি অমৃতাধার, তুমি চপল, তুমি শ্বেতবাহন, তুমি রূপবান ব্যক্তিদিগের রূপ, সোমপায়ীদিগের সোম, তুমি লোক মধ্যে সৌম্য, তোমা হইতেই তমোরাশি বিনষ্ট হয়, এবং তুমিই ঋক্ষরাজ, অতএব তুমি এই বরুণের সহিত মিলিত হইয়া, আমরা যে আসুরী মায়াবলে দগ্ধ হইতেছি, শীঘ্র তাহার শান্তিবিধানে যত্ন কর। চন্দ্র কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি আপনার নিদেশক্রমে সংগ্রামে সত্বর দৈত্যমায়াবিনাশী শিশির বর্ষণ করিব। আপনি দেখিবেন, দৈত্যগণ আমার

শিশিরাস্ত্রে পরিক্ষিপ্ত হইয়া মায়া ও গর্ব্বশূন্য হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রভাকর এই বলিয়া শিশিরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, উহা দানবদিগকে মেঘের ন্যায় আবৃত করিল। বরুণ ও চন্দ্র উভয়ে পাশ ও শিশিরাস্ত্রে দৈত্যদিগকে আহত করিয়া, বিক্ষোভিত অর্ণবযুগলের ন্যায় সমররঙ্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। জগৎ যেরূপ সম্বর্ত্তক মেঘবর্ষণে আপ্লাবিত হয়, সেইরূপ তাঁহারা শরবৃষ্টিতে দৈত্যদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে তাঁহারা স্ব স্ব অস্ত্রঘাতে দৈত্যমায়া সংহার করিলে দানবগণ তাঁহাদের অস্ত্রজালে বদ্ধ ও ছিন্নশিখর ভূধরগণের ন্যায় পরিশীর্ণকলেবর হইয়া, রণস্থলে দণ্ডায়মান রহিল এবং শরীর হিমসংঘাতে অবসন্ন হওয়াতে, নিস্তেজ হুতাশনের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের বিমান সকলও নিষ্প্রভ হইয়া, ঊর্দ্ধ্বাধোভাবে পরিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

দৈত্যপতি মায়ানিপুণ ময় দানবদিগকে পাশ ও হিমাস্ত্রে দৃঢ়সংযত অবলোকন করিয়া স্বীয় পুত্র ক্রৌঞ্চ-বিনির্ম্মিত মায়াময় পর্ব্বতাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। উহার অগ্রভাগে বৃক্ষ, গুহামুখে অরণ্য, এবং সর্ব্বত্র ইহামৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র, শিলা ও গণ্ডশৈল সকল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, তত্রত্য বৃক্ষ সমুদয় বায়ুবেগে ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল এবং রাশি রাশি শিলা ও বৃক্ষ উহা হইতে স্খলিত হইয়া, দেবসেনাকে নিপীড়িত ও দৈত্যদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিতে আরম্ভ করিল। বরুণ ও চন্দ্রের মায়াও একবারে তিরোহিত হইল। লৌহসন্নিভ সুদৃঢ় শিলাপাতে দেববল সমাচ্ছন্ন এবং শিলা, গণ্ডশৈল ও পাদপসংঘাতে পৃথিবী পর্ব্বতপরিপূর্ণার ন্যায় নিতান্ত গহন হইয়া উঠিল। দেবগণের মধ্যে কেহই অক্ষত রহিলেন না; তাঁহাদের মধ্যে কেহ শিলাঘাতে, কেহ প্রস্তর ও বৃক্ষপাতে আহত হইলেন; এবং সকলেই শর ও শরাসনের সহিত একবারেই আশা পরিত্যাগ করিলেন। একমাত্র জনার্দ্দন সোৎসাহ হৃদয়ে অবিচলিত ভাবে ধৈর্য্য বশতঃ ক্রোধ সংযত করিয়া রহিলেন, এবং দেবাসুরবিমর্দ্দ দর্শনে সমুৎসুক হইয়া, যুদ্ধের সমুচিত অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ময়বিহিত মায়া নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিলে, নারায়ণ তাহার নিবারণার্থ বায়ু ও অগ্নিকে আদেশ করিলেন। তাঁহারাও আদেশমাত্র প্রফুল্ল হৃদয়ে পরস্পর পরস্পরের সমাগমে সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া দৈত্যমায়া-সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ বায়ু ধাবমান হইলে, হুতাশন তাঁহার অনুগমন পূর্ব্বক লীলা সহকারে দৈত্যসৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দানবদিগের বিমান সমস্ত অগ্নিকণে ভস্মসাৎ হইয়া, বায়ুবেগে নিপতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দানবগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল।

এই রূপে দৈত্যমায়া বিনষ্ট ও ত্রিলোক বন্ধনমুক্ত হইলে, অমরবৃন্দ আহ্লাদিত হইয়া, গোবিন্দের প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রের জয় ও ময়ের পরাজয় হওয়াতে, দিক্ সকল প্রফুল্ল, ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ, সূর্য্যের অয়নসঞ্চরণ সম্পন্ন, চন্দ্রের পথ মুক্ত, সংশুগণ প্রকৃতিস্থ, মৃত্যু সময়ানুগত, অগ্নি আহুত, দেবগণ যজ্ঞভাগী, লোকপাল সকল স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠিত, পুণ্যশীলগণ অভ্যুদয়সম্পন্ন, পাপাত্মারা ক্ষয় প্রাপ্ত, দেবপক্ষীয়েরা সন্তুষ্ট ও দৈত্যপক্ষীয়েরা পরাভূত, ত্রিপাদ ধর্ম্ম ও এক পাদ অধর্ম্ম প্রচলিত, সাধুবর্গ প্রবর্ত্তিত, বর্ণ ও আশ্রম সকল স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত, নরপতিগণ প্রজারক্ষায় প্রবৃত্ত, দেবগণের স্তবপাঠার্থ বেদগান আরব্ধ, লোক সকল পাপশূন্য এবং প্রগাঢ় তিমির একবারে অন্তর্হিত হইল।

হে রাজন্! অনল ও অনিলের সংগ্রাম পরিশেষ হইলে সকল ভুবন এককালীন তন্ময় হইয়া, মহানন্দে জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। এই ব্যাপার শ্রবণে অচল সদৃশ বৃহৎকায় শতানন দানবরাজ কালনেমি শত-শৃঙ্গ শৈলের ন্যায়, গ্রীষ্ম কালীন দাবানলের ন্যায় সমরভূমিতে উত্তীর্ণ হইল। তাহার মস্তকে সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল মুকুট, শতহস্তে শিঞ্জিত শত অঙ্গদ ও শত অস্ত্র, কেশ ধূম্রবর্ণ, শ্মশ্রু হরিদ্বর্ণ, দন্ত বহির্ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মুখবিবর ত্রিলোকব্যাপী, লোচন সকল আরক্ত, বক্র এবং লোহিতবর্ণ। আগমন সময়ে বোধ হইতে লাগিল যেন সেই মহাসুর দেহভরে পৃথিবী নমিত, ভুজপরম্পরায় আকাশমণ্ডল উত্থিত,পাদদ্বয়ে অচল সকল বিক্ষিপ্ত ও নিশ্বাস-বায়ু দ্বারা অভিনব মেঘমণ্ডল উৎসারিত করিয়া,দেবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই সমাগত হইতেছে। সেই দানব সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, সুরগণকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার দেহে দশ দিক্ রুদ্ধ হইল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন প্রলয়কাল পিপাসার্ত্ত হইয়া সমুপস্থিত হইয়াছে। যে সকল অসুরগণ দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল, কালনেমি মাল্যাভরণভূষিত বিস্তৃত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা তাহাদিগকে গাত্রোত্থানের আদেশ করিতে লাগিল। সুরগণ সাক্ষাৎ কালান্তক স্বরূপ সেই কালনেমির প্রতি সচকিত নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। প্রাণিগণ তাহাকে দেখিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল যেন দ্বিতীয় বিষ্ণু সমরস্থলে অবতীর্ণ হইয়া বিচরণ করিতেছেন। সেই মহাবল পরাক্রান্ত দানব যখন দক্ষিণপদ সঞ্চালন পূর্ব্বক দেবগণকে বিত্রাসিত করিয়া, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, তখন তদীয় অঙ্গবস্ত্র বায়ুবেগবশে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল ও দানবরাজ ময় তাহাকে আলিঙ্গন করিল। তৎকালে ঐ অসুর আরায়ণাধিষ্ঠিত মন্দর ভূধরের ন্যায় শোভমান হইয়া উঠিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই কালান্তক কৃতান্ত সদৃশ কালনেমিকে সমরভূমিতে আগমন করিতে দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন।

—••—

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! গ্রীষ্মাবসানে যেরূপ জলদের বৃদ্ধি হয়, কালনেমিও সেইরূপ দানবগণের প্রীতিসাধনার্থ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দানবগণ সমরসমাগত কালনেমিকে অবলোকন করিবামাত্র যেন অত্যুৎকৃষ্ট অমৃত লাভ করিয়া সুস্থ শরীরে সমুত্থিত হইতে লাগিল। ময়তারকপুরোগম দৈত্যগণের ভয় এককালেই দূরীভূত হইল। সকলেই জয়লাভে সমুৎসুক হইয়া উঠিল। সেই যুদ্ধ দুর্ম্মদ দানবগণ মধ্যে যাহারা অস্ত্রসঞ্চালন করত ব্যূহমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিল তাহারা কালনেমিকে দর্শন করিয়া অপরিসীম আনন্দ লাভ করিল। ময়দানবের যুদ্ধবিশারদ প্রধান সৈনাগণ ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে সংগ্রামার্থ সমুপস্থিত হইল। বীর্য্যবান ময়, তার, বরাহ, হয়গ্রীব, বিপ্রচিত্তিসুত শ্বেত, খর, লম্ব, বলিপুত্র অরিষ্ট, কিশোর, উষ্ট্র, বক্রযোধী মহাসুর অমর সদৃশ স্বর্ভানু ও তপঃপরায়ণ অস্ত্রকোবিদ অন্যান্য দানবগণ গুরুভার গদা, চক্র, পরশ্বধ,কালদণ্ড, মুষল, ক্ষেপণীয়, মুদ্গর, পর্ব্বতাকার প্রস্তর, গণ্ডশৈল, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, লৌহময় পরিঘ লোকঘাতিনী শতঘ্নী, যুগ, যন্ত্র, কুন্তাগ্র, অর্গল, প্রাস, লেলিহ্যমান সর্প, শাণিত শর, প্রহরণীয় বজ্র, প্রদীপ্ত তোমর, কোষনিষ্কাশিত তীক্ষ্ণধার অসি ও সুশাণিত শূল প্রভৃতি অস্ত্র সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কালনেমিকে অগ্রে

করত সমরাঙ্গনে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তখন দৈত্যসৈন্যগণ বর্ষাকালীন ঘনঘটাচ্ছন্ন নিমীলিতনক্ষত্র নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

এদিকে চন্দ্রভাস্করকিরণ প্রদীপ্ত বায়ুবেগবিশিষ্ট নক্ষত্রপতাকাশালী জলধরবিচিত্র বসন, গ্রহনক্ষত্রহাস্যযুক্ত ও যম, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, অগ্নি এবং বায়ুদ্বররক্ষিত নারায়ণপরায়ণ ভীষণ দেবসৈন্যগণ বিবিধ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যক্ষগন্ধর্ব্বগণে মিলিত হইয়া, সাগরপ্রবাহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর যুগপর্য্যায়সময়ে দ্যুলোক ও ভূলোকের পরস্পর সম্পাতের ন্যায় সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দৈত্যগণ তেজস্বী হইলে, দেবগণ ক্ষমাপূর্ব্বক ও দেবগণ বিনীত হইলে, দৈত্যগণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমাগত মেঘাবলীর ন্যায় সেই উভয় পক্ষ হইতে সৈন্য সকল নির্ভয় চিত্তে বিনির্গত হইতে আরম্ভ করিল। পার্ব্বতীয় কাননমধ্যে যেরূপ হস্তী সকল বিচরণ করে, সেইরূপ উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পরের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। এককালীন চতুর্দ্দিক্ হইতে ভেরী নিনাদিত ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। এবং সেই সকল গম্ভীর নিনাদে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। জ্যাঘাতনিস্বন, ধনুষ্টঙ্কার ও দুন্দুভিশব্দে দৈত্যদিগের সিংহনাদ অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, পরস্পরের বাহু ভগ্ন করিতে লাগিল। দেবগণ লৌহময় ভীষণ পরিঘ নিক্ষেপ করিলে, দানবগণ গুর্ব্বী গদা ও নিস্ত্রিংশ প্রহারে তাঁহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইল। কাহার শরীর গদাঘাতে ভগ্ন, কাহার মস্তক শরপাতে ছিন্নভিন্ন হওয়াতে, অনেকেই ধরাশায়ী হইল এবং অনেকে মুক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অনন্তর রথী সৈন্য রোষবশ হইয়া, দ্রুতগামী রথ ও বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম আরম্ভ করিল। কেহ কেহ সমরপরিহার পূর্ব্বক পলায়ন ও কেহ কেহ বা অবস্থান করিতে লাগিল। রথ রথ দ্বারা ও পদাতি পদাতি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়াতে, গগনমণ্ডল জলদনির্ঘোষ সদৃশ রথচক্রের শব্দে প্রতিধ্বনিত ও অনেকে রথপাতে চূর্ণ হইয়া গেল। বীরগণ পর্ব্বতচর্ম্মবিরাজিত বাহু দ্বারা সেনাসম্বাধ নিরাকৃত করিয়া, সংগ্রামে ধাবমান হইলে, তাহাদের ভূষণ সমুদায় শব্দায়মান হইতে লাগিল। শস্ত্রপরিক্ষত শরীর হইতে বারিধারা সদৃশ রুধিরধারা নিপতিত হইয়া, ধরাতল প্লাবিত করিল। ঐ সময়ে অস্ত্রাঘাত এবং গদার বিক্ষেপ ও উত্তোলনে সংগ্রাম নিতান্ত তুমুল হইয়া উঠিলে, দুর্দ্দিনের ন্যায় তাহার শোভা হইল। দৈত্যগণ উহাতে মহা মেঘ, দেবগণের অস্ত্র সকল বিদ্যুদ্বলয় এবং শর সকল সলিলধারা রূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

এই অবসরে মহাসুর কালনেমি সমুদ্রোঘপূর্য্যমাণ জলদের ন্যায় রোষভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইতে লাগিল। বিদ্যুদ্দামবিমণ্ডিত প্রদীপ্তবজ্রবর্ষী জলদ সকল তাহার নগশিরঃসন্নিভ গাত্রের ঘর্ষণে বিনিষ্পিষ্ট ভ্রূযুগল হইতে স্বেদসলিল বিগলিত, মুখমণ্ডল হইতে অগ্নি, বজ্র, পবন ও শিখাসকল সমুদ্গত এবং বাহু সকল পঞ্চাস্য, কৃষ্ণবর্ণ ও লেলিহ্যমান ভুজঙ্গমগণের ন্যায় তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধভাবে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর কালনেমি সমুচ্ছ্রিত শৈলসন্নিভ বহুবিধ অস্ত্র, ধনু ও পরিঘ দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া, পবনপরিচালিত বসনে সন্ধ্যাতপসংশ্লিষ্টশেখর সাক্ষাৎ সুমেরুর ন্যায় সংগ্রামমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, বেগভরে সৈন্-

শৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড পাদপসমূহ নিক্ষেপ পূর্ব্বক বজ্রবেগমথিত মহাগিরিসমূহের ন্যায় দেবতাদিগকে ধরাশায়ী করিতে আরম্ভ করিল। দেবগণ তাহার বাহু, শস্ত্র ও নিস্ত্রিংশ প্রহারে ছিন্নমস্তক ও ছিন্নহৃদয় হইয়া, এক বারে চলৎশক্তিরহিত হইলেন। যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগপতিগণের মধ্যে কেহ তাহার মুষ্টিপ্রহারে নিহত, কেহ বা বিদলিত হইয়া, ধরাতলে নিপতিত হইলেন। এইরূপে দেবগণ কালনেমি কর্ত্তৃক বিত্রাসিত ও নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া এক বারেই নিরুদ্যম হইয়া উঠিলেন। সহস্রলোচন শক্র তদীয় শরবন্ধনে এরূপ নিরুদ্ধ হইলেন, যে ঐরাবতে আরোহণ করিয়াও পদচালনে সমর্থ হইলেন না। বরুণ পাশহীন ও চেষ্টাবিহীন হইয়া, নির্জ্জল জলদের ন্যায়, শুষ্ক সাগরের ন্যায় শোভমান হইলেন। লোকপালপতি কুবের তদীয় কালরূপী পরিঘপ্রহারে ক্রিয়াশূন্য হইয়া, বিলাপমাত্রপরায়ণ হইলেন। মৃত্যুপ্রহরণ সর্ব্বান্তক যমও তাহার সুভীষণ অস্ত্রঘাতে নিতান্ত বিচেতন হইয়া স্বাধিষ্ঠিত দিক্ আশ্রয় করিলেন।

মহাসুর কালনেমি এইরূপে লোকপালগণের পরাভব করিয়া, তাঁহাদের কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় দেহ চতুর্দ্ধা বিভক্ত করত সমুদায় দিকে অধিষ্ঠিত হইল। অনন্তর স্বর্ভানুদর্শিত নক্ষত্রপথে গমন করিয়া, চন্দ্রের সমুদায় শ্রী ও বিষয় আত্মসাৎ করিল; দীপ্তরশ্মি সূর্য্যদেবকে স্বর্গদ্বার হইতে অপবাহিত করিয়া তদীয় অয়ন, দিনকর্ম্ম ও বিষয় সমুদায় অপহরণ করিল; অগ্নিকে দেবমুখে অবলোকন করিয়া, আত্মমুখে সংস্থাপিত করিল; বায়ুকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া, সমুদায় স্রোতস্বতীদিগকে সমুদ্র হইতে আনয়নপূর্ব্বক আপনার আজ্ঞাবহ করিল এবং কি স্বর্গজ, কি ভূমিজ, সমুদায় সলিলরাশি বলপূর্ব্বক বশীভূত করিয়া, পরারক্ষিত ধরাতলে সংস্থাপন করিল। এইরূপে সেই সর্ব্বলোকভয়াবহ মহাদৈত্য সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হইয়া, মহাভূতপতি স্বয়ম্ভুর ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। দেবগণ যেরূপ পিতামহের স্তব করেন, তদ্রূপ দৈত্যগণ লোকদিগের অমঙ্গলবিষয়ে পরমেষ্ঠিপদাধিরূঢ়, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাত্মবান্ ও লোকপালবিগ্রহ সেই কালনেমির স্তব করিতে লাগিল।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! বেদ, ধর্ম্ম, ক্ষমা, সত্য ও নারায়ণবিষয়িণী শ্রী কেবল এই পাঁচটী ধর্ম্মবৈপরীত্য নিবন্ধন কালনেমির অনুগত হইল না। দানবেশ্বর তন্নিবন্ধন ক্রোধাভিভূত হইয়া, বৈষ্ণবপদপ্রাপ্তিপ্রত্যাশায় নারায়ণ সমীপে উপনীত হইল। দেখিল, সেই শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ বিদ্যুৎসদৃশ পীত বসন পরিবৃত সজলজলধরসন্নিভ শরীরে সুবর্ণপক্ষবিরাজিত শিখাসম্পন্ন কশ্যপাত্মজ গরুড়ে আরোহণ করিয়া, দানবদলদলনার্থ পরম পবিত্র গদা ঘূর্ণায়মান করিতেছেন। দানবরাজ সেই বিহঙ্গকায়োপবিষ্ট অক্ষোভণীয় বিষ্ণুকে অবলোকন করিয়া, ক্রুদ্ধহৃদয়ে বলিতে লাগিল, এই নারায়ণই আমাদের পূর্ব্বজ দানবশ্রেষ্ঠদিগের পরম শত্রু। ইনিই মধু ও কৈটভ দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়াছেন। ইনিই আমাদের মূর্ত্তিমান্ অসাধ্য বিগ্রহ স্বরূপ কথিত হইয়া থাকেন। সম্প্রতি ইঁহারই প্রভাবে সংগ্রামে অসংখ্য দৈত্য বিনিহত হইয়াছে। এই স্ত্রীবালকনিহন্তা নিতান্ত নির্ঘৃণরূপে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইঁহারই বিক্রমে দানবসীমন্তিনীগণের সীমন্তোদ্ধরণ হইয়াছে। ইনিই দেবগণের বিষ্ণু, স্বর্গবাসিদিগের বৈকুণ্ঠ, ভুজঙ্গমগণের

অনন্ত, স্বয়ম্ভুর স্বয়ম্ভু, দেবগণের রক্ষিতা ও আমাদের নিহন্তা। ইহাঁরই নিদারুণ ক্রোধে হিরণ্যকশিপু বিনষ্ট হইয়াছে। ইহাঁরই ছায়া আশ্রয় করিয়া দেবগণ যজ্ঞমুখে অবস্থিতি পূর্ব্বক মহর্ষিগণের প্রদত্ত ত্রিধাহুত হবি ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ইনিই আমাদের পক্ষীয় দেববিদ্বেষী দৈত্যদিগের নিধনহেতু। যুদ্ধে আমাদের কুল ইহাঁরই চক্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইনিই দেবগণের নিমিত্ত সংগ্রামে জীবিতাশা পরিহার পূর্ব্বক সূর্য্যতেজসমাযুক্ত চক্র নিক্ষেপ করেন। ইনিই দৈত্য দর্পের কাল স্বরূপ। অদ্য সৌভাগ্য ক্রমে আমার নয়ন পথে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব বহু কালের পর অদ্য আমি সংগ্রামে কাল রূপে অধিষ্ঠিত হইলে, ইনি স্বীয় কর্ম্মের সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবেন। অদ্য এই দুষ্ট ত আমার শরজালে বিনিষ্পিষ্ট হইয়া, অবশ্যই আমাকে প্রণাম করিবে। কি সৌভাগ্য! অদ্য আমি পূর্ব্বাবনষ্ট দানবগণের নিকট অনৃণ্য লাভ করিব। আজি আমি দানবদিগের ভয়প্রদ, এই নারায়ণকে নিহত করিয়া, ইহাঁর আশ্রিত দেবতাদিগকে সত্বর বিনষ্ট করিব। কি আশ্চর্য্য! এই নারায়ণ জন্মান্তরগামী হইয়াও দানবদিগকে নিহত করিয়া থাকেন। এই অনন্তদেব পূর্ব্বে পদ্মনাভনামে বিখ্যাত হইয়া ঘোরতর একার্ণবে মধুকৈটভনামা দৈত্যদ্বয়কে স্বীয় ঊরুদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়াছেন। ইনিই পূর্ব্বে নরসিংহ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া, মদীয় জনক হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেন। দেবজননী অদিতি শুভক্ষণে ইহাঁকে স্বীয় উদরে স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। যে হেতু ইনি বামন রূপে বলযজ্ঞে গমন পূর্ব্বক পাদত্রয়সঞ্চারণ দ্বারা ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ইনি এই তারকাময় সমরে আমা কর্ত্তৃক দেবগণের সহিত বিনষ্ট হইবেন।

মহাসুর কালনেমি এইরূপে নারায়ণকে বহুবিধ তিরস্কার করিয়া সমরার্থ সমুদ্যত হইল। ভগবান্ গদাধর তাহাকে কিঞ্চিন্মাত্র কুপিত না হইয়া ক্ষমাবলে সস্মিতবদনে কহিলেন, হে দৈত্য! দর্পজ বল অতি সামান্য, ক্রোধশূন্য বলই প্রধান। কিন্তু তুমি ক্ষমাগুণকে অতিক্রম করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, অতএব তুমি দর্পজ দোষেই নিহত হইবে। হে দৈত্য! আমার মতে তুমি অতি নীচ, তোমার এই বাক্যবলে ধিক্। পুরুষশূন্য স্থানেই স্ত্রীগণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকে। বিধিনির্দিষ্ট পন্থা অতিক্রম করিলে, কাহার সুখলাভ হয়? তুমি দেবগণের অতি বিঘ্নকারী, অতএব অদ্য তোমাকে নিহত এবং দেবগণকে স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠিত করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রণাঙ্গনে শ্রীবৎসধারী ভগবান্ এইরূপ কহিলে, দানবপতি কালনেমি হাস্য করিয়া ক্রোধসহকারে আয়ুধ সকল গ্রহণ করিল এবং অস্ত্রের সহিত শতবাহু সমুদ্যত করিয়া ক্রোধসংরক্ত নয়নে বিষ্ণুর উরঃস্থলে প্রহার করিতে লাগিল। ময়, তারকপ্রমুখ দানবেরাও নিস্ত্রিংশাদি বহুবিধ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তথায় সমাগত হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সেই ভগবান্ নারায়ণ মহাবলশালী দৈত্যগণ কর্ত্তৃক বহুবিধ অস্ত্র দ্বারা তাড়িত হইয়াও অচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাসুর কালনেমি পুনরায় এক সুবর্ণমণ্ডিত ভীষণ গদা ধারণপূর্ব্বক তাঁহার বাহন সুপর্ণকে লক্ষ্য করিয়া উহা পরিত্যাগ করিল। সেই প্রজ্বলিত গদা মস্তকোপরি নিপতিত হওয়াতে পক্ষিরাজ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। তদ্দর্শনে মধুসূদন নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি সুপর্ণকে ব্যথিত ও আত্ম কলেবর ক্ষত বিক্ষত অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধসংরক্তনয়নে

চক্র ধারণ করিয়া বিনতাসুতের সহিত প্রবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি ভুজ সমূহদ্বারা দশ দিক এবং দেহদ্বারা দিক্ বিদিক্, ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল সকল পরিব্যাপ্ত করিলেন। ইহাতে বোধ হইল, যেন পুনরায় ত্রিভুবন আক্রমণের নিমিত্ত বর্দ্ধিত হইতেছেন।

অমররাজ ইন্দ্রের জয়লাভ জন্য তাঁহাকে বর্দ্ধমান দেখিয়া নভোমণ্ডলে ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি কিরীটদ্বারা স্বর্গ, অম্বরদ্বারা জলদজালবিরাজিত অন্তরীক্ষ, পদযুগল দ্বারা বসুধা ও বাহুসমূহদ্বারা দিক্ সকল আক্রমণ করিলেন। অনন্তর ক্রোধভরে দিনকরকরসদৃশ প্রভাসম্পন্ন দীপ্তানলসন্নিভ সহস্র অর সম্পন্ন শত্রুক্ষয় কারক অতি ভীষণ সুদর্শন চক্র সমুদ্যত করিয়া স্বীয় তেজোবলে দানবদিগের তেজোদ্ভূত কালনেমির বাহু ও অট্টহাসযুক্ত শতমস্তক ছেদন করিলেন। ঐ সুবর্ণধার চক্র অতিসুদৃঢ়, ভয়াবহ ও অরিন্দম; ইহা দৈত্যাদিগের মেদ, অস্থি, মজ্জা ও রুধিরে প্রদিগ্ধ এবং প্রহার বিষয়ে অদ্বিতীয়; উহার প্রান্তদেশ ক্ষুরাগ্রের ন্যায়। ঐ সর্ব্বত্রগামী কামরূপী চক্র বিধাতা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা মহর্ষিদিগের ক্রোধযুক্ত, সদা আহবদর্পশীল ও অরাতিগণের ভয়প্রদ। ঐ অপ্রতিম চক্রাস্ত্রের নিক্ষেপ কালে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভুবনত্রয় বিমোহিত হয়। কিন্তু ক্রব্যাদাদি ভূতগণ সাতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া থাকে।

অনন্তর মহাসুর দানব উক্তরূপ চক্রে ছিন্নবাহু ও ছিন্নমুণ্ড হইয়াও কবন্ধাবস্থায় শাখারহিত দ্রুমের ন্যায় অকম্পিতভাবে দণ্ডায়মান রহিল। পরে খগরাজ গরুড় মহাপক্ষদ্বয় বিস্তীর্ণ করিয়া বায়ুর ন্যায় বেগবলে তাহাকে নিপাতিত করিল; এবং সেই বাহু ও মস্তকশূন্য কলেবর আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করত ধরণী তলকে বিকম্পিত করিয়া নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে দেব ও ঋষিগণ বৈকুণ্ঠকে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অপরাপর দৈত্যমণ্ডলী যাহারা তথায় পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছিল, তাহারাও তাঁহার বাহুতে বদ্ধ হইল; সুতরাং অন্যত্র গমনে সমর্থ হইল না। তৎকালে শ্রীপতি তন্মধ্যে কাহার কেশাকর্ষণ, কাহার কর্ণ মর্দ্দন, কাহার বক্ষোৎপাটন এবং কাহার বা মধ্যদেশ ধারণ পূর্ব্বক গদা ও চক্রে বিনষ্ট করিলে, তাহারা গতাসু হইয়া আকাশ হইতে ধরণীতলে নিপতিত হইল। এইরূপে দৈত্যগণ বিনষ্ট হইলে, পুরুষোত্তম গদাধর অমররাজের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করত কৃতকর্ম্মা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তারকাময় সমর পর্য্যবসিত হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের সহিত সমবেত হইয়া অচিরাৎ তথায় উপনীত হইলেন; এবং দেবাদিদেব নারায়ণকে পূজা করত কহিলেন, হে দেব। তুমি অদ্য দৈত্যনাশাত্মক মহৎকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক দেবগণের শল্য সমুদ্ধার করিয়া আমাদিগকে নিতান্ত পরিতোষিত করিলে; তুমি ভিন্ন এই মহাসুর কালনেমিকে নিহত করিতে কেহই সমর্থ হয় না। যে কৃতান্তস্বরূপ কালনেমি দেব ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় পরাজয় পূর্ব্বক ঋষিদিগকে ক্লেশিত করিয়া আমার প্রতি গর্জ্জন করিতেছিল, তাহার বিনাশরূপ উগ্রকার্য্যে আমি নিতান্ত পরিতৃপ্ত হইলাম। তোমার জয় হউক, এক্ষণে আইস স্বর্গলোকে যাইয়া ব্রহ্মর্ষিগণের সভায় গমন করি। তাঁহারা তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে বাগ্মিদাম্বর! তথায় আমি মহর্ষিগণের সহিত বিধিপূর্ব্বক তোমার স্তুতিবাদ করিব। তুমি দেবাসুরগণের বরপ্রদ; অতএব আমারনিকট আর কি বর লইবে? সম্প্রতি এই সুখাস্পদ

ও নিষ্কণ্টক ত্রিলোক রাজ্য মহাত্মা অমররাজকে সম্প্রদান কর।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই রূপ কহিলে, তিনি তথায় উপনীত হইয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ত্রিদশগণ! আপনারা অত্রস্থিত সকলে অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আমরা এই রণাঙ্গনে বিরোচনিজ দৈত্যরাজ বলি ও মহাগ্রহ রাহু ভিন্ন, ইন্দ্রাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রমশালী কালনেমিপ্রমুখ দেবগণকে নিহত করিয়াছি। অতএব এক্ষণে বাসব ও বরুণ স্বীয় অভিপ্রেত দিক অধিকার করুন। যম দক্ষিণ, ও ধনাধিপ কুবের উত্তর দিক প্রতিপালন করুন; চন্দ্রমা নক্ষত্রমণ্ডলীর সহিত সমবেত হইয়া যথাসময়ে সঞ্চরণ করুন, দিবাকর অচলে অবস্থান পূর্ব্বক পৃথক পৃথক ঋতু সমাযুক্ত বৎসর সম্পাদন করুন; বিপ্রগণ বেদোক্ত বিধানানুসারে সদস্যপূজিত আজ্যভুক গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ে হোমার্থ প্রবর্ত্তিত হউন। দেবগণ বলি ও হোমে মহর্ষিগণ বেদাধ্যয়নে, এবং পিতৃগণ শ্রাদ্ধদ্বারা যথাভিলষিত সুখে তৃপ্তিলাভ করুন; পবন স্বমার্গস্থ হইয়া সঞ্চারিত, পাবক গার্হপত্যাদি ত্রিবিধরূপে প্রজ্বলিত হউন; ত্রিবিধ বর্ণ স্বীয় গুণ দ্বারা ত্রিলোককে অনুরঞ্জিত করুক। দাক্ষাযোগ্য দ্বিজাতি সকল যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যথার্থরূপ দক্ষিণা লাভ করুন। প্রভাকর নয়নকে, সোম অন্নাদি রসকে, ও পবন প্রাণকে পরিতৃপ্ত করত সকলের কুশলার্থ প্রবর্ত্তিত হউন; ইন্দ্রবর্ষণোদ্ভব সিন্ধুগণ পূর্ব্ববৎ সাগরগামী হউন। হে দেবগণ! তোমাদের আর দৈত্যগণের ভয় নাই; স্থির হও। তোমরা মঙ্গল লাভ কর; এক্ষণে আমি সনাতন ব্রহ্মলোক প্রস্থান করিলাম। কিন্তু তোমরা ঐ প্রবঞ্চক দানবগণকে কখনই গৃহে, স্বর্গে ও সংগ্রামে বিশ্বাস করিও না, উহারা প্রকৃত মর্য্যাদাশূন্য; ছিদ্রদর্শনেই বিদ্রোহোৎপাদন করে। যখন ঐ দুরাত্মা কপট প্রকৃতি দৈত্যগণ শান্তপ্রকৃতি ও অকপটহৃদয় তোমাদের অত্যাচারপূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন করিবে, তখনই আমি এখানে সমাগত হইয়া তাহার প্রতিকার সাধন করত অভয় দান করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! সত্যপরাক্রমশালী ও মহাযশস্বী বিষ্ণু দেবতাদিগকে এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনার জিজ্ঞাসিত ভগবান্ নারায়ণ ও দৈত্যদিগের তারকাময় সংগ্রামবিষয়ক আশ্চর্য্য ঘটনা সকল সঙ্কীর্ত্তন করিলাম।

—০—

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৪৯।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! এই রূপে দানবগণ বিনষ্ট হইলে, ভগবান বৈকুণ্ঠ ত্রিদশগণ কর্ত্তৃক বিধি পূর্ব্বক প্রপূজিত হইয়া দেবাদিদেব কমলযোনি ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করত কি করিলেন? এবং কি নিমিত্তই বা কমলযোনি তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন? সেই ভূতভাবন বিভু ব্রহ্মলোকের কোন্ স্থানে প্রস্থান, কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠান, এবং কোন নিয়মই বা ধারণ করিলেন? এই লোকত্রয় তাঁহার অভাবে কি রূপে দেবাসুর ও নরগণ কর্ত্তৃক উপাসিত বিপুল শ্রীপ্রাপ্ত হইল। তিনি কি নিমিত্ত বর্ষাবসানে নিদ্রিত ও জলদক্ষয়ে প্রবুদ্ধ হন? এবং কি রূপেই বা তথায় অবস্থান পূর্ব্বক লোকত্রয়ের ভার বহন করেন? হে বিপ্রেন্দ্র! আমি তাঁহার সেই সকল দিব্য বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি, অতএব আপনি তাহার আদ্যোপান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ!

ভগবান নারায়ণ কমলযোনির সহিত ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক যাহা করিয়াছিলেন-তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি; তাঁহার গতি নিতান্ত সূক্ষ্ম ও দেবগণের দুরাসাদ্য হইলেও যথা সাধ্য বর্ণন করিতে সমুদ্যত হইয়াছি, শ্রবণ করুন। তিনি ত্রিজগন্ময় এবং ত্রিজগৎ তন্ময়; তিনি স্বর্গস্থ দেবময় ও দেবগণ তন্ময়; ইঁহার কেহই পারদর্শী বা তত্ত্বজ্ঞ বিদ্যমান নাই; কিন্তু ইনি সকলের সীমাদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞ; তিনি বাসবের অনধিগম্য ও দেবগণের অন্বেষ্টব্য। হে রাজন! একণে তাঁহার ব্রহ্মলোক বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ভগবান নারায়ণ ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া পিতামহ সম্বন্ধীয় পদ সন্দর্শন পূর্ব্বক মন্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বারা প্রথমতঃ ঋষিগণকে বন্দনা করিলেন। পরে প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া মহর্ষিগণকর্ত্তৃক আহুত অগ্নিকে বন্দনা করিলেন। যে অগ্নি যজ্ঞস্থলে ঋষিগণ কর্ত্তৃক হুয়মান যজ্ঞভাগ ভোজন করেন, তিনি নারায়ণের রূপান্তরস্বরূপ। এইরূপে সেই অচিন্তনীয় ভূতভাবন ভগবান পূজনীয় মহাতেজস্বী ব্রহ্মর্ষিগণকে অভিবাদন করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে সঞ্চরণ পূর্ব্বক দেখিলেন, তথায় ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক চিহ্নিত চষালাপ্রবিরাজিত ও অতি উচ্ছ্রিত শত শত যূপ বিদ্যমান রহিয়াছে; আজ্যধূমের সুরভি গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতেছে, দ্বিজাতিগণ বেদপাঠ করিতেছেন; এবং তাঁহার উদ্দেশেই যজ্ঞানুষ্ঠান হইতেছে।

অনন্তর ঋষি, সদস্য ও দেবগণ সকলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রসন্নচিত্তে অর্ঘহস্ত হইয়া কহিলেন, হে কেশব! তোমার আনুকূল্যেই আমরা কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকি; বুধগণ যে জগৎকে অগ্নি, ও সোমময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই অগ্নি, সোম ও জগতের তুমিই একমাত্র কারণ। যেমন একমাত্র দুগ্ধই দধি ও ঘৃতোৎপত্তির কারণ, তদ্রূপ জিতেন্দ্রিয়গণ জ্ঞানবলে একমাত্র তোমাকেই এই জগতের কারণ বলিয়া থাকেন। যেরূপ জীবগণ অগোচর পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়, তদ্রূপ তুমি সকলের অগোচর হইলেও কি দেবতা, কি মনুষ্য, সকলেই তোমাকে অবগত হইয়া থাকে। যেমন এই ধরণীতলে পঞ্চ মহাভূত হইতে দেহীদিগের ভূতেন্দ্রিয় সম্বন্ধ সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্বর্গস্থ দেবগণের তোমা হইতেই বল ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধ সমুদ্ভব হইয়া থাকে। তুমি যজ্ঞাদিগের যজ্ঞফলপ্রদ; পবিত্র, স্বাধীন ও লোকরক্ষক। যেরূপ মন্ত্র দ্বারা মন্ত্র উপাসিত হয়, তদ্রূপ তোমা কর্ত্তৃক তুমি উপাসিত হইয়া থাক।

মহারাজ! ঋষিগণ সুরশ্রেষ্ঠ পদ্মনাভ মহাদ্যুতি ভগবান্ নারায়ণের উক্তরূপে স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিষ্ণো! তুমি এই যজ্ঞপূত পাদ্য গ্রহণের যথার্থ যোগ্যপাত্র; এবং আমাদিগের মন্ত্রোক্ত চিরন্তন অতিথি, অতএব তুমি এই মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞীয় আতিথ্য প্রতিগ্রহ কর। তুমি সমর্থ গমন করিলে, আমাদিগের যজ্ঞক্রিয়াদি কিছুমাত্র অনুষ্ঠিত হয় নাই; যেহেতু তোমার অসত্ত্বে কার্য্য সকল নিষ্ফল হইয়া থাকে; যজ্ঞে দক্ষিণান্ত হইলে, তুমিই ফল প্রদান কর; অতএব অদ্য আমরা তোমার যজ্ঞারম্ভ করিব।

হে রাজন্! ভগবান্ বাসুদেব ব্রাহ্মণগণকে তথাস্তু বলিয়া প্রত্যভিবাদন পূর্ব্বক ব্রহ্মার ন্যায় পরমসুখে ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান নারায়ণ সভাস্থিত ঋষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক দেবাদিদেব পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করত হৃষ্টান্তঃকরণে পুরাণপ্রসিদ্ধ স্বনামবিখ্যাত শুভ্রতম আপনার আশ্রমে উপনীত হইলেন। পরে অস্ত্র শস্ত্র পরিহার পূর্ব্বক দেবগণ ও শাশ্বত ঋষিগণাধিষ্ঠিত জলধিপ্রতিম স্বীয় নিলয় দর্শন করিলেন। ঐ স্থান সম্বর্ত্তক জলদে বিরাজিত, জ্যোতিশ্চক্রে পরিব্যাপ্ত, গাঢ়তর তমোরাশিতে আচ্ছাদিত, দেবাসুর, চন্দ্রার্ক ও পবনের গতিশূন্য এবং সেই পদ্মনাভের শরীরজ্যোতিতে প্রকাশিত। তিনি সেই আলয়ে উপনীত হইয়া জটাভার বহন পূর্ব্বক সহস্র শির দ্বারা শয়নার্থ সমুদ্যত হইলে, লোকদিগের অন্তকাল সমাগত জানিয়া নয়নচারিণী কালরূপিণী নিদ্রাদেবী তাঁহাকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে নারায়ণ একার্ণবনিয়মানুসারে সমুদ্র ও জলদতুল্য সুশীতল শয্যায় শয়ন করিলেন। তখন দেবতা ও ঋষিগণ জগতের উৎপত্তির জন্য তাঁহার উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি নিদ্রাগত হইলে, তাঁহার নাভিপ্রদেশ হইতে সূর্য্যসন্নিভ অতি মনোহর এক সহস্রদল কমল সমুত্থিত হইয়া শোভমান হইতে লাগিল। ঐ কমলেই ভগবান ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। নারায়ণ নিদ্রাবস্থাতে ইহা সমুদ্যত করিয়া ব্রহ্মসূত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বলোকের কালবিষয়ক চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা যেরূপ নারায়ণ হইতে সমুদ্ভূত হইলেন, তদ্রূপ প্রজাগণও ব্রহ্মার নিশ্বাস পবন হইতে সমুৎপন্ন হইল। পরে ব্রহ্মা সেই প্রজাদিগকে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহারা স্বধর্ম্মনিরত হইয়া বেদোক্ত কার্য্য সকল অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পুনরায় ঈশ্বরে লীন হইতে লাগিলেন। সেই যোগনিদ্রাগত তিমিরাচ্ছন্ন চিন্ময় ঈশ্বরের স্বরূপ স্বয়ং ব্রহ্মা ও দেবর্ষিগণ, কেহই নির্ণয় করিতে পারেন না। তিনি কোন্ স্থানে নিদ্রাগত, কোন্ স্থানে আসীন; কে জাগ্রত, কে সুপ্তাবস্থায় সর্ব্বপরিজ্ঞাত, কে দ্যুতিমান্, কে ভোগবান্ এবং কেবা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, তদ্বিষয় কিছুমাত্র তাঁহারা বিদিত নহেন। দেবগণ দিব্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে বহুতর তর্ক বিতর্ক করিয়াও কার্য্য কিম্বা জন্ম দ্বারা কিছুতেই তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। কেবল তন্নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি মন্ত্র আছে, তাহার প্রভাবেই পুরাতন ঋষিগণ তাঁহার চরিতবিষয় কিঞ্চিৎ অবগত হইয়া পুরাণাদিতে প্রকাশিত করেন। বেদ ও পুরাণে তাঁহার পুরাতন চরিতমাত্রই বর্ণিত আছে; কিন্তু তাঁহার যাথার্থ্য বিষয়ের কিছুই নির্দ্দেশ নাই এবং এই বৈদিক ও লৌকিক শ্রুতি সকল ও তাঁহার স্বাভাবিক চরিতদ্বারাই পরিপূর্ণ। সেই ভূতভাবন ভগবান দৈত্যদিগের বিনাশার্থ সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ রহিয়াছেন; কেবল প্রাণীদিগের হিতসাধনার্থ মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তিনি গ্রীষ্মাবসানে নিদ্রিত ও বর্ষাপগমে প্রবুদ্ধ থাকেন। তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় মন্ত্রপূত যজ্ঞক্রিয়াদি সকল অনুষ্ঠিত হয় না; যেহেতু তিনিই যজ্ঞ, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞপাত্র ও বেদস্বরূপ; কিন্তু শরদাগমে বাজপেয়াদি যজ্ঞ সকল আরম্ভ হইলে, তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। তিনি নিদ্রাগত হইলে, অমরেশ্বর বাসব তাঁহার কার্য্য সকল সম্পাদন করত বার্ষিক চক্র ধারণ করেন। তাঁহার এক তমোময়ী মায়া আছে, যাহাকে জগতীস্থ লোকে নিদ্রা বলিয়া থাকে; তাহা কেবল বৃথা দ্বন্দ্বকারী

মহীপালগণের কালরাত্রিস্বরূপ উহা দিবসবিঘাতিনী নিশা ও নিদ্রারূপে পরিণত হইয়া জগতীস্থ প্রাণিগণকে বিমোহিত করত তাহাদিগের জীবন অর্দ্ধাবশেষ করে। নিদ্রা যাহাকে আক্রমণ করে, তিনি মহার্ণবনিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় হতবুদ্ধি মূর্খবিজড়িত করিয়া তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

রজনীযোগে অন্নাদি পরিপাক ও শ্রমাপনয়নজন্য প্রায় সর্ব্বলোকেই নিদ্রা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে; রজনীশেষ হইলেই নিদ্রাও শেষ হয়। কিন্তু যখন জীবগণের অন্তকাল সমাগত হয়, তখন তাহা অবসান না হইয়া একেবারে প্রাণ নাশ করে। ঐ নারায়ণশরীরোদ্ভবা কালপ্রিয়সখী মায়াবিনী নিদ্রাকে নারায়ণ ব্যতীত কাহারই ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। প্রাণিমাত্রেই এই ভূতবিমোহিনী নিদ্রাপ্রভাবে সহজেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। যখন ভূতভাবন নারায়ণ সর্ব্বলোকের হিতকামনায় ইহাঁকে ধারণ করিতেছেন, তখন সকলেরই পতিব্রতা ভার্য্যার ন্যায় ইহাঁর সেবা করা উচিত। ভগবান হরি সেই নিদ্রা দ্বারা অভিভূত হইয়া বিশ্ব সংসার বিমোহিত করত সত্য ত্রেতাদি যুগক্রমে সহস্র বৎসর স্বীয় আশ্রমে শয়ন করিয়াছিলেন; পরে দ্বাপরযুগে সকলকে সুদুঃখিত এবং মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রবোধিত হইলেন।

ঋষিগণ কহিলেন, হে কেশব! তুমি ভুক্তপূর্ব্ব মালার ন্যায় নিদ্রা পরিহার কর। ব্রহ্মবেত্তা সংশিতব্রত ঋষিগণ ও ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ সমাগত হইয়া তোমার দর্শনার্থ স্তুতিবাদ করিতেছেন। হে বিষ্ণো! তুমি তোমার আত্মভূত পৃথিবী, আকাশ, অনল, অনিল ও জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের মাঙ্গলিক বাক্য সকল শ্রবণগোচর কর। ঐ দেবর্ষি, সপ্তর্ষিমণ্ডল মুনিগণের সহিত সমবেত হইয়া উৎকৃষ্ট অর্থসংযুক্ত বাক্য দ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছেন; হে শতপত্রাক্ষ! হে পদ্মনাভ! মহাদ্যুতে! গাত্রোত্থান কর। দেবগণের কোন মহৎকার্য্য উপস্থিত হওয়াতে তোমারে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভূতভাবন হৃষীকেশ ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তূয়মান হইয়া এবং স্বীয় তেজোবলে তিমিররাশি দূরীভূত করত শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। পরে দেখিলেন, পিতামহপ্রমুখ দেবগণ জগতের হিতকামনায় কিছু বলিবার জন্য ক্ষুব্ধচিত্তে তথায় সমাগত হইয়াছেন। তদ্দর্শনে বীতনিদ্র হরি তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম, হেতু ও অর্থসংযুক্ত বচনে কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদের কাহার সহিত বিদ্রোহ সমুৎপন্ন হইয়াছে? কাহার নিকট ভীত হইয়াছ? অথবা মনুষ্যদিগের দুঃখজনক দানবগণ হইতে কোন অশুভ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে? ইহা আমি জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইয়াছি; অতএব সত্বর আমার নিকট বর্ণন কর। আমি তোমাদিগের কুশলার্থ শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছি; এক্ষণে কি করিব; প্রকাশ করিয়া বল।

—০০—

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা নারায়ণোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেবতাদিগের হিতাত্মক বচনে কহিলেন, হে অসুরান্তক বিষ্ণো! তুমি যখন প্রতি সংগ্রামার্ণবের কর্ণধারস্বরূপ হইয়া দেবগণকে অভয় প্রদান করিতেছ, তখন আর তাহাদিগের ভয় কি? যখন সুরপতি ইন্দ্র রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত আছেন, তুমি

শক্রকুল বিনাশের নিমিত্ত সমুদ্যত আছে, এবং মনুষ্যগণ ধর্ম্ম সাধনার্থ সাতিশয় অনুরাগী হইয়াছেন, তখন আর তাহাদিগের ভয়ের সম্ভাবনা কি? যখন মনুষ্যগণ সত্যধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হইয়া জরাদি পীড়া হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন মৃত্যু তাহাদিগকে দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না, যখন নরপতিগণ পরস্পর ষড় ভাগ গ্রহণ করিতেছেন, তখন আর তাঁহাদিগের বিবাদের আশঙ্কা কি? তাঁহারা সর্ব্বদা অর্থ দ্বারা প্রজাগণের সুখসাধন করিতেছেন, এবং তদ্দ্বারা স্ব স্ব ধনাগার পরিপূর্ণ করিতেছেন। সকলেই ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণসমাযুক্ত অতুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্ব স্ব জনপদ সকল নিরুদ্বেগে প্রতিপালন করিতেছেন। তত্রস্থ প্রজাবর্গ পরম সুখে অবস্থান করিতেছে। সকলেই মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক সুসেবিত হইয়া চতুরঙ্গবলে সন্ধিবিগ্রহাদি ষড়গুণ উপভোগ করিতেছেন। সকলেই ধনুর্বেত্তা, বেদনিষ্ঠ ও বহুতর দাক্ষিণ্যযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা; সকলেই বেদ পাঠ দ্বারা ঋষিগণকে, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণকে, ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। সকলেই বৈদিক, লৌকিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কার্য্য সকল পরিজ্ঞাত হইয়া তাহা সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করত পুনরায় সত্যযুগ সমুৎপাদন করণের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদিগের প্রভাবে অমররাজ উত্তমরূপে বারি বর্ষণ করিতেছেন; পবন অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন, দিক্ সকল রজোবিহীন হইয়াছে? বসুধা উৎপাতশূন্য হইয়াছেন? গ্রহগণ স্ব স্ব চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে; চন্দ্রমা নক্ষত্রগণের সহিত সমবেত হইয়া সুন্দররূপে প্রকাশিত হইতেছেন; দিনকর অনুকূল হইয়া দক্ষিণ ও উত্তরায়ণে বিচরণ করিতেছেন, হুতাশন বিবিধ হব্য দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুরভি গন্ধ বিস্তারিত করিতেছেন।

হে হৃষীকেশ! এইরূপে যজ্ঞাদি সকল অনুষ্ঠিত হওয়াতে যখন বসুধা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন, তখন আর মৃত্যুর ভয় নাই। কিন্তু পৃথিবী সেই নির্বিরোধী জ্বলিতকীর্ত্তি ভূপালগণের বলভরে সাতিশয় ভারাক্রান্ত হইয়া আসন্নবিপ্লবা নৌকার ন্যায় আপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁর পর্ব্বতবন্ধন সকল বিশ্লথ হওয়াতে, ইনি জলবৃদ্ধিনিবন্ধন ব্যাকুলিত হইয়াছেন। এই বসুন্ধরা নৃপতিগণের দেহ, তেজ, পরাক্রম ও বিস্তীর্ণ রাজ্যে নিতান্ত পরিক্লিষ্টা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। হে নারায়ণ! ইহাতে শত সহস্র গ্রামসমাযুক্ত অসংখ্য নগর অধিষ্ঠিত আছে, এবং প্রত্যেক নগরেই কোটি কোটি সৈন্য পরিবৃত নরপতিগণ অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তজ্জন্য বসুধার আর কোনরূপেই নির্বৃতি লাভের উপায় নাই। এক্ষণে ইনি কালকবলগতপ্রায় হইয়া তোমার নিকট সমাগত হইয়াছেন; তুমি ইহাঁর একমাত্র গতি। অতএব যাহাতে ইনি একেবারে অবসন্ন না হন, তাহার উপায় সাধন কর। হে মধুসূদন! এই পৃথিবী নিপীড়িত হইলে মহান্ অনর্থ ঘটনার সম্ভাবনা; ইহাতে মনুষ্যগণের কার্য্য সকল বিলুপ্ত এবং জগৎ দূষিত হইবে। ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ইনি ভূপালগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছেন। ইহাঁর আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক ক্ষমতা নাই। ইনি অচলা হইয়াও এক্ষণে সাতিশয় চঞ্চলা হইয়াছেন। হে দৈত্যনাশক! আমরা ইহাঁর দুরবস্থার বিষয় যাহা জানিতাম, অদ্য তুমিও তাহা সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইলে; অতএব এস, এক্ষণে ইহাঁর ভারাপনয়নের নিমিত্ত কোন মন্ত্রণা স্থির করি। হে অরিন্দম! এই পৃথিবীতে ভূপালগণ সৎপথাবলম্বী এবং ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ও ব্রাহ্মণানুবর্ত্তী। বর্ণ সকল সত্যময়; বর্ণত্রয়ই ধর্ম্মনিরত; ব্রাহ্মণ

সকল বেদজ্ঞ, এবং নরগণ বিপ্রপরায়ণ; এই-
রূপে সকলেই ধর্ম্মানুগত আছেন। অতএব
উহাঁরা যাহাতে ধর্ম্মচ্যুত না হন, তাহার প্রতি
বিধান করা সম্যক্‌ভাবে বিধেয়। বসুন্ধরায়
যেমন ধর্ম্মসাধন ব্যতীত অন্য গতি নাই,
তদ্রূপ সাধুদিগেরও বসুন্ধরা ব্যতীত অন্য
কোন উপায় নাই। হে মহাভাগ! বসুন্ধরার
ভারাপনয়নার্থ ভূপতিদিগের বিনাশ সাধন
করাই কর্ত্তব্য; অতএব এক্ষণে এস, মেদিনীকে
সমভিব্যাহারে করিয়া তদ্বিষয়ক পরামর্শ
করিবার নিমিত্ত সুমেরু শিখরে প্রস্থান করি।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্‌! জলদ-
গম্ভীর নারায়ণ, মেঘমালাবিরাজিত শব্দকারী
পর্ব্বতের ন্যায় গম্ভীরস্বরে তথাস্তু বলিয়া দেব
গণের সহিত সুমেরুশিখরে গমন করিলেন।
তিনি কৃষ্ণবর্ণ শরীর ধারণ পূর্ব্বক মুক্তাজড়িত
মণি দ্বারা চন্দ্রসমাযুক্ত মেঘের ন্যায় পরম
শোভমান হইলেন। তাঁহার বিশাল উরুস্থলে
উদ্গত রোমরাজিবিরাজিত শ্রীবৎসহার স্তন-
দ্বয়ের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত লম্বমান হইয়া শোভা
পাইতে লাগিল। তিনি যখন বস্ত্র পরিধান
করিলেন, তখন তাঁহাকে সন্ধ্যাকালীন জলদ-
জালবিরাজিত অচলের ন্যায় প্রিয়দর্শন বোধ
হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় বাহন সুপর্ণের
উপর সমারূঢ় হইয়া গমন করিতে লাগিলেন;
ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার গমনপথে দৃষ্টি
নিক্ষেপ করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ
চলিলেন। পরে কনকাচলমধ্যে রত্নগিরিতে
উপনীত হইয়া দেখিলেন, তাহার শিখর
দেশে দিনকর-করনিকর বিরাজিত আপ-
নাদিগের কামরূপিণী সভা বিদ্যমান রহি-
য়াছে। উহার স্তম্ভ সকল কাঞ্চনবিনির্ম্মিত,
তোরণ হীরক ও বৈদূর্য্য মণি দ্বারা সুশো-
ভিত এবং স্থানে স্থানে চিত্র বিচিত্রে সমা-
কীর্ণ। শত শত বিমান উহার শোভা বিস্তার
করিতেছে। ঐ রত্নময় গবাক্ষসমাযুক্ত
সভাকে বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন।
উহাতে সর্ব্ব ঋতুতেই পুষ্পোদ্গম হইয়া
থাকে। দেবগণ সেই সুবর্ণাদি বহুবিধ ধাতু-
সমাকীর্ণ দিব্য সভা অবলোকন পূর্ব্বক সাতি-
শয় হৃষ্টচিত্তে ক্রমে ক্রমে তথায় প্রবেশ
করিয়া কেহ বিমানে, কেহ আসনে, কেহ
ভদ্রাসনে, কেহ পীঠাসনে ও কেহবা কুশা-
সনোপরি সমাসীন হইলেন। অনন্তর
প্রভঞ্জনব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সভাস্থলের
উচ্চ শব্দ নিবারণার্থে সমুদ্যত হইলেন।

তদনন্তর সভাস্থল স্তব্ধীভূত হইলে, পৃথিবী
অতি করুণস্বরে আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক সেই
সভাস্থলে নারায়ণকে কহিলেন, হে দেব!
তুমি স্বীয় প্রভাবে বহুজীবগণাকীর্ণ এই ভুব-
নকে ধারণ ও পোষণ করিতেছ। আমি
তোমার প্রসাদবলেই এই সমস্ত বহন করি-
তেছি। তুমি ধারণ করিতেছ বলিয়াই আমি
ধারণ করিতে পারি, নতুবা আমার ইহাতে
সাধ্য কি? এই জগতে এরূপ কোন পদার্থই
বিদ্যমান নাই যাহাকে তুমি ধারণ করিতেছ
না। হে নারায়ণ! তুমি হিতকামনায় যুগে
যুগে জগতের মহাভার অবতরণ করিতেছ।
আমি তোমারই প্রভাবে রসাতলে গমন করি-
য়াছি। হে সুরশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে এই তোমার
শরণাগত জনকে পরিত্রাণ কর। আমি
দুরাত্মা দানব ও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিপী-
ড়িত হইলে তোমার শরণাগত হইয়া থাকি;
এবং মনে মনে তোমার শরণাপন্ন হইলেই
আমার ভয় অপনীত হয়। হে কেশব!
পূর্ব্বকালে ভগবান্‌ কমলযোনি আমাকে সং-
ক্ষিপ্ত করিয়া দুই মৃণ্ময় মহাসুর সৃজন করিয়া-
ছিলেন। সেই মহাসুরদ্বয় মহার্ণবে যোগ-

নিদ্রাবস্থায় তোমার কর্ণমূল সমুৎপন্ন হইয়া কাষ্ঠকুড্যের ন্যায় অচেতন অবস্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। পরে বায়ু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া তাহাদিগের দেহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক জীব প্রদান করিলেন। সেই মহাসুরদ্বয় উক্তরূপে জীবন লাভ করত ক্রমে ক্রমে প্রবর্দ্ধিত হওয়াতে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে একজনের শরীর কোমল ও অন্যের শরীর দৃঢ় ছিল। তদ্দর্শনে কমলযোনি ব্রহ্মা যাহার শরীর কোমল তাহার নাম মধু এবং যাহার শরীর দৃঢ় তাহার নাম কৈটভ রাখিলেন। পরে তাহারা মহাদর্প প্রকাশ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন সমস্ত একার্ণব ও তাহারা সমরোদ্যত হইয়া চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে দেখিয়া, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সেই একার্ণবে অন্তর্দ্ধান পূর্ব্বক তোমার নাভিদেশস্থ কমলে গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে নারায়ণ! এইরূপে তুমি ব্রহ্মার সহিত বহুকাল সলিলমধ্যে স্থিরচিত্তে শয়ন করিতেছ; এমন সময়ে মধু ও কৈটভ এই দুই অসুর পরিভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মার সন্নিধানে উপনীত হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা অতি ভীষণমূর্ত্তি সেই অসুরদ্বয়কে অবলোকন করিবামাত্র পদ্মনাল দ্বারা তোমাকে তাড়িত করিতে লাগিলেন; তুমি তাহাতে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দেখিলে, সমস্ত জগৎ একার্ণব। তখন সেই মহাসুরদ্বয় তোমার সহিত অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা ক্রমান্বয়ে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াও কিছুমাত্র পরিক্লিষ্ট হইল না। তদনন্তর উহারা পরম আহ্লাদিত হইয়া তোমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে নারায়ণ! আমরা তোমার যুদ্ধে নিতান্ত পরিতৃপ্ত হইলাম। এক্ষণে তুমি আমাদিগের অস্তক হইয়া পৃথিবীর জলশূন্য স্থানে আমাদিগকে বিনাশ কর। আমরা ইহা স্থির করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিবে, আমরা তাহার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব; অতএব তুমিই আমাদিগকে নিধন করিয়া পুত্রত্বে স্বীকার কর।

সেই মহাসুরেরা এইরূপ কহিলে পর তুমি বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিলে, তখন তাহারা গতাসু হইয়া জল মধ্যে নিমগ্ন হইল। পরে উহাদের শরীরদ্বয় বীচিসমূহে বিঘট্টিত হওয়াতে ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে মেদ নির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে সেই সমস্ত জল পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তখন আর তাহাদিগের অবয়বের চিহ্নমাত্র বিদ্যমান রহিল না। তদনন্তর তুমি পুনর্ব্বার প্রজাগণকে সৃষ্টি করিতে লাগিলে; আমি ঐ অসুরদ্বয়ের মেদোদ্ভূত হইয়া মেদিনী নামে বিখ্যাত হইলাম। হে ভগবন্! তোমার প্রভাবেই সকলে আমাকে শাশ্বত জগৎ বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে তুমিই বরাহরূপী হইয়া মার্কণ্ডেয়ের সমক্ষে দশনাগ্রভাগ দ্বারা আমাকে জল হইতে উদ্ধৃত করিয়াছ, এবং তুমিই পাদত্রয় সঞ্চারণ দ্বারা বলির নিকট হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছ। এক্ষণে আমি অশরণা ও সাতিশয় খিদ্যমানা হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি: আমাকে রক্ষা কর; তুমি ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে? তুমি অখিল জগতের একমাত্র শরণ্য। যেমন অনল সুবর্ণের, সূর্য্য কিরণ সমূহের, ও চন্দ্র নক্ষত্র সকলের গুরু, সেইরূপ তুমিও আমার গুরু। তুমি সমস্ত ধারণ কর বলিয়াই আমি একাকী এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎকে বহন করিতেছি। জামদগ্ন্য আমার ভারাবতরণে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া ত্রিঃসপ্তবার ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বেদীতে সমারোপিত করিয়া নৃপরুধির দ্বারা

আমার তৃপ্তি সম্পাদন এবং পিতৃর প্রাজ্ঞোপলক্ষে আমায় কশ্যপকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তখন আমি মাংস, মেদ ও অস্থিযুক্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট এবং ক্ষত্রিয়গণের শোণিতে প্রদিগ্ধ হইয়া ঋতুমতী যুবতীর ন্যায় তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইলাম। তিনি আমাকে দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পৃথিবি। তুমিই বীরপত্নীব্রত ধারণ পূর্ব্বক কি নিমিত্ত বিষণ্ণা হইতেছ?

ব্রহ্মর্ষি কশ্যপ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! ভৃগুবংশোদ্ভব মহাত্মা পরশুরাম আমার অস্ত্রজীবন মহাবল পরাক্রান্ত পতিগণকে নিহত করিয়াছেন। আমি তাহাদিগের অভাবে বিধবা হইয়াছি; আমার নগর সকল পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। আমি জীবন ধারণে অসমর্থ হইয়াছি। অতএব হে ভগবন্! তুমি আমাকে এরূপ পতি প্রদান কর, যিনি গ্রাম, নগর ও সাগরের সহিত আমার প্রতিপালনে সমর্থ হন।

ভগবান কশ্যপ ইহা শ্রবণপূর্ব্বক সম্মত হইয়া আমায় মানবেন্দ্র মনুকে প্রদান করিলেন। সেই মনুপ্রভব পরম পবিত্র সুমহান ইক্ষাকুবংশ লাভ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত এক পার্থিব হইতে পার্থিবান্তরে গমন পূর্ব্বক রাজর্ষি কুলোদ্ভব সহস্র সহস্র ভূপতিগণ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছি। বহুতর মহাবীর ক্ষত্রিয় আমাকে জয় করিয়া স্বর্গাশ্রিত হইয়াছে, এবং কেহ কেহ কালবশে আমাতেই বিলীন হইয়াছেন। সংগ্রামোৎসাহী মহাবলপরাক্রান্ত অনেক রাজন্যগণ আমার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে; এবং অদ্যাপিও করিতেছেন। হে জগন্নাথ! এই সকল তোমারই পরিণাম। জগতের হিতসাধনার্থ তুমিই ভূপতিগণকে রণস্থলে নিহত করিয়া থাক; অতএব যদি ভারশিথিল করিবার জন্য আমার প্রতি তোমার করুণোদয় হয়, তাহা হইলে আমাকে অভয় দান কর। আমি ভারসন্তপ্তা হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি; তুমি এক্ষণে আমার ভারাবতরণ করিবে কি না তাহা বল।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই দেবতাগণ পৃথিবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভিলষিত সম্পাদনার্থ লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি পৃথিবীর ভারাবতরণের উপায় বিধান করুন। আপনা হইতে সমস্ত লোক সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং আপনিই সকলের কর্ত্তা। হে সুরেশ্বর! দেবরাজ, যম, বরুণ, ধনপতি কুবের, নারায়ণ, চন্দ্র, ভাস্কর, অনিল, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্যগণ, বৃহস্পতি, শুক্র, কাল, কলি, মহেশ্বর, কার্ত্তিকেয় যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, চারণ, উরগগণ, মহোর্ম্মিপরিপ্লুত সাগর সকল, গঙ্গা প্রভৃতি দিব্য সরিৎসমুদায়, ইঁহারা এক্ষণে কি করিবেন? যদি আপনি পৃথিবীর উদ্দেশ্য সাধন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমরা কিরূপ অংশে অবতীর্ণ হইব, আজ্ঞা করুন। আপনি অনুমতি করিলে আমরা কি পৃথিবী কি অন্তরীক্ষ, কি বিপ্রকুল, সর্ব্বত্রই অবতীর্ণ হইয়া সমুচিত শরীর ধারণে সমর্থ আছি।

মহারাজ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! তোমাদের নিশ্চিত বিষয়ে আমারও সম্পূর্ণ অভিলাষ। অতএব এক্ষণে তোমরা সকলেই স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে পৃথিবীতে আত্মসদৃশ অংশে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিভুবনসুশোভিনী ধরণীকে পরিত্রাণ কর। হে দেবগণ! আমি পূর্ব্বেই পৃথিবীর ভয়ের কারণ অবগত হইয়াছিলাম; এবং তন্নিব-

ক্ষণ যাহা অবধারিত করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর।

একদা আমি সমুদ্রের পশ্চিমতীরে উপবেশন পূর্ব্বক স্বীয় পৌত্র মহাত্মা কশ্যপের সহিত বেদ, ইতিবৃত্ত ও পুরাণাদি বিবিধ বিষয়ের কথোপকথন করিতেছি, এমন সময়ে সমুদ্র ভাগীরথী, জলদ ও পবনের সহিত সমবেত হইয়া তরঙ্গমালা বিস্তার পূর্ব্বক মহাবেগে আমার সমীপে উপনীত হইল। তাহার শরীর বাদোগণসমাকীর্ণ সলিলরূপ বসন দ্বারা আচ্ছাদিত, প্রবাল ও মণিরূপ ভূষণে বিভূষিত এবং কণ্ঠস্বর মেঘের ন্যায় গম্ভীর। জলনিধি চন্দ্রসংযোগে সাতিশয় উচ্ছ্বসিত হইয়া যেন আমার পরাভবার্থ বেলা অতিক্রম পূর্ব্বক চঞ্চল লবণময় সলিলদ্বারা আমাকে আকুলিত করিল। সেই সমুদ্র আমাকে প্রমর্দ্দিত করিবার জন্যই সেই স্থানে গমন করিয়াছিল। যাহা হউক, তদনন্তর আমি যত্নসহকারে তাহাকে কহিলাম, হে সমুদ্র! তুমি "শান্ত হও, শান্ত হও" ইহা বলিবামাত্র তনুত্ব প্রাপ্ত হইল। সুতরাং সেই বেগ ও তরঙ্গ সকল একেবারে বিগত হইল; তখন তদীয় শরীরে রাজশ্রী শোভা পাইতে লাগিল। পরে আমি তোমাদের হিতসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পুনরায় গঙ্গা ও সমুদ্রকে অভিসম্পাত পূর্ব্বক কহিলাম, হে সমুদ্র! তুমি যখন ভূপতিরূপে আমার সমীপে সমাগত হইলে, তখন তুমি ঐ রূপেই অবস্থান পূর্ব্বক ভরতবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় তেজোবলে প্রজাদিগকে প্রতিপালন কর। আমার "শান্ত হও" এই বাক্যে যখন তুমি শান্ত হইয়া তনুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, তখন তুমি ধরণীতলে শান্তনু নামে বিখ্যাত হইবে। এই আয়তাপাঙ্গী সর্ব্বাঙ্গশোভনা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা গঙ্গাও মূর্ত্তিমতী হইয়া তোমার সন্নিধানে গমন করিবেন।

আমি এইরূপ শাপ প্রদান করিলে, সমুদ্র সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে দেবাদিদেব! আমি আপনার অনুগত পুত্র এবং আপনিই আমার একমাত্র পরম আশ্রয়; অতএব আমাকে কি নিমিত্ত অনুচিত বাক্যে অভিসম্পাত করিলেন? হে ভগবন্! আমি আপনার আদেশেই পর্ব্বদিনে বেগসহকারে প্রবর্দ্ধিত ও বিচলিত হইয়া থাকি; তাহাতে আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। যদিও আমার সলিল পর্ব্বসংযোগে বাতাহত হইয়া আপনাকে স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও আমি শাপগ্রস্ত হইবার যোগ্য নহি। যেহেতু, উদ্ধত পবন, প্রবৃদ্ধ জলদ ও ইন্দুসংযুক্ত পর্ব্ব, ইহারাই আমার বিক্ষোভের কারণ। যাহা হউক, যদিও আমি আপনার নির্দ্দিষ্ট কারণে অপরাধী হইয়াছি, তাহা হইলেও আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করুন। শাস্ত্রানুসারে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করা আপনার কর্ত্তব্য; যেহেতু, আমি নিরাশ্রয় হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করুন। হে দেব! আর এই নিরপরাধিনী গঙ্গার প্রতি প্রসন্ন হউন; ইহাঁর কিছুমাত্র দোষ নাই; আমার দোষেই ইহার দোষ সংঘটিত হইয়াছে।

হে সুরগণ! আমি তাহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুরস্বরে কহিলাম, হে সমুদ্র! তুমি দেবতাদিগের প্রয়োজনীয় বিষয় অপরিজ্ঞাত হওয়াতে আমার শাপে ভয় প্রাপ্ত হইয়াছ। শান্তিলাভ কর; ভীত হইও না; আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; হে মহোদধে! আমার এই শাপপ্রদানের ভাবী কারণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি এই সাগরী মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ভরতবংশে জন্ম পরিগ্রহ কর। তথায়

রাজশ্রীপরিবৃত মহীপাল হইয়া ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণকে প্রতিপালন করত পরম সুখে অবস্থান করিবে। এই সরিদ্বরা গঙ্গাও তৎকালোচিত মনোহারিণী মানুষী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তোমার পরিচর্য্যা করিবে। তথায় তুমি আমার আদেশানুসারে এই জাহ্নবীর সহিত মনুষ্যজন্মজনিত পরম সুখে অবস্থান পূর্ব্বক এই সলিলময়ী মূর্ত্তি বিস্মৃত হইবে। হে সাগর! তুমি গঙ্গার সহিত আমার আদিষ্ট কার্য্য সত্বর সত্বর সম্পাদন কর; বসুগণ স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের সমুৎপাদনের নিমিত্ত তোমার প্রতি ভারার্পণ করিলাম। তোমার সহযোগে এই জাহ্নবী তাহাদিগকে গর্ভে স্থান প্রদান করিবে। এইরূপে তুমি দেবগণের প্রীতিবর্দ্ধনকর ও অনল সদৃশ গুণসম্পন্ন বসুগণকে উৎপাদন করিয়া কুরুকুল বিস্তার পূর্ব্বক পুনরায় সাগরীমূর্ত্তি লাভ করিবে।

হে অমরগণ! পৃথিবী ভারার্দ্দিতা হইবে; ইহা আমি পূর্ব্বে অবগত হইয়া তোমাদিগের হিতসাধনার্থ শান্তনুবংশের বীজ রোপণ করিয়াছি। সেই শান্তনুবংশে গঙ্গার গর্ভে যে অষ্টবসুর উৎপত্তি হইয়াছিল; তন্মধ্যে এই সপ্ত বসু দেবলোকে প্রত্যাগত হইয়াছেন, কেবল একমাত্র অষ্টমবসু ভীষ্ম অদ্যাপি ভূলোক অবস্থিত করিতেছেন। ভূপতি শান্তনুর দ্বিতীয়া ভার্য্যার সহযোগে বিচিত্রবীর্য্য নামে দ্বিতীয় পুত্র সমুৎপন্ন হয়; সেই শ্রীমান পুত্র নরপতিপদে অধিরূঢ় হইয়াছিল; সংপ্রতি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র নামে দুই পুত্র ভূতলে কালাতিপাত করিতেছে! তন্মধ্যে রাজা পাণ্ডুর গুণলাবণ্যবতী যৌবনসম্পন্না দেবযোষাসদৃশী কুন্তী ও মাদ্রী নামে দুই ভার্য্যা এবং নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের অনুরূপ গুণবতী পতি ব্রতা গান্ধারী নামে এক ভার্য্যা আছে। হে সুরগণ! তোমরা ঐ শান্তনুবংশ বিভাগ করিয়া কতকগুলি স্বপক্ষ ও কতকগুলি পরপক্ষ সৃজন কর। ঐ নরপতিদ্বয়ের পুত্র সকলের মধ্যে মহাঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবে; সেই যুগান্তকালসদৃশ মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধে দায়াদগণ ও বহুসংখ্য ভূপতি নিহত হইবে। এইরূপে নরেন্দ্রগণ বলবাহনের সহিত রণাঙ্গনে পরস্পর নিপাতিত হইলে, পুর নগর সমুদায় উৎসন্নপ্রায় হইবে; তখন আর পৃথিবীর তাদৃশ ভার থাকিবে না। আমি অবগত হইয়াছি, দ্বাপর যুগের অন্তিম সময়ে সমস্ত নরপতি সবাহনে অস্ত্রপ্রহারে বিনষ্ট হইবে; এবং যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারাও শঙ্করাংশ অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক রজনীযোগে সুষুপ্তাবস্থায় অস্ত্রানল দ্বারা ভস্মাবশেষ হইবে।

এইরূপে প্রলয়কালতুল্য ক্রূরাত্মক সেই মহৎব্যাপার পর্য্যবসিত হইলে, এই তৃতীয় দ্বাপরযুগেরও অবসান হইবে। পরে অতি সুদারুণ কলিযুগ সমুদিত হইয়া লোক সকলকে ধর্ম্মচ্যুত করিবে। তখন আর প্রায় কেহই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না; সত্যের অবসান হইয়া মিথ্যার প্রাধান্য বৃদ্ধি হইবে। সকলেরই নিষ্ঠুরতা এবং যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইবে; কেহই প্রায় সুধীরাবস্থায় অবস্থান করিবে না। অতএব আমি নরপতিদিগের বিনাশাত্মক যে উপায় অবধারণ করিয়াছি, ইহাই শ্রেষ্ঠ কল্প। হে দেবগণ! তোমরা এক্ষণে স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হও; আর বিলম্ব করিও না। কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে ধর্ম্মাংশ এবং গান্ধারীর গর্ভে বিবাদাত্মক কলির অংশ প্রয়োগ কর। ঐ অংশদ্বয়ে দুই পক্ষ সংস্থাপিত হইবে, এবং পৃথিবীস্থ নরপাল সকল কালপ্রেরিত হইয়া পৃথিবীর নিমিত্ত সমরার্থ সকলে ঐ পক্ষদ্বয়ের

একতর পক্ষ অবলম্বন করিবে। হে দেবগণ! আমি নৃপতিগণের বিনাশাত্মক এইরূপ উপায় সমুদ্ভাবন করিয়াছি। সম্প্রতি বসুধা গমন পূর্ব্বক স্বীয় স্বাভাবিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করত লোকদিগকে ধারণ করুন।

হে রাজন্! বসুন্ধরা লোকপিতামহের বাক্য শ্রুতিগোচর করত ভূপতিদিগের বধসাধনার্থ কালের সহিত সমবেত হইয়া যথাস্থানে সমাগত হইলেন। ব্রহ্মা সুরশত্রুদিগকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত পুরাণ পুরুষ নারায়ণ, পৃথিবীর অংশ, সনৎকুমার, সাধ্যগণ, বসুগণ, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, এবং অনল প্রভৃতি দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অংশে অবতীর্ণ হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মার আদেশানুসারে পৃথিবীতে উপনীত হইয়া স্ব স্ব অংশে আবির্ভূত হইলেন। আমি পূর্ব্বে অযোনিজ ও যোনিজ দেবগণের যে অংশাবতার বৃত্তান্ত সকল কীর্ত্তন করিয়াছি, তাঁহারা এক্ষণে দেব ও দানবগণের বিনাশকর্ত্তা হইয়া ভূলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহাদিগের কলেবর ক্ষীরিকাবৃক্ষসদৃশ পরিপুষ্ট ও বজ্রের ন্যায় সুকঠিন। তাঁহারা কেহ অযুত দ্বিরদসদৃশ পরাক্রমশালী, কেহ বা সাগরৌঘতুল্য বেগবান। তাঁহাদিগের সকলেরই বাহু পরিঘের ন্যায়, সকলেই গদা, পরিঘ ও শক্তি সহিষ্ণু, পর্ব্বত শৃঙ্গ ভেদনিপুণ, এবং পরিঘাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ সমুদ্যত হইয়া থাকেন। এইরূপে দেবগণ বৃষ্ণিবংশ, কুরুবংশ, পঞ্চালবংশ ও যাজক ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত হইলেন; তাঁহারা সকলেই অস্ত্রবিশারদ, মহাধনুর্দ্ধারী, বেদজ্ঞ, ব্রতপরায়ণ, বহুবিধ সমৃদ্ধিশালী, যজ্ঞনিষ্ঠ ও পুণ্যকর্ম্মা। তাঁহারা ক্রোধপরতন্ত্র হইলে, পর্ব্বত পরিচালিত মহীতল বিদারিত, জলস্থল উৎপাটিত ও মহাসাগর বিক্ষোভিত করিতে সমর্থ হন।

হে রাজন্! ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়বেত্তা ভগবান্ কমলযোনি দেবগণকে এইরূপ আদেশ প্রদান পূর্ব্বক নারায়ণের প্রতি সমুদায় লোক পরিপালনের ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং শান্তি লাভ করিলেন। পরে প্রাণদনেশ্বর নারায়ণ প্রজাদিগের হিতৈষী হইয়া যেরূপে ধরণীতলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা পুনরায় সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনন্তর সেই যশস্বী পুণ্যকর্ম্মা ভগবান নারায়ণ যযাতিবংশোদ্ভব শ্রীসম্পন্ন বসুদেবের কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।

—•◆•—

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! দেবতা সকল যথাকালে ভরতবংশে স্ব স্ব অংশে উদ্ভূত হইলেন; যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের, ধনঞ্জয় দেবরাজের, ভীমসেন পবনের, নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের, কর্ণ ভাস্করের, দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির, অষ্টম বসু ভীষ্ম বসুগণের, বিদুর যমের, দুর্য্যোধন কলির, ভূরিশ্রবা শুক্রের, শ্রুতায়ুধ বরুণের, অশ্বত্থামা মহেশ্বরের, বণিক মিত্রের, ধৃতরাষ্ট্র মদনের, এবং দেবক, অশ্বসেন, দুঃশাসন প্রভৃতি সকলে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণের অংশে অবতীর্ণ হইলেন। এইরূপে দেবগণ দেবলোক হইতে আগমন করিয়া স্বীয় স্বীয় অংশে ধরাতলে আবির্ভূত হইলেন।

অনন্তর দেবর্ষি নারদ দেবগণের সহায় হইয়া নারায়ণের অংশাবতরণের নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। সেই দেবর্ষির শরীরজ্যোতি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, নয়ন

বালার্কসদৃশ, মস্তকে বেণী সদৃশ লম্বমান জটামণ্ডল, চন্দ্রময়ূখের ন্যায় শুভ্রবর্ণ পরিধেয় বসন, কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়, হেমময় যজ্ঞোপবীত, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ অমররাজ; তাঁহার কক্ষে প্রিয়তমা সহচরীর ন্যায় মহতী বীণা সমাহিত। তিনি কার্ত্তিকেয়সদৃশ গূঢ়তর সন্ধিবিগ্রহবেত্তা, ও ব্রহ্মবাদী। দেবর্ষি বিদ্বান, গান্ধর্ব্ববেদজ্ঞ, সাক্ষাৎ কলির ন্যায় কলহপ্রিয়, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণমধ্যে প্রধান বাগ্মী এবং ঋত্বিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর সামবেদাধ্যায়ী। চতুর্ব্বেদ তাঁহার জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান। সেই ব্রহ্মলোকবিচারী ব্রাহ্মণ দেবর্ষি নারদ দেবসভা মধ্যে উপনীত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে নারায়ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! এই সকল দেবগণ ভূপালদিগের বিনাশার্থ স্ব স্ব অংশে পৃথিবীতে বৃথা আবির্ভূত হইলেন। তুমি তাঁহাদিগের সহায়তা না করিলে, তাঁহারা কখনই সমরোদ্যত হইতে সমর্থ হইবেন না। তোমা ব্যতীত কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। হে কেশব! তুমি তত্ত্বদর্শী হইয়াও কিরূপে পৃথিবীর নিমিত্ত এরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে? তোমার ইহা করা বিধেয় হয় নাই। তুমি চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদিগের চক্ষু, পূজ্য ব্যক্তিদিগের পূজনীয়, যোগীদিগের যোগ ও গতিমান ব্যক্তিদিগের পরম গতি। অতএব তুমি কি জন্য দেবগণের অংশাবতরণ কালে পৃথিবীর ভারোদ্ধারের নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইলে না? যাহারা স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের সহায় হইয়া কার্য্যসম্পাদনার্থ আদেশ প্রদান করিলে, তাঁহারা কার্য্যসংসাধনে সমর্থ হইবেন। তোমার অংশাবতার না থাকাতেই আমি এই সুরসভায় তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি। তোমাকে প্রেরণ করাই আমার উদ্দেশ্য; তাহার কারণ কহিতেছি, শ্রবণ কর।

হে হৃষীকেশ! পূর্ব্বে তারকাময় সংগ্রামে তুমি যে সকল দৈত্যকে নিহত করিয়াছ, তাহারা ভূতলে গমন করিয়াছে; এক্ষণে তাহাদিগের বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পৃথিবীতে যমুনানদীর অনতিদূরে মহাসমৃদ্ধিশালী জনপদাকীর্ণ মথুরা নামে এক রমণীয় পুরী আছে; পূর্ব্বে উহা বহুবিধ পাদপসঙ্কুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন মধুবন নামে বিখ্যাত ছিল; তথায় সর্ব্ব প্রাণিভয়ঙ্কর সমরদুর্জ্জয় মহাপরাক্রমশালী মধুনামে এক দৈত্যরাজ অবস্থিতি করিত। তাহার পুত্র দৈত্যপতি লবণ পিতৃসদৃশ পরাক্রমসম্পন্ন হইয়া সেই স্থানে পরম সুখে বহুদিন অবস্থান পূর্ব্বক মহাদর্পে দেব ও মানবগণকে নির্ব্বাসিত করিতে আরম্ভ করিল। তখন রাক্ষসকুলক্ষয়কারী মহারাজ দশরথের পুত্র পরম ধার্ম্মিক রামচন্দ্র অযোধ্যানগরীতে নরপতিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তৎকালে মহাদর্পশীল মধুবনস্থ দৈত্য লবণ অযোধ্যানগরী যুদ্ধের অযোগ্য স্থান বলিয়া রামচন্দ্রের সমীপে এক দূত প্রেরণ করিলেন। পরে সেই দূত আসিয়া অতি কর্কশ স্বরে রামচন্দ্রকে কহিল, হে রাম! তোমার শত্রু, বলদর্পিত দৈত্যরাজ লবণ স্বীয় শত্রুকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া কখন স্থিরচিত্তে কালাতিপাত করিতে পারেন না। রাজনিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিষয় ও প্রজার হিতসাধন করিতে হইলে রিপুপরাজয় কর্ত্তব্য কার্য্য। প্রজারঞ্জনার্থ প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় করা নৃপতিদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কারণ ইন্দ্রিয় পরাজয়ই প্রকৃত পরাজয়। যিনি নিয়মানুসারী হইতে বাসনা করেন, তাঁহার ও রাজার পক্ষে নীতি উপদেশ বিষয়ে লৌকিক ব্যবহারই প্রধান উপদেশের স্থল। যে নরপতি দ্যূত ও মৃগয়াদি ব্যসনকে তুচ্ছজ্ঞান, এবং ধর্ম্মকে

মধ্যস্থ রাখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে সামন্তরাজ্যে ভীত হইতে হয় না। যাহার ইন্দ্রিয় শত্রু বলবান্, তাঁহার কোন রূপেই পরিত্রাণ নাই। ইন্দ্রিয় প্রিয়তর মোহে সকলেই অধীর ও অহঙ্কৃত হইয়া থাকে। তুমি যে সামান্য স্ত্রীর জন্য মোহপরবশ হইয়া রাবণকে নিহত করিলে, ইহা আমার মতে যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। আর যদিও উহা মহৎকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলেও তোমার পক্ষে তাহা নিন্দনীয়; যেহেতু তুমি, বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলে। ব্রতপরায়ণ ব্যক্তির রাক্ষসগণকে বিনাশকরা সাধুবিগর্হিত কার্য্য; ক্রোধকে দূরীভূত করাই সাধুজনোচিত ধর্ম্ম; এবং সেই ধর্ম্ম প্রভাবেই সাধুগণ সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন। তুমি মোহপ্রযুক্ত ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া রাক্ষসকুল ধ্বংস করাতে আশ্রমবাসীদিগেরও দোষস্পর্শ হইয়াছে। তুমি বনবাসব্রত ধারণ করিয়া গ্রাম্য ধর্ম্মানুসারে সামান্য ভার্য্যার জন্য রাবণকে নিহত করাতে, সেই রাবণই কৃতার্থ হইয়াছে। সেই রাবণ অতি নির্ব্বোধ ও ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত; তজ্জন্যই তুমি তাহাকে নিহত করিয়াছ। যদি সামর্থ্য থাকে, তবে অদ্য আমার সহিত সমরোদ্যত হও।

হে রাজন! রঘুকুলচূড়ামণি রামচন্দ্র দূতমুখে সেই লবণোক্ত আত্ত পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সস্মিতবদনে কহিলেন, হে বার্ত্তাবহ! আমি বেদমার্গানুগামী ও স্থিরপ্রকৃতি; দানবের গৌরব রক্ষার্থ এরূপ কুবাক্য বলিয়া আমাকে দোষী করা অতি অকর্ত্তব্য। আমি সৎপথাবলম্বী হই বা না হই, এবং রাবণ আমার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে বিনষ্ট করিয়াছি, তাহাতে তাহার আক্রোশ প্রকাশের প্রয়োজন কি? সাধুগণ সৎপথে বর্ত্তমান থাকিয়া কখন এক ব্যক্তির বাক্যমাত্রেই দূষিত হন না। দৈব সর্ব্বদা সৎ ও অসতের সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন। যাহা হউক, তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে, এক্ষণ চলিয়া যাও; আর অপেক্ষার প্রয়োজন নাই। মাদৃশ ব্যক্তিরা কখন আত্মশ্লাঘাপরতন্ত্র নীচপ্রকৃতি ব্যক্তিকে প্রহার করে না, এই আমার অনুজ ভ্রাতা শত্রুনিহন্তা শত্রুঘ্ন সেই দুর্ম্মতি দৈত্যরাজকে সমরে নিহত করিবেন।

দানবদূত ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত দৈত্যপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সুমিত্রাতনয় শত্রুঘ্ন তথায় উপনীত হইয়া সেই দেশের প্রান্তে শিবির সংস্থাপন করিলেন। এদিকে দূত দানবপতির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে এই সংবাদ দিল। লবণ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই ক্রুদ্ধচিত্তে বন হইতে বহির্গত হইয়া সমরার্থে সমুদ্যত হইল। পরে সেই বীরদ্বয় ধনুর্দ্ধারণ করিয়া ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই সংগ্রামে পরাঙ্মুখ বা নিশ্রান্ত হইলেন না। অনন্তর দানব সৌমিত্রিনিক্ষিপ্ত শরসমূহে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া শূল পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বভূতকর্ষণ দেবদত্ত অঙ্কুশ ধারণ করত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে সেই অঙ্কুশ দ্বারা শত্রুঘ্নের গলদেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পুরপ্রবেশের নিমিত্ত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সৌমিত্রি হেমমুষ্টি এক খড়্গ সমুদ্যত করিয়া তাহার অঙ্কুশ ও মস্তক কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে সেই দানব নিহত হইলে ধীমান্ মিত্রনন্দন শত্রুঘ্ন অস্ত্রাঘাতে সেই মধুবন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তদ্দেশের হিতসাধনার্থ তথায় এক পুরী সংস্থাপন করিলেন; এবং মধুবনের

পরিবর্ত্তে ঐ পুরীর নাম মথুরা রাখিলেন। সেই শত্রুঘ্ন সংস্থাপিত পুরী অতি বিস্তৃত এবং প্রাকার ও তোরণাদি দ্বারা অতি রমণীয়; তাহাতে বহুসংখ্যক সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম, নগর, প্রাসাদশ্রেণী, উদ্যান, উপবন, বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার সীমা ও নির্ম্মাণকৌশল অতি চমৎকার; সর্ব্বত্রই উচ্ছ্রিত প্রাচীর ও পরিখারূপ মেখলায় পরিব্যাপ্ত; উহা অট্টালিকারূপ কেয়ূর ও সমুন্নত প্রাসাদরূপ কুণ্ডলে সুশোভিত হইয়া, সুসংবৃত দ্বাররূপ মুখমণ্ডলে প্রাঙ্গনভূমিরূপ হাস্য প্রকাশ করিতেছে। যমুনাতীরশোভিনী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ঐ পুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে সমাকীর্ণ; তত্রস্থ বীরপুরুষগণ সকলেই নীরোগ; উহাতে বহু পণ্য সংস্থাপিত রহিয়াছে। রত্ন সঞ্চয় বিষয়ে তাহার গর্ব্বের সীমা নাই। তত্রস্থ ক্ষেত্র সকল নানাবিধ শস্য দ্বারা পরিপূর্ণ; তথায় দেবরাজ যথাসময়ে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই স্থানের সমস্ত নরনারীই পরম সুখে অবস্থিতি করিয়া থাকে। সেই পুরীতে ভোজকুলোদ্বহ রাজা শূরসেন বিষয়নিবিষ্ট হইয়া কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকের সদৃশ মহাপরাক্রমশালী সুবিখ্যাত উগ্রসেন তাহার পুত্র। মহাসুর কালনেমি তারকাময় সংগ্রামে তোমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ঐ উগ্রসেনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক কংস নামে ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বিশালনেত্র ভোজবংশবর্দ্ধন ঐ ভূপতি কংস সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী ও অসৎপথাবলম্বী; ইহাকে দর্শন করিলে, কি মহীপাল কি প্রজাগণ সকলেরই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহার বাহ্য ও আন্তরিক প্রকৃতি অতি ভয়ঙ্কর; তজ্জন্য তাহার নাম স্মরণমাত্রেই প্রজাগণ রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। ঐ কংস রাজধর্ম্মে অযত্নশীল; আত্মীয় লোকের অসুখাস্পদ এবং অতি উগ্রস্বভাব। প্রজাগণের নিকট কর গ্রহণে আসক্ত। আত্মরাজ্যের শুভানুষ্ঠান বিষয়েও তাহার অভিলাষ হয় না। ঐ কংস রাক্ষসের ন্যায় আসুরিকভাবে লোকদিগকে উত্তেজিত করিতেছে। অশ্বের ন্যায় গ্রীবাসম্পন্ন পরাক্রমশালী যে দানব ছিল, সে কংসানুজ; তাহার নাম কেশী। সেই কেশরীসদৃশ দুরাত্মা একাকী নিরবগ্রহে নরগণকে ভক্ষণ করিয়া বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছে। কামরূপী বলিতনয় অরিষ্ট নামক মহাসুর ককুদ্মান্ বৃষরূপ পরিগ্রহ করিয়া গো সমূহকে বিনাশ করিতেছে। রিষ্ট নামে যে দিতিতনয় দানবদিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত, সেই রিষ্ট সংপ্রতি কুঞ্জরত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাসুর কংসের বাহন হইয়াছে। লম্ব নামে যে দৈত্যদানবদিগের মধ্যে অতি নিদারুণ বলিয়া বিখ্যাত ছিল, সেই লম্ব এক্ষণে প্রলম্ব নামে অবতীর্ণ হইয়া ভাণ্ডারবট আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। খর দানব এক্ষণে ধেনুক নাম গ্রহণ করিয়া অতি ভয়ঙ্কর তাল বনে অবস্থান পূর্ব্বক প্রজাগণকে উৎসাদিত করত বিচরণ করিতেছে। বরাহ ও কিশোরনামক দানবদ্বয় এক্ষণে মল্ল ও রঙ্গগত হইয়া আছে। ময় ও তারক নামে অসুরদ্বয় সম্প্রতি চাণূর ও মুষ্টিক নাম ধারণ পূর্ব্বক ভূলোকস্থ নরকাসুরের প্রাগজ্যোতিষ নগরে মল্লবেশে অবস্থিতি করিতেছে।

হে বিভো! তোমাকর্ত্তৃক বিনিহত দানবগণ এইরূপে ভূমিতলে মানুষী তনু ধারণ করিয়া মনুষ্যদিগকে উদ্বেজিত করিতেছে। হে কেশব! তুমি প্রসন্ন হও, তুমি প্রসন্ন না হইলে তাহারা কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না। তাহারা স্বর্গ, পৃথিবী ও সাগরমধ্যে তোমা ব্যতিরেকে কাহারও নিকট ভীত হয় না। তুমি যে সকল দুর্ব্বৃত্তকে নিহত করিয়াছ, তোমা ভিন্ন তাহাদের সংহার বিষয়ে উপা-

স্তর নাই। কিন্তু যাহারা স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, মেদিনীই তাহাদিগের একমাত্র গতি। যে দুরাত্মগণ মেদিনী মধ্যে নিহত হয়, তাহাদিগের স্বর্গগতি নিয়মিত হইলেও, তুমি প্রসন্ন না হইলে কখনই তাহাদিগের স্বর্গলাভ হয় না; অতএব দানবদিগের বিনাশার্থ তুমি স্বয়ং ভূতলে আবির্ভূত হও। তোমার মূর্ত্তি অব্যক্ত; দেবতারাও বিষ্ণুরূপাদি ভিন্ন তোমাকে ব্রহ্মরূপে অবলোকন করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা তোমার প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান নানাবিধ মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছেন। হে শ্রীধর! এক্ষণে তুমিও অবতীর্ণ হও; নচেৎ কংস কখন ধ্বংস হইবে না; এবং এই পৃথিবীরও কার্য্য সাধন হইবে না। ভারতবর্ষের গুরুতর কার্য্যভার তোমাতে অর্পিত রহিয়াছে। তুমি ভারতবর্ষের চক্ষু ও আশ্রয় স্বরূপ। অতএব হে হৃষীকেশ! তুমি ভারতে গমন করিয়া সেই দুরাত্মা দানবগণকে বিনাশ কর।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! দেবাদিদেব ভগবান্ মধুসূদন নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, হে নারদ! তুমি ত্রৈলোক্যের হিতসাধনার্থ যাহা আমাকে কহিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। দানবেরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে যে বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছে, তৎসমস্ত আমার অবিদিত নাই। কংস উগ্রসেনসুত, কেশী তুরগ, কুবলয়াপীড় নাগ, চাণূর ও মুষ্টিক মল্ল ও অরিষ্ট বৃষভরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন মহাসুর খর প্রলম্ব, বলিদুহিতা পূতনা, এবং বৈনতেয়ভয় হেতু যমুনাহ্রদে প্রবিষ্ট মহাসুর কালিয়, ইহাদের বিষয়ও আমি পরিজ্ঞাত আছি। মহারাজ জরাসন্ধ সকল ভূপতি অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। নরকাসুর প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরে এবং গুহোপম পরাক্রমশালী মহাসুর বাণ শোণিতপুরে অবতীর্ণ হইয়াছে। ঐ বাণাসুর বলাভিমানী ও অতি দর্পশীল, উহাকে দেবগণও পরাজয় করিতে পারেন না। হে দেবর্ষে! পৃথিবীর ভারাবতরণ যে আমারই কার্য্য ইহা আমি সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত আছি। অতএব এক্ষণে কি প্রকারে সেই কংসাদি ভূপালগণ বিনষ্ট এবং দেবগণ কিরূপে সম্মান প্রাপ্ত হইবে, আমি তাহাই চিন্তা করিতেছি। কংসাদি অসুরগণ যেরূপে নিহত হয়, আমি স্বয়ং মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে সেই রূপেই নিহত করিব। আমি যোগবলে তাহাদিগের মায়া নাশ করিব। দেব, দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ আমার আদেশক্রমে জগতের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা আমি পূর্ব্বে অবধারিত করিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি কিরূপ বেশ ধারণ এবং কোন্ স্থানে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিহত করিব, সেই সমস্ত এক্ষণে লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমাকে নিরূপিত করিয়া দিন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারায়ণ! পৃথিবীতে তুমি যাহাদিগকে জনক জননীরূপে প্রাপ্ত হইবে, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দুরাত্মা দৈত্যগণের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক আপনার বংশ বিস্তার করত স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিবে, আমি তাহার উপায় বিধান করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা বরুণের যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ কতকগুলি দুগ্ধবতী কামধেনু ছিল। ভগবান্ কশ্যপ সেই ধেনুগুলিকে অপহরণ করিয়া আপনার গৃহে গমন করিলেন তখন তাঁহার

ভার্য্যা। অদিতি ও সুরভি কোন ক্রমেই সেই ধেনুগুলি পুনরায় বরুণকে প্রত্যর্পণ করিতে অভিলাষী হইলেন না। তদনন্তর বরুণ একদা আমার সন্নিধানে সমাগত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! গুরু কশ্যপ আমার যজ্ঞীয় ধেনুগুলি অপহরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কার্য্য সকল সুসম্পন্ন হইলেও আমাকে সেই যজ্ঞীয় ধেনু সমুদায় প্রত্যর্পণ করিতেছেন না। এবং তাঁহার সেই দুই ভার্য্যাকেও ধেনু প্রদানে অনুমতি করিতেছেন না। আমার সেই কামদুঘা দিব্য গো সমুদায় স্বীয় তেজে সুরক্ষিত হইয়া সমুদায় সাগরে বিচরণ করে, তাহাদিগের দুগ্ধ অক্ষয় ও অমৃততুল্য। কশ্যপ ভিন্ন আর কেহই আমাদিগের সেই গো সমুদয়কে ধর্ষণ করিতে সমর্থ নহে। হে প্রভো! তুমিই আমাদিগের পরম গতি। প্রভু, গুরু অথবা ইতর ব্যক্তি যে কেহ যৎ কর্ত্তৃক ব্যথিত হয়, তুমিই তাহার শাসন করিয়া থাক। যদি বিপরীত কার্য্যে অনুরক্ত প্রভুদিগের দণ্ড বিহিত না হয়, তাহা হইলে লোকমর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। হে লোকনাথ! যে কোন ঘটনা উপস্থিত হউক, কর্ত্তব্য বিষয়ে তুমিই প্রভু। তুমি আমার ধেনুগুলি প্রদান কর। সেই ধেনুগুলি আমার আত্মা হইতে অভিন্ন, তোমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ লোক সমুদায়ের অব্যয় সত্ত্ব এবং গো ব্রাহ্মণের একমাত্র শরণ স্থান; অতএব সেই ধেনু গুলির পরিত্রাণ করা তোমার বিহিত কার্য্য। তাহারা পরিত্রাত হইয়া অন্যান্য গো এবং ব্রাহ্মণগণকে পরিত্রাণ করিবে; সুতরাং গো ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ হইলে জগৎও পরিত্রাত হইবে।

অম্বুপতি বরুণ কর্ত্তৃক আমি এইরূপ অভিহিত হইয়া কশ্যপকে এই শাপ প্রদান করিয়াছি যে তিনি যে অংশ দ্বারা ধেনুগুলি অপহরণ করিয়াছেন, সেই অংশে জগতীতলে গমন করিয়া গোপভাব প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহার সুরভি ও অদিতি নামক দুই ভার্য্যাকেও তাঁহার সহিত গমন করিতে হইবে। এইরূপে কশ্যপ গোপভাব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে সেই ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত বিহার করিবেন। এই অভিশাপ প্রদানের পর ভগবান কশ্যপের অংশে বসুদেবনামে বিখ্যাত এক মহাত্মা ভূতলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক গো সমুদায়ে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, (১) মথুরার অনতিদূরে যে গোবর্দ্ধনগিরি বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি সেই স্থানেই কংসের করদ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। কশ্যপের সুরভি ও অদিতি নামক যে দুই পত্নী ছিলেন, তাঁহারাও ভূমিতলে অবতরণ পূর্ব্বক দেবকী রোহিণী নামে বিখ্যাত হইয়া সেই শ্রীমান বসুদেবের ভার্য্যারূপে অবস্থান করিতেছেন। তুমি লোকহিতার্থ তথায় অবতীর্ণ হও। দেবগণ সকলেই জয়োচ্চারণ ও আশীর্ব্বচন প্রয়োগ দ্বারা সেই বসুদেবের ভার্য্যাদ্বয়কে বর্দ্ধিত করিতেছেন, অতএব তুমি স্বয়ং মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পরম প্রীতি উৎপাদন কর। পূর্ব্বে তুমি যেমন ত্রিবিক্রমরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, এক্ষণেও সেইরূপে অবতীর্ণ হইয়া শৈশবকালে গোপালবেশে আত্মদেহ বর্দ্ধন পূর্ব্বক গোপরূপা মায়াপ্রভাবে আপনাকে সমাচ্ছন্ন করত অসংখ্য গোপকন্যার সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হও। যখন তুমি গোরক্ষণসময়ে অরণ্যে ধাবমান হইবে তখন লোক সমুদায় তোমার বনমালা পরিক্ষিপ্ত কলেবর সন্দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবে। হে পদ্মপলাশাক্ষ! তুমি গোপ পল্লীতে বালভাব

(১) কশ্যপের দুই অংশ নন্দ ও বসুদেব। অদিতির ও দুই অংশ যশোদা ও দেবকী। টীকাকার

প্রাপ্ত হইলে লোকও বালক প্রায় হইবে এবং তোমার ভক্ত গোপগণও তোমার চরণশরণ হইয়া নিরন্তর তোমার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে। অরণ্যে বা গোষ্ঠে তুমি ধাবমান এবং যমুনা জলে নিমগ্ন হইলে, তাহারা পরম প্রীতিলাভ করিবে। বসুদেবের জীবনধারণ সার্থক হইবে। তুমি যাঁহাকে পিতৃ সম্বোধন করিবে, তিনি তোমাকে পুত্র সম্বোধন করিবেন। তুমি কশ্যপ ভিন্ন আর কাহার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং অদিতি ব্যতিরেকে কেহ বা তোমাকে গর্ভে স্থান দান করিতে সমর্থ হইবে? এক্ষণে স্বীয় যোগপ্রভাবে রাক্ষসগণের পরাজয়ার্থ মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। আমরাও স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধীমান্ নারায়ণ দেবগণকে দেবকার্য্যশূন্য স্বর্গ গমনে আদেশ প্রদান করিয়া ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর ভাগে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় সুমেরু পর্ব্বতের যে সুগম পার্ব্বতী নামে গুহা তাঁহার ত্রিপাদ বিক্রমে চিহ্নিত ছিল, যাহা প্রতি পর্ব্বেই পূজিত হইত ভগবান্ বিষ্ণু তথায় পূর্ব্বতন দেহ বিন্যস্ত করিয়া বসুদেবগৃহে মানবরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

হরিবংশপর্ব্ব সমাপ্ত।

—•✱•—

বিষ্ণুপর্ব্ব।

——

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ বিষ্ণুকে স্বয়ং এবং দেবগণকে স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া কংসকে সংবাদ প্রদানার্থ স্বর্গ হইতে মথুরা পুরীতে আগমন করিলেন; এবং ঐ পুরীর উপবনে থাকিয়া কংসসমীপে এক দূত পাঠাইলেন। দূত কংসকে দেবর্ষি নারদের আগমন বার্ত্তা জানাইলে, মহারাজ কংস অবিলম্বে পুরী হইতে বহির্গত এবং উপবনে উপনীত হইয়া পুণ্যাত্মা পূজনীয় অগ্নিসমতেজা সূর্য্যকান্তি অতিথি দেবর্ষিকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া অগ্নি বর্ণ আসন প্রদান করিলে মহর্ষি নারদ সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া [illegible]ভাবে কংসকে কহিলেন, হে বীর! তুমি যথাবিধি আমার অভ্যর্থনা করিয়াছ। এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি স্বর্গলোক হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক ক্রমশঃ ব্রহ্মলোক প্রভৃতি বিবিধ লোক পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে সূর্য্যাধিষ্ঠিত বৃহদাকার সুমেরুপর্ব্বতে গমন করি। তথায় নন্দন বন ও চৈত্ররথ কানন সন্দর্শন পূর্ব্বক দেবগণের সহিত অনেক সুতীর্থে অবগাহন করি। অনন্তর যাঁহার স্মরণ মাত্রেই সর্ব্বপাপ ক্ষালিত হয়, সেই ত্রিপথগামিনী স্বর্গীয় গঙ্গা আমার নয়ন গোচরে নিপতিত হয়। আমি ক্রমে সেই সকল তীর্থে অবগাহন করিয়া ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত ব্রহ্মসদন সন্দর্শন করি। ঐ স্থান দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের কোলাহলে নিনাদিত হইতেছে। আমি একদা বীণা গ্রহণ পূর্ব্বক সুমেরু শিখরস্থিত ব্রহ্মসভায় গমন করিয়া শুভ্রবর্ণ উষ্ণীষধারী নানারত্নবিভূষিত দিব্য আসনোপবিষ্ট পিতামহ সহ দেবগণকে দৃষ্টিগোচর করিলাম এবং শুনিলাম, তাঁহারা তোমাকে অনুচরের সহিত বধ করিবার জন্য মন্ত্রণা করিতেছেন, এই মথুরায় তোমার দেবকীনাম্নী পিতৃব্যতনয়ার অষ্টম গর্ভজাত পুত্র তোমার মৃত্যুস্বরূপ হইবেন। তিনি দেবগণের সর্ব্বস্বগতি ও রহস্য। সেই পরম পূজনীয় পুরুষ, সমুদায় দেবগণের শ্রেষ্ঠ।

তিনি পূর্ব্বজন্মেও তোমার বিনাশকর্ত্তা হইয়াছিলেন। আমি এই মহদ্ব্যাপার তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক দেবকীর গর্ভনাশের চেষ্টা কর। আমি তোমাকে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকি বলিয়া এ বিষয় তোমার নিকট ব্যক্ত করিতে আসিয়াছি; এক্ষণে তুমি অভিলাষানুরূপ সুখভোগ করিতে থাক; তোমার মঙ্গললাভ হউক; চলিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মুনিবর এই কথা বলিয়া গমন করিলে, মহীপতি কংস সেই কথা চিন্তা করিতে করিতে দন্ত বিকাশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন এবং সম্মুখবর্ত্তী ভৃত্যগণকে কহিলেন, হে ভৃত্যগণ! দেবর্ষি নারদের বাক্য সর্ব্বতোভাবে উপহাসজনক; এ কথা কখনই বিজ্ঞলোকের মুখ হইতে নির্গত হয় না। আমি ক্রুদ্ধ বা শয়ান অথবা প্রমত্ত কিম্বা মত্তই হই না কেন, ইন্দ্রসহ দেবগণও আমাকে ভয়প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন না। যখন আমার প্রকাণ্ড ভুজ দ্বারা এই ধরণী সংক্ষুব্ধ হইয়া থাকে, তখন এই পৃথিবীতে এমন কোন্ ব্যক্তি বর্ত্তমান আছে যে, আমায় ক্ষুব্ধ করিতে উৎসাহবান্ হইবে? অদ্যাবধি মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যে কোন জীব দেবগণের মতাবলম্বী হইবে, আমি তাহাদিগকে একবারে সংহার করিব। হয়, কেশী, প্রলম্ব, ধেনুক, আরিষ্ট, বৃষভ, পূতনা ও কালিয়কে কামরূপী হইয়া সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করত আমাদের পক্ষ দূষকগণকে সংহার করিতে আদেশ কর। তাহারা যেন গর্ভস্থ বালকদিগের গতিবিজ্ঞানে সতর্ক থাকে; কারণ, মুনিপুঙ্গব নারদ বালক হইতেও আমাদের ভয় হেতু বলিয়া গিয়াছেন। তোমরা নিরুপদ্রবে সুখসম্ভোগ কর। দেবগণ হইতেও তোমাদের ভয় নাই। তোমরা আমার একান্ত আশ্রিত। মুনিবর নারদ একান্ত কলহপ্রিয় ও পরস্পর ভেদোৎপাদক। পরস্পর সন্ধিবদ্ধ থাকিলে, তিনি বিচ্ছেদসাধন করিয়া আনন্দ প্রকাশ ও লোকদিগকে উত্তেজিত করত পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ভূপতিগণের শত্রুতা উৎপাদন করাই তাঁহার সতত অভিলাষ।

মহীপতি কংস মুখে এইরূপ নানাবিধ কহিয়া চিন্তাদগ্ধ হৃদয়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

—•⁂•—

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাসুর কংস ক্রুদ্ধচিত্তে হিতৈষী মন্ত্রিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অমাত্যগণ! তোমরা দেবকীর গর্ভনাশে মনোযোগ করিবে। প্রথমাবধি দেবকীর সমুদায় গর্ভ বিনষ্ট করিবে। যাহাতে আমাদের সন্দেহ আছে, সেই গর্ভ প্রথম হইতে নষ্ট করাই কর্ত্তব্য। দেবকী অন্তঃপুরচারিণী কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে স্বেচ্ছানুসারে অন্তঃপুরে যেন অবস্থান করে। গর্ভসময়ে দেবকী বিশেষরূপে রক্ষণীয়া। তৎকালে মদীয় পত্নীরা যেন মাস গণনা করেন। গর্ভের পরিণাম কথনে যেন তাহার ফল আমার অবিদিত না হয়। আমার হিতৈষী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অপ্রমত্তচিত্তে যেন অন্তঃপুরমধ্যে বসুদেব অহোরাত্র সুরক্ষিত হয়। কিন্তু পুরস্ত্রী ও পুররক্ষকগণ যেন ইহার কোন কারণ প্রকাশ না করে। এ সকল কার্য্য মনুষ্যের যত্নেই সম্পন্ন হয়; অতএব, অবশ্যই উহা মানুষে সম্পন্ন করিবে। মাদৃশ জনগণ কর্ত্তৃক দৈবও প্রতিহত হয়; মন্ত্র, ঔষধ ও যত্ন আনুকূল্য বিধানানুসারে সুযোজিত হইলে দৈবও অনুকূল হইয়া থাকে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহী-

পতি কংস নারদমুখে আত্মবিনাশবৃত্তান্ত শ্রবণ করণাবধি ভীতমনে দেবকীর গর্ভ ছেদনে এইরূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ভগবান্ বিষ্ণু ধ্যানপর হইয়া কংসের গর্ভচ্ছেদন বিষয় অবগত হইলেন; এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ভোজপুত্র ত দেবকীর সপ্ত গর্ভ বিনষ্ট করিবে, কিন্তু আমাকে অষ্টম গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে হইবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পাতালতলে দেবপ্রতিম মহাবল-পরাক্রান্ত তেজস্বী গর্ত্তশায়ী কালনেমি-তনয় ষড়গর্ত্ত নামে ছয় দানবকে তাঁহার স্মরণ হইল। পূর্ব্বে ঐ দৈত্যগণ স্বীয় পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে অবজ্ঞা করিয়া সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করিয়াছিল; তৎকালে তাহারা জটা ধারণ পূর্ব্বক তীব্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদানার্থ তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দানবশ্রেষ্ঠগণ! আমি তোমাদের তেজোনুষ্ঠানে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; আমি প্রদান করিতেছি। তখন তাহারা একমতাবলম্বী হইয়া কহিল, হে ভগবন্! যদি আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এই বর প্রদান করুন, যেন কি দেবতা কি মহোরগ, কি শাপাস্ত্রসহায় মহর্ষি কি যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কি সিদ্ধ, কি চারণ, কি মানবগণ, কেহই আমাদিগকে সংহার করিতে না পারে। তখন ব্রহ্মা হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের প্রার্থিত সকল বিষয়ই সুসিদ্ধ হইবে। স্বয়ম্ভূ দানবগণকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া স্বয়ং স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

এ দিকে হিরণ্যকশিপু রোষাবিষ্ট হইয়া ষড়গর্ত্তদিগকে কহিল, রে দৈত্যগণ! তোরা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া পদ্মযোনির নিকট বর গ্রহণ করাতে আমার শত্রুস্বরূপ হইলি তোদের প্রতি আমার যে স্নেহ ছিল তাহা বিলুপ্ত হইল। আমি তোদিগকে একবারে পরিত্যাগ করিলাম। যে পিতা তোদের ষড়গর্ত্ত নাম প্রদান করিয়াছে, সেই পিতাই গর্ভবাস কালে তোদিকে নষ্ট করিবে। তোরা একাদিক্রমে দেবকীগর্ভে ছয় জন জন্মগ্রহণ করিলে কংস গর্ভাবস্থাতেই তোদিগকে সংহার করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর ষড়গর্ভ নামক দানবগণ হিরণ্যকশিপুর শাপপ্রভাবে পাতালতলের যে স্থানে জলময় গর্ভশয্যায় একত্র শয়ান ছিল, ভগবান বিষ্ণু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ষড়গর্ভগণ কালরূপিণী নিদ্রায় আচ্ছন্নপ্রায় হইয়া শয়ান রহিয়াছে। ভগবান্ নারায়ণ স্বপ্নরূপে তাহাদের দেহে প্রবেশ করিলেন, এবং তাহাদের প্রাণ আকর্ষণ পূর্ব্বক নিদ্রাকে প্রদান করিয়া কহিলেন, নিদ্রে! আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি দেবকীর নিকট গমন করিয়া এই ষড়গর্ভগণকে যথাক্রমে দেবকীর গর্ভে সংযোজিত কর। ইহারা একাদিক্রমে দেবকী গর্ভজাত ও কংসের যত্ন বিফল এবং দেবকীর পরিশ্রম সফল হইলে, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে পৃথিবীতে লোকসমাজে তোমার মৎসদৃশ সম্মান লাভ হয়, তাহার উপায় বিধান করিব। আর চন্দ্রের যে অংশ দেবকীর সপ্তম গর্ভে অনুপ্রবেশ করিবে, তিনি চন্দ্রপ্রতিম মদীয় অগ্রজ ভ্রাতা হইবেন। সপ্তম মাসে তোমাকে দেবকীর সেই সপ্তম গর্ভে রোহিণীগর্ভে সংক্রামিত করিতে হইবে। গর্ভের সঙ্কর্ষণে তাঁহার জন্মগ্রহণ হইবে বলিয়া তিনি সঙ্কর্ষণ নামে বিখ্যাত হইবেন। এ দিকে ভয়ে দেবকীর সপ্তম গর্ভ পাত হইয়াছে বলিয়া লোকসমাজে প্রথিত হইবে। অনন্তর

আমি দেবকীর অষ্টম গর্ভে প্রবেশ করিলে মহাসুর কংস আমার বিনাশ চেষ্টা করিবে,—তখন তুমি বসুদেবের অনুগত নন্দ নামক গোপরাজের ভার্য্যা গোপকন্যা যশোদার নবম গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিবে। তৎকালে আমিও অভিজিৎ নক্ষত্রযোগে [illegible] ভূমিষ্ঠ হইব। এইরূপে আমরা এককালে দুইজন অষ্টমমাসে জন্মগ্রহণ করিলে, কংস ভয়ে আমাদের পরস্পরের গর্ভবিপর্য্যয় ঘটিবে। আমি যশোদার এবং তুমি দেবকীর সমীপে গমন করিবে। মহাসুর কংস আমাদের গর্ভ বিপর্য্যয় হেতু মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে, তখন কংস তোমাকে সবলে ধরিয়া শিলাতলে নিক্ষেপ করিবামাত্র অন্তরীক্ষে তোমার শাশ্বত লোক লাভ হইবে। তৎকালে ত্বদীয় মূর্ত্তি আমার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, বাহুদ্বয় আমার ন্যায় বিপুল, এবং মুখমণ্ডল মদীয় অগ্রজের ন্যায় মনোহর দর্শন হইবে। ত্রিশিখ, শূল, স্বর্ণমুষ্টি খড়্গ, মধুপূর্ণ পাত্র ও সুনির্ম্মল [illegible] তোমার হস্তে বর্ত্তমান থাকিবে। নীলবর্ণ কৌশেয় বসন তোমার পরিধান ও পীতবসন উত্তরীয় হইবে। চন্দ্র রশ্মিসপ্রভ হার তোমার বক্ষঃস্থল সুশোভিত [illegible]। তোমার শ্রুতিযুগল উৎকৃষ্ট কুণ্ডলে বিরাজমান হইবে। চন্দ্র তোমার মুখ সৌন্দর্য্যদর্শনে সপত্নভাব ধারণ করিবেন। তোমার শিরোদেশ বিচিত্র মুকুট ও সুন্দর কেশবন্ধনে পরম সুশোভিত হইবে। তোমার ভীষণ ভুজগাকার ভুজসমূহ দশদিক্ উদ্ভাসিত করিবে। ময়ূরপুচ্ছসমাযুক্ত উচ্চ ধ্বজ ও অঙ্গদ দ্বারা তুমি পরম সুশোভিত হইবে। সেই সময় তুমি ভীষণ প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া আমার আদেশানুসারে কৌমার ব্রত ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিবে। সেইস্থলে শতলোচন ইন্দ্র আমার অনুমতিক্রমে তোমাকে দেবতার মধ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভগিনী বলিয়া পরিগ্রহ করিবেন। তুমি কুশিক গোত্রানুসারে কৌশিকী নামে অভিহিত হইবে। দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে গিরিশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যে শাশ্বত স্থান প্রদান করিবেন। তখন তুমি পৃথিবীর নানাস্থান সুশোভিত করিবে। তথায় আমাকে স্মরণ পূর্ব্বক সেই পর্ব্বতবিহারী শুম্ভ নিশুম্ভ নামক দানবদ্বয়কে সংহার করিতে সমর্থ হইবে। তুমি ত্রৈলোক্যবিহারিণী হইয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে তোমার উপাসকগণের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবে। মাংস ও বলিপ্রিয় হইয়া প্রমথগণ সহ পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইবে, তুমি প্রতি নবমীতে পশুপক্ষীর দ্বারা মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইবে, আমার প্রভাবজ্ঞ যে মানবগণ তোমার পূজা করিবে, তাহাদের ধন পুত্রাদি কিছুই দুর্লভ থাকিবে না। অরণ্যে অবসন্ন, মহার্ণবে নিমগ্ন, বা দস্যুহস্তে পতিত মানবগণে তোমাকে স্মরণ করিলে, অনায়াসে বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবে। হে শুভে! যাহারা ভক্তিসহকারে তোমাকে এইরূপে স্তব করিবে, তাহারা আমার দর্শনলাভে বঞ্চিত হইবে না। আমিও তাহাদিগের দৃষ্টিবহির্ভূত হইব না।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বে ঋষিগণকর্ত্তৃক যে প্রকারে আর্য্যাস্তব কথিত হইয়াছে, এক্ষণে আমি সেই আর্য্যাস্তব কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। হে দেবি! নারায়ণপ্রিয়ে! তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বরী; তোমাকে নমস্কার করি। তুমি মুক্তি, তুমি শ্রী, তুমি ধৃতি, তুমি কীর্ত্তি, তুমি লজ্জা, তুমি বিদ্যা, তুমি সন্নতি, তুমি মতি, তুমি সন্ধ্যা, তুমি রাত্রি,

তুমি প্রভা, তুমি নিদ্রা, তুমি কালরাত্রি, তুমি আর্য্যা কাত্যায়নী, তুমি কৌশিকী, তুমি ব্রহ্মচারিণী, তুমি কার্ত্তিকেয় জননী, তুমি উগ্রচারিণী, তুমি মহাতপস্বিনী, তুমি জয়া, তুমি বিজয়া, তুমি তুষ্টি, তুমি পুষ্টি, তুমি ক্ষমা, তুমি দয়া, তুমি বহুরূপা, তুমি বিরূপা, তুমি অনেকবিধরূপধারিণী, তুমি নীলকষায়-বাসিনী, তুমি যমের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তুমি বিরূপাক্ষী, তুমি বিশালাক্ষী, এবং তুমি ভক্তগণের রক্ষাকারিণী। হে মহাদেবি! তুমি শৈলশিখর, সঙ্কটস্থল, নদী, গুহা, বন ও উপবনমধ্যে বাস কর। শবর, বর্ব্বর, ও পুলিন্দগণ কর্তৃক সতত প্রপূজিত হইয়া থাক। তুমি শিখিপক্ষধ্বজিনী হইয়া সর্ব্বত্র লোকদিগকে আক্রমণ কর। তুমি কুক্কুট, ছাগল, মেষ, সিংহ ও ব্যাঘ্রগণ দ্বারা সমাবৃত হইয়া ঘণ্টাস্বননিনাদিত বিন্ধ্যাচলে অবস্থান কর। চন্দ্র ও অর্ক তোমার পতাকা-স্বরূপ; তুমি ত্রিশূল ও পট্টিশ সতত ধারণ করিয়া থাক। তুমি কৃষ্ণপক্ষের নবমী এবং শুক্ল পক্ষের একাদশী স্বরূপ; তুমি বলদেবের ভগিনী; তুমি কলহপ্রিয়া রজনী; তুমি সর্ব্ব ভূতের আবাস; নিষ্ঠা ও পরমগতি স্বরূপ। তুমি নন্দগোপের কন্যা; তুমি অপরাজিতা; তুমি চীরবাসা, তুমি সুবাসা; তুমি রৌদ্রী সন্ধ্যা; তুমি আলুলায়িত মূর্দ্ধজা; তুমি মৃত্যুস্বরূপা, তুমি সুরা মাংস ও বলিতে একান্ত অনুরাগিণী। তুমি লক্ষ্মী কিন্তু দানববধার্থ অলক্ষ্মী-রূপিণী। হে দেবি! তুমি বেদের সাবিত্রী; ভূতগণের মাতা, এবং যজ্ঞের বেদীমধ্যে ঋত্বিকগণের দক্ষিণা স্বরূপা। তুমি ঋষিগণের ধর্ম্মবুদ্ধি, দেবগণের সুমতি, কৃষকগণের সীতা, ভূতগণের ধরণী, যাত্রা কার্য্যের সিদ্ধি, সাগরের বেলা, যক্ষগণের জননী, নাগগণের বাসুকি, কন্যাগণের ব্রহ্মচর্য্য, নারীগণের সৌভাগ্য স্বরূপ। তুমি ব্রহ্মবাদিনী, তুমি দীক্ষা এবং তুমি পরমা শোভা স্বরূপ। হে দেবি! তুমি জ্যোতিষ্কগণের প্রভা এবং নক্ষত্রগণের রোহিণীস্বরূপা। রাজদ্বার, দুর্গ ও নদীসঙ্গম মধ্যে তুমি আহুত হইয়া থাক। তুমি পূর্ণ পূর্ণিমা; তুমি কৃত্তিবাসা, তুমি বাল্মীকির সরস্বতী, বেদব্যাসের স্মৃতি, ঋষি-গণের ধর্ম্মবুদ্ধি, দেবগণের মনোবৃত্তি এবং ভূতগণের সুরাদেবী স্বরূপা। সকলেই স্ব স্ব কর্ম্ম নির্দেশ করিয়া তোমাকে স্তব করিয়া থাকে। তুমি ইন্দ্রের সহস্রলোচনসম্পন্না মনোহারিণী দৃষ্টি; তাপসগণের পূজ্যা অগ্নি-হোত্রীদিগের অরণী সর্ব্বভূতের ক্ষুধা ও দেবগণের তৃপ্তি। তুমি স্বাহা, তুমি তুষ্টি, তুমি ধৃতি, তুমি বসুগণের বসুমতী, মানব-গণের আশা এবং কৃতকর্ম্মাগণের তুষ্টি-স্বরূপা। তুমি দিক, তুমি বিদিক, তুমি প্রভা, তুমি অনলশিখা, তুমি শকুনি, তুমি পূতনা, তুমি সুদারুণা, তুমি রেবতী, তুমি সর্ব্বজীবের মোহোৎপাদিনী নিদ্রা, তুমি ক্ষত্রিয়া, তুমি বিদ্যাসমূহ মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা; তুমি ওঙ্কার এবং তুমি বষট্‌কার; পুরাতন ঋষিগণ তোমাকে নারীগণ মধ্যে পার্ব্বতী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রজাপতি বচনের ন্যায় তুমি পতিব্রতাগণের অরুন্ধতী বলিয়া বিখ্যাত। তুমি বিবাদশীল জনগণের ভেদ এবং ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী বলিয়া প্রথিত ও এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ তোমা কর্তৃক পরিব্যাপ্ত। যুদ্ধস্থল, প্রজ্বলিত অগ্নি, নদীতীর, চৌর, বন, গুহা, প্রবাসস্থান, রাজবন্ধন, শত্রুবিমর্দ্দন ও প্রাণনাশ, এই সমু-দায় স্থানেই যে তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, তাহার আর সন্দেহ নাই। হে দেবি! তোমাতে আমার হৃদয়, বুদ্ধি ও মন সমস্তই সমর্পণ করিয়াছি। তুমি প্রসন্নচিত্তে সমুদায় পাপ হইতে আমাকে রক্ষা কর।

হে রাজন্! যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রো-ত্থান পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া প্রণত চিত্তে এই

ইতিহাস সমাযুক্ত পূণ্যজনক আর্য্যাস্তব পাঠ করেন, দেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে তিন মাস মধ্যে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি ছয় মাস উহা পাঠ করেন, তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট বরলাভ হয়। নয় মাস উহা পাঠ করিলে দেবী দিব্যচক্ষু প্রদান করেন। সম্বৎসরকাল আর্য্যাস্তব পাঠে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের এই স্তবপাঠ সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানের তুল্য।

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ কৌশিকীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! যে ব্যক্তি তোমার পূজা করিবে, তুমি তাহার বধ, বন্ধন, বিপদ, পুত্রনাশ, ধনক্ষয়, ব্যাধি ও মৃত্যু ভয় নিবারণ করিবে। তুমি কংসকে মুগ্ধ করিয়া জগৎ ভোগ করিবে। আমিও গোপের ন্যায় গোধনদিগের বৃত্তি প্রদান এবং স্বীয় মহিমাবৃদ্ধির জন্য কংসের গোপত্ব স্বীকার করিব।

নারায়ণ নিদ্রাদেবীকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নিদ্রাদেবীও তথাস্তু বলিয়া নারায়ণকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়। ৫৯।

দেবতাসদৃশী দেবকী পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিধানানুসারে ক্রমে ক্রমে ষড়গর্ভ ধারণ করিলে, গর্ভস্থ বালকগণ যেমন ভূমিষ্ঠ হইতে লাগিল, অমনি দুরাত্মা কংস তাহাদিগকে লইয়া শিলাতলে নিক্ষেপ করত সংহার করিতে লাগিল। অনন্তর দেবকীর সপ্তমবার গর্ভ হইলে, যোগ মায়া স্বীয় মায়াপ্রভাবে সেই গর্ভ রোহিণীতে নিবেশিত করিলেন। অর্দ্ধ রাত্রে ঋতুমতী রোহিণীর গর্ভপাত হইল। অমনি, নিদ্রা তাঁহার দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে, তিনি সহসা ভূমিতলে শয়ন করিলেন। নিদ্রায় অভিভূত হওয়াতে তাঁহার কিছুই অনুভূত হইল না। কেবল স্বপ্নবৎ গর্ভ পতিত হইল। এইরূপ বোধ হওয়াতে তিনি মুহূর্ত্তকাল ব্যথিত হইলেন। সেই সময় যোগমায়া নিশির অন্ধকার মধ্যে চন্দ্রপত্নী রোহিণীর ন্যায় দীপ্তিশালিনী রোহিণীকে কহিলেন, ভদ্রে! দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ পূর্ব্বক তোমার উদরে সন্নিবেশিত করা গেল। ইহাতে তোমার যে পুত্র জন্মিবে তাহার নাম সঙ্কর্ষণ হইবে। অনন্তর রোহিণীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে, তিনি তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক সুখিত ও অবাঙ্মুখী হইয়া চন্দ্রপত্নীর ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে "দেবকীর সপ্তমগর্ভ কোথায় গেল, কে হরণ করিল" এইরূপ বাক্য প্রাদুর্ভূত হইল। এই অবসরে দেবকী অষ্টম গর্ভ ধারণ করিল। যে কারণে দেবকীর সপ্ত গর্ভ কংস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, সেই কারণে রক্ষিগণ কর্ত্তৃক যত্ন সহকারে সেই গর্ভ রক্ষিত হইতে লাগিল। ভগবান্ হরি যে সময়ে স্বেচ্ছানুসারে গর্ভবাস আশ্রয় করিলেন, সেই সময় তাঁহার নিদেশবর্ত্তিনী দেহসম্ভূতা নিদ্রাও যশোদার গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর প্রসবকাল পূর্ণ না হইতে হইতেই অষ্ট মাসে দেবকী ও যশোদা উভয়ে এককালে পুত্র ও কন্যা প্রসব করিলেন। যে রাত্রিতে হরি বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই রাত্রিতেই নন্দগোপভার্য্যা যশোদা এক কন্যা প্রসব করিলেন। দেবকী ও যশোদা এককালে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, এবং উভয়েই অর্দ্ধরাত্রে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে পুত্র ও কন্যা প্রসব করিলেন। জনার্দ্দনের জন্ম গ্রহণ কালে সাগর সকল কম্পিত, ধরণীধর সকল বিচলিত, প্রশান্ত অনল প্রজ্বলিত, মঙ্গলকর বায়ু প্রবাহিত, ধূলিপটল প্রশান্ত,

এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডল প্রকাশিত হইল। অভিজিৎ নক্ষত্র ও বিজয় মুহূর্ত্তযুক্ত জয়ন্তী নাম্নী রাত্রিই তাঁহার জন্ম সময়। তিনি অব্যক্ত, শাশ্বত, পাপহর ও প্রভু। তাঁহার জন্মগ্রহণ কালে তদীয় দৃষ্টিপাতে সমুদায় জগৎ বিমোহিত হইল। স্বর্গলোকে দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। ত্রিদশেশ্বর নভোমণ্ডল হইতে পুষ্পবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ মঙ্গলার্থ বাক্য স্তব করিতে লাগিলেন। জগন্মণ্ডল সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। জনার্দ্দনের জন্মরাত্রিতে বাসুদেব শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, দিব্য লক্ষণযুক্ত অধোক্ষজ পুত্রকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, আমি কংসভয়ে ভীত হইয়াছি বলিয়া, বলিতেছি যে, তুমি স্বীয় রূপ সংহার কর। হে অম্বুজেক্ষণ! তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ কংস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্। ভগবান্ অচ্যুত বসুদেববাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক স্বীয় রূপ সংহার করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! আমাকে নন্দগোপগৃহে লইয়া চলুন। পুত্রবৎসল বসুদেব সেই রাত্রিতেই নবপ্রসূত শিশুকে লইয়া দ্রুতপদসঞ্চারে যশোদার গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন; এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে তথায় বালককে রাখিয়া তাঁহার বালিকা গ্রহণ পূর্ব্বক দেবকীশয্যায় সংস্থাপিত করিলেন।

এইরূপে দেবকী ও যশোদার গর্ভপরিবর্ত্তন হইলে, ভয়াকুল বসুদেব কৃতকার্য্য হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; এবং উগ্রসেনপুত্র কংসসমীপে "একটি পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মিয়াছে" এই কথা নিবেদন করিলেন। বীর্য্যবান্ কংস এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রুতবেগে রক্ষিগণসমভিব্যাহারে বসুদেবের গৃহমধ্যে উপনীত হইলেন, এবং তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিলেন, কি জন্মিয়াছে, ত্বরায় আমাকে দাও। তখন দেবকীগৃহে প্রমদাগণের হাহাকার শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। দেবকী দীনভাবে বাষ্পকণ্ঠে কহিলেন, বিভো! আমার একটী কন্যা জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে আমার যখন সপ্ত পুত্র তোমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তখন এই কন্যাটিও নিহত হইয়াই রহিয়াছে। অভিলাষ হয়, দেখ" এই কথা বলিয়া দেবকী সেই গর্ভশয্যা-ক্লিষ্টা গর্ভাম্বুক্লিন্নকেশা পৃথিবীতুল্যা কন্যাকে কংসসমক্ষে ধরাতলে সংস্থাপন করিলেন, মহাসুর কংস তদ্দর্শনে অহ্লাদিত হইয়া পাদধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া তাহাকে বিঘূর্ণিত করত শিলাতলে নিক্ষেপ করিল। শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত ও নিষ্পিষ্ট হইয়া গর্ভ তনু পরিত্যাগ এবং মুক্তকেশা, দিব্যমাল্যধারিণী কন্যারূপ পরিগ্রহ করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইলে; দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি নীল পীতাম্বর পরিধান করিয়া ছিলেন। তাঁহার স্তন গজকুম্ভসদৃশ, জঘনদেশ রথতুল্য বিস্তীর্ণ, আনন চন্দ্রের ন্যায়, বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় বিস্পষ্ট, নয়ন বালার্ক তুল্য এবং স্বর মেঘের ন্যায় গম্ভীর। নিবিড় মেঘাবৃত সন্ধ্যার ন্যায় মূর্ত্তিমতী সেই চতুর্ভুজা সর্পভূতসমাকীর্ণ তমসাচ্ছন্ন সেই রাত্রিতে ক্রমে নৃত্য এবং হাস্য করত নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক মধুপান করিতে লাগিলেন, এবং ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কংসকে কহিলেন, কংস! তুমি আপনার বিনাশার্থই আমাকে নিহত করিয়াছ। তুমি যখন শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিয়া আমাকে নিহত করিলে, তখন তোমার বিনাশ কালে শত্রু তোমাকে যখন সংহার করিবে, তখন আমি বাহুবলে তোমাকে নিপাতিত করিয়া তদীয় উষ্ণ রক্ত পান করিব।

এইরূপ সুদারুণ কথা কহিয়া সেই কন্যা স্বগণের সেচ্ছানুসারে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। তথায় তিনি দেবদেবতাদিগের আদেশানু

সারে কৃষ্ণভবনে পুত্রবৎ প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ভগবান্ প্রজাপতির অংশে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছিল। কেশবের পরিরক্ষার্থ যাদবগণকর্ত্তৃক তিনি পূজিত হইতে লাগিলেন।

এ দিকে যিনি কৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া দিব্য শরীরে প্রস্থান করিলেন, সেই কন্যাকে স্বীয় মৃত্যুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া কংস লজ্জিতভাবে নির্জ্জনে দেবকীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আমি অত্যন্ত অহঙ্কারে তোমার পুত্রগণকে নিধন করিলাম, কিন্তু অন্য হইতে আমার মৃত্যু উপস্থিত হইল। আমি অবহিতচিত্তে স্বজনগণেরই উচ্ছেদ সাধন করিলাম কিন্তু পুরুষকারকালে দৈবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলাম না। হে দেবি! এক্ষণে তুমি পুত্রগত চিন্তা ও পুত্র জন্য সন্তাপ পরিত্যাগ কর। কালের বিপর্য্যয় বশতঃ আমি তাহাদের বিনাশের হেতু হইলাম। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, কালই মনুষ্যগণের শত্রু, মানবগণ কালপ্রভাবেই পরিণত হয়, এবং কালেই সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া যায়, মনুষ্যগণ কেবল নিমিত্ত হইয়া থাকে। হে দেবি! উপদ্রব সকল ভয়ানুসারে উপস্থিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমি তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলাম। যাহা হউক, এক্ষণে পুত্রের জন্য চিন্তা করিও না। পুত্রশোকজনিত বিলাপ পরিত্যাগ কর। মানবগণের এইরূপ গতিই নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহই কালকে অতিক্রম করিতে পারে না। দেবকি! আমি তোমার অপকার করিয়াছি, এবং তোমার চরণে পুত্রবৎ পতিত হইতেছি; তুমি মদগত ক্রোধ পরিত্যাগ কর।

মহীপতি কংস এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, দীনা দেবকী বাষ্পপূর্ণলোচনে ভর্ত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মাতার ন্যায় কংসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান কর। তুমি কালস্বরূপ হইয়া আমার সমক্ষে যে, আমার পুত্রগণকে সংহার করিয়াছ, তাহাতে তুমি তাহার কারণ নহ। কৃতান্তই তাহার হেতু। তুমি আমার চরণে পতিত ও স্বীয় কর্ম্মের নিন্দা করিতেছ কেন? তুমি আমার যে পুত্রগণকে বিনাশ করিয়াছ, আমি তোমার সে অপরাধ ক্ষমা করিলাম। গর্ভাবস্থায় কাল বর্ত্তমান আছে; বাল্যাবস্থাতেও কালের বিশ্রাম নাই; যৌবনাবস্থাও কালের বশবর্ত্তিনী, বৃদ্ধাবস্থায়ও কালের হাতে নিষ্কৃতি নাই; এ সমস্তই কালের পরিপাক; মধ্য হইতে তুমি নিমিত্তমাত্র হইয়াছ; পুত্র না জন্মিলে, হয় নাই, এই মাত্র; কিন্তু হইয়াও আবার না হওয়া হইয়াছে। অতএব, সকলই বিধাতার ইচ্ছাধীন। হে বৎস! তোমার প্রতি আমার ক্রোধ নাই; তুমি গমন কর। মৃত্যু পূর্ব্বেই বিনাশ করিয়া থাকে। শেষ একটা হেতু উপস্থিত হয়। জন্মান্তরীণ দুষ্কৃত, মাতা পিতার দোষ এবং কর্ম্মদোষেই মৃত্যু ঘটে।

মহাসুর কংস দেবকীর বাক্য শ্রবণ করিয়া স্ব ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত বশতঃ চিন্তানলে দগ্ধ ও একান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

—০:০—

ষষ্টিতম অধ্যায়। ৬০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! বসুদেব রোহিণীকে প্রসবের পূর্ব্বেই নন্দগোপ ভবনে প্রেরণ করিবার পর শুনিলেন, তথায় রোহিণীর এক চন্দ্রানন পুত্র জন্মিয়াছে। তখন তিনি মথুরাগত স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারী গোপবর নন্দ সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, গোপবর। তুমি এই যশোদার সহিত শীঘ্র ব্রজে গমন পূর্ব্বক এই কুমারদ্বয়ের জাত কর্ম্ম ও বর্ণশিক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সকল সুসম্পন্ন

কর। রোহিণীপুত্রকে যশোদাপুত্রের ন্যায় যত্ন ও স্নেহ সহকারে পরিরক্ষা করিতে ক্রটি করিও না। এই পুত্র হইতে আমি পুত্রবান্ বলিয়া অভিহিত হইব। এ পর্য্যন্ত আমি পুত্রমুখ দর্শন করি নাই। আমি বিজ্ঞ হইয়াও শিশুহন্তা নৃশংস কংসের ভয়ে একান্ত হত-বুদ্ধি হইয়াছি। হে গোপবর! তুমি সাবধানে আমার পুত্রটীকে রক্ষা কর। কারণ, বালকগণের পদে পদেই বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যদিও আমার পুত্রটী তোমার পুত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ জ্যেষ্ঠ, তাহা হইলেও তাহাদিগকে সমবয়স্ক বলিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহাদের সমান নাম করণ করিবে, এবং তাহারা যাহাতে সমভাবে প্রতিপালিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। বাল্যাবস্থায় সকলই যথেচ্ছাচারী, নির্বোধ ও উদ্ধতস্বভাব হইয়া থাকে; অতএব তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে। বৃন্দাবনে গোপনিবেশের প্রয়োজন নাই; তথায় বাস করিলে, পাপাত্মা কেশী এবং সরীসৃপ, কীট ও শকুন হইতে সতত ভয় উপস্থিত হয়। যেরূপে গোবৎস হইতে সতত শিশুদ্বয়কে রক্ষা করিবে। হে গোপবর! রাত্রি অবসন্ন হইয়াছে; শীঘ্র গমন কর, পক্ষিগণ কলরবচ্ছলে যেন তোমাকে গমনার্থ সত্বর হইতে কহিতেছে।

মহামতি গোপরাজ নন্দ মহাত্মা বসুদেবের অনুমতি লইয়া হৃষ্টচিত্তে যশোদার সহিত কুমারস্কন্ধবাহ্য শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক শিশুকে তুলিয়া লইলেন এবং যমুনাতীরগামী সলিলবহুল নির্জ্জন পথে সুশীতল বায়ু সেবন করত গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর গোবর্দ্ধন গিরির অনতিদূরবর্ত্তী, যমুনা নদীর তীরস্থ শ্বাপদশূন্য লতাগুল্মসমাকুল, অতি রমণীয় গোব্রজ তাঁহার দৃষ্টিপথের পথিক হইল। তথায় সুখস্পর্শ সুশীতল সমীরণ সতত প্রবাহিত হইতেছে এবং পয়স্যন্দিনী ধেনুগণ তৃণ ভক্ষণ করত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ স্থানে গোপ্রচার ও অবতরণিকাযুক্ত জলাশয় সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। তত্রত্য বৃক্ষগণের বল্কল সকল বৃষগণের স্কন্ধাঘাত ও শৃঙ্গ সংঘর্ষণে উন্মথিত হইয়াছে। গৃধ্র, শ্যেন, আমিষভোজী বিড়াল ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি নানাবিধ বসা মাংসভুক্ প্রাণিগণ ঐ স্থানের বনপ্রদেশে সতত অবস্থান করিতেছে। তথায় শার্দ্দূল সকল সতত ভীষণ গর্জ্জন এবং বিহঙ্গমগণ নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। গোবৎস সকল হম্বা রবে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিতেছে। শকট সকল গোলাকারে সংস্থাপিত রহিয়াছে। বৃক্ষগণ বিবিধ সুস্বাদু ফল প্রদান করিয়া থাকে। তৃণলতা ও কণ্টকবৃক্ষের তথায় অভাব নাই; প্রান্তভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্য বৃক্ষ সকল নিপতিত রহিয়াছে, তাহার কোন কোন স্থানে বৎসবন্ধনরজ্জু সংযুক্ত স্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে; কোন কোন স্থানে করীষ সকল বিকীর্ণ আছে। কুটী ও মঠ সকল কট সমূহে পরিপূর্ণ। তথাকার সেনাবিচরণ স্থান অতি মনোহর। তত্রত্য জনগণের দেহ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট। কোথাও স্থূলতর রজ্জু সকল নিপতিত রহিয়াছে; কোথাও মন্থনদণ্ড হইতে ঘর্ঘর শব্দ সমুদ্গত হইতেছে; স্থানে স্থানে দধিস্রোত প্রবাহিত হইয়া মৃত্তিকা আর্দ্র করিতেছে। গোপাঙ্গনাগণের মন্থনবলয়ের শব্দ সমুত্থিত হইতেছে। কাকপক্ষধর গোপবালকগণ সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে। গোরক্ষবাটীর দ্বার সকল অর্গলরুদ্ধ এবং তন্মধ্যে গোস্থান সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। ঘৃত দ্বারা পাককার্য্য নির্ব্বাহ করাতে ঘৃতগন্ধযুক্ত সমীরণ চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। নীলপীতবসনা পূর্ণযৌবনা বন্য পুষ্পাভরণা গোপকন্যাগণ স্তনাবরণ পরিধান পূর্ব্বক কলসসমূহকে

জলাহরণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে গমন করিতেছে।

গোপবর নন্দ এইরূপ সুরম্য গোপধ্বনিনিনাদিত গোব্রজে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইলে, বৃদ্ধ গোপ ও বৃদ্ধা গোপীগণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক পরম সুখকর আশ্রয়ে সন্নিবেশিত করিল। তখন বসুদেবপ্রণয়িনী রোহিণী যে স্থানে অবস্থিত ছিলেন, গোপরাজ সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক বালার্কসন্নিভ কৃষ্ণকে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়। ৬১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! গোপরাজ গোব্রজে গোপত্ব সম্পাদন করিতে করিতে বহুকাল অতিবাহিত করিলেন। এ দিকে বালকদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সঙ্কর্ষণ নামে এবং কনিষ্ঠ কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়া ক্রমশঃ পরম সুখে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভগবান্ হরি দেহান্তর পরিগ্রহ পূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইলেন। তাঁহার দেহকান্তি সাগরাশ্রিত মেঘের ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদা তিনি শকটের নিম্নভাগে শয়ন করিয়া নিদ্রাগত হইলে, যশোদা তাঁহাকে তদবস্থ রাখিয়া স্নান করিবার নিমিত্ত যমুনা নদীতে গমন করিলেন। এদিকে তিনি জাগরিত হইয়া হস্তপদাদি বিক্ষেপ করত ক্রীড়া ও মধুরস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পাদদ্বয় ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া স্তনপান করিবার জন্য পদচালনে শকট বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। এই অবসরে যশোদা স্নান সম্পাদন পূর্ব্বক আর্দ্রবস্ত্রে বদ্ধবৎসা সুরভীর ন্যায় ক্রতপদসঞ্চারে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং দেখিলেন, তত্রত্য শকটখানি বিনা বায়ুবেগে উলটিয়া পড়িয়াছে; তখন হাহাকারস্বরে অবিলম্বে বালককে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু শকটখানি যে, কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইল, তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি বালকের কুশলে সুখিত হইয়া ভীতচিত্তে কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে নিদ্রিতাবস্থায় শকটনিম্নে রাখিয়া স্নানার্থ গমন করিলে শকটপরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এই সংবাদ জানিতে পারিলে তোমার ক্রুদ্ধস্বভাব পিতা আমায় কি বলিবেন? তখন আমার স্নান ও যমুনা গমন করা কি উচিত ছিল? যাহা হউক, এক্ষণে তোমার যে, কুশল দেখিলাম, তাহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই।

যশোদার এইরূপ বাক্যাবসানে কাষায়বসনধারী গোপবর নন্দ গোধন লইয়া গৃহাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, বক্রমৌলি শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়া আছে; তাহার অঙ্গ সকল ভগ্ন ও যুগকাষ্ঠ বিগত হইয়াছে। তখন তিনি ভয়ব্যাকুলিত চিত্ত ও বাষ্পাকুল লোচনে পুনঃপুনঃ বালকের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া বালককে নিশ্চিন্তে স্তনপান করিতে দেখিলেন। দর্শনমাত্র আহ্লাদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে যখন বৃষযুদ্ধের কোন চিহ্ন নাই, তখন আমার শকট বিপর্য্যস্ত হইল কেন? যশোদা ভীতচিত্তে গদ্গদবাক্যে কহিলেন, সে যে ভূমিতলে শকট পাতিত করিয়াছে, আমি তাহা অবগত নহি। আমি বস্ত্রপ্রক্ষালনার্থ নদীতে গিয়াছিলাম; আসিয়া দেখি, শকট বিপর্য্যস্ত রহিয়াছে।

গোপরাজ ও যশোদা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে তত্রত্য কয়েকটী বালক কহিল, আমরা স্বেচ্ছানুসারে দৌড়িয়া আসিবার সময় দেখিলাম এই বালক পাদদ্বারা শকট উঠাইয়া ফেলিল,

এই কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুনরায় শকটের যথাস্থানে চক্রাদি সংযোজন করাইলেন।

—•:•—

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়। ৬২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে, কংসের ধাত্রী সর্ব্ব-প্রাণিভয়ঙ্করী পূতনা পক্ষিণী ক্রোধভরে পক্ষদ্বয় বিকম্পন এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণ শব্দ করত অর্দ্ধরাত্র সময়ে নন্দগোপভবনে সমাগত হইয়া মানুষী বেশ ধারণ করত ক্ষীরধারা বর্ষণ করিতে করিতে শকটের অগ্রোপরি উপবেশন করিল। তখন গৃহস্থিত সকলেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। এই অবসরে সে কৃষ্ণকে স্তনপ্রদান করিলে, কৃষ্ণ প্রাণের সহিত তাহা পান করিতে লাগিলেন। সহসা ভীষণদর্শনা পূতনা ছিন্নস্তনী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করত ধরাতলে নিপাতিত হইল। সেই চীৎকার প্রভাবে লোক সকল বিত্রস্ত ও জাগরিত হইয়া উঠিল। অনন্তর নন্দগোপ, যশোদা, ও অন্যান্য গোপগণ বজ্রবিদারিতের ন্যায় ছিন্নস্তনী হতচেতনা ও ধরাতলপতিতা পূতনাকে দেখিতে পাইল। তখন সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া "এ কি! এ কাহার কর্ম্ম! এইরূপ বলিতে বলিতে নন্দের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিল। কিন্তু কেহই তাহাদের প্রকৃত কারণ অবধারণ করিতে পারিল না। পরে "এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই কথা কহিতে কহিতে সকলেই গৃহে গমন করিল।

তখন গোপরাজ সসম্ভ্রমে যশোদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি ব্যাপার! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এ বিষয়ে আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিয়াছে। আমার পুত্রটির জন্য শঙ্কা হইতেছে।

যশোদা ভীত চিত্তে কহিলেন, আর্য্য! আমি এ বিষয়ের কিছুমাত্র জানি না। যথা কালে শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নিদ্রিত হইয়াছিলাম, এই শব্দে জাগরিত হইয়াছি। যশোদা এইরূপ কহিলে, নন্দগোপ সবান্ধবে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কংস হইতে ভয় সম্ভাবনা করিতে লাগিলেন।

——

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কিছুকাল পরে কৃষ্ণনামা সৌম্যদর্শন কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ; সঙ্কর্ষণ ও কৃষ্ণ উভয়ে কালক্রমে জানুদ্বারা গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই মূর্ত্তি, স্বভাব, অশন, বসন, ভূষণ, শয়ন, কার্য্য ও বীর্য্যে সদৃশ হইলেন। উভয়ে যেন এক আধার হইতে বিনির্গত এবং এক গর্ভে জাত হইয়াছেন। যেন এক কার্য্যাবলম্বী কলেবর দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। উভয়ের অনুষ্ঠান একইপ্রকার উভয়েরই শরীরকান্তি নবোদিত চন্দ্র ও বাল সূর্য্যের কিরণের সদৃশী এবং গগনমণ্ডলে চন্দ্রকিরণমিশ্রিত রবিরশ্মি ও সূর্য্যরশ্মিজড়িত চন্দ্রকিরণের ন্যায় মনোহারিণী। তাঁহারা সমুদায় জগতের রক্ষা কর্ত্তা, দেবগণের কার্য্য সিদ্ধির জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ভুজ ভুজঙ্গের ন্যায়। অগ্নি কুমার সদৃশ গোপকুমারযুগল পাংশুলিপ্তাঙ্গ হইয়া দৃপ্ত করভের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ এবং কখন ভস্ম, কখন করীষ কখন বা গোময় লিপ্তগাত্রে বৎসশালা প্রভৃতি স্থানে জানুঘর্ষণ পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পিতা অতীব সন্তোষ লাভ করিলেন। তাঁহাদের উপদ্রবে সমুদায় লোক উদ্বেজিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে পরম সুখে ব্রজের সর্ব্বস্থানে বিচরণ করিতে বিমুখ হইলেন।

চন্দ্রবদন চিকুরাচ্ছন্নলোচন সুকুমার গোপ-বালকযুগল এইরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন যে, পিতা কোনরূপেই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। একদা যশোদা ক্রোধভরে কৃষ্ণকে শকটের নিকট আনয়ন করিলেন এবং ভূয়োভূয়ঃ তিরস্কার করত তাহার কটিদেশে রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক উদূখলে বদ্ধ করিয়া "এবার কিরূপে যাইবে, যাও" এই কথা বলিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনরায় গৃহ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অন্যমনা হইলে, কৃষ্ণ বাল্য লীলা সম্পাদন ও ব্রজবাসিগণের অন্তঃকরণে বিস্ময়োৎপাদন করিবার জন্য সেই বন্ধনাবস্থায় উলূখলসহ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং উলূখল আকর্ষণ পূর্ব্বক দুই বৃক্ষের মধ্যস্থল দিয়া যাইতে লাগিলেন; তখন উলূখল যমল অর্জ্জুন বৃক্ষে রুদ্ধ হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে তিনি উহা বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করাতে তাঁহার প্রভাবে সেই বন্ধন রজ্জু একান্ত দৃঢ় হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহার আকর্ষণে বৃক্ষযুগল সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়িল তিনি তাহার মধ্যে অবস্থান করত হাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার এরূপ করিবার তাৎপর্য্য যে, কেবল গোপগণ তাঁহার প্রভাব দর্শন করেন। অনন্তর যমুনাতীরমার্গস্থ গোপীগণ তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন পূর্ব্বক বিস্ময়াপন্ন হইয়া সাশ্রুলোচনে যশোদা সমীপে গমন করিলেন, এবং কহিলেন, যশোদে! "শীঘ্র এস, এস, বিলম্ব করিও না; ব্রজে যাহার পূজা করিলে মনোরথ পূর্ণ হইত সেই যমল অর্জ্জুন বৃক্ষযুগল তোমার পুত্রের উপর পতিত হইয়াছে। তোমার শিশু সন্তান বন্ধনগত বৎসের ন্যায় বন্ধনাবস্থায় পড়িয়া সেই মহীরুহদ্বয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া হাস্য করিতেছে। হে পণ্ডিতমানিনি! মূঢ়ে! তুমি শীঘ্র উঠ, যাও, মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্তপ্রায় পুত্রকে আনয়ন কর।

তখন যশোদা ভীত চিত্তে সহসা উত্থিত হইয়া হাহাকার শব্দ করিতে করিতে যেখানে যমল অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় পতিত হইয়াছে, তথায় গমন করিলেন, এবং দেখিলেন, স্বীয় পুত্র ঐ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া উলূখল আকর্ষণ করত হাসিতেছেন। সেই সময় ব্রজবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলেই এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনার্থ তথায় গমন করিতে করিতে পরস্পর কহিতে লাগিল, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ঝটিকা, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত ও হস্তীর গাত্রঘর্ষণ এই সকলের নাম গন্ধও নাই, তবে কেন এই যোষাঞ্জন সংশ্লিষ্ট সুবৃহৎ বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত হইল? এই মহীরুহযুগল পতিত হইয়া শোভাহীন হইয়াছে; জলহীন জলদের ন্যায় তাহাদের শোভা বিনষ্ট হইয়াছে। গোপনন্দ! এই বৃক্ষদ্বয় নিপতিত হইয়া যে তোমার পুত্রের কোন অনিষ্টাচরণ করে নাই, তাহাতে এই বৃক্ষদ্বয়ের তোমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে ঘোষপল্লীতে শকটভঙ্গ ও পূতনানাশ এই দুই মহোৎপাত ঘটিয়া গিয়াছে। অধুনা এ অর্জ্জুনবৃক্ষ উৎপাটন এই তৃতীয় মহোৎপাত উপস্থিত হইল। অতএব এ স্থলে অবস্থান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। পুনঃ পুনঃ এরূপ অনিষ্টকর ব্যাপার উপস্থিত হওয়া ভাল নয়।

ব্রজবাসিগণের এইরূপ বাক্যাবসানে গোপবর নন্দ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহাকে উলূখল হইতে মুক্ত করিলেন, এবং ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া যেন মৃতজন পুনরাগত হইল, এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক অঙ্কদেশে ধারণ করিয়া অনিমিষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতে তাঁহার নয়ন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। অনন্তর তিনি যশোদাকে ভর্ৎসনা করত স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। তখন অন্যান্য গোপগণও গৃহে প্রতিগমন

করিল। পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণের উদরে দাম বন্ধন হইয়াছিল বলিয়া তিনি তদবধি গোপাঙ্গনামণ্ডলে দামোদর নামে বিখ্যাত হইলেন। হে নৃপ! ঘোষমধ্যে অবস্থান কালে কৃষ্ণের বালক্রীড়ায় এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে।

—•✻•—

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ উভয়ে এইরূপে বাল্যাবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রমশঃ পূর্ণ সাত বৎসরে উপনীত হইলেন। কৃষ্ণের পরিধান পীত বসন এবং শরীরে শ্বেতানুলেপন; বলরামের নীল বসন পরিধেয়, এবং অঙ্গে পীতচন্দন অনুলিপ্ত, তাঁহারা উভয়েই কাকপক্ষধর হইয়া শ্রুতিসুখাবহ পণব বাদ্য বাদন করিতে করিতে বৎসচারণ ও বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পণব বাদ্য ধারণ করাতে তাঁহারা ত্রিশীর্ষ পন্নগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। উভয়ের কর্ণে শিখিপিচ্ছ, মস্তকে পল্লব ও পদ্মবিভূষণ, গলে বনমালা ও রজ্জুযজ্ঞোপবীত এবং করে তুম্ব শোভমান হইল। তাঁহারা উভয়েই বেণুবাদন করিতে লাগিলেন। কোন স্থানে হাস্য পরিহাস, কোন স্থানে ক্রীড়া, কোন স্থানে বা পর্ণশয্যায় শয়ন করত নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এই রূপে উভয়ে বনে বিচরণ করত চঞ্চল অশ্বশিশুর ন্যায় ক্রীড়া কৌতুকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এক দিবস শ্রীমান্ দামোদর সঙ্কর্ষণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! আর এ বনে গোপালগণের সহিত ক্রীড়া করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে; এই সমুদায় বনই উপভুক্ত হইয়াছে; এক্ষণে ইহাতে পূর্ব্বের ন্যায় তৃণ, কাষ্ঠ বা বৃক্ষ কিছুই নাই। সমুদায় বৃক্ষই প্রায় গোপগণ কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল উদ্যান ও কানন আকাশসম্মিত ও ঘনীভূত থাকায় দৃষ্টিসঞ্চার হইত না, এখন বৃক্ষসমূহ ছিন্ন ভিন্ন ও বিরলপত্র হওয়াতে অনায়াসে দৃষ্টিসঞ্চার হইতেছে। গোষ্ঠ ও পরিধিভূত বৃতিমধ্যে অবস্থিত প্রায় সমুদায় বৃক্ষই গোষ্ঠাগ্নিতে ক্ষয়প্রায় হইয়াছে। পূর্ব্বে তৃণ কাষ্ঠ সকল নিকটবর্ত্তী ছিল, এখন দূরবর্ত্তী ও অন্বেষণলভ্য হইয়াছে। এখন এ বনমধ্যে তৃণ, জল ও আশ্রয় স্থান প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট হইয়াছে; আর মহীরুহের আধিক্য নাই। বিনা অনুসন্ধানে বিশ্রামস্থান লাভ হয় না। পাদপসমূহ অকর্ম্মণ্য হওয়াতে বিহঙ্গমগণ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। এ স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় বায়ু হিল্লোল, সুখ বা আনন্দ কিছুই নাই। অধিক কি, ব্যঞ্জনশূন্য অন্নভোজনে যেরূপ কষ্ট বোধ হয়, তদ্রূপ এক্ষণে এ স্থানে অবস্থান করা একান্ত ক্লেশাবহ হইয়াছে। বন্য তৃণ কাষ্ঠাদি উৎসন্ন প্রায় হওয়াতে এই ঘোষপল্লী নগরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। শৈলের ভূষণ ঘোষ, ঘোষের ভূষণ বন, বনের ভূষণ গোধন, এবং সেই গোধনই আমাদের পরম গতি। অতএব এ বন পরিত্যাগ করিয়া বহুল তৃণকাষ্ঠাদি সম্পন্ন বনে গমন করাই আমাদের উচিত। ধেনুগণ নব নব তৃণ ভোজন করিতে একান্ত অভিলাষী হয়, সুতরাং ধনী ব্রজবাসিগণের বাষ্পসমাকুল বনে গমন করাই যুক্তিসঙ্গত। ব্রজবাসিগণের নির্দ্দিষ্ট গৃহ নাই, নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র নাই, নির্দ্দিষ্ট দ্বারবন্ধনাদিও নাই। চক্রচারী গোপজাতি যে স্থানে অবস্থিতি করে, লোকে তাহাকেই ব্রজ বলে। এখানকার তৃণ পত্রাদিসমূহ গোময় ও গোমূত্রাদি সহযোগে নিতান্ত কটুতা প্রাপ্ত

হইয়াছে। ধেনুসকল সেই তৃণ ভক্ষণ করিতেছেনা। অগত্যা যাহা ভোজন করিতেছে, তাহাতেও দুগ্ধের অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। অতএব নবতৃণসমাযুক্ত সমতল বনভূমিতে গোধন লইয়া বিচরণ করাই উচিত। ফলতঃ এ স্থান হইতে স্থানান্তরিত না হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।

হে আর্য্য! শুনিয়াছি, যমুনা নদীর তীরে বৃন্দাবন নামে অবিকণ্টক তৃণসমাচ্ছন্ন সুস্বাদু ফলবারিযুক্ত কদম্ববৃক্ষ পূর্ণ এক কানন আছে তথায় সতত সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত এবং সমস্ত ঋতুই বিরাজমান হইতেছে। গোপাঙ্গনাগণ পরম সুখে তথায় সঞ্চরণ করিতে পারে। তথায় ঝিল্লি বা কণ্টকবন নাই। কাননের যে সমুদায় গুণ থাকা আবশ্যক, তথায় সে সমুদায়ই বর্ত্তমান আছে।

ঐ বৃন্দাবনের অনতিদূরে বনমধ্যে মন্দরের ন্যায় গোবর্দ্ধন নামে দীর্ঘশিখর এক পর্ব্বত আছে। তাহার মধ্যদেশে অম্বরাস্থিত নীল নীরদের ন্যায় যোজনাবস্তীর্ণ বহুলশাখাসম্পন্ন ভাণ্ডীর নামে এক বটবৃক্ষ আছে। সরিদ্বরা মন্দাকিনী যেমন নন্দনকাননের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তথায় তেমনি কালিন্দানদী প্রবাহিত হইয়া পর্ব্বতের সীমন্ত শোভা সম্পাদন করিতেছে। তথায় বিচরণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, ভাণ্ডীর বট ও মনোহারিণী কালিন্দী নদী দর্শনে আমাদের পরম সুখলাভ হইবে। এ বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করাই গোপগণের উচিত। অতএব এখানে কোন কারণ উৎপাদন করিয়া ব্রজবাসীদিগকে ভয় প্রদর্শন করা যাউক।

ধীমান্ কৃষ্ণ বলরামকে এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার শরীর হইতে রক্ত মাংস বসাভোজী শত শত বৃক প্রাদুর্ভূত হইল, তাহারা ধেনু, বৎস, গোপ ও গোপীদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল, সুতরাং সকলে নিতান্ত ভয়বিহ্বল হইয়া উঠিল। তাহারা পাঁচ, দশ পঞ্চাশৎ, বা শতাদিক্রমে একত্র দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। শ্রীবৎসাঙ্ক শ্রীকৃষ্ণ দেহোৎপন্ন ভয়ানক বৃকগণ যখন বৎস বিনাশ ও রাত্রিযোগে বালক হরণে প্রবৃত্ত হইল, তখন ব্রজে ভয়ঙ্কর বৃকভয় উপস্থিত হইল জানিয়া সকলেরই গোচারণ বন হইতে কিছু আনয়ন বা যমুনা গমন করা, একবারে তিরোহিত হইল। সকলেই ভয়ে জড়প্রায় হইয়া উঠিল। বহির্গমনে কাহারও সাহস হইল না, সকলে একত্র অবস্থিতি করিতে লাগিল।

—••—

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ বৃকভয় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে, ঘোষপল্লী প্রতিবাসী স্ত্রী পুরুষ সকলে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল যে, পিঙ্গলাকার কৃষ্ণমুখ সংকবী বৃকগণ নিশা কালে গভীর গর্জ্জন করে, তখন শুনিয়া আমাদিগের ভয় হয়। আমার ভ্রাতা, আমার পুত্র, আমার বৎস, আমার গোধন নষ্ট করিয়াছে গৃহে গৃহে ইত্যাদি বিবিধ ক্রন্দন শব্দ হইতেছে। নারীদিগের রোদন ও ধেনুগণের হম্বারবে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইয়াছে। অতএব অদ্যই এস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; যে স্থানে আমাদিগের ও ধেনুগণের নিত্যসুখ বোধ হইবে তথায় গমন করাই বিধেয়। আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নহে। স্ত্রীদিগের ও গাভী সকলের হম্বারব শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোপগণ উক্ত প্রকারে সমবেত হইয়া ব্রজ উঠাইয়া লওয়াই স্থির করিলেন।

পল্লী সংস্থাপন ও গোপগণের স্থিতের

নিমিত্ত বৃন্দাবনে গমন করা সমবেত গোপগণের মত জানিয়া নন্দ বৃহস্পতির ন্যায় সকলকে আদেশ করিলেন। যদি বৃন্দাবনে গমন করাই সকলের স্থির মত হইয়া থাকে, তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? তাহাদিগকে সত্বর আসিতে কহিবে বল। অনন্তর দূতেরা ঘোষসমাজে ঘোষণা করিতে লাগিল যে, তোমরা শকটে ভাণ্ডসকল আরোপিত করিয়া গোবৎস সমভি ব্যাহারে শীঘ্র বৃন্দাবনে প্রস্থান কর। এইরূপ ঘোষণা শুনিয়া সকলেই বৃন্দাবনগমনে ব্যস্ত হইতে লাগিল। "উঠ যাওয়া যাক্, বসিয়া আছ কেন, শকট যোজনা করগে,, এইরূপ সাগর নির্ঘোষবৎ সুমহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। গোপ ও গোপীগণ অতিশয় ব্যগ্রভাবাপন্ন হইল। গোপগোপীগণ গর্গরী ও ঘট মস্তকে করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ঘোষপল্লী হইতে নির্গত হইলে, অন্তরীক্ষে তারকা সঞ্চালনের ন্যায় শোভা সমুদ্যত হইল। একে তাঁহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিতেছিল, তাহাতে আবার তাহাদিগের অনাবরণ সকল নীল পীত ও লোহিত বর্ণে অনুরঞ্জিত, সুতরাং দেখিয়া বোধ হইল যেন পথিমধ্যে ইন্দ্রধনু সমুদিত হইয়াছে।

গমনকালে গোপগণের মধ্যে কাহারও কাহারও স্কন্ধে যে গোবন্ধন রজ্জুভার লম্বমান ছিল তাহা বটবৃক্ষ বিলম্বিত মঞ্জরীপুঞ্জের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। ব্রজাপথে দীপ্তিশালী শকটসমূহের ক্রমগতি অবলোকনে, বোধ হইয়াছিল যেন, পবন তাড়িত নৌকাসকল সাগর বক্ষে বেগে গমন করিয়াছে। ক্ষণকালের মধ্যে ব্রজপুর মরুতুল্য ও দ্রব্যকণা সকল নিপতিত থাকায় কাকগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

অনন্তর গোপগণ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া গোধনগণের হিতকর বাসস্থান নির্ম্মাণ ও শকট সকল অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সংস্থাপন করিল। শকটমণ্ডল প্রস্থে একযোজন, ও দৈর্ঘ্যে দুই যোজন ব্যাপিত করিল। তাহার চতুঃপার্শ্বে কণ্টকময় শাখা সংযুক্ত বৃক্ষ ও লতা সকল রোপণ করিল। রজ্জুসংযুক্ত মন্থনদণ্ড জলক্ষালিত মন্থন ভাণ্ড, রজ্জুবেষ্টিত কীলক, স্তম্ভনী, পরিবর্ত্তনশীল শকট, মন্থন দণ্ডের মস্তকে নিবেশিত পাশ, মন্থনভাণ্ডের আচ্ছাদন, ছিন্ন বৃক্ষ শাখার উপরিভাগে তৃণাস্তরণ, পরিষ্কৃত ধেনুরক্ষণ স্থান, পূর্ব্বমুখস্থিত উদূখল, তুষপ্রজ্বলিত অগ্নি এবং বস্ত্র ও বস্ত্রাস্তরণে আচ্ছাদিত পর্য্যঙ্ক সকল যথাস্থানে স্থাপন করিল। গোপালকগণ জলানয়ন কালে চতুর্দ্দিকে বৃন্দাবনের শোভা দর্শন ও বৃক্ষগণের শাখা আকর্ষণ করিতে লাগিল। যুবা, বৃদ্ধ সকলেই কুঠার ধারণ পূর্ব্বক কাষ্ঠ ও বৃক্ষচ্ছেদনে ব্যগ্র হইল। তখন সুস্বাদু ফল, মূল ও জল সমাকীর্ণ বৃন্দাবনের শোভার আর সীমা রহিল না। ধেনুগণ বিহঙ্গম কূজিত নন্দন কানন সদৃশ বৃন্দাবনে বিচরণ করিয়া প্রচুর দুগ্ধ প্রদান করিল।

রাজন্! গোপালনতৎপর মহাত্মা কৃষ্ণ পূর্ব্বেই বৃন্দাবনে বাস করা মনোনীত করিয়াছিলেন। যখন গোপগণ তথায় উপস্থিত হইল, তখন গ্রীষ্মকাল। সমুদয়ই বিশুষ্ক ছিল। কিন্তু কৃষ্ণের আগমনে দেবরাজ যেন অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলে পরম সুখে তথায় কাল যাপন করিতে লাগিল, ফলতঃ সেখানে ভগবান নারায়ণ স্বয়ং বিরাজমান, তথায় মনুষ্য গো ও বৎসগণের কষ্টের সম্ভাবনা কি?

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! বসুদেবনন্দন মনোহরমূর্ত্তি কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনে

উপনীত হইলেন এবং বৎসযূথ বিচারণ করিতে করিতে গোপগণের সহিত যমুনায় জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন, কামোদ্দীপনী বর্ষার আগমনে ইন্দ্রধনুসমলঙ্কৃত মহামেঘ সকল জলবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। দিবাকর আচ্ছন্ন হইলেন। তৃণাঙ্কুর সকল ভূমি হইতে উত্থিত হইল। ভূমি নূতন বারিসংসিক্ত ঘোরতর পবন সম্মার্জ্জিত হইয়া নবযৌবনা কামিনীর ন্যায় বিশুদ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিল। অরণ্যমধ্যে দাবানলের নামগন্ধও রহিল না। সমুদায় কানন নব নীরে সংসিক্ত ও ইন্দ্রগোপকীটে পরিব্যাপ্ত হইল। শিখিকুলের নৃত্যকাল সমাগত হওয়াতে তাহারা মত্ত হইয়া নৃত্য ও কেকারব করিতে আরম্ভ করিল। মনোহরমূর্ত্তি কদম্ব সকল কুসুমিত হওয়াতে ভ্রমরগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইয়া মধুপান করিতে লাগিল। কুটজ কদম্বাদি কুসুমবৃন্দ বিকসিত হইয়া কানন আমোদিত করিল; তাপের সম্পর্কও রহিল না, পৃথিবী পরিতৃপ্তা হইলেন। নব জল নিপতিত হওয়াতে দিবাকরকিরণ ও দাবাগ্নিতাপদ্বারা উত্তপ্ত মহীধর সকল যেন উচ্ছাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহামারুত সকল পতাকার ন্যায় এবং মহামেঘ সকল উন্নত অট্টালিকার ন্যায় শোভমান হওয়াতে পৃথিবী মহারাজপুরীর ন্যায় মনোহর রূপ ধারণ করিল। কোথাও কদম্ব কুসুম বিকসিত কোথাও বা শিলীন্ধ্র উদ্গত হইল। কুসুমিত কদম্ব বনে বৃন্দাবন যেন আলোকিত হইল। নব বর্ষাসমাগম হওয়াতে নব জলোৎপন্ন পার্থিব গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া মানবগণের চিত্তে অনঙ্গ পীড়ার উদ্রেক হইতে লাগিল। ভ্রমরগণের গুণ গুণ রব, ভেকগণের চীৎকার ধ্বনি ও শিখিগণের কেকারবে ধরিত্রী পরিপূর্ণ হইল। নদী সকল পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে স্থানে স্থানে ঘোরতর আবর্ত্ত উত্থিত এবং তটস্থ তরুগণ নিপাতিত হওয়াতে তরঙ্গিণীগণের সীমা বহুদূর বিস্তৃত হইতে লাগিল। নিরন্তর নিপতিত বারিধারা প্রভাবে পক্ষিকুল জড়প্রায় হইয়া শান্তভাবে পত্রান্তরে শাখিশাখায় আসীন হইয়া রহিল। জলদপটল জলপূর্ণ হওয়াতে লম্বমান হইয়া গর্জ্জন ও বারিবর্ষণ আরম্ভ করিল। সূর্য্যদেব যেন নবজলধর গর্ভে নিমগ্ন হইলেন। পথ সকল জলপূর্ণ; এবং নিপতিত বৃক্ষ ও বর্দ্ধিত তৃণরাশি সমাকীর্ণ হইয়া পথিকগণের দুরন্বেষণীয় হইয়া উঠিল। তরুশোভিত গিরিশৃঙ্গ সকল বায়ুবেগে বিদীর্ণ হইয়া নিপতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন বজ্রবেগে বিদারিত হইতেছে; জল নিম্নদিকেই ধাবমান হয় বলিয়া বৃষ্টিজল পল্বলাদি সামান্য জলাশয় প্রপূরিত করিয়া কানন সকল প্লাবিত করিল। হস্তিগণ শুণ্ডাদণ্ড মুখ উত্তোলিত করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধারাপাত কালে গজযূথকে ভূমিনিপতিত জলদজালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

হে রাজন্! রোহিণীনন্দন বলরাম এইরূপ বর্ষাগম ও নিবিড় জলদজাল অবলোকন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! দেখ, বলাকাসুশোভিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডল নভোমণ্ডলে সমুদিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, উহারা তোমার বর্ণ অপহরণ করিয়াছে। এখন তোমার নিদ্রার কাল উপস্থিত। এ সময় নভোমণ্ডলও তোমার ন্যায় বর্ণ ধারণ করিয়াছে। নিশাকরও তোমার ন্যায় অন্তর্হিত অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছেন। এই নীলজলদ শ্যামবর্ণ নীলোৎপলকান্তি আকাশবর্ণ আকাশমণ্ডল এখন মেঘাবৃত হইয়াছে। ঐ দেখ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত জলদজালে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় তোমার তুল্য মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। ষট্পদ সকল মদমত্ত হইয়া বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেছে। বসুমতী হরিদ্বর্ণ শাদ্বলে সমাবৃত হইয়াছেন।

কি বারিধারাকুল পর্ব্বত, কি কানন, কি শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, সকলই তুল্য শোভা ধারণ করিয়াছে। যে মেঘমণ্ডল প্রবাসিগণকে ব্যাকুলিত করে, সেই সকল মেঘ প্রবল বায়ুবেগে উদ্ধত হইয়া গর্ব্ব সহকারে গভীর গর্জ্জন করিতেছে। ঐ দেখ, বাণবিরহিত বিবিধবর্ণ ইন্দ্রধনুক সমুদিত হইয়াছে। এ শ্রাবণ মাসে সূর্য্যদেব আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার আর তাদৃশ তেজ অনুভূত হইতেছে না। তিনি সহস্র-রশ্মি হইয়াও নভোমণ্ডলে বিগতরশ্মি হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ সংক্ষুব্ধ অর্ণব-সদৃশ জলদজাল অবিচ্ছিন্ন ধারাপাতে যেন পৃথিবী ও আকাশ একত্র সংযোজিত করিতেছে; বায়ু ও বৃষ্টি উভয়ে নীপ, অর্জ্জুন ও কদম্ব পুষ্পের গন্ধ বহন করিয়া মনুষ্যগণের অন্তঃকরণে কামোদ্দীপন করিতেছে। ভীষণ বর্ষা উপস্থিত, মেঘসমূহ যেন লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। সাগর যেমন অতলস্পর্শ ও অসীম, মেঘমণ্ডলও তদ্রূপ হইয়াছে। আকাশ জলধারারূপ শাণিত নারাচ, বিদ্যুৎরূপ কবচ ও ইন্দ্রধনুরূপ উৎকৃষ্ট শরাসন ধারণ করিয়া যেন যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়াছে। কি গিরিশৃঙ্গ, কি কাননাগ্র, কি ক্রমশীর্ষ সকলই মেঘাচ্ছন্ন। অন্তরীক্ষ যেন মাতঙ্গ-সৈন্যে সমাকীর্ণ হইয়াছে। গগনমণ্ডলে ও সমুদ্রজলে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই; সাগর সংক্ষোভকর, তরুবিকম্পী শীৎকারকারী সমীরণ নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। অহোরাত্র বৃষ্টি; চন্দ্রসূর্য্য অদৃশ্য। কখন দিবা এবং কখন রাত্রি কিছুই অনুভূত হইতেছে না। আকাশ বায়ুপূর্ণ; মেঘসাহায্যে যেন সজীব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রজাগণ দিবাকে রাত্রি বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। হে কৃষ্ণ! দেখ, বর্ষাকালে এ কানন দেবকাননের ন্যায় অতি মনোহর হইয়াছে; এখন বৃন্দাবনে গ্রীষ্মজনিত ক্লেশের লেশমাত্র নাই।

হে রাজেন্দ্র! বলশালী বলরাম কেশব-সমীপে এতাদৃশ বর্ষার গুণকীর্ত্তন করত ব্রজে উপনীত হইয়া গোপালগণের সহিত সুখস্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

•—০✻০—

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! একদা মনোহরমূর্ত্তি কামরূপী কৃষ্ণ অন্যান্য গোপালগণের সহিত বিচরণ করিতেছেন, তৎকালে বলরাম তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না। তদীয় শিরোদেশে কাকপক্ষ, তিনি শ্যামবর্ণ, পদ্মপলাশলোচন এবং চন্দ্র সদৃশ দীপ্তিমান্। শ্রীবৎসমাণ তাঁহার বক্ষঃস্থল সুশোভিত করিতেছে। তাঁহার নূপুরযুক্তচরণ প্রস্ফুটিত সুকোমল কমলদলের ন্যায় তাম্রবর্ণ। তিনি পদবিক্ষেপ করিলে, তাঁহার বিক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পদ্মকিঞ্জল্কবর্ণ মনোহর সূক্ষ্ম পীতাম্বর পরিধান করিয়া সন্ধ্যা-মেঘের ন্যায় শোভমান হইয়াছেন। তাঁহার সুগোল দেবপূজিত বাহুযুগল দণ্ডরজ্জু ধারণ করিয়া বৎস বন্ধনে একান্ত ব্যস্ত। ওষ্ঠপুটসমাযুক্ত পদ্মগন্ধবিশিষ্ট মুখমণ্ডল মস্তকের উন্মুক্ত শিখা দ্বারা ভ্রমরপংক্তি পরিবৃত কমলের ন্যায় শোভমান। অর্জ্জুন, নীপ ও কদম্ব প্রভৃতি বিবিধ পুষ্প ও অঙ্কুর-বিরচিত মালা তাঁহার উত্তমাঙ্গ বিভূষিত করিয়া গগনমণ্ডলস্থিত নক্ষত্রমালার ন্যায় বিরাজমান। তিনি যেন নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন মূর্ত্তিমান্ ভাদ্রমাসের ন্যায় শোভমান হইয়াছেন। গলমাল্যাসংলগ্ন মন্দমারুত-বিকম্পিত একমাত্র ময়ূরপুচ্ছ তাঁহাকে পরম শোভাসম্পন্ন করিতেছে। তিনি কোন স্থানে

গীত, কোন স্থানে ক্রীড়া, কোন স্থানে শ্রুতিসুখাবহ পর্ণবাদ্য এবং কোন স্থানে বা ধেনুগণের আনন্দকর কামোদ্দীপক বেণুবাদন করিয়া বন মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ কাননের চতুর্দ্দিকেই ময়ূরগণ মেঘধ্বনি শ্রবণে কামোদ্দীপক কেকারব করিতেছে। নব নব তৃণে বনমার্গসকল সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। শিলিন্দ্র কুসুম সমুদায় বিকসিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। মদনিশ্বাসতুল্য কেশরগন্ধ চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। বোধ হইতেছে যেন, বনশ্রেণী সর্ব্বদা নিশ্বাস পরিত্যাগে ব্যাপৃত আছে। দ্যুতিমান্ কৃষ্ণ বৃক্ষসঙ্ঘাতনিঃসৃত মন্দ মন্দ বায়ু সেবন করিতে করিতে পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি গোপগণের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় বহুশাখাসমন্বিত অত্যুচ্চ এক বৃক্ষ তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। উহার পত্র সকল অতিশয় ঘন বলিয়া উহাকে ভূমিস্থিত নিবিড় মেঘের ন্যায় বোধ হইতেছে। উহা ঊর্দ্ধ আকাশের অর্দ্ধ এবং বিস্তারে পবনপথ আক্রমণ করিয়াছে। ময়ূর প্রভৃতি বিবিধবর্ণ পক্ষিগণ তথায় অবস্থিত রহিয়াছে। উহাতে বহুল ফল পুষ্প থাকায় উহা ইন্দ্রধনুসমন্বিত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহার ভবনাকার বিটপ সমুদয় লতা পুষ্পে সুসজ্জিত রহিয়াছে। ইহার বিশাল মূল সকল বিস্তৃত রহিয়াছে। তথায় পবন ও মেঘের প্রবেশ পথ নাই। ঐ মহীরুহ তত্রস্থ বৃক্ষ সকলের উপর যেন আধিপত্য করিতেছে। তথায় বৃষ্টিপাত বা আতপতাপ নাই। সর্ব্বলোকে সেই বটবৃক্ষ ভাণ্ডীর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পুণ্যাত্মা কৃষ্ণ তাহা দর্শন পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর তিনি পূর্ব্বে স্বর্গলোকে যেমন দিনযাপন করিতেন, তদ্রূপ তথায় সমবয়স্ক গোপালগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে দিবাভাগ অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। গোপালগণ বন্য ক্রীড়াসামগ্রী প্রদান দ্বারা তাঁহার হর্ষোৎপাদন করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ হৃষ্টচিত্তে অন্যান্য সঙ্গীত এবং কেহ কেহ কৃষ্ণগীত গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। তিনিও তাহাদের মধ্যে অবস্থান করত কখন পর্ণবাদ্য; কখন বেণু, কখন তুম্বী বীণা বাদন করিতে লাগিলেন।

একদা বৃষভেক্ষণ কৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে লতাবৃক্ষ পাদপ শোভিত যমুনাভিমুখে যাত্রা করিলেন; অনন্তর তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, জলকণাবাহী সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। যমুনা তরঙ্গরূপ অপাঙ্গ বিস্তার করিতেছে। পদ্মদল, জলজন্তু, জলজ কুসুম ও অন্যান্য জলজ পদার্থে উহা সমাকীর্ণ রহিয়াছে। রমণীয় তীর্থ সকল উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। উহার সলিল অতি সুস্বাদু এবং বেগ অতিশয় ক্রুদ্ধ। উহা বর্ষাকালে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া নিকটস্থিত বৃক্ষগণকে উৎপাটিত করিয়া ফেলে। হংস, সারস ও কারণ্ডব প্রভৃতি পক্ষিমিথুনের কলরবে উহা সতত শব্দায়মান হইতেছে। ঐ নদী, বেগবান্ স্রোতোরূপ চরণ, তীরভূমিরূপ নিতম্ব, আবর্ত্তরূপ গভীর নাভি, পঙ্কজরূপ মনোহর রোমরাজি, প্রবাহকৃশতারূপ উদর, তরঙ্গত্রয়রূপ ত্রিবলী, চক্রবাকরূপ স্তন, তীরপার্শ্বরূপ আয়ত আনন, ফেনপুঞ্জরূপ বিসদ দন্ত, হংসরূপ হাস্য, রক্তোৎপলরূপ দন্তোষ্ঠ, নিম্নতারূপ ভ্রূ, পদ্মরূপ নয়ন, হ্রদরূপ ললাট, মনোহর শৈবালরূপ কেশ, সুদীর্ঘ স্রোতোরূপ বিস্তীর্ণ বাহু, উপরিবিস্তৃত স্থূল ভাগরূপ কর্ণ, কারণ্ডব রূপ কর্ণকুণ্ডল, হংসাঙ্কিত

কাশকুসুমরূপ শুভ্র বসন, তীরজাত পদার্থ-সমূহরূপ অলঙ্কার, মৎস্য রূপ নির্ম্মল মেখলা, জলসমাকীর্ণ পদ্মপত্রাদিরূপ দুকূল, সারসকলরবরূপ নূপুর, মৎস্য, নক্র ও কূর্ম্মাদিরূপ অনুলেপন, নিপানস্থ শ্বাপদগণরূপ ভূষণ, এবং জলরূপ স্তনাবিশিষ্টা হইয়া যেন কামিনী বেশ ধারণ করিয়াছে।

তিনি সেই আশ্রম স্থান সমলঙ্কৃতক সমুদ্রমহিষী যমুনাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিচরণে যমুনা সমধিক শোভমান হইল। অনন্তর তিনি যোজন বিস্তীর্ণ রমণীয় এক গভীর হ্রদ দেখিতে পাইলেন। উহা দেবগণেরও দুস্তর এবং বায়ুপরিশূন্য সাগরের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চল। উহাতে জলজন্তু বা জলচর পক্ষী কিছুই নাই। উহা জলদপূর্ণ অম্বরতলের ন্যায় অগাধসলিলে পরিপূর্ণ। উহার তীরদেশে বহুবিধ সর্পবিল বর্ত্তমান আছে; সুতরাং তথায় কেহই গমন করিতে অভিলাষী হয় না। উহার চারিদিক্ সর্পবিষানলের ধূমে পরিব্যাপ্ত। সাধু ব্যক্তিগণ যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ তথায় গমন করেন না। এমন কি, পশুপক্ষীরাও পিপাসার্ত্ত হইয়া উহার জল পান করে না। গগনচারী পক্ষিগণও উহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। তৃণ সকল যেমন উহাতে পতিত হয়, অমনি জ্বলিয়া উঠে। উহার চতুর্দ্দিকে সার্দ্ধৈক যোজন পর্য্যন্ত দেবগণের সমাগম নাই। ঘোরতর বিষাগ্নি ইহার সলিলকে সতত প্রজ্বলিত করিতেছে।

কৃষ্ণ ব্রজনিবাসের উত্তর দিকস্থ উপদ্রববিহীন এক ক্রোশ পরেই ঐ সুবিস্তীর্ণ হ্রদ সন্দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই সুদারুণ হ্রদ কাহার? অনন্তর বিবেচনা করিলেন, যে কালিয় উরগাশী গরুড়ের ভয়ে সমুদ্রবাস পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই নীলাঞ্জনসন্নিভ ভীষণাকার কালিয় এই হ্রদে বাস করিতেছে। সুতরাং এই সাগরগামিনী যমুনা দূষিত হইয়াছে। সেই কালিয়ের ভয়ে এস্থানে কেহই পদার্পণ করিতে পারে না, তাহাতেই এই বন অতীব ভয়াবহ ও জনশূন্যতাচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহা কালিয়ের সচিব ও বিষভৃত্যগণ কর্ত্তৃক সতত পরিরক্ষিত এবং বিষযুক্ত অন্নের ন্যায় অস্পৃশ্য হইতেছে। এই হ্রদের উভয় তট শৈবালের ন্যায় মলিন এবং বৃক্ষ ও লতায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, আমি যাহাতে উহার উভয় পার্শ্ব দিয়া পথ প্রবর্ত্তন এবং পন্নগরাজ কালিয়কে নিগ্রহ করিতে পারি, তাহার চেষ্টা দেখি। মহাসর্প কালিয় নিগৃহীত হইলে, ব্রজবাসীরা উহার সলিলাদি উপভোগ এবং সর্ব্বত্র সুখে বিহার করিতে পারিবে। আমি এই সকল উন্মার্গগামী দুরাত্মগণের নিগ্রহার্থই জন্মগ্রহণ ও গোপকুলে আবাস স্বীকার করিয়াছি। অতএব, এই কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শিশুলীলানুসারে হ্রদে নিপতিত হইয়া কালিয়কে দমন করি। এইরূপ করিলে, ইহলোকে আমার বাহুবীর্য্য বিখ্যাত হইবে।

—:০:—

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! চঞ্চলস্বভাব কোমললোচন শ্রীকৃষ্ণ নদী-তীরে গমন পূর্ব্বক বদ্ধপরিকর হইয়া হৃষ্টচিত্তে কদম্বশিখরে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তথা হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক হ্রদ মধ্যে পতিত হইয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিপতনে যমুনা হ্রদ বিক্ষোভিত হইয়া ভিদ্যমান মেঘের ন্যায় ইত-

স্তুতঃ জলনিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই শব্দে মহাসর্পভবন পর্য্যন্ত সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তখন মেঘরাশিসমপ্রভ সর্পরাজ কালিয় ক্রোধারুণনেত্রে জল হইতে সমুত্থিত হইল। তাহার পঞ্চ মুখ হইতে অনলোচ্ছ্বাস বিনির্গত হইতে লাগিল। জিহ্বাসকল পুনঃ পুনঃ বিচালিত হইল। তেজে তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। অগ্নিসমদ্যুতি কলেবর ক্রোধে স্ফীত হইয়া সেই হ্রদ পরিপূর্ণ করিল। যমুনার সমস্ত জল যেন তাহার ক্রোধে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। যমুনা ভীতা হইয়াই যেন প্রতিকূল প্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। শিশুর ন্যায় অবলীলাক্রমে তাঁহাকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া কালিয়ের ক্রোধপূর্ণ বদন হইতে অগ্নিজ্বালাতুল্য শ্বাসবায়ু এবং সধূম অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। যুগান্তানল সদৃশ তাহার ক্রোধাগ্নি তীরস্থিত বৃক্ষগণকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

তখন তাহার স্ত্রী, পুত্র ও ভৃত্য প্রভৃতি মহোরগগণ বিষাগ্নি উদ্গার করত তথায় উপনীত হইয়া দেহ পরিবেষ্টন দ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন করিল। তৎকালে তিনি নিস্পন্দ হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত রহিলেন। সর্পগণ স্ব স্ব বিষদন্ত দ্বারা তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই মৃত্যুর হস্তে নিপতিত হইলেন না।

এই অবসরে গোপালগণ ভীতচিত্তে বাষ্পকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে ব্রজে গমন করিলেন এবং কহিলেন, হে গোপগণ! কৃষ্ণ কালিয় হ্রদে নিমগ্ন ও বিমোহিত হইয়া সর্পরাজ কর্ত্তৃক দংশিত হইয়াছে। অতএব, তোমরা শীঘ্র আইস, বীর্য্যবান্ নন্দগোপকে এ সংবাদ প্রদান কর। গোপবর নন্দ বজ্রপাতসদৃশ এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কাতর হৃদয়ে সেই হ্রদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা ও বলরামাদি সকলেই ঐ হ্রদে গমন করিলেন। নন্দাদি গোপগণ সাশ্রুলোচনে হাহাকার করিতে করিতে হ্রদতীরে দণ্ডায়মান হইলেন। সকলেই লজ্জা, বিস্ময় ও শোকে আক্রান্ত হইয়া উঠিল। কেহ কেহ হা পুত্র! কেহ কেহ হা ধিক্! কেহ কেহ বা দুঃখিত হৃদয়ে 'হা হতোস্মি' এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। রমণীগণ যশোদাকে কহিলেন, হে যশোদে! তুমি হত হইলে! যেহেতু আজ তোমার প্রিয় পুত্রকে কালিয়বশবর্ত্তী ও মৃগের ন্যায় সর্পবন্ধনে পরিবেষ্টিত দেখিতে হইল। পুত্রকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়াও তোমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হইতেছে না, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তোমার হৃদয় অশ্মসারময়। আহা! গোপবর নন্দের কি দুঃখ দৃষ্ট হইতেছে! উনি পুত্রমুখের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক বিচেতনপ্রায় হইয়া হ্রদতীরে অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে যদি কৃষ্ণকে ছাড়িতে হয়, তাহা হইলে, আমরা প্রতিগমন না করিয়া যশোদার সহিত এই সর্পনিবাস হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিব। যেমন সূর্য্য বিনা দিবস, চন্দ্র বিনা নিশা এবং বৃষ বিনা ধেনু; তদ্রূপ এক্ষণে কৃষ্ণ বিনা ব্রজ একান্ত নিষ্প্রয়োজন। আমরা বিবৎসা ধেনুর ন্যায় কৃষ্ণব্যতিরেকে কখনই ব্রজগমনে সমর্থ হইব না।

ব্রজনিবাসি স্ত্রীপুরুষগণের এইরূপ বিলাপ-শ্রবণে নন্দগোপ ও যশোদার বিলাপ প্রবল হইয়া উঠিল। তখন একাবয়ব ভিন্নদেহমাত্র বলরাম ক্রোধভরে কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো! গোপানন্দবর্দ্ধন কৃষ্ণ! তুমি অচিরাৎ বিষায়ুধ সর্পরাজ কালিয়কে দমন কর। এই আমাদের মানুষবুদ্ধি বান্ধবগণ তোমাকে মানুষ

মনে করিয়া বক্তৃস্বরে বিলাপ করিতেছেন।

কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণের এইরূপ জ্ঞানপূর্ণ বাক্য শ্রবণে বাহ্বাস্ফালন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সেই সর্পবন্ধন ছেদন, সর্পরাজ কালিয়কে আক্রমণ এবং তাহার মস্তক অবনত করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার শিরোদেশে অধিরূঢ় হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন ভুজঙ্গপতি কালিয় নিতান্ত বিমর্দ্দিত ও একান্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল এবং অতি কাতর ভাবে কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে কেশব! অজ্ঞানতা বশতঃ আমার রোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। হে বরানন! এক্ষণে আমি বিষশূন্য ও তোমার বশীভূত হইলাম। স্ত্রীপুত্র ও বান্ধবগণের সহিত আমাকে তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে এবং কাহারই বা অধীনতায় বাধ্য হইবে, আদেশ কর এবং আমার প্রাণ রক্ষা কর।

সর্পারিকেতন ভগবান্ কৃষ্ণ তাহাকে অবনত দেখিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, উরগেশ্বর! আমি তোমায় এই যমুনাহ্রদে বাস করিতে দিব না। তুমি স্ত্রীপুত্র ও বান্ধবগণের সহিত সমুদ্রজলে যাও। যদি তুমি, বা তোমার পুত্রাদি কোন পরিবার, পুনরায় এ স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ সংহার করিব। এক্ষণে যমুনা বারি স্নানযোগ্য হউক; তুমি মহাসমুদ্রে প্রস্থান কর। তথায় গরুড় হইতে তোমার আনষ্টাশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু তুমি সেই বিনতাসুতকে এই পদচিহ্ন দেখাইলে, তিনি তোমাকে সংহার করিবেন না।

উরগপতি কালিয় কৃষ্ণের এই কথা শিরোধার্য্য করিয়া গোপগণের সাক্ষাতেই যমুনা হ্রদ হইতে অন্তর্হিত হইল। তখন কৃষ্ণও হ্রদতীরে সমুত্তীর্ণ হইলেন। গোপগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও স্তব করিয়া হৃষ্টচিত্তে গোপবর নন্দকে কহিলেন, গোপশ্রেষ্ঠ! তোমার যখন এমন পুত্র তখন তুমি ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছ। অদ্যাবধি ধেনুগণের, গোষ্ঠের ও আমাদিগের সকলের বিপদ্‌কালে কৃষ্ণ রক্ষাকর্ত্তা হইলেন। এক্ষণে মুনিগণসেবিত যমুনাজল অতিশয় সুখকর হইল। এক্ষণে ইহার তীরদেশে ধেনুগণ পরম সুখে বিচরণ করিতে পারিবে। আমরা যে গোপ, তাহা স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে; কেন না, এতদিন ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় এ কৃষ্ণকে মহাপ্রতাপশালী বলিয়া জ্ঞাত হইতে পারি নাই। গোপগণ বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কৃষ্ণের এইরূপ গুণাবলী কীর্ত্তন করত দেবগণের চৈত্ররথবন গমনের ন্যায় ব্রজধামে গমন করিল।

—:০:—

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়। ৬৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! বীর্য্যবান্ কৃষ্ণ এইরূপে উরগপতি কালিয়কে দমন করিয়া বলরাম সমভিব্যাহারে তথায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে গোচারণ করত রমণীয় গোবর্দ্ধন পর্ব্বত সমীপে উপনীত হইলেন। এবং উহার উত্তরে যমুনাতীরে পরম রমণীয় এক প্রকাণ্ড তালবন দর্শন পূর্ব্বক তথায় বৃষশিশুর ন্যায় পরম আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ স্থান সমতল, স্নিগ্ধ, মনোহর তালপত্র পরিব্যাপ্ত, কুশাকীর্ণ এবং লোষ্ট্র ও পাষাণ গুটিকা বর্জ্জিত। তথাকার মৃত্তিকা সকল কৃষ্ণবর্ণ; শ্যামপর্ব্ব স্থূলস্কন্ধ অত্যুন্নত তাল বৃক্ষ সকল হস্তিহস্তের ন্যায় আয়ত ও তালে পরিপূর্ণ। তথায় বাগ্মিবর দামোদর বলরামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! এই বনস্থলী পক্বতালফলের গন্ধে সুবাসিত

হইয়াছে। এই ফল অতি সুস্বাদু, সুগন্ধি, সুরস এবং দেখিতে শ্যামবর্ণ; অতএব আসুন, ইহা পাতিত করা যাক্। ইহার গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হওয়াতে আমার বোধ হইতেছে যে, ইহা অমৃততুল্য সুস্বাদু হইবে।

রোহিণীনন্দন বলরাম দামোদরের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবলীলাক্রমে তাল ফল পাতিত এবং ঐ বৃক্ষসকল বিকম্পিত করিলেন। ঐ তালবন মনুষ্যগণের দুরাক্রম্য ও অসেবনীয়। তথায় রাক্ষসের আবাসতুল্য প্রকাণ্ড ঊষরভূমি বিরাজিত। গর্দ্দভবেশধারী ধেনুকনামা নিদারুণ দৈত্য খরযূথে পরিবৃত হইয়া ঐ বনে বাস করিত। উহা ঐ দৈত্য কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইত। কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী, কি অন্যান্য প্রাণী কেহই উহার ভয়ে তথায় গমন করিত না। ধেনুক দৈত্য, হস্তী যেমন করতালি শ্রবণে ক্রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ তালপতনের ঘোরতর শব্দে অতিমাত্র রোষপরায়ণ হইয়া সেই শব্দানুসারে ধাবমান হইল। তাহার দর্পে কেশর সকল কণ্টকিত, চক্ষুর্দ্বয় স্তব্ধ, খুরক্ষেপে মহী বিদীর্ণ এবং মুহুর্মুহুঃ হ্রেষা রব সমুত্থিত হইল। দশনায়ুধ দুষ্ট রাসভ ঊর্দ্ধপুচ্ছ অন্তকের ন্যায়, মুখব্যাদান পূর্ব্বক তথায় উপনীত হইল। ধ্বজতুল্য সমুন্নতকায় বলরামকে তালবৃক্ষের নিম্নভাগে দণ্ডায়মান দর্শন করিয়া দংশন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সে মুখ পরিবর্ত্তন করিয়া পশ্চাদ্ভাগস্থিত পাদদ্বয়ে যেমন তাঁহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিবে, অমনি তিনি তাহাকে উভয় পদে ধারণ পূর্ব্বক বিঘূর্ণিত করিয়া তালবৃক্ষের শিরোভাগে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে রাসভের উরু, কটী, গ্রীবা ও পৃষ্ঠাদি অবয়ব সকল চূর্ণ হইয়া গেল। তৎকালে সে ধরাতলে পতিত ও গতাসু হইল; তাহার পতনসময়ে কতকগুলি তাল ফলও ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। তখন বলরাম নিহত রাসভের অন্যান্য জ্ঞাতিগণকেও সেইরূপে সংহার করিলেন। এইরূপে গর্দ্দভ দেহ ও তাল ফল পতিত হওয়াতে ধরিত্রী মেঘাচ্ছন্ন শারদীয় নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল।

এইরূপে গর্দ্দভবেশধারী দৈত্য স্বগণে নিপাতিত হইলে, সেই রমণীয় তালবন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয়তা ধারণ করিল। তথায়, কোন রূপ ভয়, বা উপদ্রব কিছুই রহিল না। ধেনুগণ পরম সুখে সেই উৎকৃষ্ট নির্ম্মল তালবনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। গোপালগণ পরম আনন্দিত হইয়া তথায় বিচরণ করিতে ক্ষান্ত হইল না। অনন্তর ধেনুগণ বিচরণ করত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে, নগেন্দ্রসমপরাক্রম কৃষ্ণ বলরাম পর্ণাসন আস্তীর্ণ করিয়া পরম সুখে শয়ন করিতে লাগিলেন।

—•—

সপ্ততিতম অধ্যায়। ৭০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর তাঁহারা উভয়ে হৃষ্টচিত্তে গোধন বিচারণ, তৃণপূর্ণ বনশোভা সন্দর্শন এবং কখন বাহ্বাস্ফোটন, কখন সঙ্গীত, কখন পুষ্পচয়ন, কখন ধেনু ও বৎসগণের নামোল্লেখ পূর্ব্বক আহ্বান করিতে করিতে সেই তালবন হইতে ভাণ্ডীর বনে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের বক্ষঃস্থল বনমালায় বিভূষিত এবং স্কন্ধে শিক্য সংলগ্ন থাকাতে তাহাদিগকে উদ্গতশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে এক জন সুবর্ণবর্ণ এবং অপর ব্যক্তি অঞ্জন বর্ণ-বসন পরিধান করিয়াছিলেন; ঐ বসনদ্বয় পরস্পরের দেহ সংশ্লিষ্ট হওয়াতে উভয়ের পরিধান

বস্তুও এরূপই বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা ইন্দ্রধনু সমাযুক্ত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। উভয়ে কুপ-কুসুমে বর্ণভূষণ প্রস্তুত করিয়া বন্যবেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক অন্যান্য গোপ বালককে সঙ্গে লইয়া গোবর্দ্ধন গিরির সমীপদেশে লোকপ্রসিদ্ধ বাল্যক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যাঁহারা দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন, তাঁহারাই যে, আবার মানুষকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, এইরূপে তাঁহারা সকলে ক্রীড়া করিতে করিতে যথাকালে বহুশাখাসঙ্কুল ভাণ্ডীর বৃক্ষের তলে উপনীত হইলেন। তথায় তাঁহারা সান্দোলিকা দ্বারা প্রস্তর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ব্যায়াম এবং গোপালগণের সহিত আহ্লাদসহকারে বাহুযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন ছিদ্রান্বেষী দৈত্যবর প্রলম্ব বন্য পুষ্পে সুশোভিত হইয়া গোপাল বেশে তথায় আগমন পূর্ব্বক হাস্য ও ক্রীড়া করতঃ তাহাদিগকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। সে গোপালবেশ ধারণ করাতে সকলেই তাহাকে গোপবালক বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তখন অসুরবর প্রলম্ব রন্ধ্রান্বেষী হইয়া সতত কৃষ্ণ বলরামের প্রতিই সুদারুণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণকে অদ্ভুত পরাক্রম বিবেচনা করিয়া বলরামকে সংহার করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইল। অনন্তর সকলে "দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া কে কাহাকে পরাজিত করিতে পারে" এই উদ্দেশে দুই দুই বালকে একত্র দণ্ডায়মান হইল। কৃষ্ণ শ্রীদামের, বলরাম প্রলম্বের এবং অন্যান্য বালকগণ অন্যান্যের সহিত সমবেত হইল। সকলেই পরস্পর পরস্পরের লঙ্ঘনবাসনায় দ্রুতবেগে গমন করিল। অনন্তর শ্রীদাম কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইল। বলরাম প্রলম্বকে পরাস্ত করিল। কৃষ্ণপক্ষীয় বালকগণের নিকট অপরাপর গোপবালকদিগের পরাজয় হইল। এই রূপে সকলে মহাআহ্লাদ প্রকাশ করত ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া ভাণ্ডীর বটতলে প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু প্রলম্বাসুর প্রত্যাগত না হইয়া বলরামকে স্কন্ধে লইয়া চন্দ্রসমবেত মেঘের ন্যায় বিপরীত দিকে প্রস্থান করিল। কিছু দূর গমন করিতে করিতে বলরামের ভার সহ্য করিতে পারিল না। তখন সে ইন্দ্রাধিষ্ঠিত মেঘের ন্যায় শরীর পরিবর্দ্ধন করিতে লাগিল। তখন তাহার শরীর ভাণ্ডীর বট ও স্নিগ্ধ অঞ্জন গিরির ন্যায় প্রকাণ্ড হইয়া উঠিল। তাহার মস্তক সূর্য্যসন্নিভ পঞ্চস্তবকযুক্ত মুকুটে সুশোভিত; আনন অতি বৃহৎ ও সমুজ্জল; গ্রীবাদেশ অতি দীর্ঘ এবং লোচন শকটচক্রাকার; তাহাকে সূর্য্যাধিষ্ঠিত মেঘের ন্যায় ও মূর্ত্তিমান অন্তকের ন্যায় বোধ হইল। সে পদভরে ধরিত্রী বিনমিত করিতে থাকিল। তাহার বসন ভূষণ মাল্যাভরণের সহিত দোদুল্যমান হইল। প্রলয়কালে অন্তক যেমন সমুদ্রবেগপ্লাবিত অখিল জগৎকে সংহার করে, তদ্রূপ সে রোহিণীকে সংহরণ করিয়া জলভারাবনত অম্বুদের ন্যায় ধীরে ধীরে তথা হইতে গমন করিতে লাগিল। শ্রীমান্ বলরাম প্রলম্ব কর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ ও উহ্যমান হইয়া নভোমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ কর্ত্তৃক নীয়মান চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং তিনি দৈত্যস্কন্ধে অধিরূঢ় হওয়াতে স্বীয় জীবনের প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, কেশব! পর্ব্বতাকার দৈত্য মনুষ্যমায়া প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে হরণ করিতেছে। এখন কি রূপে দর্পপ্রভাবে দ্বিগুণতেজা পরিবর্দ্ধিত শরীর এই দুষ্টচেতাকে শাসন করি।

তখন বলরামের বলবৃত্তাভিজ্ঞ কৃষ্ণ সস্মিতমুখে হর্ষমধুর বাক্যে কহিলেন, আর্য্য!

আপনি যথার্থই এই মানুষভাব ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং জগন্ময় দেব এবং আপনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর। আপনি প্রলয়কালে সাগর সলিলে শয়নকালীন স্বীয় নারায়ণরূপ একবার স্মরণ করুন। পুরাতন দেব, ব্রহ্মা ও সলিল প্রভৃতি সমুদায়ই যে, আপনার রূপান্তর তাহাও আপনি একবার চিন্তা করুন। কোন সময়ে নভোমণ্ডল আপনার শিরোদেশ, সলিল মূর্ত্তি, ক্ষমা পৃথিবী, অনল মুখ, পবন নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং মন ব্রহ্মা, রূপে পরিণত হইয়াছিল। আপনি সহস্রমুখ, সহস্রাঙ্গ, সহস্রচরণ, সহস্রলোচন, সহস্র পদ্মনাভ, সহস্রাংশুধর ও অরিবিনাশন। জগতে আপনার প্রকাশিত বস্তুই দেবগণের দৃষ্টিগোচর হয়। আপনার অনির্দ্দিষ্ট বিষয় অন্বেষণ করা কাহার সাধ্য? জগতে যাহা জ্ঞাতব্য, তৎসমুদায়ই আপনাকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

আপনি একাকী যাহা অবগত আছেন, সমস্ত দেবগণেরও তাহা বিদিত নাই। আপনি স্বয়ম্ভু; আপনার স্বয়ম্ভূত মূর্ত্তি দেবগণেরও দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহারা কেবল আপনার কৃত্রিম মূর্ত্তিরই পূজা করেন। তাঁহারা আপনার অন্ত দর্শনে সমর্থ হন না; অতএব, আপনি অনন্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আপনি সূক্ষ্ম, আপনি স্থূল এবং আপনি অদ্বিতীয়। যাঁহাদিগকে সূক্ষ্ম বলিয়া গণ্য করা যায়, তাঁহারাও আপনার অন্ত পান না। আপনি জগতের স্তম্ভস্বরূপ। এই শাশ্বত জগৎ আপনাতেই অবস্থান করিতেছে। আপনি এই অনন্ত জীবপূর্ণ সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছেন। চতুঃসাগর আপনার দেহাবরণ। আপনি চারি বর্ণের বিভাগ বিলক্ষণ অবগত আছেন। আপনি চতুর্যুগের প্রণেতা এবং সর্ব্বলোকের চাতুর্হোত্র যজ্ঞের ফলভূক। আমার মতে, লোকগণের পক্ষে আমি যেরূপ, আপনিও তদ্রূপ; কেবল জগতের হিতসাধনার্থ আমাদের উভয়ের একদেহ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। আমি শাশ্বত কৃষ্ণ এবং আপনি পুরাতন অনন্ত। আপনার বল অচিন্তনীয়। আপনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন। আমরা একদেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া জগৎ ধারণ করিতেছি। আপনি যেমন সনাতন, আমিও তদ্রূপ। অতএব, যদি আমাদের উভয়ের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই, তবে আপনার মুগ্ধ হইবার প্রয়োজন কি? আপনি বজ্রকল্প মুষ্টিদ্বারা ঐ দৈত্যের মস্তকে আঘাত পূর্ব্বক সংহার করুন।

রোহিণীনন্দন বলরাম মহামনা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ সংস্মারিত হইয়া ত্রৈলোক্যব্যাপী স্ববল অবলম্বন পূর্ব্বক বজ্রকল্প মুষ্টি দ্বারা দুরাত্মা দৈত্যের শিরোদেশে তাড়না করিলেন। তখন তাহার মস্তক দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর সে জানুপ্রহারে গতপ্রাণ হইয়া ধরাতলে শয়ন করিল। তখন পর্ব্বত হইতে গৈরিকাক্ত বারিধারা যেমন নিপতিত হয়, তদ্রূপ তাহার শরীর হইতে শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল। প্রতাপবান্ বলরাম স্বীয় বল সংহরণ করিয়া কৃষ্ণসকাশে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

এইরূপে মহাবল বলরাম প্রলম্বাসুরকে সংহার করিলে, মহাত্মা কৃষ্ণ, গোপগণ ও দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বালককালে বলপূর্ব্বক অনায়াসে দৈত্যকে সংহার করিলেন বলিয়া দেবগণ তাঁহার "বলদেব" নাম রাখিলেন। দেবগণের দুর্দ্ধর্ষ প্রলম্বাসুরের সংহার অবধি বলদেবের বল লোকের বিদিত হইল।

—•••—

একসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাত্মা কৃষ্ণ ও বলরাম এইরূপে বনে বিচরণ করিতে করিতে দুই মাস বর্ষা অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ব্রজে উপনীত হইয়া শুনিলেন, শক্রমহোৎসব উপস্থিত হইয়াছে ও গোপগণ তাহাতে অতিশয় উৎসুক আছে। তখন কৃষ্ণ কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপগণ! তোমরা যে শক্র মহোৎসবে আমোদিত হইয়াছ। তাহা কিরূপ? তখন তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ গোপ কহিল, অরিনিসূদন বৎস! যে কারণে ইন্দ্রধ্বজ পূজা করা যায়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শক্র, দেবতা ও মেঘগণের ঈশ্বর। এ সেই শাশ্বত লোকনাথের মহোৎসব। মেঘসমূহ তাঁহারাই প্রেরণায় তাঁহার আয়ুধে বিভূষিত হইয়া নব সলিল বর্ষণ পূর্ব্বক শস্য উৎপাদন করে। তাঁহারই আজ্ঞানুসারে কার্য্যসম্পাদন করিয়া থাকে। তিনি তাহাদিগকে জল প্রদান করেন। সেই ভগবান্ পুরন্দর প্রসন্ন হইয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে প্রীত করিয়া থাকেন। তিনি যে শস্য সমুৎপাদন করেন, অন্যান্য দেহিগণ ও আমরা তাহা ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকি। এবং তদ্দ্বারাই দেবগণকে প্রীত করা যায়। দেবতা প্রীত হইয়া বারিবর্ষণ করিলেই আবার শস্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পৃথিবী পরিতৃপ্ত হইলেই এই জগৎ অমৃতময় লক্ষিত হয়; ধেনুগণ দুগ্ধবতী ও বৎসবতী হয়; এবং বৃষাদি সমুদায় গোধন তৃণ ভক্ষণ করত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া থাকে। যেখানে মেঘসকলকে বারিবর্ষণ করিতে দেখা যায়, তথায় শস্য বা তৃণ বিহীন ভূমি এবং বুভুক্ষার্দ্দিত ও মনুষ্য দৃষ্টি গোচর হয় না। পুরন্দর সূর্য্যের সরস গভস্তি আকর্ষণ করেন; সেই রশ্মি হইতে অতি পবিত্র পয়ঃ ক্ষরিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। ঐ সলিল আবার মেঘে বায়ু কর্ত্তৃক বেগে আলোড়িত হইয়া গর্জ্জন করে। বায়ুযুক্ত বলাহক কর্ত্তৃক উহ্যমান সলিলের শৈল-বিদারক বজ্রসমশব্দ শ্রুতি গোচর হইয়া থাকে। শক্র বজ্র নিক্ষেপতুল্য আকাশচারী কামগামী ভৃত্যস্বরূপ মেঘ দ্বারা সেই সলিল বর্ষণ করেন। মেঘ সকল কখন দুর্দ্দিনের সৃষ্টি করে, কখন ছিন্নভিন্ন হয়, কখন ভিন্নাঞ্জনাকার হয়, কখন জলকণা বর্ষণ করে, কখনবা তাহাও করে না। দেবরাজ ইন্দ্র মেঘমণ্ডলে নভোমণ্ডল এইরূপ বিভূষিত করিয়া থাকেন। ইন্দ্রপ্রভাবেই সূর্য্যরশ্মিসম্ভূত জলসকল এইরূপেই সর্ব্বজীবের উপকারার্থ ধরাতল আপ্লুত করে। হে কৃষ্ণ! শক্রপ্রভাবেই পৃথিবীমণ্ডলে বর্ষাগম হওয়াতে রাজগণ ও অন্যান্য মানবগণ পরমাহ্লাদে ইন্দ্রদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। অতএব, আমরাও ইন্দ্রমহোৎসবে প্রবৃত্ত হই।

—:•:—

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! দামোদর শক্রের প্রভাব জানিয়াও সেই বৃদ্ধ গোপের মুখে ইন্দ্রমহোৎসববিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে গোপশ্রেষ্ঠ! আমরা বনচারী গোপ; গোধন আমাদের জীবন; গিরি, বন ও গোধনই আমাদের দেবতা। যেমন কৃষকগণ কৃষিজীবী এবং বণিক্‌গণ পণ্যজীবী, তেমনি আমরা গোধনজীবী। যে ব্যক্তি যে বিদ্যা সম্পন্ন হয়, তাহাই তাহার পূজনীয়া ও মহোপকারিণী পরম দেবতা। যে ব্যক্তি একের ফলভোগী হইয়া অন্যের অর্চ্চনা

করে, সে কি ইহলোক, কি পরলোক, কুত্রাপি মঙ্গললাভে সমর্থ হয় না। কৃষির সীমা ক্ষেত্র, ক্ষেত্রের সীমা বন, বনের সীমা গিরি; এবং সেই গিরিই আমাদের একমাত্র গতি। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, গিরি সকল মূর্ত্তিমান হইয়া স্ব স্ব গুহায় বিচরণ করত কখন সিংহ, কখন বা ব্যাঘ্র রূপ ধারণ পূর্ব্বক বনচ্ছেদীদিগকে বিত্রাসিত করিয়া বনরক্ষা করে।

যখন দুর্ব্বৃত্তেরা বনের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই বনজীবীরা রাক্ষসের মত তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রযজ্ঞের; কৃষকগণ সীতাযজ্ঞের এবং গোপগণ গিরিযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন। অতএব বনমধ্যে গিরিযজ্ঞানুষ্ঠান করাই আমাদের উচিত। আমার অভিলাষ যে, এক্ষণে গিরিযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। পাদপমূলে কিম্বা পর্ব্বতোপরি স্থণ্ডিলাচন পূর্ব্বক কুণ্ডমণ্ডপাদি বিস্তার করিয়া পবিত্র পশুবলি প্রদান কর। আর বৃথা কালক্ষেপণ করিও না। শারদীয় পুষ্পমালায় বিভূষিত গোধনসমূহ পর্ব্বতবরকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বনমধ্যে গমন করুক। এক্ষণে শরৎকাল সমাগত, জল তৃণাদি সুস্বাদু এবং নভোমণ্ডল মেঘশূন্য ও নির্ম্মল হইয়াছে। সলিল সকল শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। বনভূমি কোথাও পুষ্পিতপ্রিয়ঙ্গুবৃক্ষে গৌরবর্ণ, কোথাও বা বানাসন বৃক্ষে শ্যামবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। উন্মত্ত ময়ূরগণের কেকারব আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। জলদজাল জল, বজ্র ও অচিরপ্রভাবিহীন হইয়া বিগতদন্ত কুঞ্জরসমূহের ন্যায় আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে। নিম্নগাসমূহ বৃক্ষপত্র, বায়ু ও বৃষ্টিপ্রভাবে কলুষিত হইয়াছিল, এখন প্রসন্নসলিলা হইয়াছে। অম্বরতল শুভ্রবর্ণ মেঘরূপ উষ্ণীষ, হংসাবলিরূপ চামর এবং পূর্ণচন্দ্ররূপ শ্বেতচ্ছত্র দ্বারা সুশোভিত হইয়া যেন রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছে। মেঘাপগমে জল সকল ক্ষীণতা প্রাপ্ত হওয়াতে হংসগণ যেন উপহাস ও সারসগণ যেন উৎক্রোশ করিতেছে। চক্রবাকুস্তনী, পুলিননিতম্বিনী, হংসহাসিনী স্রোতস্বতী সকল স্বীয় পতি সমুদ্রসমীপে গমন করিতেছে। জলনিচয় প্রফুল্লকুসুম সমূহে বিভূষিত এবং নভোমণ্ডল বিচিত্র নক্ষত্রমালায় অলঙ্কৃত হইয়া উভয়ে যেন রজনীযোগে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতেছে। বলাকাশ্রেণী সমূহের কলরব শ্রবণ এবং ধান্যপরিপক্কতা নিবন্ধন ক্ষেত্র সকলের পাণ্ডুর বর্ণ ও রমণীয়তা সন্দর্শন করিলে, মন একান্ত আহ্লাদিত হয়। পুষ্করিণী, বাপী ও তড়াগ সকল প্রস্ফুটিত পঙ্কজসমূহে সুশোভিত হইয়াছে। ক্ষেত্র, সরিৎ ও সরোবর সকল রমণীয় শ্রী ধারণ করিয়াছে। লোহিত, নীল ও শ্বেতবর্ণ জলজ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে। শিখিকুল মত্ততা পরিত্যাগ করিয়াছে। বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত, অম্বরতল মেঘবিহীন, এবং সমুদ্র নিশ্চল হইয়াছে। বনস্থল বর্ষাপগমে শিথিলতাপ্রাপ্ত, নৃত্যনিবন্ধন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিখিপুচ্ছসমূহে যেন অসংখ্য নেত্রবিশিষ্ট হইয়াছে। হংসসারস সম্পন্ন এবং লতাও কাশ কুসুমসমাকীর্ণ পঙ্কিল তীর ভূমি দ্বারা যমুনার শোভার সীমা নাই। ক্ষেত্রমধ্যে শস্যসকল পরিপক্ক হইলে, খগকুল শস্য ও জলজমৎস্যলোভে প্রমত্ত হইয়া কলরব করিতেছে। বর্ষাকালে মেঘসকল জলদ্বারা যে সকল শস্য সেচন করিয়াছিল, এক্ষণে সেই সকল শস্য পরিণত হইয়া উঠিয়াছে এখন নিশাকর মেঘময় বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরৎকালীন সমুজ্জ্বল জ্যোতি ধারণ করিয়া বিমল নভোমণ্ডলে হৃষ্টচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন। ধেনুগণ দ্বিগুণ দুগ্ধবতী, বৃষগণ দ্বিগুণ প্রমত্ত, ও বনশোভা

দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। জ্যোতিষ্কগণ জলদজালনির্ম্মুক্ত, জল জলজসম্পন্ন, এবং মানবচিত্ত একান্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তীক্ষ্ণরশ্মি দিবাকর জলদনির্ম্মুক্ত হইয়া শারদীয় সমুজ্জ্বল জ্যোতি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রমশঃ জল শোষণ করত অম্বরতলে দেদীপ্যমান হইতেছেন। বিজিগীষু নরপতিগণ স্ব স্ব সৈন্যসমভিব্যাহারে পররাজ্যাভিমুখে গমন করিতেছেন। বন্ধুজীব পুষ্পে লোহিতবর্ণ,সংসক্তপঙ্ক, বিচিত্র, রমণীয় বনস্থলে মন একবারপ্রবিষ্ট হইলে, আর অন্যত্র গমনে ইচ্ছুক হয় না। বনশোভী সর্জ্জ, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, নানাসন, নিকুম্ভ, প্রিয়ক ও স্বর্ণ পর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়া বনমধ্যে বিরাজমান হইতেছে। সমর মৃগ ও পেচকগণ বনের চারিদিকেই অবস্থান করিতেছে। শরৎসুন্দরী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া গর্গর শব্দ সমন্বিত গোপসমাজে পরিভ্রমণ করিতেছেন। বর্ষাকালে দেবগণ ইন্দ্রের নিকট পরম সুখে অবস্থান করিয়া থাকেন,সুতরাং তাঁহারাই পত্তাক্রকেতন,সুরেন্দ্রের পূজন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এক্ষণে বর্ষাকাল অতীত এবং শরৎ কাল সমাগত হইয়াছে। এ সময় শস্য সকল পরিণতাবস্থা লাভ করিয়াছে। শ্বেত, পীত ও নীলবর্ণ নানাপ্রকার পক্ষী ও নানাবিধ পুষ্পফলদ্বারা পর্ব্বত অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করায় বোধ হইতেছে যেন, নিবিড় নীরদ ইন্দ্রচাপ দ্বারা শোভা পাইতেছে। গিরিস্থিত বৃক্ষের শাখা সমুদায় ভবনের ন্যায় বিস্তীর্ণ ও লতান্বিত হইয়া মূলদেশ পর্য্যন্ত অবনত হইয়াছে। পর্ব্বতের শিখরদেশ সমধিক উন্নত। আমরা সম্প্রতি এই গিরিবর ও গোগণের অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হই। গোগণের শৃঙ্গ কর্ণাদি অবয়বে কর্ণভূষণ, ময়ূরপুচ্ছ, ঘণ্টা ও বিবিধ শরৎকালীন পুষ্প সকল সংযোজিত করিয়া পূজা কর। দেবতারা শক্রপূজা আরম্ভ করুন; কিন্তু আমরা গিরিযজ্ঞে প্রবৃত্ত হই। যদি আমার প্রতি তোমাদিগের শ্রদ্ধা থাকে, আমি যদি তোমাদের সুহৃদ হই, তাহা হইলে, আমি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে গোযজ্ঞ করাইব। গোধন সকল যে সতত সকলেরই পূজার্হ, তাহার আর সন্দেহ নাই; অতএব যদি সহজেই তাহাতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অবিচারিতচিত্তে যজ্ঞ আরম্ভ কর; আমার বাক্য মিথ্যা হয় না।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! গোধনজীবিগণ দামোদরের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে কহিল, হে বৎস! তোমার কথায় আমাদের পরম হর্ষ উপস্থিত হইল। তোমার পরামর্শ আমাদের গোধনগণের বৃদ্ধিকর বটে। তুমি আমাদের গতি, ভক্তি, আশ্রয়, অভয়দাতা ও পরম সুহৃৎ। তোমার জন্য এই গোপমণ্ডলী এবং গোকুল শত্রুবিহীন হইয়া স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করত কুশলে অবস্থান করিতেছে। জন্মাবধি তোমার দুষ্কর কার্য্য,অপরিমিত বল ও কীর্ত্তিকলাপ আমাদের মন বিস্মিত করিয়াছে। পুরন্দর যেমন দেবলোকে বল, যশ ও বিক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মর্ত্ত্যলোকে তুমিও তেমনি সর্ব্বপ্রধান। তুমি মর্ত্ত্যলোকে দীপ্তি ও প্রতাপে দিবাকর এবং রূপলাবণ্য, প্রসন্নতা ও সহাস্য আস্যে আকাশমণ্ডলস্থিত নিশাকর সদৃশ। দেবলোকে কার্ত্তিকের ভিন্ন মনুষ্য লোকে কেহই শরীর, বল বা বাল্যক্রীড়ায় তোমার সমকক্ষ হইতে পারে না। তুমি গিরিযজ্ঞসম্বন্ধীয় যে বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহোদধির তীর ভূমির ন্যায় তাহা উল্লঙ্ঘন করা কার সাধ্য? এক্ষণে ইন্দ্র মহোৎসব থাকুক; গোপ

ও গোধনগণের হিতসাধনার্থ তোমার কথিত গিরিযজ্ঞ আরম্ভ করা যউক। মনোহর দুগ্ধপাত্র সকল আহৃত, উদপানের নিমিত্ত সুশোভন কূপ সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত, এবং কল্পিত নদী ও কুল্যাদি দুগ্ধদ্বারা পরিপূর্ণ হউক। চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য পেয়াদি নানাবিধ দ্রব্য এবং মাংস ও অন্নের পাত্র সকল আহরণ করা থাকুক। গোপপল্লীস্থিত সমুদায় গাভীর দুগ্ধ তিন দিন আহরণ করিয়া রাখা হউক। মহিষাদি যে সকল পশু আমাদের ভক্ষ্য সেই সকল পশু বলি দান করা যাউক। এখন গোপগণের ও গোকুলের হর্ষবর্দ্ধন গিরিযজ্ঞ আরম্ভ হউক। সমস্ত গোপসমাজ তথায় একত্রিত হউক। তূর্য্যধ্বনি, বৃষভ গর্জ্জন ও বৎসের হম্বারবে গোপগণ পরম আনন্দলাভ করুন। দধির হ্রদ, শরের আবর্ত্ত, দুগ্ধের কুল্যা এবং স্তূপাকার মাংস ও অন্নের পর্ব্বত প্রস্তুত থাকুক।

অনন্তর গিরি-যজ্ঞ আরম্ভ হইল; গোপ, গোপী ও গোধনে সেই স্থান পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। যজ্ঞসমীপে বহ্নিস্থান, চরুস্থালী, নানাপ্রকার ভক্ষ্য বস্তু, বিবিধ গন্ধ মালা, নানাপ্রকার ধূপাদি যথাস্থানে সংস্থাপিত হইল। গোপগণ দ্বিজগণের সহিত উত্তম ভঙ্গিতে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর যজ্ঞাবসানে ভগবান্ কৃষ্ণ মায়াপ্রভাবে পর্ব্বতরূপী হইয়া সেই সমস্ত উত্তম অন্ন, দধি, দুগ্ধ ও মাংসাদি ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ভোজনে প্রবৃত্ত ও পরিতৃপ্ত হইয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। কৃষ্ণও ইচ্ছানুসারে ভোজন ও দুগ্ধপান করিয়া "পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম" বলিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন গোপগণ সেই পর্ব্বতশিখরস্থিত গিরিরূপধারী কৃষ্ণকে প্রণাম করিলে, কৃষ্ণরূপী ভগবানও তাঁহাদিগের সহিত স্বয়ং আপনাকে প্রণাম করিলেন। গোপগণ তাহাতে একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পর্ব্বতস্থিত ভগবান্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা আপনার বশবর্ত্তী দাস; অনুমতি করুন, আমরা আপনার কি কার্য্য সম্পাদন করিব।

অনন্তর পর্ব্বতরূপধারী কৃষ্ণ পর্ব্বতোচিত বাক্যে গোপগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গোপগণ! যদি গোধনগণের প্রতি তোমাদের দয়া থাকে, তাহা হইলে, অদ্যাবধি আমার পূজায় প্রবৃত্ত হও; আমি তোমাদের সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ দেবতা। তোমরা আমার প্রভাবে অসংখ্য গোধন লইয়া পরম সুখ সম্ভোগ কর। আমি তোমাদের মঙ্গলদাতা হইব। স্বর্গের ন্যায় অত্রত্য বনে বনে তোমাদের সহিত পরম সুখে বিহার করিব। নন্দ প্রভৃতি প্রধান প্রধান গোপগণকে প্রভূত ধন দান করিব। সবৎসা ধেনুগণ অবিলম্বে মৎসকাশে উপনীত হইলে আমি পরম প্রীত হইব।

সেই সময় ধেনু সকল বৃষগণসমভিব্যাহারে পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিবার জন্য তথায় উপনীত হইল, এবং তাহার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ঐ গোধনগণের শৃঙ্গাদি বনমালাদ্বারা সুশোভিত ছিল। গোপালগণ তাহাদিগকে নমস্কার করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তাহাদের অঙ্গ বিবিধ অনুলেপনে সমালিপ্ত হইয়াছে। তাহাদের কেহ পীতাম্বর, কেহ কৃষ্ণাম্বর, কেহবা শ্বেতাম্বর পরিধান করিয়াছে। তাহারা স্ব স্ব হস্তে ময়ূর পুচ্ছের কেয়ূর ও বিবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। এইরূপে গোপালগণের একত্র সমাগম হওয়ায় অত্যাশ্চর্য্য শোভা হইতে লাগিল। গোপালগণের মধ্যে কেহ কেহ বৃষে আরোহণ করিল; কেহ কেহ পরম আনন্দসহকারে নৃত্য করিতে

লাগিল; এবং কেহ কেহ বা মহাবেগগামী গোধন গণকে ভ্রমিত করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে ধেনুগণের প্রদক্ষিণ ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলেই অচিরাৎ গিরিবরের সেই মূর্ত্তিও অন্তর্হিত হইল। কৃষ্ণও গোপগণসমভিব্যাহারে ব্রজে প্রবেশ করিলেন। গোপগণের আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেই অদ্ভুত গিরিযজ্ঞব্যাপারে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল।

—:*:—

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! এইরূপে ইন্দ্রমহোৎসব প্রতিহত হইলে, ত্রিদশেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া সংবর্ত্তক মেঘগণকে কহিলেন, হে বলাহকগণ! যদি তোমাদের রাজভক্তি এবং আমার প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। দামোদরপরায়ণ নন্দাদি গোপগণ বৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক আমার উৎসবের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়াছে; অতএব, তোমরা তাহাদিগের জীবন স্বরূপ গোধন গণকে সপ্তরাত্রমধ্যে ঝটিকাবৃষ্টিদ্বারা নিপীড়িত কর, আমিও স্বয়ং ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক বজ্রাশনিসম সশব্দ বায়ুবৃষ্টির সৃষ্টি করিতেছি, তোমরা প্রচণ্ড বায়ু ও প্রচণ্ড বর্ষে বৎসসমবেত ধেনুগণের জীবন সংহারে প্রবৃত্ত হও।

কৃষ্ণ কর্তৃক শক্রমহোৎসব প্রতিহত হইলে পর, দেবরাজ ইন্দ্র মেঘগণকে এইরূপ আজ্ঞা করিবামাত্র ভীষণশব্দ পর্ব্বতাকার ভয়াবহ কৃষ্ণবর্ণ জলদজাল নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। সমস্ত নভোমণ্ডল একবারে তিমিরাবৃত হইল। ইন্দ্রধনু সমুদিত হইয়া মেঘমণ্ডল সুশোভিত করিতে লাগিল, তথায় ক্ষণপ্রভা ঘন ঘন প্রকাশ পাইতে লাগিল; মেঘসকল গগণমণ্ডলে কোন স্থানে গজাকৃতি, কোন স্থানে মকরাকৃতি কোন স্থানে বা সর্পাকৃতি ধারণ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। অযুত গজযূথ তুল্য মেঘ সকল পরস্পর সংঘটিত হইয়া নভস্তল সমাচ্ছন্ন করাতে বিপুল দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। জলধারা সকল মনুষ্যবাহু, গজশুণ্ড ও বেণুর আকার ধারণ করত নিপতিত হওয়াতে দুরবগাহ অগাধ অসীম মানবগণের ভ্রম সমারূঢ় হইয়াছে বলিয়া নয়নেত্রে বোধ হইতে লাগিল। ঘোরতর দুর্দ্দিনের আবির্ভাব হইল। শৈলোপম মেঘ সকল চতুর্দ্দিকে শব্দ করিতে আরম্ভ করিলে, পক্ষিগণ নভোমণ্ডল গমনে ক্ষান্ত হইল এবং মৃগগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল; ঘোরতর মেঘমণ্ডল চন্দ্রার্ক ও নক্ষত্রাদির প্রভা আচ্ছন্ন করত নিরন্তর বারি বর্ষণ পূর্ব্বক মনুষ্যদেহের সৌন্দর্য্য নাশ করিল। নভোমণ্ডলের শোভা তিরোহিত হইল। অবিরত বৃষ্টিপাতে চতুর্দ্দিকের ভূমি সকল জলময় হইয়া উঠিল। ময়ূরাদি বিহঙ্গমগণের কণ্ঠহইতে তাদৃশ শব্দ বহির্গত হইল না। নিম্নগা সকল পুনরায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভেক সকল লম্ফপ্রদান করত পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তরু এবং তৃণ সকল মেঘগর্জ্জন ও বজ্রাঘাত শব্দে জর্জ্জিত হইয়াই যেন কম্পিত হইতে লাগিল। গোপগণ ভয়ার্দ্দিত হইয়া "লোক সকলের অন্তকাল উপস্থিত; মহী একার্ণব হইল" এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল; সেই উৎপাতে ধেনুগণ অপরিসীম ক্লেশপরম্পরা ভোগ করত স্তম্ভিতের ন্যায় এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দুর্ব্বিষহ রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের উরু, চরণ, খুর ও আনন, সমস্তই নিস্পন্দ হইল। তাহাদের আর্দ্রদেহে রোম সমুদায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাহারা

ক্ষীণোদর ও ক্ষীণ পয়োধর হইয়া উঠিল, তন্মধ্যে কতগুলি প্রাণত্যাগ করিল। কতকগুলি শ্রান্ত ও কাতর হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। কতক গুলি বৎসসমভিব্যাহারে বৃষ্টিপাতে উদ্বেজিত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিল। কতকগুলি ধেনু বৎসগণকে ক্রোড়দেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। গোধন সমূহ এইরূপে বৃষ্টি প্রভাবে শ্রান্তোরু, নিরাহার ও কৃশোদর হইয়া কম্পিত শরীরে ভূমিতলে নিপতিত হইলে বালবৎস সকল উর্দ্ধমুখে দামোদরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। তাহাদের দীন বদন দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন, তাহারা সকাতরে দামোদরকে "আমাদিগকে পরিত্রাণ কর" এই কথা বলিতেছে। মহাত্মা কৃষ্ণ দুর্দ্দিন পাতে গোধনগণের বিনাশ এবং গোপগণের বিনাশ আসন্নতর দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে মনে মনে চিন্তা করত এইরূপ উপায় অবধারণ করিলেন যে, এই বনসমবেত পর্ব্বত উৎপাটন করণানন্তর ইহার নিম্নদেশে গোধনগণের বাসস্থান কল্পনা করি। দ্বিতীয় পৃথিবীর ন্যায় এই গিরি ধারণ করিলে, গোধন ও ব্রজবাসী সকল রক্ষিত এবং পর্ব্বতও আমার বশীভূত হইতে পারিবে। সত্যপরাক্রম কৃষ্ণ এই রূপ চিন্তা করিয়া নিজ বাহুবল প্রদর্শনার্থ সেই মহীধরকে উৎপাটিত করিলেন। সেই মেঘসমন্বিত মহীধর উৎপাটিত হইয়া কৃষ্ণের বামহস্তে ধৃত হওয়াতে গৃহাকারে পরিণত হইল। উৎপাটন সময়ে ঐ শৈল হইতে বৃক্ষ ও শিলাসকল শিথিল হইয়া কম্পিত ও পতিত হইতে লাগিল। ঘূর্ণায়মান ও শীর্য্যমান শৃঙ্গ সকল বিকৃত ও কম্পিত হওয়াতে পর্ব্বতকে আকাশগামী বিহঙ্গমের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। গিরিবর বিক্ষোভিত মেঘমিশ্রিত নির্ঝর প্রবাহে শিলানিচয় বিদীর্ণ করত কম্পিত হইতে লাগিল, আশ্রিত লোক সকল ঘোরতর বৃষ্টিপাত, শিলাপতন ও বায়ু প্রবাহের শব্দ কিছুই জানিতে পারিল না। গিরি নির্ঝরে নিপতিত শিলা ও মেঘ একত্র মিশ্রিত হওয়াতে মহীধর যেন প্রকাণ্ড পক্ষবান্ হইল। বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও অপ্সরোগণ চতুর্দ্দিকে কহিতে লাগিল যে, এই ভূধর পক্ষবান্ হইয়া উঠিয়াছে। ভূধর ক্ষিতি তল হইতে মুক্তমূল হইয়া কৃষ্ণের হস্তগত হওয়াতে বোধ হইল যেন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও অঞ্জনের একত্র সমাবেশ হইয়াছে। মেঘ জল প্রভাবে ঐ পর্ব্বতের কোন কোন শৃঙ্গ শিথিল কোন কোনটী বা ছিন্নার্দ্ধ হইল। মহীধর বিকম্পিত হওয়াতে উহার উপরিস্থিত বৃক্ষগণও কম্পিত হইতে লাগিল; সুতরাং ঐ সকল মহীরুহ হইতে বিবিধ পুষ্পনিচয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। পৃথুশিরা ফণাভূষিত সর্পগণ ক্রুদ্ধচিত্তে গিরি বিবর হইতে বহির্গত হইয়া নভোমার্গে বিচরণ করিতে লাগিল। বিহঙ্গমগণ বর্ষাপাতে ও ভয়ে একান্ত দুঃখিত হইয়া পুনঃ পুনঃ নভোমার্গে সমুত্থিত ও অধোমুখে নিপতিত হইতে থাকিল। সিংহগণ ক্রুদ্ধচিত্তে সজল জলদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। শার্দ্দূলগণ মথ্যমান মন্থনভাণ্ডের ন্যায় শব্দ আরম্ভ করিল। পর্ব্বতের সমতল স্থান সকল বিষম এবং বিষম স্থান সকল সমতল হইয়া উঠিল। পর্ব্বত অতি বৃষ্টিপ্রভাবে রুদ্রদেবস্তম্ভিত ত্রিপুর পুরের ন্যায় এবং নীলবর্ণ-নীরদে সমাবৃত হইয়া কৃষ্ণের হস্তে ছত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। গুহামুখ সকল মেঘাবরণে নিমীলিত হইল; পর্ব্বতবরকে কৃষ্ণের বাহুরূপ উপাধানে মস্তক রাখিয়া নিদ্রাগত বলিয়া বোধ হইল। তাহার উপরিস্থিত বৃক্ষে পক্ষীর কলরব বা ময়ূরধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল না!

ভূধর যেন আকাশে অবস্থিত রহিয়াছে। উহার গুহা সকল ঘূর্ণিত, বিকম্পিত ও বিপর্য্যস্ত হওয়াতে গিরি-কানন সকল জ্বররোগীরভাব ধারণ করিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বায়ুবাহন মেঘ সকল মহেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সেই পর্ব্বত শিখরে নিরন্তর বারিধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কেশবের হস্তাগ্রে লম্বমান সঘন অচল, নৃপতিনিপীড়িত রথাদিরূঢ়দেশের ন্যায় শোভমান হইল। মহান্ জনপদ যেমন নগরকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, তদ্রূপ মেঘ সকল সেই মহীধরকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিল। প্রজাপতিতুল্য গোপরক্ষক দামোদর শৈলহস্তে হাস্য করত কহিলেন, গোপবৃন্দ! এই আমি গোধনগণের জন্য দেবদুঃসাধ্য প্রবল বায়ু নিবারক গিরিগৃহ নির্ম্মাণ করিলাম। এক্ষণে গোধনগণ অবিলম্বে এই অচলগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পরম সুখে অবস্থান করুক। তোমরা যথাযথ ও যথাজ্যেষ্ঠানুসারে উহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দাও। শৈলোৎপাটনে প্রভূত স্থান হইয়াছে। ইহাতে ব্রজের কথা কি, ত্রিলোক রক্ষা করিতে পারা যায়।

অনন্তর ধেনুগণের হম্বারবসমবেত ঘোরতর শব্দ, গোপগণের মহান্ কলরব এবং গিরি-বাহির্দ্দেশে তুমুল মেঘগর্জ্জনও সমুত্থিত হইল। গোপগণ পথ নির্দ্দেশ করিলে, ধেনুগণ যথানুসারে ক্রমশঃ গিরিগহ্বরেপ্রবেশ করিতে লাগিল। স্থিরবেশে উন্নত শিলাময় স্তম্ভ সদৃশ মহাত্মা দামোদরও প্রিয় অতিথির ন্যায় অচলকে ধারণ করিয়া রহিলেন। গোপদিগের ভাণ্ড ও যুগশকটাদি সমস্তই বর্ষাভয়ে তাহার মধ্যে প্রবেশ করান হইল।

বজ্রধারী ইন্দ্র কৃষ্ণের এই দেবাতীত কার্য্য সন্দর্শনে স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিফল জ্ঞান করিয়া জলদগণকে নিবারণ করিলেন এবং সপ্তাহ পরে ভগ্ন মনোরথ হইয়া মেঘগণ সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন। নভোমণ্ডল নির্ম্মল হইয়া উঠিল। সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ বিস্তার করিতে লাগিলেন। ধেনুগণ শ্রমবিহীন হইয়া যে পথে গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিল, আবার সেই পথ দিয়া নির্গত হইল। ঘোষগণের চিত্তে বিশ্বাস জন্মিলে তাহারা পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব স্থান অধিকার করিল। অটলদেহ কেশবও প্রসন্ন চিত্তে অচলকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণকে গোবর্দ্ধনগিরিধারণ ও ধেনুগণকে পরিত্রাণ করিতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার দর্শনাভিলাষে জলশূন্য মেঘ সমবর্ণ মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গ ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক মহীতলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং দেখিলেন, তেজঃপুঞ্জকলেবর গোপবেশধারী বিষ্ণু নির্জ্জনে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে শিলাতলে বসিয়া রহিয়াছেন। উরগাসন পক্ষিপুঙ্গব গরুড় অন্তর্হিত ভাবে পক্ষদ্বয় বিস্তৃত করিয়া তাঁহার মস্তকোপরি ছায়া প্রদান করিতেছেন, তিনি সেই সজল জলদবর্ণ শ্রীবৎসধারী সর্ব্বলোকবৃত্তান্তদর্শী কৃষ্ণের সন্দর্শনে নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল সহস্রনেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জিত হইয়া ঐরাবত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তাঁহার শরীরে দিব্য অনুলেপন এবং গলদেশে দিব্য মাল্য, করে বজ্র, শিরোদেশে বিশুদ্ধকাঞ্চনস্ফূর্ত্তি সন্নিভ মুকুট, শ্রুতিমূলে হীরকখচিত কুণ্ডল, এবং উরঃস্থলে সহস্রদল পদ্মের ন্যায় পঞ্চ স্তবক মনোহর হার শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর তিনি যেরূপ মেঘগম্ভীর স্বরে দেবগণকে আদেশ করেন, তদ্রূপ অতি মধুর স্বরে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে জ্ঞাতিগণের আনন্দ-

র্দ্ধন মহাবাহো কৃষ্ণ! আমি প্রলয় মেঘগণকে বর্ষণার্থ আদেশ করিলে, তুমি দেবাতীত কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক অনুরাগ বশতঃ যে গোপগণের রক্ষা করিয়াছ, তাহাতে আমি একান্ত সন্তুষ্ট হইলাম। হিরণ্যগর্ভধারণের ন্যায় নভোমণ্ডলে গৃহ তুল্য গোবর্দ্ধন গিরিধারণে কে না বিস্মিত হইয়া থাকে? মদীয় মহোৎসবের নিবারণে আমি একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাত দিন বারিবর্ষণ করিয়াছি। তুমি ভিন্ন, দেবতা, বা অসুর, কেহই এ কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ নহেন। কৃষ্ণ! তুমি মানব দেহ ধারণ করিয়া, আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াও যে নিজ সমগ্র বৈষ্ণব তেজ গোপন করিয়াছ, তাহাতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, দেবকার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। হে বীর! তুমি নিজতেজঃসম্পন্ন হইয়া মানুষদেহ ধারণ করাতে, প্রয়োজন সমস্তই সিদ্ধ হইবে। কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। কারণ, তুমি দেবগণের নেতা ও সর্ব্বকার্য্যের অগ্রগামী; এবং একমাত্র তুমিই দেবতা ও লোকদিগের মধ্যে সনাতন। তোমার ভার বহন করিতে পারে, এরূপ দ্বিতীয় কাহাকেও দেখিতেছি না। যেমন ভার কর্দ্দমাদিতে মগ্ন হইলে তাহার উদ্ধারার্থ শ্রেষ্ঠ বৃষকে নিয়োগ করা যায়, তেমনি দেবতারা বিপদে মগ্ন হইলে তুমিই তাঁহাদিগের বাহন হও। কৃষ্ণ! এই জগৎ সংসার সমস্তই তোমার শরীরে অধিষ্ঠিত। ব্রহ্মা, ধাতুর মধ্যে কাঞ্চনের ন্যায়, তোমাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কি বুদ্ধি, কি বয়স, কোন বিষয়েই স্বয়ং ব্রহ্মাও তোমার অনুগমন করিতে পারেন না; যেমন পঙ্গু ব্যক্তি দ্রুতগামীর অনুসরণ করিতে সমর্থ হয় না। অচলের মধ্যে হিমালয়, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, পক্ষীর মধ্যে গরুড় এবং দেবতার মধ্যে মি শ্রেষ্ঠ। জলের নিম্নে পাতাল, তাহার উপর ভূধরগণ, তাহার উপর পৃথিবী, পৃথিবীর উপর মনুষ্য, মনুষ্যলোকের উপর খগপ্রচর আকাশ, এবং আকাশের উপর সূর্য্য স্বর্গের দ্বার স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তাহার উপর বিমানপ্রচর মহান্ স্বর্গলোক; কৃষ্ণ! এই স্বর্গলোকে আমি ইন্দ্রত্ব পদে নিযুক্ত রহিয়াছি। স্বর্গের উপরে মহর্ষিগণপূজিত ব্রহ্মলোক। তথায় চন্দ্রের এবং মহাত্মা জ্যোতিষ্কগণের গতি আছে। তাহার উপর গোলোক; সাধ্যগণ ঐ লোক পালন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ! ঐ মহাকাশস্থিত মহৎলোক সর্ব্বব্যাপী। তোমার তপোময়ী গতি ঐ লোকেরও উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধে। আমরা সকলে পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও ঐ লোক অবগত হইতে পারি নাই। অধোবর্ত্তি ভয়ানক নাগলোক পাপীদিগের আবাস স্থান। পৃথিবী কর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের সর্ব্বকর্ম্মের ক্ষেত্র। যাহাদিগের স্বভাব বায়ুর ন্যায়, আকাশ সেই সকল চঞ্চলপ্রকৃতি জীবগণের আবাস। স্বর্গ সনদমশীল পুণ্যকর্ম্মাদিগের লোক। যাঁহারা ব্রহ্ম তপস্যা আচরণ করেন, ব্রহ্মলোক তাঁহাদিগের নিলয়। গোলোক গোগণেরই আবাস; সে লোকে গমন করা দুরূহ। কৃষ্ণ! সেই গোলোকের কষ্ট উপস্থিত হইলে, কর্ম্মকুশল ধৈর্য্যশীল তুমি উপদ্রব নাশ করিয়া উহাকে রক্ষা করিয়া থাক। অতএব হে মহাভাগ! গোগণের ও ব্রহ্মার বাক্যে প্রেরিত হইয়া এবং তোমারও শক্তি জানিয়া আমি আগমন করিয়াছি। কৃষ্ণ! আমি দেবরাজ, ইন্দ্র ও ভূতগণের অধিপতি; আর, অদিতির সন্তাতি পরম্পরা ধরিলে, আমি তোমার অগ্রজ ভ্রাতা; সুতরাং আমি মেঘরূপে তোমাকে তেজস্বীদিগের সমুচিত যে তেজ প্রদর্শন করিয়াছি, বিভো! তোমার তাহা ক্ষমা করা উচিত। অতএব, হে গজগামিন্ কৃষ্ণ! তুমি স্বীয় সুখদর্শন তেজোদ্বারা এইরূপে

ক্ষান্ত হইয়া ব্রহ্মার এবং গোগণের বাক্য শ্রবণ কর। ভগবান্ ব্রহ্মা এবং তোমার অলোকসাধারণ রক্ষণাদি কর্ম্মদ্বারা পরিতোষিত আকাশচারী স্বর্গবাসী গোগণ তোমাকে কহিয়াছেন যে, তুমি যাবদীয় লোক এবং এই মহৎ গোলোক রক্ষা করিয়া থাক। তাহাতেই আমরা বৃষের সহযোগে বৎস উৎপাদন করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছি। কামপ্রসূ আমরা বৃষ প্রসব করিয়া কৃষকদিগকে, পবিত্র ঘৃত উৎপাদন করিয়া দেবতাদিগকে এবং গোময় ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীকে তৃপ্ত করিতেছি। সুতরাং হে মহাবল! তুমি আমাদিগের গুরু ও প্রাণদাতা। প্রভো! আজি হইতে আমি এই সকল জলপূর্ণ সুবর্ণ ময় দিব্য কলস স্বহস্তে ঢালিয়া দিতেছি, তুমি অদ্য এই জলে অভিষিক্ত হও। আমি দেবগণের ইন্দ্র, তুমি গোগণের ইন্দ্র হইলে। পৃথিবীতে লোক সকল গোবিন্দ বলিয়া নিরন্তর তোমার স্তব করিবে। গোগণ তোমাকে আমারও উপর ইন্দ্রত্ব পদে স্থাপন করিল। কৃষ্ণ! স্বর্গে দেবগণ উপেন্দ্র নামে তোমার গুণ গান করিবে। বর্ষার যে চারি মাস আমার বলিয়া বিহিত হইয়াছে, উহার শেষার্দ্ধ শরৎকাল নামে তোমাকে উপহার দিলাম। আজ হইতে মনুষ্যগণ দুই মাস আমার বলিয়া গণনা করিবে। বর্ষার মধ্যভাগে আমাকে ধ্বজ উৎসর্গ করিবে, তাহার পর তুমি পূজা পাইবে। বর্ষার জল হওয়াতে ময়ূরগণের যে দর্প হইয়া ছিল, তখন তাহারা সে দর্প ত্যাগ করিবে। অন্যান্য যাহারা কালবশে মেঘের ন্যায় শব্দ করিয়া থাকে, তাহাদিগের শব্দ ও গর্ব্ব হ্রাস পাইবে এবং তাহারা সকলেই শান্ত ভাব ধারণ করিবে। তখন অগস্ত্য ত্রিশঙ্কুচরিত অর্থাৎ দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিবেন; সূর্য্যও সহস্রকর বিস্তার করত স্বীয় তেজে তাপিত করিয়া সেই দিকে গমন করিবেন। তাহাতে শরৎকালের প্রবৃত্তি হইলে ময়ূরগণের কামভাব লুপ্ত হইবে। চাতকসকল জল যাচ্ঞা করিতে থাকিবে। প্লুতগামী জীব সকল পলায়ন করিবে। নদী সমূহের তীর হংসসারসগণে পূর্ণ হইবে। ক্রৌঞ্চ সকল মত্ত হইয়া শব্দ করিতে থাকিবে। বৃষভগণ মত্ত হইয়া উঠিবে। গাভী সমস্ত আনন্দিত হইয়া প্রভূত দুগ্ধ ক্ষরণ করিতে থাকিবে। মেঘ সকল সমস্ত জল বর্ষণ করিয়া নিবৃত্ত হইবে। হংসকুল শস্ত্রসদৃশ নীলিম আকাশে বিচরণ করিবে। বাপী, সরোবর ও তড়াগ প্রভৃতি মনোহর নির্ম্মল জলাশয় সমূহে পদ্ম জন্মিবে; ক্ষেত্রসকল পক্ক অবনতাগ্র ধান্যে ব্যাপ্ত হইবে। জল মধ্যস্থ ভাবে নদীগর্ভে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। দিক্ সমস্ত শস্যে ভূষিত হইয়া মুনিরও মন হরণ করিবে। বর্ষাক্ষয়ে স্থল ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া পৃথিবীর শোভা বর্দ্ধিত হইতে! পথ সকল সুন্দর ও তৃণগণ ফলবান্ হইবে। দেশে পর্য্যাপ্ত ইক্ষু জন্মিবে এবং বিবিধ যজ্ঞের আরম্ভ হইবে। পবিত্র শরৎ ঋতুর এতাদৃশী অবস্থা হইলে, তুমি নিদ্রা হইতে উত্থান করিবে। কৃষ্ণ! যেমন স্বর্গে, তেমনি এই পৃথিবীতে মনুষ্যগণ ধ্বজাকৃতি যষ্টিতে উপেন্দ্র নামে তোমার এবং মহেন্দ্র নামে আমার পূজা করিবে। যে সকল মনুষ্য, মহেন্দ্র ও উপেন্দ্র এই সনাতন নাম স্মরণ করিয়া নমস্কার করিবে, তাহাদিগের কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

অনন্তর যোগজ্ঞ ইন্দ্র দিব্য জলপূর্ণ ঘটসকল গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের অভিষেক আরম্ভ করিলেন, স্বর্গস্থিত গোধনগণ কৃষ্ণের অভি-

ষেক দর্শনে তাঁহার মস্তকে জলধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে চতুর্দিক্ হইতে জলধরসকল অমৃতসদৃশ জলধারা দ্বারা তাঁহাকে অভিষেক করিতে লাগিল। বনস্পতিগণ হইতে ইন্দুসন্নিভ রস পতিত হইল। অম্বরতল হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত এবং তূর্য্য সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। মন্ত্রজ্ঞ মুনিগণ তাঁহার স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। বসুধা যেন একার্ণব হইতে পৃথক্ভাব ধারণ করিলেন। সাগর সকল প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইল। জগদ্ধিতকর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। সূর্য্যদেব স্বীয় অয়নস্থ এবং চন্দ্রমা নক্ষত্র সমাযুক্ত হইয়া শোভমান হইলেন। অতি বৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব সকল প্রশান্ত হইল। নরপতিগণ নিঃশঙ্ক হইলেন। বৃক্ষসকল ফলপুষ্প ও নবপত্রে সুশোভিত হইল। মাতঙ্গগণ আনন্দে মদক্ষরণ করিতে লাগিল। বনপশু সকল পরম প্রীতিলাভ করিল। পর্ব্বত সমূহ, পাদপ ও গৈরিকাদি ধাতু সমূহ পরম শোভা প্রাপ্ত হইল। দেবতারা যেমন অমৃত রসদ্বারা, মনুষ্যগণ তেমন স্বর্গজল দ্বারা সিক্ত হওয়াতে পরিতুষ্ট হইয়া দিব্য ভাব ধারণ করিল। অনন্তর গোবিন্দ গোপগণ কর্ত্তৃক এই রূপে অভিষিক্ত হইয়া দিব্য মাল্য ও বস্ত্র পরিধান করিলে পর, দেবদেব ইন্দ্র তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, কৃষ্ণ! প্রথমতঃ এই যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, ইহা গোপগণের আজ্ঞায়। অন্য যে উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছি, তাহাও শ্রবণ কর। বৎস, তুরঙ্গাধম কেশী ও নিয়ত অনিষ্টকারী অরিষ্টকে অবিলম্বে সংহার কর, তাহার পর রাজা হইয়া রাজত্ব কর। তোমার পিতৃস্বসার গর্ভে আমার অংশসম্ভূত ও আমারই সদৃশ এক পুত্র জন্মিয়াছে। তুমি তাহাকে রক্ষা, মান্য ও সখা করিবে। তুমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিলে, সে তোমারই চরিত্রের অনুবর্ত্তন করিবে। তোমার বশে থাকিলে সে বিপুল যশ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। ভরতবংশে সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর। সে তোমারই অনুরূপ হইবে, এবং তোমার সাহচর্য্য ভিন্ন তাহার কিছুতেই প্রীতি জন্মিবে না। ভরত বংশ তোমার এবং সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের আয়ত্ত। উভয়ের সংযোগ হইলে রাজগণ বিনাশ পাইবে। কৃষ্ণ! আমি দেবগণ এবং ঋষিগণ মধ্যে প্রতিজ্ঞাও করিয়াছি যে, আমি কুন্তীর গর্ভে অর্জ্জুননামে এক যে বংশধর পুত্র উৎপাদন করিয়াছি, ঐ পুত্র অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং শত্রু মারণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে। যোদ্ধা রাজগণ এবং যুদ্ধকারীদিগের অক্ষৌহিণী, সকলই উহাতে প্রবেশ করিবে। সে একাকী ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সকলকে সংহার করিবে। তাহার অস্ত্রবিক্ষেপ কৌশল, ধনুর্দ্ধারণ পরিপাট্য এবং লঘুহস্ততা কোন রাজাই অনুকরণ করিতে পারিবে না। অন্য কি কৃষ্ণ! তুমি ভিন্ন, কোন দেবতাও সমর্থ হইবেন না। প্রভো! সে তোমার সখা এবং যুদ্ধে সহায় হইবে। গোবিন্দ! আমার অনুরোধে তুমি তাহার সহিত সখিতা স্থাপন করিবে; এবং আমাকে যে ভাবে দর্শন ও যেমন মান্য কর তাহাকেও সর্ব্বদা সেইভাবে দর্শন ও সেইরূপ মান্য করিবে। লোকসকলের তত্ত্বাবধারণ তুমিই করিয়া থাক, অর্জ্জুনেরও তত্ত্বাবধারণ করিবে; এবং ঘোর যুদ্ধে তাহাকে রক্ষা করিবে। তুমি রক্ষা করিলে, তাহার মৃত্যু হইবে না। কৃষ্ণ! জানিবে আমিই অর্জ্জুন, আর তুমিও আমি। তোমাতে আমাতে যেমন নিরন্তর অভেদ, তেমন সেই অর্জ্জুনও তোমা হইতে ভিন্ন নহে। তুমি তিনপদদ্বারা বলির হস্ত

হইতে এই ত্রিলোক জয় করিয়া জ্যেষ্ঠানুক্রমে আমাকে দেবতাদিগের রাজা করিয়াছ। তোমাকে সত্যস্বরূপ, সত্যপ্রিয়, ও সত্য বিক্রম জানিয়া দেবগণ সত্য পুরস্কারে আগমন করিয়া তোমাকে শত্রুনাশ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন নামে আমার সেই পুত্র তোমার পিতার ভাগিনেয়। সে ইহলোকে তোমার বন্ধুতালাভ করিয়া, তোমার সহচর হউক। সে তাহার স্বদেশে গৃহে বা অন্য দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে, বৃষের ন্যায় তুমি রণস্থলে সর্ব্বদা তাহার ভার বহন করিবে। কৃষ্ণ! ভাবী ঘটনা তুমি সকলই জান। তুমি কংস বধ করিলে পর রাজগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তোমাকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে অর্জ্জুন সেই সকল অমানুষকর্ম্মা মানব বীরদিগের জয়ভাগী, আর তুমি যশোভাগী হইবে। কৃষ্ণ! যদি তুমি দেবগণকে, আমাকে ও সত্যকে ভাল বাসিয়া থাক, তাহা হইলে আমি এই যে সকল কহিলাম, তোমাকে সমস্ত সম্পাদন করিতে হইবে।

গোগণের ইন্দ্রত্ব পদে অভিষিক্ত শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে যথোপযুক্ত উত্তর দান করিলেন; হে শচীপতে ইন্দ্র! আমি তোমার দর্শনেই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি যাহা যাহা কহিলে, কিছুরই ক্রটী হইবে না। তোমার অংশে যে অর্জ্জুনের জন্ম হইয়াছে, তাহা আমি জানি! পিতৃস্বসার যে পাণ্ডুর সহিত পরিণয় হইয়াছে, তাহাও জানি। ধর্ম্মের ঔরসে যুধিষ্ঠিরের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাও অবগত আছি। বায়ুর অংশে ভীমসেনের জন্ম হইয়াছে তাহাও জানি। মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমার যুগলের অংশে সমুৎপন্ন নকুল সহদেবকেও জানি। পিতৃস্বসার গর্ভে তাঁহার কন্যকাবস্থায় সূর্য্যের অংশে কর্ণনামে প্রথম পুত্র উৎপন্ন হইয়া সূতজাতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও অবগত আছি। যুদ্ধাভিলাষী ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকেও জানি। শাপরূপ বজ্রপাতে পাণ্ডুর মৃত্যু হইয়াছে, তাহাও জ্ঞাত আছি। অতএব ইন্দ্র! স্বর্গে গমন করিয়া দেবগণের সুখসাধন কর। আমার সমক্ষে কোন শত্রুই অর্জ্জুনকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে না। অর্জ্জুনের জন্যই সমস্ত পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে অক্ষত রাখিয়া, ভারত যুদ্ধাবসানে কুন্তীর সহিত সকলকে সংহার করিব। ইন্দ্র! তোমার পুত্র অর্জ্জুন আমাকে যাহা বলিবে আমি তোমার স্নেহে উপরুদ্ধ হইয়া ভৃত্যের ন্যায় তাহা সম্পাদন করিব।

দেবরাজ সত্যপ্রতিজ্ঞ, প্রীত কৃষ্ণের প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিতে স্বর্গে গমন করিলেন।

ষট্‌সপ্ততি অধ্যায়। ৭৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইন্দ্র গমন করিলে পর গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণ ব্রজবাসীগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ব্রজেই গমন করিলেন। সহবাসী জ্ঞাতি ও বৃদ্ধগণ বক্ষ্যমাণ প্রকারে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন, আমরা তোমার কার্য্য ও নীতিদ্বারা অনুগৃহীত ও ধন্য হইলাম। হে দেবতুল্যপরাক্রম গোবিন্দ! তোমার প্রসাদে গোগণ বর্ষাভয় উত্তীর্ণ হইল এবং আমরা মহাভয় হইতে নিস্তার পাইলাম। হে গোবিন্দ! আমরা তোমার যে সকল কর্ম্ম দেখিতেছি, তাহা মানুষের সাধ্যাতীত। এই পর্ব্বত ধারণ করাতে আমরা তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতে পারিলাম; হে মহাবল! তুমি কে? রুদ্র, মরুৎ না বসুগণের কেহ হইবে? কি কারণে বসুদেব তোমার জন্মদাতা হইলেন? তোমার বল, বাল্যক্রীড়া, আমাদিগের নিকট প্রাপ্তিতে জন্ম, ও অস্মা-

মুখ কান্তি সমুদায় দর্শন করিয়া আমাদিগের মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছে। তুমি কি কারণে আমাদিগের মধ্যে নীচভাবে বিহার করিতেছ? লোকপালসদৃশ তেজা তুমি কি কারণেই বা গোপগণের রক্ষা করিতেছ। তুমি দেব, দানব, যক্ষ, না গন্ধর্ব্ব আসিয়া আমাদিগের কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ? তুমি যেই হও, সেই হও, আমরা তোমাকে নমস্কার করিলাম। যদি এরূপ হয় যে, কোন কার্য্যোপলক্ষে স্বেচ্ছাক্রমে আমাদিগের মধ্যে বসতি করিতেছ, তাহা হইলে আমরা সকলেই তোমার অনুগত ও শরণাগত হইলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পদ্ম সদৃশ লোচন কৃষ্ণ সমুপস্থিত জ্ঞাতি গোপগণের বাক্য শ্রবণ করত হাস্য করিয়া কহিলেন ভীমপরাক্রম আপনারা সকলে আমাকে যাহা মনে করিতেছেন আমাকে যথার্থ তাহা বোধ করিবেন না। আমি আপনাদিগের সজাতীয় জ্ঞাতি। আর যদি সত্যই শ্রবণ করিতে হয়, তাহা হইলে কাল প্রতীক্ষা করুন; তখন আমি কে শুনিতে ও আমার স্বরূপ জানিতে পারিবেন। আর যদি আমি আপনাদিগের মাননীয় দেবতুল্য জ্ঞাতিই হই, তাহা হইলে জানিবেন, আমি এতদ্দ্বারা আপনাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি; বিশেষ জানি বার প্রয়োজন কি?

বসুদেব নন্দন এই কথা কহিলে গোপগণ আর কথা না কহিয়া স্ব স্ব বদন আচ্ছাদন করিয়া আমাদিগকে প্রস্থান করিল।

এদিকে বীর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিতে চন্দ্রমার নব যৌবন এবং মনোহারিণী শারদীয়া রজনী অবলোকন করিয়া ক্রীড়া করিতে অভিলাষী হইলেন। ব্রজের করীষমুক্ত পথ্য সকলে জাতগর্ব্ব বৃষগণকে যুদ্ধে নিয়োগ করিয়া দিলেন; প্রধান প্রধান বলবান্ গোপ দিগকে ও যুদ্ধে যোজন করিলেন। বীর, কুম্ভীরাদির ন্যায়, বনমধ্যে গো সকলকে ধারণ করিলেন। কালজ্ঞ রাত্রি কালে যুবতী গোপ কামিনীদিগকে একত্রিত করিয়া, নিজের বাল্যবয়স্ নিবন্ধন তাহাদিগের অপরাধশঙ্কা নিরাকরণ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মনোমোহিনী গোপললনাগণ রাত্রিকালে দৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা পৃথিবী পতিত চন্দ্র মণ্ডলের ন্যায় তদীয় বদন মণ্ডল পান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ আর্দ্র হরিতালের ন্যায় পীতবর্ণ কৌশের বস্ত্র পরিধান করিয়া অধিকতর মনোহারী হইয়া উঠিলেন। গোবিন্দ বিচিত্র বনমালার অঙ্গদ ও কিরীট ধারণ করিয়া শোভায় ব্রজভূমি শোভিত করিলেন। গোপ মহিলারা গোপনন্দনের সেই অদ্ভুত চরিত্র দর্শন করিয়া তৎকালে তাঁহাকে দামোদর বলিয়া ডাকিতে লাগিল; উতুঙ্গ পয়োধর শোভা বক্ষঃস্থল দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিল। এবং নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া দর্শন করিতে লাগিল। পিতা, ভ্রাতা, ও মাতা সকল বারম্বার নিবারণ করিতে লাগিল,কিন্তু কামিনীগণ তাহাদের নিবারণ গ্রাহ্য না করিয়া,বিহারাভিলাষিণী হইয়া, রাত্রি কালে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিল; সকলে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া মনোহর ভাবে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং দুই দুই জনে মিলিয়া কৃষ্ণরচিত গান, করিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণলীলায় অনুকরণ নিরন্তর কৃষ্ণ দর্শন, কৃষ্ণের ন্যায় গমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ বন মধ্যে, হস্তে তাল দিয়া কৃষ্ণের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকিল। ব্রজকামিনীগণ এইরূপে কৃষ্ণ চরিত্র অনুকরণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণের

নৃত্য,গীত,বিলাস,হাস্য ও দৃষ্টি অনুকরণ করিয়া আনন্দে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। দামোদরে মন সমর্পণ পূর্ব্বক ভাব-সহ মধুর সঙ্গীত করিয়া ব্রজমধ্যে সুখে বিচরণ করিতে থাকিল। করিণীগণ যেমন করীকে, তেমনি করীষ ও পাংশুমূক্ষিত অঙ্গে কৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া বিহার করাইতে লাগিল। কৃষ্ণমৃগাক্ষী গোপবালা সকল হাসিতে হাসিতে ভাব-প্রকট নেত্রে কৃষ্ণকে অনিমেষ দর্শন করিয়াও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। রতি-লালসা গোপী সকল রাত্রি কালে ক্রীড়ায় রত হইয়া তৃষিতলোচনে কৃষ্ণের শশলকাশ মুখ মণ্ডল পান করিতে লাগিল। দামোদর যখন "আঃ হাঃ" করিয়া মধুর বাক্যে বিরহ ক্লেশ প্রকাশ করিলেন, তখন তাহা শ্রবণ করিয়া কামিনীদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না রতিশ্রমে আকুল হওয়াতে,তাহাদিগের কৃষ্ণ বর্ণ বদ্ধবেণী বিস্রস্ত হইয়া কুচাগ্রে পতিত হইল।

কৃষ্ণ এই প্রকারে গোপী মণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া চন্দ্রশোভিতা শারদীয়া রজনীতে সুখে ক্রীড়া করিলেন।

—:০:—

সপ্তসপ্তত অধ্যায়। ৭৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা কৃষ্ণ প্রদোষ কালে ক্রীড়ায় রত আছেন, এমন সময় সদর্প অরিষ্ট গোষ্ঠ ত্রাসিত করিয়া দর্শন দিল। তাহার শরীরের আভা অঙ্গারের ন্যায়; শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ; লোচন সূর্য্যসদৃশ; চরণের অগ্র ভাগ ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ; দোর্দণ্ড দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; জিহ্বা দ্বারা নিপীড়ন করিয়া পুনঃ পুনঃ ওষ্ঠ লেহন ও গর্ব্বিত ভাবে লাঙ্গুল ঊর্দ্ধে বিক্ষেপ করিতেছিল। তাহার স্কন্ধ অতি কঠিন; ককুদ এত উচ্চ যে হস্ত প্রসারণ করিয়া পাওয়া যায় না। সে বারম্বার মূত্র পরিত্যাগ করিয়া দেহ সিক্ত এবং গো সকলকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া ছিল। তাহার কটিদেশ বিশাল; মুখ স্থূল, জানুদেশ মাংসল, ও উদর প্রশস্ত। সে শৃঙ্গ আস্ফালন পূর্ব্বক গমন করিতে ছিল। তৎকালে তাহার গলকম্বল দুলিতে ছিল। সে বাগ্রভাবে গাভী গণের উপর আরোহণ করিতে যাইতে ছিল। তাহার মুখে বৃক্ষঘর্ষণ চিহ্ন দৃষ্টি গোচর হইতে ছিল। সে শৃঙ্গ দ্বয় যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া রাখিয়া ছিল। কোন বৃষ তাহার প্রতি দ্বন্দ্বী হইয়া নিস্তার পায় নাই। সে গোগণের অমঙ্গল স্বরূপ অরিষ্ট নামক অসুর বৃষরূপ ধারণ করিয়া গোষ্ঠে ধাবিত হইতে লাগিল; গর্ব্বিত ভাবে গাভীদিগের গর্ভপাত এবং ঋতুমতী হয় নাই,এরূপ ধেনু সকলকে সম্ভোগ করিতে আরম্ভ করিল। শৃঙ্গ তাহার অস্ত্র, সে তদ্বারা অতি উগ্রভাবে গোগণকে প্রহার করিতে লাগিল; যুদ্ধ ভিন্ন কিছুতেই তাহার তৃপ্ত জন্মিল না। মদে মত্ত হইয়া ক্রমশঃ গাভীদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। অধিক কি, গোষ্ঠকে বৃষশূন্য, বৎসশূন্য ও বৎসতরী শূন্য করিয়া তুলিল। এই সময়েই দুরাত্মা মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ সন্নিহিত গোগণকে ত্রাসিত করিল। বজ্রগর্ভ মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। তার শব্দে ও সিংহনাদে জ্ঞান হরণ করত আগমন করিয়া মহাকায় বৃষভরূপী দৈত্যকে আগমন করিতে দেখিয়া,কৃষ্ণ তাহার প্রতিকূলে ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বৃষের লাঙ্গুল এবং লোচন স্ফীত হইয়া উঠিল। সে ক্রুদ্ধ ও যুদ্ধার্থী হইয়া তারস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ দুর্ব্বৃত্তকে এই ভাবে আগমন করিতে দেখিয়া আর অগ্রসর হইলেন না, গিরির ন্যায় অচল হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বৃষও কৃষ্ণের সংহার কামনা করিয়া মস্তক স্থির করত শৃঙ্গাগ্র-দ্বারা কৃষ্ণের

উহার লক্ষ্য করিয়া সত্বর ধাবিত হইল। কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনসদৃশ দুর্দ্ধর্ষ বৃষ যেমন বেগে আগমন করিল, কৃষ্ণ অমনি প্রতিদ্বন্দ্বী বৃষের ন্যায়, উঁহাকে ধারণ করিলেন। মহাবৃষ অপর বৃষের ন্যায় কৃষ্ণের সাহিত মিলিত হইয়া নাসিকা দ্বারা সশব্দ ফেন উদ্গার করিতে লাগিল। কৃষ্ণ ও বৃষ যুদ্ধ স্থলে পরস্পর কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া বর্ষাকালে পরস্পরসংঘর্ষিত দুই মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। শেষে কৃষ্ণ উহার দর্পবল হ্রাস করত দুই শৃঙ্গের মধ্যস্থলে পদ অর্পণ করিয়া, সিক্ত বস্ত্রের ন্যায়, উহার কণ্ঠপোষণ করিলেন। তাহার পর উহার ঐশৃঙ্গ যমদণ্ড তুল্য বাম শৃঙ্গ উপাটন করিয়া দ্বারাই উহার মস্তকে আঘাত করিলেন; তাহাতেই সে পঞ্চত্ব পাইল। দানব ভগ্নশৃঙ্গ, ভগ্নমুখ, ও ভগ্নকন্ধর হইয়া ধারাবাহী মেঘের ন্যায় রুধির উদ্গার করিতে করিতে পতিত হইল। গোবিন্দ বলদর্পিত বৃষভরূপী দানবকে সংহার করিলেন দেখিয়া সমুদায় প্রাণী সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার ঐ কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পদ্মলোচন উপেন্দ্র সুদর্শনচন্দ্রশোভিত প্রদোষ কালে বৃষকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার ক্রীড়ায় রত হইলেন। গোপগণ সকলে আনন্দিত হইয়া, স্বর্গে দেবগণ যেমন ইন্দ্রের, তেমনি কমললোচনের উপাসনা করিতে লাগিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ ব্রজে থাকিয়া অনলের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছেন শুনিয়া কংসের মনে আশঙ্কা জন্মিল; অতএব তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন। পূতনা হত, কালিয় পরাজিত, ধেনুক বিনাশিত, প্রলম্ব নিপাতিত, গোবর্দ্ধন গিরি ধৃত, ইন্দ্রের পরাক্রম বিফলীভূত, অদ্ভুত কর্ম্ম দ্বারা গোপগণ রক্ষিত, বৃষরূপী অরিষ্ট ব্যাপাদিত, গোপগণ আনন্দিত, মরণ দৃষ্টি বিষয়ীভূত, মহাভয় সমীপাগত, আকর্ষণ দ্বারা বৃক্ষদ্বয় ভগ্নীকৃত, শকট বিপাটিত; ইত্যাকার অদ্ভুতকর্ম্ম সকল শ্রুতিগোচর ও শত্রুগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে কংস বুঝিতে পারিলেন তাঁহার মৃত্যু উপস্থিতই হইয়াছে; তজ্জন্য ইন্দ্রিয়জ্ঞান লোপ পাওয়াতে তিনি মৃতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর রাত্রিকালে মথুরা নীরব ও নিস্তব্ধ হইলে রাজা জ্ঞাতিবর্গ ও পিতাকে, এবং দেবতুল্য বসুদেব, যদুবংশীয় কঙ্ক, কঙ্কের কনিষ্ঠ সত্যক ও দারুক, ভোজেশ্বর বৈতরণ, মহাবল বিকদ্রু, রাজা ভয়েশথ, বিপুলশ্রমসহ পৃথু, দানপতি বভ্রু, কৃতবর্ম্মা, ও পরাক্রমশালী গম্ভীরপ্রকৃতি ভূরিশ্রবাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন; সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই আপনাদিগের জ্ঞান আছে; সর্ব্ববেদ এবং যাবদীয় নীতিও আপনারা জানেন। আপনারা ধর্ম্মার্থ কামের ব্যবস্থা এবং লোকের কর্ত্তব্য বিধানও করিয়া থাকেন। আপনাদিগের আচরণও অতি মহৎ, সুতরাং কার্য্য কালে বিচলিত না হইয়া অচলের ন্যায় স্থির ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। আপনাদিগের কাঁহারই পাপ নাই; সকলেই গুরু গৃহে বাস করিয়াছেন; রাজগণের উচিত মন্ত্রণা এবং সমুদায় ধনুর্ব্বেদেও সকলেরই বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। আপনারা যশের প্রদীপ স্বরূপ; লোকদিগকে বেদ ধর্ম্ম উপদেশ করেন; আশ্রমচতুষ্টয়ের নিয়ম ও বর্ণচতুষ্টয়ের ক্রম জানেন; সুনিয়ম উপদেশ করেন; নীতিকুশল ব্যক্তিদিগকে নীতি শিক্ষা দেন; শত্রুর রাজ্য ভেদ করিতে পারেন; এবং শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। আপনাদিগের আচরণ এতাদৃশ অক্ষুন্ন এবং আপনারা এতাদৃশ শ্রীসম্পন্ন ও উত্তরো-

স্তর বর্দ্ধন শীল। পৃথিবীর কথা কি, আপনারা বাস করিলে স্বর্গও অনুগ্রহ মনে করে। আপনাদিগের চরিত্র ঋষিদিগের, প্রভাব মরুদ্গণের, ক্রোধ রুদ্রদিগের, এবং দীপ্তি পাবকের সদৃশ। যেমন পর্ব্বত সকল ধরাকে ধারণ করিয়া আছে, তেমনি পবিত্রযশা বীর আপনারা পরম্পরবিচ্ছিন্ন মহৎ যদুবংশ একত্র ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। এবম্ভূত আপনারা আমার ইষ্ট সাধন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন; তবে, আমার অনিষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে, অথচ আপনারা উপেক্ষা করিতেছেন কেন? ব্রজে কৃষ্ণ নামে বিখ্যাত নন্দগোপনন্দন আমার অনিষ্ট। সে মেঘের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে; আমার মূলোচ্ছেদ করিবে, আমার মন্ত্রী নাই ও চার নাই; এই কারণে আমারই অনবধানতা বশতঃ সেই সন্তানকে নন্দ গোপের গৃহে লুক্কায়িত ভাবে স্থাপন করা হইয়াছে। সেই দুরাত্মা উপেক্ষিত রোগের ন্যায়, স্ফীতিশাল সাগরের ন্যায়, এবং গ্রীষ্মান্তে গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় বৃদ্ধ পাইতেছে। নন্দগোপের গৃহে সেই যে পুত্র জন্মিয়াছে, তাহার কার্য্য, যোগপ্রভাব, বা পরাক্রম, আমি কিছুই জানি না। সে কি দেবতা না অন্য কোন প্রাণী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি। সে যে সকল অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে, তাহা দেবতা, কি মনুষ্য, কাহারই সাধ্য নহে। তদ্দ্বারাই তাহাকে অনুমান করা যাইতেছে। সে যখন শিশুকালে উত্তান ভাবে শয়ন করিয়া থাকিত, তখন স্তন পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শিশু ঘাতিনী দুর্জ্জয় পূতনার স্তন্য উহার প্রাণের সহিত পান করিয়াছিল। সেনিমেষ মধ্যে যমুনার হ্রদগর্ভে অদর্শন হইয়া রসাতলে গমন করত কালিয় নাগকে দমন করিয়াছে, আবার যোগাবলম্বন পূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছে। ধেনুককে বিনাশ করিয়া তাল বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে পাতিত করিয়াছে। যুদ্ধে দেবতারাও যে প্রলম্বাসুরের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইতেন না, বাল্য কালেই সামান্য ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে সংহার করিয়াছে ইন্দ্রের পূজা নিবারণ করাতে, ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া যে বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা নিবারণ করিয়া, গোগণের রক্ষা জন্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছে। ব্রজে অরিষ্টকে সংহার ও তাহার শৃঙ্গ উৎপাপাটন করিয়াছে। সে বাস্তবিক বালক নহে; বালক রূপে ক্রীড়া করিতেছে। তাহার কার্য্য কলাপের বৃত্তান্ত এই। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার ও কেশীর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। সেই গোপনন্দন নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মে আমার যম ছিল, তাহা না হইলে সে আমার সহিত যুদ্ধ কামনা করিতেছে কেন? আরও দেখুন, দুর্লভ মানুষ জন্মের অধিকারী হইয়া নীচ গোপজাতিতে জন্মগ্রহণ করত দেবতুল্য প্রভাব প্রকাশ পূর্ব্বক আমার ব্রজে ক্রীড়া করিবারই বা তাহার প্রয়োজন কি? অহো, বুঝিলাম কোন দেবতা নাচবেশ স্বীকারকরত নিজ স্বরূপ গোপন রাখিয়া শ্মশানস্থ পাবকের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন। শুনা যায় পূর্ব্ব কালে নারায়ণ দেবকার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত বামনরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবী আত্মসাৎ এবং সিংহরূপী হইয়া দানবগণের পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন। মহাদেব হিমাচল শিখরে অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া ত্রিপুর নাশ করত দৈত্যদিগের প্রাণ হরণ করিয়াছিলেন; এবং বৃহস্পতির পুত্র শুক্রাচার্য্যের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাইয়া, দর্দ্দুর মায়া ধারণ করিয়া অনাবৃষ্টি করিয়াছিলেন। সহস্রশিরা অক্ষয় নিত্য দেব অনন্ত বরাহমূর্ত্তি গ্রহণ করত সমুদ্র গর্ভ হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। অমৃত উত্থিত হইলে পর বিষ্ণু স্ত্রীরূপ ধরিয়া দেবাসুরের যুদ্ধ সংঘটন করিয়াছিলেন। শ্রুতি আছে

পূর্ব্বে ঐ অমৃতের জন্য যখন দেব ও অসুর গণ একত্র সমবেত হয়, তখন নারায়ণ, কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠোপরি মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। সেই নারায়ণই নিন্দনীয় বামনরূপ ধারণ করিয়া তিন পদে তিন লোক অধিকার করিয়াছিলেন; এবং তিনিই নিজ তেজ চারি ভাগে বিভাগ করত দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া রামরূপে রাবণকে নাশ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত এইপ্রকার বিবিধ দেহ ধারণ পূর্ব্বক আপনাকে কষ্ট দিয়া কর্ত্তব্য সাধন করেন। অতএব নিশ্চয়ই জানিতেছি, হয় বিষ্ণু, না হয় ইন্দ্র, আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আসিয়া এই কৃষ্ণরূপে জন্ম লইয়াছেন। নারদ আমাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন একণে আমার মন বাসুদেবকেই সন্দেহ করিতেছে; উহারই বুদ্ধি চাতুর্য্যে আমার এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। খট্টাঙ্গ বনে নারদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমাকে আরও বলিয়া ছিলেন, কংস! গর্ভনাশ জন্য তুমি যে কিছু চেষ্টা করিয়াছিলে, বসুদেব রাত্রি যোগে সে সমুদায়ই বৃথা করিয়াছে। তুমি রাত্রিতে যে কন্যাকে শিলাতলে পাতন করিয়াছিলে, সে যশোদার তনয়া; কৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র। তোমার নাশের নিমিত্ত মিত্ররূপী বসুদেব শত্রুর সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাত্রি যোগে এইরূপ শিশু পরিবর্ত্ত করিয়াছে। যশোদার যে সেই কন্যা, সে পর্ব্বতচারী শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্যকে সংহার করিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে অভিষিক্ত হইয়াছে। ভূতগণ সেই বরদার সন্নিকটে বাস এবং ঘোররূপা দস্যুগণ বহুমাংস দ্বারা তাহার অর্চনা করিতেছে। তাহার দুই কুম্ভ; একটী রুধিরে আর একটী সুরায় পরিপূর্ণ। বিচিত্র পত্রভূষিত ময়ূর পুচ্ছ তাহার ভূষণ। সে নিজ তেজে ঐ স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে, উহা নিবিড় বনে আচ্ছন্ন; ঐ বনে উন্মত্ত কুক্কুট ও কাক সকল শব্দ করিতেছে। অসংখ্য ছাগ ও অবিসম্বাদী পক্ষী উহাতে বসতি করিয়া আছে। উহার চতুর্দ্দিক সিংহ ব্যাঘ্র ও বরাহগণের শব্দে পরিপূরিত। একত্র সঞ্জাত নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে। দিব্যভৃঙ্গার, চামর ও দর্পণ সকল ঐ স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং শত শত দেবতূর্য্য শব্দিত হওয়াতে শত শত প্রতিধ্বনি হইতেছে। কন্যা, শত্রুগণের ত্রাসোৎপাদন করিয়া, সেই মনোহর স্থানে পরমানন্দে নিত্য বাস করিতেছে; দেবগণ তাহার পূজায় নিযুক্ত আছেন। কৃষ্ণ নামে নন্দগোপের এই যে পুত্র, নারদ ইহাকেই উদ্দেশ করিয়া অতি গুরুতর কার্য্যকারণের কথা কহিয়াছিলেন; বলিয়া ছিলেন, বাসুদেব নামে বসুদেবের দ্বিতীয় পুত্র জন্ম লইবে, সেই আমার যম, অথচ জ্ঞাতি হইবে। কৃষ্ণই বসুদেবনন্দন বলবান্ বাসুদেব। সে ধর্ম্মতঃ আমার জ্ঞাতি; কিন্তু মনে মনে আমার বিনাশ চেষ্টা করিতেছে। যেমন কাক যাহার মস্তকে পদার্পণ করিয়া উপবেশন করে মাংসলোলুপ চঞ্চু দ্বারা তাহারই নেত্র উৎপাটন করে, বসুদেব এবং উহার পুত্র ও জ্ঞাতিগণ অবিকল সেইরূপ; আমার অন্ন খাইতেছে, আবার আমারই মূল ছেদন করিতেছে। ভ্রূণহত্যা, গোবধ এবং স্ত্রীবধ হইতেও নিস্তার পাওয়া যায় কিন্তু কৃতঘ্নের সদ্গতি হয় না; বিশেষতঃ সে যদি কুটুম্ব হয়। যে কৃতঘ্ন দুরভিসন্ধি করিয়া গাঢ়তর প্রণয় প্রদর্শন করে, পতিত ব্যক্তিগণ যে পথে গমন করে, তাহাকে সেই পথের পথিক হইতে হয়। যে দুষ্টাত্মা নিরীহ ব্যক্তির অনিষ্ট করে, তাহার অবশ্যই ঘোর নরকে গতি হইবে। বসুদেব! কুটুম্ব বলিয়া আমি তোমার আদরণীয়; তোমার পুত্র না হয় আমা অপেক্ষা অধিকতর আদরের পাত্র হইল; কিন্তু তুমি ধাৰ্ম্মিক; কুটুম্বস্নেহবশতঃ

আমাদিগের উভয়কেই তোমার শান্ত করা উচিত। হস্তিগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, বৃক্ষরাজি ভগ্ন হয় মাত্র, যুদ্ধ শেষে কিন্তু ঐ প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তীগণ আবার মহাবন মধ্যে একত্রে আহার করিয়া বেড়ায়। এই রূপ, কুটুম্বগণেরও কলহ কাল উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি ভিতরে ভিতরে উত্তেজনা করিয়াছিল, তাহারই প্রাণ যায়; সে কুটুম্বই হউক, আর অপর কেহই হউক। তুমি আমার কাল; আমি না জানিয়া নিজে মরিবার জন্য তোমার ভরণপোষণ করিয়াছি; তাহা না হইলে তুমি কুলবিরোধ ঘটাইবে কেন? এতাদৃশ ক্রোধস্বভাব, সদা শত্রুতাপরায়ণ, দুষ্টবুদ্ধি, শঠই বা হইবে কেন? মূঢ়! আমি তোমাকে যে ভরণ পোষণ করিয়াছিলাম, যদুবংশের এই শোচনীয় দশা উপস্থাপিত করিয়া তুমি তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধই প্রদান করিলে। বসুদেব! আমি অনর্থক তোমাকে বৃদ্ধ বলিয়া সম্মান করিতাম। শতবর্ষ বয়ঃক্রম, আর কেশ পক্ক হইলেই বৃদ্ধ হয় না; যাহার বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়াছে, তাহাকেই বৃদ্ধ বলা যায়। তোমার স্বভাব অতি কর্কশ; বুদ্ধিও তোমার প্রশংসিত নহে; তুমি কেবল বয়সে বৃদ্ধ, যেমন শরৎকালের মেঘ। নির্ব্বোধ! তুমি কি সত্যই মনে করিয়াছ যে, কংস নিহত হইলে তোমার পুত্র মথুরায় রাজা হইবে? এ আশা তোমার বৃথা আশা; তুমি বৃথা বৃদ্ধ; তোমার জ্ঞান কিছুই নাই; যাহা মনে করিয়াছ, তাহা সফল হইবে না; আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি বর্ত্তমান নাই। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি; কিন্তু তুমি দুষ্টবুদ্ধি পূর্ব্বক আমাকে যে সংহার করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ, আমি তোমার দুই পুত্রের সমক্ষেই তাহার উচিত প্রতিফল প্রদান করিব। আমি ইতিপূর্ব্বে কখন বৃদ্ধ বধ, ব্রাহ্মণ বধ, বা স্ত্রীবধ করি নাই; করিবও না; বিশেষতঃ জ্ঞাতিবধ ত কখনই না। তুমি এই বংশে জন্মিয়াছ; ও প্রতিপালিত হইয়াছ; আমার পিতা তোমার ভরণ পোষণ করিয়াছেন। তুমি আমার পিতৃব্যতনয়ার স্বামী; এবং যদুবংশীয়দিগের প্রধান মান্য ও দলপতি। বিখ্যাত ব্রহ্ম চক্রবর্ত্তীবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ; ধর্ম্মবুদ্ধিশীল যদুগণ তোমাকে গুরু বলিয়া মান্য করেন; যখন তোমারই এরূপ আচরণ, তখন আমাদিগের গতি কি হইবে? সাধুগণ আমাদিগের সকলকেই নিন্দা করিবেন। তোমার দুষ্ট চেষ্টা নিবন্ধন আমার নাশই হউক, আর জয়ই হউক, তোমার জন্য যাদবগণকে সাধুদিগের সম্মুখে মুখ আবরণ করিয়া যাইতে হইবে। যুদ্ধে আমার বধোপায় চিন্তা করিয়া তুমি অবিশ্বাসের কর্ম্ম, এবং যাদবদিগকে নিন্দাভাজন করিয়াছ। আমি ও কৃষ্ণ, আমাদিগের উভয়ের যে শত্রুতা জন্মিয়াছে, তাহার শান্তি হওয়া অতি কঠিন; একতরের নিধন না হইলে যাদবগণ শান্তিলাভ করিতে পারিবেন না। অক্রূর! তুমি ব্রজ হইতে করদ নন্দ ও অন্যান্য গোপদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন কর নন্দগোপকে কহিবে বার্ষিক কর লইয়া সমুদায় গোপের সমভিব্যাহারে শীঘ্র নগরে আইসে; কংস এবং তাঁহার পুরোহিত, ও পারিষদগণ বসুদেবের দুই পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। শুনিয়াছি কৃষ্ণ ও বলরাম মল্ল যুদ্ধ করিতে জানে; পরস্পর সময় করিয়া যুদ্ধ করে। উহাদিগের গঠন সুদৃঢ় এবং উদামও প্রশস্ত। আমাদিগের দুই মল্ল যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সজ্জিত রহিয়াছে, যুদ্ধনিপুণ রামকৃষ্ণ উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। বনচারী কৃষ্ণ ও বলরাম বালক।

দেখিতে দেবতার ন্যায় ; আমার পিতৃব্য তনয়ার পুত্র এবং বীর ; আমি তাহাদিগকে অবশ্যই দর্শন করিব। তুমি ব্রজবাসীদিগের সম্মুখে কহিবে, রাজা ধনুর্যজ্ঞ নামে এক যজ্ঞ করিবেন। গোপগণ নগরে আগমন করিলে পর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের যে রূপ উচিত, তদ্রূপ সুখে বসতি করিবে। দুগ্ধ, ঘৃত দধি, নবনীত, ও পাকার্থ ভোজ্য দ্রব্য যথেষ্ট দেওয়া যাইবে। অক্রূর! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি শীঘ্র যাইয়া কৃষ্ণরামকে শীঘ্র আনয়ন কর ; তাহাদিগকে দেখিতে আমার ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। তাহারা আসিলে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইব। মহাবলশালী দুই জনকে দর্শন করিয়া পরে যাহা ভাল হয় করিব। আমি যাহা কহিলাম, যদি তাহারা ইহা শ্রবণ করিয়াও না আইসে, তাহা হইলে, তাহাদিগের দণ্ড করা যাইবে। কিন্তু বালকের পক্ষে সান্ত্বনা বাক্যই প্রধান নীতি ; অতএব মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াই তুমি নিজে সেই দুই মল্লকে আনয়ন করিবে। অক্রূর! যদি বসুদেব তোমাকে বিপরীত পরামর্শ না দিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার এই অভীষ্ট সাধন কর, ইহাতে আমার অতি দুর্লভ আনন্দ জন্মিবে। যাহাতে তাহারা আইসে, তোমাকে তাহা করিতে হইবে।

অদূরদর্শী কংস ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত প্রকার বাক্য দ্বারা তিরস্কার করিলেও বসুতুল্য বসুদেব ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সাগরের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন ; মনো মধ্যে ক্ষমা করিয়া, কোন উত্তরই করিলেন না। যাঁহারা ঐ সভাস্থলে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে তিরস্কৃত হইতে দর্শন করিলেন, তাঁহারা অধোমুখে বারম্বার কংসকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাতেজা অক্রূর দিব্য চক্ষে সমুদার দর্শন করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে প্রেরণ করাতে, তিনি জল আনয়নার্থ প্রেরিত তৃষিত ব্যক্তির ন্যায় আনন্দিত হইলেন ; এবং পদ্মনয়ন কৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য আনন্দিত চিত্তে তৎক্ষণ মাত্রে মথুরা হইতে যাত্রা করিলেন।

—০*০—

ঊনাশীতিতম অধ্যায়। ৭৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যদুরাজ কংসকে তাদৃশী ক্রোধমত্ত দর্শন করিয়া উপস্থিত যাদবপ্রধান ব্যক্তি সকল হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিলেন ; এবং বুঝিতে পারিলেন যে, কংসের আয়ু শেষ হইয়াছে। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ অন্ধক ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া মনোবল প্রকাশ পূর্ব্বক সভা স্থলে নির্ভীক চিত্তে কংসকে কহিলেন, বৎস! তুমি বাগ্‌বিস্তার বিষয়ে যে পরিশ্রম করিলে, ইহা অপ্রশংসনীয়, অযোগ্য এবং সাধুজন বিগর্হিত ; বিশেষতঃ কুটুম্বের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে অধিকতর দোষের হইয়াছে। যদি বল তুমি যদুবংশীয় নহ, তাহা হইলে বলিতেছি শ্রবণ কর ; যাদবগণ বল পূর্ব্বক তোমাকে যদুবংশীয় করিতে ইচ্ছুক নহেন। তুমি রাজা হওয়াতে যদুবংশীয়েরা বরং নিন্দাভাজনই হইয়াছেন। বোধ হইতেছে স্ব বংশক্ষয় কারক ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অসমঞ্জা তোমাতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তুমি ভোজবংশীয়ই হও ; যদুবংশীয়ই হও ; কংসই হও ; আর যেই হও ; গৃহেই থাক, তপস্বীই হও ; বা মস্তকই মুণ্ডন কর ; উগ্রসেনের জন্যই দুঃখিত হইতে হইতেছে ; তাঁহা হইতেই আমাদিগের বংশ দূষিত হইয়াছে ; সে নিজে দুর্জ্জাত না হইলেই বা তোমার ন্যায় এরূপ পুত্রের জন্ম দিবে কেন? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা নিজের গুণ নিজে কীর্ত্তন করেন না ; পরের মুখে উক্ত হইলেই গুণ গুণবত্ত্বা প্রকাশ ও সর্ব্বার্থ সাধন করে। নির্ব্বুদ্ধি কুলনাশক

মূঢ় তুমি রাজা হওয়াতে যদুবংশ পৃথিবীর রাজগণ সমক্ষে নিন্দনীয় হইয়াছে। তুমি ন্যায্য বোধে যে সকল অন্যায় কথা কহিলে, তাহাতে কার্য্য সিদ্ধি হইল না; প্রত্যুত তোমার নিজের অসাধুতা প্রকাশ করা হইল। অনহঙ্কৃত মহাত্মাদিগেরও মাননীয় গুরু জনের নিন্দাবাদকে কে ভাল বলিবে? কোন্ জন ব্রহ্মহত্যার প্রশংসা করিয়া থাকে? বৎস! বৃদ্ধদিগকে অগ্নির ন্যায় মান্য ও প্রণাম করা উচিত; কারণ তাঁহাদিগের ক্রোধ অলক্ষিত পুণ্যলোক পর্য্যন্ত দাহ করে। যিনি পণ্ডিত, জিতেন্দ্রিয় ও সতত ধর্ম্মবিষয়ে উদ্ যোগশীল হইবেন, তিনি জলমধ্যে মৎস্যের গতির ন্যায় ধর্ম্মের অতিসূক্ষ্ম গতি অন্বেষণ করিবেন। যেমন অমত্রক আহুতি অগ্নির মনঃপীড়া উৎপাদন করে, তেমনি তুমি দর্প বশতঃ মর্ম্মভেদ বাক্য দ্বারা এই সভাস্থলে অগ্নিতুল্য বৃদ্ধদিগকে মর্ম্ম যাতনা প্রদান করিলে; তোমার ন্যায় মূঢ় ভিন্ন কোন সাধু ব্যক্তিই এরূপ করেন না। পুত্রের জন্য বসুদেবের উপর যে দোষারোপ করিলে তাহা তোমার বৃথা প্রলাপ মাত্র; তদ্দ্বারা তোমার কাপুরুষতা প্রকাশ পাইয়াছে; অতএব আমি উহাকে সৎকথা বলিতে পারি না। পুত্র দুষ্টাচারী হইলে পিতাকে দুষ্টাচারী বলা যাইতে পারে না; বরং পিতা পুত্রের জন্য বিবিধ কষ্টকর বিপদে পতিত হইয়া থাকেন। বসুদেব শিশুকালে পুত্রকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন; ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য হইয়াছে, তোমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা কর। বাসুদেবকে তিরস্কার ও যদুবংশের নিন্দা করাতে তুমি যদুবংশীয়দিগের শঙ্কাকারূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিলে। পুত্রকে গোপন করাতে বসুদেবের যদি অন্যায় কার্য্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উগ্রসেন তোমাকে শিশুকালে বিনাশ করেন নাই কেন? পুত্র পিতাকে পুৎ নামক নরক হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে; এই জন্য পণ্ডিতেরা উহার পুত্র নাম রাখিয়াছেন। জন্মানুসারে যুবা কৃষ্ণ বলরাম যদুবংশীয়। তাঁহারা মনোমধ্যে তোমাকে শত্রু স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি বসুদেবের তিরস্কার এবং বাসুদেবের ক্রোধোৎপাদন করাতে যদুবংশীয়দিগের মন কম্পিত হইয়াছে। বসুদেবের নিন্দা করণ জন্য কৃষ্ণ তোমার শত্রু হইলেন, তজ্জন্যই এই দৃশ্যমান দুর্নিমিত্ত সকল ভয়ের সূচনা করিতেছে। নিশার শেষ ভাগে সর্প ও দুঃস্বপ্ন দর্শন হইতেছে। বিবিধ কারণ দেখিয়া অনুমান হইতেছে মথুরাপুরীর বৈধব্য দশা উপস্থিত। ভীমদর্শন অশুভগ্রহ মঙ্গল আকাশমণ্ডল মধ্যে নির্জ্জ কিরণ জালে স্বাতি নক্ষত্র স্পর্শ করিয়া বক্রগতিক্রমে চিত্রায় বিচরণ করিতেছেন। বুধ ঘোর কিরণ সমূহে সন্ধ্যাকাল আচ্ছন্ন করিতেছেন। শুক্র অত্যাচারী হইয়া অগ্নির পথে ভ্রমণ করিতেছেন। ভরণী প্রভৃতি এয়োদশ নক্ষত্র ধূমকেতুর পুচ্ছদ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া আর চন্দ্রের অনুগমন করিতেছে না। উষাকাল পরিঘযোগগ্রস্ত হইয়া ঐ সকল নক্ষত্র দ্বারা দিবাকরের গতিরোধ করিতেছে। শত শত শিবা শ্মশান হইতে বহির্গত হইয়া, প্রাতঃ এবং সন্ধ্যা, উভয়কালেই দলে দলে নগর মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে; তাহাদিগের নিশ্বাস অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে। বজ্রধ্বনির সহিত উল্কা পতিত হইতেছে। কোন গূঢ় কারণ ব্যতিরেকে পৃথিবী ও পর্ব্বত শিখর কম্পিত হইতেছে। মৃগ পক্ষী সকল চীৎকার শব্দে প্রতিকূল দিকে গমন করিতেছে। সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়া দিবাভাগেই রাত্রি হইতেছে। দিঙ মণ্ডল উর্দ্ধ উত্থিত ধূমজালে আবৃত হইয়াছে, ঘন ঘন বজ্র

পাত হইতেছে। মেঘ সকল বজ্রনাদে গর্জ্জন করিয়া রক্তবর্ষণ করিতেছে। দেবতা সকল স্ব স্ব স্থান হইতে বিচলিত হইয়াছেন; পক্ষী-কুল বৃক্ষ পরিত্যাগ করিতেছে। ফলতঃ দৈবজ্ঞেরা রাজ্য বিনাশ সূচক যে সমস্ত দুর্নিমিত্ত উল্লেখ করিয়া থাকেন, আমরা সে সমস্তই দেখিতে পাইতেছি। তুমিও স্বজনের চেষ্টা ও রাজধর্ম বিচ্যুত হইয়াছ, আবেগে তোমার ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাতে বুঝা যাইতেছে, নিশ্চয় তোমার মরণ উপস্থিত। রে দুর্ব্বুদ্ধে! যখন তুমি দেবতুল্য বসুসদৃশ বৃদ্ধ বসুদেবকে অজ্ঞান বশতঃ তিরস্কার করিলে, তখন তোমার মঙ্গল কোথায়? তোমার প্রতি আমাদিগের যে স্নেহ ছিল, আমরা অদ্য তাহা পরিত্যাগ করিলাম, তুমি আমাদিগের বংশের অনিষ্টকারক, অতএব আমরা আর তোমার উপাসনা করিব না। অক্রূর ধন্য, অদ্য তিনি বৃন্দাবনে গমন করিয়া পদ্মপলাশলোচন অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন! তোমার জন্য এই যদুবংশের মূল ছিন্ন হইল; কৃষ্ণ জ্ঞাতিগণকে আনাইয়া পুনর্ব্বার উহার যোজনা করিবেন। তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই কেন বল না, বুদ্ধিমান বসুদেব কালের পরিণাম জ্ঞাত আছেন, এই জন্য ক্ষমা করিলেন। আমার ইচ্ছা, তুমি বসুদেবের সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের আলয়ে গমন কর; এবং তাঁহার প্রতি তোমার প্রণয় উৎপন্ন হউক।

——

একাশীতিতম অধ্যায়। ৮১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অন্ধকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কংসের লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কোন কথা না কহিয়া নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। বিদ্বান যাদবগণও উদ্বেগ্য জাত হইয়া, কংসের বিনাশ উপস্থিত, এই কথা বলিতে বলিতে স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিলেন। অক্রূর ও কৃষ্ণ দর্শনে উৎসুক হইয়া আজ্ঞানুসারে মনের ন্যায় বেগগামী উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। এ দিকে কৃষ্ণের অঙ্গে বিবিধ শুভ লক্ষণ পিতৃতুল্য বান্ধবের সহিত সমাগমসূচনা করিতে লাগিল।

উগ্রসেননন্দন মথুরাধিপতি রাজা কংস কৃষ্ণনিধনোদ্দেশে ইতিপূর্ব্বেই কেশীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া ছিলেন। লোকের ক্লেশ কর দুর্দ্ধর্ষ ঐ কেশী দূতের বাক্য শ্রবণ করত বৃন্দাবনে বসতি করিয়া গোপদিগের পীড়া উৎপাদন করিতেছিল। এই দুর্দ্দান্ত ভীমপরাক্রম হয় দৈত্য মানুষের মাংস খাইয়া ভয়ানক হত্যাকাণ্ড উপস্থিত করিয়া ছল। উচ্ছৃঙ্খল ও কামচারী হইয়া অবাধে গোপবালকদিগকে সংহার এবং গোগণের মাংস ভোজন করিত। দুষ্টাত্মা যে অরণ্যে বাস করিত, ঐ অরণ্য মনুষ্যের অস্থি পুঞ্জে আবৃত হইয়া শ্মশান হইয়া উঠিয়াছিল। তুরগদানব কেশী, কংসের কার্য্যানুরোধে বনমধ্যে অতিশয় পরিবর্দ্ধিত ও মত্ত হইয়া শঠা কম্পিত করিয়া ক্ষুরাগ্র দ্বারা মেদিনী বিদারণ করত বেগে বৃক্ষরাজি পাতন করিত; হেষা রবে বায়ুকে স্পর্দ্ধা করিত; লম্ফ দিয়া আকাশে উঠিত। দুষ্টাচারী হয় দানব যাবদীয় গোপসংহার করত ঐ প্রদেশকে উষর ভূমি করিয়া তুলিয়াছিল। পাপকর্ম্মা দুষ্ট সেই মহাবনে বাস করাতে বনচারী মনুষ্য বা গোগণ স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল; মদমত্ত দৈত্য মনুষ্যমাংস আহার করিত বলিয়া সে পথেও কেহ চলিত না।

একদিন, এই কেশী, মৃত্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, মনুষ্যের শব্দ অনুসরণ করত ক্রোধ ভরে দিবাভাগে গোপগণের নিবাসস্থলে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া গোপ, গোপী ও শিশু সকল বেগে পলায়ন

করিল এবং ক্রন্দন করিতে করিতে গিয়া জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইল। কৃষ্ণ মহিলা-দিগের রোদন শ্রবণ এবং গোপগণের ক্রন্দন দেখিয়া ভয় নাই বলিয়া কেশীর প্রতি ধাবিত হইলেন। কেশীও গ্রীবা উন্নত, দন্ত ও চক্ষু প্রকাশিত এবং হ্রেষা রব করিয়া অতিবেগে কৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল। কেশব ঘোটকদৈত্য কেশীকে আগমন করিতে দেখিয়া, জলধর যেমন চন্দ্রের অভিমুখে তেমন উহার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গোপগণ জানিত কৃষ্ণ মনুষ্য, অতএব তাঁহাকে কেশীর সন্নিকটে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, তাঁহার মঙ্গল কামনা করত কহিতে লাগিল, বৎস কৃষ্ণ; সহসা তোমার এই দুষ্ট ঘোটকের নিকট গমন করা উচিত নহে; তুমি বালক, এই পাপটাও অতি দুর্দান্ত। এ কংসের সহজ প্রাণ, বাহিরে বিচরণ করিতেছে। এ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঘোটকের দৈত্য। ইহার তুলনা নাই। শত্রুর ঘোটক সৈন্য ইহাকে দেখিলে ভয় পায়। ইহার বল অপরিসীম; কোন প্রাণীই ইহাকে সংহার করিতে সমর্থ নহে; ইহার ন্যায় পাপ কর্ম্মও কেহ করিতে পারে না।

শত্রুঘাতন কৃষ্ণ গোপগণের উক্ত প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কেশীর সহিত যুদ্ধ করিতে স্থিরনিশ্চয় হইলেন। অনন্তর ঘোটক বাম ও দক্ষিণ মণ্ডলে ভ্রমণ করত ক্রোধে উভয় পদ দ্বারা বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। তাহার দীর্ঘলোম সম্পন্ন মুখে এবং জটাজটিল স্কন্ধে যে সকল বলি ছিল, ক্রোধ জন্য তাহা হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকিল। হিম কালের রাত্রিতে চন্দ্র হইতে যেরূপ নীহার বৃষ্টি হয়, উহার মুখ হইতে সেই রূপ ধূলিলিপ্ত ফেন জল বিগলিত হইতে লাগিল। ঘোটক হ্রেষারব করাতে উহার মুখ হইতে ফেনকণা বিকীর্ণ হইয়া পদ্মনয়ন গোবিন্দের সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিল। উহার ক্ষুরের আঘাতে শরাগরেণু সদৃশ পিঙ্গলবর্ণ ধূলিউদ্গত হইয়া সংলগ্ন হওয়াতে, কৃষ্ণের কেশ সকল রক্তবর্ণ হইল। কেশী লম্ফকালীন বক্রীকৃত পাদের ক্ষুর দ্বারা পৃথিবী বিদারণ, এবং দন্ত দ্বারা দন্ত পেষণ করিতে করিতে কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল। ঘোটক দৈত্য কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া দুই অগ্র পাদ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব ভাগে ক্ষুর প্রহার করিতে লাগিল; এবং তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রারূপ অস্ত্র সম্পন্ন মুখ দ্বারা কৃষ্ণের বাহু মূল দংশন করিল; কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া, বাহু বক্রীকৃত করিয়া উহার মুখ মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্য ঐ বাহু চর্ব্বণ বা ভগ্ন করিতে পারিল না। মূলোৎপাটিত দশন দ্বারা রক্ত বমন করিতে লাগিল। তাহার ওষ্ঠ দ্বয় বিপাটিত হইয়া গণ্ডদ্বয় হইতে বিযুক্ত হইল। দুই চক্ষু বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া খসিয়া পড়িল। হনু ভগ্ন, লোচন দ্বয় রক্তে সিক্ত ও কর্ণ যুগল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল, জ্ঞান লোপ পাইল; কেশী ভূতাবিষ্টের ন্যায় বিবিধ ভাব ভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল; বারম্বার পাদ বিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিল; বারম্বার মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। ঘর্ম্মজলে লোম সিক্ত হইয়া উঠিল। শেষে ক্লান্ত হওয়াতে কেশীর চরণ দ্বয় স্পন্দ রহিত হইল। গ্রীষ্মাবসানে মেঘ যেরূপ অর্দ্ধচন্দ্র কিরণে ব্যাপ্ত হইয়া শোভা পায়, কেশীর মুখে সংলগ্ন হইয়া কৃষ্ণের বাহু সেই রূপ শোভা পাইতে লাগিল। কেশীও কৃষ্ণের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া, প্রভাত কালে অবনত, মেরুপৃষ্ঠে পতিত চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকিল। কৃষ্ণ বাহু দ্বারা বিপাটিত কেশীর দন্ত সকল উহার মুখ হইতে শরৎকালের জল শূন্য শুভ্র খণ্ড খণ্ড মেঘের ন্যায় পতিত হইল। উক্ত প্রকারে কেশী নাতিশয়

শ্রান্ত হইয়া পড়িলে কৃষ্ণ নিজ বাহু বিস্তার করিয়া বল পূর্ব্বক উহাকে শরীর বিদারণ করিলেন। যখন বিদারণ করিতে লাগিলেন, তখন বিকৃতমুখ কেশী দানব ব্যথিত হইয়া মহা শব্দ করিতে লাগিল; ঘুরিতে থাকিল; উহার অঙ্গ সকল বিশীর্ণ পড়িল; মুখ হইতে রুধির বমন হইতে লাগিল; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাতিশয় ছিন্ন ভিন্ন হইল; শরীরের এক এক অর্দ্ধ খণ্ড দ্বিধাকৃত পর্ব্বতের এক এক খণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহা ঘোর দানব কৃষ্ণের বাহু দ্বারা মুখ হইতে বিদারিত হইয়া, দুই ভাগে বিভক্ত অচলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। মহাদেব কর্ত্তৃক নিপাতিত পশুর রূপ যে প্রকার প্রকার পাইয়াছিল, কৃষ্ণ বাহু দ্বারা দেহ বিপাটন করাতে কেশীর রূপও সেই প্রকার ভয়ানক দৃষ্ট হইতে থাকিল। দ্বিধাকৃত কেশীর শরীরার্দ্ধ ভূমিতে পড়িয়া প্রত্যেকটী দুই চরণ, পুচ্ছার্দ্ধ, পৃষ্ঠার্দ্ধ এক কর্ণ ও এক নাসা বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। কেশীর দন্ত দ্বারা বিক্ষত কৃষ্ণের বাহুও গজদন্ত দ্বারা আহত অরণ্যস্থ বৃদ্ধ তালবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইল। যুদ্ধে কেশীকে সংহার ও তাহার শরীর দ্বিধা করিয়া পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থানেই দাঁড়াইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। কেশীকে নিহত দেখিয়া, উপদ্রব ও কষ্ট দূর হইল বোধে, গোপ গোপী সকলেই আনন্দিত হইল এবং স্থান ও বয়ঃ ক্রমানুসারে বারম্বার প্রিয় বাক্য দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া অভিনন্দন করিল। গোপগণ কহিল অহো; বৎস! অতি অদ্ভুত কর্ম্ম করিলে। কৃষ্ণ! দৈত্য ঘোটক রূপ ধারণ করিয়া ক্ষিতি তলে বিচরণ করিতেছিল, তুমি তাহাকে সংহার করিলে। বৎস! তুমি এই পাপ দৈত্য কেশীকে সংহার করিয়া বৃন্দাবনের সুখ সাধন করিলে; এক্ষণে মৃগ পক্ষী নিশ্চিন্ত বাস করিবে। এই দুরাত্মা আমাদিগের অনেক গোপ এবং বৎস বৎসলা গাভী ও অপরাপর অনেক লোক সংহার করিয়াছে! পাপ কর্ম্মা এই দৈত্য ভূলোক মনুষ্য শূন্য করিয়া যথাসুখে ভ্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে মহাপ্রলয় করিলে উদ্যত হইয়া ছিল। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতার মধ্যেও কেহ ইহার সম্মুখে পড়িলে জীবনের আশা করিতে পারিতেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বিমানচারী নারদ মুনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! হে প্রভো! হে বিষ্ণো! হে দেব! আমি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি কেশী বধ করিয়া যে কার্য্য করিলে, ইহা কেবল তোমাতে এবং দেব ত্রিলোচনেই সম্ভব। তোমাতে আমার চিত্ত একান্ত নিরত; তুমি যুদ্ধ করিবে জানিয়া উৎসুক হইয়া এই নর এবং ঘোটকের যুদ্ধ দর্শনার্থ স্বর্গ হইতে এই স্থানে আগমন করিয়াছি।

গোবিন্দ! আমি তোমার পুতনাবধাদি কার্য্য সকল সন্দর্শন করিয়াছি; তোমার উপস্থিত কার্য্যেও তুষ্ট হইলাম। দুষ্ট চেতা কেশী যখন ক্রুদ্ধ হইয়া শরীর ভীম ভাব ধারণ করিত, তখন উহাকে দর্শন করিয়া বলনিসূদন দেবরাজ ইন্দ্রও ভীত হইতেন। তুমি দীর্ঘ পক্ষ বাহু দ্বারা ইহার দেহ বিদারণ করিয়াছ. বিশ্বযোনি বিধাতা ইহার এই রূপেই মৃত্যু নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তুমি কেশীকে সংহার করিলে, আমি বলিতেছি, এই জন্য তুমি লোক মধ্যে কেশব নামে বিখ্যাত হইবে। ভূমণ্ডলে তোমার মঙ্গল হউক, আমি সত্বর চলিলাম। তোমার কার্য্য এখনও অবশিষ্ট আছে; তুমি সমর্থ, অধিক বিলম্ব করিও না: তুমি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায়, দেবগণ মনুষ্যের ন্যায় তোমার বল আশ্রয় করত তোমাকে অনুকরণ করিয়া বিহার করিতেছেন। ভারত যুদ্ধসাগরের দিন নিকটবর্ত্তী

হইয়াছে। স্বর্গলোকগামী রাজাদিগের যুদ্ধ প্রায় উপস্থিত। আকাশের পথ পরিষ্কার করা হইয়াছে; রাজারা প্রায় বিমানে আরোহণ করেন; দেবলোকে রাজাদিগের জন্য বাস স্থান বিভাগ করা হইতেছে। তোমার কার্য্যের তুলনা নাই; পাণ্ডবেরা তোমাকে আশ্রয় করিবে। রাজগণের বিরোধ কাল উপস্থিত হইলে তুমি সহায় হইবে। তুমি রাজ সিংহাসনে অধিবেশন করিলে, রাজগণ তোমার প্রভাব হেতু স্ব স্ব মঙ্গলময়ী রাজশ্রী পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতে সংশয় নাই। হে জগৎপতে কৃষ্ণ! আমি যে সংবাদ দিলাম, ইহা দেব লোকে এবং পৃথিবীতে কর্ণে কর্ণে প্রচার হইবে। প্রভো! আমি তোমার কার্য্য দেখিলাম; তোমাকেও দর্শন করিলাম। কংস নিহত হইলে পুনর্ব্বার আগমন করিব, এক্ষণে চলিলাম।

নারদ এই কথা কহিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দেবলোকে সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা নারদের বাক্য শ্রবণ করত কৃষ্ণ গোপদিগকে আহ্বান করিয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন।

একাশীতিতম অধ্যায়। ৮১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দিবা করের তেজ হ্রাস হইয়া আসিল; অস্ত বেলা উপস্থিত। নভস্তল সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত এবং পাণ্ডুবর্ণ চন্দ্রমণ্ডল দৃষ্ট হইল। পক্ষি কুল স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাগমন করিল; সাধু ব্যক্তি সকল অগ্নি প্রজ্বালন করিলেন। দিক্‌দিগন্ত সমুদায় অল্প অল্প অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। ব্রজবাসী সকল শয়নে উদ্যত হইল। শিবা সকল শব্দ করিতে লাগিল। রক্ত মাংস লোলুপ রাত্রিচরকুল আনন্দিত হইল। ইন্দ্রগোপকীটের ঝিল্লীরবে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। তস্কর সকল গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইল। গৃহস্থদিগের রন্ধনের বেলা উপস্থিত হইল। বনচারীগণ বৈখানসমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে হোম করিতে লাগিলেন। ব্রজে দোহন করিয়া গো সকলকে গৃহে আনয়ন করা হইল। যে সকল গাভীর বৎস বদ্ধ ছিল, তাহারা বারম্বার হম্বা রব করিতে লাগিল। গোপগণ বন্ধন রজ্জু বিস্তার করিয়া গো সকলকে আহ্বান করিতে এবং কোলাহল করিয়া গোধন গণনা করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে করীষ সজ্জীকৃত হইয়া প্রজ্বালিত হইল। গোপগণ কাষ্ঠভারে নতকন্ধর হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে আসিতে লাগিল। চন্দ্রমা ঈষৎ উত্থিত হইয়া মন্দকিরণে শোভা পাইতে লাগিলেন। রজনী অল্পে অল্পে আগত; দিন গত; দিবা অবসান, রজনী আগত। সূর্য্যের তেজ হ্রাস; চন্দ্রের তেজ বৃদ্ধি। শত শত অগ্নিহোত্র যাগ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। মনোহর চন্দ্র উদয় হইল। অগ্নীষোম যুক্ত সন্ধ্যা উপস্থিত; পশ্চিম দিক অগ্নি এবং পূর্ব্ব দিক্ চন্দ্রমা দ্বারা উজ্জ্বল হইল। আকাশ অল্প সংখ্যক তারায় ব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন উহার অঙ্গ দগ্ধ হইয়াছে; নিমিত্তশংসী পক্ষী সকল রব করিয়া বন্ধু সমাগম সূচনা করিতে লাগিল; এমন সময় অক্রূর দ্রুতবেগ রথ যোগে ব্রজে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ কালে তিনি কৃষ্ণ, রোহিণীনন্দন বলরাম ও নন্দগোপ কোন্ স্থানে আছেন, বারম্বার এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আসিতে লাগিলেন। অনন্তর কুবের সম অক্রূর, অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত, নন্দগোপের গৃহে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক হর্ষপ্রফুল্ল গলদশ্রু বদনে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, কৃষ্ণ; সবৎস বৃষের ন্যায় বৎসগণের

মধ্যে অবাস্থিত করিয়া গোদোহন করিতেছেন। তখন ধর্ম্মবিৎ অক্রূর হর্ষগদ্গদ বাক্যে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে তাতঃ! হে বৎস!! নিকটে আগমন কর। কৃষ্ণ যখন উত্তানপদে শয়ন করিয়া থাকিতেন, অক্রূর তৎকালে তাঁহার শ্রী দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে কৃষ্ণের যৌবন উদ্ভেদ হয় নাই; অক্রূর এখনও তাঁহার শ্রী দর্শন করিয়া প্রশংসা করিলেন। কহিলেন, এই সেই পদ্মলোচন; ইহাঁর বিক্রম সিংহ ও শার্দ্দূলের সদৃশ; আভা জলপূর্ণ জলদের তুল্য; আকৃতি পর্ব্বতের ন্যায়। যুদ্ধকালে অধৃষ্য বক্ষস্থল শ্রীবৎস লক্ষণে শোভা পাইতেছে; শত্রু মারণপটু বাহুযুগল সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে; ইনি অচিন্ত্যস্বরূপ জগতের আদি আশ্রয়ী ভূত সাক্ষাৎ বিষ্ণু, গোপ বেশ ধারণ করিয়াছেন, অসাধারণ রোম রাজি দ্বারা ইহাঁকে জানা যাইতেছে; বিশেষতঃ মস্তকে দিব্যকান্তি কিরীট শোভা পাইতেছে; দুই কর্ণে দুই উত্তম কুণ্ডল রহিয়াছে; বিশাল বক্ষঃস্থলে স্থূল হার বিলম্বিত হইতেছে; সুগোলে দীর্ঘ দুই বাহু শোভা পাইতেছে; দেহ স্ত্রীসহস্রের পরিচর্য্যার উপযুক্ত ও মন্মথের মনঃপীড়াদায়ক; সনাতন বিষ্ণু পীতবাস ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া আছেন; শত্রুনিসূদন, ধরণীর আশ্রয়ীভূত, ত্রৈলোক্য আক্রমণকারী চরণযুগলধরণীতে প্রক্ষেপ করিয়া উপবেশন করিয়া আছেন; দেখা যাইতেছে ইহাঁর মনোহর দক্ষিণ কর চক্রধারণের উপযুক্ত; বাম কর যেন গদাধারণে ইচ্ছুক হইয়া উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। পরমাত্মা দেবগণের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রথম পদ এই পৃথিবীতে পৃথিবীর মঙ্গলসাধনার্থ অবতীর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছেন; যাহাঁরা ভবিষ্য জানেন, তাঁহারা ভবিষ্য ঘটনায় দেখিয়াছেন, এই গোপাল ক্ষীণ যদুবংশ বিস্তীর্ণ করিবেন, ইহাঁর তেজে শত শত সহস্র সহস্র যাদব, বিবিধ স্রোত যেমন সাগরের, তেমনি যদুবংশের পূর্ণতা সম্পাদন করিবে। ইনি যাবতীয় সামন্ত শত্রু সংহার করিয়া বহুকাল সমস্ত পৃথিবী শাসন করিবেন। যেমন সত্যকালে ছিল, পৃথিবী তেমনি বৃদ্ধিশালিনী হইবে। ইনি পৃথিবী জয় করতঃ স্ববশে রাখিয়া সর্ব্ব রাজার উপরে হইবেন; কিন্তু স্বয়ং রাজত্ব করিবেন না। প্রভু যেমন পূর্ব্বকালে ত্রিবিক্রম দ্বারা স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল জয় করিয়া স্বর্গে ইন্দ্রকে দেবরাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন, তেমনি ত্রিবিক্রম দ্বারার পূর্ব্বজতা পৃথিবীকে পুনর্ব্বার জয় করিয়া উগ্রসেনকে রাজা করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রবণ করিয়াছি, যাহাঁরা ইহাঁর দ্বেষ না করেন, ইহাঁ হইতে তাহাদের কোন ভয় থাকে না। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ ইহাঁকে পুরাণ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পৃথিবীর লোকে সকলেই ভাল বাসিবে, কেশব এই উদ্দেশে মানুষরূপে বিহার করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। আমি মন্ত্রে জ্ঞাত আছি, অদ্য যথাবিধানে ইহাঁর বসতির পূজা করিব; মনে মনেও বিষ্ণুভাবে ইহাঁকে অর্চ্চনা করিব। মানুষমধ্যে জন্মগ্রহণ করাতে মানুষেরা জানে, ইনি জাতিতে গোপ; আমি জ্ঞান হীন মানুষ নহেন; যাহাঁদিগের দিব্যচক্ষু আছে, তাঁহারাও এই রূপই জানেন। আমি রাত্রিকালে কৃষ্ণকে স্ববক্তব্য নিবেদন করিয়া, তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করত, যদি তাঁহার মত হয়, তাহা হইলে প্রাতঃকালে ইহাঁকে ও ব্রজবাসীদিগকে লইয়া যাত্রা করিব।

অক্রূর উক্তপ্রকার কারণ, ও লক্ষণানুসারে কৃষ্ণকে বহু ভাবে দর্শন করিয়া, কৃষ্ণের সহিত নন্দগোপের সভায় প্রবেশ করিলেন।

—•*•—

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়। ৮২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অতিসত্য অক্রূর কৃষ্ণের সহিত নন্দগোপের গৃহে প্রবেশ করত আনন্দিতমনে বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোপদিগকে ডাকাইয়া কহিতে লাগিলেন; কৃষ্ণ এবং বলরামকেও বলিলেন, বৎস! চল আমরা কল্য সুখে মথুরায় গমন করি। কংস আজ্ঞা করিয়াছেন, যথাযোগ্য বার্ষিক কর লইয়া গোপগণকে গোকুল কামিনীদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতে হইবে। আমরা তিন জনে এক রথে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইব। মথুরায় কংসের অতি মহান্ ধনুর্যাজ্ঞ হইবে। তোমরা সেই সমৃদ্ধ যজ্ঞ দর্শন, এবং আত্মীয়দিগকে সাক্ষাৎ করিবে। পিতা বসুদেবের সহিতও তোমাদিগের মিলন হইবে; তিনি নিরন্তর দুঃখভোগ করিতেছেন; বারম্বার পুত্র নিধন জন্য ক্লিষ্ট হইয়া কাতর হইয়াছেন; দুষ্ট বুদ্ধি কংস তাঁহাকে সর্ব্বদা পীড়ন করিতেছে; বৃদ্ধ শেষ দশায় শুষ্ক হইয়া আসিয়াছেন; বিবিধ দুঃখে শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন; কংসের ভয়ে সর্ব্বদা ত্রাসগ্রস্ত; তোমরাও তাঁহার নিকটে নাই, সুতরাং তাঁহার মনোমধ্যে দিবারাত্রি দগ্ধ হইতেছেন। হে গোবিন্দ! দেবতাসদৃশ দুঃখিনী হতপ্রভা দেবকীকেও দর্শন করিবে; তাঁহার কতকটী সন্তান জন্মিল, কিন্তু একপর্য্যন্ত সন্তানে তাঁহার স্তন পান করিল না। পুত্র শোকে দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছেন; তোমাকে দর্শন করিবেন, এই তাঁহার সতত বাসনা; মৃতবৎসা ধেনুর ন্যায়, পুত্র বিয়োগ দুঃখে তাপিত হইতেছেন; আকৃতি দেখিলেই জানা যায়, ক্লেশ ভোগ করিতেছেন; নিরন্তর অতি কাতর; মলিন বসন পরিধান করিয়া আছেন, যেন চন্দ্রপ্রভা রাহু কর্তৃক গ্রস্ত হইয়াছে; কেবল ভাবিতেছেন তোমাকে দর্শন করিবেন; তুমি তথায় গমন কর, এই তাঁহার অভিলাষ; তপস্বিনী তোমার জন্য শোকে কাতর; শিশুকাল হইতে তোমার সহিত দেখা শুনা নাই; সুতরাং তোমার কথা কিরূপ তাহা শুনেন নাই; তোমার রূপ এবং তোমার চন্দ্রকান্তি বদন দর্শন করেন নাই। বৎস! যদি তোমাকে প্রসব করিয়া দেবকীকে দুঃখ পাইতে হয়, তাহা হইলে পুত্র দ্বারা তাঁহার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইল; বরং বন্ধ্যা থাকিলেই ভাল হইত। যে সকল নারীর পুত্র জন্মে নাই, তাহাদিগের, কেবল পুত্র হইল না, এই এক মাত্র দুঃখ; কিন্তু যাহাদিগের পুত্র হইয়া, পুত্র দ্বারা কোন সুখই সাধিত হইল না, বৃথা প্রসব করিলাম, ভাবিয়া তাহাদিগকে নিরন্তর দুঃখ পাইতে হয়। অনুপম গুণশালী ইন্দ্রতুল্য তুমি যাহার পুত্র, তাহার শোক পাওয়া উচিত হয় না; তোমা হইতে অপরের ও ভয় দূর হয়; তোমার বৃদ্ধ প্রকৃত পিতা মাতা আজ পরের ভৃত্য হইয়া আছেন; অপরিণামদর্শী কংস তোমার জন্যই তাঁহাদিগকে নিত্য ভর্ৎসনা করিতেছে। যদি গর্ভধারিণী দেবকী এবং দেহ ধারিণী পৃথিবীকে মান্য করা তোমার উচিত হয়, তাহা হইলে, দেবকী শোক সলিলে মগ্ন হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে উদ্ধার কর, পুত্রবৎসল বৃদ্ধ বসুদেবও নিতান্ত দুঃখে আছেন, তাঁহাকে পুত্রের সহায়তি করাইলে, তোমার ধর্ম্ম লাভ হইবে। যে প্রকারে যমুনার হ্রদে অতি দুর্বৃত্ত সর্পকে দমন করিয়াছ; পর্ব্বতের সমূলোৎপাটন করিয়াছ, গর্ব্বিত বলবান্ অরিষ্টকে সংহার করিয়াছ; অন্যের প্রাণহারী দুষ্টাত্মা হয়রূপী কেশীর নিপাত সাধন করিয়াছ, কৃষ্ণ! এক্ষণে সেই রূপেই পরাক্রম প্রকাশ-

করিয়া যাহাতে দুঃখিত বৃদ্ধ পিতামাতাকে উদ্ধার করত ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পার, তাহাই ভাবনা কর। সভাস্থলে যখন কংস তোমার পিতাকে ভৎর্সনা করে, তখন যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, সকলেই অতি দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছেন। কৃষ্ণ! কংস গর্ভনাশাদি যে বিবিধ দুঃখ প্রদান করিয়াছে, কোন উপায় না থাকাতে দেবকী সে সকল সহ্য করিয়াছেন। পুত্র মাত্রেই জন্ম গ্রহণ করিয়া পিতামাতার ঋণ অবশ্য পরিশোধ করিবে।

কৃষ্ণ! উক্তরূপে তুমি মাতা পিতার উপকার সাধন করিলে তাঁহাদিগের দুঃখ দূর এবং তোমার অতুল ধর্ম্ম লাভ হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া, সর্ব্বজনসন্তোষকারী অক্রূরকে কহিলেন, তাহাই করিব; কিন্তু তেজস্বী ক্রুদ্ধ হইলেন না। নন্দ প্রভৃতি গোপগণও একত্রিত হইয়া অক্রূরের বাক্য শ্রবণ করত, কংসের আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া গমনের জন্য চঞ্চল হইলেন। ব্রজবাসী সকলেই যাইবার জন্য সজ্জিত হইল। বৃদ্ধ গোপ সকল উপায়ন সজ্জিত করিয়া গমন করিল। অন্যান্য গোপপতি সকল কর, এবং বৃষ, নবনীত, ও মহিষ রূপ উপায়ন, আর যাহার যতদূর উৎকৃষ্ট ও যাবৎ সংখ্যক গোধন, তদনুসারে দুগ্ধ ও ঘৃত লইয়া যাত্রা করিল। কৃষ্ণ ও রামের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে জাগরণেই অক্রূরের রাত্রি শেষ হইল। নির্ম্মল প্রভাত কাল উপস্থিত। পক্ষি কুল রব করিয়া উঠিল। উষা চন্দ্র কিরণ সংহার করিল। নক্ষত্রপুঞ্জ অরুণ কর্তৃক আকাশমণ্ডল হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। প্রভাত বায়ু শীতার বর্ষণ করিয়া ধরণীতল ক্লেদিত করিল। তারা সকলে ক্ষীণকার, নিমীলিত ও প্রভা শূন্য হইল। রাত্রির মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল; দিবাকর উদিত হইলেন। চন্দ্রমা কিরণ হীন প্রভাশূন্য হইলেন। একের দেহ নাশ পাইতে লাগিল; অপর দেহ পুষ্টি করিতে লাগিলেন। গোবৎসলোপ যোগী সমস্ত ব্রজভূমি আকীর্ণ হইল। গর্গর সকল মন্থনজন্য আবর্ত্তে পূর্ণ হইয়া ঘর্ঘর শব্দ করিতে লাগিল। নবজাত গোবৎসগণ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইতে লাগিল। গোপপল্লীর সকল পথই গোপগণে পরিপূর্ণ হইতে থাকিল। ঐ সমস্ত পথদিয়াই শত শত ভারক, বাহক পশু শকটারোপিত বৃহৎ বৃহৎ ভাও পৃষ্ঠে বহন করিয়া চলিল। এই সময় কৃষ্ণ, রাম ও অক্রূর তিন জনে রথে আরোহণ করিয়া তিন ত্রিলোক নাথের ন্যায়, যাত্রা করিলেন। অনন্তর যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া অক্রূর কৃষ্ণকে কহিলেন। বৎস! রথ রক্ষা কর; ঘোটকাদিগের প্রতি যত্ন লও। বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক ঘোটকদিগকে ঘাস দিয়া এবং হয় ভাণ্ড ও রথ পরীক্ষা করিয়া আমার জন্য কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর। আমি দিব্য ভাগবত মন্ত্র সহকারে সর্ব্বলোকপ্রভু ভুজগেশ্বর অনন্ত দেবের স্তব করিব। ভগবান্ অনন্ত দেব মনোবুদ্ধির অগম্য; সর্ব্বলোকের আদি কারণ, সর্পরূপী; তাঁহার মস্তকে সুন্দর ফণা শোভা পাইতেছে; আমি তাঁহাকে প্রণাম করিব। দেবের সহস্র ফণা; পরিধান নীল বসন। ধর্ম্মরূপী সেই অনন্তদেবের বদন হইতে যে বিষ উৎপন্ন হইবে, আমি অমরের ন্যায়; অমৃততুল্য সেই সমস্ত বিষ পান করিব। জিহ্বাদ্বয়সম্পন্ন তদীয় ফণার আয়তন দর্শন করিব। তাঁহার স্তব করিবার জন্য অবশ্যই তথায় সর্প সমাজ উপস্থিত আছে। তোমরা দুই জনে আমার অপেক্ষা করিয়া এই স্থানে

থাক। আমি যতক্ষণ শ্রেষ্ঠ হ্রদমধ্যস্থায়ী ভুজগরাজের নিকট হইতে প্রত্যাগমন না করি। কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া অক্রূরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মিষ্ঠ! গমন করুন; বিলম্ব করিবেন না; আমরা আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। সর্ব্বসন্তোষকারী যমুনার হ্রদে মগ্ন হইলেন। মগ্ন হইয়া, রসাতলে ইহ লোকের ন্যায় নাগলোক দর্শন করিলেন। তন্মধ্যে অদ্বিতীয় এক সাগরেশ্বর দেব সহস্র বদনকে দেখিলেন। সুবর্ণের তালবৃক্ষের ন্যায় ফণা উন্নত হইয়াছে। হস্তে লাঙ্গল; উদর মুষলের উপর আশ্রয় করিয়া আছে। দেব পাণ্ডুবর্ণ, নীলবসন পরিধান, সুবর্ণ আসনে উপবেশন এবং এক কুণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন। মত্তভাব; চক্ষু মুদিত পদ্মতুল্য শুভ্র; নিজশরীর বিস্তার করিয়া দুই খানি মুত্র সুশোভিত আসন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দুই অতি প্রশস্ত ফণা দ্বারা পৃথিবী ধারণ করিয়া সুখে উপবেশন করিয়া আছেন। সুবর্ণবর্ণ শোভিবিরচিত মৌলি বামভাগে কিঞ্চিৎ বক্র। বক্ষঃস্থল সুবর্ণের পদ্মমালায় আবৃত। শরীর রক্তচন্দনে লিপ্ত। বাহু দীর্ঘ। নাভিস্থল পদ্মসদৃশ; বর্ণ শুভ্র মেঘতুল্য; প্রভায় রূপ প্রজ্বলিত হইতেছে। বাসুকি প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভুজঙ্গমগণ পূজা করিতেছেন। কম্বল ও অশ্বতর নামে দুইনাগ ধর্ম্মাসনোপবিষ্ট প্রভুকে বীজন করিতেছে। ভুজগরাজ বাসুকি তাঁহার সন্নিকটে অবস্থান করিয়া শোভা পাইতেছেন। কর্কোটক প্রভৃতি অন্যান্য সর্পসচিবেরাও বেষ্টন করিয়া আছেন। একাকার সাগরজলে প্রভু সিক্ত হইয়াছেন, তথাপি সর্পগণ পদ্মাচ্ছাদিত মুখ দিব্য সুবর্ণ কলশ দ্বারা রাজাকে স্নান করাইল। অক্রূর দেখিলেন, সেই সমস্ত দেবের ক্রোড়ে শ্রীবৎস চিহ্ন আচ্ছাদিত বক্ষা, পীতবাসা, ঘনশ্যাম বিষ্ণু সুখে উপবেশন করিয়া আছেন। বলরামের ন্যায় চন্দ্রতুল্যকান্তি আর এক জনকেও ঐ ভুজঙ্গরাজেরই ক্রোড়ে উপবিষ্ট দর্শন করিলেন। দেখিয়া অক্রূর সহসা কৃষ্ণের সহিত কথা কহিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ স্বীয় তেজোদ্বারা তাঁহার বাক্যরোধ করিলেন। অক্রূর অক্ষয় ভগবান্ অক্ষয় অনন্তদেবকে দর্শন করত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, জল হইতে উঠিলেন; উঠিয়া দেখিলেন, অদ্ভুতরূপী রাম ও কৃষ্ণ সেই স্থানেই উপবেশন করিয়া, পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছেন। দেখিয়া, কৌতূহলবশতঃ পুনর্ব্বার জলে মগ্ন হইলেন। যথায় শুভ্রাম্বর নীলবাসা সমস্ত দেবের অর্চনা হইতে ছিল, তথায় আবার দেখিলেন, কৃষ্ণ সেই সহস্র মস্তক দেবের ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া আছেন। সকলে তাঁহার পূজা করিতেছে। আবার আস্তে ব্যস্তে উত্থান করিয়া অক্রূর সেই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে, যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া রথের নিকট গমন করিলেন। কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া হাস্য বদনে প্রত্যাগত অক্রূরকে কহিলেন, মহাশয়! হ্রদমধ্যবর্ত্তী নাগ লোকের সংবাদ কি? আপনি অনেক ক্ষণ বিলম্ব করিয়াছেন। বোধ হয়, আপনি আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছেন, কারণ, দেখিতেছি আপনার মন চঞ্চল হইয়াছে। অক্রূর কহিলেন, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, যাহাতেই বল, লোক মধ্যে তুমি ভিন্ন আর আশ্চর্য্য কি হইতে পারে। কৃষ্ণ! তথায় যে আশ্চর্য্য দেখিয়াছি, পৃথিবীতে সে রূপ আশ্চর্য্য দৃষ্ট হইবার নহে। সে আশ্চর্য্য আমি এই স্থানেও দেখিতেছি ও আনন্দিত হইতেছি। ভুবনের মূর্ত্তিমান্ আশ্চর্য্যের সহিত একত্র অবস্থিতি করিতেছি। কৃষ্ণ! ইহার অধিক আশ্চর্য্য দেখিতে আমার আশা নাই। অতএব, চল, দিবাকর অস্ত গমন না করিতে করিতে, কংস রাজের নগরীতে উপনীত হই।

চতুরশীতিতম অধ্যায়। ৮৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অক্রূর রথ যোজন এবং কৃষ্ণ ও রামের সহিত উহাতে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এবং অস্তমন বেলায় কংসের মনোহর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্য তুল্য তেজস্বী বুদ্ধিমান্ অক্রূর বীর কৃষ্ণ ও বলরামকে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন; এবং ভীত হইয়া তাঁহাদিগের দুই জনকে কহিলেন, বৎস! বাসুদেবের বাটীতে গমন করিবার ইচ্ছা করিও না; তোমাদিগের জন্যই কংস বৃদ্ধকে পীড়ন করিতেছে; এবং এখানে থাকিতে পাইবে না বলিয়া দিবারাত্র তিরস্কার করিতেছে। অতএব, পিতার যাহাতে উত্তম সুখ ঘটে, তোমাদিগেরই তাহা করা কর্ত্তব্য; যাহাতে তিনি সুখ পান সেই হিত কার্য্যই করিবে। কৃষ্ণ অক্রূরকে কহিলেন, আমরা মথুরানগরীতে আসিয়াছি রাজ মার্গ দর্শন করিতে যাইব; কোন উদ্দিষ্ট স্থানেই গমন করিব না। যদি বলেন, কংসের বাটীতেও যাইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যেমন উন্মত্তকুঞ্জর আলানভঙ্গ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হয়, তেমনি রাম কৃষ্ণ দুই বীর, অক্রূরের উপদেশ পাইয়া নগরী দর্শনার্থ বহির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে পথমধ্যে বস্ত্ররঞ্জনকারী এক রজককে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া তাহার নিকট মনোহর পরিচ্ছদ যাচ্ঞা করিলেন। রজক তাঁহাদিগকে কহিল, তোমারা কোন বনবাসীর পুত্র হইবে; তাহা না হইলে এমন অজ্ঞানের ন্যায়, নির্ভয়ে রাজার বসন পরিধান করিতে চাহিবে কেন? আমি কংসের নানাদেশোৎপন্ন বসন সকল তাঁহার অভিলাষানুরূপ শত শত রাগে বিশেষ করিয়া রঞ্জিত করি। তোমরা কোন বনচারীর পুত্র; মৃগগণের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছ, তোমাদিগের জ্ঞান অতি সামান্য; এখানকার কিছুই জান না; তাহাতেই রঞ্জিত বসন দর্শন করিয়া লইতে ইচ্ছা হওয়াতে, তোমরা বসন যাচ্ঞা করিতেছ।

রজক অজ্ঞান ও অল্প বুদ্ধি; তাহার গ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল; সেই জন্য উক্ত প্রকার বাক্য বিষ উদ্গার করাতে, কৃষ্ণ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। এবং বজ্রসার কর দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। রজক ছিন্নমস্তক ও প্রাণশূন্য হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। তাহার ভার্য্যাগণ তাহার মৃত্যুজন্য চীৎকার রবে ক্রন্দন করিয়া উঠিল; এবং কেশ আলুলায়িত করিয়া বেগে কংসের ভবনে গমন করিল। এ দিকে কৃষ্ণ বলরাম সুন্দর বসন পরিধান করিয়া, মাল্যার্থী হইয়া, গন্ধাকৃষ্ট দুই গজের ন্যায় মাল্যবিপণীতে গমন করিলেন। তথায় প্রিয়বাদী, লক্ষ্মীমন্ত প্রিয়দর্শন, গুণক নামে এক মালাকারের প্রভূত মাল্যপূরিত এক আপণ ছিল। কৃষ্ণ মাল্য প্রার্থনার উপযোগী মিষ্টবাক্য রচনা করিয়া, নির্ভয়ে ঐ মালাকারকে বলিলেন, আমাদিগকে মাল্য দেও। মালাকার আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগের দুই জনকে প্রভূত মাল্য দান করিল; এবং কহিল, এ সমস্তই আপনাদিগের। কৃষ্ণ মনোমধ্যে সন্তুষ্ট হইয়া, গুণককে কহিলেন, আমার প্রসাদে তোমার প্রভূত সমৃদ্ধি হইবে। মালাকার মস্তক অবনত করিয়া কৃষ্ণের চরণে পতিত হইয়া ঐ অত্যুৎকৃষ্ট বর গ্রহণ করিল। সে মনে করিল, ইহাঁরা দুই জন যক্ষ; অতএব সাতিশয় ভীত হইয়া কোন উত্তর করিল না। অনন্তর রাজমার্গস্থিত বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ বলরাম অনুলেপন পাত্রহস্তা কুব্জাকে দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণ

তাহাকে কহিলেন, হে পদ্মপলাশলোচনে কুব্জে! তুমি কাহার অনুলেপন লইয়া যাইতেছ, আমাকে শীঘ্র বল। বিদ্যুতের ন্যায় বক্রগামিনী কুব্জা, নিবিড় জলদের ন্যায় নীল বর্ণ পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণকে সহাস্য কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া কহিল, রাজার স্নান গৃহে গমন করিতেছি; আইস, অনুলেপন গ্রহণ কর; আমি দাঁড়াইয়া আছি; তোমার মঙ্গল হউক; তুমি আমার প্রাণের প্রিয়। হে প্রিয়দর্শন! তুমি বিদেশ হইতে আসিতেছ না? তাহা না হইলে আমাকে জানিবে না কেন? আমি মহারাজের অনুলেপনকার্য্যে নিযুক্তা দাসী; মহারাজ আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। কুব্জা এই বলিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল; কৃষ্ণ তাহাকে কহিলেন, আমাদিগের অঙ্গের মত অনুলেপন প্রদান কর। হে সুবদনে! আমরা দুই জনে মল্ল; অপূর্ব্ব ধনুর্যজ্ঞ এবং সমৃদ্ধ রাজা দর্শন করিবার জন্য আমরা অন্য দেশ হইতে আগমন করিয়াছি। কুব্জা উত্তর করিল, আমার চক্ষু তোমাকে ভাল বাসিতেছে; অতএব, রাজোচিত এই অত্যুৎকৃষ্ট অনুলেপন গ্রহণ কর।

সুন্দরকায় রামকৃষ্ণ গাত্রে অনুলেপন মৃক্ষিত করিয়া, যমুনার জলপতিত পঙ্কলিপ্তাঙ্গ দুই বৃষের ন্যায় শোভা পাইলেন। অনন্তর ক্রীড়ার প্রকারবিৎ কৃষ্ণ দুই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা কুব্জার স্বড়্‌দেশ (কুঁজ) অল্পে অল্পে পীড়ন করিতে লাগিলেন। কুব্জা অনুভব করিল, তাহার স্বড় মগ্ন হইয়াছে; সে সরল যষ্টির ন্যায় দেহ সরল করিল; স্তনতট উন্নত হইয়া উঠিল; চারুহাসিনী উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল এবং প্রণয়বশতঃ কৃষ্ণকে কহিল, প্রিয়! কোথায় যাইবে! আমি তোমাকে যাইতে দিব না; ক্ষণকাল বিলম্ব কর, আমাকে গ্রহণ কর। কৃষ্ণ বল রাম কুব্জার ভাব সমস্ত বুঝিতে পারিলেন; অতএব আনন্দিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করত করতালি দিয়া হাসিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কামার্ত্তা কুব্জাকে পরিত্যাগ করিলেন। কুব্জা ছাড়িয়া দিলে পর দুই জনে অঙ্গাদির চেষ্টা ও বদন ভাব গোপন করত, গোপালয়ে প্রতিপালিত দুই গোপের ন্যায় রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। হিমালয়ের বনজাত দুই সিংহ শাবকের ন্যায় দুই বীরবালক, প্রবেশ করিয়া গন্ধমাল্যাদি উপহারভূষিত ধনু দর্শন করিবার অভিলাষে ধনুঃশালায় গিয়া অস্ত্রাগাররক্ষককে কহিলেন, মহাশয়! আমরা যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন; হে কংসের অস্ত্রাগার রক্ষক! যে ধনুর উদ্দেশে এই উৎসব হইতেছে, কংসের রক্ষাস্বরূপ সেই ধনু কোথায়? যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রদর্শন করুন। অস্ত্ররক্ষক তাঁহাদিগকে রুক্তসদৃশ সেই ধনু দেখাইলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও সে ধনুতে জ্যারোপণ বা তাহা ভঙ্গ করিতে পারেন না। বলশালী কৃষ্ণ দুই হস্তে তাহা উত্তোলন করিয়া উহার গুরুত্ব পরীক্ষা এবং বারম্বার উহাতে জ্যারোপণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হর্ষপ্রযুক্ত আনত করাতে, সর্পশরীর সদৃশ গন্ধমাল্যাদিবিভূষিত ঐ ধনু অবশেষে মধ্যভাগে ভগ্ন হইল। ঐ শ্রেষ্ঠধনু ভঙ্গ করিয়া কৃষ্ণ দ্রুতপদবিক্ষেপে মহাবেগে তথা হইতে নির্গত হইলেন; যুবা বলদেবও ঐ ভাবে বহির্গত হইলেন। ধনুর্ভঙ্গশব্দ বায়ুতে প্রতিধ্বনিত হইয়া দশদিক্ পূর্ণ এবং অন্তঃপুর কম্পিত করিয়া তুলিল। অস্ত্রাগাররক্ষক ভীত হইয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে রাজার নিকটে গিয়া, কাকের ন্যায় উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিল, ধনুঃশালায় যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে, নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

এখন যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ত্রিভুবনের ভয় জন্মে। দুই নর, কি জানি, কাহার সঙ্গে অজ্ঞাতসারে পুরীতে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদিগের কেশ শিখার ন্যায় বিস্রস্ত; এক জন নীল আর এক জন পীতাম্বরধারী; একের গাত্রে পীত, অপরের গাত্রে শ্বেত অনুলেপন। বেশ ইচ্ছামত। সুন্দরদর্শন বীরদ্বয় যখন ধনুর্গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন বোধ হইল যেন, দুই দেবকুমার, কি দুই বালক অগ্নি আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি, দুই জনেরই পরিচ্ছদ ও মাল্য অতি মনোহর। তাঁহাদিগের দুই জনের মধ্যে পদ্মলোচন পীতবসন ও পীত মাল্যধারী শ্যামবর্ণ এক জন, দেবগণও যে ধনুর্গ্রহণ করিতে পারেন না, সেই ধনু গ্রহণ করিলেন। বালক, লৌহযন্ত্রের ন্যায় সেই ধনু গ্রহণ করিয়া অবলীলাক্রমে অতি বেগে আনত করিয়া উহাতে জ্যারোপণ করিলেন। দীর্ঘবাহু যখন বাণশূন্য ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন, ঐ ধনু শব্দ করিয়া, মুষ্টিদেশে দুই ভাগে ভগ্ন হইল। ভগ্ন হইবামাত্র পৃথিবী কম্পিত হইল; দিবাকরের আর প্রভা নাই; আকাশ মণ্ডল ধনুর্ভঙ্গনাদে যেন ঘূর্ণিত হইতেছে। আমি সেই আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া, অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। অতএব হে শত্রুকুলের ভয়প্রদ! ভয়ে আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি। মহারাজ! সেই অতুলবিক্রম দুই জন যে কে, আমি তাহা জ্ঞাত নহি। এক জন দেখিতে কৈলাস পর্ব্বত সদৃশ; আর এক জন অঞ্জন গিরির ন্যায়। গজ যেমন স্তম্ভ ভগ্ন করে, শেষোক্ত ব্যক্তি তেমনি সেই শ্রেষ্ঠ ধনু ভঙ্গ করিয়া বায়ুবেগে সঙ্গীর সহিত নির্গত হইয়াছেন। ধনু দ্বিধা করিয়া যে কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না।

কংস উক্তপ্রকার ধনুর্ভঙ্গ শ্রবণ করত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, অস্ত্ররক্ষককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট আলয়ে প্রবেশ করিলেন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়। ৮৪।

ভোজবংশবর্দ্ধন রাজা কংস ধনুর্ভঙ্গ চিন্তা করিয়া উন্মনা হইলেন; যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দুঃখ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কি, এক ব্যক্তির সম্মুখে নির্ভয়ে মহাবল ধনু ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল! তাহারই জন্য ভীত হইয়া আমি পিতৃস্বসার ছয় গর্ভ নাশ করত লোকনিন্দিত নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়াছি; বুঝিলাম, পৌরুষ দ্বারা দৈব নিবারণ করিবার নহে। নারদ আমাকে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, নিশ্চয় তাহা উপস্থিত। রাজা এইপ্রকার চিন্তা করিয়া উৎকৃষ্ট গৃহ হইতে নির্গত হইয়া মঞ্চ সকল দেখিবার উদ্দেশে রঙ্গালয়ে গমন করিলেন। তথায় এক এক করিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দৃঢ় ভাবে বদ্ধ নিরবকাশ মঞ্চগৃহ; চূড়াবিভূষিত চন্দ্রশালী, এক স্তম্ভাশ্রিত প্রশস্ত স্ত্রী ক্রীড়াগার; উন্নত, সুখারোহ, সুসংবদ্ধ উৎকৃষ্ট, সারবান্, সুপ্রশস্ত, সুদৃঢ়স্থাপিত মঞ্চারোহণসোপান, বিস্তৃত রাজাসন মধ্যে মধ্যে বহু সঞ্চারপথ, বহু মনুষ্যের ভারসহ বেদি ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে ভূষিত রঙ্গ স্থান সন্দর্শন করিয়া বুদ্ধিমান্ রাজশ্রেষ্ঠ কংস আজ্ঞা করিলেন, কল্য প্রাতে রঙ্গগৃহ, প্রশস্ত ও বীথি সকল চিত্রিত; মাল্য পতাকা দ্বারা ভূষিত, গন্ধ দ্বারা সুবাসিত এবং শিরোদেশে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। রঙ্গবাট মধ্যে প্রভূত গোময় রাশীকৃত করিয়া রাখিবে। ঘণ্টাদি দ্বারা তোরণের শোভা রচনা এবং যথোপযুক্ত মাঙ্গল্য দ্রব্য সজ্জিত করিবে। জলভারসহ জলকুম্ভ সকল প্রোথিত এবং কাঞ্চনাদি কলসও সজ্জিত করিয়া রাখিবে।

কুম্ভ সকলের মুখে আম্রশাখা ও মাঙ্গল্য দ্রব্য স্থাপন করিবে। সভ্য এবং ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পৌরদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে। মল্ল ও দর্শকজনকে আসিতে আজ্ঞা করিবে। সমাজমধ্যে সুন্দররূপে মঞ্চশোভা সম্পাদন করিবে।

রাজা রীতিমত সমাজবিধানপক্ষে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া সমাজগৃহ হইতে নির্গত হইয়া আপন নিকেতনে প্রবেশ পূর্ব্বক অতুল বলশালী চাণূর ও মুষ্টিক নামক বিখ্যাত দুই মল্লকে তথায় আসিতে আজ্ঞা করিলেন। মহাবীর্য্যসম্পন্ন দীর্ঘবাহুশালী উক্ত মল্লদ্বয় কংসের আজ্ঞা পাইয়া শিরোধার্য্য করত হৃষ্টান্তঃকরণে তথায় প্রবেশ করিল। জগদ্বিখ্যাত দুই মল্লকে সন্নিকটে সমুপস্থিত দর্শন করিয়া রাজা কংস বৃত্তান্তোল্লেখ পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা দুই জনে আমার মল্লদিগের মধ্যে বিখ্যাত; তোমরা বীরগণের ধ্বজা স্বরূপ। আমি এযাবৎ উপযুক্ত পুরস্কারাদি প্রদান দ্বারা তোমাদিগের সমুচিত সৎকার করিয়াছি; তোমরা সৎকারলাভের উপযুক্ত পাত্রও বট। আমি তোমাদিগের যে সকল উপকার ও সৎকার করিয়াছি, যদি সে সকল তোমাদিগের স্মরণ থাকে, তাহা হইলে তোমাদিগকে, বল প্রয়োগ করিয়া, আমার একটি মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইবে। রাম কৃষ্ণ নামে এই যে দুই বালক গোপালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছে, বালক হইলেও ইহারা কিছুতেই শ্রান্ত বোধ করে না। রঙ্গস্থলে যখন যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তোমরা অবশ্য ইহাদিগকে পাতিত করিয়া বিনাশ করিবে। "বালক ইহাদিগের সামর্থ্য কি," এরূপ ভাবিয়া অবজ্ঞা পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবে না; প্রত্যুত বিশেষ যত্ন করিবে। তৎকালীন নিয়তিবলে যদি এই দুই গোপ যুদ্ধে নিধন পায়, তাহা হইলে আমার যথেষ্ট ইষ্ট সাধন হইবে।

নৃপতির মিষ্টবাক্যে মনোমধ্যে হৃষ্ট হইয়া যুদ্ধে প্রসিদ্ধ মল্ল চাণূর মুষ্টিক কহিল, শোচনীয় সেই দুই গোপাধম; যদি যুদ্ধস্থলে আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে জানিবেন, তাহারা মরিয়া প্রেত হইয়াছে, যদি সেই দুই বনের অশুভগ্রহ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই তাহারা ক্রুদ্ধ আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে।

মল্লশ্রেষ্ঠ চাণূর মুষ্টিক উভয়ে এইরূপ বাক্যবিষ উদ্গার করিয়া রাজার আদেশানুসারে তথা হইতে আপন আপন গৃহে গমন করিল।

অনন্তর কংস হস্তিপক মহামাত্রকে কহিলেন, বলবান্, মত্ততানিবন্ধন চঞ্চললোচন, ক্রোধস্বভাব, দানস্রাবিগণ্ড, শক্রবারণনিবারণ, কুবলয়াপীড় হস্তীকে দ্বারদেশে স্থাপন করিবে। বসুদেবের দুই নীচ বনচারী পুত্র যাঁহাতে নাশ পায়, তুমি তদ্রূপে উহাদিগের প্রতি ঐ হস্তীকে চালনা করিবে। যদি তুমি হস্তী দ্বারা গোষ্ঠনিবাসী এই দুই জনকে বিনাশ করিলে, রঙ্গ মধ্যে আর আমাকে তাহাদিগের গর্ব্বিত মূর্ত্তি দেখিতে হয় না। আর তাহাদিগের মৃত্যু দর্শন করিলে, বসুদেব বান্ধব ও ভার্য্যার সহিত, ছিন্নমূল অতএব অবলম্বনশূন্য হইয়া নাশ পাইবে। অপরাপর যে সকল মূর্খ যদুবংশীয় কৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ আশ্রয় জ্ঞান করে, কৃষ্ণের মৃত্যু দেখিয়া তাহারাও হতাশ হইয়া মরিবে। হস্তীদ্বারাই হউক্, মল্ল দ্বারাই হউক্, আর নিজেই হউক্, আমি এই দুইজনকে নিপাত করিয়া পৃথিবী যাদবশূন্য করত সুখী হইব। যদুবংশধর পিতাকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি; কৃষ্ণপক্ষপাতী অন্যান্য যে সকল যদুবংশীয়, তাহাদিগের প্রতিও

আমার মমতা নাই। উগ্রসেন মানুষ, তাঁহার বীর্য্য অতি অল্প; তিনি আমার জন্ম দেন নাই; নারদ আমাকে এই কথাই কহিয়াছেন।

মহামাত্র কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ কি কহিয়াছিলেন? হে শত্রুনিসূদন! আপনার মুখে আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম। পিতা উগ্রসেনের ঔরস ভিন্ন আপনি অন্যের ঔরসে কি প্রকারে মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? আপনার মাতাই বা কিরূপে এরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলেন? সামান্য নারীও নিন্দনীয় কর্ম্ম করে না। আমি বিস্তার পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি; আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

কংস কহিলেন, মহর্ষি প্রভু নারদ যে প্রকার কহিয়াছিলেন, যদি তোমার শুনিতে অভিরুচি হয়, তাহা হইলে আমি সেইরূপই কহিতেছি। ইন্দ্রসখা ব্রহ্মলোকচারী দেবর্ষি নারদ একদা আগমন করিলেন। পরিধান চন্দ্রকিরণ তুল্য শুভ্র বসন কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয়; মস্তকে জটাভার; স্বর্ণের যজ্ঞোপবীত; হস্তে কমণ্ডলু দণ্ড; দেখিতে দ্বিতীয় প্রজাপতি সদৃশ। ঋষি গীতিবিদ্যায় অতি সুনিপুণ; চতুর্ব্বেদ গান করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাকে আগত দর্শন করিয়া যথাবিধি পূজা করত পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক গৃহ মধ্যে প্রবেশ ও উপবেশন করাইলাম। মুনি উপবেশন করত শ্রান্তি দূর করিয়া আমার কুশল জিজ্ঞাসা করত প্রসন্ন চিত্তে কহিলেন, হে বীর! যেরূপ বিধি আছে, তুমি তদনুসারেই আমার পূজা করিলে; এক্ষণে আমি তোমাকে যে একটী কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ ও ধারণ কর। আমি দেবতাদিগের বসতিস্থল সুবর্ণময় মেরু পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম। তথায় মেরু শৃঙ্গোপরি দেবগণের সভায় এক দিন শ্রবণ করিলাম, তাঁহারা তোমার সহিত তোমার অনুজীবি বর্গের বধোপায় বিষয়ে পরামর্শ করিতেছেন। পরামর্শ স্থির হইল, দেবকীর অষ্টম গর্ভে লোকনমস্কৃত ভগবান্ বিষ্ণু অবতীর্ণ হইবেন; তাহা হইতেই তোমার মৃত্যু হইবে। বিষ্ণু দেবতাদিগের সর্ব্বস্ব; তিনি ভিন্ন স্বর্গের আর গতি নাই। দেবগণের তিনি অতি গোপনীয় বস্তু; তাঁহা হইতেই তোমার মৃত্যু হইবে। কংস! তুমি গর্ভ নিপাতন বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। দুর্ব্বলই হউক, আর আত্মীয়ই হউক, শত্রুকে উপেক্ষা করিবে না। আর উগ্রসেন তোমার জন্মদাতা নহেন; সৌভপতি তেজস্বী মহাবল দ্রুমিল তোমার জন্মদাতা।

নারদের বাক্য শ্রবণ করত আমি কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্! দানব দ্রুমিলের সহিত কি প্রকারে আমার মাতার সহবাস হইল, শুনিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে, বিস্তার পূর্ব্বক উল্লেখ করুন।

নারদ কহিলেন, রাজন্! বলিতে দুঃখ হয়, কিন্তু দ্রুমিলের সহিত তোমার মাতার যেরূপ সহবাস ও যে প্রকারে কথোপকথন হইয়াছিল, যথাবৎ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার মাতা ঋতুমতী হইয়া বন দর্শন জন্য কৌতূহলবশতঃ সখীগণের সহিত সুযামুন নামক পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সুশোভিত প্রীতিকর গিরিশৃঙ্গ, গুহা ও নদীতটে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে কিন্নরগণের অতিমধুর সঙ্গীত স্বর শ্রবণ করিয়া তাঁহার কামোদ্রেক হইল। ময়ূর ও অন্যান্য বিহঙ্গম কূজ শব্দ করিতেছিল; উহা শ্রবণ করিয়াও তিনি বারম্বার স্ত্রীধর্ম্ম প্রকাশ

করিতে লাগিলেন। এমন সময় পদ্মগন্ধপূর্ণ, কামোদ্দীপক, মনোহর বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল। ভ্রমরাশ্রয়ণ কদম্ব বৃক্ষ সকল, বায়ুর সহিত মিলিত ও নিরন্তর বায়ুতরঙ্গে আকুল হইয়া প্রভূত গন্ধ বিস্তার করিল। পুষ্পবর্ষণের সহিত কেশররাজি বর্ষণ হইয়া কাম উত্তেজিত করিল। কেশরধারী কদম্ব সকল দীপের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পৃথিবী নবতৃণে আচ্ছন্ন এবং ইন্দ্রগোপসমূহে বিভূষিতা হইয়া প্রাপ্তযৌবনা কামিনীর ন্যায় ঋতুকালীন আকার ধারণ করিলেন।

অনন্তর ভাবিতব্য সূপ বিধাতা কর্ত্তৃক নীত হইয়া, কামগামী সৌভপতি শ্রীমান্ ক্রমিল নামক দানব নবোদিত সূর্য্যসমতেজঃসম্পন্ন, কামচারী, মন অপেক্ষাও বেগশালী বিমানযোগে আকাশপথে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে সুকোমল পর্ব্বত দর্শনে ইচ্ছুক হইয়া দ্রুতবেগে তথায় অবতীর্ণ হইলেন। পর্ব্বতপৃষ্ঠে উপস্থিত হইয়া শত্রুরথবিমর্দ্দন কৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণ করত, পর্ব্বতের উপবন মধ্যে রথ রাখিয়া, সারথির সমভিব্যাহারে পর্ব্বতশিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বিবিধ বন, উপবন, নানাধাতুমণ্ডিত নানাবর্ণে রঞ্জিত উচ্চ উচ্চ বহু শৃঙ্গ, নানা কুসুম গন্ধযুক্ত, নানাপ্রাণিগণ কর্ত্তৃক অধিরূঢ়, নানা পক্ষীর শব্দে পরিপূর্ণ নানা পুষ্পবৃক্ষ, নানা ওষধি এবং নানা ঋষি, সিদ্ধ বিদ্যাধর, কিম্পুরুষ, যক্ষ, বানর, রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, শরভ, শশক, সৃমর, চমর, ন্যঙ্কু, মতঙ্গ, যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে দর্শন করিয়া সর্ব্বঋতুর গুণসম্পন্ন নন্দন সদৃশ কাননে, পর্ব্বতশৃঙ্গে, গুহায় ও নদীতটে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, দেবকন্যাসদৃশী দেবী সখীদিগের সহিত ক্রীড়া ও পুষ্প চয়ন করিতেছেন। সখীদিগের সহিত ভ্রমণকারিণী রুচিরনিতম্বিনীকে দর্শন করত, সৌভাধীশ্বর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সারথিকে কহিলেন, ঐ যে বালমৃগনয়না রূপসী ঔদার্য্যগুণশালিনী ললনা কন্দর্পের রতির ন্যায় বনমধ্যে বিচরণ করিতেছেন, উনি কে? উনি কি ইন্দ্রের শচী, না নারায়ণের উরুভেদ করিয়া যে তিলোত্তমা উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই তিলোত্তমা! না রাজা ঐলের প্রেয়সী রমণীরত্ন উর্ব্বশী? শুনিয়াছি, দেবাসুর মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া অমৃতের জন্য ক্ষীর সাগর মন্থন করিয়াছিলেন, সেই অমৃত হইতে ত্রিলোকমোহিনী দেবী লক্ষ্মীর জন্ম হয়। এই চারুবদনা কি সেই নারায়ণের অঙ্কবিলাসিনী লক্ষ্মী? যেন নীলমেঘের অন্তরাল হইতে বিদ্যুৎপ্রভা প্রকাশ পাইতেছে। স্ত্রীগণের মধ্যে ইহাঁর রূপে বন উজ্জ্বল হইয়াছে! ইহাঁর অঙ্গ অতীব সুন্দর; মুখশ্রী নির্ম্মলপ্রভ চন্দ্রমার সদৃশ। সর্ব্বাবয়বসুন্দরীর রূপ দর্শন করিয়া আমার জ্ঞানলোপ হইয়াছে; ইন্দ্রিয় সকল ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়াছি; মন মুগ্ধ হইয়াছে। কুসুমশরের কোমল সায়ক সকল আমার সমস্ত অঙ্গ অতি গুরুতররূপে ছেদন করিতেছে। পঞ্চশর হৃদয় ভেদ করিয়া আমার শরীর যেন জ্বালাইয়া তুলিয়াছে। মদনাগ্নি, ঘৃতাসক্ত অগ্নির ন্যায়, বৃদ্ধি পাইতেছে। কি প্রকারে এই মদনাগ্নি শান্ত করিবার উপায় হইবে। কি করি! সুন্দরী কি উপায়ে আমাকে ভজনা করে!

দানব, এই প্রকার অনেক চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, সারথিকে কহিলেন, ভদ্র! এই স্থানে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর; সুন্দরীকে, আনিবার নিমিত্ত আমি গমন করিব। আমি যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ আমার অপেক্ষা করিয়া থাক। সারথি বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, যে আজ্ঞা। দানব-

রাজ পূর্ব্বোক্ত প্রকার করিয়া, কামার্ত্ত হইয়া সেই অসিতলোচনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন, এবং আচমন করিয়া ধ্যানে বসিলেন; মুহূর্ত্তমাত্র ধ্যান করিয়া জ্ঞানবলে জানিতে পারিলেন, ঐ ললনা উগ্রসেনের সহধর্ম্মিণী। জানিয়া মহাবাহু দানবরাজ আনন্দিত হইলেন। এবং নিজরূপ পরিবর্ত্তন করত উগ্রসেনের রূপ ধারণ করিয়া নিকটে গিয়া সাস্মিতবদনে অল্পে অল্পে কামিনীকে ধারণ করিলেন। এই প্রকারে উগ্রসেনের রূপ ধারণ করিয়া তোমার মাতার ধর্ম্ম নষ্ট করিলেন। তোমার মাতা পতিকে নিতান্ত ভাল বাসিতেন; অতএব অত্যাসক্ত পূর্ব্বক ক্রমিলের সহিত সঙ্গত হইলেন; কিন্তু বিহারান্তে, ঐ দানবের গুরুত্ব অনুভব করিয়া ভীত হইলেন। এবং ব্যস্তে ব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া সভয়ে তাঁহাকে কহিলেন, তুমি নিশ্চয়ই আমার স্বামী নও; রে ভ্রষ্টাচার! তুই কে, আমার ধর্ম্মনষ্ট করিলি? আমি একপত্নীক ব্রত আচরণ করিয়া থাকি; রে নীচ! তুই আমার পতির রূপ ধারণ করিয়া নীচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত আমার সেই ব্রতভঙ্গ করিলি। হায়! আমা হইতে কুল দূষিত হইল; বান্ধবেরা আমাকে কি বলিবে? পতিকুল হইতে ত্যাজিত ও ঘৃণিত হইয়াই বা কিরূপে জীবন ধারণ করিব? ভাবিনী এই প্রকার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলে, দানব ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, আমার নাম ক্রমিল; আমি সৌভনগরীর দ্রুমরাজ। তুমি আপনাকে পতিত ভাবিয়া আমাকে বৃথা কেন তিরস্কার করিতেছ; তোমার পতি ও মানুষ, নীচ মৃত্যুর বশবর্ত্তী। স্বাভাবিক অহঙ্কারে তুমি গর্ব্বিত। স্ত্রীজাতি ব্যভিচারিণী হইলে দূষিত হয় না; ইহাদিগের বুদ্ধি স্থির নহে; বিশেষতঃ মানুষীর। শুনা গিয়াছে, অনেক অনেক স্ত্রী ব্যভিচার করিয়া দেবসদৃশ অতুল বিক্রম পুত্রলাভ করিয়াছে। স্ত্রীগণের মধ্যে তুমি বড় শুদ্ধা পতিব্রতা সতী; সেই জন্য কেশ কল্পিত করিয়া, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতেছ। হে সুন্দরি! তুমি কে? তুমি আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই জন্য তোমার কংস নামে রিপুবিনাশী পুত্র জন্মিবে।

দেবী পুনর্ব্বার কুপিত ও ব্যথিত হইয়া দুষ্টভাষী দানবের প্রতি তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রে দুশ্চারিন্! তোর চরিত্রকে ধিক্! তুই নারীমাত্রকে নিন্দা করিতেছিস্। দুশ্চারিণী, আর পতিব্রতা নারী উভয়বিধই আছে। রে কুলাধম! অরুন্ধতী প্রভৃতি স্ত্রীগণের যে নাম শুনা যায়, যাঁহাদিগের পুণ্যবলে ভুবন ও প্রজাবৃন্দ অবস্থিত করিতেছে, তাহারা পতিব্রতা, একজনের ভিন্ন অন্যের পত্নী হন নাই। রে সচ্চরিত্রনাশক! তুই আমাকে যে পুত্র প্রদান করিলি, আমি তাহাকে প্রার্থনা করি না, যাহা বলিতেছি, শোন্; আমার পতির বংশে অক্ষর পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন; তাঁহার হস্তে তোর এবং তুই যে পুত্র প্রদান করিলি, তাহার মৃত্যু হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রমিল সেই আকাশগামী দিব্য শ্রেষ্ঠ রথযোগেই আকাশে আরোহণ করিল; তোমার মাতাও দুঃখিত হইয়া সেই দিবসেই নগরী যাত্রা করিলেন।

তপস্তেজবলে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারদ এই কথা কহিয়া, সপ্তস্বরমূর্চ্ছনাযোগে বীণাবাদন এবং নক্ষ্যবীথিকা গান করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকটে যাত্রা করিলেন। হে মহামাত্র! এই কথা শ্রবণ এবং আমি যাহা বলিতেছি, প্রণিধান কর। ত্রিকালজ্ঞ শ্রীমান্ নারদ যথার্থ কথাই কহিয়াছেন। বল, বীর্য্য, অভিমান, নীতি, প্রভাব,

শৌর্য্য, তেজ, বিক্রম, সত্য, কি দান, কিছু-তেই আমার সমান ব্যক্তি বিদ্যমান নাই; আপনাকে এই প্রকার অবগত হইয়া, নারদের বাক্যে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। হে হস্তিপক! উক্ত প্রকারে আমি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। আমার প্রতি মাতা পিতার স্নেহ নাই। আমি নিজের তেজে পদস্থ রহিয়াছি। দুই জনেই—বিশেষতঃ জ্ঞাতিগণ আমার দ্বেষ করিয়া থাকে। দুই গোপবালককে সংহার করিয়া, ইহাদিগকেও সংহার করিব। অতএব মহামাত্র! যষ্টি, অঙ্কুশ, প্রাস ও তোমর হস্তে গজে আরোহণ করিয়া সমাজস্থলে গিয়া অবস্থিতি কর, বিলম্ব করিও না।

০০:::০০

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়। ৮৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সে দিন অতিবাহিত হইয়া পরদিন উপস্থিত হইল। বিচিত্র অষ্ট কোণে অষ্টচরণযুক্ত, অর্গলদ্বার বেদিকাসম্পন্ন অর্দ্ধচন্দ্রাকার গবাক্ষবিশিষ্ট, শরৎকালীন জলধর-সদৃশ প্রাসাদ, সুন্দর নির্ম্মিত, মাল্যদামভূষিত, অলঙ্কৃত, দৃঢ়নির্ম্মিত মঞ্চগণের সমূহে বিরাজিত সমানবাটি মেঘপুঞ্জসমন্বিত সাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পৌরদিগের পর্ব্বতাকার মঞ্চ সকল স্ব স্ব কর্ম্মোপযুক্ত দ্রব্যে চিহ্নিত ও নিবিড় পতাকা দ্বারা বিরাজিত হইল। অন্তঃপুরচারিণীদিগের স্বর্ণচিত্রিত দর্শনাগার সকল রত্নপ্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। যবনিকা বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সানু ও রজ্জু সহিত রত্নরাশি খচিত ঐ সকল গৃহ আকাশে পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইল। এবং তন্মধ্যে মহামূল্য মণিগণের প্রভা, চামরের শুক্লতা ও ভূষণ সমূহের শব্দের সহিত প্রকাশ পাইতে লাগিল। সভামধ্যে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আসন এবং পুষ্পস্তবকে আচ্ছাদিত পর্য্যঙ্ক সকল বিস্তীর্ণ হইল। সুবর্ণময় পানকুম্ভ, পানভূমি, ও ফলাবদংশপূর্ণ পানীয় যুক্ত চাঙ্গেরী সকল শোভিত হইল। অন্যান্য শত শত ও সহস্র সহস্র কাষ্ঠসঙ্ঘবদ্ধ প্রশস্ত মঞ্চ ও শোভা পাইতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন স্ত্রীদিগের অন্যান্য সূক্ষ্ম জালাবলোকনবিশিষ্ট দর্শনাগারও রাজহংসের ন্যায় আকাশেই লক্ষিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বমুখ মনোহররূপে নির্ম্মিত মেরু শৃঙ্গসদৃশ সুবর্ণ পত্রতুল্য স্তম্ভবিশিষ্ট মনোহর উপহার সংযুক্ত, মাল্যদামে ভূষিত কংসের দর্শন মঞ্চ সকলের অপেক্ষা অধিক শোভা পাইতে লাগিল।

ক্রমে সমাজবাটী লোকাকীর্ণ জনতা শব্দে প্রতিশব্দিত ও কম্পমান সাগর সদৃশ সংক্ষুব্ধ হইলে, রাজা, কুবলয়াপীড়কে সমাজ দ্বারে স্থাপন কর, এই আজ্ঞা করিয়া দর্শন করত উপস্থিত হইলেন। ভূপতির পরিধান শ্বেত বসন ও উত্তরীয়; মুকুট শ্বেত বর্ণ, মস্তকভাগে শ্বেত ছত্র, পার্শ্বে শ্বেত চামর; বোধ হইতে লাগিল যেন, হিমালয়শিখরে চন্দ্রমা উদিত হইলেন। শ্রীমান্ সিংহাসনে সুখে উপবেশন করিলে, পৌরজন অতুল রূপ দর্শন করিয়া জয়োচ্চারণ করিতে লাগিল। তাহার পর আকুঞ্চিত বস্ত্র পরিহিত বলশালী মল্লগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করত, রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল। অনন্তর তূর্য্য বাদিত এবং আস্ফোট শব্দ উৎক্ষিপ্ত হইলে বসুদেবের দুই পুত্র হৃষ্ট হইয়া রঙ্গ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সুন্দর বদন তাঁহারা দুই জন যেমন সত্বর প্রবেশ করিবেন, অমনি পূর্ব্বোক্ত মত্ত হস্তী বলে প্রেরিত হইয়া তাঁহাদিগকে রোধ করিল। সেই দুষ্টাত্মা মত্ত হস্তী চালিত হইয়া

শুণ্ড কুণ্ডলিত করিয়া বলরাম ও কেশবকে সংহার করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইল। গজ এই রূপে ভয় প্রদর্শন করিলে, কৃষ্ণ হাস্য করিয়া অতি দুরাত্মা কংসের ঐ অভিপ্রায়ের নিন্দা করিলেন; কহিলেন, কংস এই হস্তী দ্বারা আমাকে পরাজয় করিতে ইচ্ছা করিয়া নিশ্চয় যমালয়ের দিকে ধাবিত হইতেছে। অনন্তর হস্তী মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী হইলে, গোবিন্দ সহসা লম্ফ প্রদান করত তাল শব্দ করিলেন। এবং হস্তীর সম্মুখে উচ্চ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া উহার শীকরবাহী শুণ্ড বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। পরে দন্তদ্বয়ের; তদনন্তর চরণদ্বয়ের মধ্যগত হইয়া, বায়ু যেমন মেঘকে পেষণ করে, তদ্রূপ পেষণ করিলেন। পশ্চাৎ হস্তীর শুণ্ড ও দন্তাগ্র ও পদ মধ্য হইতে নিক্রান্ত হইয়া, উহাকে যুদ্ধ করাইতে লাগিলেন। অতিকায় হস্তী কৃষ্ণকে বিনাশ করিতে পারিল না; প্রত্যুত নিজের সমস্ত অঙ্গ পিষ্ট হওয়াতে বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। জানু পাতিয়া ভূমিতে পতিত হইল। দন্ত দ্বারা পৃথিবী আঘাত করিতে লাগিল; ক্রোধে, গ্রীষ্মান্তে মেঘের ন্যায় মদজল বর্ষণ করিতে থাকিল। কৃষ্ণ বালোচিত ক্রীড়া সহকারে ঐ হস্তীকে ক্রীড়া করাইয়া, মনোমধ্যে কংসের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, উহাকে বিনাশ করিতে সংকল্প করিলেন। তিনি হস্তী কুম্ভের সমকটাং দৃঢ়প্রভাবে পাদক্ষেপ করিয়া দুই বাহু দ্বারা দুই দন্ত উৎপাটন করিয়া উহা দ্বারাই প্রহার করিলেন। কুঞ্জর শীঘ্র বজ্রসার দন্ত দ্বারা আহত হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ এবং কাতর হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কৃষ্ণকর্ত্তৃক জর্জ্জরিতাঙ্গ পীড়িতচেতা হস্তীর দুই গণ্ড হইতে প্রভূত শোণিত বেগে বিগলিত হইতে থাকিল। গরুড় যেমন শৈল পৃষ্ঠে অঙ্গসংলগ্ন অজাগরকে আকর্ষণ করে, বলরাম তেমনি বেগে গজের লাঙ্গুল আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ উক্ত গজদন্ত দ্বারাই গজের প্রাণ সংহার করিয়া, এক আঘাতে ভীমদর্শন হস্তিপককে নাশ করিলেন। দন্তহীন গজরাজ অত্যুচ্চ আর্ত্তনাদ করিয়া, বজ্রভগ্ন অচলের ন্যায়, মহামাত্রের সহিত পতিত হইল। অনন্তর রণদুর্ম্মদ, পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ বলরাম, গজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা গজের পৃষ্ঠরক্ষকদিগকে সংহার করিলেন; পরে স্বর্গ হইতে স্বেচ্ছাবতীর্ণ অশ্বিনীকুমারযুগলের ন্যায়, রঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃষ্ণি এবং অন্ধক বংশীয়গণ বনমালাধারী তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন; তাঁহারা হুঙ্কার, বাহু আস্ফাটন, সিংহনাদ এবং তাল শব্দ দ্বারা লোকের আনন্দ উৎপাদন করিলেন। মন্দবুদ্ধি কংস তাঁহাদিগের দুই জনকে, দর্শন করিয়া বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহাদিগের প্রতি পৌর জনের অনুরাগ এবং তাঁহাদিগের আনন্দ অবলোকন করিয়াও তাঁহার বিষাদ জন্মিল।

হে ভরতনন্দন! পদ্মনয়ন শ্রীকৃষ্ণ চীৎকারকারী গজরাজকে বিনাশ করিয়া, অগ্রজের সমভিব্যাহারে সাগরসদৃশ সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন!

—•••—

ষড়শীতিতম অধ্যায়। ৮৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উগ্রসেননন্দন কংস দেখিলেন, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত বেগে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বসন বায়ুতে কম্পিত হইতেছে; গজদন্তাঘাতে শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষত হইয়াছে; বাহু অতি সুন্দর; লীলা স্থলে বীর গজের মদজল

ও স্কন্দাদির দ্বারা ঐ বাহুতে অঙ্গদ রচনা করিয়াছেন। কমললোচন সিংহের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিতেছেন; মেঘের ন্যায় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছেন; বাহ্বাস্ফোট শব্দে ধরণী কম্পিত করিতেছেন; হস্তিদন্তরূপ দণ্ড উত্তোলন করিয়া আছেন; দেখিয়া কংস সাতিশয় ক্রুদ্ধবদনে তাঁহার প্রতি সক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেশব, হস্তে গজদন্ত ধারণ করিয়া, অর্দ্ধচন্দ্র সংলগ্ন একশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইলেন। গোবিন্দ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে, বোধ হইতে লাগিল, সমগ্র রঙ্গস্থাগর যেন মহতী রবের প্রতিশব্দে পূরিত হইল। পরম ক্রূরস্বভাব কুদ্ধ কংস, ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া, অন্ধ মল্লচাণূরকে কৃষ্ণের এবং মুষ্টিককে রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা করিলেন। চাণূর ইতি পূর্ব্বেই কংসের আজ্ঞা পাইয়াছিল যে, তোমাকে যত্নপূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। সে এক্ষণে ক্রোধে নয়নদ্বয় আরক্তিম করিয়া, জলপূর্ণ জলধরের ন্যায়, রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইল। কংসের আজ্ঞা সমাজ মধ্যে ঘোষণা হওয়াতে রঙ্গস্থল নিশ্চল ও নিঃশব্দ হইল। তখন সভ্যগণ একবাক্য হইয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে কহিতে লাগিলেন; পূর্ব্বকালে মল্লযুদ্ধের এই নিয়ম সংস্থাপন করা হইয়াছে যে, যুদ্ধস্থলে সভ্যগণ উপস্থিত থাকিবেন; মল্লদিগের মন প্রফুল্ল হইবে; বল এবং শিক্ষারই প্রয়োগ হইবে; অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহৃত হইবে না, অবসরক্রমে জল দিয়া মল্লদিগের শ্রমদূর এবং অঙ্গে করীষচূর্ণ করীষভস্ম দ্বারা উহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে। সভ্যেরা যোদ্ধাদিগের বক্ষ্যমাণ প্রকার ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন; দণ্ডায়মান ব্যক্তি দণ্ডায়মানের ও ভূমিস্থিত ভূমিস্থিতের সহিত যুদ্ধ করিবে। সংক্ষেপতঃ, প্রতিদ্বন্দ্বি দিগের অবস্থা সমান হইবে। রঙ্গমধ্যে বালক, মধ্যবয়স্ক, কৃশ, বৃদ্ধ ও বলবান্, ইহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষায় স্থাপন করিতে হইবে। বাহুযুদ্ধবিধি বল এবং শিক্ষাঅনুসারেই বিহিত হইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূতলে পাতিত করিবার পর কখন আর কিছু করিবেনা। এক্ষণে রঙ্গস্থলে কৃষ্ণ ও অন্ধ মল্লের যুদ্ধ প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণ বালক, আর অন্ধ প্রৌঢ়বয়স্ক; অতএব পূর্ব্বোক্তনিয়মানুসারে এই বিষয়ে বিচার করা কেন না হয়?

এই কথা বলিবার পর সমাজ মধ্যে মহান্ কিলকিলাশব্দ হইয়া উঠিল। তখন গোবিন্দ লম্ফ প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, আমি বালক, আর অন্ধ প্রৌঢ়বয়স্ক; ইহার শরীর পর্ব্বতের ন্যায়; এই স্থলে বাহুবলশালীর সহিত যুদ্ধ করিতে আমি উদ্যুক্ত হইয়াছি। আমা হইতে কোন যুদ্ধনিয়মের ভঙ্গ হইবেনা। মল্লদিগের যে সকল নিয়ম, আমি তাহা কখনই লঙ্ঘন করিবনা। আপনারা যে করীষসংস্কার, এবং জল ও লেপন দ্রব্য প্রদানের কথা কহিলেন এ সকল মল্লযুদ্ধের নিয়ম সমূহের অন্তর্ভূত। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অনুদ্বেগ, বীর্য্য, ব্যায়াম, ওজোধারণ ও বল, যুদ্ধবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, মল্লযুদ্ধে এই সকলের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায়। কিন্তু যখন এই ব্যক্তি বৈরভাবে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন আমি অবশ্যই ইহার দণ্ড বিধান করিয়া জগৎ পরিতুষ্ট করিব। করীষ হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে; ইহার নাম চাণূর; এ ব্যক্তি মল্লযোদ্ধা; ইহার শরীর ও কার্য্যপরম্পরা ভাবিয়া দেখুন। এ পাতিত করিবার পর অনেক মল্লকে সংহার করিয়াছে; রঙ্গমধ্যে প্রতাপ প্রদর্শনে আকাঙ্ক্ষা হইয়া মল্লগণের রীতি কলুষিত করিয়াছে। যাহারা রণস্থলে শস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করে, তাহারা শস্ত্র দ্বারা প্রথাব

করিয়াই জয়লাভ করে ; আর প্রতিমল্লকে পাতক করিতে পারিলেই, মল্লের জয়লাভ হয়। যে ব্যক্তি রণস্থলে জয় লাভ করে, তাহার অনশ্বর যশোলাভ হয় ; রণে মরিলেও স্বর্গ লাভ হয়। অতএব হত এবং হত্যাকারী, রণ স্থলে উভয়েরই ইষ্টলাভ হয়। জ্ঞানিগণ স্থির করিয়াছেন, যুদ্ধে মরণ সাধুগণের প্রশংসনীয় মরণ। কিন্তু মল্লযুদ্ধের রীতি স্বতন্ত্র ; ইহাতে বল ও শিক্ষা দ্বারাই ইষ্টলাভ হইয়া থাকে। রঙ্গস্থলে যে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার স্বর্গ হয় না ; যে হত্যাকরে তাহারও প্রশংসা নাই। পণ্ডিতাভিমানী রাজার দোষে যে কেহ মল্ল, কেবল প্রতাপপ্রদর্শন করিবার উদ্দেশে, নিহত হইয়াছে, সে তাহাদিগের নিধন নহে ; যে তাহাদিগকে নাশ করিয়াছে, তাহারই নাশ জানিবেন।

কৃষ্ণ এই কথা কহিলে পর, বনমধ্যে দুই হস্তীর ন্যায়, তাঁহাদিগের দুই জনের ঘোরতর অতি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একজন বর্ম্মিতবাহু দ্বারা বিবিধপ্রকার প্রহার, আর এক জন সে সকলের প্রতিঘাত ; এক জন পতিত হইয়া আর এক জনকে উর্দ্ধে উৎক্ষেপ ; একজন পেষণ, আর এক জন প্রতিপেষণ ; করিতে লাগিলেন। দুই পর্ব্বতের ন্যায় উভয়ে মিলিত হইলেন। দূরে নিক্ষেপ, বরাহ-চীৎকারসদৃশ সশব্দ মুষ্টিপ্রহার, বজ্রপাতসদৃশ কফোণির আঘাত ও চপেটাঘাত, দারুণ অস্থি ও নখপ্রহার, প্রস্তরনিষ্পেষ তুল্য সশব্দ জানুর আঘাত ; ও মস্তকে মস্তকে সংঘট্টন ; এইপ্রকারে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। যুদ্ধে অস্ত্রপ্রয়োগের প্রথা নাই ; কেবল মাত্র বাহু বল নিযুক্ত হইল। বীরগণের উৎসবসমাজ সম্মুখে বাহুর বল দর্শন করিয়া সভা সকল আনন্দিত হইল। কলরব করত উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; অন্যান্য জন মঞ্চে বসিয়া সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন। কংসের দৃষ্টি প্রথম হইতে কৃষ্ণের প্রতিই নিযুক্ত ছিল, এক্ষণে তাঁহার বদন মণ্ডল ঘামিয়া উঠিল, তিনি বামহস্ত দ্বারা তূর্য্যবাদন নিবারণ করিলেন। তূর্য্য ও মৃদঙ্গ সকল নিবারিত হইলে, আকাশে অসংখ্য দেবতূর্য্য বাজিয়া উঠিল। পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে, নানাদিকে তূর্য্যসকল আপনাপনিই বাজিতে লাগিল। কামরূপী দেবগণ কৃষ্ণের বিজয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিমান যোগে বিদ্যাধরগণের সমভিব্যাহারে অলক্ষ্য-ভাবে বিচরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ মল্লরূপী দানব চাণূরকে জয় কর। দেবকী-নন্দন বহুক্ষণ চাণূরের সহিত ক্রীড়া করিয়া মনে মনে কংসের মৃত্যু ভাবনা করিয়া; নিজের সমস্ত বল সংগ্রহ করিলেন। তখন পৃথিবী কম্পিত হইল ; মঞ্চ সকল দুলিতে লাগিল ; কংসের মুকুট হইতে শ্রেষ্ঠ মণি খসিয়া পড়িল; চাণূরের পরমায়ু পূর্ণ হইল। কৃষ্ণ দুই হস্তে ধারণ করিয়া চাণূরকে নত করিলেন, এবং জানু দ্বারা বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া, মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। তাহাতে উহার নেত্র দ্বয় জল ও রুধিরের সহিত বন্ধনসমেত বাহির হইয়া পড়িল, যেন দুই সুবর্ণনির্ম্মিত ঘণ্টা তোরণের উপর ঝুলিতে লাগিল। পর ক্ষণেই জীবন শেষ হওয়াতে, চাণূর গতাসু হইয়া ঐ ভাবে ভূমিতে পতিত হইল। মৃত মল্ল চাণূরের দেহে দ্বারা রুদ্ধ হইয়া অতি বিস্তৃত রঙ্গ স্থল, শৈলদ্বারা রুদ্ধের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। বলগর্ব্বিত চাণূর নিহত হইলে, রোহিণীনন্দন বলরাম রঙ্গ স্থলে মুষ্টিককে, এবং কৃষ্ণ আবার তোষলকে ধারণ করিলেন। দুই মল্লও, প্রথমতঃ ক্রোধমূর্চ্ছিত ও মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া, রাম কৃষ্ণকে ধারণ করিল এবং ঘূর্ণ বায়ুবলে অবনত হইয়া রঙ্গ মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। বনমালী কৃষ্ণ গিরিশৃঙ্গ-

সম্মুখ তোষলকে তুলিয়া শত বার ঘুরাইয়া পৃথিবী তলে ফেলিয়া পেষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ কর্তৃক গৃহীত ও নিপীড়িত বলবান্ তোষলের মৃত্যু দশা উপস্থিত হইল; মুখ হইতে প্রভূত রুধিরস্রোত নির্গত হইতে লাগিল। মহাবল মহামল্ল বলরামও মুষ্টিককে অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করাইয়া, উহাকে বিবিধ মণ্ডল দেখাইলেন; পরে গিরিপৃষ্ঠে যেমন বজ্রাঘাত হয়, তেজস্বী সেইরূপ সবজ্র জলদের ন্যায় সশব্দ এক মুষ্টিদ্বারা উহার মস্তকে আঘাত করিলেন। তাহাতে উহার মস্তিক চূর্ণ হইল; নয়ন দ্বয় বাহির হইয়া পড়িল। মুষ্টিক বলরাম কর্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল, তদনন্তর একটা মহান্ চীৎকার শব্দ হইল। কৃষ্ণ বলরাম তোষল এবং মুষ্টিককে সংহার করিয়া রঙ্গমধ্যে লম্ফ দিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন; ক্রোধে তাঁহাদিগের নয়ন রক্তবর্ণ হইয়াছিল। মহামল্ল চাণূর এবং মুষ্টিক নিহত হইলে রঙ্গে আর দ্বিতীয় মল্ল রহিল না। রঙ্গস্থল ভীম মূর্ত্তি ধারণ করিল। নন্দ প্রভৃতি যে সকল গোপ উৎসব দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; তাঁহারা এই ভাবে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দেবকীর নেত্রযুগল হইতে বারি ধারা এবং স্তন হইতে ক্ষীরধারা বিগলিত, এবং কলেবর কম্পিত হইতে থাকিল; তিনি এই ভাবে কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া স্নেহবশতঃ বসুদেবেরও নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি গলিত হইতে আরম্ভ করিল; তিনি যেন বার্দ্ধক্য পরিত্যাগ করিয়া যৌবন প্রাপ্ত হইলেন। যে সকল বারনারী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলে নির্নিমেষ নেত্ররূপ ভ্রমর দ্বারা কৃষ্ণের বদন পঙ্কজ পান করিতে লাগিলেন। অনন্তর কংসের ভ্রূদ্বয়ের মধ্য হইতে স্বেদ জল বিগলিত হইতে আরম্ভ করিল; বোধ হইল যেন কৃষ্ণদর্শন জন্য প্রবৃদ্ধ কোপের নির্য্যাস ক্ষরিত হইতেছে। কৃষ্ণের কার্য্য দেখিয়া তাঁহার মনোমধ্যে যে অগ্নি ধূমিত হইতেছিল, এক্ষণে তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উষ্ণ ক্রোধ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাঁহার ওষ্ঠাধর কম্পিত ও কপোল দেশ ঘর্ম্মাক্ত হইল; এবং ক্রোধজন্য মুখরক্তিমায় দেহ রক্তবর্ণ সূর্য্যতুল্য হইল; রবিকিরণ সংযুক্ত বৃক্ষ হইতে শিশির বিন্দুর ন্যায়, ক্রোধহেতু রক্তবর্ণ মুখ হইতে স্বেদ বিন্দু গলিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অনেকানেক দীর্ঘকায় অনুচরদিগকে আজ্ঞা করিলেন, এই দুই বনচর গোপকে সমাজ বাটী হইতে দূর করিয়া দেও, আমি ইহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করি না; ইহারা বিরুদ্ধদর্শন; ইহাদিগকে দর্শন করিলে অমঙ্গল হয়। আর গোপদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিই আমার রাজ্যে থাকিতে পাইবে না। দুর্ব্বুদ্ধি নন্দ গোপ আমার অমঙ্গল কামনা করে; লৌহ নিগড় এবং লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা ইহাকে বদ্ধ কর। আমার নিরত অনুজীবী বসুদেবও দুর্ব্বৃত্ত; বৃদ্ধ বলিয়া কৃপা না করিয়া যথোচিত দণ্ড দান করত ইহাকে অদ্যই শাসন কর। এই যে সকল নীচ গোপ দামোদরকেই এক মাত্র গতি মনে করে, ইহাদিগের গোধন এবং অন্যান্য যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমুদায় হরণ কর।

কংস এই প্রকার কঠোর বাক্যে আজ্ঞা করিলে পর, সত্য পরাক্রম শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ নয়নে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পিতা ও নন্দগোপ তিরস্কৃত, জ্ঞাতিগণ ব্যথিত, এবং দেবকী হতজ্ঞান হই-

লেন দেখিয়া কেশবের ক্রোধ জন্মিল। সিংহের ন্যায় তাঁহার বিক্রম বর্দ্ধিত হইল। তিনি কংসকে সংহার করিবার জন্য, সিংহাসনে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, রঙ্গ মধ্য হইতে বেগে লম্ফ প্রদান করিয়া বায়ু চালিত নিবিড় মেঘের ন্যায় কংসের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন রঙ্গ স্থল হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন, পুরবাসিজন তখন কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না; কংসের নিকটে দণ্ডায়মান হইলে, তবে দেখিতে পাইল। মৃত্যুগ্রস্ত ক্রুদ্ধ কংসও মনে করিলেন, বিভু গোবিন্দ যেন আকাশ হইতেই অবতীর্ণ হইলেন। কৃষ্ণ লৌহদণ্ডসদৃশ বাহুপ্রসারণ করিয়া কংসের কেশ ধারণ করত সভারঙ্গস্থলে আনিয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ ঘর্ষণ করাতে তাঁহার মুকুট হইতে মণিভূষিত কাঞ্চন খসিয়া পড়িল। কৃষ্ণের হস্ত দ্বারা কেশ পাশ গৃহীত হওয়াতে তাঁহার সমুদায় চেষ্টা নিবৃত্তি পাইল; তিনি জ্ঞানশূন্য ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; এবং কেশ আকৃষ্ট হওয়াতে মৃতবৎ হইলেন; ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন; কৃষ্ণের মুখ দেখিতে পাইলেন না; কর্ণ হইতে কুণ্ডল ও বক্ষঃস্থল হইতে হার পতিত হইল, দুই বাহু ঝুলিয়া পড়িল; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভূষণ শূন্য হইল; উত্তরীয় স্রস্ত হইল, এবং মুখ মণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল; কৃষ্ণ বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করাতে তাঁহার এইরূপ দশা ঘটিল। অনন্তর কেশব কষ্টগ্রস্ত কংসের কেশ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মঞ্চ হইতে বহির্গত হইয়া রঙ্গস্থলে আনিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাকীর্ত্তি ভোজরাজ আকৃষ্যমান হইয়া নিজদেহ দ্বারা সমাজ বাট মধ্যে পরিখা খনন করিলেন। কৃষ্ণ মদহৃষ্টমনে গতজীবন কংসকে আকর্ষণ করত ক্রীড়া করিয়া অবশেষে নিক্ষেপ করিলেন। কংসের মুখোচিত চূর্ণীকৃত কলেবর অনুচিত ধূলিদ্বারা কলুষিত হইয়া, ধরণীতে শয়ন করিল। তাঁহার সেই কৃষ্ণবর্ণ, মুদিত নয়ন, মুখ মণ্ডল মুকুট ব্যতিরেকে দলবিহীন কমলের ন্যায় শোভা পাইল না। পরে কৃষ্ণ গলদেশ পেষণ করিয়া তাঁহাকে নাশ করিলেন যুদ্ধস্থলে বাণাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল না; অতএব তিনি বীরোচিত গতি স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেন না। কৃষ্ণ ঘন ঘন নখাঘাত করিয়া তাঁহার শরীরের যে যে স্থানের মাংস তুলিয়া লইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে প্রাণনাশক ক্ষত সকল সহসা প্রকাশ পাইয়া পড়িল।

কংসকে নাশ করিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের প্রভা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি তখন কণ্টক দূর করিয়া বসুদেবের চরণ বন্দনা করিলেন। মাতার চরণযুগলও মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিলেন; জননী আনন্দ বিগলিত ক্ষীর ধারায় কৃষ্ণকে স্নান করাইলেন। যাদব নিজতেজে দীপ্ত হইয়া, স্থান ও বয়ঃক্রমানুসারে অন্যান্য যদুবংশীয়দিগকে কুশলপ্রশ্ন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা বলদেবও কংসের তেজস্বী ভ্রাতা সুনামাকে বাহুদ্বারাই বিনাশ করিলেন।

বীর কৃষ্ণ ও রাম নির্ব্বাসিত হইয়া বহু দিন ব্রজে বাস করিয়াছিলেন; এক্ষণে শত্রু জয় এবং ক্রোধ শান্ত করিয়া আনন্দিত মনে নিজ পিত্রালয়ে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়। ৮৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুণ্যক্ষয় হইলে গ্রহ যেমন খসিয়া পড়ে, কংসের পত্নী সকল স্বামী কংসকে তদ্রূপ পতিত দেখিয়া, তাঁহাকে আসিয়া বেষ্টন করিলেন। পৃথিবীনাথ হত জীবন হইয়া পৃথিবীতে শয়ন করিয়া আছেন, দেখিয়া মহিষী সকল, মৃগের মরণে মৃগবধূর ন্যায়, কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন,—হা মহাবাহো

আমরা বীরের পত্নী; বীর তোমার লোকান্তর হওয়াতে আমাদিগের আশা, বান্ধব, সকলই নাশ পাইল, আমরা মরিলাম। হে রাজশ্রেষ্ঠ! তোমার এই অন্তিম দশা দর্শন করিয়া একণে আমাদিগকে বান্ধব জনের সহিত অতি করুণস্বরে বিলাপ করিতে হইতেছে! প্রভো! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে! আমাদিগের মূল ছিন্ন হইল। তুমি আমাদিগের মহাবল স্বামী; তুমি প্রাণত্যাগ করিলে; আমরা যখন মানিনী হইয়া রতি-সম্পর্ক ইচ্ছা করত লতার ন্যায় শরীর ও হস্ত পাদাদি বিক্ষেপ করিতাম, তখন তুমি আমাদিগকে তুলিয়া শয্যায় লইয়া যাইতে, এখন আর কে সেরূপ করিবে! তোমার যে মনোহর বদন সুগন্ধ নিশ্বাস বহন করিত, আজ সূর্য্য, বারিহীন পঙ্কজের ন্যায়, উঁহাকে তাপিত করিতেছেন, নাথ! এই কি তোমার যোগ্য! হে মত্ত-কুণ্ডল-প্রিয়! তোমার সেই কর্ণযুগল কুণ্ডলবিহীন দশায় কঙ্কদেশে নিমগ্ন হইয়া শোভাহীন হইয়াছে! বীর! তোমার যে সূর্য্যসমকান্তিসম্পন্ন সর্ব্বরত্নবিভূষিত মুকুট মস্তকের অতুল শোভা সাধন করিত, একণে সে কুণ্ডল কোথায়! যে সকল মহিষী তোমার অন্তঃপুর শোভিত করিত, তোমার লোকান্তর হওয়াতে, তাহারা মহা দুঃখে পতিত হইল; তাহাদিগের গতি কি হইবে! সাধ্বী কামিনী সকল অভিলষিত উপভোগে বঞ্চিত হয় না; স্বামিগণও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, তবে তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন? অহো, বুঝিলাম, কালের বলই প্রধান; সে পর পর নিজ কার্য্য সাধন করিবেই করিবে; তাহা না হইলে, তুমি শত্রুগণের কালতুল্য, সে তোমাকেও অকালে লইয়া গেল! নাথ! তুমি আমাদিগকে সুখেই রাখিয়াছিলে; আমরা দুঃখ ভোগ করিতে পারি না; একণে বিধবা হইয়া কিপ্রকারে দুঃখে জীবন ধারণ করিব! সাধ্বী স্ত্রীদিগের স্বামীই একমাত্র গতি; বলবান্ কৃতান্ত আজ আমাদিগের সেই গতি নাশ করিলেন; আমাদিগের বৈধব্য দশা উপস্থিত হইল; মন শোকে জ্বলিতে লাগিল! বুঝিলাম, প্রাণিমাত্রকেই কৃতান্তের বশবর্ত্তী হইতে হইবে। তোমার বিরহে আমাদিগকে চির কালই কাঁদিতে হইবে। তোমার সহিত আমাদিগের বয়স গিয়াছে; তোমার সঙ্গে আমাদিগের বিলাস ও লোপ পাইল; আজ আমরা এইক্ষণমাত্র সমস্ত হইতে বঞ্চিত হইলাম! জানিলাম মনুষ্যের গতি অনিত্য। হায়, তোমার মৃত্যু হওয়াতে আমাদের সরও মৃত্যু হইল! আমরা সকলেই বিধবা হইলাম! নিশ্চয় সকলেই এক পাপের পাপী! তুমি প্রতিপ্রিয়া আমাদিগকে স্বর্গোচিত বিবিধ সুখে লালন করিয়াছিলে; আমরাও সকলেই তোমাকেই ভাল বাসিতাম; তুমি এখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথা যাইতেছ? হে দেবসঙ্কাশ! তুমিই আমাদিগের নাথ; তোমা ভিন্ন আমরা অনাথা। হে জগন্নাথ! হে মানদ! আমরা এত জনে কুররীর ন্যায় বিলাপ করিতেছি, আমাদিগকে প্রত্যুত্তর প্রদান করা তোমার উচিত হইতেছে। মহারাজ! বন্ধুনাশ হওয়াতে, তোমার মহিষী সকল এই প্রকার কাতর হইয়াছে; এতাদৃশ অবস্থায় প্রস্থান করাতে, আমাদিগের বোধ হইতেছে, তুমি নিষ্ঠুর। হে কান্ত! নিশ্চয়ই বুঝিলাম পরলোকের সুন্দরী সকল আমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর সুন্দরী, তাই তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করিয়াছ। বীর! তোমার দয়া কোথায়? তোমার এতগুলিন মহিষী আর্ত্তনাদ করিয়া রোদন করিতেছে, তথাপি তোমার চেতনা হইতেছে

না! অহো, মনুষ্যদিগের পরলোক যাত্রা অতি নিদারুণ! এই যাত্রায় তাঁহারা স্বকীয় সহধর্ম্মিণী দিগকে পরিত্যাগ করত নিরপেক্ষ হইয়া প্রস্থান করেন! বীরপতি অপেক্ষা নারীগণের বরং পতি না হওয়া ভাল। স্বর্গ স্ত্রী সকল যেমন বীর দিগকে ভাল বাসেন, বীরগণও তেমনি তাঁহাদিগকে ভাল বাসিয়া থাকেন। হায়! কৃতান্ত অকালে রণপ্রিয় তোমাকে আমাদিগের দৃষ্টিপথ হইতে হরণ করিয়া আমাদিগের সকলেরই মর্ম্মস্থানে প্রহার করিলেন। তুমি যুদ্ধে জরাসন্ধের সৈন্য এবং যক্ষদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলে, হে জগতীনাথ! এক্ষণে মানুষের হস্তে কি প্রকারে নিধন পাইলে! গঙ্গাতে ইন্দ্রের সহিত বাণযুদ্ধ করিয়াছিলে; দেবতারা তোমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই; মানুষে কি প্রকারে তোমাকে বিনাশ করিল! তুমি শর বর্ষণ দ্বারা অক্ষোভ্য সাগরকে ক্ষোভিত করত বরুণকে জয় করিয়া রত্ন সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলে; পুরন্দর প্রচুর বর্ষণ না করিলে, প্রজার জন্য বাণদ্বারা মেঘ ভেদ করিয়া বর্ষণ করাইয়াছিলে; তোমার প্রতাপ হেতু রাজগণ অবনত হইয়া মহামূল্য, রত্ন ও পরিচ্ছদ সকল প্রেরণ করিতেন, অতএব তুমি দেবতুল্য; শত্রুগণ তোমার বীর্য্য বিলক্ষণ দর্শন করিয়াছে; এখন কি প্রকারে তোমার এতাদৃশ প্রাণনাশক ভয়ানক বিপদ্ উপস্থিত হইল! তুমি আমাদিগের নাথ; তুমি হত হওয়াতে আমরা বিধবাশব্দভাগিনী হইলাম; আমাদিগের প্রমাদ ছিল না; কিন্তু দর্পিত কৃতান্ত আমাদিগের দুর্দ্দশা করিল! নাথ! যদি নিতান্তই গমন করিবে; যদি নিতান্তই আমাদিগকে ভুলিলে, তথাপি "চলিলাম" এই কথামাত্র বলিতে তোমার কি পরিশ্রম হইবে? নাথ! প্রসন্ন হও; আমাদিগের ভয় হইয়াছে; আমরা মস্তক দ্বারা তোমার পাদ স্পর্শ করিতেছি; দূর দেশে প্রস্থান করিও না; নিবৃত্ত হও। আহা, বীর! তৃণধূলির উপর শয়ন করিয়া কি প্রকারে নিদ্রা যাইতেছ! ভূমিতে শয়ন করিয়া তোমার শরীরে ব্যথা বোধ হইতেছে না! আমরা পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারি নাই, হঠাৎ আমাদিগকে কে এমন প্রহার করিল! কে এই সমস্ত নারীজনকে নিদারুণ প্রহার করিল! অথবা, আমরা স্বামীর সহিত গমন করিতে পারি, তবে ক্রন্দনই বা করি কেন? নারী জীবিত থাকিয়া পতিনাশ জন্য শোক এবং ক্রন্দন করিলে তাহার নিন্দা হয়।

কংসপত্নী সকল এই রূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় কাতরা কংসজননী কাঁপিতে কাঁপিতে "বৎস! কোথায়? আমার পুত্র কোথায়" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে আসিয়া দেখিলেন, পুত্র নিহত হইয়া প্রভাহীন শশধরের ন্যায় পতিত আছেন। পুত্রকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল; বারম্বার ক্লান্ত জাম্বতে লাগিল; সতী পুত্রবধূগণের আর্ত্তনাদ ও বিলাপে মিলাইয়া আর্ত্তনাদ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসলা তথাবিধ পুত্রের দুর্দ্দশাগ্রস্ত মুখমণ্ডল ক্রোড়ে রাখিয়া, হা পুত্র! বলিয়া, করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করত বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন;—হা পুত্র! হা বীরব্রতধারিন্! হা, বান্ধবজনের আনন্দবর্দ্ধন! হা বৎস! কি কারণে এত শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিয়াছ! এমন অনিয়ম পূর্ব্বক অনাচ্ছাদিত হইয়াই বা কেন নিদ্রা যাইতেছ! বৎস! তোমার ন্যায় লক্ষ্মীমন্ত পুরুষেরা এ প্রকারে ভূমি শয্যায় নিদ্রা যায়না। পূর্ব্বকালে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ বীর রাবণ রাক্ষসগণসমক্ষে কহিয়াছিলেন যে, "আমার বীর্য্য অতুল; আমি দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়া থাকি; কিন্তু জ্ঞাতিজন হই-

হেই আমার মরণ হইবে; কিছুতেই তাহার নিবারণ করা যাইবেনা।" আজ সেই জ্ঞাতি হইতেই আমার ধীমান্ জ্ঞাতিপ্রিয় পুত্রের শরীরনাশক বিপদ উপস্থিত হইল!

কংস-জননী বিবৎসা হরিণীর ন্যায়, এই প্রকারে কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধ হতচেতন স্বামী রাজা উগ্রসেনকে ডাকিয়া কহিলেন, হে রাজন্! হে শুদ্ধাত্মন্! এস; এস; দেখ, তোমার নরনাথ পুত্র, বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায়, বীরশয্যায় শয়ন করিয়া আছে! মহারাজ! পুত্র এক্ষণে যমসদনের পথিক হইয়া, প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে ইহার ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করা আমার উচিত। রাজ্যে বীরেরই অধিকার; সুতরাং আমরা পরাজিতের মধ্যে; অতএব যাও, কংসের সৎকার করিবার জন্য কৃষ্ণের অনুমতি প্রার্থনা কর। শত্রুতা মরণ পর্য্যন্তই থাকে; মরণ হইলেই, শত্রুতাও নিবৃত্ত হয়; অতএব প্রেত কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য; মৃতের আর অপরাধ কি?

কংসজননী স্বামী ভোজকে এই কথা বলিয়া পুত্রের মুখ দর্শন করত নিতান্ত দুঃখিত হইয়া নিজকেশ আকর্ষণ পূর্ব্বক অধিকতর বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন—হা রাজন্! হা পুত্র! তোমার এই সমস্ত ভার্য্যা তোমাকে স্বপতি লাভ করিয়া চিরকাল সুখে কালযাপন করিয়াছে এক্ষণে ইহাদিগের এই বিপদ হইল; ইহাদিগের গতি কি হইবে! তোমার এই বৃদ্ধ পিতা কৃষ্ণের অধীন হইয়া, জলাশয়ের জলের ন্যায়, শুষ্ক হইতে থাকিবেন; আমি তাঁহার সে অবস্থা কোন্ প্রাণে দর্শন করিব! পুত্র! আমি তোমার জননী; তুমি প্রিয়জন পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে যাত্রা করিয়াছ, কিন্তু আমাকে বলিয়া যাইতেছ না কেন? হে নরপণ্ডিত! আমার ভোগ অতি অল্প এবং ভাগ্য অতি মন্দ, তাই অনিবার্য্য কৃতান্ত তোমাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। হে কুলপ্রতিপালক! তুমি দান মান দ্বারা যাহাদিগকে সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলে, যাহারা তোমার গুণে তুষ্ট হইয়াছে, তোমার এই সেই সকল ভৃত্য তোমার জন্য রোদন করিতেছে; হে রাজসিংহ! গাত্রোত্থান কর। হে দীর্ঘবাহো! হে মহাবল! যাবদীয় দীন অনুগত জন, নগরী ও অন্তঃপুরচারিণীদিগকে শোক হইতে মুক্ত কর।

কংসের অন্তপুরস্থ কামিনী সকল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বহুতর বিলাপ করিতেছে, এমন সময় দিবাকর সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন।

—*—

অষ্টাশীতিতমঅধ্যায়। ৮৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুঃখিত উগ্রসেন পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া বিষপায়ী ব্যক্তির ন্যায় টলিতে টলিতে কৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, কৃষ্ণ গৃহমধ্যে যাদবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কংসের নিধনরূপ নিদারুণ কার্য্য আলোচনা করিয়া অনুতাপ করিতেছেন; এবং কংসের অন্তঃপুরবাসিনীগণের বিবিধ করুণ বিলাপ শ্রবণ করত যাদবসভায় আপনার নিন্দা করিয়া কহিতেছেন; অহো, আমি অতি বালক, এক কংসের জন্য নবোদিত তীব্র ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সহস্র স্ত্রীকে বিধবা করিলাম! স্বামী আমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হওয়াতে, এই সকল কামিনী যে প্রকার আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতেছে, তাহা শ্রবণ করিলে নীচ ব্যক্তির মনেও করুণার সঞ্চার হয়! নারীজন কৃতান্তের প্রভাব জ্ঞাত নহে; সেই জন্য তাহাদিগের শোক জন্মে! তাহারা বিলাপ করিয়া সেই শোক প্রকাশ করে। কংসের নাশ হইলে যে মঙ্গল হইবে, ইহা আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি

লাম, কারণ সে সাধুদিগের ভয়োৎপাদন করিত; এবং পাপ কার্য্যে রত, দুষ্টাচারী, রুক্ষ স্বভাব ও দুষ্ট-বুদ্ধি ছিল। সকলের শত্রু হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা কাহারও ক্লেশোৎপাদন না করিয়া বরং মরণ ভাল। পাপে কংসের রুচি ছিল; এবং সাধুজন তাহার নিন্দা করিতেন; সে ধিক্ শব্দের আস্পদ ছিল: অতএব তাহার জীবনে দয়া কি? যাঁহারা তপস্যা করেন, তাঁহাদিগের স্বর্গে বাস হয়; স্বর্গ পুণ্যকার্য্যের ফল, কিন্তু ইহলোকে যাঁহারা যশোবর্দ্ধন করিতে পারেন, তাঁহারাও স্বর্গবাসীর মধ্যেই গণ্য। যদি লোক স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট, স্ব স্ব কর্ত্তব্যকর্ম্মে তৎপর, এবং ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে রাজাদিগকে দণ্ডবিধানরূপ দুর্নীতি প্রয়োগ করিতে হয় না। যাহারা পাপাচারী, যম তাহাদিগকে সংহার করিয়া দণ্ডবিধান করেন; ধর্ম্ম যাঁহাদিগের প্রিয়, তাহাদিগেরই পারলৌকিক সংস্কার করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে দেবগণ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সংসারে এরূপ ব্যক্তি অতি সুলভ। আপনারা জানিবেন, আমি যে কংসকে বিনাশ করিয়াছি, তাহাতে ভালই হইয়াছে। সে যে সমস্ত পাপ কর্ম্ম করিত, তদ্দ্বারা সে সকলেরই মূলোচ্ছেদ হইয়াছে। অতএব আপনারা শোকাকুলা রমণীদিগকে, পৌরজনকে, যাদবীয় নাগরিক শ্রেণীকে, অধিক কি, সকলকেই সান্ত্বনা করুন।

কৃষ্ণ এই কথা বলিতেছেন, ইতিমধ্যে উগ্রসেন যদুগণসমভিব্যাহারে, পুত্রের অপরাধ জন্য শঙ্কিত ভাবে, অবনত বদনে প্রবেশ করিলেন। তিনি যদুসভায় বাষ্প গদ্গদ অশ্রুতোপযোগ করুণ বাক্যে পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণকে কহিলেন, পুত্র! শত্রু যমালয়ে গিয়াছে; তোমার ক্রোধেরও উপযুক্ত নির্য্যাতন হইয়াছে। ধর্ম্ম প্রতিপালন করাতে, তোমার যশ হইয়াছে; ভুবনে নামও বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে; সাধুদিগের সমাজে মাহাত্ম্য স্থাপন করাতে শত্রুগণ ভয় পাইয়াছে; যদুবংশ স্থাপিত হইয়াছে; বন্ধুজনের গর্ব্ব বাড়িয়াছে; সমস্ত রাজগণের মধ্যে তোমার প্রতাপ প্রকাশ পাইয়াছে; এক্ষণে মিত্রগণ তোমাকে ভজনা এবং রাজগণ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; প্রজাবর্গ তোমার আনুগত্য, ব্রাহ্মণগণ তোমার স্তব, এবং সন্ধিবিগ্রহ বিষয়ে সুদক্ষ মন্ত্রি সকল তোমাকে নমস্কার করিবেন। কৃষ্ণ! কংসের এই অসংখ্য হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি বিগণিত সেনা গ্রহণ কর। অনুচারিবর্গ সকলেই তোমার হইল; ধান, ধনা, রত্ন ও আচ্ছাদন প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, উহারা তোমাকে সে সমস্তই প্রদান করুক। স্ত্রী, হিরণ্য, যান, প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুও অর্পণ করুক। এই প্রকার অনুষ্ঠিত হইলে, বিরোধ নিবৃত্তি পাইল; পৃথিবীতে যদুবংশের অধিকারও বদ্ধমূল হইল। হে শত্রু নিসূদন কৃষ্ণ! সাতই বল, আর অসাতই বল, তুমিই যদুকুলের সর্ব্বস্ব হইলে; বীর! সকলই উত্তম হইল; এক্ষণে দীন হীন আমাদিগের একটী কথা শ্রবণ কর, তোমার কোপে যে পাপকর্ম্ম কংস দগ্ধ হইয়াছে, তুমি কৃপা করিয়া তাহার সংস্কার করণার্থ অনুমতি কর। আমি মৃত সেই রাজার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া, পুত্রবধূগণ ও ভার্য্যার সমভিব্যাহারে বনে মৃগের সহিত বিচরণ করিব। কৃষ্ণ! কর্ত্তব্য প্রেতসংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিলেই, বন্ধু জন মৃত বান্ধবের ইহলৌকিক ঋণ হইতে মুক্ত হয়; অতএব আমরা চিতা স্থানে বিধি পূর্ব্বক অগ্নি কার্য্য সমাধান ও জলদান করিয়া কংসের

ঋণ হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করি। কৃষ্ণ! আমার এইমাত্র জ্ঞাপন করা উদ্দেশ্য; এ বিষয়ে আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ কর; দীন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ারূপ সদ্গতি প্রাপ্ত হউক।

কৃষ্ণ উগ্রসেনের উক্তপ্রকার বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় বিস্মিত হইয়া, সান্ত্বনা পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজশার্দ্দূল! আপনি সময়, এবং আচার ও বংশের উপযুক্ত বাক্যই বলিয়াছেন। কার্য্য শেষ হইয়াই গিয়াছে, তাহার আর প্রতিবিধান হইবার নহে; আপনি যখন এ প্রস্তাব কথা বলিতেছেন, তখন কংস, মৃত হইলেও, রাজোচিত মর্য্যাদাই প্রাপ্ত হইবেন। মহদ্বংশে আপনার জন্ম; যাহা কিছু জানিবার, আপনি সমস্তই জ্ঞাত আছেন; তবে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, ভূতমাত্রেরই যে অদৃষ্ট অতিক্রম করিবার শক্তি নাই, ইহা আপনার অনুভব হইতেছে না কেন? পূর্ব্বজন্মে যে কর্ম্ম করা যায়, কালে তাহার পরিপাক হইয়া থাকে। হে রাজশ্রেষ্ঠ! হে তাত! কৃতাস্ত্র বিদ্যাবান্, অর্থশালী, দাতা, সুশ্রী, ব্রাহ্মণের হিতসাধক কুশল, দরিদ্র প্রতিপালক, লোকপাল সদৃশ, মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ক্ষিতিপালগণকেও লইয়া যাইতেছেন। ধার্ম্মিক, সর্ব্বপদার্থবেত্তা, প্রজাপালনতৎপর, ক্ষত্রধর্ম্মনিরত, ইন্দ্রিয় সংযমী ক্ষত্রিয় সকলও কালবশে নিধন পাইয়াছেন। শুভই হউক, আর অশুভই হউক, জীব নিজে যে কর্ম্ম করে, কাল উপস্থিত হইলে, তাহার ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারই নাম মায়া; মায়ার স্বরূপ গুপ্ত; দেবতারাও উহাকে জানিতে সমর্থ নহেন; যেখানে কর্ম্মই কারণ, জীব সেখানে এই মায়া কর্তৃক মুগ্ধ হইয়াই অন্যকে কারণ বিবেচনা করে। কংস পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কালের হস্তে নিধন পাইয়াছেন। নিধনবিষয়ে কাল কারণ নহেন; কর্ম্মই কারণ। তাত! সূর্য্যচন্দ্রময় স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ কালবশতঃই নিধন পাইয়া, আবার কালক্রমেই উৎপন্ন হয়; প্রাণীমাত্রের নিগ্রহ আর পুরস্কার, উভয় বিষয়ই একমাত্র কালেরই কার্য্য; অতএব সকল প্রাণীই কালের বশীভূত। রাজন্! আপনার পুত্র নিজ দোষেই নষ্ট হইয়াছে, সে বিষয়ে আমি কারণ নহি, কালই কারণ। অথবা আমিও কারণ হইতে পারি; যেহেতু, কালও পরবশ; সেই বা কি করিতে পারে? ফলতঃ, রাজন্! কাল অতি বলবান্; কালগতি জানিবার নহে; পরমার্থতত্ত্ববিৎ সমদর্শী পণ্ডিত, এবং মোক্ষতত্ত্বপারদর্শী সিদ্ধজনেরাও কাল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাত! আমি যেরূপ বলিতেছি, তদ্রূপ অনুষ্ঠান করুন। রাজন্! আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই; আমার সে আকাঙ্ক্ষাও নহে; আমি রাজ্যের লোভেও কংসকে নাশ করি নাই; কেবল লোকের হিত সাধন করত যশোপার্জ্জনের জন্য এই কুলের উপহাসস্বরূপ আপনার পুত্রকে, তাঁহার অনুচর বর্গের সহিত সংহার করিয়াছি। আমি স্বেচ্ছাচারী গজের ন্যায়, গোপমধ্যে সেই বনচর গোপ হইয়াই আনন্দে বিচরণ করিব। আমি শত বার সত্য করিয়া এই কথা বলিতেছি; আমার রাজ্য হইবার প্রয়োজন নাই। আপনি এ কথা প্রচার করুন; আপনি আমার মান্য ও যদুবংশের নায়ক; আপনিই রাজা হউন; রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হউন; আপনার জয় হউক। যদি আমার অভীষ্ট সাধন করিতে আপনার ইচ্ছা থাকে, যদি আপনার বাধা না জন্মে, তাহা হইলে, আমি এই যে রাজ্য পরিত্যাগ করিতেছি, আপনি আপনার নিজের সেই রাজ্য চিরকালের জন্য গ্রহণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উগ্রসেন উক্তপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন উত্তর করি

লেন না; লজ্জায় অধোবদন হইয়া যদু-সভায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কর্ম্মবিৎ গোবিন্দ তদবস্থায় তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। শ্রীমান্ রাজা উগ্রসেন মুকুট বন্ধন করিয়া কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে কংসের মৃত্যুক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের, প্রধান প্রধান যাদবগণ সকলেই তেমনি রাজ মার্গে রাজা উগ্রসেনের অনুগমন করিলেন। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইয়া সূর্য্য উদিত হইলে, যদুশ্রেষ্ঠগণ কংসের সংস্কার করিলেন। প্রথমতঃ যথাক্রমে কংসদেহ শিবিকায় আরোহণ করাইয়া অন্ত্যেষ্টি বিধি অনুসারে সংস্কার করিলেন। পরে যমুনার উত্তর তীরে লইয়া গিয়া, চিতাগ্নিতে রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংসের দেহ দাহ করিলেন। কংসের ভ্রাতা মহাবাহু সুনামারও উক্তপ্রকারে সংস্কার করিলেন। বারম্বার জ্ঞেতের অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিয়া বৃষ্ণি ও যাদব বংশীয়গণ কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে দুই জনকে সলিল দান করিলেন। দুঃখিতমনা যাদবগণ সলিল তর্পণ সম্পাদন করত উগ্রসেনকে অগ্রে করিয়া মথুরাপুরী প্রবেশ করিলেন।

ঊননবতিতম অধ্যায়। ৮৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ রোহিণীতনয় বলরামের সহিত যাদবগণসমাকীর্ণ মথুরা পুরীতে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে যৌবনদশায় পদার্পণ করত রাজশ্রী সংযোগে প্রদীপ্ত হইয়া, বীর বিবিধ রত্ন ও ভূষণের অলঙ্কৃত মথুরাতে বিচরণ করিতে থাকিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে রামকৃষ্ণ, উভয়ে একত্রিত হইয়া, ধনুর্ব্বেদ শিক্ষাভিলাষে কাশীনগরীনিবাসী গুরু সান্দীপনির নিকট গমন করিলেন। তথায় অতি বিনীত হইয়া, নিজগোত্র এবং বিদ্যা উল্লেখ করিয়া গুরুর সেবা করিতে প্রস্তাব করিলেন। সান্দীপনি অহঙ্কার শূন্য রামকৃষ্ণকে শিষ্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যাবদীয় বিদ্যা শিক্ষা করাইতে আরম্ভ করিলেন। বীরদ্বয় শ্রুতিধর ছিলেন। সংযোপসুরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। চতুঃষষ্টি দিবারাত্রে সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিলেন। গুরু অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদিগকে চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ এবং সর্ব্বশাস্ত্রসংগ্রহ শিক্ষা করাইলেন। তিনি তাঁহাদিগের অলৌকিক মেধাশক্তি দর্শন করিয়া বোধ করিলেন, দেব চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছেন। মুনি আরও দেখিলেন, দুই মহাত্মা প্রতি পর্ব্বদিবসে সাক্ষাৎ আবির্ভূত বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকেন।

অনন্তর কৃষ্ণ ও রাম কৃতবিদ্য হইয়া গুরু সান্দীপনিকে কহিলেন, গুরো! আজ্ঞা করুন, আমরা কি গুরুদক্ষিণা দান করিব। সান্দীপনি তাঁহাদিগের দুই জনের প্রভাব জানিতে পারিয়াছিলেন; অতএব আনন্দিত হইয়া কহিলেন, লবণ সাগরে আমার যে পুত্র নষ্ট হইয়াছে, তোমরা আমাকে সেই পুত্র দান কর, আমি এই প্রার্থনা করি। আমার একটী মাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল; তাহা কেও প্রভাসতীর্থে তিমি মৎস্যে হরণ করিয়াছে; তাহাকেই আনিয়া দেও।

কৃষ্ণ, রামের অনুমতি লইয়া, উত্তর করিলেন, যে আজ্ঞা, তাহাই করিব। অনন্তর সমুদ্রতীরে গমন করিয়া তেজস্বী হরি জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন; সমুদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকটে আসিয়া দর্শন দিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সান্দীপনির পুত্র কোথায়? সমুদ্র উত্তর করিলেন, পঞ্চজন নামে দৈত্য তিমিরূপ ধারণ করিয়া সেই বালককে গ্রাস করিয়াছে। পুরুষোত্তম পঞ্চ-

জনের নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে সংহার করিলেন; কিন্তু গুরুর বালক পুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন না। পঞ্চজনকে নাশ করিয়া জনার্দ্দন একটী শঙ্খ লাভ করিলেন; ঐ শঙ্খ দেবতা ও মনুষ্যদিগের মধ্যে পাঞ্চজন্যনামে বিখ্যাত। অনন্তর পুরুষোত্তম গদাধর যমরাজের নিকট গমন করিলেন, যমও নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন; এবং কহিলেন, আপনার আগমনের প্রয়োজন কি? আজ্ঞা করুন কি করিতে হইবে। কৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন, আমার গুরুপুত্রকে প্রত্যর্পণ কর। যম সে কথা গ্রাহ্য না করিতে, উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ যমরাজকে পরাজয় করিয়া বালক গুরুপুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন; এবং বহুকাল মৃত গুরুপুত্রকে নরক হইতে আনাইলেন। তখন সান্দীপনির পুত্র দীর্ঘকাল প্রেতাবস্থায় থাকিবার পর, অমিততেজা কৃষ্ণের প্রসাদে, পুনর্ব্বার নিজশরীর প্রাপ্ত হইলেন। সেই অসাধ্য অচিন্ত্য অত্যদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া সকল প্রাণীই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। জগৎপ্রভু মাধব গুরুপুত্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, এবং মহামূল্য রত্ন সকল লইয়া গুরুর নিকট প্রত্যাগমন করিলেন; রাক্ষসগণের দ্বারাও অন্যান্য বিবিধ বহুমূল্য রত্ন আনাইয়া গুরুকে নিবেদন করিলেন। রামকৃষ্ণ উভয়েই গদাযুদ্ধে, মণ্ডলযুদ্ধে এবং সর্ব্বশস্ত্রবিদ্যায় সর্ব্বলোকে সকলের শ্রেষ্ঠ হইলেন। গুরুর পুত্র যেরূপে এবং যে বয়সে নষ্ট হইয়াছিলেন, কৃষ্ণ অবিকল সেইরূপে এবং সেই বয়সেই, হৃষ্টচিত্তে বিবিধ রত্নের সহিত তাঁহাকে গুরুর হস্তে প্রদান করিলেন। সান্দীপনি বহুকাল অদৃষ্ট পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া, রামকৃষ্ণের সমাদর করত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর, দুই বসুদেবতনয় অস্ত্রবিদ্যার পারদর্শী হইয়া, গুরুর আজ্ঞা লইয়া, মথুরা সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন সৈন্য সমভিব্যাহারে উগ্রসেনপ্রভৃতি যাদব এবং পৌরশ্রেণী, প্রজাবৃন্দ, মন্ত্রি ও পুরোহিতগণ তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই চলিল। অধিক কি সমস্ত নগরীই প্রত্যুদ্গমন করিল। বন্দীদিগের তূর্য্য সকল বাদ্যমান হইয়া জনার্দ্দনের স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকের পথ সকল পতাকা ও মালাদ্বারা ভূষিত হইল। যেমন ইন্দ্র মহোৎসব সময়ে, তেমনি গোবিন্দের প্রত্যাগমন উপলক্ষে সমস্ত অন্তঃপুর আনন্দিত ও উল্লাসিত লক্ষিত হইতে লাগিল। গায়ক সকল আনন্দিত হইয়া রাজপথে যাদবগণের মনোরম কৃষ্ণস্তুতি গান করিতে আরম্ভ করিল "রাম কৃষ্ণ ভ্রাতৃযুগল দেশে উপস্থিত হইয়াছেন, সকলে নির্ভয় হইয়া নিজ নগরীতে বান্ধবগণের সহিত ক্রীড়া কর।" ফলতঃ রাজন্! গোবিন্দ নিকটবর্ত্তী হইলে, মথুরার কেহই দুঃখিত, বিরস, বা উদ্বিগ্ন রহিল না। পক্ষিকুল মধুর রব করিতে লাগিল; গো, অশ্ব ও হস্তী আনন্দিত হইল; কি নর কি নারী, সকলেই মনোমধ্যে সুখানুভব করিতে লাগিলেন; সুশীতল বিশুদ্ধ বায়ু বহিতে থাকিল; দশদিক্ নির্ম্মল হইল; দেবমন্দিরসমূহে দেবমূর্ত্তি সকল প্রসন্ন হইলেন। বস্তুতঃ সত্য যুগে যে সকল শুভ চিহ্ন প্রকাশ পাইত, জনার্দ্দন মথুরার নিকটবর্ত্তী হইলে, সে সমস্ত চিহ্নই লক্ষিত হইল। অনন্তর গোবিন্দ শুভ মঙ্গল মুহূর্ত্তে অশ্বযুক্ত রথারোহণে মনোহারিণী মথুরা পুরীতে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ কালে যাদবগণ, যেমন ইন্দ্রের, দেবগণ তেমনি উপেন্দ্রের অনুগামী হইলেন। পুরীতে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণ বলরাম প্রফুল্লবদনে, চন্দ্র সূর্য্য যেমন মেরুশিখরে প্রবেশ করেন, তেমনি বসুদেবের ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় অস্ত্র

শস্ত্র রক্ষা করিয়া মূর্ত্তিমান চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট তেজঃসম্পন্ন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যাদবগণ সমভিব্যাহারে কখন ফলপুষ্প ভারে অবনত উদ্যানে, কখন বা রৈবত পর্ব্বতের সন্নিকটে পদ্মসুশোভিত, কারণ্ডব সমাকীর্ণ, বিমল-তোয়া নদীতটে ভ্রমণ করিয়া আমোদ করিতে লাগিলেন।

সদৃশাকৃতি সুন্দরবদন রাম কৃষ্ণ উগ্রসেনের অধীনে এই রূপ কিছুকাল বাস করিলেন।

০০৪৪৪০০

নবতিতম অধ্যায়। ৯০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বীর বিভু শ্রীকৃষ্ণ রোহিণীতনয় বলরামের সমভিব্যাহারে যাদবগণ সমাকীর্ণ মথুরাপুরীতে সুখে বাস করিলেন; এবং যৌবন প্রাপ্ত ও রাজশ্রীযুক্ত হইয়া মথুরার বন ও আকরাদিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছুকাল অতীত হইলে রাজগৃহেশ্বর প্রতাপশালী রাজা জরাসন্ধ নিজের দুই তনয়ার নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন, কংস নিহত হইয়াছেন। শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অনতি বিলম্বে মহতী ষড়ঙ্গসেনা সমভিব্যাহারে যদুগণকে সংহার করিবার উদ্দেশে আগমন করিলেন; কংসের অবমান না তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। রাজন্! অস্তি ও প্রাপ্তি নামে জরাসন্ধের দুই পীনস্তনা-বিশালনিতম্বিনী দুহিতা ছিলেন; রাজা জরাসন্ধ ঐ দুই দুহিতাকেই কংসকে সম্প্রদান করেন। কংস জরাসন্ধের আশ্রয় পাইয়া পিতা উগ্রসেনকে বন্ধন ও যাদবদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজে রাজা হইয়া, দুই মহিলার সহিত বিহার করিয়েন। আপনি অনেক বার শুনিয়াছেন, বসুদেব জ্ঞাতির কার্য্য ও অভিপ্রায় সাধনের জন্য নিয়তই উগ্রসেনের হিত কামনা করিতেন, কিন্তু কংসের তাহা সহ্য হইত না। রাম কৃষ্ণ দুরাত্মা কংসকে সংহার করিলে পরে, উগ্রসেন রাজা হন এবং ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সকলেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। এক্ষণে বীরপত্নী প্রিয়তনয়াদ্বয় উত্তেজন করাতে, বলবান্ রাজা জরাসন্ধ ক্রোধে অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমুদায় উদযোগ করিয়া মথুরা আক্রমণ করিলেন। যে সকল নৃপতি জরাসন্ধের প্রতাপে বশীভূত হইয়া ছিলেন, তাঁহারা, এবং জরাসন্ধের মিত্র, জ্ঞাতি, পার্শ্বচর, ও সুহৃদগণ প্রভূত সৈন্য সমভিব্যাহারে জরাসন্ধের অনুগামী হইলেন। সকলেই মহাবলপরাক্রান্ত এবং জরাসন্ধের প্রিয়সাধন করিতে ইচ্ছুক। কারুষ, দন্তবক্র, বীর্য্যবান্ চেদিরাজ, কলিঙ্গাধিপতি প্রধান বলবান্ পৌণ্ড, আসুতি, কৈশিক, রাজা ভীষ্মক, ভীষ্মকের পুত্র ধনুর্দ্ধরপ্রধান রুক্মী, যিনি মহাযুদ্ধে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, বেণুদারি, শ্রুতকর্ম্মা, ক্রাথ, অংশুমান, বলবান্ অঙ্গরাজ, বঙ্গাধিপতি, কোশলাপতি, কাশীরাজ, দশার্ণরাজ, সুহ্মেশ্বর, বিক্রমশালী বিদেহাধিপতি, বলবান্ মদ্ররাজ, ত্রিগর্ত্তনাথ, শাল্বরাজ, প্রধান বলবান দরদ, যবনাধিপতি, বীর্য্যবান ভগদত্ত, সৌবীররাজ শৈব্য, বলিশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্য, গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল নগ্নজিৎ, কাশ্মীর রাজ গোনর্দ্দ, রাজা দরদাধিপতি, ও সুযোধন প্রভৃতি মহাবল ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, এবং অন্যান্য অনেকানেক মহাবলপরাক্রান্ত, মহারথ রাজা, জনার্দ্দনের শত্রু হইয়া, জরাসন্ধের অনুবর্ত্তী হইলেন। সকলে স্ব স্ব সৈন্যসমভিব্যাহারে প্রভূত ঘাস ও ইন্ধনসম্পন্ন শূরসেন রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মথুরা অবরোধ করিয়া রহিলেন।

একনবতিতম অধ্যায়। ৯১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজগণ মথুরার উপবনে সেনানিবেশ করিয়াছেন, অনুভব করিয়া যাদবগণ জনার্দ্দনকে অগ্রে লইয়া সকলে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ আনন্দিতচিত্তে রামকে কহিলেন, আর্য্য! যখন রাজা জরাসন্ধ নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধি যে শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইতে চলিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঐ রাজগণের বায়ুগামী রথসমূহের ধ্বজাগ্র সকল দৃষ্ট হইতেছে; ঐ জয়াভিলাষী নৃপতিদিগের চন্দ্রকান্তি শুভ্র ছত্র সকল উন্নত হইয়া শোভা পাইতেছে। আহা! সুবিমল উন্নত ধ্বজ, রথ ও শুভ্র ছত্র সকল যেন আকাশে হংসশ্রেণীর ন্যায়, আমাদিগের দিকে আগমন করিতেছে। নৃপতি জরাসন্ধ যথাকালেই উপস্থিত হইয়াছেন; ইনি আমাদিগের যুদ্ধনৈপুণ্যের নিকষ এবং আমাদিগের যুদ্ধের প্রথম অতিথি। আর্য্য! জরাসন্ধ নিকটে উপস্থিত হইলে, আমরা দুই জনে এক সঙ্গে অবস্থিতি এবং এক সঙ্গেই যুদ্ধ আরম্ভ করিব; এক্ষণে বল পরীক্ষা করুন।

যুদ্ধলালস কৃষ্ণ এই কথা কহিয়া জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে স্থির চিত্তে সৈন্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণাপণ্ডিত অব্যয় যদুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা করিতে করিতে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই সকল রাজাই শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মানুসারে রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া শেষে নাশ পাইবেন। আমার বোধ হইতেছে, যম যেন এই প্রধান প্রধান রাজাদিগের গাত্রে জলপ্রোক্ষণ করিয়াছেন; এবং ইহাঁরা যেন স্বর্গে গিয়াছেন। পৃথিবী যে এই সমস্ত প্রধান প্রধান রাজাদিগের সেনাভারে বিধুর হইয়া স্বর্গে গমন করিবেন, সে কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে ইহাঁদিগের সৈন্য ও শিবির দ্বারা পৃথিবী একবারে ব্যাপ্ত হইয়াছে; স্বল্পমাত্রও অবকাশ নাই; কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই শত শত নৃপতি বিনষ্ট হইলে ভূমি আবার প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সর্ব্ব রাজার অধীশ্বর মহাদ্যুতি জরাসন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র নৃপতি সমভিব্যাহারে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। সাদিগণ কর্ত্তৃক সুসংযত দীর্ঘ ও উন্নতকায় অশ্বযুক্ত, এবং কোথাও সংমর্দ্দগামী কোথাও বা পৃথক্‌গামী রথসমূহ; সুবর্ণময় গলবন্ধনী ও-মহাঘণ্টাশোভিত, মেঘসন্নিভ, হস্তিপক কর্ত্তৃক অধিরূঢ়, রণনিপুণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সজ্জিত বহু মাতঙ্গ; ও খড়্গাচর্ম্মধারী, কল্পিত-পরিচ্ছদ, সর্পের ন্যায় উল্লম্ফনকারী সহস্র সহস্র পদাতি; ইত্যাকার চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া জিতেন্দ্রিয় বলবান্ রাজা জরাসন্ধ যুদ্ধযাত্রা করিলেন মেঘসদৃশগর্জ্জনকারী রথ, মদবারী মাতঙ্গ, হ্রেষমান তুরঙ্গ, ও সিংহনাদরাবী পদাতিক সমূহে দশ দিক্ এবং নগরীর বন সকল শব্দিত করিয়া রাজা যখন সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন, তখন একটা সাগর লক্ষিত হইতে লাগিল। অন্যান্য পার্থিবগণের সৈন্যসমূহ দর্পিত যোদ্ধসমূহে নিবিড়সংবদ্ধ হইয়া সিংহনাদ ও আস্ফোটন পরিত্যাগ করাতে যেন সৈন্যের ভ্রম জন্মিল। ফলতঃ যাবদীয় সৈন্য একত্র মিলিত হইয়া পবনসম্পাতী রথ, মেঘসঙ্কাশ মাতঙ্গ, বেগগামী তুরঙ্গ ও পতঙ্গসজ্ঞ সদৃশ পদাতিসমূহ দ্বারা, গ্রীষ্মাবসানে সাগরসমাগত জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। জরাসন্ধ প্রভৃতি মহীপালগণ সসৈন্যে নগরী অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করিবার উপক্রম করিলেন। মহাসাগর শুক্লপক্ষের চরম ভাগে পরিপূর্ণ হইলে

যেরূপ শোভা হয়, শিবিরসমূহ সন্নিবিষ্ট হইলে সেনার সেইরূপ শোভা হইল।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে যুদ্ধাভিলাষী নরপতিগণ গাত্রোত্থান করিয়া নগরীর প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন; এবং যমুনার তীরে একত্রিত হইয়া উপবেশন করত সকলে কুতূহলে যুদ্ধকালোচিত মন্ত্রনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের মধ্যে যে কোলাহল উঠিল, শুনিয়া বোধ হইল, যেন প্রলয়কালে সমুদায় সাগর উদ্বেল হইয়া শব্দ করিতেছে। রাজা জরাসন্ধের আজ্ঞাক্রমে, রাজগণের বৃদ্ধ কঞ্চুকী সকল উষ্ণীষ পরিধান ও বেত্র হস্তে করিয়া, গোল করিও না, বলিয়া পাদচারণ করিতে লাগিল। তাহাতে নিঃশব্দ ও নিশ্চল হওয়াতে, যাবদীয় সৈন্য সুপ্তমীন ও সুপ্তসর্প নিঃশব্দ মহাসাগরের আকার ধারণ করিল। এপ্রকার সাগরের ন্যায়, সমস্ত সৈন্য নিঃশব্দ ও নিশ্চল হইলে, জরাসন্ধ বৃহস্পতির ন্যায় কহিতে আরম্ভ করিলেন;—সকল রাজার সৈন্য শীঘ্র যাত্রা করুক্; এবং এই নগরীর চতুর্দ্দিক লোক সমূহে বেষ্টিত করা হউক্। অর্দ্ধচন্দ্র এবং ক্ষেপনীয় মুদ্গার সকল প্রযুক্ত হউক্; সমস্ত সমভূম এবং লোকদ্বারা সমাকীর্ণ করিতে হইবে। প্রাস এবং তোমরাস্ত্র সকল প্রাচীরের উপরি ভাগে বহন করা হউক্; অসংখ্য টঙ্ক ও খনিত্র দ্বারা অবিলম্বে পুরী বিদারণ করা হউক্। যুদ্ধবিশারদ রাজাদিগকে নিকটে স্থাপন করা হউক্। যতদিন বসুদেবের দুই পুত্র গোপ কৃষ্ণবলরামকে শাণিত সায়ক দ্বারা সংহার করিতে না পারি, আজ হইতে ততদিন আমার সৈন্য নগরী অবরোধ করিয়া থাকুক। যাহাতে আকাশ পথ পর্য্যন্ত টঙ্কাস্ত্র দ্বারা রুদ্ধ হয়, আমার আজ্ঞায় ভূপালগণ তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিয়া উপ নগরীতে অবস্থান করুন। সুবিধার স্থান দেখিয়া শীঘ্র নগরী অবরোধ করা হউক্ মন্ত্র। কলিঙ্গাধিপতি, চেকিতান, বাহ্লীক, কাশ্মীর রাজ গোনর্দ্দ, করূষাধিপতি, দ্রুম, কিম্পুরুষ, এবং পর্ব্বতপ্রদেশাধিপতি অনাময়, ইহাঁরা অবিলম্বে নগরীর পশ্চিম দ্বার অবরোধ করুন। পুরুবংশীয় বেণুদারি, বিদর্ভরাজ সোমক, ভোজাধিপতি রুক্মী, মালব, সূর্য্যাক্ষ, অবন্তি দেশীয় বিন্দু ও অনুবিন্দু, ছাগলি, পুরুমিত্র, বিরাট, কৌশাম্বীপতি মালব, শতধন্বা, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্ত, এবং পঞ্চনদ বৃষ্ণি, এই সকল রাজা দুর্গরক্ষণ বিষয়ে দক্ষ, এবং বজ্রের ন্যায় অন্তঃসারবিশিষ্ট, ইহাঁরা নগরীর উত্তর দ্বার আরোহণ করিয়া আক্রমণ করুন। কৈতবের উলূক, অংশুমানের পুত্র বীর, একলব্য, বৃহৎমাত্র, ক্ষত্রধন্বা, জয়দ্রথ, উত্তমৌজা, শল্য, কৌরবগণ, কেকয়গণ, বিদেশাধিপতি বামদেব, ও শিনীপতি সাকেত নগরীর পূর্ব্বদ্বার ইহাঁদিগের আয়ত্ত থাকুক্। বায়ু যেমন মেঘ সমূহকে ছিন্ন ভিন্ন করে, ইহাঁরা সেই রূপ পূর্ব্বদ্বার ভঙ্গ করিয়া বেগে পুরীমধ্যে প্রবেশ করুন। আমি, দরদ এবং বীর্য্যবান্ চেদিরাজ, আমরা সুবর্ম্মিত হইয়া দক্ষিণ দ্বার রক্ষা করি। এই প্রকারে এই নগরী অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে সেনা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বজ্রপাত সদৃশ বিষম ভয় প্রাপ্ত হউক্। যাহারা গদাধারী, তাহারা গদা দ্বারা, যাহারা পরিঘধারী, তাহারা পরিঘ দ্বারা, এবং অন্যান্য অস্ত্রধারী-অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা এই নগরী বিদারণ করুক। হে রাজগণ! আপনারা অদ্যই নগরীর উচ্চ ও দুরাক্রম্য স্থান সকল ভূমিসাৎ করিবেন।

এই কথা কহিয়া জরাসন্ধ চতুরঙ্গ সৈন্য ব্যূহিত করিয়া সমস্ত ভূপতির সহিত ক্রোধভরে যাদবদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

যাদবগণও সৈন্য সামন্ত একত্রিত করিয়া যুদ্ধার্থ সশস্ত্র বহির্গত হইলেন। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প, রথে গজে সম্বদ্ধ হইয়া অধিক সংখ্যার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন; দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। যখন বসুদেবের দুই পুত্র নগর হইতে নির্গত হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া, রাজাদিগের সৈন্যসমূহ ভয়ে ব্যাকুল এবং বাহন সকল বিহ্বল হইল। কবচধারী দুই যদুনন্দন রথে আরোহণ করিয়া, সমুদ্রবিলোড়নকারী দুই ক্রুদ্ধ মকরের ন্যায়, রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহাদিগের মনে হইল, পুরাণ অস্ত্র সকল গ্রহণ করিবেন; অমনি আকাশ হইতে তুমুল যুদ্ধ সময়ে লেলিহান জ্বালায় প্রদীপ্ত সুদৃঢ় মূর্ত্তিমান্ দিব্যাস্ত্র সকল পতিত হইল। পতন কালে মাংসভোজী প্রাণীগণ ঐ সকলের অনুগমন করিতেছিল; বোধ হইতেছিল, অস্ত্রসকল যেন যুদ্ধস্থলে রাজগণের মাংস ভোজন করিতে নিতান্ত প্রয়াশী হইয়াছে। খেচরগণ মাল্যবেষ্টিত ঐ সকল অস্ত্র দর্শন করিয়া ভীত হইয়াছিলেন; সমস্ত অস্ত্রই প্রভায় সমুজ্জল হইয়াছিল। সংবর্ত্তক নামে হল, সৌনন্দ নামে মুষল, ধনুঃশ্রেষ্ঠ শার্ঙ্গ এবং কৌমোদকী গদা, বিষ্ণু-তেজোময় এই চারি খানি অস্ত্র কৃষ্ণ বলরাম যুদ্ধ স্থলে প্রাপ্ত হইলেন। রাম সর্পের ন্যায় বিসর্পণকারী, দিব্যমাল্যবেষ্টিত, ভুবনস্বরূপ হল দক্ষিণ করে, এবং শত্রুগণের নিরানন্দ কর মুষলোত্তম সৌনন্দ বাম করে ধারণ করিলেন। বীর্য্যবান্ কৃষ্ণ ভুবনমনোহর, জলদনাদী, শার্ঙ্গ নামে বিখ্যাত ধনু গ্রহণ করিলেন। দেবতারা, কার্য্য সাধনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, কমললোচনের অপর হস্তে কৌমোদকী নামক গদা প্রদান করিলেন। সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপী বীর রামকৃষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া রণস্থলে শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বসুদেবের দুই তনয় দুই জনেই এক রাম ও কৃষ্ণরূপে অগ্রজ ও অনুজ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। উভয়ে আয়ুধগ্রহণ করিয়া পরাক্রমপূর্ব্বক শত্রুগণকে প্রহার করত দুই দেবের ন্যায় সমর স্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বীর রাম কোপিত সর্পের সদৃশ হল গ্রহণ করিয়া শত্রুগণের যমের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা নিরন্তর ক্ষত্রিয়গণের রথ আকর্ষণ করিয়া হস্তী ও অশ্বসকলের প্রতি ক্রোধের উপযুক্ত অনুষ্ঠান করিলেন। লাঙ্গল দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মুষল প্রহার করত, পর্ব্বতের ন্যায় হস্তী সমূহকে চূর্ণ করিলেন। প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় সকল আহত হইয়া ভয়ে সমর স্থল হইতে পলায়ন করিয়া জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের শত্র স্বভাবে ধিক্ তোমরা সমরে কাতর হইলে। যে ব্যক্তি রথহীন হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে, পণ্ডিতেরা তাঁহার ভ্রূণ হত্যা সদৃশ অসহ্য পাপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তোমরা ভীত হইয়া কেন প্রতিনিবৃত্ত হইলে? তোমাদিগের ক্ষত্রিয় স্বভাবে ধিক্! আমি আজ্ঞা করিতেছি, সকলে পুনর্ব্বার সমরে গমন কর। অথবা, পলায়ন করিওনা, আমি যতক্ষণ না এই দুই গোপকে যমালয়ে প্রেরণ করি, ততক্ষণ রথে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ দর্শন কর।

তখন ঐসকল ক্ষত্রিয় জরাসন্ধের প্রোৎসাহে আনন্দিত হইয়া, শরজাল বিস্তার করত যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন, বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক খড়্গ, জ্যারোপিত শরাসন, তূণ ও তোমার গ্রহণ; এবং পতাকা উত্তোলন করিয়া, কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ কাঞ্চন ভূষিত মেঘরাবী রথে; কেহ কেহ বা

মহামাত্রচালিত মেঘ সঙ্কাশ গজে আরোহণ করিতে লাগিলেন। রাজ-গণ ছত্রশোভী রথে অবস্থিতি করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন; উভয় পার্শ্বে চামরবীজন হইতে লাগিল। ঐ সকল রথী যুদ্ধে অনুরাগ বশতঃ বৃহৎ বৃহৎ গদা এবং ক্ষেপণীয় মুদগর প্রহার করিয়া তুমুল সংগ্রামে অবগাহন করিলেন। ইত্যবসরে দেবগণের আনন্দবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ধ্বজ শ্রেষ্ঠরথে আরোহণ করিয়া তথায় প্রবিষ্ট হইয়া জরাসন্ধের দিকে ধাবিত হইলেন এবং অষ্ট বাণে জরাসন্ধকে ও পঞ্চ নিশিত বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। জরাসন্ধ রক্ষা করিতে বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমর্থ হইলেন না; কৃষ্ণ তাঁহার অশ্ব সকলকে সংহার করিলেন। জরাসন্ধকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া মহারথ চিত্রসেন এবং সেনানী কৈশিক কৃষ্ণকে শরপ্রহার করিলেন। কৈশিক কৃষ্ণের সহচারী বলদেবকেও তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। বলদেব যুদ্ধস্থলে ভল্লাস্ত্র দ্বারা কৈশিকের ধনু দ্বিখণ্ড করিলেন; এবং বেগে সুবর্ণপুঙ্খ বিবিধ শর-বৃষ্টি করিয়া চতুর্দ্দিকেই শত্রুদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। চিত্রসেন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নয় বাণে, এবং কৈশিক পাঁচ ও জরাসন্ধ সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। জনার্দ্দন, তিন তিন নারাচে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন। বীর্য্যবান বলদেবও পাঁচ পাঁচ বাণ দ্বারা চিত্রসেনের রথের অশ্বসকল ছেদন করিলেন; ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার ধনুও দ্বিধা করিলেন। ধনু ছিন্ন হওয়াতে, বীর্য্য-বান্ চিত্রসেন ক্রুদ্ধ হইয়া, রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া বলদেবকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইলেন। বলদেব চিত্রসেনের বধার্থ নারাচ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া মহাবল জরাসন্ধ রামের ধনুক ছেদন এবং ক্রোধভরে তাঁহার অশ্ব সকল সংহার করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। রামও মুষল গ্রহণ করিয়া জরাসন্ধের প্রতি ধাবিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের সংহার বাসনা করিয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। চিত্রসেন জরাসন্ধকে রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া অন্য রথে আরোহণ করিয়া জরাসন্ধকে পশ্চাৎ রাখিয়া স্বয়ং রামের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর উভয়ের মধ্যস্থলে গজ সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। পরে মহাবল জরাসন্ধ মহতী সেনায় বেষ্টিত হইয়া, রামকৃষ্ণ প্রমুখ ভোজদিগকে আক্রমণ করিলেন। প্রলয়ক্ষুভিত সাগরের ন্যায় উভয় সৈন্যেরই তুমুল শব্দ উঠিল। মহারাজ! উভয় সেনাতেই সহস্র সহস্র বেণু, ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খের মহা শব্দ উত্থিত হইল। সিংহনাদ, আস্ফোটন শব্দ এবং চীৎকার রবে চতুর্দ্দিকেই তুমুল ব্যাপার হইয়া উঠিল। ক্ষুর এবং চক্রনেমির প্রহারে ভয়ানক ধূলিও উত্থিত হইল। বীরগণ শরাসন ধারণ এবং শস্ত্র সকল উদ্যত করিয়া রণস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র রথী, অশ্বসাদী, পত্তি, এবং পর্ব্বতসঙ্কাশ গজ চতুর্দ্দিকে মিলিত হইল। বৃষ্ণিগণ জীবিতাশা পরিহার পূর্ব্বক জরাসন্ধের যোধগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শিনি, অনাবৃষ্টি, বভ্রু, বিপৃথু, ও আহুক, অর্দ্ধ সৈন্য পরিবৃত হইয়া, বলরামকে অগ্রে করত জীবিতাশা ত্যাগ করিয়া অসংখ্য শরবর্ষণ পূর্ব্বক দমঘোষ, জরাসন্ধ, এবং শল্য ও শাল্বাদি মহাবীর্য্যসম্পন্ন উদীচ্য নরপতিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত শত্রুসেনার দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করিলেন; আর অবগাহ, পৃথু, কঙ্ক, শতদ্যুম্ন, ও বিদূরথ কৃষ্ণকে অগ্রে লইয়া, সৈন্যের অপরার্দ্ধে পরিবৃত হইয়া মহাত্মা ভীষ্মক, রুক্মী দেবক, মদ্ররাজ এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দেশীয়

বলবীর্য্য সম্পন্ন নরপতিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত ভাগ আক্রমণ করিলেন। বজ্রসদৃশ শব্দকারী শক্তি, প্রাস ও বাণজাল বর্ষণ করিয়া উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইতে লাগিল; জীবনে কাহা-রও আস্থা রহিল না। সাত্যকি, চিত্রক, শ্যাম বীর্য্যবান্ যুযুধান, রাজাধিদেব, মৃদর, মহারথ শ্বফল্ক, শত্রাজিৎ ও চিত্রসেন মহতীসেনা সমভিব্যাহারে রণস্থলে শত্রুসেনার বাম ভাগ আক্রমণ করিলেন। মৃদুর কর্ত্তৃক রক্ষিত বৃষ্ণি ব্যূহের এই ভাগ শত্রুদিগের যে ভাগ আক্রমণ করিল, বেণুদারি প্রভৃতি অনেকানেক রাজা এবং ধৃতরাষ্ট্রের তনয় ও অন্যান্য পাশ্চাত্য নরপতিগণ ঐ ভাগ রক্ষা করিতে ছিলেন।

—*—

দ্বিনবতিতম অধ্যায়। ৯২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহামাত্র ও রাজবর্গে এবং অনুযায়িগণে পরিবৃত্ত মগধাধিপতি জরাসন্ধের সহিত বৃষ্ণিগণের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। রুক্মীর সহিত বাসুদেবের, ভীষ্মকের সহিত আহুকের, ক্রাথের সহিত বসুদেবের, বভ্রুর সহিত কৌশিকের, গদের সহিত শিশুপালের, শম্ভুর সহিত দন্ত বক্রের এবং অন্যান্য সসৈন্য রাজগণের সহিত অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয় বীর ও রাজগণের যুদ্ধ হইতে লাগিল। সপ্তবিংশতি দিন ঘোর যুদ্ধ হইল। গজে গজে, অশ্বে অশ্বে, পদাতিতে পদাতিতে, ও রথে রথে মিলিত হইয়া যোধগণ যুদ্ধ করিলেন। বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় জরাসন্ধের সহিত রামের রোমহর্ষণ যুদ্ধ হইল। কৃষ্ণ, রুক্মিণীর অনুরোধে রুক্মীকে সংহার করিলেন না; রুক্মীর অগ্নি, সূর্য্য ও জ্বালা সদৃশ আশীবিষবিষতুল্য বাণসমূহ শিক্ষা-কৌশলে নিবারণ করিলেন মাত্র। অন্যান্য সৈন্যের কিন্তু বিশেষ হ্রাস হইল। রাজন্! উভয় সৈন্যের মাংসে ও রুধিরে কর্দম হইয়া উঠিল; চতুর্দ্দিকে এত কবন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল যে গণনা করা ভার। রথী বলরাম আশীবিষতুল্য শরজাল দ্বারা আবৃত করিয়া জরাসন্ধের প্রতি ধাবিত হইলেন; জরাসন্ধও আশুগামি রথারোহণে বেগে রামের প্রতি ধাবিত হইলেন। উভয়ে উভয়কে বিবিধ অস্ত্র দ্বারা বাহুম্বার ভেদ করিয়া আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। শেষে বিক্রমশালী উভয়েই শস্ত্র-হীন, রথহীন, অশ্বহীন ও সারথিহীন হইয়া গদা গ্রহণ করত উদ্যত করিয়া পৃথিবী কাঁপাইয়া উভয়ের প্রতি ধাবিত হইলেন। উভয়কে সশিখর দুই গিরির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাভুজ বীরদ্বয়ের যুদ্ধ দেখিবার জন্য অন্যান্য যোধগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন। উভয়েই লোকে গদাযুদ্ধে আচার্য্য, এবং মহাবল বলিয়া বিখ্যাত; দুই গজের ন্যায় মত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি-ধাবিত হইলেন। অনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ও পরমর্ষিগণ চতুর্দ্দিকে আগমন করিলেন; আকাশমণ্ডল দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণে অলঙ্কৃত হইয়া, জ্যোতিষ্গণ দ্বারা ভূমণ্ডলের ন্যায় অধিক শোভা ধারণ করিল। মহাবল জরাসন্ধ বাম, এবং বলদেব দক্ষিণ মণ্ডল অবলম্বন করিলেন; এই ভাবে গদাযুদ্ধবিশারদ উভয়ে উভয়ের প্রতি ধাবিত হইয়া, দুই গজ যেমন দন্তদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, তেমনি গদাদ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিলেন। যেমন বজ্রের শব্দ হয়, রণস্থলে রামের গদা-ঘাতের তেমনি শব্দ শ্রুত হইল। জরাসন্ধের গদাঘাত শ্রবণ করিয়া বোধ হইল যেন পর্ব্বত বিদীর্ণ হইল। বায়ু যেমন বিন্ধ্যাচলকে চঞ্চল করিতে পারে না, জরাসন্ধের হস্তচ্যুত গদা তেমনি গদাধারিশ্রেষ্ঠ বলরামকে কম্পিত

করিতে সমর্থ হইল না। মগধেশ্বর জরাসন্ধ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক রামের গদাবেগ সহ্য এবং শিক্ষাকৌশলে গদা নিবারণ করিলেন। মহাবল অরিন্দম উভয়ে রণস্থলে এই প্রকারে বিবিধমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন; বহুকাল ব্যায়াম করিয়াও কাহারও শ্রম বোধ হইল না। শেষে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার উভয়ে উভয়কে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই প্রধান যোদ্ধা এই প্রকারে বহুক্ষণ সমভাবে যুদ্ধ করিলেন। উভয়ের কেহই যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন না। অনন্তর বীর্য্যশালী বলরাম গদাযুদ্ধে জরাসন্ধের বিশেষ নৈপুণ্য দর্শন করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক গদা পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ মুষল গ্রহণ করিলেন। তুমুল সংগ্রাম সময়ে বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমদর্শন অমোঘ মুষল উদ্যত করিলেন দেখিয়া আকাশ হইতে সর্ব্বলোকের শ্রবণগোচরে মধুর দৈববাণী উদ্যত-হল-ও মুষলহস্ত বলরামকে কহিল, "রাম! এই জরাসন্ধ তোমার বধ্য নহে; বৃথা ক্লেশ সহ্য করিও না; আমি ইহার মৃত্যু বিধান করিয়া রাখিয়াছি; অতএব বিরত হও; মগধরাজ অল্পকালের মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন।"

জরাসন্ধ এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন; বলরামও আর তাঁহাকে প্রহার করিলেন না। তিনি ও শ্রীকৃষ্ণ, এবং বৃষ্ণি ও রাজগণ, সকলেই নিস্তব্ধ হইলেন। মহারাজ! উভয়পক্ষে পরস্পর পরস্পরকে বহুক্ষণ ধরিয়া প্রহার করিতেছিলেন; এক্ষণে উক্ত প্রকারে তাঁহাদিগের দারুণ যুদ্ধ নিবৃত্তি পাইল। রাজা জরাসন্ধ পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলে দিবাকর অস্তগমন করিলেন, রাত্রি উপস্থিত হইল, অতএব যাদবগণ তৎকালে আর তাঁহার অনুসরণ করিলেন না; তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; তাঁহারা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া স্ব স্ব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনন্দমনে নগরী প্রবেশ করিলেন। স্বর্গাগত অস্ত্র শস্ত্র সকল তত্তৎকালে অন্তর্দ্ধান হইল। রাজা জরাসন্ধও উদ্বিগ্নচিত্তে নিজনগরী যাত্রা করিলেন। যে সকল রাজা তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন, তাহারাও স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বৃষ্ণিগণ জরাসন্ধকে পরাজয় করিলেন বটে, কিন্তু জরাসন্ধ একবারে পরাজিত হইলেন, তাঁহাদিগের এরূপ প্রতীতি হইল না, কারণ জরাসন্ধ অতি বলবান্। বাস্তবিক মহারথ যাদবগণ জরাসন্ধকে ক্রমান্বয়ে অষ্টাদশবার যুদ্ধ দান করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে সংহার করিতে সমর্থ হন নাই। আর, রাজা জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল; রাজা এই সমস্ত সৈন্য যুদ্ধার্থ আনয়ন করিয়াছিলেন; হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যাদবগণ সংখ্যায় এতদপেক্ষা নিতান্ত অল্প ছিলেন; সুতরাং জরাসন্ধ ও তাঁহার অনুবর্ত্তী রাজগণ কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছিলেন।

যাহাই হউক, এক্ষণে সমরস্থলে মগধরাজ জরাসন্ধকে জয় করিয়া মহারথ যাদবগণ সুখী হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়। ৯৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সঙ্গে যাদবগণসমাকীর্ণ মথুরায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন এবং যৌবন লাভ করত রাজশ্রীযুক্ত হইয়া আনন্দে মথুরার বন ও আকর প্রদেশে বিচরণ করিতে থাকিলেন।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর, রাজগৃহেশ্বর প্রতাপশালী জরাসন্ধের নিহত কংসকে মনে হইল। তাঁহার দুই দুহিতা খন তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করিলেন।

মহারথ যাদবগণ জরাসন্ধকে সপ্তদশবার যুদ্ধ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সংহার করিতে পারেন নাই; এক্ষণে শ্রীমান্ মগধরাজ লজ্জিত হইয়া পুনর্ব্বার চতুরঙ্গ বল সজ্জিত করিয়া অষ্টাদশ যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম রাজগৃহেশ্বর শ্রীমান্ বলী জরাসন্ধ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে লইয়া, কৃষ্ণকে সংহার করিতে অভিলাষী হইয়া, পুনর্ব্বার মথুরার নিকটবর্ত্তী হইলেন। মগধেশ্বর পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছেন শুনিয়া যাদবগণ তাঁহার ভয়ে ভীত হইলেন; এবং সকলে একত্রিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর নীতিপণ্ডিত বিকদ্রু, উগ্রসেনের শ্রবণ গোচরে, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, বৎস গোবিন্দ! আমাদিগের যদুবংশের উৎপত্তি, এবং কালোচিত কর্ত্তব্য বলিতেছি শ্রবণ কর, শ্রবণ করিয়া যদি তোমার কর্ত্তব্য বোধ হয়, করিবে। আর্থিবংব্যাস পূর্ব্বে আমাকে যদুবংশের যে উৎপত্তি বিবরণ বলিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর।

মনুর বংশে ইক্ষ্বাকুনন্দন মহেন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী হর্য্যশ্বনামে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। মধুদৈত্যের দুহিতা দেবী মধুমতী ইন্দ্রের শচীদেবীর ন্যায়, তাঁহার প্রিয় মহিষী ছিলেন। পৃথিবীতে মধুমতীর ন্যায় রূপবতী আর ছিল না। তিনি যুবতী, গুণবতী, এবং রাজার মনোমত ছিলেন; রাজা তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন। কমলনয়নাকে দর্শন করিলেই ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইত। মনোজ্ঞরূপিণী চারুনিতম্বিনী কামিনী, খেচরী রোহিণীর ন্যায় পতিব্রতা ছিলেন; ঐ ইক্ষ্বাকুকুলধুরন্ধরকেই কামনা করিতেন।

হে মাধব! কিছুকাল পরে অশঙ্কিতচিত্ত নরশ্রেষ্ঠ সেই হর্য্যশ্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলেন; এবং অল্পমাত্র পরিজন সঙ্গে লইয়া উচিতকালবিৎ কমল-লোচন প্রিয়া সমভিব্যাহারে কাননে বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর কমললোচনা মধুমতী ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিদূরিত স্বামীকে কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! রাজ্যস্পৃহা পরিত্যাগ কর; চল আমরা দুই জনে আমার পিতা মধুর গৃহে গমন করি। তথায় মধু বন নামে মনোমত পুষ্প ও ফল বৃক্ষের এক উপবন আছে; আমরা দুই জনে, স্বর্গবাসীর ন্যায় তথায় বিহার করিব। রাজন্! আমার পিতা ও মাতা তোমাকে ভাল বাসেন। আমাকে ভাল বাসেন বলিয়া, আমার ভ্রাতা লবণও তোমাকে আমা অপেক্ষাও অধিকতর ভাল বাসেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমরা তথায় গমন করিয়া, নন্দন বনে অপ্সরোবরের ন্যায়, দুই জনে একত্রে বিহার করিব; মনেও হইবে না যে রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক; আমরা দেবপুরের ন্যায় তথায় বিহার করিব। মহারাজ! তোমার অভিমানী ভ্রাতাকে ত্যাগ করি চল; তিনি রাজ্যমদে মত্ত, নিত্য আমাদিগের দ্বেষ করিয়া থাকেন। এ প্রকারে ভৃত্যের ন্যায় পরবশ হইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে কালযাপন করাকে ধিক্! চল দুই জনে আমার পিত্রালয়ে গমন করি।

শ্বশুরের সাহায্য লইয়া অগ্রজকে সংহার করেন, হর্য্যশ্বের এরূপ উদ্দেশ্য কখনই ছিল না, কিন্তু এক্ষণে কামের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন; অতএব পত্নীর উক্তপ্রকার বাক্য তাঁহার মনে লাগিল। অনন্তর কামী পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা হর্য্যশ্ব কামিনী ভার্য্যার সহিত মধুপুর যাত্রা করিলেন। দানবরাজ মধু

সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন; কহিলেন, বৎস হর্য্যশ্ব! এস, এস; আমি তোমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। হে রাজেন্দ্র! মধুবন ব্যতীত আমার সমস্ত রাজ্য তোমাকে দান করিলাম; বাসভবনও গ্রহণ কর। মধুবনে থাকিয়া লবণ তোমার সহায় হইবে; এবং শত্রু দমন কার্য্যে অধিনায়কতা করিবে। সমুদ্র-ও-অনূপদেশসমন্বিত, গোধনসমৃদ্ধ আভীর-বহুল শ্রীসম্পন্ন এই শুভ রাজ্য শাসন কর। বৎস! সুরাষ্ট্র এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী বেগশূন্য অনূপরাজ্যও তোমার রাজধানী হইবে; তুমি সম্প্রতি গিরি পুর দুর্গে বসতি কর। তোমার রাজ্য আনর্ত্ত রাজ্য নামে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া মহান্ হইয়া উঠিবে। রাজন্! আমি অনুমান করিতেছি, কালক্রমে তাহা ঘটিবে। এক্ষণে কালোচিত উৎকৃষ্ট রাজার আচার অবলম্বন কর। যযাতিনন্দন যদুর বংশও তোমার বংশে মিলিত হইবে; তোমার বংশ চন্দ্র বংশ হইয়া যাইবে। বৎস! আমার বাঞ্ছা এই যে তোমাকে এই উৎকৃষ্ট রাজ্য দান করিয়া তপস্যার্থ বরুণালয় সাগরে গমন করিব। বৎস! তুমি তোমার স্বীয় বংশ বিস্তার কারণ লবণের সহিত একত্রিত হইয়া এই উৎকৃষ্ট রাজ্য পালন কর।

হর্য্যশ্ব, যে আজ্ঞা বলিয়া, রাজ্য গ্রহণ করিলেন; এবং দৈত্য মধু তপস্যালয় সাগরে প্রস্থান করিলেন। মহাতেজা অমরতুল্য হর্য্যশ্ব দিব্য শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতে বাসের জন্য নগরী নির্ম্মাণ করিলেন। গোধনসমৃদ্ধ ঐ সুরাষ্ট্র, এবং বেলাবনসম্পন্ন অনূপ রাজ্য অচির কাল মধ্যে আনর্ত্তনামে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজ্যবর্দ্ধন ও প্রজাকুলের আনন্দবর্দ্ধন রাজা হর্য্যশ্ব, ক্ষেত্র-ও-শস্যসম্পন্ন, প্রাকার-ও প্রাসাদযুক্ত সমৃদ্ধ ঐ লব্ধ রাজ্য যশের সহিত রাজধর্ম্মানুসারে শাসন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা হর্য্যশ্বের সমুচিত শাসন বশতঃ ঐ রাজ্য বহুগুণ ও রাজ্যের সমস্ত গুণেই ভূষিত হইল। রাজা সচ্চরিত্র ও নীতি সহকারে রাজ কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কালোচিত রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীমান্ রাজা পুত্রলাভাভিলাষে এই প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কিছুকাল পরে মধুমতীর গর্ভে মহাযশা যদুনামে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। ১ যদুর স্বর দুন্দুভির ন্যায় হইল। মহাতেজা যদু ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। অল্পে অল্পে তাঁহার সমুদায় রাজচিহ্ন প্রকাশ পাইল; তাঁহার পূর্ব্বে প্রাপেঃরণা পুরুকে যেমন শত্রুগণ পরাভব করিতে পারে নাই, ইনিও সেইরূপ শত্রুগণের অজেয় হইয়া উঠিলেন। প্রভাবশালী পরমসুন্দর যদুই মহাত্মা পৃথিবীপতি হর্য্যশ্বের একমাত্র পুত্র ছিলেন। রাজা হর্য্যশ্ব দশ সহস্র বৎসর অক্ষুণ্ণ রাজ্য পালন করিয়া, ধর্ম্মবলে পৃথিবী হইতে স্বর্গে গমন করিলেন। প্রজাবর্গ উদারচিত্ত যদুকে রাজ্যে অভিষেক করিল। পিতা স্বর্গগামী হইলে পর ইন্দ্রসঙ্কাশ যদু ক্রমে আদিত্যের ন্যায় উদিত হইয়া, সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তস্করভয় ও অন্যান্য সমস্ত ভয়ই রাজ্য হইতে দূর হইল। আমরা এই যদু হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াই যাদব নাম ধারণ করিয়াছি।

একদা রাজা যদু গুণবতী স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া, তারাবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় মহাসাগর

---

১ যযাতির পুত্র পরের মন জানিতে পারিতেন; যোগবলও তাঁহার ছিল। তিনি হর্য্যশ্বের মন বুঝিয়া যোগবলে তাঁহার পুত্র হইয়া উৎপন্ন হইলেন। টীকাকার নীলকণ্ঠ॥

সলিলে জলক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলে সহসা জল মধ্যে সর্পরাজ ধূম্রবর্ণ তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন; রাজা উত্থান করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন; ধূম্রবর্ণও তাঁহাকে স্বনগরীর দিকে বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সর্পনগরীর স্তম্ভ ও গৃহ দ্বার সকল মণিময়, তাহাতে মুক্তামালার ভূষণ। তথায় শুভ্রবর্ণ শঙ্খ ও বিবিধ রত্ন রাশি রাশি সঞ্চিত রহিয়াছে। বৃক্ষ সমুদায়ে প্রবালের অঙ্কুর ও পত্র। সহস্র সহস্র নাগকামিনী ও সমুদ্রগর্ভবিহারী প্রাণী সকল তথায় বিচরণ করিতেছে। চন্দ্রকান্তি কত শত প্রাসাদ মধ্যভাগে স্বর্ণ সংযোগে দীপ্তি পাইতেছে। রাজশ্রেষ্ঠ যদু দেখিলেন, পৃথিবীতে যেরূপ নগরী নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে, সাগরের নির্ম্মল জলে সর্পনগরী অবিকল সেই রূপেই নির্ম্মিত হইয়াছে। দেখিয়া, নৃপতি নিরুদ্বেগ চিত্তে পুরী মধ্যে নাগবধূগণে সমাকীর্ণ অলঙ্কার-গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে সুন্দর রূপে পদ্মপত্রবিস্তীর্ণ, মৃণালসূত্রে নির্ম্মিত, বস্ত্র দ্বারা আচ্ছন্ন মণিময় পদ্মের আসন প্রদান করা হইল। রাজা সর্পকুলের সেই শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিলে পর, সর্পরাজ ধূম্রবর্ণ স্থিরভাবে তাঁহাকে কহিলেন, তোমার পিতা তেজঃশালী নরেন্দ্র তোমাকে উৎপাদন পূর্ব্বক এই মহৎ বংশ বিস্তার করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে পৃথিবীনাথ! পিতা মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত বহু রাজগণের আকর স্বরূপ এই বংশকে তোমার নামেই যদু বংশ বলিয়া স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বিভো! তোমার বংশে মানবীযোনিতে অনেক অমর দেবতা, ঋষি ও নাগগণের সন্তান সকল জন্মগ্রহণ করিবেন। আমার এই পঞ্চ কন্যা সচ্চরিত্রা; ইহারা অদ্যাপি কন্যাকাবস্থায় আছে। হে রাজশ্রেষ্ঠ! ইহারা যৌবনাশ্বের ভগিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; তুমি তোমার কুলধর্ম্মানুযায়িক প্রাজাপত্যবিধি অনুসারে ইহাদিগের পাণিগ্রহণ কর। তোমাকে বরও দান করিতেছি; আমার মতে তুমি বরদান করিবার পাত্র। ভৌম, কুকুর, ভোজ, অন্ধক, যাদব, দাশার্হ ও বৃষ্ণি, তোমার বংশ এই সাত নামে বিখ্যাত হইবে। এই কথা বলিয়া পন্নগশ্রেষ্ঠ ধূম্রবর্ণ ইন্দ্রতুল্য সেই যদুকে সম্বন্ধ করিয়া স্বয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন; এবং আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বরও দিলেন। যথাক্রমে স্বয় কন্যাকে শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, হে মানদ! আমার এই পঞ্চ কন্যাতে, পিতা ও মাতা, উভয়েরই তেজ আশ্রয় করিয়া পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইবে। জলগর্ভচারী নাগগণও আমার বর লাভ করিয়া তোমার বংশে নানরূপী রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। তখন যদুশ্রেষ্ঠ বর ও পঞ্চ কন্যা লাভ করিয়া, চন্দ্রমার ন্যায়, বেগে জল হইতে উত্থান করিলেন। রাজা পঞ্চ কন্যার মধ্যস্থলে থাকিয়া পঞ্চতারাযুক্ত নক্ষত্রগণচারী চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। নৃপতিশ্রেষ্ঠ বিবাহকালোচিত বেশ এবং গন্ধ মালা ধারণ করিয়া নাগরাজের অন্তঃপুর সমস্ত দর্শন করিয়াছিলেন; এক্ষণে নবপরিণীতা পঞ্চ পত্নীর অনলোপমা সখীদিগকে স্নিগ্ধ বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া পরম প্রীতমনে নিজ নগরী যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া নিরন্তর বিহার করিতে লাগিলেন।

চতুর্ন্নবতিতম অধ্যায়। ৯৪।

বিশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যদু বহুকালের পর পঞ্চ নাগকন্যার গর্ভে মহাবাহু মুচুকুন্দ, পদ্মবর্ণ, মাধব, সারস, ও হরিত, এই পঞ্চ বিক্রমশালী পুত্র উৎপাদন করিলেন। নৃপতি পঞ্চ মহাভূততুল্য এই পঞ্চ পুত্রকে

দেখিয়া নিতান্ত আনন্দিত হইলেন। পাঁচ জন বয়স প্রাপ্ত হইয়া পাঁচ পর্ব্বতের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। এবং বল ও দর্প হেতু পিতার সম্মুখে গিয়া কহিলেন, পিতঃ! আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহান্ বলশালী হইয়াছি; আমরা ইচ্ছা করি, আমরা কি করিব, আপনি তাহা আজ্ঞা করেন।

নৃপতি শ্রেষ্ঠ যদু পরম প্রীত হইয়া শার্দ্দূলের ন্যায় তেজস্বী বীর্য্যপ্রদর্শনকুতূহলী ঐ পঞ্চ পুত্রকে কহিলেন, আমার পুত্র মুচুকুন্দ বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান পর্ব্বতের পাদদেশে যত্নপূর্ব্বক দুই নগরী স্থাপন করুন। পুত্র পদ্মবর্ণ অবিলম্বে দক্ষিণদেশে সহ্য পর্ব্বতের অধিত্যকায় এক পুরী নির্ম্মাণ করুন। উহারই পরে চম্পকভূষিত মনোরমদেশে আমার পুত্র সারস এক রম্য নগরী স্থাপন করুন; মহাবাহু পুত্র হরিত সাগরসলিলে সর্প রাজের নগরী পালন করিবেন। মহাবাহু মাধব সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, গুণেও শ্রেষ্ঠ,এবং ধর্ম্মজ্ঞ; ইনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নিজবংশের রাজ্য শাসন করিবেন।

লোকপালতুল্য চারি নৃপতি পিতার আজ্ঞাক্রমে অভিষিক্ত হইয়া চামর লাভ করত, পুরী নির্ম্মাণের নিমিত্ত রম্যস্থান অন্বেষণার্থ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট দেশে গমন করিলেন। রাজর্ষি মুচুকুন্দ বিন্ধ্যপর্ব্বতমধ্যে বিষম প্রস্তর বাহুল্য-হেতু দুর্গম নর্ম্মদা তীরে নিজ স্থান মনোনীত করিলেন। তিনি ঐ নগরীকে শোভিত এবং বনাদি হইতে পরিস্কৃতও করিলেন। সমতল সেতু নির্ম্মাণ ও অগাধজল পরিখা সকল খনন করাইলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবালয় ও দেবতাস্থান এবং পথশ্রেণী ও রাজমার্গ সকল নির্ম্মাণ করিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ অল্পকাল মধ্যেই নগরীকে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় ধনবত্তা, গোধন ও ধান্যে পরিপূর্ণ এবং ধ্বজমালায় শোভিত করিয়া তুলিলেন। ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমশালী নৃপশ্রেষ্ঠ মুচুকুন্দ নিজ তেজোবলে নির্ম্মিত নগরীর শুভ নামকরণও করিলেন। বিন্ধ্য পর্ব্বতের সানুদেশে নির্ম্মিত হওয়াতে নগরী মহৎ মহৎ অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ; এই জন্য এই নগরী মাহিষ্মতী নামে প্রসিদ্ধ হইল। রাজা, বিন্ধ্য আর ঋক্ষবান্, এই দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থপাদদেশে পরম শ্রীসম্পন্ন ঐ মহানগরী নির্ম্মাণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা সাগরতীরে ঋক্ষপর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে রোগশূন্যপ্রদেশে আর যে এক শতশত উদ্যান শোভিত, সমৃদ্ধ আপন ও চত্বরসম্পন্ন দেবপুরীর ন্যায় আর এক পুরী নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা পুরিকা নামে বিখ্যাত হইল। বার্য্যবান ধর্ম্মাত্মা মুচুকুন্দ দেবপুরী অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর দুরবিক্রম ঐ দুই পুরী রাজধর্ম্মানুসারে পালন করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি পদ্মবর্ণও সহ্য পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে বেণা নদীর তরুলতাচ্ছন্ন তীরে পদ্মাবত নামে রাজ্য ও করবীর নামে উহার রাজধানী স্থাপন করিলেন। তত্রত্য ভূভাগ অতি অল্প হইলেও রাজা অতি নিবিড় ভাবে তথায় সমগ্র রাজ্য সন্নিবেশ করিয়া ঐ পর্ব্বতের অত্যুচ্চ সানুদেশকেই প্রাকার করিলেন। নগরী ও রাজ্য উৎকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের সহিত নির্ম্মিত হইয়াছিল। সারস ও চম্পক ও অশোকবৃক্ষবহুল, তাম্রবর্ণমৃত্তিকাবিশিষ্ট ক্রৌঞ্চপুর নামে এক বিপুল মনোহর নগর স্থাপন করিলেন। সর্ব্বঋতুর ফল পুষ্পশালী অসংখ্যবৃক্ষে সুশোভিত হওয়াতে ক্রৌঞ্চরাজ্য বনবাসী নামে প্রসিদ্ধ হইল। হরিতও সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপ শাসন করিতে লাগিলেন। তদীয় প্রজা মদ্গুর নামে বিখ্যাত ধীবরগণ, জলে মগ্ন হইয়া, সাগরগর্ভচারী শঙ্খ উদ্ধার করত তাঁহাকে প্রদান করিতে লাগিল। তাহার অন্যান্য ধীবর প্রজা সকলও সাবধান হইয়া জলজাত প্রবাল এবং দীপ্তিশালি মৌক্তিক সকল আহরণ করিতে লাগিল। নিষাদগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

নৌকাযোগে জলজাত বৃক্ষ সকল আহরণ করিয়া বৃহৎ নৌকায় ক্ষেপণ করত আনয়ন করিতে লাগিল। ঐ সকল লোক মৎস্যের মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিত। রত্নদ্বীপ বাসী সকল বৃহৎ বৃহৎ নৌকায় করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া দূরদেশে গমন করত ধন আহরণ করিয়া, কুবেরের ন্যায় এক হরিতেরই তৃপ্তি সাধন করিত।

ইক্ষ্বাকু হইতে এই প্রকারে যদুবংশের প্রবৃত্তি এবং যদুর চারি পুত্র দ্বারা আবার চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

রাজা যদু যদুশ্রেষ্ঠ মাধবকে রাজ্য দান করিয়া পৃথিবীতে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করেন। মাধবের সত্বত নামে পুত্র জন্মে। ইনি সত্বগুণাবলম্বী ও রাজগুণসম্পন্ন ছিলেন। সত্বতের ভীম নামে পুত্র হয়। তাহা হইতেই ভৌমগণের নাম হইয়াছে, সাত্বতের সন্ততি বলিয়া ভৌমদিগকে সাত্বতও বলে। রাজা ভীম যখন রাজ্য করেন, রামও তৎকালে রাজত্ব করিতেন। ঐ সময় সুমিত্রা নন্দন বিভু শত্রুঘ্ন লবণকে সংহার করিয়া মধুবন ছেদন এবং সেই মধুবনের স্থানে এই মথুরাপুরী স্থাপন করেন। রাম, ভরত, এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন স্বর্গারোহণ করিলে পর উত্তরাধিকার সম্বন্ধানুসারে ১ ভীম পূর্ব্বে নিজের অধিকৃত এই নগরীকে পুনর্ব্বার স্ববংশের অধিকারভুক্ত করেন। অনন্তর কুশ অযোধ্যার রাজা ও লব যুবরাজ হন। এই সময় ভীমের পুত্র অন্ধক মথুরায় রাজত্ব করেন। অন্ধকের রেবত নামে পুত্র জন্মে। রেবত হইতে মনোহর পর্ব্বতশিখরে ঋক্ষ পর্ব্বতের জন্ম হয়। তাহার পর সাগর তীরে রেবতের রৈবত নামে আর এক পুত্র জন্মে; ইনি পৃথিবীতে রৈবতক পর্ব্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাযশা রাজা বিশ্বগর্ভ রৈবতের পুত্র; ইনি পৃথিবীতে এক জন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ইহাঁর তিন দিব্যরূপিণী মহিষীর গর্ভে লোকপাল সদৃশ চারি শুভ সন্তান জন্মে; বসু, বভ্রু, সুষেণ ও সভাক্ষ। এই কয় যদুবীর লোকপালের ন্যায় পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন; এবং ইহাঁরাই এই যদুবংশ পুষ্ট করিয়াছেন। কৃষ্ণ! কত শত প্রসিদ্ধ রাজা এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বসুর পুত্র বিভু বসুদেব। তাহার পর বসুর দুই রূপবতী কন্যা জন্মে, তাঁহারা কুন্তিভোজের অধীন ১। একের নাম কুন্তী ২ ইনি পাণ্ডুর মহিষী; সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী দেবতার ন্যায়। অপর চেদিরাজ দমঘোষের ভার্য্যা ৩। কৃষ্ণ! তোমার বংশের উৎপত্তি এই বর্ণন করিলাম; আমি এই বিবরণ পূর্ব্বে ব্যাসের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে এই বংশ ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হইয়াছে; এই অবস্থায় তুমি মঙ্গল সাধন ও আমাদিগের বিজয় লাভের নিমিত্ত স্বয়ম্ভুর ন্যায় আগমন করিয়াছ। এক জন সামান্য নাগরিকের ন্যায় আমরা তোমাকে জরাসন্ধ হইতে গোপন করিতে সমর্থ নহি; তুমি অখিলের উৎপত্তি কারণ; দেবতাদিগের যাহা গোপনীয়, তুমি সে সমস্তই জান। তুমি রাজা জরাসন্ধকে সংহার করিতেও পার। আমরা তোমার বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত

---

১ লবণ নিহত হওয়াতে, নিঃসন্তানতা নিবন্ধন মধুর রাজ্য শাস্ত্রানুসারে মধুর দৌহিত্রে বর্ত্তে; সুতরাং মধু সন্ততি বলিয়া ভীম উহার অধিকারী হইলেন॥ নীলকণ্ঠ॥

১ বসু পুত্রিকা স্বরূপে কুন্তিভোজকে এই দুই কন্যা দান করিয়াছিলেন॥ নীলকণ্ঠ॥
২ নাম শ্রুতশ্রবা। ৩ প্রকৃত নাম পৃথা।

হইয়াছি। জরাসন্ধ বলবান; রাজগণের মস্তকোপরি অবস্থিতি করিতেছেন; তাহার সৈন্যও অগণ্য। কিন্তু আমাদিগের সৈন্য সংখ্যা অতি অল্প। এই নগরীও একদিনের অবরোধ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। নগরী মধ্যে যথেষ্ট অন্ন ও ইন্ধন নাই; দুর্গও নাই; জলপরিখা সকল অসংস্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে; উপযুক্ত দ্বার এবং যন্ত্র গৃহও নাই। বিস্তর বিস্তৃত বপ্র এবং প্রাকার নির্ম্মাণ করিতে হইবে। অস্ত্রাগার সকলের সংস্কার এবং ইষ্টকল পদ্ধারা গ্রহন করিতে হইবে। কংস স্বীয় বলে নগরী পালন করিতেন, এই জন্য পুর্ব্বে প্রজারা নগরীর সম্যক্ রক্ষা বিধান করে নাই; কংস অতি অল্প দিন মাত্র মরিয়াছেন; আমাদিগের রাজ্যের এই নূতন উদয় হইতেছে; অতএব অবরুদ্ধ হইলে, রাজকরসংগ্রহার্থ রাজ পুরুষ দ্বারা অবরুদ্ধ পুরীর ন্যায় আমাদিগের পুরী অবরোধ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। বহুল সৈন্য কর্ত্তৃক ভগ্ন, ও শত্রু কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া নিশ্চয়ই এই রাজ্য প্রজার সহিত নিবষ্ট হইবে। আমরা রাজ্য লোভী হইয়া যাদবগণের পরস্পর বিরোধকালে যাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়াছি, তাঁহারা এক্ষণে পৃথক্ হইতে ইচ্ছা করিতেছেন, এই অবস্থায় যাহা উপযুক্ত হয়, কর। রাজা উগ্রসেনের জন্য, আমরা রাজগণের নিকট নিন্দনীয় হইব। হে কেশব! পৌর জন রাষ্ট্রবিপ্লব জরাসন্ধের কালে ভয়ে কাতর হইয়া পলায়ন করিবার সময় সুতরাং সকলেই বলিবে, আমরা যাদবগণের আত্মবিচ্ছেদ জন্যই নিহত হইলাম। কৃষ্ণ! আমার এই মত, আমি বিশ্বস্ত ভাবে উল্লেখ করিলাম; পুর্ব্বে এ কথা আমি তোমাকে সমস্তই কহিয়াছিলাম; কিন্তু পরে আর বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিই নাই। কৃষ্ণ! বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা উপযুক্ত, নিজ বুদ্ধিবলে তাহার অনুষ্ঠান কর। তুমি এই সৈন্যের নেতা; আমরা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী। বর্ত্তমান বিরোধের মূলও তুমিই। তুমি আত্মাকে এবং আমাদিগকে রক্ষা কর।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়। ৯৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিকদ্রুর উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশা বসুদেব মনোমধ্যে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, কৃষ্ণ! ধীমান্ বিকদ্রু রাজগণের ষড়্‌গুণ কীর্ত্তন করিতে পারেন, এবং রাজ মন্ত্রণার মর্ম্মার্থ অবগত আছেন; বুদ্ধিমান্ হিত এবং যথার্থ কথাই কহিয়াছেন; অশেষ রাজধর্ম্ম এবং জগতের হিত জনক সত্য বাক্যই কথিত হইয়াছে।

পিতার এই বাক্য এবং মহাত্মা বিকদ্রুর পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ একাগ্রচিত্ত হইয়া উত্তর করিলেন, ভাবি ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপনারা হেতু ক্রম যুক্তি ও শাস্ত্র অনুসারে যাহা কহিলেন, শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে যে উত্তর করিতেছি শ্রবণ করুন; শ্রবণ করিয়া সেই মত কার্য্য করুন। রাজা নীতি অনুসারে কার্য্য করিবেন; এবং সন্ধি, যুদ্ধ, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধের উপযুক্ত কাল অপেক্ষা করিয়া অবস্থান, মিত্ররাজ মণ্ডলীর মধ্যে পরস্পর কলহোৎথাপন, এবং সংশয়, এই ষড়্‌গুণ সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করিবেন। বলবান্ শত্রু নিকটবর্ত্তী হইলে পাণ্ডিত ব্যক্তি আর অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন না, কাল বুঝিয়া বহির্গত হইবেন, এবং সমর্থ হইলে যুদ্ধ করিবেন। আমি ক্ষমতাশালী হইলেও, অক্ষমের ন্যায় জ্যেষ্ঠের সহিত এই মুহূর্ত্তে, জীবন রক্ষার জন্য, এস্থান হইতে বহির্গত হইব। বহির্গত হইয়া, দক্ষিণা

পথে অক্ষয় সহ্য পর্ব্বতে গমন করিব। দুই জনে মনোহর করবীর নগর, ক্রৌঞ্চ নগর, এবং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গোমন্তও দর্শন করিব। আমরা প্রস্থান করিয়াছি শুনিলে, গর্ব্বিত রাজা জরাসন্ধ নগরী প্রবেশ না করিয়া, দর্প হেতু আমাদিগেরই অনুধাবন করিবেন। আমাদিগেকে ধরিবার জন্য সহ্য পর্ব্বতেই বেগে গমন করিবেন। আমাদিগের গমনে আমাদিগের কুল, পৌরজন, নগরী ও দেশ, সকলেরই মঙ্গল হইবে। শত্রুকে না পাইলে বিজীগীষু ব্যক্তি সবল শত্রুকে সমরে সংহার করিতে পাইলেন না, সুতরাং আর পর রাজ্যে থাকেন না।

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং বীর বলরাম দুই জনে স্থির চিত্তে দক্ষিণ দেশের পথ অবলম্বন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে দক্ষিণ পথের বিবিধ জনপদ সকল সুখে পর্য্যটন করিলেন। সহ্য পর্ব্বতের পৃষ্ঠ ভাগে কিছুকাল আনন্দে পর্য্যটন করিয়া অবশেষে প্রকৃত পথ অবলম্বন করিলেন; এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই মহা পর্ব্বত ভূধর স্বরবংশীয়গণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত করবীরপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, বেণানদীর তীরজাত এক জটাবহুল বিশাল বটবৃক্ষ প্রাপ্ত হইলেন। দেখিলেন ঐ বৃক্ষের মূলে ভৃগুনন্দন ক্ষত্রিয়নিধনকারী অমর পরশু রাম, মন্দরপৃষ্ঠে সূর্য্যদেবের ন্যায়, বসিয়া আছেন। তাঁহার স্কন্ধে পরশু অবস্থিত; মস্তকে জটাভার; পরিধান বল্কল। মুনির তপস্যাই ধন; তিনি দীপ্তি বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ অগ্নিশিখার ন্যায় শুভ্র। তেজে ভাস্করের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন; মূর্ত্তিমান্ সাগরের ন্যায় গম্ভীর ভাব সম্পন্ন। ঋষি এই মাত্র অগ্নি স্থাপন করিয়াছেন; অগ্নি সংকুচিত ভাবে জ্বলিতেছে; ক্রমে জ্বলিয়া উঠিল তখন তপোধন তাহাতে হোম করিলেন। হোমান্তে আদ্য দেব শুক্রের ন্যায় ত্রিষবণ জলে স্নান করিলেন। ঋষির শ্বেতবর্ণ সবৎসা যে একটী কামধেনু ছিল, ঋষি হোমের জন্য তাহাকে দোহন করিয়া ছিলেন; এক্ষণে দুগ্ধ উত্তপ্ত করিবার নিমিত্ত মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিলেন। তাঁহার আকৃতিতে কোন ক্লেশেরই চিহ্ন লক্ষিত হইল না।

সাগরের ন্যায় গম্ভীর এবং অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বীর কৃষ্ণ বলরাম মুনিকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পাদমূলে নমস্কার করিলেন। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ লোকাচারপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে মিষ্ট মিষ্ট করিয়া সেই মুনিবরকে কহিলেন, ভগবন্! আমরা জানিতে পারিলাম, আপনি ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী, মুনিশ্রেষ্ঠ ভৃগুবংশীয় জমদগ্নিপুত্র রাম। হে ভার্গব! আপনি বাণবেগে সাগরকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বাণ ভূমিপ্রাপ্ত হইবামাত্র সাগর গর্ভ হইতে পাঁচ শত ধনু বিস্তৃত এবং পঞ্চশত হস্ত ঊর্দ্ধ সুর্পারক নামে নগর উত্থিত হইয়াছিল। বেলাপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া সাগরের পশ্চিম কূলে সহ্য পর্ব্বতের নিকুঞ্জে ঐ জনপদ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। কার্ত্তবীর্য্য আপনার পিতাকে সংহার করিয়াছিলেন; আপনি তাঁহার সেই অপরাধ মনে রাখিয়া তাঁহার সহস্র বাহুকানন একমাত্র পরশু দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন। আপনার পরশুর আঘাতে নষ্টপ্রাণ ক্ষত্রিয়দিগের রুধির পতন হইয়া যে কর্দ্দম হইয়াছিল, পৃথিবী সেই কর্দ্দমনিবন্ধন অদ্যাপি স্নিগ্ধ রহিয়াছেন। জানিয়াছি আপনি রেণুকার তনয়; পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়দিগের প্রতিই আপনার রোষ। পূর্ব্বে যেমন রণস্থলে, এখনও তেমনি পরশু ধারণ করিয়া আছেন। ব্রহ্মন্! আমাদিগের ইচ্ছা, আমরা যাহা নিবেদন করিব, আপনি তাহা শ্রবণ এবং তাহা শ্রবণানন্তর অবিশঙ্কিতচিত্তে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ!

আমরা দুই জন যমুনাতীরস্থিত মথুরার অধিবাসী; যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; বোধ হয় আপনি আমাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। যদুশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় বসুদেব আমাদিগের জনক। জন্মমাত্রেই আমরা ব্রজে প্রেরিত এবং কংসের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া সেই স্থানেই প্রতি পালিত হইয়াছিলাম। ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলে, আমাদিগকে মথুরায় লইয়া আইসে। আমরা তথায় রঙ্গস্থলে দর্পিত দুরাচার কংসকে সংহার করত তাহার পিতাকেই রাজা করিয়া, আপনাদিগের অভ্যস্ত ব্যবসায় গোধন প্রতিপালনেই ব্যাপৃত থাকি। শেষে জরাসন্ধ আমাদিগের নগরী অবরোধ করেন; আমরা অনেক যুদ্ধ করিয়াছি; তাঁহাকে পরাজয় করিতেও পারিতাম; কিন্তু আমাদিগের অস্ত্র বা কোন উদ্‌যোগই ছিল না; সৈন্য ও ধনাদি সমস্তই ফুরিতে হইত; যুদ্ধের রথ ছিল না; পদাতি ছিল না; ধর্ম্ম ছিল না; ধনু ছিল না; অতএব নগরী ও প্রজাগণের হিতসাধনোদ্দেশে, আমরা জরাসন্ধের উদ্‌যোগভয়ে ভীত হইয়া, দুইজনেই নগর হইতে বহির্গত হইয়া আপনার নিকটে আগমন করিলাম; কেবল মন্ত্রণা দান করিয়া আপনি আমাদিগের উপকার সাধন করুন।

রেণুকানন্দবর্দ্ধন ভৃগুনন্দন রাম কৃষ্ণের শোভন বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মযুক্ত প্রত্যুত্তর করিলেন। কহিলেন,কৃষ্ণ! আমি তোমাদিগের দুই জনকে মন্ত্রণা দিবার নিমিত্তই, শিষ্যপর্য্যন্তও সমভিব্যাহারে না লইয়া একাকীই পশ্চিম পার হইতে এই স্থানে এইমাত্র আগমন করিয়াছি। হে পদ্ম নয়ন! তোমার ব্রজে অবস্থিতি; এবং দানবগণের ও দুরাত্মা কংসের বধ আমি জ্ঞাত আছি। জরাসন্ধ তোমাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছে, তাহাও জানি। জানিয়া, এই স্থানে তোমার ও তোমার ভ্রাতার নিকট আগমন করিয়াছি। কৃষ্ণ! তুমি যে জগৎপালনকর্ত্তা অনাদি অনন্ত পরমাত্মা, আমি তাহা জ্ঞাত আছি; তুমি বালক নহ, দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত বালক হইয়াছ। ত্রিলোকে তোমার অবিদিত কিছুই নাই। তথাপি কেবল ভক্তি নিবন্ধন যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে গোবিন্দ! পূর্ব্বকালে তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণ এই করবীরপুর নির্ম্মাণ এবং এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; এক্ষণে মহাযেশস্বী শৃগাল নামক রাজা ইহার অধিপতি। তিনি অতি কোপণ স্বভাব; বীর জনের দ্বেষ করিয়া থাকেন; সেই দ্বেষ বশতঃ স্ববংশীয় দায়াদ নৃপতিদিগকে সংহার করিয়াছেন। শৃগাল সর্ব্বদা অতি অহঙ্কৃত, রিপুবশ ও নিতান্ত মৎসর; রাজ্যের ঐশ্বর্য্য গর্ব্বেই মত্ত আছেন; পুত্রের প্রতিও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকেন; অতএব, হে নরশ্রেষ্ঠ! আমার ইচ্ছা নহে যে তুমি নিয়ত দুষ্ট রাজার শাসনাধীন এই বিপৎপূর্ণ করবীরপুরে বাস কর। তোমরা যে স্থানে থাকিলে, বলদর্পিত জরাসন্ধের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিবে, বলিতেছি শ্রবণ কর। চল, আমরা একত্রিত হইয়া, স্থানান্তরে রাত্রি বাস করিবার নিমিত্ত, অদ্যই এই পুণ্যতোয়া বেন্বানদী পার হইয়া, সহ্যের উপগিরি মনোরম দুর্গম যজ্ঞগিরিতে গমন করি। যজ্ঞগিরি মাংসভোজী জীবজন্তু ও ক্রূরকর্ম্মা চৌরগণের বাস স্থান; বিবিধ বৃক্ষ ও লতায় আচ্ছন্ন; নানা স্থানে নানাপ্রকার পুষ্পিত বৃক্ষরাজিতে বিভূষিত। তোমার মঙ্গল হউক, আমরা তথায় একরাত্রি বাস করিয়া, নিকষ প্রস্তর ভূষিতা গঙ্গাপ্রপাতের ন্যায় ঐ মহাগিরির পাদদেশে বিশীর্ণা খট্টাঙ্গীনাম্নী নদী পার হইব। তাপসগণের অরণ্যরাজি দ্বারা শোভিত ঐ নদীর জলপ্রপাত দর্শন করিব

পর্ব্বত সকল সম্মান প্রার্থনা করে না, কিন্তু মান্য করা আমাদিগের উচিত; আমরা ঐ মাননীয় পর্ব্বত সকলে গমন করিয়া তথায় বানপ্রস্থ তপোধন ব্রাহ্মণদিগকে দর্শন করিব, এবং ঐ নদী পার এবং ঐ তপোধনদিগকে দর্শন করিয়া উৎকৃষ্ট নগর ক্রৌঞ্চপুরে গমন করিব। কৃষ্ণ! তথাকার রাজার নাম মহাকপি; তিনি তোমার বংশীয়; নিরন্তর ধর্ম্মনিরত; বনবাসীজনের উপর রাজত্ব করিয়া থাকেন। রাজার সহিত আমরা সাক্ষাৎ করিব না; দিন গত হইলেই রাত্রি যাপন করিবার নিমিত্ত সনাতন আনডুহ তীর্থে গমন করিব। তথা হইতে নির্গত হইয়া, সহ্য পর্ব্বতের উপত্যকা প্রদেশে গোমন্ত নামে বিখ্যাত পর্ব্বতে গমন করিব। গোমন্তের অনেক শৃঙ্গ; তন্মধ্যে একটী মহাশৃঙ্গ আকাশ পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে; পক্ষিগণও তথায় আরোহণ করিতে পারে না; দেবগণ তথায় বিশ্রাম করিয়া থাকেন, তাহাতে বোধ হয়, শৃঙ্গ যেন জ্যোতির্গণে ভূষিত রহিয়াছে। উহা স্বর্গের সোপানস্বরূপ; গগণের অট্টালিকার ন্যায় উত্থিত হইয়াছে। বিমান সকল দ্বিতীয় সুমেরুসদৃশ ঐ শৃঙ্গে অবতীর্ণ হয়। দেবসঙ্কাশ তোমরা দুই জনে উদয় ও অস্তময় সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্র, এবং পরপার ও দ্বীপশ্রেণিসমন্বিত তরঙ্গাকুল সাগর অবলোকন করত সুখে ঐ শৃঙ্গের অগ্রভাগে বিচরণ করিবে। গোমন্ত পর্ব্বতের শৃঙ্গে বনমধ্যে বাস করিলে তোমরা দুর্গ যুদ্ধকৌশলে আক্রমণ নিবারণ করিয়া জরাসন্ধকে পরাজয় করিতে পারিবে। যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ তোমাদিগকে পর্ব্বতে আশ্রয় লইতে দেখিয়া জরাসন্ধ শৈলযুদ্ধে সমর্থ হইবে না। তথায় দারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আমি দেখিতেছি, অবিলম্বেই তুমি অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ! তথায় যদুবংশীয়দিগের সহিত অন্যান্য রাজগণের মহাসংগ্রাম হইয়া মাংস ও শোণিতের কর্দ্দম হইবে, দেবতারা ইহা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ সংগ্রামে চক্র, হল, কৌমোদকী গদা, সৌনন্দ মুষল ও অন্যান্য বৈষ্ণবাস্ত্র উপস্থিত হইবে, এবং মূর্ত্তিমান্ কাল স্বরূপে প্রাপ্তকাল রাজাদিগের শোণিত পান করিবে। দেবগণ এই যে সময়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহার নাম চক্রমুষল সংগ্রাম; এবং কালের আজ্ঞা। হে দেব জনন! সমুদায় শত্রু এবং দেবগণ এই সময়ে তোমার স্পষ্ট প্রকাশমান বৈষ্ণব দেহ দর্শন করিবেন। কৃষ্ণ! তুমি দেবগণের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশে নিজরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই গদা এবং চির বিস্মৃত চক্র প্রাপ্ত হইতে লোকের ভাবনার ধন বলরাম ও শত্রুদিগের সংহারের নিমিত্ত ভীষণ হল ও মুষল প্রাপ্ত হইবেন। কৃষ্ণ! দেবতারা কহিয়াছেন, পৃথিবীর উপরোধে পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত রাজাদিগের সহিত তোমার এই প্রথম সংগ্রাম। এই যুদ্ধেই অস্ত্রপ্রাপ্তি; বৈষ্ণব রূপ পরিগ্রহে লক্ষ্মী প্রাপ্ত; এবং শত্রু সৈন্যের সংক্ষয় হইবে। ইহার পর হইতেই পৃথিবীতে শস্ত্রবহুল ঘোর সংগ্রাম চলিতে থাকিবে; চরমে ভারত নামে যুদ্ধ হইবে। অতএব কৃষ্ণ! অতি মনোরম গিরিবর গোমন্তে গমন কর; এবং তথায় থাকিয়া যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজয় কর। বিবিধ নিমিত্ত দেখিয়া বোধ হইতেছে জরাসন্ধ আগত প্রায়। আমার এই হোমধেনুর দুগ্ধ অমৃত তুল্য; তোমার মঙ্গল হউক, তুমি এই দুগ্ধ পান করিয়া, আমি যে পথ বলিয়া দিলাম, সেই পথে গমন কর।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়। ৯৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বলদর্প সমন্বিত যদুশ্রেষ্ঠ বাগ্মিপ্রধান্ কৃষ্ণ বলরাম সেই উৎকৃষ্ট দুগ্ধপান করিয়া গোমন্ত পর্ব্বত

দর্শন করিবার উদ্দেশে মদমত্ত গজেন্দ্রগমনে জামদগ্ন্যনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করিলেন। জামদগ্ন্য রামও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইলেন। দেবগণ দ্বারা স্বর্গের যেরূপ শোভা হয়, অগ্নিত্রয়সদৃশ তাঁহাদিগের তিনজনের দ্বারা পথের সেইরূপ শোভা হইল। পথে যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়; সেইরূপ করিয়া তাঁহারা সকল মানুষে যে কয়েক দিনে যাইতে পারে সেই কয়েক দিনে দেবগণের ন্যায় মন্দর পর্ব্বত তুল্য গোমন্ত পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। গোমন্ত বিবিধ লতা ও পাদপে অতি সুন্দর রূপে বিভূষিত। উহার গাত্রে বিবিধকৃষ্ণ দ্রব্য ও অগুরু সংলগ্ন মনোরম ময়ূর সকল নানা স্থানে নানা শোভা বিস্তার করিতেছে। দ্বিরেফ কুলসঙ্কুল ভাব উড়িয়া বেড়াইতেছে। শিলাখণ্ডে নিবিড় ভাবে বেষ্টিত হওয়াতে বৃক্ষ সকল দুরাক্রম্য হইয়া রহিয়াছে। মেঘ সদৃশ রবকারী মত্ত ময়ূর কুলের শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শিখর দেশ আকাশে স্পর্শ করিয়াছে; বৃক্ষ সকল মেঘে সংলগ্ন হইয়াছে। স্থানে স্থানে উপলখণ্ডে মত্ত হস্তীর দন্তাঘাত চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে পক্ষিকুলের কলরবে প্রতিধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। গুহাবহির্গত জলপ্রপাতের শব্দ হইতেছে। শাদ্বলদল পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া আছে। স্থানে স্থানে নীলবর্ণের প্রস্তরী সকল রাশিকৃত থাকাতে, অচল যেন আকাশের ন্যায় বহুবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। ধাতু নিঃস্রবে নগরাজের সর্ব্বাঙ্গ মূক্ষিত। সানুদেশ হইতে গৈরিকরাগ ক্ষরিত হইয়া পর্ব্বতের ভূষা সম্পাদন করিতেছে। যেমন কামচারী মৈনাক পর্ব্বতের, তেমনি সুন্দর দর্শন দেবগণ এই পর্ব্বতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন। অচলের শিরোভাগ সুবিস্তৃত এবং অতি উন্নত মূলদেশ পর্য্যন্ত বারি ঝরিতেছে। কানন, নদী ও প্রস্থ সমস্তই সুবিশাল। শৈত্যবর্ণকন্দ্র রাশি মহাধরের ভূষণ সম্পাদন করিতেছে। নল, আম্র, আম্রাতক, বেত্র, স্যন্দন, নন্দন, তমাল এলা, মরিচ ও ক্ষুপ বৃক্ষের বিপুল বন হইয়া আছে। পিপ্পলী ইঙ্গুদী ও সর্জ্জ বৃক্ষ সকল সর্ব্বত্র শোভাসম্পাদন করিতেছে। অত্যুচ্চ শালবন দুর্গের কার্য্য করিতেছে। সর্জ্জবন, নিম্ব বন, অর্জ্জুনবন, পাটলবন প্রভৃতি অন্যান্য কত প্রকার বন জন্মিয়াছে। হিন্তাল, তমাল ও পুন্নাগ বৃক্ষ রাজিতে পর্ব্বত শোভিত হইয়া আছে। স্থল স্থলজ এবং জল জলজ উদ্ভিদে আচ্ছন্ন হইয়াছে। পঙ্কজ ও বৃক্ষসমূহ সর্ব্বত্রে বিশেষ শোভা সম্পাদন করিতেছে। জম্বু ও কেতকী বৃক্ষ অসংখ্য। স্বর্ণবর্ণ কদলী পুষ্প ভূষণের কার্য্য করিতেছে। চারি দিকে চম্পক, অশোক, বিল্ব, তিন্দুক, ও নাগপুষ্পে শোভিত হইয়াছে। জন্তু যূথে যূথে বিচরণ করিতেছে, অন্যান্য পশুও অসংখ্য। সিদ্ধ, চারণ এবং রক্ষোগণ ভিন্ন ভিন্ন শিলাপট্টে অবস্থিতি করিতেছে। বিদ্যাধরগণ নিত্য দলে দলে শিলাতলে বিহার করিতেছে। সিংহ শার্দ্দূল রবে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোথাও বারিধারা বর্ষণ হইতেছে; কোথাও চন্দ্রকিরণে মনোহর শোভা হইয়াছে। দেবগন্ধর্ব্বগণ অচলের যশঃ কীর্ত্তন, এবং অপ্সরোগণ শোভা সম্পাদন করিতেছে। দিব্য বনস্পতি সকলের ক্ষুদ্র ও বৃহত্তম প্রসূনপুঞ্জ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে। ধরণীধর কখন দেবরাজের অশনির নামও শ্রবণ করে নাই দাবাগ্নিভয় এক বারেই নাই। এই জন্য দেবগণ তথায় সুখে বাস করিয়া থাকেন। জল প্রপাত হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া কত শত নদী পর্ব্বতকে শোভিত করিতেছে। জলশৈবাল ও শৃঙ্গ দ্বারা শোভা যেন উন্মিলিত হইতেছে। কানন রূপ আনন ও মৃগস্থলীরূপিণী ভার্য্যাগণ দ্বারা অচলের শোভা সাতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৃষ্ঠদেশ ধূম্র বর্ণ হওয়াতে, বোধ হইতেছে যেন নগরাজ মেঘ-

ভূষণে ভূষিত হইয়াছে। প্রমদাগণ যেমন পতিকে চারিদিকে পুষ্পিত নিবিড় বনরাজি সকল তেমনি গোমন্তকে বেষ্টন করিয়া শোভিত করিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন অবকাশস্থলে সুন্দরী কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম দরী সকল বিদ্যমান থাকাতেও অচল যেন ভার্য্যাসহিত লক্ষিত হইতেছে। শিখরদেশ ওষধিসমূহে দীপিত হইয়া আছে; বাণপ্রস্থগণ তথায় বাস করিতেছেন। সুবর্ণ বর্ণ বনস্থলী থাকাতে বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বত কৃত্রিম উপবনে ভূষিত হইয়া আছে। নগরাজ অতি বিস্তৃত। মূলদেশ ও অত্যুন্নত শিখর দ্বারা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ, যেন উভয়ই ব্যাপৃত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এই মনোহর লোভনীয় পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গোমন্ত পর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া, কৃষ্ণ ও রামের তথায় বাস করিতে অভিরুচি হইল। তখন গরুড়তুল্যপরাক্রম শালী তিনজন পরস্পর প্রীত হইয়া, পক্ষী সকল যেমন আকাশে, তেমনি বেগে গিরিবরে আরোহণ করিলেন, এবং শৃঙ্গাগ্রভাগে উপস্থিত হইয়া দেবতার ন্যায়, হঠাৎ মনোবলেই বিনির্ম্মিতের ন্যায় চমৎকার আশ্রয় নির্ম্মাণ করিলেন। যদুনন্দনযুগলের বসতি নির্দ্ধারিত হইল দেখিয়া মহামুনি জামদগ্ন্য রাম অভিমত প্রাঞ্জল বাক্যে কৃষ্ণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে উপক্রম করিয়া কহিলেন, বৎস কৃষ্ণ! আমি শূর্পারক নগরে গমন করিব। দানবদিগের সহিত সংগ্রামেও তোমরা বিমুখ হইবার নহ। বিভো! পথে অনুগামী হইয়া আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, আমি সেই আনন্দকেই আমার এই অক্ষয় শরীরের প্রতি তোমার অনুগ্রহ বোধ করিলাম। যে স্থানে তোমাদিগের দুইজনের অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে বলিয়া দেবগণ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এই সেই স্থান। পরলোকের হিতসাধক সময়ও উপস্থিত। হে দেবগণের শ্রেষ্ঠ! হে দেবগণের স্তবনীয় বৈকুণ্ঠ বিষ্ণো! হে কৃষ্ণ! আমি যে তত্ত্বকথা কহিতেছি শ্রবণ কর। হে গোবিন্দ! তুমি মানুষের হিতসাধনের জন্য মানুষদেহ ধারণ করিয়া এই যে লৌকিক কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ, কালক্রমে তাহার এই প্রধান প্রয়োগ স্বরূপে নিরূপিত হইয়াছে। জরাসন্ধের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, সেই যুদ্ধে তুমি আপনাতেই আপনাকে যোজনা করিয়া, অস্ত্রবল ও রণ দুর্দ্ধর্ষ রূপ ধারণ করিবে। যুদ্ধে তোমার হস্তে উদ্যত চক্র ও গদা এবং তোমার অষ্টভুজ দর্শন করিয়া ইন্দ্রেরও আশঙ্কা জন্মিবে স্বর্গে তোমার যে যাত্রার কথা আন্দোলিত হইয়াছে, অদ্য হইতে সেই যাত্রার আরম্ভ হইল। হে সাধুশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ। তুমি দেবগণের কার্য্যসাধন এবং পৃথিবীতে কীর্ত্তি বিস্তার করিবার জন্য শীঘ্র গরুড়কে আহ্বান করিয়া বাহন কার্য্যে নিয়োগ ও চিহ্ন স্বরূপে স্থাপন কর। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের বশবর্ত্তী যুদ্ধবৃত্তি নৃপতি সকল, স্বর্গাভিমুখীন হইয়া যুদ্ধ কামনা করিতেছেন। পৃথিবী দেখিয়াছেন, রাজগণের বিনাশ হইয়াছে, অতএব তাঁহার বৈধব্যদশা উপস্থিত হইয়াছে; এই জন্য তিনি মলিনবেশা ও মলিনভূষণা হইয়া একমাত্র তোমারই মুখ প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। ক্ষত্রিয় তুমি মানুষদেহ ধারণ করিয়াছ, এবং যুদ্ধও উপস্থিত; অতএব ক্ষত্রজাতি ক্রুর গ্রহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে; সুতরাং ক্ষত্রিয়গণ ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া আর আয়ুষ পূর্ণ কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন না; মরণের জন্য উৎসুক হইয়া আছেন। কৃষ্ণ! তুমি দানবগণের বধ, নরেন্দ্রগণের স্বর্গ প্রাপ্তি ও দেবগণের সুখ সাধনের নিমিত্ত শীঘ্র শীঘ্র যুদ্ধ আরম্ভ কর। কৃষ্ণ! তুমি বিশ্বাত্মা; তুমি নিজে যখন আমার সম্মাননা করিয়াছ, তখন আমি দেবাদি সমস্ত লোকেরই সম্মাননা প্রাপ্ত হইয়াছি। মহাবাহো! আমি এক্ষণে তোমার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত গমন করিব। যখন

যখন বৃদ্ধ হইবে, আমাকে তখন তখনই স্মরণ করিবে।

জামদগ্ন্য অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে এইরূপ কথা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, নিজ অভীষ্ট দেশে যাত্রা করিলেন।

——

সপ্তনবতিতম অধ্যায়। ৯৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জমদগ্নি তনয় রাম প্রস্থান করিলে পর, কামরূপী যতকুন্তল ধুরন্ধর কৃষ্ণ বলরাম মনোরম গোমন্ত শিখরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একের দেহ কৃষ্ণ বর্ণ অপরের দেহ শ্বেত বর্ণ; একের পরিধান পীত, অপরের পরিধান নীল বসন। উভয়েরই বক্ষঃস্থল বনমালায় আকুল। দেখিতে দুইজনে যেন গগণচারী দুই খানি মেঘ। দুই জনেই প্রাপ্ত যৌবন। দুই জন শিখর দেশে বাস করত অঙ্গে গৈরিক মুক্ষণ করিয়া বিহার লালস হইয়া তত্রত্য মনোরম বনস্থলী সকলে ভ্রমণ করিতে থাকিলেন। জ্যোতিঃ শ্রেষ্ঠ শশধরের উদয় এবং তেজঃ পুঞ্জ গ্রহগণের প্রধান মার্ত্তণ্ডের উদয় ও অস্ত দর্শন করিতে লাগিলেন।

একদা বীর্য্যশালী শ্রীমান্ পর্ব্বত প্রমাণ বলরাম কৃষ্ণ বিনা একাকী ঐ পর্ব্বতের শিখর দেশে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এক প্রস্ফুটিত কদম্ব বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিলেন। মদগন্ধা সুখসেব্য বায়ু তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল। উক্তরূপ অনিল সেবন করিতে করিতে মদগন্ধ ঘ্রাণ স্পর্শ করিয়া অনুভূত হইল। তৎক্ষণমাত্রে মদজন্য তৃষ্ণা তাঁহাকে আক্রমণ করিল; পান রাত্রি প্রভাতে মদ্যপায়ীর ন্যায়, তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। বিভুর পূর্ব্বকালীন অমৃতপান মনে পড়িল। তৃষিত ও মদিরাম্বেষী হইয়া ঐ বৃক্ষের ঊর্দ্ধভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বর্ষাকালে কুসুমপুষ্প ঐ তরুর উপর যে মেঘমুক্ত বারি নিপতিত হইয়াছিল, উহাই কোটরে সঞ্চিত হইয়া মনোহারিনী মদিরা হইয়াছিল। পীড়িত ব্যক্তি যেরূপ তৃষ্ণায় অতি ভূতাত্মা হইয়া জল পান করে, বলরাম সেই রূপে ঐ মদিরা বার বার পান করিলেন। মত্ততানিবন্ধন প্রভুর দেহ টলিতে লাগিল। নয়নদ্বয় ঈষৎ চঞ্চল হইল; শরৎ কালীন শশধরপ্রতিম মুখমণ্ডলও কিঞ্চিৎ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। দেবতাদিগের অমৃত সম্ভবা রূপিণী বারুণী কদম্ব কোটরে জন্মগ্রহণ করিলেন, বলিয়া, তাঁহার নাম কাদম্বরী হইল। কৃষ্ণের অগ্রজ কাদম্বরী পান জন্য মধুরাস্ফুটভাষী হইয়াছেন জানিয়া, মদিরা চন্দ্রপ্রিয়া কান্তি, এবং পদ্মলক্ষণা স্বয়ং দেবী লক্ষ্মী, এই তিন প্রিয়বাদিনী দেবকামিনী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবী বারুণী অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে মদচলিত রোহিণী নন্দনের নিকটবর্ত্তী হইয়া নিজ হিত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন; কহিলেন, হে স্বর্গেশ্বর বলদেব!, আপনি দৈত্যসেনা সংহার করুন। আমি আপনার প্রেয়সী ভার্য্যা বারুণী আসিলাম। আপনি পাতাল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন জানিয়াই, আমি ক্ষীণপুণ্যার ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি। প্রস্ফুটিত পুষ্পাকীর্ণে এবং পুষ্পস্তবকভূষিত বামলতায় বাস করিয়াছি। আপনার অনুসন্ধান করিতে করিতে সম্প্রতি বর্ষাসময়ে নিজরূপ গোপন করিয়া কদম্বকোটরে লীন ছিলাম; যেমন অম্বুঃ মন্থনকালে তেমনি এক্ষণে সর্ব্বাঙ্গসম্পত্তি সংযুক্ত হইয়া, পিতা বরুণ কর্ত্তৃক আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি। সমুদ্রগর্ভস্থিত পাতালে আমি আপনার সহিত যে রূপ বিহার করিতাম, এক্ষণেও সেইরূপ করিতে ইচ্ছা করি; আপনার আমার অভিমত স্বামী। হে মঙ্গলময়! হে অনন্ত! আপনি

আমাকে তিরস্কার করিলেও, আমি আপনাকে ত্যাগ করিব না। আপনি বিহনে দেবাদি লোকদিগকে সেবা করিতে আমার উৎসাহ হয় না।

মদিরার পর, দেবী কান্তি সঙ্কর্ষণের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। তৎকালে মত্ততা জন্য দেবীর শ্রোণিতট হইতে বসন বিগলিত, ও নয়ন যুগল ঈষৎ ঘূর্ণিত হইতেছিল। সতী প্রণাম পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, মিলন ইচ্ছা করত জয়রাম সম্বোধন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, আমি সহস্রশিরা প্রভু আপনাকে চন্দ্র অপেক্ষাও গুরুতর জানি; মদিরা আপনার গুণে যেরূপ অনুরক্ত হইয়াছেন, আমিও সেইরূপ হইয়াছি। বিষ্ণুর বক্ষবাসের সমুচিতা পদ্মালয়া দেবী লক্ষ্মীও শুভ্র মালার ন্যায়, বলদেবের বক্ষঃসংলগ্ন হইয়া প্রভা পাইতে লাগিলেন। পদ্মহস্তা দেবী বস্ত্র ভূষণাদিতে ভূষিত হইয়া বলরামের বক্ষঃস্থলবিলম্বিনী মালার আশ্রয় লইয়া পদ্মবদন বলরামকে কহিলেন, রাম! আপনি বারুণী, কান্তি ও আমার দ্বারা ভূষিত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় মনোরম হইলেন। আপনার সহস্র মস্তকের মধ্যস্থলে সূর্য্যের ন্যায় যাহা শোভা পাইত, সেই এই মুকুট আমি সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়াছিলাম। বজ্রমণিভূষিত, সুবর্ণময় এই এক কুণ্ডল; কর্ণভূষণ এই দিব্য আদিপদ্ম। মনোরথানুরূপ এই সকল নীল পট্টবস্ত্র ও স্থলমধ্যমণিসংযুক্ত সমুদ্রগর্ভ নিহিত এই হার, এই সকল আপনার পুরাণ অলঙ্কার; আপনা দ্বারা অলঙ্কারও অলঙ্কৃত হয়, সত্য; কিন্তু অলঙ্কার পরিধানের আপনার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ঐ অলঙ্কার ও তিন দেবকন্যা গ্রহণ করিয়া, বলদেব শারদীয় প্রভাকরের ন্যায় শোভিত হইলেন। তিনি সজল জলদ কান্তি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া, রাহুগ্রাসমুক্ত শশীর ন্যায়, আনন্দ লাভ করিলেন। যেমন গৃহেতে থাকিয়া, তেমনি তাঁহাদিগের দুই জনের কথোপকথন আরম্ভ হইল। এই সময় কৃতসংগ্রাম, দৈত্যাস্ত্রপ্রহার চিহ্নে চিহ্নিত, দেবতাদিগের জয়ঘোষণাকারী, দিব্যমাল্য চন্দনে ভূষিত, তেজস্বী বিনতানন্দন গরুড় অতিবেগে আকাশপথে গমন করিতেছিলেন। বরুণালয় ক্ষীরোদ সাগর গর্ভে দিব্য শয্যায় সুপ্ত নারায়ণের কিরীট বৈরোচন দৈত্য হরণ করিয়াছিল। পতগরাজ বিষ্ণুর জন্য সেই কিরীট উদ্ধারার্থ সমুদ্র মধ্যে দৈত্যগণের সহিত বলপ্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে ছিলেন। এক্ষণে বিষ্ণুর কিরীট উদ্ধার করতঃ স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়া বেগে দেবনিবাস গগণ পথে গমন করিতে ছিলেন। গমন করিতে করিতে দেখিলেন, তাঁহার গুরু বিষ্ণু কার্য্যান্তরে প্রবৃত্ত হইয়া শৈল পৃষ্ঠে অবস্থিত করিতেছেন। গরুড় ভগবানের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন। মানুষরূপী বিষ্ণুকে প্রকাশ চেষ্টা শূন্য ও মানুষের ন্যায় কিরীট হীন ভাবে শৈলরাজ শিখরে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে আকাশ হইতে বিষ্ণুর মস্তকে কিরীট নিক্ষেপ করিলেন। কিরীট পতিত হইয়াই কৃষ্ণের মস্তকে সংলগ্ন হইল; এবং মধ্যাহ্নকালে মেরুশিখরে সংলগ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, তৎক্ষণ মাত্রেই কৃষ্ণের শোভা সম্পাদন করিল। গরুড় কিরীট নিক্ষেপ করিলেন জানিতে পারিয়া কৃষ্ণ হৃষ্টবদনে বলরামকে কহিলেন, আর্য্য! শৈলশিখরে আমাদিগের সংগ্রামোচিত ভূষণ যোজনা হইল; ইহাতে বোধ হইতেছে, দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধির নিশ্চয়ই আর অধিক বিলম্ব নাই। আমি যখন মহাসাগরে সুপ্ত হইয়া ছিলাম, তৎকালে বৈরোচন শ্রীহরূপ ধারণ করিয়া আমার মুকুট হরণ করিয়াছিল; গরুড় ইন্দ্রের সদৃশ দিব্য রূপ ধারণ করিয়া সেই কিরীট উদ্ধার করিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাজা

রাসন্ধ নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। বায়ুবেগে রথ সকলের ধ্বজাগ্রভাগ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ঐ দেখুন, জয়াকাঙ্ক্ষী রাজাদিগের বস্ত্রমণ্ডিত চন্দ্রপ্রভ শুভ্র ছত্র সকল দেখা যাইতেছে। আহা! রাজাদিগের রথ সকল কি উন্নত! ছত্রশ্রেণী কি শুভ্র। আহা, আকাশে হংস রাজির ন্যায়, আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। অহো! বিমলপ্রভ শস্ত্র সকলের আভা সূর্য্যকিরণে মিশ্রিত হইয়া আকাশের দশ দিক্ যেন উদ্ভাসিত করিয়াছে! এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র রাজগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধস্থলে আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই নাশ পাইবে। রাজা জরাসন্ধ যথা সময়েই উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি আমাদিগের দুই জনের যুদ্ধ পরীক্ষায় নিকষ স্বরূপ এবং আমাদিগের প্রথম যুদ্ধ প্রার্থী। আর্য্য! আসুন, আমরা একত্রেই অবস্থিতি করি। জরাসন্ধ নিকটবর্ত্তী না হইলে যুদ্ধ আরম্ভ করা হইবে না। এক্ষণে ইহার বল পরীক্ষা করা যাউক।

কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া, স্থিরচিত্ত এবং সমরলালস হইয়া জরাসন্ধকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্য পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অক্ষর যদুশ্রেষ্ঠ, এই সকল রাজাদিগকে দর্শন করিতে করিতে পূর্ব্বে স্বর্গে যাহার মন্ত্রণা হইয়াছিল, মনে মনে তাহাই কহিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়স্বভাব যেসকল রাজা, শাস্ত্রোক্ত গর্হিত কর্ম্ম করিয়া, ক্ষয় প্রাপ্ত হইবেন, তাহারাই এই। বোধ হইতেছে, যেন মৃত্যু এই সকল শ্রেষ্ঠ রাজার গাত্রে জল প্রোক্ষণ করিয়াছে। দেখিতেছি ইহাঁদিগের শরীর যেন স্বর্গে যাইতেছে। পৃথিবী যে এই সমস্ত রাজাদিগের অসংখ্য সেনার ভারে নিপীড়িত; সুতরাং শ্রান্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য নাই। সেনা ও রাজন্যে পৃথিবী এরূপ ব্যাপ্ত হইয়াছেন যে, আর তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই। নিশ্চয়ই অল্পকালের মধ্যে পৃথিবী আবার প্রকাশিত এবং স্বর্গ নরপতিগণে সমাকীর্ণ হইবে।

—:০—

অষ্টনবতিতম অধ্যায়। ৯৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সর্ব্বরাজার রাজা জরাসন্ধ অন্যান্য নরপতিগণও তাঁহাদিগের সৈন্য সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। অশ্ব বিদ্যাবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত উন্নত ও দীর্ঘাকার অশ্বগণ সংযুক্ত সাংগ্রামিক রথ, সুবর্ণ শৃঙ্খল ও ঘণ্টা সংযুক্ত মহামাত্রাধিষ্ঠিত মেঘসঙ্কাশ সুশিক্ষিত হস্তী, বিখ্যাত সাদিসমারূঢ় বায়ু ও বাণ তুল্য বেগগামী হ্রেষমাণ তুরঙ্গমরাজি এবং উল্লম্ফনকারী সর্প সদৃশ, দর্পিত, অসিচর্ম্মধারী সহস্র সহস্র পদাতি, এই চতুরঙ্গবল জঙ্গম জলদের ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইল। রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, মত্ত মাতঙ্গগণের বৃংহিত, তুরঙ্গমগণের হ্রেষারব এবং পদাতিকদিগের সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত ও গুহাশায়ী জীব জন্তু সেই শব্দ শ্রবণে প্রতিশব্দ করিয়া উঠিল। সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া রাজা জরাসন্ধ সাগরের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। নরপতিগণের রণমত্ত যোদ্ধৃবর্গ হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ ও বাহ্বাস্ফোটন করিতে আরম্ভ করিলে, ঐ সেনা মেঘসেনার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। পবনসদৃশ বেগবান্ রথ, জলদসঙ্কাশ মাতঙ্গ, শ্বেতকান্তি মেঘপ্রতিম তুরঙ্গম ও বর্ম্মিত পদাতিক সৈন্য পরস্পর মিশ্রিত হওয়াতে, সেনা, গ্রীষ্মাবসানে, সাগর সংবৃত জলদরাজির ন্যায়, প্রতীয়মান হইল। জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ, গিরিবেষ্টন করিয়া সসৈন্যে শিবির সংস্থাপনে উদ্যুক্ত হইলেন। চতুর্দ্দিকে শিবির সংস্থাপিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, জলরাশি পূর্ণচন্দ্র সংযোগে সার পূর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী নৃপতিবর্গ মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমাধান করিয়া, পর্ব্বত আরোহণ করিবার নিমিত্ত একত্র মিলিত হইলেন। পর্ব্বতের পাদদেশে মিলিত ও সকলে সমরকুতূহলী হইয়া মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রলয় কালে সাগরবিক্ষোভ ঘটিলে যেরূপ তুমুল শব্দ উৎথিত হয়, ঐ সময় সেই রাজগণের সেই রূপ ঘোর কোলাহল শব্দ উঠিল। তখন নৃপতিবর্গের অনুমতি ক্রমে তাঁহাদিগের স্ব স্ব কঞ্চুকী সকল "গোল করিও না; গোল করিও না,, বলিয়া বেত্রহস্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই সেই সেনা নিঃশব্দ হইয়া সুপ্তগ্রাহ ও সুপ্তমীন মহাসাগরের ন্যায় স্থির ভাব অবলম্বন করিল। সেনা যেন যোগাবলম্বী হইয়াই এইরূপে নিরুদ্ধ হইলে জরাসন্ধ বৃহস্পতির ন্যায় বৃহৎ কথা আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, ভিন্ন ভিন্ন রাজগণের ভিন্ন ভিন্ন সেনা অবিলম্বেই অগ্রবর্ত্তী হউক। এই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করা হউক। অশ্মযন্ত্র এবং ক্ষেপণীয় ও মুদ্গর সকল যথাস্থানে সংগৃহীত হউক। ঊর্দ্ধ ক্ষেপণ করিবার জন্য দৃঢ় অথচ লঘু প্রাস ও তোমর সকল ঊর্দ্ধদেশে বহন করা হউক। শিল্পিগণ অস্ত্রপাত নিবারণের স্থান নির্ম্মাণ করুক। বীরগণ রণমত্ত হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বাহন সকল যাহাতে পতিত না হয়, শীঘ্রই তাহার উপায় করা হউক। টঙ্ক ও খনিত্র দ্বারা গিরি বিদারণ করা হউক। যুদ্ধপ্রকারবিৎ রাজগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করুন। আজি হইতে যত দিন বসুদেবের দুই পুত্রকে সংহার করিতে না পারি, তত দিন সেনা সকল এই গিরি অবরোধ করিয়া থাকুক। শিলাযোনি এই অচলকে এ রূপ করা হউক, যাহাতে পক্ষী পর্য্যন্ত ইহাতে বিচরণ করিতে না পারে। বাণপুঞ্জে আকাশকেও অবরোধ কর। আমি যে যে স্থান নির্দ্দেশ করিতেছি, ভিন্ন ভিন্ন রাজগণ সেই স্থানে শীঘ্র আরোহণ করিয়া অবস্থিতি করুন। মদ্র, কলিঙ্গাধিপতি, চেকিতান, বাহ্লিক, কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ, করূষাধিপতি, দ্রুম, কিম্পুরুষ ও পার্ব্বতীয় মালবরাজগণ, ইহাঁরা পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বে শীঘ্র আরোহণ করুন। পুরুবংশীয় বেণুদারি, বৈদর্ভরাজ সোমক, রুক্মী, ভোজরাজ, মালব সূর্য্যাক্ষ, পঞ্চনদাধিপতি রাজা দ্রুপদ, অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, বীর্য্যবান দন্তবক্র, ছাগলি, পুরুমিত্র, মহীপতি বিরাট, মালব, কৌশাম্ব শতধন্বা, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্ত, ও পাঞ্চনদ বাণ, এই সকল অবরোধক্ষম বজ্রতুল্য অন্তঃসারসম্পন্ন রাজা পর্ব্বতের উত্তর দেশ বিমর্দ্দন করিয়া আরোহণ করুন। উলুক, কৈতবের অংশুমানের পুত্র বীর, একলব্য, দৃঢ়াক্ষ, ক্ষত্রধর্ম্মা, জয়দ্রথ, উত্তমৌজা, শাল্ব, কেরলরাজ কৌশিক, বিদিশাধিপতি ও বীর্য্যবান বামদেব ইহাঁরা সুকেতু, পর্ব্বতের পূর্ব্ব পার্শ্ব আক্রমণ করুন; এবং বায়ু যেমন মেঘরাজি, তেমনি পূর্ব্বপার্শ্ব বিদারিত করিয়া বেগে আরোহণ করুন। আমি, দরদ, এবং চেদিরাজ, আমরা তিন জনে একত্রিত হইয়া শৈলের দক্ষিণ পার্শ্ব বিদারণ করিব। এই প্রকারে বেষ্টিত হইলে, বজ্রপাতে যেরূপ হইয়া থাকে। পর্ব্বত শীঘ্র সেই রূপেই বিপাটিত হইবে। যাহারা গদী, তাহারা গদা দ্বারা, যাহারা পরিঘযোধী, তাহারা পরিঘ দ্বারা, এবং অন্যান্য অস্ত্রধারিগণ অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা পর্ব্বতরাজকে বিদারণ করুক। সকল রাজায় মিলিয়া অদ্যই এই বিষম ও উচ্চশিলাসংঘটিত পর্ব্বতকে ভূমিসাৎ করিতে হইবে।

জরাসন্ধের বাক্য এবং রাজাদিগের প্রতি তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া, রাজগণ, চতুঃসমুদ্র যেমন পৃথিবী, তেমনি গোমন্ত বেষ্টন করিলেন। পরে, দেবতাদিগের ইন্দ্রের ন্যায়,

চেদিগণের রাজা দামঘোষ কহিলেন, এই পর্ব্বতরাজ গোমন্তদুর্গে আমাদিগের যুদ্ধে কোন প্রয়োজন নাই। পর্ব্বত অতি দুরারোহ ও শিখরসকল অতি উচ্চ; বৃক্ষরাজি এত উচ্চ যে বন মধ্যে প্রবেশ করা ভার; অতএব চতুর্দ্দিক বহুকাষ্ঠ ও তৃণ সংগ্রহ করিয়া অদ্যই তাহাতে অগ্নি প্রদান করা যাউক্; আর কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই। ক্ষত্রিয় সকল সুকুমারপ্রকৃতি, রণস্থলে বাণ দ্বারাই যুদ্ধ করিতে পারেন। পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হইলে ইঁহাদিগকে পাদচারে যুদ্ধ করিতে হইবে; এরূপ যুদ্ধে ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করা উচিত হয় না। অবরোধ বা আক্রমণ করিয়া দেবতারাও এই পর্ব্বত বিমর্দ্দন করিতে পারেন না। দুর্গযুদ্ধে আক্রমণ করাই প্রশস্ত। অবরোধ যুদ্ধে অন্ন, জল ও ইন্ধন কাষ্ঠাদি ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া আইসে, সুতরাং অসদ্বেশের অভাব বশতঃ গিরিস্থ অধিত্যকাস্থিত রাজাদিগকে পতিত হইতে হয়; আমরাও সংখ্যায় অনেক; অতএব অবরোধ করা সঙ্গত ও নীতি নহে। রাম ও কৃষ্ণ, দুইজন মাত্র যুদ্ধ করিবে, ইহা বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে। ইহাদের যে বল কত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শুনিতে পাই ইহারা দেবতুল্য; কর্ম্ম দ্বারাও জানা গিয়াছে দুই বালক সামান্য ব্যক্তি নহে। বলও ইহাদিগের অতিশয়; দুই জনে অতিদুরূহ কর্ম সকল সম্পাদন করিয়াছে। অতএব শুষ্ক-কাষ্ঠ ও তৃণ দ্বারা পর্ব্বতের সর্ব্ব দিক্ বেষ্টন করিয়া অগ্নি প্রদান করা যাউক্; তাহা হইলেই দুইজনে পুড়িয়া মরিবে; না হয় পুড়িবার ভয়ে বাহির হইয়া আমাদিগেরই নিকটে আসিয়া; পড়িবে তখন আমরা সকলে মিলিয়া প্রহার করিব; তাহাতেও মরিবে।

রাজগণের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া চেদিরাজ যে যোগ্য বাক্য কহিলেন, সকল রাজারই সে বাক্য মনে লাগিল। অনন্তর বিক্রান্ত নরপতিগণ অল্পকাল মধ্যেই কাষ্ঠ, তৃণ, বংশ ও শুষ্ক শাখ পাদপ দ্বারা বায়ুর অনুকূলে যথাস্থানে পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিলেন। পর্ব্বত সূর্য্যকিরণরঞ্জিত মেঘের ন্যায় দীপ্তি পাইয়া উঠিল। অগ্নি বায়ুসন্ধুক্ষিত হইয়া সধুম জ্বালা মালা দ্বারা আকাশমণ্ডল দীপিত করিয়া চতুর্দ্দিকে জ্বলিয়া উঠিল। কাষ্ঠ যথেষ্ট রূপেই সঞ্চিত হইয়াছিল; অতএব অগ্নি ক্রমশঃ বায়ুবশে বৃদ্ধি পাইয়া মনোহর বৃক্ষ সমন্বিত শ্রীমান্ গোমন্ত পর্ব্বত দাহ করিতে লাগিল। পর্ব্বত দহ্যমান হইয়া অতি স্থূল শিলাখণ্ড সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত শিলা শত শত খণ্ডে ভগ্ন হইয়া শত শত উল্কার ন্যায় লক্ষিত হইল। ভাস্কর যেমন কিরণ দ্বারা মেঘ লেপন করেন, অগ্নি তেমনি সর্ব্বত্র জ্বলন্ত হইয়া জ্বালা দ্বারা বিশেষ প্রকারে পর্ব্বত লেপন করিল। ধাতু সকল ফুটিতে লাগিল; পাদপরাজি জ্বলিতে থাকিল। এবং জন্তু সকল বিচলিত হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, বোধ হইল গিরিরাজ যেন যাতনায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। দহ্যমান অচল অগ্নিশিখা দ্বারা উৎতপ্ত হওয়াতে স্বর্ণ অঞ্জন ও রৌপ্য সমস্ত গলিত হইয়া ধারাকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ অগ্নি দ্বারা জ্বলিত হইলেও, পর্ব্বত স্পষ্ট রূপে দৃষ্টিগোচর হইল না; ধূমান্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়াতে বোধ হইল যেন মেঘে আবৃত রহিয়াছে। শিলাস্খলন ও অঙ্গার বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে শিখা সকল উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন মেঘ হইতে উল্কা-বৃষ্টি হইতেছে। উত্তাপে জলপ্রপাত সকল শুষ্ক হইল; ধূম ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল; উপলব্ধি হইল অচল যেন শেলরাশি প্রভাবে ভস্মসাৎ হইতেছে। পৃষ্ঠদেশে অর্দ্ধ-দগ্ধ-দেহ অজগর সকল ফণা বিস্তার করিয়া শ্বাস ত্যাগ করিতে

করিতে চকিত নয়নে ভ্রমণ করিতে লাগিল; এক বার উর্দ্ধে উঠিতে চেষ্টা করে, আবার অধোমুখে নিম্ন দিকে পতিত হয়। সিংহ ব্যাঘ্র সকল অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। বৃক্ষগাত্র হইতে উষ্ণাজনিত নির্য্যাস বিগলিত হইতে থাকিল। বায়ু ভস্মাঙ্গার সংযোগে কপিশবর্ণ হইয়া উর্দ্ধ দিকে বহিতে লাগিল। নভস্তল ধূম পূর্ণ হইয়া ঘোরতর মেঘাকারে পরিণত হইল। পুষ্প ও শ্বাপদকুল গিরিগুহা পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অগ্নিপ্রভাবে অচলের সংক্ষোভের আর সীমা রহিল না। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে দারিত হইলে যেরূপ হয়, পর্ব্বত অগ্নিপ্রভাবে বিপাটিত হইয়া। সেই রূপ শিলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ব্যূহ রক্ষিত ক্ষত্রিয়গণ পর্ব্বতে অগ্নিদান করত অগ্নির উত্তাপে তাপিত হইয়া অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পর্ব্বত দহ্যমান, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজি পতমান, ধূমরাশিতে অন্ধকার, ও পর্ব্বতের মূলদেশ ক্রমশঃ শিথিল হইল বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া, পদ্মনয়ন সাক্ষাৎ কেশিসূদন মধুসূদনকে কহিলেন, কৃষ্ণ! আমাদিগের দুই জনের শত্রুতা করিয়া শত্রুরাজগণ সানু, শিখর ও বৃক্ষের সহিত এই পর্ব্বতকে দাহ করিতেছেন। দেখ চতুর্দ্দিকে বনরাজিকে অনলোত্তাপে তাপিত দেখিয়া পক্ষীসকল পর্ব্বত পার্শ্বে যেন ক্রন্দন করিতেছে। বৎস! যদি আমাদিগের জন্য গোমন্ত পর্ব্বত সমূলে দগ্ধ হয়, তাহা হইলে লোকে আমাদিগের অপযশ ও নিন্দা করিবে। অতএব পর্ব্বতের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য দুই বাহু দ্বারাই ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিব। ক্ষত্রিয়গণ সকলে মিলিয়া পর্ব্বতে অগ্নি প্রদান করিয়া বর্ম্মিত ও রথারোহী হইয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় যথাস্থানেঐ দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। বনমালাধারী যুবা শ্রীমান্ বলরাম এই কথা বলিয়া সুমেরুশৃঙ্গ হইতে তারাপতির ন্যায় গোমন্তশিখর হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। বাদম্বরীমদমত্ত, নীলবাসা, শুভ্রকান্তি, শরচ্চন্দ্রসঙ্কাশ, বনমালাচ্ছাদিতোদর, মনোহর এক-কুণ্ডলধারী, মনোজ্ঞমৌলিমণ্ডিত কৃষ্ণাগ্রজ অধোমুখ করিয়া রাজগণের মধ্যে পতিত হইলেন। রাম লম্ফ প্রদান করিলে পর কৃষ্ণমেঘবর্ণ অপরিমিত বিক্রমশালী শ্রীমান্ কৃষ্ণও গোমন্তশিখর হইতে লম্ফপ্রদান করিলেন। লম্ফ প্রদান সময়ে তিনি প্রথমতঃ পদযুগল দ্বারা গিরিবরকে নিপীড়ন করিলেন। তৎকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া পর্ব্বত সর্ব্বাঙ্গে নিমগ্ন হইল; এবং জলে আপ্লুত হওয়াতে মদস্রাবী দ্বিরদের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। কল্পান্তকালে বারিধারাবর্ষি-মেঘ-জালে সূর্য্য যেমন নিমগ্ন হন, অগ্নি তেমনি ঐ বারি সংযোগে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইল। সিংহের ন্যায় গর্জ্জনকারী, পীতবাসা, ইন্দ্রতুল্যকান্তি, মেঘসঙ্কাশ, পদ্মপ্রতিমনয়ন, শ্রীবৎসবক্ষা বীর্য্যবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলরামের পরেই লম্ফ প্রদান করিলে লম্ফ প্রদান কালীন দুই জনেরই চরণ দ্বারা নিপীড়িত হইয়া পর্ব্বত প্রভূত জলোচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল, অগ্নি তদ্দ্বারা শান্তি পাইল; উহা দর্শন করিয়া রাজগণ ভীত হইলেন।

নবনবতিতম অধ্যায়। ৯৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পর্ব্বতশিখর হইতে অবতীর্ণ বসুদেবতনয়যুগলকে দর্শন করিয়া রাজা জরাসন্ধের সমুদায় সৈন্য চঞ্চলমনা, ও বাহন সকল স্তব্ধ হইল। বাহুমাত্র অস্ত্র-সহায় দুই যদুনন্দন সাগরবিলোড়নকারী ক্রুদ্ধ মকরযুগলের ন্যায় যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইয়া তাঁহারা পুরাণ অস্ত্র সকল ধারণ করিতে মনে মনে ইচ্ছা করিলেন। মাথুর যুদ্ধে যুদ্ধলোভী তাঁহাদিগের উভয়ের নিকট যে সকল দিব্যাস্ত্র আকাশ হইতে উপস্থিত হইয়াছিল, পরক্ষণেই সেই সকল অস্ত্র রাজগণ সমক্ষে পুনর্ব্বার আকাশ হইতে দুই মহাত্মার নিকট পতিত হইল। অস্ত্র সকল জলন্তপাবকপ্রতিম দীপ্ত ও লেলিহান এবং মূর্ত্তিমান। বোধ হইল যেন রণস্থলে রাজগণের মাংস ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত লোলুপ হইয়াছে। পতনকালে ক্রব্যাদসকল অনুগামী হইয়াছিল। সমুদায় অস্ত্রই মাল্যদামে ভূষিত, সমুজ্বল, এবং খেচর দিগের ভয়জনক। সম্বর্ত্তক নামক হল, সৌনন্দ মুষল, সুদর্শন চক্র, এবং কৌমদকী গদা, এই চারি খানি বৈষ্ণব অস্ত্র তাঁহাদিগের উভয়ের হস্তগত হইল। রণস্থলে রাম প্রথমে দক্ষিণ হস্তে দিব্যমালাবেষ্টিত সর্পরাজের ন্যায় দ্যুতিমান্ মহৎহল, এবং বামহস্তে শত্রুগণের নিরানন্দকর সৌনন্দ নামক শ্রেষ্ঠ মুষল গ্রহণ করিলেন। কেশব একহস্তে সূর্য্যসমপ্রভ ত্রিলোকসুন্দর সুদর্শন নামক চক্র ধারণ করিলেন। দেবগণ পদ্ম নয়নের অপর হস্তে কৌমোদকী গদা প্রদান করত আপনাদিগের অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। তাঁহারা দুই জনে এবম্প্রকারে সশস্ত্র হইয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায় শরীর ধারণ করত ঐ সকল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক বিষ্ণু দুই অংশে বিভক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ নাম ধারণ করিয়াছিলেন; সেই অপ্রতিমরূপী রামকৃষ্ণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, দুই মহাদেবের ন্যায়, শত্রুদিগকে প্রতিঘাত করিতে লাগিলেন। অরাতিদিগের কালস্বরূপ বীর রাম কোপিত সর্পরাজতুল্য হল উদ্যত করিয়া রণ স্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ক্ষত্রিয়দিগের রথবৃন্দ আকর্ষণ করিয়া কুঞ্জর ও তুরঙ্গমের প্রতি ক্রোধের সফলতা সম্পাদন করিলেন। লাঙ্গল দ্বারা আকর্ষণ করত মুষল আঘাত করিয়া অচলের ন্যায় কুঞ্জর সকলকে মন্থন করিতে লাগিলেন। রাজগণ নিরতিশয় পীড়িত হওয়াতে রথহীন ও ভীত হইয়া জরাসন্ধ সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরায়ণ জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে কহিলেন, সমরে তোমাদিগের চিত্তে ভয়ের উদ্রেক হইল! তোমাদিগের ক্ষত্রধর্ম্মে ধিক্! পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, পরাক্রমশালী ব্যক্তি রণ পরিত্যাগ করত সমরস্থল হইতে পলায়ন করিলে, ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। এক জন গোপবালকমাত্র; বল তাহার অতি অল্প; তাহাকে আবার পাদচারে যুদ্ধ করিতেছে; তথাপি তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছ! তোমাদিগের ক্ষত্রধর্ম্মে ধিক্। আমি আজ্ঞা করিতেছি, শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হও। অথবা রথে আরোহণ করিয়া দর্শন কর, আমি এখনি দুই গোপকে যমালয়ে প্রেরণ করি।

তখন ক্ষত্রিয় সকল জরাসন্ধের বাক্যে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কেহ স্বর্ণালঙ্কারমণ্ডিত অশ্বে, কেহ চন্দ্রপ্রতিম রথে, কেহ বা জলদসঙ্কাশ মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ফুল্লচিত্তে শর বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। নৃপতিগণ বর্ম্মিত, ধনুঃখড় ও তোমর হস্ত, তূণীর পৃষ্ঠ, সধ্বজ, সপতাক, সচ্ছত্র, সচামর ও সুভূষিত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সমর স্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে যোদ্ধ প্রবর বসুদেবকুমারযুগল যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বাণবর্ষণ ও গদাঘাতের সীমা রহিল না। কৃষ্ণ বলরাম উভয়ে সমন্ততঃ জলধারায় আচ্ছন্ন অচলযুগলের ন্যায় রণস্থলে অবস্থিতি করিয়া শর বর্ষণ সহ্য করিতে লাগিলেন। বিপক্ষীয়েরা বৃহৎগদা ও ক্ষেপণয়ী

মুদ্গর দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই বিচলিত, হইলেন না; প্রভুত তেজোভাস্বর সূর্য্য-সঙ্কাশ সুদর্শন প্রহারে মনুষ্য গজ, অশ্ব ও মহারথ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ভূপতি সকল গদা দ্বারা আহত ও লাঙ্গল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া একবারে বিচেতনপ্রায় হইলেন; রণস্থলে আর অবস্থিতি করিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগের বিচিত্ররথ সকল চক্রধারায় খণ্ড খণ্ড হইয়া অচল হইয়া পড়িল। মুষল প্রহারে ষষ্টিবর্ষবয়স্ক কুঞ্জর সকলের দন্ত ভগ্ন হইয়া গেল; তাহারা শারদীয় মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। চক্রের অনলজ্বালায় আক্রান্ত হইয়া সাদি ও পদাতিকগণ, বজ্রাহতের ন্যায় প্রাণ শূন্য হইয়া পতিত হইতে থাকিল। চক্রদ্বারা দগ্ধ ও লাঙ্গল দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে ঐ সৈন্য পতিত হইয়া যুগান্ত সময়ে সংহর্ত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। মূর্ত্তিমান দিব্য বৈষ্ণব অস্ত্র সকলের ক্রীড়া ভূমিকে দর্শন করিতেও রাজাদিগের শক্তি হইল না। কতকগুলি রথ চূর্ণীকৃত, কতকগুলির আরোহী রাজগণ নিহত, কতকগুলির বা এক একখানি চক্র ভগ্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। চক্র-লাঙ্গল-সাধিত ঐ ঘোরহত্যাকাণ্ডে দারুণ কবন্ধ সকল উত্থিত এবং বিবিধ ঔৎপাতিকের প্রবৃত্তি হইতে লাগিল। কত শত পদাতি-নাগ, রথী ও বাজী যে কাষ্ঠের ন্যায় বিপাটিত অতএব আর্ত্ত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল তাহার সংখ্যা হয় না। রণভূমি পাতিত রাজগণের রুধিরে পঙ্কিল হইয়া চন্দনলিপ্তাঙ্গী যোষার ন্যায় ভীম ভাব ধারণ করিল। মনুষ্যের কেশ, অস্থি, মজ্জা ও অন্ত্র; এবং নিহত দন্তীসকলের রুধিরধারাপ্রবাহে মেদিনী আচ্ছন্ন করিল। তুমুল আর্ত্তনাদ শব্দ সমুত্থিত হইল; রুধিরের হ্রদ হইল; অসংখ্য নাগদেহে আচ্ছন্ন হওয়াতে, রণস্থল অন্তক কর্ত্তৃক আক্রান্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। অসংখ্য যোদ্ধা নিহত ও অসংখ্য অশ্ব খণ্ডিত হইল। কঙ্ক, কাক ও গৃধ সকলের শব্দে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। শত শত রাজা প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যু রণস্থলের সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতে লাগিল। শৃগাল সকল অমঙ্গল শব্দ করিতে লাগিল। রণ-ভূমি ভীষণাকার ধারণ করিল। এই অবস্থায় অন্তকসঙ্কাশ কৃষ্ণ শত্রু সংহার করিবার জন্য বিচরণ করিতে লাগিলেন। কেশব যুগান্ত-কালীন-সূর্য্য-সমপ্রভ চক্র ও ভীষণ লোহ গদা গ্রহণ করত সৈন্য ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া নৃপতিদিগকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমাদিগের হস্তী, অশ্ব ও রথ আছে, তথাপি যুদ্ধ করিতেছ না কেন? তোমরা অস্ত্রসম্পন্ন; প্রতিজ্ঞাও তোমাদিগের দৃঢ়; তথাপি পলায়ন করিতেছ কেন? আমি ও আমার জ্যেষ্ঠ, আমরা এই দুইজনমাত্র; পাদচারে সকলের অগ্রে অবস্থিতি করিতেছি। রাজা জরাসন্ধ যুদ্ধের বিষময় ফল বুঝিতে পারেন নাই; সেইজন্য যুদ্ধে তোমাদিগের নায়কতা গ্রহণ করিয়াছেন; এক্ষণে তিনি অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন না কেন?

কৃষ্ণ এই কথা কহিলে, সৈন্যমধ্যস্থ বীর্য্যবান্ রাজা দরদ উদ্ধতভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন; মত্ত বৃষ যেমন কর্ষকের বাক্য গ্রাহ্য করে না, রাম তেমনি দরদের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। দরদ কহিলেন, হে অরিন্দম রাম! এস, আমার সহিত যুদ্ধ কর। অনন্তর, যেমন বল প্রকাশ পূর্ব্বক দুই গজের যুদ্ধ হয়, তেমনি লোকশ্রেষ্ঠ রাম ও দরদের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে রাম দরদের স্কন্ধ দেশে হল যোজনা করিয়া মুষল দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিলেন। মস্তক দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দরদ দ্বিধা

বিপাটিত অচলের ন্যায়, ভূমিতে পতিত হই-লেন। রাজশ্রেষ্ঠ হংস রামের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে পর, যেমন বৃত্রাসুরের সহিত দেবরাজের, তেমনি রামের সহিত রাজা জরাসন্ধের লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দুই জনেই বিক্রমশালী; গদা গ্রহণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হই-লেন। বীরদ্বয় যখন মহাগদা উদ্যত করিয়া পৃথিবী কম্পিত করিলেন, তখন দুই মহাত্মাকে দুই সশিখর গিরির ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। অন্যান্য যোধগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া দুই পুরুষশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিতে লাগি-লেন। দুই জনেই লোকে বলবান্ এবং গদা যুদ্ধের গুরু বলিয়া বিখ্যাত; দুই মত্ত মহাগজের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন। অনন্তর সহস্র সহস্র দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, পরমর্ষি, যক্ষ, অপ্সর তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজন্! আকাশ দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ও মহর্ষি গণে ভূষিত হইয়া জ্যোতির্গণে ভূষিতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। রাজা জরাসন্ধ বাম মণ্ডল অবলম্বন করিয়া রামের প্রতি এবং রাম দক্ষিণ মণ্ডল আশ্রয় করিয়া জরাসন্ধের প্রতি ধাবিত হইলেন। দুই জনেই গদাযুদ্ধে পণ্ডিত, মাতঙ্গদ্বয় যেমন দশ দিক্ শব্দিত করিয়া দন্ত দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করে, তেমনি উভয়ে উভয়কে প্রহার করি-লেন। রণস্থলে রামের গদাঘাত শব্দ বজ্র শব্দের ন্যায়, এবং জরাসন্ধের গদাপাতধ্বনি বিদীর্য্যমাণ পর্ব্বতের ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইল। রাম গদাধারীদিগের শ্রেষ্ঠ; অনিল যেমন বিন্ধ্যাচলকে কম্পিত করিতে সমর্থ হয় না, জরাসন্ধের কর্চ্যুতা গদা তেমনি রামকে বিচ-লিত করিতে পারিল না। মগধেশ্বর রাজা জরাসন্ধও রামের গদাবেগ ধৈর্য্য সহকারে সহ্য এবং শিক্ষাকৌশলে বিফলীকৃত করি-লেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে সুস্বর দৈববাণী হইল যে, রাম! এই মগধরাজ তোমার বধ্য নহেন; অতএব ইহাঁর বধের জন্য আর ক্লেশ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই; আমি ইহাঁর মৃত্যু বিধান করিয়া রাখিয়াছি; অত-এব নিরস্ত হইয়া শান্তি লাভ কর; মগধরাজ অচিরকাল মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করিবেন। মহা-রাজ! জরাসন্ধ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তিত হইলেন। হলধরও আর তাঁহাকে প্রহার করিলেন না। সৈন্যগণ দীর্ঘকাল পরস্পরকে প্রহার করিতেছিল; এইরূপে জরাসন্ধ পরা-জিত হইয়া পলায়ন করিলে পর, সমুদায় সৈন্য পরস্পর বিযুক্ত হইল। মহারথ সকল নিবৃত্ত হইলেন। সমবেত রাজগণ, ব্যাঘ্রের আঘ্রাণপ্রাপ্ত মৃগগণের ন্যায় মনোমধ্যে ভীত হইয়া নাগ, রথ ও তুরঙ্গম চালনা করিয়া পলা-য়ন করিলেন। ভগ্নদর্প মহারথগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ভীষণ রণভূমি বহু ক্রব্যাদগণে পরি-বৃত হইয়া ঘোরতর লক্ষিত হইতে লাগিল।

রথ সকল ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইতেছে, এই সময় মহাদ্যুতি চেদিরাজ দমঘোষ, যদু-গণের সহিত সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া, কৃষ্ণেরই নিকটে গমন করিলেন। হে অনঘ! কারূষ-সৈন্যে ও চেদিসৈন্যে পরিবৃত হইয়া, সম্বন্ধ-রক্ষাভিলাষী চেদিরাজ গোবিন্দকেই কহিলেন, হে যাদবনন্দন! আমি তো-মার পিতৃষ্বসার পতি, নিজ সৈন্যের সমভি-ব্যাহারে তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমি তোমাকে ভাল বাসি। রাজা জরা-সন্ধের বুদ্ধি অল্প; আমি তাঁহাকে কহিয়া ছিলাম, দুর্বুদ্ধে! কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিওনা; রণকর্ম্ম হইতে বিরত হও। কিন্তু তিনি আমার বাক্য সাধু বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; এই জন্য অদ্য আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলাম। জরাসন্ধ যুদ্ধে তোমা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অনুগামী জনের সহিত পলায়ন করিতেছেন

ইনি নিজ নগরীতে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু তোমার প্রতি বৈর ইহাঁর অন্তঃকরণে দৃঢ়তর বদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং আবার তোমার শত্রুতাচরণ করিবেন; অতএব নিহতনরসঙ্কুল, ক্রব্যাদগণবহুল এই প্রদেশ শীঘ্রই পরিত্যাগ কর। মানুষের অবস্থিতি করিবার ও উপযুক্ত স্থান নহে। বীর! চল আমরা সৈন্য ও অনুচরবর্গের সহিত করবীরপুরে গমন করি; তথায় যদুবংশীয় রাজা শৃগালকে দেখিতে পাইব। তোমাদিগের নিমিত্ত খড়্গ, চক্র, অক্ষ, ও কূবর সংযুক্ত এই দুই শ্রেষ্ঠ রথ সজ্জিত করিয়াছি। যে সকল অশ্ব যোজনা করা হইয়াছে, উহারা অতি বেগগামী। এখন চল, বলরাম সমভিব্যাহারে গিয়া করবীরপতি শৃগালের সহিত সাক্ষাৎ করি; আর বিলম্বে কাজ নাই; তোমার মঙ্গল হউক্।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ পিতৃষস্বপতি চেদিরাজের বাক্য শ্রবণ করত মনোমধ্যে আনন্দিত হইয়া কহিলেন, আমরা ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; এরূপ অবস্থায় এরূপ স্থলে আপনি বন্ধু ভাবে আমাদিগকে মধুর বাক্য দ্বারা সিঞ্চন করিলেন, ইহা আমাদিগের ভাগ্যের কথা। হে চেদিশ্রেষ্ঠ! দেশকালোচিত হিতকর মধুর বাক্য বলে, জগতীতলে এরূপ বক্তা প্রায় পাওয়া যায় না। আপনার দর্শন পাইয়া আমরা এক্ষণে নেতা ও রক্ষক পাইলাম। এতাদৃশ আপনি যখন আমাদিগের বন্ধু হইলেন, তখন আমাদিগের অপ্রাপ্য কিছুই রহিল না। হে চেদিকুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে সভায় পাইলাম, এখন আমরা জরাসন্ধ বা তৎসদৃশ রাজাদিগকে অনায়াসে সংহার করিতে পারি। সকল রাজার মধ্যে আপনিই যদুগণের প্রধান বন্ধু। হে চেদিশ্রেষ্ঠ! এখন অবধি আপনি কত যুদ্ধ দেখিতে পাইবেন। যে সকল রাজা জীবিত থাকিবেন, তাঁহারা এই চক্র ও মুষল যুদ্ধের প্রথা কীর্ত্তন করিবেন। অচলশ্রেষ্ঠ গোমন্ত পর্ব্বতের যুদ্ধে রাজাদিগের পরাজয় যাঁহারা শ্রবণ ও স্মরণ করিবেন, তাঁহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবেন। মহারাজ! এখন চলুন, আপনা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া নগরোত্তম করবীরপুরে যাত্রা করি।

রাজন্! অনন্তর তাঁহারা বায়ুবেগগামি অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া, মূর্ত্তিমান্ অনলের ন্যায় দীর্ঘপথ অবলম্বন করিলেন; এবং পথে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া করবীর পুরে উপস্থিত হইলেন; তথায় মঙ্গলময় স্থান নিরূপিত করিয়া মঙ্গলের জন্য দেবতাদিগের ন্যায় বসতি করিলেন।

০০ঃঃঃ০০

একশততম অধ্যায়। ১০০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তাঁহারা আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, নগরীর পরাজয় আশঙ্কা করত, যুদ্ধদুর্ম্মদ ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী রাজা শৃগাল বহির্গমন করিলেন; এবং শত্রুদিগের রথঘাতী এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া অগ্নির অভিমুখে পতঙ্গের ন্যায়, কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন। তাঁহার মন্দরসঙ্কাশ রথ, সূর্য্যের ন্যায় আভা-সম্পন্ন, অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ, ও বিবিধ আভরণে ভূষিত। উহা অক্ষয় বাণ ও অক্ষয় তূণীরে পরিপূর্ণ। উহার নেমিনির্ঘোষ সাগরের ন্যায়; কূবর সুবর্ণময়; অক্ষ অতি দৃঢ়; বেগ গরুড়ের ন্যায়; অশ্ব অরিদর্প; এবং শোভা হরিদ্বর্ণ-অশ্বসংযুক্ত আকাশচারী ইন্দ্রের পুষ্পক রথের ন্যায়। শৃগাল রাজা সূর্য্যের কোন নিয়ম প্রতিপালন করাতে সূর্য্য স্বয়ং তাঁহাকে ঐ রথ দান করিয়াছিলেন। সূর্য্যরশ্মিসদৃশ রশ্মি দ্বারা ঐ রথ সংযমন করা হইত। ধনুষ্পাণি, সুতীক্ষ্ণবাণধারী, বর্ম্মাচ্ছাদিত তনু, সুবর্ণমালা-যুক্ত, শ্বেতোষ্ণীষ ও শ্বেতোত্তরীয়ধারী,

পাবকের ন্যায় দীপ্তলোচন শৃগাল বার বার, জ্যারোপিত দুঃসহ ধনুর আকর্ষণ এবং কোপে অগ্নিজ্বালাযুক্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দর্শন দিলেন; বোধ হইল যেন শৈলরাজ রথোপরি আগমন করিলেন। ভূষণপংক্তির আভায় দীপ্ত হইয়া তিনি অচলরাজ সুমেরুর ন্যায়ই লক্ষিত হইতেছিলেন। তাঁহার ভঙ্কার শব্দ আর রথনেমির ঘর্ঘর শব্দ, এই উভয়ের গুরুত্বে পৃথিবী যেন প্রলয় কালের ন্যায় চঞ্চল হইয়া মগ্ন হইল।

কৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ অচলের ন্যায় শ্রীমান্ লোকপালসন্নিভ শৃগালকেআগমন করিতে দর্শন করিয়া ব্যথিত হইলেন না। শৃগালও ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধকামনায় শীঘ্রগামী রথযোগে বাসুদেবের সন্নিকটে আসিয়া দর্শন দিলেন। বাসুদেব অবস্থিতি করিতেছেন দেখিয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী শৃগাল, মেঘরাশি যেমন অচলের দিকে তেমনি তাঁহার দিকে বেগে ধাবিত হইলেন। বাসুদেব হাস্য করিয়া প্রতিযুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। বনমধ্যে দুই মত্ত কুঞ্জরের যেরূপ যুদ্ধ হয়, তাঁহাদিগের উভয়ের সেইরূপ ঘোরদর্শন যুদ্ধ হইতে লাগিল। তেজস্বী শৃগাল মোহবশতঃ মর্য্যাদাচ্যুত হইয়া যুদ্ধরাগহেতু রণস্থলে সমুপস্থিত কৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! গোমন্ত পর্ব্বতের যুদ্ধস্থলে নায়কশূন্য মূর্খ নৃপতিবর্গের দুর্ব্বল সেনা মধ্যে যে কার্য্য করিকরিয়াছ,তাহা আমি জানি। বলোৎসব সময়ে ভীরুস্বভাব বলহীন অল্পবুদ্ধি রাজাদিগের পরাজয়ও বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত আছি। এক্ষণে আমি নায়কপদে অধিরূঢ় হইলাম; তোমার যেরূপে ইচ্ছা হয়, সেইরূপে সমর স্থলে অবস্থিতি কর। রণে তোমার নৈপুণ্য নাই; আমা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে আর কোথা যাইবে। তুমি একাকী; অতএব সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করা আমার উচিত হয় না। যেমন তুমিএকাকী, তেমনি আমিও একাকী রণস্থলে তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। যখন কেবল তোমাতে আমাতে রণে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন সৈন্যগণ নিবৃত্ত হউক; তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি হত হইলে, তুমিই একাকী বাসুদেব হইবে। না হয় তুমি নিহত হইলে পৃথিবীতে আমিই বাসুদেব হইব। রণস্থলে ধর্ম্মযুদ্ধানুসারেই একের নিধন প্রাপ্তি হউক্।

ক্ষমাশীল বাসুদেব শৃগালের বাক্য শ্রবণ করিয়া "আশা মিটাইয়া প্রহার কর," এই বলিয়া চক্র গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণের সহিত সংগ্রাম পক্ষে স্বল্প বিক্রম শৃগাল ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া ভীষণ বাণজাল এবং মুষলাদি অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্রও কৃষ্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। শৃগালনিক্ষিপ্ত জ্বলনজ্বালাসমাকুল শত শত অস্ত্রে নির্দ্দয়রূপে আহত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অস্ত্রাঘাতে আহত হওয়াতে, কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া গোবিন্দ চক্র উদ্যত করিয়া শৃগালের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। চক্র রথস্থিত অজ্ঞান যুদ্ধদুর্ম্মদ গর্ব্বিত মহাবল শৃগালকে সংহার করিল। রণস্থলে যুদ্ধদুর্ম্মদ বীর শৃগালকে সংহার করিয়া সুদর্শন চক্র স্বীয় গুরুর হস্তে প্রত্যাগমন করিল। চক্রদ্বারা বক্ষোদেশে কর্ত্তিত হওয়াতে হতচেতন ও শান্তকোপ হইয়া শৃগাল দারিত অদ্রির ন্যায় রুধিরধারা পরিত্যাগ করত পতিত হইলেন। বজ্রপাতহেতু অচলের ন্যায় তিনি পতিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সৈন্য সকল ভীত হইয়া পলায়ন করিল। কেহ কেহ ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া নগরে প্রবেশ করিল এবং প্রভুর শোকে কাতর ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। কেহ কেহ উপকার স্মরণ করত সেই স্থানে থাকিয়াই শোক করিতে থাকিল; দুঃখিত হওয়াতে ভূমিপতিত ভূপতিকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর শত্রুসংঘাতী পদ্মপত্রাক্ষ কৃষ্ণ মেঘগম্ভীরস্বরে লোকদিগকে অভয় দান করিলেন এবং চক্রপ্রয়োগসাধন, সুশ্রীক-পর্ব্বশোভিত অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন "ভয় নাই; ভয় নাই; সাধারণ লোক কোন অপরাধ করে নাই; অতএব আমি এই পাপাত্মার অপরাধ জন্য যুদ্ধে লোকদিগকে সংহার করিব না; বীরের এরূপ আচরণও নহে"।

এই সময় সাধারণ লোক, রাজা শৃগাল জীবনশূন্য ও দীনচেষ্টা হইয়া পতিত হইয়াছেন, এই বলিয়া দুঃখিত হইয়া পৌরবর্গগণ সাতিশয় ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল, এবং চক্রচ্ছিন্নবক্ষা ভগ্নশৃঙ্গ অচল সঙ্কাশ ভূমিপতিত ভূমিপতিকে দর্শন করিতে থাকিল। সচিব ও প্রজাবর্গ সাশ্রুপাতনেত্রে দর্শন করত শোকের বশবর্ত্তী ও কাতর হইয়া রণস্থলে সাতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল পৌরজনের রোদন ও বিবিধ প্রকার শব্দ শ্রবণ করিয়া শৃগালের মহিষীগণ ক্রন্দন করিতে করিতে পুত্রসমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা শ্লাঘ্য পতি ভূপতিকে নিহত দর্শন করিয়া শোকে অধীর হইয়া স্তনে নখাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্ত্রী সকল বক্ষঃ এবং বক্ষোজ তাড়ন ও আলুলায়িত কেশভার ছিন্ন করিয়া বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; এবং দুঃসহ দুঃখে কাতর হইয়া ছিন্নমূল লতার ন্যায় সকলেই বাহু উত্তোলন করিয়া তাঁহার বক্ষের উপর পতিত হইলেন। রাজকামিনীদিগের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া জলমগ্ন পঙ্কজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহারা নিহত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া উরস্তাড়ন পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সজলনয়ন বালক পুত্র শক্রদেবকে পিতা শৃগালের পার্শ্বে স্থাপন করিয়া কামিনী সকল দ্বিগুণতর রোদন আরম্ভ করিলেন; হে বীর! তোমার এই পুত্র বিক্রমশালী, কিন্তু বালক; এখনও কৃতবিদ্য হয় নাই; এমন অবস্থায় তোমাকে হারাইয়া কিপ্রকারে পৈতৃক অধিকারে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে! তুমি তোমার প্রিয়তম অন্তঃপুর জনকেই বা কিপ্রকারে এক বারে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে. তোমার প্রণয়ে এখনও আমাদিগের পরিতৃপ্তি জন্মে নাই! আমরা বিধবা হইলাম, এক্ষণে আমাদিগের গতি কি!

অনন্তর শৃগালের পট্টমহিষী সন্তানবৎসলা পুত্রের জননী পদ্মাবতী পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাসুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বীর! আপনি সমরোচিত কর্ম্মদ্বারা যাঁহাকে সংহার করিয়াছেন, পরলোকগত তাঁহারই এই পুত্র আপনার শরণাগত হইল। এই অজ্ঞান যদি আপনাকে নমস্কার, আপনার আদেশ মত কার্য্য, এবং আপনার প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করে, তাহা হইলে আশা করি, ইহাকে তাদৃশ প্রহার জন্য তাপিত এবং এই প্রকার দীনভাবে ভূমিতে পতিত হইতে হইবে না। হে বীর! হে অনঘ! আপনি নিজ সন্ততির ন্যায়, আপনার স্বর্গগত বান্ধবের এই সন্ততিটী রক্ষা করুন।

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাজমহিষীর উক্তপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, রাজপত্নি! আমার কোপ এই দুরাত্মার সঙ্গেই প্রস্থান করিয়াছে; এক্ষণে আমরা প্রকৃতিস্থ হইয়াছি; দেবি! এখন আবার পূর্ব্বের ন্যায়ই আমাকে বান্ধব বলিয়া জানিবেন। হে সাধ্বি! আপনি যে নির্দ্দোষ বাক্য বলিলেন, তাহাতেই আমার কোপ গিয়াছে। শৃগালের এই যে পুত্র, এ আমারও পুত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার সুখ সাধনের নিমিত্ত ইহাকে অভয় এবং রাজ্য, উক্ত

রই অর্পণ করিলাম। প্রজা, পুরোহিত এবং মন্ত্রিদিগকে আহ্বান করা হউক্; আপনার পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিতে হইবে।

অনন্তর সমুদায় প্রজা, পুরোহিত, ও মন্ত্রী, রাম কেশব যথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, অভিষেক-কার্য্য সম্পাদনার্থ সকলে তথায় আগমন করিলেন। পরে বীর্য্যশালী জনার্দ্দন সিংহাসনস্থ রাজপুত্রকে দিব্য অভিষেক সম্ভার দ্বারা অভিষেক করিলেন। করবীর পুরে শৃগালের পুত্রকে অভিষেক করিয়া কৃষ্ণ সেই দিনেই শীঘ্র তথা হইতে যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন; এবং যুদ্ধজিত হর্য্যশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া, ইন্দ্র যেমন স্বর্গপুরে যাত্রা করেন, সেইরূপ যাত্রা করিলেন। তখন জননীর সহিত শক্রদেব এবং আবাল বৃদ্ধ যুবা ও প্রকৃতিবর্গ একত্রিত হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন। পরে সকলে রাজা শৃগালের অন্ত্যেষ্টি বিধানানুসারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও তাঁহার পিতৃগণের পারলৌকিক ক্রিয়া করাইলেন। সহস্র সহস্র ব্যক্তি রাজাকে উদ্দেশ করিয়া শ্রাদ্ধ ও নাম গোত্রাদি কীর্ত্তন করিয়া সলিল দান করিলেন। তখন রাজা শক্রদেব পিতৃনিধনের পর জলগণ্ডূষ দান করত ঘোরশোকে সন্তপ্ত হইয়া নিজ পুরী প্রবেশ করিলেন।

—:•:—

একাধিক শততম অধ্যায়। ১০১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে বসুদেব নন্দন দুই জনে যাত্রা করিয়া পথে পঞ্চরাত্রি এবং দমঘোষের সহিত একত্রে আর এক রাত্রি যাপন করিয়া পর দিনে পরমানন্দিত হইয়া মথুরানগরী সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ হৃষ্টমনা হইয়া সসৈন্যে তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। শ্রেণী শ্রেণী, প্রজা ও মন্ত্রিবর্গ এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যাত্রা করিল, বোধ হইল যেন মথুরাপুরী স্বয়ং গমন করিল। মঙ্গল তূর্য্য সকল বাজিতে লাগিল; বন্দিগণ স্তব পাঠ আরম্ভ করিল; পথ সমস্ত পতাকামালায় সুশোভিত হইল; নাগরিক দিগের আনন্দের পরিসীমা রহিল না; ইন্দ্রোৎসব আরম্ভ হইলে গায়কেরা যেমন পরমানন্দিত ও পুলকিত হইয়া গান করে, ভ্রাতৃযুগলের আগমনে যাদবপক্ষপাতী গায়কবৃন্দ তেমনি আনন্দিত হইয়া, "হে যাদবগণ! ত্রিলোকবিখ্যাত দুই ভ্রাতা কৃষ্ণ বলরাম নিজ নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন; এক্ষণে আপনারা নির্ভয়ে পরম সুখে নগরীতে বাস করুন," এই বলিয়া স্তুতি ও আশীর্ব্বাদ সম্বলিত গীত সকল গান করিয়া পথে পথে বিচরণ করিতে লাগিল; রাম কৃষ্ণের আগমনে কাহারও দৈন্য, মালিন্য বা অজ্ঞানতা, রহিল না; পক্ষিদিগের মুখ হইতে স্পষ্টাক্ষর শব্দ উদগত হইতে লাগিল; গো, অশ্ব ও মাতঙ্গ কুল আনন্দে পূর্ণ হইল; সকল নর নারীই মনোমধ্যে সুখানুভব করিতে লাগিল; সুখসেব্য বায়ু বহিতে লাগিল; দিঙমণ্ডল রজোবিরহিত হইল। ফলতঃ সত্য যুগের সমস্ত শুভ লক্ষণই লক্ষিত হইতে লাগিল।

এই সময় শত্রুনিসূদন, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া শুভ লগ্নে নগরী প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ কালে, দেবগণ ইন্দ্রের ন্যায়, যাদবগণ রাম কৃষ্ণের অনুগমন করিলেন। চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন উদয়াচলে গমন করেন, রাম কৃষ্ণ তেমনি প্রফুল্ল বদনে পিতা বসুদেবের ভবনে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করত প্রথমতঃ বসুদেবের চরণে নমস্কার করিয়া শেষে একে একে রাজা উগ্রসেন ও অন্যান্য যাদবশ্রেষ্ঠদিগকে যথা ন্যায়ে নমস্কার করিলেন। তাঁহারাও তাঁহা-

দিগের যথাবিধ অভ্যর্থনা করিলে পর উভয়ে হৃষ্টমনা হইয়া মাতৃমন্দিরে গমন করিলেন; তথায় স্ব স্ব গৃহে অস্ত্রশস্ত্র স্থাপন করিয়া কৌতূহলী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একাকৃতি যুবকদ্বয় উগ্রসেনের বশবর্ত্তী হইয়া এই রূপে কিছুকাল মথুরায় অবস্থিতি করিলেন।

—*—

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়। ১০২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গোপদিগের সহিত যে চির সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল, একদিন তাহা স্মরণ পথে পতিত হওয়াতে বলদেব কৃষ্ণকে বলিয়া একাকী ব্রজে গমন করিলেন। গমন সময়ে পূর্ব্বোপভুক্ত মনোরম সুরভি সরোবর ও বিস্তৃত অরণ্যানী সকল তাঁহার নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। তিনি রমণীয় বনবেশ ধারণ করিয়া অবশেষে ব্রজ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় যথাজ্যেষ্ঠানুসারে গোপগণের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। গোপগণের ন্যায় গোপীদিগের সহিতও হাস্য পরিহাস হইতে লাগিল। মধুরভাষী বৃদ্ধ গোপগণ লোচনানন্দকর রামকে প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিতে দর্শন করিয়া মধুরবাক্যে কহিতে লাগিল, হে মহাবাহো! হে যাদবনন্দন! এস, এস; মঙ্গল ত? অদ্য তোমাকে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। বৎস! তুমি যে ত্রিলোকে বিখ্যাত ও শত্রুদিগের ভয়ঙ্কর হইয়া প্রত্যাগমন করিলে, ইহাতে আমাদিগের পরম আনন্দ হইয়াছে। আমাদিগের সম্মান বৃদ্ধি করা তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। অথবা জীবমাত্রেই জন্মভূমির প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা তোমার প্রত্যাগমন কামনা করিয়াছিলাম; এক্ষণে যখন তুমি উপস্থিত হইয়াছ, তখন আমরা দেবগণের নিকটেও পরম সম্মানের আস্পদ হইলাম। তুমি দুষ্ট নরপতিদিগকে ও কংসকে সংহার করিয়া স্বীয় মহত্ত্বগুণে উগ্রসেনকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ; সাগরগর্ভে সংগ্রাম করিয়া তিমিরূপী দানবের প্রাণ হরণ করিয়াছ; গোমন্ত পর্ব্বতে ক্ষত্রিয়গণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছ; দরদ হত ও জরাসন্ধ পরাজিত হইয়াছে; ঘোর সংগ্রামস্থলে আয়ুধ সকল স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে; প্রধান নগরী করবীরপুরে শৃগালকে সংহার করিয়া তাঁহার পুত্রের অভিষেক ও প্রজাবর্গকে সান্ত্বনা করিয়াছ, পরে দেবগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া মথুরায় প্রবেশ করিয়াছ; পৃথিবীকে সুস্থির ও সমস্ত রাজাকে বশীভূত করিয়াছ, আমরা এ সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি। অদ্য তোমার আগমন সন্দর্শন করিয়া আমরা পূর্ব্বের ন্যায় সৌভাগ্যশালী হইলাম, এই জন্য আমাদিগের আনন্দের পরিসীমা নাই।

অনন্তর রাম চতুর্দ্দিক্‌বেষ্টনকারী গোপদিগকে কহিলেন, যাদবগণ অপেক্ষা আপনারা আমার বান্ধব। এই স্থানে আমাদিগের দুই জনের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছে; আমরা এই স্থানে ক্রীড়া করিয়াছি; এবং আপনারা আমাদিগের দুই জনকে প্রতিপালন করিয়াছেন। অতএব আমাদিগের কি প্রকারে ভাবান্তর হইতে পারে? আমরা আপনাদিগের গৃহে অন্ন ভক্ষণ এবং গোগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি; অতএব আপনারা সকলে আমাদিগের বান্ধব; আপনাদিগের সহিত আমাদিগের সৌহার্দ্দ্য বদ্ধ হইয়াছে।

হলধর গোপগণমধ্যে এই যথার্থ কথা কহিলে পর গোপনারী দিগের বদন পুনর্ব্বার

প্রফুল্ল হইল। অনন্তর মহাবল বলরাম প্রান্তরবর্ত্তী বনপ্রদেশে গমন করিয়া বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় দেশকালজ্ঞ গোপালগণ বিদিতাত্মা বলদেবকে বারুণী আনিয়া দিল। শ্বেত-মেঘ-প্রভ বলদেব জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া বনমধ্যে ঐ সময় মত্ততার উদ্দীপক মদ্য পান করিলেন। অনন্তর গোপালগণ তাঁহাকে উৎকৃষ্ট রমণীয় বিবিধ বন্য পুষ্প ও ফল, পবিত্র গন্ধ দ্রব্য, হৃদয়ঙ্গম ভক্ষ্য দ্রব্য, তৎক্ষণ মাত্র উত্তোলিত পদ্ম এবং বিকসিত উৎপল সকল আনিয়া দিল। বামে সুন্দর-কেশ-মণ্ডিত মস্তকে মৌলি ঈষৎ বক্র; এক কর্ণে এক সমুজ্জ্বল কুণ্ডল; পীন বক্ষঃস্থল চন্দনে চর্চ্চিত ও বিলম্বিবনমালায় বিভূষিত; তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মন্দরের উপর কৈলাস পর্ব্বত শোভা পাইতেছে। তাঁহার দেহ শুভ্রকান্তি, পরিধান নিবিড়-জলদ-সঙ্কাশ বসন ও উত্তরীয়; বোধ হইল যেন চন্দ্রমা তিমিরে আচ্ছন্ন রহিয়াছেন। তাঁহার স্কন্ধে ভুজঙ্গনির্ম্মোকাকার হল, এবং হস্তে উজ্জ্বলকান্তি গদা। মত্ততানিবন্ধন মুখমণ্ডল ঈষৎ ঘূর্ণিত হওয়াতে তিনি শিশির-কালীন রাত্রিতে নীহারাচ্ছন্ন অলস তারাপতির ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় রাম যমুনাকে কহিলেন, হে মহানদি; আমি স্নান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; হে সাগরগামিনি! এস, মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হও। সঙ্কর্ষণ মত্ত হইয়া এইরূপ কহিলেন, যমুনা স্ত্রীস্বভাবসুলভ অজ্ঞতাবশতঃ ইহা বিবেচনা করিয়া আগমন করিলেন না। তখন বলদেব মত্ততাচলিত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং কর্ষণভাগ অধোমুখ করিয়া, হস্তে লাঙ্গল ধারণ করিলেন। লাঙ্গল ভূমিতে সংলগ্ন হইবামাত্র তাহা হইতে পদ্ম মালা স্খলিত হইল, পদ্ম সকলের বীজকোষ হইতে রেণু সম্পৃক্তজল বিগলিত হইতে লাগিল। হলধর হলাগ্রভাগদ্বারা প্রতিকূলচারিণী কামিনীর ন্যায় যমুনাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। জলস্রোত আকুল হওয়াতে খাত জলশূন্য হইল; নদী ভীত হইয়া হলমার্গানুসারে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। হল যে ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল, যমুনা বলরামভয়ে ত্রস্ত হইয়া ভয়বিহ্বলা কামিনীর ন্যায়, বক্রগতিতে সেই ভাবেই আগমন করিতে লাগিলেন। তটপ্রদেশ উহাঁর নিতম্ব, বুদ্বুদ ওষ্ঠ, জলাঘাতসমুৎপন্ন মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন তটপ্রান্তপর্য্যন্ত বিরক্ত ফেনমালা মেখলা, তরঙ্গপুঞ্জ শিরোভূষণ, চক্রবাক উন্নত মুখ স্তন, বেগ সুপুষ্ট বক্র অঙ্গ, চকিত মীনগণ ভূষণ, শ্বেতহংস চক্ষু ও অপাঙ্গ, কাশকুসুম বিগলিত বস্ত্র, তীরজ শৈবাল উন্মুক্ত কেশ প্রান্তি, এবং জল স্রোত-স্খলিত গতি। যিনি যমুনাকে উন্মার্গগামিনী করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহাকে মার্গ দেখাইয়া বৃন্দাবনের মধ্য দিয়া বৃন্দাবনের বনপ্রদেশে আনয়ন করিলেন। আগমন কালে ভাসমান জল-বিহঙ্গমকুলের চীৎকাররবে বোধ হইতেছিল যেন তটিনী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন। যমুনা যখন বৃন্দাবনবনে উপনীত হইলেন, তখন সাক্ষাৎ স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া রামকে কহিলেন, রাম! প্রসন্ন হউন, আমি এই ব্যভিচার কার্য্যে ভীত হইয়াছি; আমার এই আকার ও জল বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। হে রোহিণীনন্দন! নদীর মধ্যে আপনি আমাকে অসতী করিলেন। আপনি আকর্ষণ করাতে আমি নিজপথের ব্যভিচারিণী হইয়াছি। আমি সাগরে গমন করিলে, আমার বেগগর্ব্বিতা সখীসকল আমাকে বিপথগামিনী বলিয়া ফেন হাসে উপহাস করিবে। হে কৃষ্ণাগ্রজ! হে বীর! আমি অনুনয় করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে মহাবাহো! হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমার

প্রতি নিয়ত প্রীতমনা থাকুন। আমি আপনার কর্ষণাস্ত্র দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আগমন করিয়াছি, এক্ষণে আমার প্রতি কোপ পরিহার করুন। হে হলায়ুধ! আমি তোমার চরণে নমস্কার করিতেছি। হে মহাভুজ! আমি কোথায় গমন করিব, আমাকে পথ প্রদর্শন করুন।

হলধর সাগরবধূ যমুনাকে প্রণত ও অবনত দর্শন করিয়া মদবিহ্বল বাক্যে কহিলেন, হে প্রিয়দর্শনে! হে ভীরু! আমার লাঙ্গল তোমাকে পথ প্রদর্শন করিতেছে, তুমি জলপ্রদান দ্বারা দেশ প্লাবিত করিয়া ঐ পথে গমন কর, আমি তোমাকে এই আজ্ঞা করিলাম। হে মহাভাগে! শান্ত হও, যথা সুখে গমন কর; যতদিন লোক থাকিবে, ততদিন আমার এই কীর্ত্তি ঘোষণা হইবে।

তখন যমুনাকর্ষণব্যাপার দর্শন করিয়া সমস্ত ব্রজবাসী সাধু সাধু বলিয়া রামকে প্রণাম করিলেন। রোহিণীনন্দন রামও মনে মনে চিন্তা এবং মনোমধ্যে স্থির করিয়া যমুনা ও ঐ সকল ব্রজবাসীকে পরিত্যাগ করত পুনর্ব্বার সত্বর মথুরা যাত্রা করিলেন। মথুরায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভুবনসার আবাস মধুসূদন ভবন মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন; দেখিয়া, বনমালাবিরাজিত বক্ষে পথিকবেশেই জনার্দ্দনের নিকট গমন করিলেন। গোবিন্দ লাঙ্গলধারী রামকে সত্বর আগমন করিতে দর্শন করত সহসা গাত্রোত্থান করিয়া উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিলেন; এবং রাম উপবেশন করিলে পর, তাঁহার এবং বান্ধব ও গোপগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রাম সাধুভাষী ভ্রাতা কৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! যাঁহাদিগের কুশল তোমার কামনা, তাঁহাদিগের সকলেরই কুশল।

অনন্তর বসুদেবের সম্মুখে উপবেশন করিয়া রামকৃষ্ণের পূর্ব্বতন বিষয়ে নানাবিধ বিশুদ্ধ কথোপকথন হইতে লাগিল।

—•⁂•—

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়। ১০৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই সময় কতকগুলি বার্ত্তাবহ শ্রীকৃষ্ণের লোকপালভবনসদৃশ ভবনে আগমন করিল। তাহারা অবশ্যই কোন সংবাদ লইয়া আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া প্রধান প্রধান যাদবগণ তাহাদিগকে কৃষ্ণের সভায় লইয়া যাইলেন। সভাস্থলে সমস্ত প্রধান প্রধান যাদব সমাগত হইলে পর বার্ত্তাবহ পুরুষেরা এই সংবাদ নিবেদন করিল, হে জনার্দ্দন! বিবিধ রাজার সমাগমে জানিতে পারিলাম, দাক্ষিণাত্যে বিবিধ সম্রাট ও রাজাদিগের এক মহান্ সমাগম হইবে। হে কমললোচন! নানাদেশের অধীশ্বর ভোজপুত্র রুক্মীর আহ্বানক্রমে দাক্ষিণাত্যে কুণ্ডিন দেশে সত্বর গমন করিতেছেন। রাজাদিগের নিকট স্পষ্ট শ্রবণ করিলাম, রুক্মিণী নামে রুক্মীর এক যশস্বিনী ভগিনী আছেন, তাঁহারই স্বয়ম্বর হইবে। সেই জন্য এই সকল প্রধান প্রধান রাজা সৈন্যসামন্ত ও অনুচরবর্গের সহিত তথায় যাত্রা করিতেছেন। হে যাদব! তৃতীয় দিবসে সুবর্ণভূষণভূষিত সেই ত্রৈলোক্যসুন্দরীর স্বয়ম্বর হইবে। আমরা সেই স্থানে হস্তী, অশ্ব ও রথ যানে গমনকারী সমবেত মহাত্মা শতশত রাজাকে দর্শন করিতে পাইব। সকল রাজারই সিংহ শার্দ্দূলের ন্যায় দর্প; সকলেই মত্তদ্বিরদগামী, যুদ্ধপ্রিয়, ও পরস্পর দ্বেষী; জয়ের নিমিত্ত আমন্ত্রিত হইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সকলেই তথায় সত্বর গমন করিয়াছেন। আমরাই বা কেন নিরুৎসাহ হইয়া একান্তে অবস্থিতি করিব? হে যদুনন্দন! এখন আমরাও গমন করি।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কেশবের হৃদয়ে শল্য নিহিত হইল; তিনি তৎক্ষণমাত্র যাদবগণ ও সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। যাদবগণ বলশালী, গর্ব্বিত ও যুদ্ধলালস; সকলেই দিব্যরথ যোগে দেবগণের ন্যায় বহির্গত হইলেন। মহেশ্বরসঙ্কাশ শ্রীকৃষ্ণ উদ্যত চক্র ও গদা ধারণ পূর্ব্বক সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থিতি করত শোভা পাইতে লাগিলেন; যাদবগণ কিঙ্কিণীমুখরিত রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। নিশ্চিন্তা দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন গোবিন্দ উগ্রসেনকে কহিলেন, হে অনঘ! হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও আপনি পুরীতে অবস্থিতি করুন। ক্ষত্রিয়গণ,শাস্ত্রজ্ঞ ও ছিদ্রদর্শী; কিরূপে অপমান ও দুর্দ্দশা করিতে হয়, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ জানেন। পুরীতে কেহ নাই জানিতে পারিলে, ক্ষুদ্রেরাও নগরীর ক্লেশোৎপাদন করিবে। সকল রাজাই আমাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া, জরাসন্ধের আশ্রয় লইয়া, স্বর্গে দেবগণের ন্যায়, সুখে অবস্থিতি করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,. কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণ করিয়া মহাযশা ভোজরাজ স্নেহসংযুক্ত মধুর বাক্যে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! হে যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধন! হে শত্রুনিসূদন! এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই নগরীতেই হউক, আর অন্য দেশেই হউক, আমরা তোমা বিহনে পতিহীনা রমণীর ন্যায়, সুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হই না; কিন্তু তুমি নিকটে থাকিলে, তোমার বাহুবল আশ্রয় করিয়া আমরা ইন্দ্রের সাহায্যপ্রাপ্ত নরপতিদিগকেও ভয় করি না। অতএব, হে যদুশ্রেষ্ঠ! তুমি বিজয়ার্থ যখন যে স্থানে গমন করিবে,আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া তোমার উচিত।

রাজা উগ্রসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবকীনন্দন হাসিয়া কহিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, আমি এক্ষণে নিশ্চয় তাহাই করিব।

•••:::••

চতুরধিকশততম অধ্যায়। ১০৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাসুদেব এই কথা কহিয়া রথারোহণে শীঘ্র যাত্রা করিয়া, সূর্য্য লোহিত বর্ণ হইয়াছেন, এমন সময় ভীষ্মকের রাজধানীতে উপনীত হইলেন। ক্রমে যাবদীয় নৃপতি একত্রিত, ও তাঁহাদিগের শিবিরে ধরণীতল সমাকীর্ণ হইলে পর সভাস্থল অতি বিস্তীর্ণ হইল দেখিয়া, রাজগণকে ভয় প্রদর্শন ও পুরাতন রূপ প্রকাশ করণের জন্য কেশব স্বীয় রাজসী মূর্ত্তি ধারণ ও মহাবল বিনতানন্দন গরুড়কে স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্র বিনতানন্দন জানিতে পারিয়া সুদর্শন শরীর ধারণ করত কৃষ্ণের নিকট আসিতে লাগিলেন। আগমন কালে তদীয় ঘূর্ণাবাতজনক পক্ষনিপাতে যাবদীয় লোক ন্যুব্জভাবে ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইল। সকলেই সর্পের ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কৃষ্ণ পর্ব্বতের ন্যায় অচল থাকিয়া রাজগণের ভীরুভাব অবলোকন এবং পক্ষবায়ু অনুভব করিয়া বুঝিতে পারিলেন, গরুড় আসিতেছেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, দিব্যমাল্যধারী, অমৃতাহারী, সর্পরাজনিহন্তা, স্বীয় বাহন ও লাঞ্ছন গরুড় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পক্ষপবনে ধরণী বারম্বার কম্পিত হইতেছে; ভূতলে লেলিহান ভুজঙ্গমের ন্যায় বৈষ্ণবাস্ত্র সকল বিষ্ণুর করস্পর্শ স্মরণ করিয়া অবনতমুখে অবস্থিতি করিতেছে। চরণে পাণ্ডুরবর্ণ এক বৃহৎ সর্প সংলগ্ন রহিয়াছে। শরীর ধাতুসম্পন্ন অচলের ন্যায় স্বর্ণ পক্ষে আচ্ছাদিত। জনার্দ্দন বৈত-

কুলের ভয়োৎপাদক, স্বীয় লাঞ্ছন সচিব ও যুদ্ধ সহায়, এবং নিজের দেহান্তর স্বরূপ ধৈর্য্যশালী গরুড়কে উপস্থিত দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়া যথোপযুক্ত যথাযোগ্য বাক্যে কহিলেন, হে বিনতাহৃদয়ানন্দ! হে সুষেণ! হে অরিমর্দ্দন! হে কেশবপ্রিয়! মঙ্গল ত? অদ্য আমরা কৈশিকের আলয়ে গিয়া স্বয়ম্বর প্রতীক্ষা করিব, তুমিও তথায় চল। হস্তী অশ্ব ও রথচারী শত শত মহাত্মা সেনাও তথায় একত্রিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণ উক্তপ্রকার কহিয়া গরুড় ও যদুগণের সমভিব্যাহারে মহাত্মা কৈশিকের পুরীমধ্যে গমন করিলেন। মহারথ যাদবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভরাজপুরীর মধ্যে উপস্থিত হইলে পর মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি সকল হৃষ্টান্তঃকরণে ঐ স্থানে অবস্থিতির উপক্রম করিতে লাগিলেন।

ঐকালে নীতিবিশারদ রাজা কৈশিক হৃষ্টান্তঃকরণে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং অর্ঘ ও আচমনীয় প্রদান পূর্ব্বক যথাবিধানে পূজা করত কৃষ্ণকে নিজ আলয়ে প্রবেশ করাইলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার অবস্থিতির জন্য রমণীয় গৃহ প্রস্তুত ছিল। ভূতপতি যেমন কৈলাসে, কৃষ্ণ তেমনি স্বীয় দলবলের সহিত ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন; এবং তথায় বিবিধ ভক্ষ্যসামগ্রী ও রত্নে তুষ্ট হইয়া পরমসুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়। ১০৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গরুড়সহায় শ্রীকৃষ্ণ তথায় আগমন করিলেন দর্শন করিয়া সমবেত রাজগণ সকলেই নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন; অনন্তর মন্ত্রণানিপুণ নীতিশাস্ত্রসুপণ্ডিত মহাবলপরাক্রান্ত ঐ সকল মহীপতি, অমরবৃন্দ যেমন দেবসভায় গমন করেন, তেমনি মহামতি ভীষ্মকের সুবর্ণ সমুজ্জ্বাসিত সভামধ্যে গমন করিলেন। সভাস্থলে সকলে নানাবর্ণ আস্তরণসমাকীর্ণ চিত্তরঞ্জন সিংহাসনে উপবেশন করিলে পর, মহাবল জরাসন্ধ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! হে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ভীষ্মক! আমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে যে কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণ নামে এই যে প্রসিদ্ধ বলবান্ বসুদেবতনয় কন্যাপ্রাপ্তি বাসনায় গরুড় ও মহারথ যাদবগণের সমভিব্যাহারে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন ইনি যে কন্যালাভ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। এবিষয়ে যাহা যুক্তিযুক্ত হিত ও বিধেয়, এক্ষণে বলাবল বিবেচনা করিয়া তাহা স্থির করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে। পূর্ব্বে গোমন্ত সময়ে গরুড় ইহাঁর সহায় ছিল না; তথাপি দুই ভ্রাতা পদাতিবেশেই যে অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করিয়াছেন, তাহা আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন। সম্প্রতি মহারথ যাদব বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধকগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে যে কি ভীষণ যুদ্ধ ঘটিবে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। কৃষ্ণ কন্যালাভার্থ সচেষ্ট হইয়া গরুড় বাহনে অধিরূঢ় হইলে কে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিবে? দেবগণ সমভিব্যাহারে স্বয়ং দেবরাজও অবস্থিতি করিতে পারিবেন না। শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে মহাপ্রলয় সময়ে পৃথিবী পাতাল তলে নিমগ্ন হইলে পর, জগতের আদিকারণ প্রভাবশালী বিষ্ণু বরাহবিগ্রহ ধারণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই বরাহ মূর্ত্তিতেই দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে সংহার করিয়াছিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত বিখ্যাত হিরণ্যকশিপু; কি দেবতা, কি দানব, কি ঋষি, কি গন্ধর্ব্ব, কি

যক্ষ, কি কিন্নর, কি রাক্ষস, কি নাগ, কি আকাশ, কি মেদিনী, কি রোদসী, কি দিবা, কি রাত্রি, কি শুষ্ক, কি আর্দ্র, কিছুতেই যাহার মৃত্যু ছিল না, বিষ্ণুই নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে নাশ করিয়াছিলেন। দানবগণমধ্যে সর্ব্ব প্রধান ও শ্রেষ্ঠ বলী অদিতিগর্ভসম্ভূত কশ্যপাত্মজ বলিকেও বমন রূপ ধারণ পূর্ব্বক সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া পাতালে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাবীর্য্য-সম্পন্ন কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন সহস্র বাহুসম্পন্ন এবং দত্তাত্রেয়ের বরে গর্ব্বিত ও সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। বিষ্ণু ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে রেণুকাগর্ভসম্ভূত জমদগ্নিতনয় শস্ত্রভৃৎশ্রেষ্ঠ রামরূপে বজ্রপ্রতিম পরশুদ্বারা তাঁহাকে সংহার এবং ছল করিয়া পরশুরামকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথের তনয় রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিলোকবিজয়ী বীর রাবণকে নিপাত করিয়াছিলেন। আদ্য যুগে বীর্য্যবান্ বিষ্ণু তারকযুদ্ধে অষ্টভুজ প্রকাশ করত গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে বরলাভদর্পিত দানবদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। দেবগণের ভয়োৎপাদক দৈত্যেন্দ্র কালনেমিকে সূর্য্যসঙ্কাশ চক্রদ্বারা যুদ্ধে নিপাত করিয়াছিলেন। ইনিও বাল্যাবস্থায় বনমধ্যে বনচর মহাবলপরাক্রান্ত প্রলম্ব, অরিষ্ট, ধেনুক প্রভৃতি অনেক অসুরকে সংহার করিয়াছেন। দেবকীনন্দন কেশব গোপভাবে ক্রীড়া করত শকুনি, কেশী, যমল, অর্জ্জুন, কুবলয়াপীড় নাগ, চাণূর, মুষ্টিক এবং বলিশ্রেষ্ঠ কংসকে সগণে নিপাত করিয়াছেন। তত্তৎ স্থলে প্রভাবশালী বিষ্ণু মায়া যোগে উক্ত প্রকার বিবিধ ছদ্ম রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব, আমি তোমাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া বলিতেছি, আমার বোধ হয় এই কেশব সেই দেবগণের আদি, অসুর কুলের অন্তক, নারায়ণ, জগৎ কারণ, পুরাণ, পুরুষ, সত্যস্বরূপ, প্রাণীমাত্রের স্রষ্টা, ব্যক্ত, অব্যক্ত, সনাতন, সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, সর্ব্বলোকনমস্কৃত, অনাদি, অমধ্য, অনন্ত, ক্ষয়, অক্ষয়, অব্যয়, স্বয়ম্ভু, অজ, শিব, চরাচরের অজেয়, ত্রিবিক্রম, ত্রিলোকেশ্বর, দেবশত্রুনিহন্তা বিষ্ণু। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বিষ্ণুই মথুরায় চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের বিশাল কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গরুড় অন্য ব্যক্তির বাহন হইবে কেন? জনার্দ্দন কন্যা লাভার্থ বিশেষ রূপ চেষ্টিত হইলে, আজ কোন্ বলবান্ পুরুষ গরুড়ের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবেন? স্বয়ম্বরের জন্য, ইনি স্বয়ং বিষ্ণু এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; কথিত আছে, বিষ্ণুর আগমনে মহা বিপদ। ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য, আপনারা তাহার অনুষ্ঠান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মগধাধিপতি জরাসন্ধ উক্তপ্রকার কহিলে পর মহাপ্রভ সুনীথ ১ কহিলেন, মহা যুদ্ধে রাজগণের সমক্ষে যাহা ঘটিয়াছিল, রাজা মগধাধিপতি তদ্বিষয়ে যাহা কহিলেন, সমস্তই সত্য। গোমন্ত পর্ব্বতে রামকৃষ্ণ কর্তৃক অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। চক্র ও লাঙ্গলের অগ্নিতে গজাশ্বসঙ্কুল, এবং অসংখ্য পদাতিক ও রথপরিগণিত সেনা নিঃশেষে দগ্ধ হইয়াছিল। সেই জন্যই মগধরাজ সৈন্যের সুদারুণ অবস্থা স্মরণ করত ভাবি ঘটনা আশঙ্কা করিয়া এই প্রকার কহিয়াছেন। উক্ত যুদ্ধে রাম কেশব পাদচারে যুদ্ধ করিয়া নিদারুণ আঘাতে সৈন্যক্ষয় করিয়াছিলেন। হে রাজগণ! আপনারা দেখিতে পাইয়াছেন, গরুড়ের আগমন কালে, পক্ষপবনে চালিত হইয়া খেচরগণ ভ্রামিত হইয়াছে। সমুদ্র সকল ক্ষুভিত হইয়াছে; পর্ব্বত ও পৃথিবী

১ শিশুপাল

বারম্বার কম্পিত হইয়াছে। আমরা সকলেও, কি উৎপাত হইল ভাবিয়া হতবুদ্ধি হইয়া ভীত হইয়াছি। কেশব যখন বর্ম্ম পরিধান করত গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিবেন, তখন আমাদিগের ন্যায় কোন ব্যক্তি রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? স্বয়ম্বরে রাজাদিগের অতি মহান্ আনন্দ জন্মিয়া থাকে। আদিম কালীন রাজগণ যশ ও ধর্ম্মের জন্য এই অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। রাজগণ এই কুণ্ডিনগরে সমবেত হইয়াছেন; এক্ষণে যদি রাজনন্দিনী ইঁহাদিগের কাহাকেও বরণ করেন, তাহা হইলে, দেখিতেছি, মহাপুরুষের সহিত নিশ্চয়ই ইঁহাদিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধ ঘটিবে। কৃষ্ণের বাহুবল কোন্ রাজা সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন? প্রথিত আছে, স্বয়ম্বর মহোৎসবের দোষই এই। কৃষ্ণ এবং আমরা, উভয়ই সেই কন্যার জন্য আগমন করিয়াছি। মগধপতি যথার্থ কথাই কহিয়াছেন। এক কন্যার জন্য কৃষ্ণের এবং আমাদিগের আগমন করা নিতান্ত অন্যায় কার্য্যই হইয়াছে।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়। ১০৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা সুনীথ এইরূপ কহিলে পর, করুষাধিপতি বীর দন্তবক্র কহিলেন, হে রাজগণ! মগধাধিপতি ও সুনীথ যে কথা কহিলেন, আমি বিবেচনা করি, তাহা যুক্তিসঙ্গত ও আমাদিগের পক্ষে হিতকর। বিদ্বেষ, অহমিকা; বা নিজ জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই অমৃততুল্য বাক্যের নিন্দা করিতে চাহি না। কোন ব্যক্তি সাগরের ন্যায় অগাধ, নীতি-শাস্ত্রার্থ পরিপূর্ণ এরূপ বাক্য সর্ব্বাঙ্গীনভাবে রাজসভামধ্যে বলিতে সমর্থ হয়? তথাপি আপনাদিগের এই বাক্য স্মরণ থাকিবে, এই জন্য আমি যাহা কিছু বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে রাজগণ! বাসুদেব আগমন করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? যেমন আমরা সকলে আসিয়াছি, কৃষ্ণও তেমনি আসিয়াছে; এ বিষয়ে দোষই বা কি, আর গুণই বা কি; কন্যার জন্যই আমরা আগমন করিয়াছি। আমরা যে একত্রিত হইয়া গোমন্ত অবরোধ করিয়াছিলাম, সে যুদ্ধসূত্রে; তাহাতেই বা আপনারা দোষ ভাবিতেছেন কেন? কংস ভ্রমবশতঃ নারদের বচনানুসারে সংহারবাসনায় বৃন্দাবনতটবাসী বনচারী বীর রাম কৃষ্ণকে আনাইয়া হস্তিপ্রয়োগ করিয়া উত্তেজিত করিয়াছিলেন; হস্তী ইহাদিগের কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল। তাহার পর ইহারা স্ব স্ব বীর্য্য অবলম্বন করত হতচেতনের ন্যায় উপবিষ্ট মথুরাধিপতিকে রঙ্গস্থলে সংহার করে। যে ব্যক্তি কংসকে সংহার করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ আমাদিগের সহিত শত্রুতা সংস্থাপন করিয়াছে, আমরা তাহাকে শাস্তিদিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, ইহাতে দোষ কি? রাম কৃষ্ণ অধিকতর সেনাবল নিরীক্ষণ করত ভীত হইয়া নগরী, ও সেনা পরিত্যাগ করিয়া উভয়ে গোমন্ত পর্ব্বতে গমন করিয়াছিল; আমরাও তাহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ সজ্জায় তথায় গমন করিয়াছিলাম। তাহারা বালক; যুদ্ধ রথও তাহাদিগের ছিল না; কিন্তু আমাদিগের রথ, অশ্ব, পদাতি, নাগ, সমস্তই ছিল; এই জন্যই তাহারা আমাদিগের সহিত রণ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হয় নাই, এই জন্য ক্ষত্র নীতি অনুসারে, আমরা পর্ব্বত অবরোধ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলাম। এই দুর্ব্বিনীত তাপসদ্বয় যদি দাবাগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিত, তাহা হইলে বুঝিতাম সেউভয়ের মধ্যে প্রধান দুর্ব্বিনীত এই [illegible]

হইল। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, তখন এক্ষণে যদি আমরা প্রতিযুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হই, তাহা হইলে জনার্দ্দনের নিকট আমাদিগকেই দোষী হইতে হয়; সুতরাং যে যে স্থানে গমন করিব, সেই সেই স্থানেই বিরোধ উপস্থিত হইবে। অতএব হে রাজগণ! চেষ্টা করা যাউক্ যাহাতে কৃষ্ণের সহিত আমাদিগের সদ্ভাব স্থাপন হয়। কৃষ্ণ কলহ করিবার জন্য এই কুণ্ডিনপুরে আগমন করেন নাই, কন্যা লাভার্থই আগমন করিয়াছেন; যুদ্ধ কাহার সঙ্গে করিবেন? বিশেষতঃ এই মর্ত্ত্যলোকে কৃষ্ণ এক জন সামান্য ব্যক্তি নহেন; পুরুষ প্রধান। দেবলোকেও ইনি দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু; ইনি দেবগণেরও কর্ত্তা; যাবদীয় লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহার বুদ্ধিও জড় নহে; ঈর্ষ্যা বা মাৎসর্য্যও ইঁহার নাই। ইনি যুক্তিবধির, বা ক্ষীণবল, বা নহেন; কাতরও নহেন প্রত্যুত প্রণত ব্যক্তির ক্লেশ দূর করিয়া থাকেন। ইনি দেবতার দেবতা প্রভু বিষ্ণু, নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিবার উদ্দেশে গরুড়ারোহণে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। শত্রু বিনাশ করিতে হইলে কৃষ্ণ সেনা সহায়ে গমন করেন না; অতএব যখন হরি প্রধান প্রধান যাদব, ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছেন, তখন জানিবেন যে তাঁহার এবার কার যাত্রা [illegible] সংস্থাপনের জন্য। হে রাজগণ! চলুন, আমরা সকলে মিলিয়া জনার্দ্দনকে অর্ঘ্য আচমনীয় নিবেদন পূর্ব্বক আতিথ্য করি। এই রূপে সদ্ভাব করিয়া যদি আমরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হই, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় ও নির্ভয় হইয়া সুখে বাস করিতে পারিব।

শ্রীমান্ দন্তবক্রের উক্তপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ শাল্ব সমবেত রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কি, কৃষ্ণের ভয়ে আমরা সকলে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিব! কৃষ্ণের ভয়ে কম্পিত হইয়া আমরা তাহার সহিত সন্ধি করিব! নিজ বলের নিন্দা করিয়া পরের স্তুতিবাদ করিবার প্রয়োজন কি? রাজাদিগের এবং যাহারা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহাদিগের এ ধর্ম্ম নহে। যাঁহারা মহৎ মহৎ রাজবংশের বংশধর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এ প্রকার কাপুরুষের ন্যায় বুদ্ধি কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারে! আমিও জানি কৃষ্ণ সমস্ত প্রধান্ প্রধান দেবতার প্রভু পরম গতি নারায়ণ। বৈকুণ্ঠ, লোকে অজেয়, চরাচর গুরু, সংসারভয়হারী, আদিদেব, সনাতন বিষ্ণু কংস রাজকে সংহার, ভূভার হরণ, আমাদিগের নাশ, এবং লোকরক্ষা করিবার নিমিত্ত দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিষ্ণু অংশাবতারে যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা আমি জানি। হে রাজগণ! আমরা যে বিষ্ণুর সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া অবশেষে চক্রানলে দগ্ধ হইয়া যমালয়ে গমন করিব। তাহাও জানি। কালে যে আয়ুঃক্ষয় হয়, অকালে কেহ মরে না; কাল পূর্ণ হইলেও কেহ জীবিত থাকে না, এইস্থির সিদ্ধান্ত বুঝিয়া কাহাকেও ভয় করা উচিত নহে। যোগবিৎ বিষ্ণুই তপঃক্ষয় দর্শন করিয়া যথাকালে প্রধান প্রধান দানবদিগকে সংহার করিবেন। দেবদেব অবধ্য মহাবল বিরোচননন্দন বলিকে বন্ধন করিয়া পাতালতলে বাস করাইয়াছেন। হে রাজগণ! বিষ্ণুর এই রূপই অনেক কার্য্য। অতএব যুদ্ধ চিন্তা করা আপনাদিগের উচিত হয় না। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিবার উদ্দেশে এখানে আগমন করেন নাই। কন্যা যাঁহাকে বরণ করিবেন, তাঁহারই হইবেন, এ বিষয়ে যুদ্ধের সম্ভাবনা কি? প্রত্যুত রাজাদিগের পরস্পর সদ্ভাব থাকারই নিশ্চয় সম্ভাবনা।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বুদ্ধিশালী রাজগণ উক্তপ্রকার কহিতে আরম্ভ করিলে, রাজা ভীষ্মক পুত্রের ভয়ে কিছুই বলিতে পারিলেন না; রুক্মী মহাবীর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত, পরশুরাম প্রদত্ত অস্ত্রবলে রক্ষিত, এবং রণে প্রচণ্ড ও অতিরথ, মনোমধ্যে এই সমস্ত চিন্তা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। পুত্র সতত বলদর্পিত কৃষ্ণের প্রভাব সহ্য করিতে পারে না; নিত্য অভিমানী; কাহাকেও, রণে ভয় করেন না। কৃষ্ণ ভুজবল প্রকাশ করিয়া নিশ্চয়ই কন্যা হরণ করিবেন; তাহা হইলেই তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। আমার পুত্র দ্বেষী এবং অভিমানী; তাহার জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা কি? কৃষ্ণের হস্তে যে তাহার জীবন রক্ষা হয়, আমি এরূপ দেখি না। কন্যার জন্য কিপ্রকারে পিতৃগণের আশা স্থল জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কেশবের সহিত যুদ্ধ করিতে দিব; কৃষ্ণ বর হন, রুক্মীর এরূপ ইচ্ছা নহে; সে অজ্ঞানতা নিবন্ধন গর্ব্বে উন্মত্ত; যুদ্ধেও পরাঙ্মুখ নহে; দেখিতেছি, অগ্নিতে তৃণরাশির ন্যায়, নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ হইবে। বলবান্ অপূর্ব্ব যোদ্ধা কেশব ক্ষণমাত্রে করবীরেশ্বর বীর শৃগালকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন। বলিশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ কেশব বৃন্দাবনে অবস্থিতি কালে এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া এক সপ্তাহ ধারণ করিয়াছিলেন, এই দুষ্কর কার্য্য স্মরণ করিয়া আমার বুদ্ধি নিতান্ত অবসন্ন হইতেছে। শচীপতি ইন্দ্র দেবগণের সহিত স্বয়ং আগমন করিয়া কৃষ্ণকে অভিষেক করত কহিয়াছিলেন, তুমি উপেন্দ্র। বাসুদেব যমুনাহ্রদে বিষাগ্নিজ্বলিত ভয়ানক কালান্তক যমতুল্য নাগ কালিয়ের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন। দেবতাদিগেরও দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর্য্য হয়রূপী দানব কেশীকে সংহার করিয়াছিলেন। পঞ্চজনকে নিহত করিয়া সাগর সলিলে চিরনষ্ট সান্দিপনি-পুত্রকে যমালয় হইতে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন। রাম কৃষ্ণ উভয়ে গোমন্ত পর্ব্বতে গজাশ্ব-রথ সঙ্কুল সংগ্রামে বহুজনের সঙ্গে ঘোর সংগ্রাম করিয়া গজ দ্বারা গজসমূহ, রথ দ্বারা রথযোদ্ধা, অশ্বযোদ্ধা দ্বারা সাদী, এবং পদ দ্বারা পদাতি সংহার করিয়াছিলেন। কি দেবতা, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি নাগ, কি দৈত্য, কি পিশাচ, কি গুহ্যক, কেহই কখন তাবৎ সংখ্যক গজ অশ্ব, ও রথ নাশ করেন নাই; সেই সংগ্রাম স্মরণ করিয়া আমার মন নিতান্ত অবসন্ন হইতেছে। পৃথিবীতে দেবোত্তম বাসুদেব ভিন্ন তৎপূর্ব্বে অন্য মর্ত্ত্যকে কোথাও শুনি নাই, দেখিও নাই। মহাবাহু বক্রবক্র যথার্থ ই কহিয়াছেন, মহাবীর্য্য বাসুদেবকে সান্ত্বনা করিয়া যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা ভীষ্মক মনোমধ্যে উক্তপ্রকার চিন্তা ও বলাবল পর্য্যালোচনা করিয়া অচ্যুতের তুষ্টি সম্পাদনার্থ গমন করিলেন। অনেক নীতিজ্ঞ ভূপতি মনোমধ্যে তাঁহার উদ্দেশ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে সূত, মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতিবাদ শব্দে প্রবোধিত হইয়া নৃপতিগণ আহ্নিক ক্রিয়া সমাপনানন্তর নিজ নিজ বিশ্রাম গৃহে উপপবিষ্ট হইলেন। রাজন্! রাজগণ ইতি পূর্ব্বে যে সকল অনুচরকে বিদর্ভ নগরী মধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা এই অবসরে প্রত্যাগমন করিয়া গোপনে স্ব স্ব প্রয়োক্তা নৃপতিকে বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। কৃষ্ণের অভিষেক করা হইয়াছে শ্রবণ করিয়া কতক গুলিন রাজা আনন্দিত, আর কতকগুলিন দুঃখিত ও ভীত হইলেন। কতকগুলিন বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন। নর-নাগ-ও-অশ্বসঙ্কুলা সেনা, অভিষেক কার্য্যসংবাদে মহার্ণবের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া, তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল। রাজ-

শ্রেষ্ঠ ভীষ্মক রাজাদিগের বিভক্তভাব দর্শন, এবং তিনি নিজেই এই অতর্কিত ব্যতিক্রম ঘটাইয়া ছিলেন, মনোমধ্যে ইহা চিন্তা করিয়া নৃপতিদিগকে বুঝাইবার জন্য অতি ব্যাকুলিত চিত্তে তাঁহাদিগের সভায় গমন করিলেন। এই অবসরেই দূতগণ কৈশিকের লিপি মস্তকে বহন করিয়া সাগরসদৃশ নৃপতি-সমাজে প্রবেশ করিল।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়। ১০৭।

জনমেজয় কহিলেন, কৃষ্ণ দেবতাদিগেরও অজেয় মহাবীর্য্য কংসকে সংহার করিয়া নিজে অভিষিক্ত, ও রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন না। তিনি কন্যালাভার্থ আগমন করিলেন, কিন্তু তথায় সৎকার পাইলেন না; যথেষ্ট অপমানিত হইয়াও সহ্য করিলেন; বিনতার নন্দন মহাবলপরাক্রান্ত, তিনিও বা কি মুখাপেক্ষী হইয়া ক্ষমা করিলেন; ভগবন্! এই সকলের কারণ আমাকে বলুন; এই; বিষয়ে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ গরুড়সমভিব্যাহারে বিদর্ভনগরীতে উপস্থিত হইলে পর কৈশিক কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমরা আশ্চর্য্যের আশ্চর্য্য দর্শন করিলাম, নিশ্চয় আমাদিগের পাপ ক্ষয় হইবে। আমরা প্রকৃত রূপে কৃষ্ণের বিশুদ্ধভাব দর্শন করিলাম। পদ্মনয়ন দেবদেব জনার্দ্দন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বরপাত্র ত্রিভুবনে আর কে আছেন? হে রাজন্! উপযুক্ত পাত্র পাইয়া তাঁহাতে যথোচিত সৎকার না করিলে কর্ম্মহানি ঘটে; কিন্তু আমরা এরূপ কি সৎকার করিব, যাহা কৃষ্ণের উপযুক্ত হইবে।

ক্রথ ও কৈশিক ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর এইরূপ চিন্তা করিয়া, নিজরাজ্য সম্প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়া কেশবের নিকট গমন করিলেন; এবং সমীপে উপস্থিত হইয়া বিদর্ভ নগরের পতি মহাত্মা বীরদ্বয় মস্তক অবনমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন, দেব! আপনি গৃহে আগমন করাতে অদ্য আমাদিগের দুই জনের জন্ম সফল ও যশবিস্তৃত হইল। অদ্য আমাদিগের পিতৃকুল পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। চামর, ব্যজন, ছত্র, ধ্বজ, সিংহাসন, সেনা, সমৃদ্ধ-কোষাগার সম্পন্ন নগরী, এবং আমরা দুই জন, সকলই আপনার। হে মহাবাহো! ইন্দ্র আপনাকে উপেন্দ্র নাম দিয়া অভিষেক করিয়াছেন; প্রভো! আজি আমরা দুই জনে আপনাকে এই রাজ্যে অভিষেক করিলাম। আমরা যে কার্য্য করিলাম, বহু রাজা বা স্বয়ং জরাসন্ধ ইহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। মহাদ্যুতি মগধাধিপতি রাজা জরাসন্ধ আপনার শত্রু। রাজাদিগের অভয়প্রদাতা জরাসন্ধ কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া থাকেন, "দেবকীতনয় কখন সিংহাসনে উপবেশন করে নাই; ইহার রাজধানীও নাই; তখন এই রাজ সমাজে কি প্রকারে উপবেশন করিতে পাইবে? কৃষ্ণ সুমহাবীর্য্যশালী, মহাদ্যুতি ও অভিমানী, সুতরাং সে যে কন্যালাভার্থ স্বয়ম্বরস্থলে আগমন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু পার্থিবগণ নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিলে দেখা যাউক সে নীচ আসনে উপবেশ করে কি না" রাজা ভীষ্মক এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করত চিন্তা করিয়া, যাহাতে বিগ্রহ না ঘটে, তজ্জন্য আমাদিগের সহিত পরামর্শ করণান্তর আপনার বিশ্রামের জন্য এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইছেন। আপনি দেবতাদিগেরও দেবতা এবং ত্রিলোকের নমস্য; এই মর্ত্তলোকে মানুষের উপর রাজত্ব করুন; রাজসভামধ্যে আসনের জন্য কষ্ট উপস্থিত না হয়। এইজন্য বিদর্ভনগরের রাজা হইয়া, আপনি রাজেন্দ্র

হউন। হে মহাত্মন্‌! কল্য প্রাতে বিশদ আসনে উপবেশন করিবেন, অদ্য বিধানানুসারে অনুষ্ঠান করত নিজেই নিজের অধিবাস করিয়া থাকুন। দেবরাজের আদেশ অনুসারে রাজগণ যাহাতে এখানে আগমন করেন, আমরা তাহা করিব।

বীর ক্রথ ও কৈশিক এই কথা কহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবশ্রেষ্ঠ কেশবকে নমস্কার করিয়া, দেবরাজ দূতমুখে যে আজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছিলেন, নৃপগণসমাকীর্ণ রঙ্গস্থলে তাহা প্রেরণ করিলেন। সুমহাতেজা কৈশিক বক্ষ্যমাণ প্রকারে লিখিয়া পাঠাইলেন; হে রাজগণ! আপনারা অবগত হইয়াছেন, যে হরি গরুড়ের সমভিব্যাহারে অতিথিভাবে বিদর্ভনগরীতে আগমন করিয়াছেন। বাসুদেব পৌত্র, এই ভাবিয়া রাজা ক্রথ ধর্ম্মবুদ্ধি পূর্ব্বক বাসুদেবকে নিজ রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। "এই আসনে উপবেশন করুন," আমার ভ্রাতা এই কথা বলিবামাত্র কোন এক অশরীরী ব্যোমচারী কহিলেন, "রাজন্‌! আপনি যে আসনে উপবেশন করিয়াছেন, তাহা দান করা উচিত হইতেছে না; এই ইহাঁর আসন; দেবরাজ এই সিংহচিহ্ন-সমন্বিত রত্নময় বিশ্বকর্ম্মবিরচিত আসন প্রেরণ করিয়াছেন। চরাচরনমস্কৃত দেবশ্রেষ্ঠকে এই আসনে উপবেশন করাইয়া বহুপার্থিবগণে একত্রিত হইয়া ইহাঁকে রাজেশ্বররূপে অভিষেক করুন। কন্যালাভার্থ যে সকল নরপতি এই কুণ্ডিননগরে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ অভিষেক উৎসবের উপস্থিত না হন, তাহা হইলে তিনি এই কেশবের বধ্য হইবেন। অষ্টনিধির অংশ সম্ভূত কাঞ্চনরত্নখচিত দিব্যাভরণবিরচিত মহাত্মা কুবেরের এই অষ্ট কলশও নূলগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজেন্দ্রের অভিষেকার্থ আনীত হইতেছে। হে নরাধিপ! আমি দেবরাজের আজ্ঞা এই ব্যক্ত করিলাম। তিনি ও আদেশ করিয়াছেন। লিপিদ্বারা সমস্ত রাজাকে আহ্বান করিয়া কেশবকে অভিষেক কর।"

দেবদূত এই কথা কহিয়া সুস্থ হইয়া কৃষ্ণকে বাসস, গন্ধমাল্যপ্রভৃতি আসনদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এই জন্য আমি সমবেত আপনাদিগকে ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমেই আজ্ঞা করিতেছি। দেবরাজ নিজে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অনিবার্য্য ও সম্ভ্রমজনক। আকাশ হইতে অষ্ট কলস স্বয়ং কেশবকে অভিষেক করিবে; ধরাতলে দুর্ল্লভ এই অদ্ভুত ব্যাপার আপনাদিগের দর্শন করা কর্ত্তব্য। এই আশ্চর্য্য দর্শন করিলে, নিশ্চয়ই আমাদিগের পাপক্ষয় হইবে। দেবদেব বিষ্ণুর স্নান দর্শনেও দুরিত ধ্বংস হইবে। হে রাজশ্রেষ্ঠগণ! আগমন করুন; ভয় করা আপনাদিগের উপযুক্ত হইতেছে না; আপনাদিগের জন্যই আমরা জনার্দ্দনের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিয়াছি। হরি কোন রাজারই শত্রুতাচরণ করেন না। আমরা প্রকৃতরূপে কৃষ্ণের বিশুদ্ধ ভাব দর্শন করিয়াছি। বিশেষতঃ ইহাঁর মনোমধ্যে জরাসন্ধের প্রতি বৈরিতা আছে, এরূপ বোধ হয় না। এক্ষণে আপনারা এ বিষয়ে সমুচিত কার্য্য অবধারণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজগণ উক্তপ্রকার আজ্ঞা মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া ভীত হইয়াছেন, এমন সময় উহাঁরা সকলেই শুনিতে পাইলেন, দেবরাজের আজ্ঞাক্রমে অশরীরী ব্যোমচারী, স্বরে গগনমণ্ডল পূর্ণ করিয়া, মেঘগম্ভীর বাক্যে পুনর্ব্বার কহিলেন।

চিত্রাঙ্গদ কহিলেন, আপনরা রাজা ত্রৈলোক্যাধিপতি ইন্দ্র প্রজাপালনের উদ্দেশে আপনাদের হিতকামনা করিয়া আজ্ঞা করিতেছেন, "কৃষ্ণের শত্রুতা করিয়া বাস করা আপনাদি-

গের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার সহিত সখ্য করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে বসতি করুন। কৃষ্ণ প্রণত জনের পীড়াপহারী, কিন্তু বিপক্ষসেনার অন্তকারী অনল; ইহাঁর সহিত সম্প্রীতি করিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে বাস করুন। রাজা মানুষের দেবতা; অমরগণ রাজার দেবতা; ইন্দ্র অমরগণের দেবতা; জনার্দ্দন ইন্দ্রেরও দেবতা। কেশব দেবতার দেবতা প্রভু বিষ্ণু, মানুষরূপে মর্ত্ত্যলোকে জন্মলাভ করিয়াছেন। দেব দানব প্রভৃতি সর্ব্বলোকেরই ইনি অজেয়; স্বয়ং শূলপাণি এবং কার্ত্তিকের একত্রিত হইয়াও ইহাঁকে জয় করিতে পারেন না। আপনারা দেবগণের সহিত মহাত্মা দেবদেব বাসুদেবের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন, ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর আপনারা কি বাঞ্ছা করেন? রাজেন্দ্রের অভিষেকার্থ দেবতাদিগের অধিকার নাই, সেই জন্য আমি স্বয়ং সর্ব্বলোক নমস্কৃত বাসুদেবকে অভিষেক করিলাম না। রাজগণই রাজচক্রবর্ত্তীকে অভিষেক করিতে পারেন।”

অতএব হে নৃপশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা বিদর্ভপুরীতে গমন করিয়া ক্রথকৈশিকের সহিত একত্রিত হইয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে কেশবকে অভিষেক করুন। প্রীতিসংস্থাপনের এই যথোপযুক্ত কাল সমুপস্থিত হইয়াছে, ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেবরাজ আপনাদিগকে জানাইবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণকে রাজেন্দ্রপদে অভিষেক করা হইবে ইহা বিদর্ভপুরে স্বয়ং কৃষ্ণকে ও ক্রথকৈশিককে জানান হইয়াছে। হে নৃপশার্দ্দূলগণ! আপনারা ক্রথকৈশিকের সমভিব্যাহারে মহামহোৎসব করিয়া অভিষেক কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক স্ব স্ব দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া আনন্দিত মনে স্বয়ম্বর স্থলে আগমন করুন। রঙ্গস্থল একবারে শূন্য না হয়, এই জন্য মহারথ জরাসন্ধ, সুনীথ, রুক্মী, ও সৌভপতি শাল্ব, এই চারি রাজশ্রেষ্ঠ এই স্থানে অবস্থিতি করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবদূত চিত্রাঙ্গদের মুখে দেবরাজের উক্ত প্রকার আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সমুদায় রাজাই গমনে সম্মত হইলেন, এবং ধীমান জরাসন্ধ অনুমতি প্রদান করিলে পর ভীষ্মককে অগ্রে করিয়া স্ব স্ব সেনা সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। মহাবাহু ভীষ্মক নিজ সেনায় পরিবৃত হইয়া রাজগণের সমভিব্যাহারে উৎকণ্ঠিত চিত্তে মহাবাহু কেশবের গৃহোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন, অভিষেক কার্য্যার্থ তথায় সমাগতা পতাকাধ্বজমালিনী শুভ্রা মনোহারিণী দেবসভা প্রকাশ পাইতেছে। সভা দিব্য রত্নরাজির প্রভায় সমাকীর্ণ ও দিব্য ধ্বজে সমাকুল; তাহাতে অসংখ্য দিব্যাম্বরের পতাকা; বিবিধ দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্যদাম সভাকে বিভূষিত দিব্য গন্ধদ্রব্য সকল চতুর্দ্দিক্ আমোদিত, এবং অসংখ্য সুন্দর বিমান সর্ব্বত্র ব্যাপিত করিয়াছে। ইতস্ততঃ অপ্সরোগণ নৃত্য, এবং গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মুনিগণ কেশবের গুণগান করিতেছেন। মুনি, সিদ্ধ ও পরমর্ষিসকল আকাশমার্গে অবস্থিতি করিয়া স্তুতিবাদ করিতেছেন। স্বর্গে দেবদুন্দুভি সকল আপনাআপনি বাদিত হইতেছে। আকাশচারী দেবগণ আকাশ হইতে পঞ্চবিধ গন্ধচূর্ণ নিক্ষেপ করিতেছেন। স্বয়ং দেবরাজ বিমানে আরোহণ করিয়া দেবগণের সহিত দৃষ্টিগোচর হইয়া নভোমার্গে অবস্থিতি করিতেছেন। অষ্ট লোকপাল নিজ নিজ অধিকারে অবস্থিতি করিয়া কখন নৃত্য, কখন গান, কখন বা স্তুতিবাদ করিতেছেন।

রাজগণ সেই অদ্ভুত কলরব শ্রবণ করিয়া বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে সভামধ্যে প্রবেশ করি-

লেন। তখন রাজা কৈশিক প্রত্যুদ্গমন করত বিধানানুসারে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে সভাস্থলে আনয়ন করিলেন। নৃপতিগণ আগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ প্রদত্ত হইলে পর সর্ব্বমঙ্গল নিদান শ্রীমান বাসুদেব নিজ আবাস হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর মেঘ হইতে যেমন জলধারা বিগলিত হয়, বিমান স্থিত আম্রপল্লবসংযুক্ত চেলকণ্ঠ অষ্ট কলস হইতে তেমনি কৃষ্ণের মস্তকে জলধারা পতিত হইতে লাগিল। কৈশিক শাস্ত্রানুসারে কাঞ্চন-রত্ন-পুষ্প ও চূর্ণ-দ্রব্যমিশ্রিত জলে অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। এইরূপে অভিষিক্ত হইয়া কেশব দিব্য অলঙ্কার, দিব্য বস্ত্র, ও দিব্য অনুলেপনে বিভূষিত হইয়া রাজসভামধ্যে আগমন পূর্ব্বক স্বকীয় আসনে উপবেশন করিলেন, যাদব ও বিদর্ভবাসী ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। কামরূপী বলবান্ গরুড় নররূপ ধারণ করিয়া তাঁহার দক্ষিণ এবং ক্রথ, কৈশিক, সাত্যকিপ্রভৃতি মহারথ বৃষ্ণিও অন্ধকগণ তাঁহার বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। কেশব সূর্য্যসঙ্কাশ দিব্যাস্তরণমণ্ডিত দিব্য আসনে উক্তরূপে উপবিষ্ট হইলে পর, দেবগণ যেমন দেবেন্দ্রকে, রাজগণ তেমনি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন।

পরে নিখিল শাস্ত্রপারদর্শী বক্তৃশ্রেষ্ঠ কৈশিক কেশবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেব! নৃপতিবর্গ অজ্ঞানবশতঃ সামান্য মানুষবোধে আপনার নিকট দোষী হইয়াছেন, আপনি কৃপা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

কৃষ্ণ কহিলেন, কৈশিক! বিদ্বেষ এক দিনের জন্যও আমার অন্তঃকরণে স্থান পায় নাই। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত নরপতিদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; বরং যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেই পাপ স্পর্শে; তখন আমি তাঁহাদিগের উপর কোপ করিব কেন? যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা গিয়াছে; যাঁহারা মরিয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গে গিয়াছেন; জন্মায় ও মরে, ইহলোকের প্রথাই এই; অতএব হে নরপতিগণ! যাঁহারা মরিয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্য শোক করা আপনাদিগের উচিত হয় না; যাহা করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; আপনারা বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবুদ্ধিসম্পন্ন মধুসূদন এই কথা কহিয়া নরপতিদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কৈশিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করত তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। এই অবসরেই মহামতি নয়নিপুণ বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ভীষ্মক যথাবিধানে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন।

—:•:—

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়। ১০৮।

ভীষ্মক কহিলেন, আমার পুত্র বালকতা নিবন্ধন রাজসভায় স্বয়ম্বরপ্রথানুসারে ভগিনী দান করিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু আমরা সে ইচ্ছা নহে। সে যে কোন এক উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া ভগিনী সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছে না, আমার মতে তাহা তাহার নিতান্ত বালকতা ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। আমার ইচ্ছা কন্যা এক জন সুপাত্র দেখিয়া তাঁহাকে বরণ করেন। অতএব আমি প্রার্থনা করিতেছি আপনি প্রসন্ন হইয়া, পুত্রের দোষের জন্য আমাকে দোষী করিবেন না।

কৃষ্ণ কহিলেন, আপনার পুত্র বাল্যভাবেই চন্দ্রসূর্য্যপ্রতিম তপোবলসম্পন্ন মহাবংশপ্রসূত সমস্ত নৃপমণ্ডলী ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন; ভাবিয়া দেখুন দেখি, প্রৌঢ়াবস্থায়

পাদ্যার্পণ করিলে ইহাঁর বিনয় কিরূপ হইবে! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা লোকধর্ম্মকথন প্রস্তাবে কহিয়াছেন, এবং আমিও জ্ঞাত আছি যে, যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ একজনমাত্র রাজার সম্মুখে মিথ্যা বলে, তাহাকে দণ্ডরূপ বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হয়; রাজাদিগের ধর্ম্মই এই। অতএব ভাবুন দেখি, এতাবৎসংখ্যক রাজার সম্মুখে মিথ্যা কথা কহা কি আপনার পুত্রের উচিত? আর আপনার পুত্র এতাদৃশ রঙ্গভূমি নির্ম্মাণ করাইলেন; আপনিও সমবেত সূর্য্যাগ্নিপ্রতিম নরপতিদিগকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া অতিথি সৎকার করিলেন; রথ অশ্ব, গজ ও মানুষে রাজধানী পরিপূর্ণ হইল; অথচ আপনি বলিতেছেন, আপনি এই বৃত্তান্তের কিছুই জানেন না; আপনার এ বাক্য যে কত দূর সঙ্গত বুঝিতে পারিতেছি না। চতুরঙ্গ বল লইয়া আসিয়াছি, সুতরাং আমাদিগের কষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা, ইহা যে আপনি কেন জানিতে পারেন নাই বুঝিতে পারি না। বুঝিলাম, আমার আগমন আপনার অভিমত নহে। রাজন্! আমাকে অপাত্র ভাবিয়াই আপনি আমার অতিথি সৎকার করেন নাই। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত পাত্রকেই কন্যাদান করুন; আমি আসিয়াছি বলিয়া কন্যাদান করিবেন না কেন? ধর্ম্মবিৎ নরশ্রেষ্ঠ মন্বাদি কহিয়াছেন যে ব্যক্তি কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মের বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহাকে নরকে পক্ক হইতে হয়। রাজন্! এই জন্য আমি সৈন্যদিগের বিশ্রামার্থ বিদর্ভ নগরে রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করি নাই। কৈশিক অতিথি ভাল বাসেন, তিনি গরুড়ের ও আমার আতিথ্য করিয়াছেন; আমরা উভয়ে যেমন স্বর্গপুরে, তেমনি তাঁহার আলয়ে বাস করিয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ বাগ্বজ্র প্রয়োগ করিয়া উক্ত প্রকার কহিলে পর, ভীষ্মক মধুর বাক্যরূপে জলসেক করিয়া জ্বলন্ত অনলরূপ তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

ভীষ্মক কহিলেন, হে দেবলোকেশ্বর! হে মর্ত্তলোকেশ্বর! প্রসন্ন হউন, আমি অজ্ঞান অন্ধকারে অন্ধ, আমাকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করুন। মনুষ্যের চক্ষু মাংসময়, এই জন্য আমরা সম্যক্ দর্শন করিতে সমর্থ হই না, এবং সম্যক্ বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারি না বলিয়া কার্য্যও সুসিদ্ধ হয় না। আপনি দেবতার দেবতা, আপনার শরণাগত হইলাম; এক্ষণে আমার চক্ষু যথার্থ দর্শন করুক, ও কার্য্য সফল হউক। নীতিমার্গানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া কার্য্য নিষ্ফল হইলেও সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায়, বিচক্ষণ ব্যক্তি সকল তাহার সাফল্য সম্পাদন করিতে পারেন। আপনার শরণাগত হইলাম, এক্ষণে ভয় আর আমাকে ব্যাকুল করিতে পারিতেছে না। আমি যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছি, শ্রবণ করুন। স্বয়ম্বরে রাজাদিগকে কন্যা দান করিতে ইচ্ছা করি না। হে দেবশ্রেষ্ঠ! প্রসন্ন হউন! কোপ করা আপনার উচিত হয় না।

কৃষ্ণ কহিলেন, রাজন্! আপনার অধিক বলিবার আবশ্যক করে না; কন্যা আপনার, আপনি সম্প্রদান করিবেন বা না করিবেন, সে বিষয়ে আপনাকে কে উপদেশ প্রদান করিবে? দান করুনও বলি না; করিবেন নাও বলি না। রুক্মিণীর দেবমূর্ত্তিই আমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কারণ। ইতিপূর্ব্বে দেবগণ যখন মেরুশৃঙ্গে স্ব স্ব অংশে অবসন্ন হন, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহারা হে বিপুলনিতম্বিনি! তুমি পতির সহিত গমন কর; এবং ইন্দ্রের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে গিয়া কুণ্ডিনগরে ভীষ্মকমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কর এই বলিয়া দেবী লক্ষ্মীকে

প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব রাজন্! আমি আপনাকে যথার্থ বৃত্তান্ত বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করত স্বয়ং বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত নিশ্চয় করিবেন। আপনার যে রুক্মিণী কন্যা তিনি সামান্যা মানবী নহেন। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, কোন কারণ বশতঃ ব্রহ্মার বাক্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি রাজগণ মধ্যে স্বয়ম্বরবিধানে দান করিবার যোগ্য নহেন, একমাত্র যোগ্য পাত্রেই ইহাঁকে সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম বিধিই এই ধর্ম্মানুসারে লক্ষ্মীকে আপনি স্বয়ম্বরে দান করিতে পারেন না। একমাত্র পাত্রকে সম্প্রদান করাই আপনার উচিত। এই জন্যই স্বয়ম্বরের বিঘ্ন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং দেবরাজ বিনতানন্দন গরুড়কে এই কুণ্ডি নগরে প্রেরণ করিয়াছেন। আমিও রাজাদিগের মহোৎসব দর্শন এবং সেই কমলহীনা কমলারূপিণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাকে লাভ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। রাজন্! আপনি আমাকে যে ক্ষমা করিবার কথা কহিয়াছেন, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আমি ত এ যাবৎ কখনই কোপ করি নাই। আর যখন শান্তভাবে আপনার রাজ্যে আগমন করিয়াছি, তখনই ত ক্ষমা করা হইয়াছে। ক্ষমার অনেক গুণ; অপরাধ গ্রহণ না করার নাম ক্ষমা। রাজন্! মাদৃশ জনের চিত্ত মধ্যে কোপ কি প্রকারে অবস্থিতি করিতে পারিবে? আমি যখন সেনা সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছি, তখন জানিবেন যে ক্ষমা করাই হইয়াছে। শত্রু সৈন্যের প্রতিকূলে আমি সৈন্য লইয়া যাত্রা করি না। ক্রুদ্ধ হইলে আমি হস্তে সূর্য্যসঙ্কাশ বিবিধ আয়ুধ ধারণ করত গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শত্রুসেনার বিরুদ্ধে যাত্রা করি। রাজন্! আমার পিতা মাননীয় এবং বয়ঃক্রমে আপনার সমান। আপনি যথা ন্যায়ে ও যোগ্যতা পূর্ব্বক নগরী পালন ও ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করুন। হে রাজেন্দ্র! বিদ্বেষ ভাব কাপুরুষগণের চিত্তেই স্থান পায়, শুদ্ধচিত্ত বীরজনে বিদ্বেষ ভাবের স্থান কোথায়? পিতা যেমন পুত্রের প্রতি, আমরা তেমনি সকলের প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদিগের স্বভাব এই। বিদর্ভের এই দুই রাজা ক্রথ ও কৈশিক উভয়েই স্ব স্ব রাজ্য উৎসর্গ করিয়া আমাদিগের আতিথ্য করিয়াছেন। সেই দানের ফলে তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন দশ পুরুষ স্বর্গে গিয়াছেন। অধস্তন যে সকল পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়া রাজত্ব করিবেন, তাঁহাদিগেরও দশ পুরুষ স্বর্গগামী হইবেন। ইহাঁরা দুই জনেও অভিলাষানুসারে দীর্ঘকাল নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিয়া, চরমে মোক্ষ সুখ অনুভব করিবেন। যে সকল রাজা অভিষেক সমাধানার্থে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারাও কালে দেবাবাস স্বর্গধামে গমন করিবেন। আপনাদিগের মঙ্গল হউক; আমি গরুড় সমভিব্যাহারে ভোজরাজপালিতা সুরম্যা মথুরাপুরী যাত্রা করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যদুনন্দন রাজা ভীষ্মককে এই রূপ কহিয়া এবং রাজাদিগকে বিশেষতঃ ক্রথ ও কৈশিককে আমন্ত্রণ করিয়া সভা হইতে বহির্গত হইয়া রথের নিকটে গমন করিলেন। তখন রাজর্ষি ভীষ্মক ও সমাগত সমস্ত রাজা কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিষণ্ণবদন হইলেন। ভীষ্মক কৃষ্ণের সুরাসুরনমস্কৃত আদ্য স্বায়ম্ভুব রূপ প্রত্যক্ষ করিলেন; ঐরূপ সহস্র পদ; সহস্র-চক্ষু-সহস্র বাহু সহস্র মস্তক ও সহস্র মুকুট-সম্পন্ন; দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্রধারী; দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত; দিব্য আভরণে বিভূষিত রক্তপদ্মসন্নিভ নয়নে শোভিত, কৃষ্ণবর্ণ এবং চন্দ্র সূর্য্য ও অনল রূপ লোচন সম্পন্ন। রাজা ভীষ্মক এতাদৃশ রূপ দর্শন করত কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া কায়মনোবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মক কহিলেন, আপনি দেবদেব অনাদি অনন্ত শাশ্বত আদিদেব পরমশক্তি নারায়ণ, আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বয়ম্ভূ, বিশ্বস্বরূপ, স্থাণু, বিধাতা, পদ্মনাভ, জটী, দণ্ডী, পিঙ্গল, হংসপ্রভ, হংস, চক্ররূপী, বৈকুণ্ঠ, অজ, পরমাত্মা, সদসৎপদার্থময়, পুরাণপুরুষ, পুরুষোত্তম, মুক্ত ও নির্গুণ, আপনাকে নমস্কার করি। হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার ভক্ত; আমার প্রতি সতত বরদাতা হউন। হে লোকনাথ! সতত আমাকে রক্ষা করুন আপনি আত্মজ্ঞা-সম্পন্ন বিষ্ণু।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা রাজগণের সমক্ষে মহামূল্য মণি, মুক্তা হীরক ও বৈদূর্য্যের প্রভায় উদ্ভাসিত দেবদেবের উক্ত প্রকারে স্তব করিয়া, তাঁহাকে প্রভূত কাঞ্চন দান করিলেন। পরে মহাবল গরুড়কে নমস্কার করিলেন। ভীষ্মক কহিলেন, মন ও মারুতের ন্যায় বেগশালী, কামরূপী দিব্যরূপ কশ্যপতনয় খগেন্দ্রকে নমস্কার।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা ভীষ্মক উক্তপ্রকারে সংক্ষেপে স্তব ও উৎকৃষ্ট আভরণ সম্প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিয়া লোকনমস্কৃত কৃষ্ণকে বিদায় দান করিলেন। রাজগণ প্রস্থানপ্রবৃত্ত উপেন্দ্রের অনুগমন করিলেন। বীর্য্যবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূজা গ্রহণ ও রাজাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া দশদিক্ উজ্জ্বল করত মথুরা যাত্রা করিলেন। সুন্দররূপ খগশ্রেষ্ঠ গরুড় অগ্রে অগ্রে ও বৃহৎ বৃহৎ রথশ্রেণী চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। ভেরী ও পটহের শব্দ, অত্যুচ্চ শঙ্খধ্বনি, দ্বিরদবৃন্দের গর্জ্জন, তুরগকুলের হ্রেষা, বীরগণের সিংহনাদ এবং রথনেমির ঘর্ঘরশব্দে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। কৃষ্ণ পরম আসন গ্রহণ করত প্রস্থান করিলে পর, দেবগণ সভা ভঙ্গ করিয়া স্বর্গালয়ে গমন করিলেন। রাজগণ চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া এক ক্রোশ গমন করিলে পর কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া সকলে স্বয়ম্বর স্থলে পুনরাগমন করিলেন।

—০—

নবাধিক শততম অধ্যায়। ১০৯

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বসুদেবনন্দন প্রস্থান করিলে পর, ভূষণভূষিতাঙ্গ দেবরাজপ্রতিম নরপতিগণ গৃহগমনে উৎসুক হইয়া বিদায় লইবার জন্য স্বয়ম্বর সভায় পুনর্ব্বার আগমন করিলেন।

চন্দ্রসূর্য্য সঙ্কাশ নরপতিবর্গ সভায় উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব মনোহর আসনে উপবেশন করিলেন দেখিয়া, নীতিশাস্ত্রার্থকুশল রাজশার্দ্দূল ভীষ্মক কহিলেন, হে রাজগণ! স্বয়ম্বরের দোষ আপনারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করা আপনাদিগের উচিত; আমি বৃদ্ধ; আমার কুনীতির ফলই ফলিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীষ্মক সমস্ত নরপতিকে উক্তপ্রকার কহিয়া যথাবিধি পূজা করত প্রথমতঃ মধ্যদেশীয় পরে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দেশীয় নরপতিদিগকে বিদায় করিলেন। মহাবলসম্পন্ন রাজারাও সকলে আনন্দিত মনে যথোপযুক্ত প্রতিপূজা করিয়া প্রস্থান করিলেন। কেবল জরাসন্ধ, সুনীথ, দন্তবক্র, সৌভপতি শাল্ব, মহাকূর্ম্ম, ক্রথকৌশিক, প্রভৃতি মহাবংশ সমুদ্ভূত কয়েক নৃপতি, রাজর্ষি বেণুদারি ও কাশ্মীরাধিপতি ইহাঁরা ও আর কতিপয় দক্ষিণদেশীয় রাজা নির্জ্জনে পরামর্শ শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে ভীষ্মকের নিকটে রহিলেন। রাজা ভীষ্মক তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া স্নেহপূর্ণমনে মেঘগম্ভীরস্বরে ত্রিবর্গ

সংক্রান্ত ষড়্গুণালঙ্কৃত, নয়সম্পন্ন মধুর বাক্যে বলিলেন।

ভীষ্মক কহিলেন, হে রাজগণ! আপনারা নীতিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া যে বাক্য বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই শ্রবণ করিয়া এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলাম। আপনারা সাধু, ক্ষমা করা আপনাদিগের উচিত; আমরা নিরন্ত অপরাধীই আছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নীতিকুশল ভীষ্মক এই প্রকার কহিয়া নিজপুত্রকে উদ্দেশ করিয়া রাজসভায় কহিলেন, পুত্রের কার্য্য দেখিয়া আমি ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়াছি, এই সমস্ত লোককেই আমার বালক বলিয়া বোধ হয়; একমাত্র সেই পুরুষই সর্ব্বশক্তিমান। তিনি নিজের অসাধারণ বাহুবলে ধরাধামে কীর্ত্তি ও বিপুল যশ স্থাপন করিয়াছেন। দেবকীই ধন্যা; দেবকীই ভাগ্যবতী, দেবকীই রমণীকুলের শিরোরত্ন, তিনি ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ কমললোচন শোভারাশি দেববন্দিত নীলকান্তি কেশবকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন; এবং স্নেহাশ্রুপূরিত নয়নযুগলে তাঁহার মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা ভীষ্মক রাজসভামধ্যে উক্তপ্রকারে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, মহাদ্যুতি শাল্বরাজ মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, হে শত্রুমর্দ্দন রাজেন্দ্র! পুত্রের জন্য আপনার খেদ করিবার প্রয়োজন নাই। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে জয় পরাজয় হইয়াই থাকে। মানবদিগের নিত্য গতিই এই; সনাতন ধর্ম্মও এই। বলদেব ও কেশব ভিন্ন তৃতীয় ব্যক্তি আর কে আছে, যিনি আপনার মহাবল পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন, আপনার মহাভুজ পুত্র রণ স্থলে ধনু গ্রহণ করিয়া একাকীই শত্রুর অসংখ্য রথী ও অশ্ববর্ত্তী ক্লেশিত করিতে পারেন। তিনি যখন মহাভীষণ দেবতাদিগেরও দুর্নিবার্য্য ভার্গবাস্ত্র বাহুবলে নিক্ষেপ করেন, তখন কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হন। কৃষ্ণ সাক্ষাৎ অনাদিনিধন অক্ষয়পুরুষ, তাঁহাকে জয় করিতে পারেন, ত্রিলোকে এরূপ ব্যক্তি নাই, অন্য কি, স্বয়ং শূলপাণিও সমর্থ নহেন। আপনার পুত্র সর্ব্বশাস্ত্রার্থের মর্ম্মবেত্তা ও মহাজ্ঞানী, কেশবকে সর্ব্বলোকেশ্বর বলিয়া অবগত আছেন, এই জন্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন নাই। কৃষ্ণের এক জন জেতা আছেন, তিনি যবনদিগের রাজা, নাম কাল যবন। কাল যবন কেশবের অবধ্য। মহামুনি গার্গ্য পুত্রকাম হইয়া লোহচূর্ণ আহার করত দ্বাদশবৎসর ঘোর তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন, এবং আরাধনায় সন্তুষ্ট করিয়া রুদ্রের নিকট এই বলিয়া পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে আমার পুত্র মথুরাবাসীদিগের অবধ্য হইবে। তাহাই হইবে বলিয়া রুদ্রদেব তাঁহাকে পুত্র প্রদান করেন। এই প্রকারে গার্গ্যের পুত্র রুদ্রদেবের বরপ্রভাবে জন্ম লাভ করিয়াছেন। ইনি মথুরাবাসীদিগের অবধ্য, বিশেষতঃ মথুরাভূমিকে মাথুরগণ ইহাঁকে বিনাশ করিতে পারিবেন না। বলবান্ কৃষ্ণ মথুরাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এই গার্গ্যপুত্র মথুরায় গমন করিয়া কৃষ্ণকে জয় করিবেন। হে রাজগণ! আমি যে কথা কহিলাম, যদি আপনাদিগের তাহা উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা হইলে, যবনেন্দ্রের রাজধানীতে দূত প্রেরণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সৌভপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজারা সকলেই আনন্দিত হইয়া মহাবল শাল্বরাজকে কহিলেন, "করিব।" রাজা জরাসন্ধ ভূপতিবর্গের বাক্য শ্রবণ করত স্মরণ করিয়া চিন্তিত হইলেন, এবং কহিলেন, পূর্ব্বে এই সমস্ত রাজা অন্য রাজার ভয়ে ভীত হইয়া আমার আশ্রয় লইয়া শত্রুগণ

কর্ত্তৃক অপহৃত ভৃত্য বল বাহন ও রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবেন; আর ইহাঁরা আমাকে অন্যের শরণ লইতে বলিতেছেন; যেমন রতিপরায়ণা কামিনী পতির প্রতি বিদ্বেষণী হইয়া পরপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে। অহো! দৈব অতি বলবান্, দৈবের প্রতিরোধ করিতে পারা যায় না। কৃষ্ণের ভয়ে ভীত হইয়া আজ আমাকে অধিকতর বলবানের আশ্রয় লইতে হইল। উপায়ান্তর নাই; সুতরাং দেখিতেছি, আমাকে নিশ্চয়ই পরের আশ্রয় গ্রহণ করাইবে। হে রাজগণ! আমার মরণ ভাল; আমি পরের আশ্রয় গ্রহণ করিব না। দৈববাণী হইয়াছে, আমার বিনাশকর্ত্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কৃষ্ণ, কি বলরাম কি অন্য কোন ব্যক্তি যদি আমার সেই নাশকর্ত্তাই হয়, তথাপি আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিব। এই আমার স্থির নিশ্চয়, এই আমার পৌরুষব্রত; আমি ইহার অন্যথা করিয়া পরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিব না। তবে আপনারা নিরীহ, কৃষ্ণ আপনাদিগকে পীড়া দিতে সমর্থ না হয় এই জন্য সমস্ত রাজার হিতসাধনোদ্দেশে আমি দূত প্রেরণ করিব। দূত আকাশমার্গে গমন করিবেন, যাহাতে কৃষ্ণ তাঁহাকে বাধা দিতে না পারে। এক্ষণে কে যাইবেন, আপনারা বিবেচনা করিয়া প্রেরণ করুন। সূর্য্যসোমসঙ্কাশ বলবান্ সৌভপতি সূর্য্যসমপ্রভ রথযোগে নিজ নগরী গমন করিতেছেন, আমার মতে ইনিই যবনরাজের নিকট গমন করিয়া রাজগণের একত্র সমাগম, এবং কৃষ্ণের সহিত আমাদিগের বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে আমরা যে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিতেছি, সমস্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা জরাসন্ধ প্রভাবসম্পন্ন সৌভপতিকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে মানদ! গমন করুন; সমস্ত রাজার সহায়তা করুন। যাহাতে যবনরাজ যুদ্ধযাত্রা করিয়া কৃষ্ণকে পরাজয় করেন, এবং যাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হই, এরূপ শর প্রয়োগ করিবেন।

সমবেত ভূপতিদিগের প্রতি উক্ত প্রকার আদেশ করত ভীষ্মককে ধর্ম্মানুসারে সম্বর্দ্ধনা করিয়া রাজা জরাসন্ধ স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বীয় নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাজশ্রেষ্ঠ শাল্ব সমস্ত রাজাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বায়ুবেগগামী রথ যানে আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন। দক্ষিণদেশীয় রাজগণ ও কিয়দ্দূর জরাসন্ধের অনুগমন করিয়া পরে স্ব স্ব নগরী যাত্রা করিলেন। রাজা ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্র গৃহে গমন করিলেন; ক্রথ ও কৈশিক উভয়ে রাজাদিগের কুমন্ত্রণা এবং কৃষ্ণের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দুঃখিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। স্বয়ম্বর ভঙ্গ হইয়াছে এবং কৃষ্ণ আগমন করাতে রাজগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, জানিতে পারিয়া সাধ্বী রুক্মিণী সখীজন সমীপে গমন করিয়া লজ্জানম্রমুখে কহিলেন, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য নরপতির পত্নী হইতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি ইহা সত্য বলিতেছি।

দশাধিক শততম অধ্যায়। ১১০

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বলবর্দ্ধিত কাল যবন যবনদিগের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেন, ধর্ম্মার্থকাম বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন; ষড়্গুণ পরিত্যাগ করিতেন না; ব্যসনে রত বা বিষয়ে অত্যাসক্ত ছিলেন না; নিয়ত গুণে আসক্তি প্রকাশ করিতেন; শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ধর্ম্মশীল, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন; যুদ্ধকৌশল বিলক্ষণ জানিতেন, দুর্গ জয় করিতে পারিতেন। অসাধারণ বীর ছিলেন; তাঁহার প্রতিযোদ্ধা কেহই ছিল না;

অতি বিচক্ষণ মন্ত্রীর পরামর্শ লইতেন। এতাদৃশ কাল যবন মন্ত্রিবর্গে বেষ্টিত হইয়া মনোহারিণী সভামধ্যে সুখে উপবেশন করিয়া আছেন; আর অন্যান্য পণ্ডিত যবনগণ নিকটে উপবেশন করিয়া আছেন পরস্পর বিবিধ উৎকৃষ্ট কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে দিব্য-গন্ধবাহী সুখ-শীত স্পর্শ মদনোদ্দীপক বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল। এ কি বলিয়া রাজা ও সভাস্থ সকলে একমনে উৎফুল্ল নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ভাস্করপ্রতিম, সুবর্ণ চক্র সম্পন্ন, রত্নপ্রভা বিভাসিত, উৎকৃষ্ট ধ্বজপতাকাসুশোভিত, মনোবেগগামী অশ্বযুক্ত শত্রুবিত্রাসন, মিত্রানন্দজনক এক রথ দক্ষিণ দিক্ হইতে আগমন করিতেছে। প্রভাবশালী শ্রীমান্ সৌভরাজ তাহার উপর উপবেশন করিয়া আছেন। দেখিয়া যবনরাজের এক বাগ্মীশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী আনন্দিত হইয়া, বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "অর্ঘ্য পাদ্য; অর্ঘ্য পাদ্য" পরে রাজা স্বয়ং সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রবর্ত্তী হইয়া রথ হইতে অবতরণ করাইবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। মহাতেজা শাল্বও শত্রু সমতেজা রাজাকে আগমন করিতে দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইয়া একাকী বিশ্রব্ধ ভাবে শ্রেষ্ঠ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অবতীর্ণ হইবামাত্র দর্শনের নিমিত্ত উৎসুক চিত্তে পরমানন্দে সভায় প্রবেশ করিলেন। এবং অর্ঘ্য প্রদত্ত হয় দেখিয়া মিষ্ট বাক্যে কহিলেন, হে মহামতে! আমি অর্ঘ্যের উপযুক্ত পাত্র নহি; ধীমান্ রাজা জরাসন্ধ বহু রাজার সহিত একমত হইয়া রাজগণের দূত স্বরূপে আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব বোধ করি, আমি অর্ঘ্য প্রাপ্তির পাত্র নহি; রাজগণই অর্ঘ্যের অধিকারী।

কাল যবন কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি যে দৌত্য কার্য্যে এখানে আগমন করিয়াছেন, তাহা জানি। রাজগণের সহিত একমত হইয়া মগধরাজ যে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিয়াছি। হে মহাদ্যুতে! হে রাজন্! সেই জন্যই যথাবিধি অর্ঘ্য পাদ্য ও আসন দান করিয়া বিশেষ প্রকারে আপনার পূজা করিব। আপনার অর্চ্চনা করিলে, সকল রাজারই অর্চ্চনা করা এবং আপনার সম্মাননা করিলে সকলেরই সম্মাননা করা হইবে। হে নররাজ! আপনি আমার সহিত দিব্য আসনে উপবেশন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দুই রাজা পরস্পর করমর্দ্দন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া একত্রে শুভ আসনে সুখে উপবেশন করিলেন। রাজা কাল যবন কহিলেন, দেবগণ ইন্দ্রের ন্যায়, আমরা সকল রাজা সেই রাজা জরাসন্ধের বাহুবল আশ্রয় করিয়া নির্ভয়ে কাল যাপন করিতেছি; তাহার অসাধ্য কি আছে, যে আপনাকে আমার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি কি বলিয়া আজ্ঞা করিয়াছেন; যথাবৎ কীর্ত্তন করুন। তাঁহার বাক্য প্রতিপালন করিব; কার্য্য নিতান্ত দুষ্কর হইলেও সম্পাদন করিব।

শাল্ব কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! হে যবনাধিপতি মগধাধিপতি রাজা জরাসন্ধ যাহা বলিয়াছেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। তিনি কহিয়াছেন, পরম দুর্জ্জয় কৃষ্ণ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পীড়া উৎপাদন করিয়াছে; আমি তাহার এই দুশ্চরিত্র অবগত হইয়া তাহার বধার্থ উদ্যত হই এবং চতুরঙ্গ বল বাহন সহিত বহু সংখ্যক নৃপতি সমভিব্যাহারে গমন করিয়া মহতীসেনা দ্বারা গোমন্ত পর্ব্বত অবরোধ করি, পরে চেদিরাজের পরামর্শানুসারে রামকৃষ্ণ দুই জনকে বিনাশ করিবার জন্য পর্ব্বতে অগ্নি প্রদান করাই।

পর্ব্বত শত শত শিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া যুগান্ত-কালীন অগ্নির আকার ধারণ করে, দেখিয়া দুর্দ্ধর্ষ বলরাম তেমতাল হস্তে লম্ফ প্রদান করত পর্ব্বত হইতে সাগরসদৃশ মহতী সেনা মধ্যে পতিত হইয়া পদাতি,অশ্ব হস্তী ও রথের উপর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। উগ্র ফণকারী সর্পের আকৃতি লাঙ্গল দ্বারা শত শত পদাতি অশ্ব ও হস্তী আকর্ষণ করিয়া মুষলের আঘাত করিতে লাগিলেন। পরে মাতঙ্গ প্রহারে মাতঙ্গ রথ প্রহারে রথী, অশ্ব প্রহারে অশ্ব ও পদাতি প্রহারে পদাতি সংহার করত নৃপতি রূপ শত শত সূর্য্য সমন্বিত সমর স্থলে দিবসাবসানে দিবাকরের ন্যায় বিবিধ চারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রামের পর চক্রধারীশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ সূর্য্য সমপ্রভ চক্র ধারণ করত পাদবেগে ঐ পর্ব্বতকে বিচলিত করিয়া, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগের উপর পতিত হয়, তেমনি উচ্চ হইতে শত্রুসৈন্য মধ্যে পতিত হইল। পর্ব্বত ঘূর্ণিত হইয়া জলধারায় প্লাবিত হইয়া উঠিল; এবং অগ্নি নির্ব্বাপণ করিয়া যেন নাচিতে নাচিতে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। জনার্দ্দন প্রজ্বলিত শিখর হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া চক্র নিক্ষেপ কার্য্যে অতিব্যগ্র হস্ত দ্বারা সেনা সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং বিপুল চক্র পরিত্যাগ করিয়া গদা প্রহার করিতে লাগিলেন; গদার পর মুষলাঘাতে অসংখ্য পদাতি নাগ ও অশ্ব চূর্ণ করিলেন। ক্রোধরূপ পবন সংযোগে সন্ধুক্ষিত চক্র ও লাঙ্গল রূপ অনলে নরপতি রূপ সূর্য্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিতা মহতী সেনা একবারে দগ্ধ হইতে লাগিল। রাম কৃষ্ণ দুই জনে পাদচারে যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য নর নাগ ও অশ্ব পূর্ণ পদাতি ও ধ্বজবহুল শত শত রথভুক্ত মহাসৈন্য ক্ষণকাল মধ্যে বিরল করিয়া তুলিল। চক্রভয়ে সেনা প্রায় সকলেই ভঙ্গ দিল দেখিয়া আমি শত শত বৃহৎ বৃহৎ রথ দ্বারা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন উহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলায়ুধ বলনিসূদন বীর বলশালী রাম গদাহস্তে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সে দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সংহার করিয়া কেশরীর ন্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল; এক্ষণে সৌনন্দ ও হল পরিত্যাগ করিয়া গদা লইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল এবং বজ্রপাত সদৃশ বেগে আমার প্রতি গদা প্রহার করিয়া, পুনর্ব্বার প্রহার করিবার উদ্দেশে অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং পূর্ব্বে কার্ত্তিকের যেমন শক্তি হস্তে ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের মর্ম্মস্থান লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তেমনি আমার মর্ম্মস্থান লক্ষ্য করিয়া যেন আমাকে দগ্ধ করতই বারম্বার আমার প্রতি দীর্ঘ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যাঁহারা জীবনের আশা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন, যিনি রণ-স্থলে বলরামের তাদৃশ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে পারেন? সে যেমন কালদণ্ড সদৃশী সমুদ্যতা গদা গ্রহণ করিয়া কালরূপ অঙ্কুশদ্বারা ঘুরাইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল অমনি লোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং অদৃশ্যভাবে জলদগম্ভীরস্বরে নভোমণ্ডল পূর্ণ করিয়া কহিলেন, হে অনঘ রাম! এ তোমার বধ্য নহে; আমি অন্যের হস্তে ইহার বিনাশ বিধান করিয়াছি। অতএব বিরত হও। আমি স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত এই সর্ব্বপ্রাণহারী ঘোর বাক্য শ্রবণ করত চিন্তিত হইয়া নিবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে নরপতি দিগের হিতসাধনের নিমিত্ত আমি যাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন, হে রাজেন্দ্র! শ্রবণ করিয়া আমার আদেশ ও উপদেশ মত কার্য্য করুন! পূর্ব্বে মহামুনিগার্গ্য পুত্রার্থী হইয়া অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি-

লেন। মুনি লৌহচূর্ণ ভক্ষণ পূর্ব্বক দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত আচরণ করত সুরাসুর বন্দিত শ্রীচরণের আরাধনা করিয়া অভীষ্টলাভ করিয়াছিলেন। আপনি গার্গ্যের তপোবল এবং চন্দ্রমৌলির বর প্রভাবে জন্ম লাভ করিয়াছেন; আপনি মথুরাবাসীদিগের অবধ্য; কৃষ্ণ আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইলে সূর্য্যসম্মুখীন হিমপুঞ্জের ন্যায় বিলীন হইবে। তাঁহারা আপনাকে অনুরোধ করিতেছেন, আপনি চেষ্টিত হউন। কেশবকে জয় করিবার নিমিত্ত যাত্রা করুন। মহতী সেনা দ্বারা মথুরা রাজ্য ছারখার ও কৃষ্ণকে সংহার করিয়া কীর্ত্তি খ্যাপন করুন। কৃষ্ণ মথুরাবাসী বসুদেবের পুত্র; বলদেব ইহার ভ্রাতা; অতএব আপনি মথুরাপুরী গমন করিয়া ইহাদিগকে জয় করিতে পারিবেন। শাল্ব কহিলেন নরপতি-সুর্থ্য জরাসন্ধ রাজগণের নিকট হিতকর যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি আপনাকে তাহা কহিলাম; আপনি মন্ত্রিগণের সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করুন।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়। ১১১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা জরাসন্ধের আজ্ঞায় শাল্বরাজ উক্ত প্রকার কহিলে পর, যবনরাজ নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, অদ্য রাজগণ কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বরণ করাতে আমি চরিতার্থ ও একান্ত অনুগৃহীত হইলাম। অদ্য আমার জন্ম সার্থক হইল। ত্রিলোক যাঁহারে জয় করিতে পারে না, দেব বা অসুর কেহই যাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন না, অদ্য যখন তাঁহাকে পরাজয় করণার্থ সমস্ত রাজা হৃষ্টচিত্তে আমাকে বরণ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আমার জয় লাভ হইবে। তাঁহারা যাহা স্থির করিয়াছেন, আমি তাহাই করিব। এ বিষয়ে আমার পরাজয় হইলেও আমি তাহা জয়তুল্য বোধ করিব। অদ্য তিথি নক্ষত্র, করণ ও মুহূর্ত্ত সমস্তই শুভ, অতএব অদ্যই এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণকে জয় করিবার জন্য মথুরা যাত্রা করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কালযবন বলশালী সৌভপতি শাল্বকে এই কথা কহিয়া যথাযোগ্য সৎকার করত তাঁহাকে মহামূল্য মণি ভূষণাদি নিবেদন করিলেন। পরে দ্বিজাতি ও পুরোহিত বর্গকে প্রভূত ধন দান ও অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি প্রদান করত বিবিধ মাঙ্গল্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কেশবের বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন। শাল্বরাজও কর্ত্তব্য সাধন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে যবনাধিপতিকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ নগরী প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়। ১১২।

জনমেজয় কহিলেন, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভ নগর হইতে মথুরায় প্রত্যাগমন কালীন গরুড়কে সমভিব্যাহারে লইয়াছিলেন কেন, গরুড়ই বা তৎকালে কি কার্য্য করিলেন। ভগবান্ মহাবল গরুড়ে আরোহণ করেন নাই কেন? ব্রহ্মন্! সমস্ত বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। হে মহামুনে! আপনি যথার্থ কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! বিনতানন্দবর্দ্ধন গরুড় বিদর্ভ নগর হইতে বহির্গত হইয়া যে অতিমানুষ কার্য্য করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ করুন। "আমি এখন ভোজরাজপালিতা মথুরানগরী যাত্রা করিলাম।" মহামতি মধুসূদন রাজগণ সমক্ষে এই কথা কহিলে পর শ্রীশক্তিসম্পন্ন পতগাধিপতি গরু-

ড়ও মনে মনে চিন্তা করিলেন তবে আমিও প্রস্থান করি। শ্রীমান্ গরুড় এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুট মধুসূদনকে কহিলেন, দেব! তবে, নন্দন তুল্য বিশালতম রৈবতক শৈলে কুশস্থলী নামে যে মনোহারিণী নগরী আছে আমি এক্ষণে তথায় গমন করি। তথায় রাক্ষস, বানর, সর্প, ভল্লুক, বরাহ, মহিষ ও অন্যান্য বিবিধ জন্তু বাস করে। বৃক্ষ লতা ও গুল্ম যে সেস্থানে কত আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। নানাবিধ পুষ্পের পরাগে সে স্থান পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বিশেষতঃ কুশস্থলী ঐ অচলের প্রান্ত সীমায় সাগর কূলে অবস্থিত। আমি তাহার চতুর্দ্দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিব; যদি দেখিতে পাই সে স্থান আপনার বাসের উপযোগী হইবে, তাহা হইলে সে স্থানের সমস্ত কণ্টক নিরাকরণ করিয়া অবিলম্বেই আপনার নিকট প্রত্যাগমন করিব।

রাজন্! বলবান্ পক্ষীন্দ্র দেবশ্রেষ্ঠ জনার্দ্দনকে এই কথা কহিয়া প্রণাম করত পাশ্চাত্য মাভিমুখে গমন করিলেন। কৃষ্ণও যাদবগণের সহিত মনোরম মথুরানগরে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন এবং নাগরিক ও নর্ত্তকীগণ সকলে প্রত্যুদ্গমন করিয়া শতশত হৃষ্ট-জন পরিবৃত কৃষ্ণের অভ্যর্থনা করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, অনেক রাজা একত্রিত হইয়া কেশবকে রাজেন্দ্র পদে অভিষেক করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া মহাবাহু মহীপতি উগ্রসেন কি করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজ চিত্রাঙ্গদকে দূত স্বরূপে প্রেরণ করাতে শতসহস্র নৃপতি একত্রিত হইয়া কৃষ্ণকে অভিষেক করিয়াছেন, তৎকালে নিখিলপতি শক্র দেবগণ কর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া, যাবদ্রূপে তথায় যে সমস্ত নরপতি উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে মণ্ডলেশ্বরদিগকে শতসহস্র, চক্রবর্ত্তীদিগকে অর্ব্বুদ, এবং সামান্যতঃ মানবমণ্ডলীতে প্রত্যেকে দশসহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন; কাহাকেও রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাইতে হয় নাই; দূতমুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, রাজা উগ্রসেন সমস্ত দেবালয়ে মহা সমারোহে পূজা দান করিলেন। বসুদেবের বাহ্য তোরণের উভয় পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহ পর্য্যন্ত নটগণের নাট্য গীত বাদ্য আরম্ভ হইল। ধ্বজপতাকা সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে উড্ডীন হইতে লাগিল। বিচিত্র-বস্ত্র মণ্ডিত কণক রাজসভার চতুর্দ্দিকে বিচিত্রবর্ণ শত শত পতাকা প্রদত্ত হইল। নগর দ্বার প্রাসাদ দ্বার ও রাজভবন সুধাধবলিত হইয়া উঠিল। সর্ব্বত্র পুষ্পমালা প্রদত্ত এবং পূর্ণকলস সকল স্থাপিত হইল। রাজমার্গ সকল চন্দন জলে সিক্ত ও মহামূল্য বসনে আবৃত হইল। মার্গের উভয় পার্শ্বে ধূপ, অগুরু, গুগ্গুলগুড় দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রৌঢ়া নারীজন স্তুতি ও মঙ্গল সূচক শান্তি আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য কামিনীগণ অর্ঘ্য হস্তে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত করিয়া কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বুদ্ধিমান্ উগ্রসেন উক্তপ্রকারে নগরীর উৎসব বিধানানন্তর বসুদেবের গৃহে গমন ও প্রিয় সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলরামের সহিত মন্ত্রণা করিয়া নির্গত হইয়া রথের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় পাঞ্চজন্য শঙ্খের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। মথুরাবাসী লোক সকল পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ শ্রবণ করিয়া আবাল বৃদ্ধবনিতা এবং সূতমাগধ, ও বন্দীগণ নির্গত হইল। রাজা উগ্রসেন বলদেবকে অগ্রে করত পাদ্যঅর্ঘ্য লইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন, এবং দূর হইতে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কেশব দিব্য বস্ত্র বিভূষিত মনোরম রথে উপবেশন করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে উজ্জ্বল আভ-

রণ; বক্ষোদেশে বনমালা, এবং উভয় পার্শ্বে ছত্র, চামর ও ব্যজন বিরাজিত। রথধ্বজ গরুড়চিহ্নে চিহ্নিত। এইরূপে বিবিধ রাজলক্ষণাক্রান্ত হওয়াতে তাঁহার দেহকান্তি সহস্রদীধিতির ন্যায় উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। রাজা উগ্রসেন সেই দুর্লক্ষ্যরূপ কেশবকে অবলোকন করিয়া হর্ষগদ্গদ স্বরে বলনিহন্তা পদ্মলোচন বলদেবকে কহিলেন, মহাত্মন্! রথযোগে গমন কর্ত্তব্য নহে, আমি ইতি পূর্ব্বেই ইহা স্থির করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে তুমি রথে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হও। বিষ্ণু ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মথুরাপুরীতে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু রাজসভায় তিনি আপনার রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন; আমি কায়মনোবাক্যে কেশবের ঐ রূপের স্তব করিতে ইচ্ছা করি।

তখন মহাতেজা কৃষ্ণাগ্রজ রাজাকে কহিলেন, রাজন! দেবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ এক্ষণে পথে গমন করিতেছেন, এ সময় ইহাঁর স্তব করা আপনার উচিত হয় না। জনার্দ্দন বিনা স্তবেই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তুষ্টের স্তব করিবার আর আপনার প্রয়োজন কি? ইনি যে দর্শন দিয়াছেন, তাহাতেই বোধ হইতেছে আপনার ইহাঁকে স্তব করা হইয়াছে। ইনি রাজেন্দ্র পদ প্রাপ্ত হইয়া আপনার গৃহে আগমন করিলেন; আপনিও ইহাঁকে অমানুষ দিব্য স্তোত্র দ্বারা স্তব করেন নাই।

উগ্রসেন ও বলরাম দুই জনে উক্তপ্রকার কহিতে কহিতে কেশবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ কেশব উগ্রসেনকে অর্ঘ্য প্রদানে উদ্যত দেখিয়া, রথ স্থাপন করত, কহিলেন, রাজন্! মথুরার রাজা হউন বলিয়া, আমি আপনাকে যে অভিষেক করিয়াছিলাম, তাহার অন্যথা করা আপনার নিজের উচিত হইতেছে না। আমাকে অর্ঘ্য, আচমনীয় ও পাদ্য দান করাই হইয়াছে; আর দান করিবার আবশ্যক নাই; আমি আপনার অভিপ্রায় অবগত হইয়াই এইরূপ বলিতেছি; আমার মনোগত বাসনাই এই। এক্ষণে এক কথা বলি,—আপনিই মথুরার রাজা; তাহার অন্যথা করা আপনার উচিত নহে। রাজন্! আপনাকে অধিকার, ভাগ, ও দক্ষিণা দান করিতেছি। অন্যান্য রাজাদিগকে যেমন দান করা হইয়াছে, আপনার জন্যও তেমনি অগ্রেই রাখা গিয়াছে। বস্ত্র ও আভরণ ভিন্ন আপনার লক্ষ মুদ্রা ভাগস্বরূপে রক্ষিত হইয়াছে। হে মথুরেশ্বর! সুবর্ণবিভূষিত শুভ্রবর্ণ রথে আরোহণ করুন। হে মহাভাগ! দিব্যাভরণসংযুক্ত ভাস্বরপ্রভ কুমুট ধারণ করুন; পুত্র পৌত্রে পরিবৃত হইয়া এই মথুরানগরী পালন করুন। শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া ভোজবংশ বিস্তার করুন। বজ্রপাণি দেবরাজ হলধর দেবের অনুমতিক্রমে দিব্য বস্ত্র ও আভরণ এবং মথুরাবাসী প্রজাদিগের প্রত্যেককে দশ দশ স্বর্ণ মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন। সূতমাগধ ও বন্দীদিগকে প্রত্যেকে এক এক সহস্র এবং বৃদ্ধ স্ত্রী ও গণিকাদিগকে প্রত্যেকে এক এক শত দীনার দান করিয়াছেন। বিকদ্রু প্রভৃতি যাঁহারা রাজার সহচর, তাহাদিগকে দশসহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মধুসূদন এইরূপে উৎকৃষ্ট ধন দান করত তুষ্ট করিয়া মহানন্দে নগরী প্রবেশ করিলেন। যদুনন্দন দিব্য আভরণ, দিব্য বসন, দিব্য মাল্য ও দিব্য গন্ধ দ্রব্যে ভূষিত হইয়া স্বর্গে দেবগণে পরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায়, শোভিত হইলেন। ভেরী, পটহ, শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি; এবং মাতঙ্গবৃন্দের বৃংহিত, বাজিকুলের হ্রেষা, বীরগণের সিংহনাদ, ও রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে মেঘগর্জ্জন সদৃশ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে প্রজাসকল নমস্কার ও বন্দিগণ স্তবপাঠ

করিতে আরম্ভ করিল। বাসুদেব অজস্র দান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার চিত্তে অহঙ্কারের উদ্রেক হইল না। তাঁহার প্রকৃতি অতি মহতী, ইহা পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছিল; এবং তাঁহার স্বভাব ততোধিক অহঙ্কার শূন্য। তিনি যখন স্বীয় শরীর-প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া ভাস্কারের ন্যায় আগমন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া মথুরাবাসিনী কামিনীগণ প্রতিপদেই নমস্কার করিতে লাগিল; এবং কহিতে লাগিল, ইনি ক্ষীরোদনিবাসী শ্রীমান্ নারায়ণ, নাগশয্যা পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় আগমন করিলেন। মহাবীর্য্য বলি দেবতাদিগেরও দুর্জ্জয় ছিলেন, ইনি তাঁহাকে বন্ধন করিয়া বজ্রপাণি ইন্দ্রকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই কেশিনিহন্তা যাবদীয় দৈত্যও বলিশ্রেষ্ঠ কংসকে সংহার করত ভোজরাজকে মথুরা দান করিয়া নিজে রাজ্যে অভিষিক্ত বা সিংহাসনে উপবিষ্ট হন নাই; রাজেন্দ্র পদ কামনা করিয়া মথুরা-শাসন করিতেছিলেন।

পুরবাসী জনের পরস্পর উক্তপ্রকার আলাপ শ্রবণ করিয়া সূত, মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহাকে কহিল, হে গুণসাগর! আমরা মানুষ, আমাদিগের একমাত্র জিহ্বা; অতএব আমরা আপনার প্রভাব ও উৎসাহগুণ কি বর্ণনা করিব; সংভ্রমজনক বুদ্ধিমান্ নাগরাজ বাসুকি ছিসহস্র জিহ্বায় পারেন কি না সন্দেহ। মনুষ্যলোকে রাজগণের মধ্যে একি অদ্ভুত ব্যাপার! ইন্দ্রের নিকট হইতে আসন আসিল, এরূপ আর কখনও আসে নাই, আসিবেও না। দেবসভা মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ ও অষ্ট কলস স্বয়ং উপস্থিত হইল, ইহা শুনিও নাই, দেখিও নাই, সুতরাং আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। যোষিৎপ্রধানা মহাভাগা দেবী দেবকীই ধন্যা, যিনি দেবশ্রেষ্ঠ কেশব আপনাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন।

উগ্রসেনের সমক্ষ ব্যাহারী রাম ও কেশব দুই ভ্রাতা উক্ত প্রকারে কথিত বিবিধ জনের বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে তোরণদ্বারে উপনীত হইলেন। তখন রাজা উগ্রসেন কেশবকে, এই পাদ্য এই অর্ঘ্য, বলিয়া পাদ্যার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক পূজা করত রথের সম্মুখে নমস্কার করিলেন। পরে রথে আরোহণ করিয়া মেঘের ন্যায় জলধারায় সুবর্ণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে কেশব ক্রমে ক্রমে পিত্রালয় সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া মথুরাধিপতি উগ্রসেনকে কহিলেন, আর্য্য! আমার অভিষেক কালে দেবরাজ যে সিংহাসন প্রেরণ করিয়াছেন; আপাততঃ তাহা পিতৃভবনে স্থাপন করি, পরে আপনার সভায় লইয়া যাইব, সম্প্রতি প্রার্থনা আপনি কোপ না করেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ঐসময়ে দেবকী, বসুদেব এবং রোহিণী হর্ষাবেগে মোহিত হইয়া কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর কংসের জননী কেশবের পূজা করিলেন, কংস নানাদিগ্‌দেশজাত যে সমস্ত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কংসমাতা দেশকাল বিবেচনা করিয়া কেশবের পাদপদ্মে তৎসমস্ত নিবেদন করিলেন। কেশব উগ্রসেনকে সম্বোধন করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, আমি মথুরা রাজ্য কামনা করি না; ধনের আশায় আমি আপনার দুই পুত্রকে বিনাশ করি নাই। তাঁহারা কালবশেই নিধন লাভ করিয়াছেন। আপনি যজ্ঞ করুন; বিপুল ধন দান করুন; আমার বাহুবল আশ্রয় করিয়া রিপুসেনা জয় করুন; কংস নাশ জন্য ভয় ও মনোগত সন্তাপ দূর করুন; এবং আমি আপনাকে পুনর্ব্বার যে ধন প্রদান করিলাম, তাহা লইয়া যাউন।

রাজাকে উক্ত প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিয়া কেশব বলরামের সমভিব্যাহারে মাতা পিতার

নিকটে গমন করিলেন। তথায় আনন্দপরিপূর্ণ হৃদয়ে দুই ভ্রাতার মস্তক অবনত করিয়া পিতা মাতার চরণে নমস্কার করিলেন; ঐ মুহূর্ত্তে মথুরা আর মথুরা রহিল না! বোধ হইল যেন অমরাবতী স্বর্গলোক পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছে। পুরবাসী জনগণ বসুদেবের গৃহদর্শন করিয়া মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিল, এ স্বর্গ, পৃথিবী নহে।

মহারাজ! বলরাম ও কেশব উক্ত প্রকারে মহিষী সহিত রাজা উগ্রসেনকে বিদায় করিয়া বসুদেবের গৃহে প্রবেশ ও অস্ত্র শস্ত্র রক্ষা করত ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে লাগিলেন, পরে আহ্নিক ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক সুখে উপবেশন করিয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় এক মহা উৎপাত ঘটিল; আকাশে মেঘ সকল ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; পৃথিবী ও পর্ব্বত সকল কাঁপিয়া উঠিল; সাগর সমুদায় ক্ষুভিত হইল; বৃহৎ বৃহৎ সর্প সকল ব্যাকুল হইয়া পড়িল; এবং যাদবগণ সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। কিন্তু রাম কৃষ্ণ বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা প্রবল পক্ষবাত দ্বারা জানিতে পারিলেন, পক্ষিরাজ আগমন করিতেছেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, দিব্যমালাধারী, দিব্যগন্ধানুলিপ্ত গরুড় উপস্থিত হইলেন। সৌম্যমূর্ত্তি গরুড় আগমন করিয়া কেশবের দ্বিতীয় শরীরের ন্যায় উপবেশন করিলেন। যুদ্ধ সহায় মন্ত্রী ধৈর্য্যশালী মধুসূদন গরুড়কে উপস্থিত দেখিয়া প্রথমতঃ স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে যথোপযুক্ত বাক্যে কহিলেন, হে খগশ্রেষ্ঠ! হে অসুরসেনাবিনাশন কেশবপ্রিয় বিনতাহৃদয়ানন্দ! চল আমরা ভোজরাজের অন্তঃপুরে গমন করি; তথায় গমন করিয়া নিশ্চিন্ত উপবেশন করত অভিপ্রেত বিষয়ে মন্ত্রণা করা যাইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবলশালী রামকৃষ্ণ গরুড়ের সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গোপনীয় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, জরাসন্ধ আমাদিগের শত্রু; বিধাতা ইহাকে আমাদিগের অবধ্য করিয়াছেন; আবার, প্রধান প্রধান রাজারা স্ব স্ব সৈন্য দ্বারা ইহাকে অতিশয় বর্দ্ধিত করিয়াছেন। জরাসন্ধের সৈন্য এত অধিক হইয়া উঠিয়াছে, যে আমরা শত বর্ষ বিনাশ করিয়াও জয় করিতে পারিব না। অতএব, গরুড়! তোমাকে বলিতেছি যে, মথুরাপুরীতে বাস করিলে আর আমাদিগের মঙ্গল হইবে না।

গরুড় কহিলেন, হে দেবদেব! আমি নমস্কার করত আপনার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপনার বাসস্থানের উপযোগী ভূভাগ পরীক্ষার্থে কুশস্থলী গমন করিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া আকাশ হইতেই চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, ঐ স্থানে নগরের সমস্ত লক্ষণই আছে। উহার প্রান্তে সাগর ও অনুপ প্রদেশ। সম্মুখে জলপ্রবাহ; তদ্দ্বারা ঐ স্থান অতিমাত্র শীতল হইয়া আছে। চতুর্দ্দিকে সমুদ্রশাখাতে দেবতারাও ঐ স্থান ভেদ করিতে পারেন না। তথায় সকল রত্নের আকর আছে। তত্রত্য পাদপ সমস্ত বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে। কোন ঋতুর পুষ্পেরই তথায় অভাব নাই। উহার চতুষ্পথই অতি সুদৃশ্য। তথায় সর্ব্ব প্রকার আশ্রমীই বসতি করিতেছেন। নগরের প্রয়োজনীয় সমস্ত গুণই তথায় বিদ্যমান। সর্ব্বত্রই স্ত্রী পুরুষ বাস করিতেছে। সকল সময়েই তথায় আনন্দে কালযাপন করা যায়। তথায় স্বর্ণপ্রাচীর, পরিখা, তোরণ, অট্টালিকা, বিচিত্র প্রাঙ্গন ভূমি, মনোহর রথ্যা, বিপুল বহির্দ্বার, বিচিত্র যন্ত্র ও বিচিত্র অর্গল সমস্ত বিদ্যমান আছে। নর, নাগ ও অশ্বের ইয়ত্তা নাই। অনবরত রথনেমির ঘর্ঘর শব্দ হইতেছে। নানাদিগ্‌দেশোৎপন্ন দ্রব্যজাতে ঐ স্থানের সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ। বৃক্ষ সকল

নিরন্তর ফল পুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে। ধ্বজ পতাকা সকল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিকেই অতি উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ নগরী দর্শন করিলে, শত্রুকুলের ভয় ও মিত্রকুলের অপার আনন্দ জন্মে। আপনি এক্ষণে ঐ সর্ব্বোৎকৃষ্টা নগরীতে রাজধানী স্থাপন ও পর্ব্বতপ্রধান রৈবতককে স্বর্গতুল্য করিয়া তুলুন। আপনি রাজধানী নির্ম্মাণ করাইলে, ঐ স্থান অতি মনোহর হইয়া উঠিবে। চরমে ঐ রাজধানী, ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় মনোরমা ও ত্রিলোকে বিখ্যাত৷ হইবে। যদি মহাসাগর মগ্নভূমি প্রদান করেন, তাহা হইলে বিশ্বকর্ম্মা মনোমত করিয়া, বিবিধ প্রকারে পুরী নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। প্রভো! আপনি মণি, মুক্তা, প্রবাল, বজ্র ও বৈদূর্য্য সমপ্রভ অভিপ্রায়মত বিবিধ দ্রব্য, ও ত্রিলোকজাত দিব্য রত্ন দ্বারা তথায় দিব্যস্তম্ভভূয়িষ্ঠ স্বর্গে দেবসভার সদৃশ, সুবর্ণময়, শুভ্রবর্ণ, সর্ব্বরত্নবিভূষিত দিব্যধ্বজ-পতাকা-সমন্বিত, দেব-কিন্নর-পালিত চন্দ্রসূর্য্যপ্রভায় সমাকীর্ণ প্রাসাদ সকল নির্ম্মাণ করান্।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিনতানন্দন কেশবকে এই কথা বলিয়া মস্তক অবনমন পূর্ব্বক প্রণাম করত আসনে উপবেশন করিলেন। তখন রামকৃষ্ণ উক্ত বাক্য হিতকর বিবেচনায় তদনুসারে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া মহামূল্য উৎকৃষ্ট বিবিধ ভূষণ সম্প্রদান পূর্ব্বক বিধিবৎ সম্মানিত করিয়া গরুড়কে বিদায় করিলেন; এবং গরুড় বিদায় হইলে পর, দেবলোকে দুই দেবতার ন্যায়, তথায় পরম সুখে আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন।

মহাযশা ভোজরাজ গরুড়ের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহ পূর্ব্বক মধুর বচনে অকপট অন্তঃকরণে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহু! হে যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধন! হে রিপুনাশন! এক্ষণে আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই নগরীতেই হউক, আর অন্য দেশেই হউক, তোমাবিরহে আমরা পতিহীনা কামিনীর ন্যায়, কোথাও সুখে বাস করিতে পারি না। হে মানদ! তুমি আমাদিগের সহায় থাকিলে, আমরা তোমার বাহুবল আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রের সহায় প্রাপ্ত রাজাদিগকেও ভয় করি না। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! তুমি বিজয়বাসনায় যে যে স্থানে গমন করিবে, সেই সেই স্থানেই আমাদিগকে সঙ্গে লওয়া তোমার উচিত্।

রাজার উক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দেবকীনন্দন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আপনাদিগের যেরূপ ইচ্ছা, আমি নিঃসন্দেহ সেইরূপই করিব।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়। ১১৩

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কিছুকাল গত হইলে পর পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ যদুসভায় সভ্য যাদবদিগকে বক্ষ্যমাণ হেতুগর্ভ উৎকৃষ্ট বাক্য বলিলেন,—হে যাদবগণ! যাদবগণের এই মথুরা নগরী ক্রমশঃ অধিকার বিস্তার করিতেছে। আমরা দুই জনেও এই নগরীতে জন্মিয়াছি; কিন্তু ব্রজে প্রতিপালিত হইয়াছি। সে দুঃখও এক্ষণে দূর হইয়াছে; শত্রুগণ পরাজিত হইয়াছে। রাজাদিগের সহিত মধ্যে শত্রুতা উৎপাদন এবং জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করা হইয়াছে। আমাদিগের অসংখ্য বাহক ও পদাতি আছে। বিবিধ রত্নও আমাদিগের প্রচুর, মিত্রও অনেক। কিন্তু এই মথুরা নগরীর পরিসর অতি অল্প। শত্রু ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে। আমাদিগের সৈন্য এবং মিত্রও দিন দিন অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে। এই যে কোটি কোটি রাজবংশীয় ও ইহাঁদিগের পদাতি, ক্রমশই স্থানাভাব

জন্য ইহাদিগের সংবর্দ্ধনলক্ষিত হইতেছে। অতএব, হে যাদবশ্রেষ্ঠগণ! আমার ইচ্ছা, অন্যত্র বাস করি। আমি অন্যত্র নগরী স্থাপন করিব, আপনারা আমায় ক্ষমা করিবেন। কালে আপনাদিগের মঙ্গল হইবে, এই অভিপ্রায়েই আমি যাদবসভায় এই বাক্য বলিলাম; ইহা আপনাদিগের অনুকূল কি না, বলুন।

তখন যাদবগণ সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইয়া, কৃষ্ণকে কহিলেন, এই সমস্ত লোকের মঙ্গলের জন্য যাহা করিতে হয় কর।

তদনন্তর যাদবগণ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, রাজা জরাসন্ধ আমাদিগের অবধ্য; শত্রুর বলও অধিক; রাজগণ এই মথুরা নগরীকে বিপুল সৈন্য ক্ষয় করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সৈন্য এত অধিক যে, আমরা শত বৎসর সংহার করিলেও ক্ষয় করিতে পারিব না।

এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া, তাঁহারা স্থান পরিত্যাগ করাই স্থির করিলেন। এই সময় কালযবন জরাসন্ধের সৈন্যের ন্যায় সেনায় পরিবৃত হইয়া মথুরার নিকটবর্ত্তী হইলেন। জরাসন্ধের মহৎ সৈন্য দুর্নির্ব্বার্য্য এবং কালযবনও দুর্নিবার্য্য, শ্রবণ করিয়া যাদবগণ পূর্ব্বকৃত মন্ত্রণার অনুসরণ করিলেন। কেশবও সত্যপ্রতিজ্ঞ যাদবদিগকে পুনর্ব্বার কহিলেন, অদ্যই পুণ্যদিন; আপনারা সৈন্য সমভিব্যাহারে নির্গত হউন।

অনন্তর কৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে বসুদেব প্রভৃতি যাদবগণ কলত্র সমভিব্যাহারে সৈন্যসমূহের শব্দে প্রতিশব্দপূর্ণ হইয়া, সমুদ্র স্রোতের ন্যায়, সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যাদবগণ দুন্দুভিতাড়ন করিয়া নিজ নিজ সম্পত্তি ও স্বজন সমভিব্যাহারে কেহ সুসজ্জিত মত্ত মাতঙ্গে, কেহ সুবর্ণভূষিত রথে, কেহ বা ইঙ্গিতমাত্র উল্লম্ফনকারী অশ্বে আরোহণ করিয়া মথুরা হইতে বহির্গত হইলেন। সৈন্যসমূহ তুমুল কোলাহল করিতে করিতে চলিল। বৃষ্ণিগণ স্ব স্ব সৈন্য লইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর যুদ্ধশোভী বাসুদেব প্রভৃতি প্রধান প্রধান যাদবগণ সকলে সেনার অগ্রভাগ চালনা করিয়া সিন্ধুরাজের অধিকৃত অনূপদেশে উপস্থিত হইলেন। ঐ দেশ কোথাও নানালতায় সুশোভিত, কোথাও নারীকেল বনে অলঙ্কৃত; কোথাও সুদৃশ্য পর্ব্বতে পরিব্যাপ্ত, কোথাও কেতকীবৃক্ষে সুশোভিত; কোথাও অসংখ্য পুন্নাগ ও তালবৃক্ষে ব্যাপ্ত, কোথাও বা দ্রাক্ষালতায় অতি নিবিড় ভাবে আচ্ছন্ন। সুপপ্রিয় যাদবগণ ঐ ঐ স্থলে, স্বর্গবাসী দেবগণের ন্যায় আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। শত্রুঘাতী কৃষ্ণ নগর নির্ম্মাণোপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে সাগর ও অনূপদেশ শোভিত বিশাল প্রদেশ দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, ঐ প্রদেশ বাহকসকলের হিতসাধক। উহার মৃত্তিকা সিকতা দ্বারা তাম্রবর্ণ। নগরের সমস্ত লক্ষণই ঐ স্থানে বিরাজমান; দেখিলে বোধ হয়, লক্ষ্মী যেন তথায় বাসস্থান স্থাপন করিয়াছেন। সাগরসমীর ও সাগরসলিল তথায় নিরন্তর প্রবাহিত। উহা সিন্ধুরাজের অধিকারভুক্ত, এবং সমস্ত লক্ষণ সম্পন্ন। উহার অনতিদূরেই রৈবতক নামে পর্ব্বত, দিগন্ত ব্যাপিয়া বিরাজমান। রৈবতকের শিখর সকল মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় বিশাল। একলব্য ঐ স্থানে বসতি করেন। আচার্য্য দ্রোণও তথায় অনেকদিন বাস করিয়াছিলেন। নানা লোক তথায় বাস করে, সর্ব্বপ্রকার রত্নই ঐস্থানে সুপাকৃত। সিন্ধুরাজ ঐ স্থানে দ্বারবতী নামে শারিকাফলকের ন্যায় এক অষ্টকোণ মনোহর বিহার স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেশবও ঐ স্থানে নগরী নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। সূর্য্য রক্তবর্ণ হইয়াছেন। এমন সময় যাদবগণ তথায় নিবেশ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হই-

লেন। সেনানায়ক প্রধান প্রধান যাদবেরাও স্কন্ধাবার সন্নিবেশ করিলেন। কেশব পুরীনির্ম্মাণার্থ যাদবগণ সমভিব্যাহারে তথায় চিরকালের জন্য বাস করিলেন। ক্রমে ক্রমে নানা স্থানের নানা নামকরণ করিয়া ভাবনামাত্রে নির্ম্মাণ করাইলেন।

রাজন্! যাদবগণ এই প্রকারে দ্বারবতী নগরী প্রাপ্ত হইয়া, স্বর্গে দেবগণের ন্যায়, সদ্ভাবে সুখে বসতি করিতে লাগিলেন।

কেশীনিহন্তা কৃষ্ণ জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হইয়া এবং কালযবন আসিতেছে জানিতে পারিয়া দ্বারবতী গমন করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়। ১১৪

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! হে তপোধন! যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ বাসুদেবের চরিত্র বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মথুরা মধ্যরাজ্যের অলঙ্কার স্বরূপ, অতি রমণীয় স্থান। কমলা তথায় নিরন্তর বাস করিতেন। যেখানে প্রচুর ধান্যেরও অভাব ছিল না। সর্ব্বপ্রকার ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই তথায় বসতি করিতেন। ফলতঃ মথুরা পৃথিবীর চূড়া স্বরূপ ছিল। তবে কেশব বিনাযুদ্ধে কেন সে নগরী পরিত্যাগ করিলেন? কালযবনই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিল? জলদুর্গবেষ্টিত দ্বারকাপুরী আশ্রয় করিয়াই বা মহাযোগী মহামনা বাসুদেব কি করিলেন? কালযবনের বীর্য্য কিরূপ? বীর্য্যবান্ কালযবন কাহা হইতেই বা জন্মলাভ করিয়াছিল। যাহাকে দুর্ব্বিষহ ভাবিয়া জনার্দ্দন নগরী পরিত্যাগ করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের গুরু মহাতপা গার্গ পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন; সুতরাং স্ত্রী সম্পর্ক করিতেন না। এইরূপে ঊর্দ্ধরেতা হইয়া কাল যাপন করাতে, উঁহার শ্যালক একদিন তাঁহাকে পুরুষত্ব বিহীন বলিয়া ক্ষত্রিয় সভামধ্যে উপহাস করিলেন। এইপ্রকার উপহাস করাতে, তিনি পুত্রপ্রার্থী হইয়া অজিতশুর নগরে গমন করিয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। দ্বাদশ বৎসর লৌহচূর্ণ ভক্ষণ করিয়া রহিলেন। অনন্তর এইরূপে অচিন্ত্যস্বরূপ শূলপাণিকে তুষ্ট করিলেন। রুদ্র তাঁহাকে সংগ্রামে বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের জেতা সর্ব্বতেজোময় পুত্র বর দান করিলেন। অপুত্র যবনাধিপতি মহাদেবদত্ত ঐ পুত্রোৎপাদক বর শ্রবণ করত দ্বিজপ্রবর গার্গকে তুষ্ট করাইয়া আনাইয়া গোপপল্লীতে গোপস্ত্রীগণ মধ্যে তাঁহাকে বাস করাইলেন। ঐ পল্লীতে গোপালী নামে এক অপ্সরা গোপী বেশ ধারণ করিয়া গার্গ্যের দুর্ব্বিষহ তেজ গর্ভে ধারণ করিল। কারণ, শূলপাণি আদেশ করিয়াছিলেন, গার্গ্যের মানুষী ভার্য্যাকে ঐপুত্র জন্মিবে ঐ গর্ভে মহাবল এই কাল যবন উৎপন্ন হইল; এবং অপুত্রক যবনরাজের অন্তঃপুরে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। কালক্রমে যবন রাজা লোকান্তরিত হইলে, কালযবন রাজা হইয়া প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার প্রতিযোদ্ধা কে আছে। নারদ তাঁহাকে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দিগের কথা বলিয়া দিলেন। এ দিকে তেজস্বী মধুসূদন কৃষ্ণও নারদের মুখে বরদান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যবনমধ্যে বৃদ্ধিশীল কাল যবনের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কাল যবন যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যবনদিগের মহাবল পরাক্রান্ত রাজা হইল, তখন ক্রমে ক্রমে ম্লেচ্ছ রাজা সকল তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল। শক, তুখার, দরদ, পারদ, তঙ্গণ, খশ, পহ্লব, প্রভৃতি শত শত ম্লেচ্ছ ও হিমাচলবাসীগণ তাহার আশ্রয় লইল। রাজা কালযবন, শল-

ত্তের ন্যায় অসংখ্য, দুঃস্ময়ুত্ত নানাদেশ ও নানা অস্ত্রধারী, ভীমদর্শন স্লেচ্ছগণে পরিবৃত হইয়া মথুরা আক্রমণে যাত্রা করিল। অযুত অযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গজ বাজী ও উষ্ট্র এবং মহতী সেনার ভরে পৃথিবী কম্পিত হইল। ধূলি উত্থিত হইয়া সূর্য্যমার্গ রোধ করিল। সৈন্য সকল মূত্র ও বিষ্ঠা দ্বারা নদী উৎপাদন করিল। অশ্ব ও উষ্ট্রের বিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন হইল বলিয়া ঐনদীর নাম অশ্বশকৃৎ হইল। এদিকে কালযবনের মহাসৈন্য আগমন করিল শ্রবণ করিয়া বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অগ্রনেতা বাসুদেব জ্ঞাতিদিগকে একত্রিত করিয়া কহিলেন, বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের এই মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদিগের শত্রু শূলপাণির বরদান প্রভাবে আমাদিগের অবধ্য। সামাদি উপায় সমস্ত সর্ব্বপ্রকারে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু সে অহঙ্কার ও বল জন্য নিতান্ত উন্মত্ত; সুতরাং যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছুক. নারদ আমাকে বলিয়াছেন, এই পর্য্যন্তই এ স্থানে আমাদিগের বাস। রাজা জরাসন্ধ সতত্তই আমাদিগের শত্রুতা করিয়া থাকেন। বৃষ্ণিগণের চক্র প্রভাবে পরিতপ্ত হইয়া অন্যান্য রাজারাও এইরূপ করেন। কংসবধ হেতুও কতকগুলি রাজা বিরক্ত হইয়া উহাঁদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। এবং জরাসন্ধকে আশ্রয় করিয়া, আমাদিগকে সংহার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। রাজগণ যদুগণের অনেক আত্মীয় বিনাশও করিয়াছেন। এ নগরীতে থাকিলে আমরা বৃদ্ধি পাইতে পারিব না।

এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ স্থান পরিত্যাগ করা স্থির করিয়া কালযবনের নিকট দূত পাঠাইলেন; দূতের সমভিব্যাহারে এক মর্দ্দিত অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্টিবিষ, ভীষণ বৃহদাকার সর্পকে কুম্ভমধ্যে বদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, এই নিদর্শন দ্বারা কাল সর্পের ভয়োৎপাদন করেন। দূত কালযবনকে ঐ কলস দেখাইয়া কহিল, কৃষ্ণ এই কাল সর্প সদৃশ। যাদবগণ ঐ সর্প প্রেরণ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া কাল যবন কতকগুলি প্রচণ্ড পিপীলিকাদ্বারা ঐ কলস পূর্ণ করাইলেন। সেই তীক্ষ্ণদংশ অসংখ্য পিপীলিকা সর্ব্বাঙ্গে অনবরত ভক্ষণ করাতে সর্প পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পরে যবনাধিপতি পূর্ব্বপ্রকারেই কলশ মুদ্রিত করিয়া, নিজ সৈন্যের বহুল সংখ্যা জানাইবার উদ্দেশে কৃষ্ণের নিকটে পুনঃ প্রেরণ করিল। নিজ কৌশল ব্যর্থ হইল দেখিয়া, কৃষ্ণ সত্বর মথুরা হইতে নির্গত হইয়া দ্বারকা গমন করিলেন; তথায় বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে রক্ষা করত আশ্বাস প্রদান করিয়া মহাযোগী মধুসূদন পাদচারে মথুরায় পুনরাগমন করিলেন; বাহুদ্বয় ভিন্ন আর কোন অস্ত্র শস্ত্রই লইলেন না। কালযবন তাঁহাকে দেখিয়াই হৃষ্টচিত্তে ক্রোধভরে বহির্গত হইল। মহাবল কৃষ্ণও দর্শন দিয়াই পলায়ন করিলেন। যবনরাজ ধরিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কিন্তু কৃষ্ণ যোগধর্ম্মা, বলিয়া তাঁহাকে ধারণ করিতে পারিল না।

মহারাজ! পূর্ব্বকালে মান্ধাতার পুত্র মহাবল মহাযশা রাজা মুচুকুন্দ দেবাসুর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য দেবগণ তাঁহাকে বর গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলে পর, তিনি নিদ্রাভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না। নিদ্রালস অবস্থায় তৎকালে তাঁহার মুখ হইতে বারম্বার এই বাক্য বহির্গত হইতে লাগিল যে, হে দেবগণ! আমি নিদ্রাগত হইলে, যে কেহ আমার নিদ্রাভঙ্গ করিবে, আমি ক্রোধদীপ্ত দৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে দগ্ধ করিব। দেবরাজ ও দেবগণ কহিলেন, তাহাই হইবে। পরে তিনি দেব-

গণের অনুমতি লইয়া মানুষলোকে আগমন করত ক্লান্ত অবস্থায় কোন এক পর্ব্বত-গুহায় প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণের দর্শনকাল পর্য্যন্ত এতদিন নিদ্রা যাইতেছিলেন। নারদ এই বৃত্তান্ত এবং নরপতি মুচুকুন্দের তেজ ও বরপ্রাপ্তি সমস্ত বাসুদেবকে কহিয়াছিলেন। এক্ষণে বাসুদেব যবনশত্রু কাল যবন কর্ত্তৃক অনুগম্যমানে ভীতের ন্যায় উক্ত মুচুকুন্দের গুহায় প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া বুদ্ধিমান্ দিগের শ্রেষ্ঠ কেশব মুচুকুন্দ চক্ষু উন্মীলন করিলে না দেখিতে পান, এই ভাবে মুচুকুন্দের মস্তকের দিকে লুকাইয়া রহিলেন। যবন পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়া রাজাকে দেখিতে পাইল; দেখিয়া দুর্ম্মতি কৃতান্ত সদৃশ নিদ্রিত ঐ রাজার নিকটে গমন করিয়া, শলভ যেমন পাবক স্পর্শ করে, তেমনি বাসুদেব বোধে পাদদ্বারা ভূপতিকে আলোড়ন করিল। রাজর্ষি মুচুকুন্দ পদ স্পর্শ দ্বারা নিদ্রা হইতে উত্থিত ও পদস্পর্শ জন্য ক্রুদ্ধ হইলেন। এবং ইন্দ্রদত্ত বর স্মরণ করিয়া সম্মুখ ভাগে দৃষ্টি করিলেন। ক্রুদ্ধ রাজা দর্শন করিবামাত্র যবনের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; এইরূপে নেত্রতেজসম্ভূত বহ্নি, বজ্র যেমন শুষ্ক বৃক্ষ দাহ করে, তেমনি ক্ষণকালের মধ্যে কালযবনকে ভস্মসাৎ করিল। বাসুদেব, কর্ত্তব্য সম্পাদিত করিয়া, চিরপ্রসুপ্ত নরপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! নারদ আমাকে কহিয়াছেন, আপনি বহুকাল নিদ্রা গিয়াছেন। আপনি আমার অতি মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন; আপনার মঙ্গল হউক; আমি চলিলাম।

অনন্তর রাজা বাসুদেবকে খর্ব্বাকৃতি দর্শন করিয়া বুঝিলেন যে ঐ সুদীর্ঘ কাল মধ্যে যুগ পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি বাসুদেবকে কহিলেন, তুমি কে? কিজন্যই বা এখানে আগমন করিয়াছ। আমি কত কালই বা নিদ্রা গিয়াছি; যদি জান ত বল।

বাসুদেব কহিলেন, সোমবংশে নহুষনন্দন যযাতি নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার পঞ্চ সন্তান; তন্মধ্যে যদু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আমি ঐ যদুর বংশে উৎপন্ন হইয়াছি; বাসুদেব আমার পিতা; আমার নাম বসুদেব। আপনি ত্রেতাযুগে নিদ্রা গিয়াছিলেন, আমি নারদের নিকট ইহা অবগত হইয়াছি; এক্ষণে কলি যুগ। আজ্ঞা করুন, আমাকে আপনার আর কোন কার্য্য সাধন করিতে হইবে। আমার এক শত্রু ছিল; সে দেবতার বলে আমার অবধ্য হইয়া ছিল; আমি শতবর্ষেও তাহাকে বিনাশ করিতে পারিতাম না; আপনি আমার সেই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া মুচুকুন্দ গুহা হইতে বহির্গত হইলেন; কৃষ্ণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বহির্গত হইলেন। রাজা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন খর্ব্বাকৃতি মানবগণ পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছে। তাহাদিগের উৎসাহ, বল, বীর্য্য এবং পরাক্রম অতি অল্প। তাঁহার নিজের রাজ্যও অপরে অধিকার করিয়াছে; দেখিয়া প্রীতি সৎকারে গোবিন্দকে বিদায় করিয়া মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া তপস্যার্থ হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন: তথায় তপস্যা আশ্রয় করিয়া কালে কলেবর পরিত্যাগ করত নিজ পুণ্য কর্ম্মোপার্জ্জিত স্বর্গলোকে আরোহণ করিলেন। এদিকে বাসুদেব শত্রুকে সংহার করাইয়া, উহার সৈন্যের সমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং ঐ নিহতনায়ক, প্রভূত হস্তী, অশ্ব, রথ, বর্ম্ম, শস্ত্র, আয়ুধ ও ধ্বজ সমন্বিত সৈন্য অধিকার করিয়া, সমস্তিব্যাহারে লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া জনার্দন প্রীতিপূর্ণ মনে উগ্রসেনকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন ও উক্ত প্রভূত

ধনদ্বারা দ্বারকানগরীর শোভা সম্পাদন করিলেন।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়। ১১৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পরদিন প্রভাতে দিবাকর বিমল প্রভা বিস্তার পূর্ব্বক উদিত হইলে, হৃষীকেশ জপাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া সভাতে উপবেশন করিলেন। তিনি দুর্গনির্ম্মাণোপযুক্ত স্থান পরীক্ষণ করিবার জন্য ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে কুলজ্যেষ্ঠ যাদবগণ যদুনন্দনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। যদুনন্দন রোহিণী যুক্ত প্রশস্ত দিনে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তি বাচন করাইয়া তুমুল শব্দে পুণ্যাহ ঘোষণ পূর্ব্বক দুর্গকার্য্য আরম্ভ করিলেন। পরে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ পদ্মলোচন কৃষ্ণ দেবরাজ যেমন দেবতাদিগকে, তেমনি যাদবদিগকে কহিলেন, দেখুন, আমি স্বর্গের ন্যায় এই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছি; যে নামে এই নগরী পরিচিত হইবে, আমি সে নাম করণ করিয়াছি। পৃথিবীতে দ্বারবতী নামে এই নগরী নির্ম্মাণ করিলাম; নগরী ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় রমণীয় হইবে। ইহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, অন্তরঙ্গ চত্বর, রাজপথ ও অন্তঃপুর সমস্তই অমরাবতীর সদৃশ প্রস্তুত করাইব। উগ্রসেন প্রভৃতি আপনারা এই স্থানে নিরুপদ্রবে পরমানন্দে বাস করুন; এখানে থাকিয়া শত্রুদিগকে বাধা দিতে সমর্থ হইবেন। গৃহের উপযুক্ত বাস্তুভূমি সকল গ্রহণ করুন; ত্রিক ও চত্বর সকল নির্ম্মাণ করান; রাজমার্গের পরিসর এবং প্রাকার কোন্ দিক্ দিয়া কতদূর বিস্তৃত হইবে, তাহাও নিরূপণ করা হউক। গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া প্রধান প্রধান শিল্পিদিগকে স্থানে স্থানে প্রেরণ করুন। বার্ত্তাহর পুরুষগণ বার্ত্তা লইয়া দেশে দেশে গমন করুক।

কেশব এই কথা কহিলে যাদবগণ আনন্দিত হইয়া গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যস্ত হইলেন। সকলে শুভদিনে সূত্র হস্তে লইয়া বাস্তু পরিমাণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া পূজা করত বিধানানুসারে বাস্তু পূজা করাইলেন। তদনন্তর অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাসুদেব স্থপতিদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন তোমরা আমাদিগের জন্য চত্বর, পথ ও ইষ্টদেবতার স্থান যুক্ত গৃহ সকল নির্ম্মাণ কর। তাহারা, যে আজ্ঞা বলিয়া, বিধিমত দুর্গ কর্ম্মের উপাদান সমস্ত লইয়া যথা ন্যায়ে দ্বার ও আয়তন সকল নির্ম্মাণ করিল। পরে নগরী মধ্যে যথা ক্রমে ব্রহ্মা, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র ও দেবদেবগণের স্থান নির্ম্মাণ করিল। তদনন্তর শুদ্ধাক্ষ ঐন্দ্র ভল্লাট ও পুষ্প দন্ত, এই চারি দেবতার চারি দ্বার নির্ম্মাণ করিল। মহাত্মা যাদবগণ ঐ সকল গৃহে নিযুক্ত হইলে পর, মাধব মনে মনে করিলেন, শীঘ্র পুরী প্রবেশ করিবেন। তৎক্ষণ মাত্রে তাঁহার বিমলা দৈবী বুদ্ধি উপস্থিত হইল। ঐ বুদ্ধি নগরীর পক্ষে হিতসাধনী ও যদুকুলের বৃদ্ধিকারিণী। দেবগণের প্রধান শিল্পী প্রজাপতিতনয় প্রভু বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মল বুদ্ধিক্রমে নগরী নির্ম্মাণ করিবেন। মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া, তাঁহাকে আনাইবার জন্য কৃষ্ণ নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া আকাশে দৃষ্টি করিলেন। তৎক্ষণমাত্র শিল্পগুরু মহামতি দেবশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ইন্দ্র আমাকে সত্বর প্রেরণ করিলেন; কিঙ্কর উপস্থিত হইলাম; আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব। প্রভু দেবরাজ ইন্দ্র এবং অক্ষয়দেব ত্রিলোচন আমার যেমন মান্য, আপনিও তেমনি; আপনাদিগের প্রভেদ নাই। আপনার বাক্য ত্রিলোককে আজ্ঞা করিতে পারে; এক্ষণে

বাক্যমাত্রে আজ্ঞা করুন, কি করিব; আমি অদ্য কৃতার্থ হইলাম।

কংসশত্রু যদুশ্রেষ্ঠ কেশব বিশ্বকর্ম্মার উক্ত প্রকার বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া অসাধারণ বাক্যে কহিলেন, দেবতাদিগের গোপনীয় কার্য্য শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিয়াছ আমি এক্ষণে কোথায় বাস করিতেছি। অতএব, হে দেবশ্রেষ্ঠ! এই স্থানে তোমাকে অবশ্য আমার গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই নগরীর চতুর্দ্দিকে আমার প্রভাবের অনুরূপ সৌধসমূহ প্রকাশ্য ভাবে নির্ম্মাণ করিবে। স্বর্গের অমরাবতীর ন্যায় এই নগরী যাহাতে অতি উত্তম হয় তোমাকে তাহা করিতে হইবে; করিতে তোমার ক্ষমতাও আছে। স্বর্গের ন্যায় ইহার সমুদায় স্থান সমতল হওয়া কর্ত্তব্য। মর্ত্ত্যবাসী এই নগরীর ও যদুকুলের সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করুক। এই কথা শুনিয়া বুদ্ধিমান্ বিশ্বকর্ম্মা, কৃষ্ণকে কহিলেন, প্রভো! আপনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিলেন, সমস্তই করিব। কিন্তু এই নগরী এই সমস্ত লোকের পর্য্যাপ্ত বাসস্থান হইবে না। ক্রমে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া বিস্তীর্ণ হইবে; চতুঃসাগর মূর্ত্তিমান্ হইয়া ইহাতে বিচরণ করিবে। অতএব সাগর যদি অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ ভূমি দান করেন, তাহা হইলে নগরীর পর্য্যাপ্ত আয়তন হয়।

পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণও উক্তরূপ স্থির করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিশ্বকর্ম্মার উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সরিৎপতি সাগরকে কহিলেন, সমুদ্র! যদি আমাকে মান্য কর তাহা হইলে দ্বাদশ যোজন পরিমাণ ভূমি হইতে সরিয়া যাও তুমি স্থান প্রদান করিলে, আমার নগরীর পরিসর বৃদ্ধি হয় এবং আমার সমস্ত সৈন্য স্বস্থানে বাস করিতে পারে।

নদনদীনাথ সমুদ্র কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীরণবেগযোগে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত জল সংহার করিলেন। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা নগরীর ঐ বাস্তভূমি এবং কৃষ্ণের সাগর বিহিত সম্মাননা সন্দর্শন করত আনন্দিত হইয়া যদুনন্দন কেশবকে কহিলেন, গোবিন্দ! আপনি অদ্যই পুরী প্রবেশ করুন। বিভো! আমি ভাবনা দ্বারাই অচির কাল মধ্যেই বাস্ত গৃহ সম্পন্ন পরম শোভনীয়া পুরী নির্ম্মাণ করিতেছি। ইহার দ্বার, তোরণ ও অট্টালিকাদি সমস্তই অতিশয় উৎকৃষ্ট হইবে। পৃথিবীমধ্যে এই পুরী অচলশৃঙ্গসদৃশ উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিবে।

অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা এই কথা বলিয়া ভাবনা বলে পুরী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে বাসুদেবের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ অন্তঃপুর ও স্নানাগার নির্ম্মাণ করিলেন। উহার দ্বার, তোরণ ও প্রাচীর প্রভৃতির শোভার ইয়ত্তা রহিল না। নরনারী পণ্যজীবী ও পণ্যসামগ্রীতে নগরী সমাকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যেন অমরাবতী স্বর্গ ত্যাগ করিয়া অবনীতে আবির্ভূত হইয়াছে। ইতস্ততঃ স্বচ্ছ সলিলা বাপী ও জলকুল্যা সম্পন্ন উদ্যানে শোভিত হওয়াতে নগরী আয়তলোচনা ললনার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। উহার চতুর্দ্দিকে সমৃদ্ধ চত্বর, পরস্পর সংঘট্টিত সৌধ ও বিস্তৃত রাজপথ বিরাজিত। দ্বারকা সাগরের শোভা সম্পাদন করিয়া অমরাবতীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। পৃথিবীর অশেষ রত্ন বিরাজমান থাকাতে নগরী বিবুধগণের স্পৃহনীয় ও সামন্তগণের লোভনীয় হইয়া উঠিল। তাহার সৌধ সকল এতাদৃশ উন্নত, যে তদ্দ্বারা নভোমার্গ রুদ্ধ হইয়া পড়িল। নগরী নিরন্তর নরনারী কোলাহলে প্রতিধ্বনিত। প্রান্তে সাগর লহরী সতত প্রবাহিত হওয়াতে সমীরণ তৎসঙ্গে শীতল হইয়া বহিতে লাগিল। জল প্রদেশ নির্ম্মিত উদ্যান পরম্পরায় শোভিত হইয়া জনমনোহারিণী দ্বারকা তারকারাজি রাজিত নভোমণ্ডলের ন্যায় লক্ষিত হইল।

যেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই লোহিতকান্ত স্বর্ণপ্রাচীর, কনকদামপরিশোভিত আলয়, ধবলাভ্রসঙ্কাশ শুভ্র তোরণ ও অট্টালিকা; প্রাসাদচ্ছায়া সমাচ্ছাদিত প্রশস্ত রাজমার্গ দৃষ্টিগোচর হয়। চন্দ্রমা যেমন আকাশ উদ্ভাসিত করে, যদুকুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তেমনি অভীষ্ট জনগণপূরিতা বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিতা রত্নসম্ভারভূয়িষ্ঠা ঐ পুরীকে উদ্ভাসিত করিয়া বাস করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রপুরী সদৃশী ঐ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া গোবিন্দ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর কৃষ্ণ মনে করিলেন যে আমি প্রভূত ধন দান দ্বারা প্রজাবর্গকে সুখিত করিব। এইরূপ কল্পনা করিয়া তিনি রাত্রিযোগে কুবেরপালিত নিধিশ্রেষ্ঠ শঙ্খকে নিজভবনে আহ্বান করিলেন। নিধিরাজ শঙ্খ দ্বারকানাথ কৃষ্ণ আহ্বান করিয়াছেন, জানিতে পারিয়া, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত ভাবে ভূমিতে পতিত হইয়া, যেমন কুবেরকে, তেমনি তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, বিভো! আমি দেবগণের ধনরক্ষক, আমাকে কি করিতে হইবে; কর্ত্তব্য বিষয়ে আমাকে নিয়োগ করুন।

হৃষীকেশ নিধিশ্রেষ্ঠ যক্ষ শঙ্খকে কহিলেন, এই নগরীতে যাহারা নির্দ্ধন আছে, তুমি তাহাদিগকে প্রচুর ধন দান কর। আমার ইচ্ছা নহে যে, আমাকে দেখিতে হয় যে দ্বারবতীতে কোন ব্যক্তি নির্দ্ধনতা নিবন্ধন উপবাস করিয়া আছে; কৃশ ও মলিন হইয়াছে; অথবা দেহি বলিয়া নগরীতে ভিক্ষা করিতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নিধিপতি কেশবের আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া নিধিগণকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা দ্বারকার গৃহে গৃহে প্রভূত ধন বর্ষণ কর। তাহারা সকলে তাহাই করিল। তখন কৃষ্ণনগরী দ্বারকায় অতি হতভাগ্য ব্যক্তিও নির্দ্ধন রহিল না।

অনন্তর যাদবগণের প্রিয়কারী পুরুষোত্তম গোবিন্দ ঐ ভবনে অবস্থিতি করিয়াই আবার বায়ুকে আহ্বান করিলেন। তৎক্ষণমাত্র প্রাণিগণের প্রাণযোনি বায়ু দেবগণের গুহ্য কার্য্য সাধনের ভার প্রাপ্ত একাকী উপবিষ্ট গদাধরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেব! আমি ক্ষিপ্রগামী; সর্ব্বত্রই আমার গতিবিধি আছে, কি করিব বলুন। আমি যেমন দেবতাদিগের, তেমনি আপনারও দূত। তখন পুরাণ পুরুষ কৃষ্ণ সমাগত মূর্ত্তিমান্ জগৎপ্রাণকে কহিলেন, মারুত! যাও, দেবগণ ও দেবরাজকে আমার অভ্যর্থনা জানাইয়া দেবগণের নিকট হইতে সুধর্ম্ম সভা লইয়া আগমন কর। এই সহস্র সহস্র যদুবংশীয়গণ ধার্ম্মিক ও বিক্রমশালী; ইহাঁরা সকলে তাহাতেই উপবেশন করিতে পারিবেন; কৃত্রিম সভায় ইহাঁদিগের স্থান হইবে না; সেই শোভনা সভা অক্ষয়া, কামরূপিণী ও কামগামিনী, সেই সভাই যেমন দেবগণকে, তেমনি সমস্ত যাদবগণকে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে।

মনোগতি বায়ু অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের বাক্য গ্রহণ করত স্বর্গে গমন করিলেন। তথায় সমুদায় দেবতাকে অভ্যর্থনা করত কৃষ্ণবাক্য নিবেদন করিয়া সুধর্ম্মা সভা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় ধরাতলে আগমন করিলেন। এবং অক্লিষ্টকর্ম্মা সুধর্ম্মা কৃষ্ণকে সুধর্ম্মা সভা প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কৃষ্ণ স্বর্গে দেবগণের ন্যায় দ্বারবতীতে যাদবগণের মধ্যে ঐ সভা স্থাপন করিলেন।

অব্যয় পুরুষ হরি উক্ত প্রকারে স্বর্গীয়, পার্থিব ও সামুদ্রিক বিবিধ দ্রব্য দ্বারা, নিজ প্রমদার ন্যায়, নগরীকে অলঙ্কৃত করিলেন।

অনন্তর মর্য্যাদা বিভাগ, প্রকৃতি বিভাগ, সৈন্যাধ্যক্ষ বিভাগ, কর্ম্মচারী বিভাগ ও প্রজানায়ক বিভাগ আরম্ভ হইল। উগ্রসেনকে রাজা, কাশ্যপকে পুরোহিত, অনাধৃষ্টিকে সেনাপতি, বিকদ্রুকে মন্ত্রী করা হইল। বুদ্ধিমান যাদবনন্দন দশ জন কুলপ্রবর্ত্তক বৃদ্ধ যাদবকে সর্ব্ব কার্য্যের অধ্যক্ষ স্বরূপে নিযুক্ত করিলেন। অতিরথ দারুক কেশবের সারথি নিযুক্ত হইলেন। সাত্যকিকে যোদ্ধাদিগের নেতৃপদে অভিষেক করা হইল।

লোকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ নগরীকে উক্তপ্রকার বিধান করিয়া ধরণীতলে যাদবগণের সহিত আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে বলদেব কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে রেবতের কন্যা সুশীলা রেবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

—

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়। ১১৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই সময়েই চেদিরাজের হিতসাধন বাসনায় প্রতাপশালী জরাসন্ধ রাজগণ মধ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীর সহিত রাজা শিশুপালের বিবাহ দিতে হইবে। দন্তবক্রের ন্যায় অমিতপরাক্রম, ইন্দ্রতুল্য, যুদ্ধে শত শত মায়া প্রয়োগকুশল সুবক্ত, পৌণ্ড্র বাসুদেবের পুত্র মহাবল, অক্ষৌহিণীপতি বীর্য্যবান্ সুদেব, একলব্যের পুত্র বীর্য্যবান্ পাণ্ড্য রাজের পুত্র কলিঙ্গাধিপতি, কৃষ্ণের শত্রু রাজা বেণুদারি, অংশুমান্, ক্রথ, শ্রুতবর্ম্মা, কালিঙ্গ, গান্ধারাধিপতি, কৌশাম্বীর অধিপতি মহাবীর্য্য পট্টস ও কাশীর অধিপতি পট্টস এই সকল রাজাকে মগধাধিপতি নিযুক্ত করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে বেদবিৎ শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর! রাজা রুক্মী কোন্ দেশে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজর্ষি যাদবের বিদর্ভ নামে পুত্র, যিনি বিন্ধ্যের দক্ষিণ পার্শ্বে বিদর্ভা নামে নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন, ক্রথ কৈশিকাদি নামে মহাত্মা বিদর্ভের কয়েকটি বীর্য্যসম্পন্ন পৃথগ্‌বংশ প্রবর্ত্তক পুত্র জন্মে। ঐ বংশে ভীষ্ম হইতে বৃষ্ণিবংশের উৎপত্তি হয়। ক্রথের বংশে অংশুমান্ ও কৈশিকের বংশে ভীষ্মক জন্মগ্রহণ করেন। লোকে দাক্ষিণাত্য রাজ ভীষ্মকে হিরণ্য রোমা বলে। ভীষ্মক কুণ্ডিন রাজ্যের রাজা হইয়া অগস্ত্যপালিত দক্ষিণদিক্ শাসন করিতেন। রাজন্! রুক্মী নামে তাঁহার পুত্র ও রুক্মিণী নামে কন্যা জন্মে। মহাবল রুক্মী দ্রুমের নিকট বিবিধ দিব্য অস্ত্র ও জমদগ্নিতনয় রামের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সতত অদ্ভুতকর্ম্মা কৃষ্ণের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন। রুক্মিণীর ন্যায় রূপবতী পৃথিবীতে ছিল না। বাসুদেব শ্রবণ করিয়াই তাঁহাকে কামনা করিয়াছিলেন; তিনিও শ্রবণ করিয়াই বাসুদেবে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তেজস্বী, বীর্য্যশালী, বলবান্ জনার্দন আমার স্বামী হন। কিন্তু রুক্মী, কংসশত্রু জ্ঞানে দ্বেষ করিয়া, তাঁহাকে রুক্মিণী সম্প্রদান করেন নাই। মহাবল জরাসন্ধ চেদিরাজ সুনীথতনয় শিশুপালের জন্য ভীষ্মকের নিকট ঐ কন্যা প্রার্থনা করিলেন। বৃহদ্রথ নামে চেদিরাজ বসুর এক পুত্র ছিলেন। পূর্ব্বকালে এই বৃহদ্রথ মগধদেশে গিরিব্রজ নামে নগরী নির্ম্মাণ করেন। ইহাঁর বংশে মহাবল জরাসন্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। চেদিরাজ দমঘোষও ঐ বসুরই বংশে উৎপন্ন হন। বসুদেবের ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে দমঘোষের ভীম পরাক্রমশালী পাঁচ পুত্র জন্মে;—শিশুপাল, দশগ্রীব, রৈভ্য, উপদিশ

ও বলী। ইঁহারা সকলেই মহাবলশালী, সর্ব্বাস্ত্রে নিপুণ, বীর ও বীর্য্যবান্ ছিলেন। দমঘোষ এক বংশজাত জ্ঞাতি জরাসন্ধকে পুত্র শিশুপাল সম্প্রদান করিয়াছিলেন। জরাসন্ধও শিশুপালকে পুত্রের ন্যায় দর্শন ও পালন করিয়াছিলেন। শিশুপাল বৃষ্ণিবংশের শত্রু মহাবল জরাসন্ধের সাহায্যাধীনে, তদীয় প্রিয়সাধনের নিমিত্ত বৃষ্ণিগণের অনেক অপকার করিয়া তাঁহাদিগের ঘোরতর শত্রু হইয়াছিলেন। আর কংস জরাসন্ধের জামাতা ছিলেন; তিনি যুদ্ধে নিহত হওয়াতে জরাসন্ধ কৃষ্ণের জন্য বৃষ্ণিগণের ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। একণে রাজা জরাসন্ধ শিশুপালকে সমভিব্যাহারে লইয়া করূষভূত দন্তবক্রের সহিত বিদর্ভ যাত্রা করিলেন। পৌণ্ড্র রাজ ধীমান্ বাসুদেব এবং অঙ্গ, বঙ্গ, ও কলিঙ্গের রাজারা তাঁহার অনুগামী হইলেন। রুক্মী প্রত্যুদ্গমন করত এই সকল রাজাকে, অভ্যর্থনা ও যথোচিত প্রকারে পূজা করিয়া নিজ নগরীতে লইয়া যাইলেন। রাম কৃষ্ণও, পিতৃষসার মনস্তুষ্টির জন্য উভয়ে বৃষ্ণিগণ সমভিব্যাহারে রথযোগে তথায় উপস্থিত হইলেন। দমঘোষ যথাবিধানে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া যথাযোগ্য পূজা করিলেন ও পুরীর বহির্ভাগে তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াদিলেন।

অনন্তর বিবাহের পূর্ব্ব দিন মঙ্গলময়ী বিহিতমঙ্গলা রুক্মিণী ইন্দ্রাণীর অর্চনা করিবার জন্য চতুরশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র যুক্ত লগ্নে দেবালয়ে যাত্রা করিলেন। প্রদীপ্ত পরিচ্ছদ পরিধারী প্রচুর সৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। অনন্তর কৃষ্ণ দেবালয়ের সন্নিকটে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার রূপ অসীম; যেন অগ্নির শিখা এবং যেন মায়া পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন; যেন গভীরভাবসম্পন্না মেদিনী মূর্ত্তিমতী হইয়া ভূগর্ভ হইতে উত্থান করিয়াছেন। যেন চন্দ্রের প্রভা মোহিনী কামিনীর রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছে; যেন লক্ষ্মী, কেবল পদ্ম নাই, পরে যেন লক্ষ্মীরূপ ধারণ করিবেন। তাঁহাকে দেবগণও দর্শন করিতে সমর্থ নহেন, কেবল কৃষ্ণ মনোমধ্যে তাঁহাকে দেখিতেছিলেন। ভাবিনী বিশদশ্যামাঙ্গী, উপবেশন করিয়াছিলেন; নয়নযুগল বিস্ফারিত, সুন্দর ও আয়ত। ওষ্ঠ, নয়ন ও অপাঙ্গ রক্তবর্ণ; মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রসন্নিভ; নখরাজি উন্নত ও রক্তবর্ণ; ভ্রূ অতি মনোহর; কেশপাশ কৃষ্ণবর্ণ ও আকুঞ্চিত; মূর্ত্তি অতি মোহিনী, পয়োধর ও নিতম্ব স্থূল ও উন্নত; দন্তপঙক্তি সূক্ষ্মাগ্র শুভ্র, সম ও উজ্জ্বল; কি রূপ, কি বয়স, কি সুনাম, কিছুতেই তাঁহার সদৃশী ভূমণ্ডলে নাই। দেবী রুক্মিণী পাণ্ডুরবর্ণ ক্ষৌম পরিধান করিয়া মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন।

এতাদৃশী প্রিয়দর্শনাকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণের কামবৃত্তি ঘৃতসেক দ্বারা অনলের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাতেই মন নিয়োগ করিলেন; এবং বলরামের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ও বৃষ্ণিগণকে জানাইয়া হরণ করাই স্থির করিলেন।

অনন্তর রুক্মিণী যেমন দেব কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেবালয় হইতে বহির্গত হইলেন, কৃষ্ণ অমনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার রথে আরোহণ করিলেন; যাহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া আসিল বলরাম বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ সকল রক্ষক পুরুষের আজ্ঞায় দাশার্হগণ কেহ কেহ উন্নত মহাধ্বজ শোভিত বিবিধাকার রথে, কেহ কেহ বা

হস্তিকে, কেহ কেহ বা অশ্বে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া হলধরকে বেষ্টন করিল। কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, অক্রূর, বিপৃথু, গদ, কৃতবর্ম্মা, চক্রদেব, সুদেব, মহাবল সারণ, নিবৃত্তশত্রু বিক্রান্ত, ভঙ্গকার, বিদূরথ, উগ্রসেনাত্মজ কঙ্ক, শতদ্যুম্ন, রাজাধিদেব, মৃদর, প্রসেন, চিত্রক, অজিত, বৃহদ্দুর্গ, শ্বফল্ক, সত্যক, পৃথু ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বৃষ্ণি ও অন্ধকগণে গুরু যুদ্ধভার ক্ষেপণ করিয়া রুক্মিণীকে লইয়া নিজ নগরী দ্বারবতীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে বীর্য্যশালী দন্তবক্র, জরাসন্ধ, ও শিশুপাল ক্রোধিত হইয়া অঙ্গ, বঙ্গ, ও কলিঙ্গরাজ এবং পৌণ্ড্রের সহিত কৃষ্ণকে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রোধভরে বহির্গত হইলেন। চেদিরাজ মহারথ ভ্রাতৃগণকে সর্ব্বাভিব্যাহারে লইলেন। মহারথ বৃষ্ণিবীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া, ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া দেবগণের ন্যায়, বলদেবকে অগ্রে লইয়া, প্রতিযুদ্ধার্থ তাঁহাদিগের অভিমুখীন হইলেন। যুযুধান মহাযুদ্ধস্থলে অভিমুখে ধাবমান মহাবল জরাসন্ধকে ছয় নারাচাস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। অক্রূর নয় শরে দন্তবক্রকে বিদ্ধ করিলেন; কারুষ ক্ষিপ্রপাতী দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। বিপৃথু সপ্তশরে শিশুপালকে বিদ্ধ করিলেন; শিশুপালও অষ্টবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। গবেষণ ছয়, অতিদন্ত আট, বৃহদ্দুর্গ পাঁচ বাণে চৈদ্যকে বিদ্ধ করিলেন; চৈদ্যও প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া চারি বাণে বিপৃথুর চারি অশ্ব ছেদন, পরে ভল্ল দ্বারা বৃহদ্দুর্গের মস্তক ছেদন করিলেন। তদনন্তর গবেষণের সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অতিবল বিপৃথু হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে বৃহদ্দুর্গের রথে আরোহণ করিলেন। বিপৃথুর সারথিও শীঘ্র গবেষণের রথে আরোহণ করিয়া বেগবান্ অশ্বচতুষ্টয়কে দমন করিবার উপক্রম করিলেন। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা চৈদ্যকে আচ্ছন্ন করিলেন। এবং ধনুর্ব্বাণ হস্তে রথমার্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। চক্রদেব বাণ দ্বারা দন্তবক্রের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; পট্টসকেও পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন; তাঁহারা দুইজনেও প্রত্যেকে মর্ম্মভেদী দশ দশ বাণে চক্রদেবকে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর শিশুপালের ভ্রাতা বলী দশ বাণে চক্রদেবকে বিদ্ধ করিলেন। এবং দূর হইতে পাঁচ বাণে বিদূরথকেও বিদ্ধ করিলেন। বিদূরথও ছয় শাণিত-শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। বলী ত্রিংশৎ বাণে পুনর্ব্বার তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। কৃতবর্ম্মা যুদ্ধস্থলে তিন বাণে রাজপুত্রকে বিদ্ধ এবং তাঁহার ধ্বজ ছেদন ও সারথিকে সংহার করিলেন। পৌণ্ড্র ক্রুদ্ধ হইয়া ছয় বাণে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন, পরে ভল্ল দ্বারা ধনু ছেদন করিলেন। নিবৃত্তশত্রু নয় বাণে কলিঙ্গরাজ পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। তিনিও তোমরাস্ত্র দ্বারা নিবৃত্তশত্রুর স্কন্ধদেশ ভেদ করিলেন। বীর্য্যবান্ কঙ্ক গজবাহন অঙ্গরাজের গজসন্নিকট উপস্থিত হইয়া অঙ্গরাজকে তোমরাস্ত্র প্রহার করিলেন; অঙ্গরাজও তাঁহাকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। চিত্রক, শ্বফল্ক ও মহাবল সত্যক তখন শাণিত নারাচাস্ত্র দ্বারা কলিঙ্গের সেনা সংহার করিতে লাগিলেন। বলরাম বৃক্ষ ক্ষেপণ করিয়া যুদ্ধস্থলে বঙ্গরাজের হস্তী এবং বঙ্গরাজকেও সংহার করিলেন। বীর্য্যবান্ হলধর বঙ্গরাজকে সংহার করত রথে আরোহণ করিয়া ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক নারাচাস্ত্র দ্বারা অনেকানেক দাশার্হকে বিনাশ করিলেন। বীর্য্যবান্ রাম ছয় বাণে মহাবীর্য্য-কারুষদিগকে বিনাশ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া এক শত মগধবাসীর প্রাণ হরণ করিলেন। তাহাদিগকে সংহার করিয়া মহাবাহু জরাসন্ধের প্রতি ধাবিত হইলেন। মগধরাজ

ধাবমান বলদেবকে তিন নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। হলধরও ক্রুদ্ধ হইয়া অষ্ট নারাচ দ্বারা জরাসন্ধকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সুবর্ণ ভূষিত ধ্বজ ছেদন করিলেন। মহারাজ! দেবাসুরের ন্যায় রাজগণের এই যুদ্ধ অতি ঘোরতর হইতে লাগিল। শরবর্ষণ করিয়া সকলে পরস্পরকে আঘাত ও সংহার করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র গজারোহী ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র গজারোহীকে আক্রমণ করিল; এই রূপে রথী রথীকে এবং সাদী সাদীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। পদাতিগণ হস্তে শক্তি চর্ম্ম অসি ধারণ করিয়া প্রতিপক্ষীয় পদাতিগণের মস্তক ছেদন করত যুদ্ধ স্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। কবচের উপর আহত অসি ও নির্ম্মুক্ত বাণসমূহের শব্দ পক্ষির পক্ষশব্দের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। যুদ্ধ স্থলে মহাত্মাগণের জ্যাকর্ষণ শব্দ ও শস্ত্রের শব্দ ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের শব্দ আবরণ করিল।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়। ১১৭।

কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া যাইতেছেন শ্রবণ করিয়া রুক্মী ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে গোবিন্দকে সংহার না করিয়া এবং রুক্মিণীকে না লইয়া কুণ্ডিননগরে প্রত্যাগমন করিব না। অনন্তর বীর অস্ত্র শস্ত্র পরিপূর্ণ উন্নত ধ্বজসম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া বহুতী সেনাসমভিব্যাহারে ক্রোধভরে বেগে বহির্গত হইলেন। ক্রাথ, অংশুমান্ শ্রুতর্ব্বা ও বেণুদারী প্রভৃতি যাবদীয় দাক্ষিণাত্য রাজা, ভীষ্মকের অন্যান্য পুত্র, এবং ক্রথকৈশিক প্রভৃতি সমুদায় মহারথগণ রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। তাঁহারা বহুদূর গমন করিয়া তটিনী নর্ম্মদার তীরদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গোবিন্দ প্রিয়ার সহিতই অবস্থিতি করিতেছেন। দেখিয়াই রুক্মী ক্রুদ্ধ হইয়া সেনা স্থাপন করিয়া, দ্বৈরথ যুদ্ধের অভিপ্রায়ে একাকী কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন। এবং চতুঃষষ্টি শাণিত শরে গোবিন্দকে বিদ্ধ করিলেন। জনার্দ্দনও সপ্ত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। এবং তিনি রক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করিলেও তাঁহার ধনু ছেদন এবং তাঁহার সারথির মস্তক হরণ করিলেন। তিনি বিপদে পড়িয়াছেন দেখিয়া, দাক্ষিণাত্য সকল রাজাই মার মার শব্দে জনার্দ্দনকে বেষ্টন করিলে মহাবাহু অংশুমান্ নয়; শ্রুতর্ব্বা পাঁচ ও বেণুদারি সাত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর বাগ্মশালী গোবিন্দ অংশুমানের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। রাজা অংশুমান্ ব্যথিত হইয়া রথের উপর পতিত হইলেন। পরে কেশব চারি বাণে শ্রুতর্ব্বার চারি অশ্ব ছেদন করিয়া বেণুদারির ধ্বজ ছেদন করত তাঁহার বাহু বিদ্ধ করিলেন। বেণুদারি ক্লান্ত ও ব্যথিত হইয়া রথধ্বজ অবলম্বন করিয়া শয়ন করিলেন। তখন ক্রথকৈশিকগণ, শরবর্ষণ করিতে করিতে কৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন; কিন্তু বাসুদেব শরক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগের সমস্ত শর নিবারণ করিলেন। পরে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া অন্যান্য যাঁহারা ক্রোধভরে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহাদিগকেও চতুঃষষ্টি বাণে নাশ করিলেন। যাদবনন্দন এই রূপে শত্রু সৈন্য বিদ্রাবিত করিলে পর রুক্মী সন্দর্শনে নিতান্ত কুপিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পাঁচ, সারথির প্রতি তিন, এবং ধ্বজ প্রতি এক আনতপর্ব্ব বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ এককালীন ষষ্টিবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। রুক্মী নিজ শরাসন রক্ষা করিতে বিস্তর যত্ন করিলেন, কিন্তু কোন রূপেই সমর্থ হইলেন না; জনার্দ্দন তাঁহার শরাসন ছেদন করি-

লেন। অনন্তর রুক্মী অপর শরাসন গ্রহণ করিয়া, কেশবকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব মত অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবলশালী কেশব, তাঁহার সমস্ত অস্ত্র নিবারণ করিয়া অবশেষে তিন বাণে পুনর্ব্বার তাঁহার শরাসন ও রথধ্বজা ছেদন করিলেন। রুক্মী শরাসনবিহীন ও রথবিহীন হইয়া অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া গরুড়ের ন্যায় রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে অসি হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার খড়্গ ছেদন করিয়া তিন নারাচাস্ত্রে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। অমনি তিনি বিচেতন ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তাঁহার পতন শব্দে ধরণী প্রতিধ্বনিত হইল। তখন কেশব শরজাল বিস্তার করিয়া অন্যান্য রাজাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন। রুক্মীকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া তাঁহারা তথায় আগমন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় রুক্মিণী ভ্রাতাকে ধরণী তলে বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া, তাঁহার জীবনরক্ষার্থ কৃষ্ণের পদতলে পতিত হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করত সান্ত্বনা করিলেন, এবং রুক্মীকে অভয় দান করিয়া প্রিয়া সমভিব্যাহারে নিজ নগরী যাত্রা করিলেন। এদিকে বৃষ্ণিগণও জরাসন্ধ ও অন্যান্য রাজাদিগকে পরাজয় করিয়া বলরাম সমভিব্যাহারে আনন্দিত মনে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন।

কৃষ্ণ এইরূপে প্রস্থান করিলে পর শ্রুতকর্ম্মা রণস্থলে আগমন করত রুক্মীকে নিজ রথে আরোহণ করাইয়া নিজ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু রুক্মী, ভগিনীকে না লইয়া প্রত্যাগমন করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হওয়াতে আর কুণ্ডিনগরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, বাগার্থ বিদর্ভ দেশে আর এক সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করাইলেন; পৃথিবীতে ঐ নগর ভোজকট নামে প্রসিদ্ধ হইল। মহাযশা রুক্মী ঐ নগরীতে থাকিয়া দক্ষিণ দিক শাসন করিতে লাগিলেন। মহাভুজ ভীষ্মক কুণ্ডিনে রহিলেন।

এদিকে বলরাম ও বৃষ্ণিগণ সমভিব্যাহারে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে পর, কেশব বিধানানুসারে রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে সীতার সহিত রামচন্দ্র ও শচীর সহিত ইন্দ্রের ন্যায়, প্রণয়িনী ভার্য্যার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। রূপবতী, সুশীলা, পতিব্রতা গুণবতী রুক্মিণী কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠা পত্নী হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহার গর্ভে দশ মহারথ পুত্র উৎপাদন করিলেন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, সুষেণ, চারুগুপ্ত, চারুবাহু, চারুবিন্দ, সুচারু, চন্দ্রচারু ও চারু; এতদ্ভিন্ন চারুমতী নামে এক কন্যা। জন্মেপুত্রগণের সকলেই ধর্ম্মার্থনিপুণ, শিক্ষিতাস্ত্র ও যুদ্ধে দুর্জ্জয় হইলেন। অনন্তর মধুসূদন আর আট শুভলক্ষণা সৎকুলসম্ভূতা মহিষীকে বিবাহ করিলেন; কালিন্দকুমারী মিত্রবিন্দা, নগ্নজিতের কন্যা সত্যা, জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতী, রোহিণী বা ভদ্রা; মদ্ররাজতনয়া লক্ষ্মণা, সত্রাজিতের দুহিতা সত্যভামা, শৈব্যের কন্যা অপ্সরাসদৃশ রূপবতী পত্নী। ইঁহারা তাঁহার পট্টমহিষী হইলেন। এতদ্ভিন্ন গোবিন্দ আর ষোড়শ সহস্র কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এবং সকলেরই প্রতি সমান প্রণয়ী হইলেন। তাঁহাদিগের গর্ভে তাঁহার সহস্র সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইল। সকলেই মহাবলপরাক্রম, সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ, মহাভাগ, বীর ও মহারথ।

———

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। ১২৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে মহাবল রুক্মী তনয়ার স্বয়ম্বরের উদ্‌যোগ করাইলেন। নিমন্ত্রিত হইয়া রাজগণ নানাদিগ্‌ দেশ হইতে আসিয়া স্বয়ম্বর স্থলে উপস্থিত হইলেন। প্রদ্যুম্নও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। রুক্মিনন্দিনী প্রদ্যুম্নের প্রতি অভিলাষিণী হইয়াছিলেন; প্রদ্যুম্নও তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন। বিদর্ভরাজ রুক্মিনন্দিনীর নাম শুভাঙ্গী; তিনি রূপলাবণ্য হেতু পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মহাত্মা রাজগণ সভায় উপস্থিত হইলে, বিদর্ভনন্দিনী প্রদ্যুম্নের গলদেশে বরমালা দান করিলেন। কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্নের ন্যায় পৃথিবীতে রূপবান্ আর কেহই ছিল না; তিনি যুবা, সিংহসদৃশ দৃঢ়াঙ্গ, ও সর্ব্বাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, রাজপুত্রীও নারায়ণী ইন্দ্রসেনার ন্যায় রূপযৌবনসম্পন্না ও গুণবতী ছিলেন; প্রদ্যুম্নের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল।

স্বয়ম্বর শেষ হইলে পর রাজগণ স্ব স্ব রাজধানী যাত্রা করিলেন; প্রদ্যুম্নও বিদর্ভ তনয়াকে লইয়া দ্বারকা গমন করিলেন। কালে বৈদর্ভীর গর্ভে অনিরুদ্ধনামে প্রদ্যুম্নের এক দেবকুমার সদৃশ কুমার জন্মিল; পৃথিবীতে প্রদ্যুম্নের ন্যায় অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে আর কেহই সমর্থ হন নাই। অনিরুদ্ধ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ধনুর্ব্বেদ, ও নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেন। এই সময় রুক্মিণী রুক্মবতী নামে রুক্মীর পৌত্রীকে অনিরুদ্ধের সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। রুক্মী শত্রুতা হেতু কৃষ্ণকে স্পর্দ্ধা করিতেন; তথাপি প্রদ্যুম্ন ও রুক্মিণীর প্রিয়সাধন করিবার নিমিত্ত স্বীকার করিলেন, আমি পৌত্রী সম্প্রদান করিব। অনন্তর কেশব রুক্মিণী, পুত্রগণ, ও বলদেব এবং অন্যান্য বৃষ্ণিগণ সমভিব্যাহারে সসৈন্যে বিদর্ভ রাজ্যে গমন করিলেন। রুক্মী যে সকল জ্ঞাতি ও বান্ধব রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও একত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ! অনন্তর অভিজিৎ নক্ষত্র যুক্ত শুভ তিথিতে অনিরুদ্ধের বিবাহোৎসব সমাহিত হইল। হে ভরতকুলাবতংস! অনিরুদ্ধ বৈদর্ভীর পাণিগ্রহণ করাতে বিদর্ভবংশীয় ও যাদবগণের মহান্ উৎসব আরম্ভ হইল। বৃষ্ণিগণ তথায় পূজিত হইয়া দেবগণের ন্যায় ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অশ্মকদিগের অধিপতি উদারবুদ্ধি বেণুদারি, ঋক্ষবংশীয় শ্রুতকর্ম্মা, চাণূর, ক্রাথ, অংশুমান্ কলিঙ্গাধিপতি মহাবল জয়ৎসেন, পাণ্ড্য, ও শ্রীমান্ ঋষিকাধিপতি এই কয় মহৈশ্বর্য্য সম্পন্ন দক্ষিণদেশীয় রাজা পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া, নির্জ্জনে অধিরাজ রুক্মীর নিকট উপস্থিত হইয়া, কহিলেন, মহারাজ! আপনি অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ; আমরাও খেলিতে ইচ্ছুক, বলদেবও অক্ষক্রীড়া ভাল বাসেন, কিন্তু ক্রীড়ায় নিপুণ নহেন; অতএব আমরা আপনাকে সহায় করিয়া সেই বলদেবকে পরাস্ত করিতে ইচ্ছা করি।

এই কথা শুনিয়া, মহারথ রুক্মীর এবিষয়ে মত হইল। অনন্তর সকলে শুভ্রমাল্য ধারণ ও শুভ্র চন্দন অনুলেপন করিয়া শুভ্রকান্তি, সুবর্ণস্তম্ভ বিশিষ্ট কুসুমশোভিতাঙ্গন, চন্দন জলসিক্ত সভাস্থলে প্রবেশ করত জয়াভিলাষী হইয়া সুবর্ণ আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর অক্ষক্রীড়া নিপুণ ঐ সকল নরপতি বলদেবকে আহ্বান করিয়া, ক্রীড়ার প্রস্তাব করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া বলিলেন, আপনাদিগের সহিত ক্রীড়া করিব। দাক্ষিণাত্য নরপতিগণ ছল প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিতে অভিলাষী ছিলেন।

এক্ষণে ক্রীড়ার জন্য সহস্র সহস্র মণি, মুক্তা, ও সুবর্ণ ঐ স্থানে আনয়ন করাইলেন। পরে প্রণয়হানিকর কলহনিদান, দুর্ম্মতিদিগের উচ্ছেদ সাধন দ্যূত ক্রীড়া আরম্ভ হইল। রুক্মীর সহিত ক্রীড়ায় বলদেব দশ সহস্র সুবর্ণ নিষ্ক পণ রাখিলেন। এবং বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। তথাপি রুক্মী তাঁহাকে পরাজয় করিলেন। বলরাম আবার তাবৎ-সংখ্যক নিষ্ক পণ রাখিলেন; রুক্মী আবার জয়ী হইলেন। দুইবার পরাজিত হইয়া মহাবল বলদেব এক কোটি নিষ্ক পণ ধরিলেন, রুক্মী হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, এই জিতিলাম; এবং উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত শ্লাঘা করিয়া অক্ষ ক্ষেপণ করিলেন, ও কহিলেন, বলদেব অজেয় কিন্তু দ্যূতে অনভিজ্ঞ ও দুর্ব্বল, আমি ইহাঁর নিকট হইতে প্রভূত স্বর্ণজয় করিয়া লইলাম। এই কথা শুনিয়া কলিঙ্গরাজ নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া দন্ত-পংক্তি প্রকটন পূর্ব্বক উচ্চৈস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহাতে বলদেব ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রুদ্ধ হওয়া হলধরের স্বভাব ছিল না। তথাপি রুক্মী পরাজয় উল্লেখ করিয়া যে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ক্রোধ জন্মিল; কিন্তু তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মন সংযম করিয়া কহিলেন, আমি এই দশ সহস্র কোটি নিষ্ক আর এক পণ রাখিলাম। এখন ধূলি পূর্ণ প্রদেশে কৃষ্ণ ও লোহিতবর্ণ অক্ষ ক্ষেপণ কর। রুক্মী কোন উত্তর না করিয়া তাহাই করি বলিয়া হৃষ্টচিত্তে অক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। অক্ষ নিক্ষিপ্ত করিয়া, উহার চতুর্থাঙ্কচিহ্নিত পার্শ্ব দৃষ্ট হওয়াতে ধর্ম্মতঃ বলরামেরই জয় হইল; কিন্তু রুক্মী তাহা স্বীকার করিলেন না; প্রত্যুত হাসিয়া কহিলেন, আমি জয়ী হইয়াছি। সঙ্কর্ষণ রাজার ঐ কপট বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু কোন কথাই কহিলেন না। এই সময় বলদেবের কোপ বৃদ্ধি করিয়া গম্ভীর স্বরে দৈববাণী হইল, শ্রীমান্ বলদেব সত্য কথাই কহিতেছেন; এবার ধর্ম্মানুসারে রুক্মীরই পরাজয়; বলদেব কিছু না বলুন কিন্তু ধর্ম্মানুসারে এবার পণ ইহাঁরই প্রাপ্য। তোমরা মনোমধ্যে সকলেই ইহা বুঝিতে পারিতেছ। বলদেব এই সাক্ষাৎ সত্য সুস্পষ্ট আকাশ-বাণী শ্রবণ করিয়া কোপভরে উত্থিত হইয়া মহামূল্য সুবর্ণময় সারিফলক প্রহারেই রুক্মি-ণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া পেষণ করিলেন। পরে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কলিঙ্গাধিপতিকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার দন্তপংক্তি উৎপাটন করিলেন। কলিঙ্গরাজ সিংহের ন্যায় ঘোর শব্দ করিয়া উঠিলেন। অন্যান্য যে সকল রাজা উপস্থিত ছিলেন, বলদেব তাঁহাদিগকেও ভয় প্রদর্শন করি-লেন; পরে সভার এক সুবর্ণময় স্তম্ভ উৎ-পাটন করিয়া, গজপতির ন্যায় সেই স্তম্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক বিদর্ভবাসীদিগকে বিত্রাসিত করিয়া সভাদ্বার হইতে বহির্গত হইলেন। বলিশ্রেষ্ঠ রাম এই রূপে রুক্মীকে সংহার করিয়া কেশরী যেমন ক্ষুদ্র পশুদিগকে, তেমনি শত্রুদিগকে ভয়প্রদর্শন করিতে করিতে স্বজন-গণ সমভিব্যাহারে নিজ শিবিরে যাইয়া কৃষ্ণকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। মহাদ্যুতি শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে রামকে কোন কথাই কহিলেন না। প্রিয় ভ্রাতাকে নিহত শ্রবণকরিয়া রুক্মিণী আত্মসংযম করিলেন; কিন্তু ক্রোধে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন; কহিলেন, বাসুদেব যে অরাতিনিসূদন ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমশালী রাজাকে সংহার করেন নাই, আজি বলদেব দ্যূতসভায় সুবর্ণময় সারিকা ফলক প্রহারে তাঁহাকে সংহার করিলেন। রাজন্! পরশুরামের শিষ্য রণপণ্ডিত অমিতপরাক্রম নিত্যযাজী ভীষ্মকতনয় রুক্মী নিহত হইলে, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সকলেই উৎকণ্ঠিত হইলেন।

মহারাজ! রুক্মীর নিধনবৃত্তান্ত এবং বৃষ্ণিদিগের সহিত শত্রুতা উৎপাদনের বিষয় আমি তোমার নিকট এই কহিলাম। রুক্মির বিনাশের পর বৃষ্ণিগণ ধনাদি লইয়া রামকৃষ্ণের সমভিব্যাহারে দ্বারকা যাত্রা করিলেন।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। ১১৯।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! বলদেব সাক্ষাৎ ধরণীধর অনন্ত; আমি পুনর্ব্বার সেই ধীমানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে বাসনা করি। যাঁহারা পুরাণবৃত্তান্ত জানেন তাঁহারা তাঁহাকে অতি বলবান্, অনির্জ্জিত তেজোরাশি কহিয়া থাকেন। হে বিপ্র! লোকে যাঁহাকে আদি নাগ অনন্ত কহিয়া থাকে, আমি তাঁহার প্রকৃত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরাণে তাঁহাকে নাগরাজ, ধরণীধর শেষ, তেজোনিধি, অজেয় যোগাচার্য্য ও বেদমন্ত্রমূল, পুরুষোত্তম কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তিনি যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সংহার করেন নাই। মহারাজ! অনেকানেক রাজা, যাঁহারা যুদ্ধে জরাসন্ধের অনুগামী হইয়াছিলেন, বলদেব তাঁহাদিগকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। ভীমপরাক্রমশালী ভীম অযুত নাগের সদৃশ বলশালী ছিলেন; তিনিও বলদেবের নিকট বার বার পরাজিত হইয়াছিলেন। জাম্ববতীর পুত্র শাম্ব হস্তিনানগরে দুর্য্যোধনের কন্যাকে হরণ করাতে অবরুদ্ধ হন; হরণ সময়ে রাজগণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বন্ধন করেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হলধর তাঁহাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত হস্তিনায় আগমন করিলেন, কিন্তু শাম্বকে প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অনিবার্য্য অভেদ্য অপ্রতিম ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ দিব্য লাঙ্গলাস্ত্র উদ্যত করিয়া, গঙ্গাগর্ভে হস্তিনা নিমজ্জিত করিবার উদ্দেশে ঐ লাঙ্গলাস্ত্র নগরীর প্রাকার ভিত্তিতে যোজনা করিলেন, তাহাতে নগরী ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। দুর্য্যোধন এই মহা বিপদ দর্শন করিয়া স্বীয় কন্যার সহিত শাম্বকে বাহির করিয়া বলদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, এবং গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং তাঁহার শিষ্য হইলেন। রাজন্! সেইরূপ ঘূর্ণিত হওয়া অবধি হস্তিনা আজিও গঙ্গার দিকে কিঞ্চিৎ নিম্ন বোধ হয়। হলধরের এই অদ্ভুত কার্য্য পৃথিবীতে বিখ্যাত আছে। এতদ্ভিন্ন বলদেব উহার পূর্ব্বে ভাণ্ডীর বনে বাস করিয়াছিলেন, একমাত্র মুষ্ট্যাঘাতে প্রলম্বাসুরকে সংহার এবং মহাকায় ধেনুককে পর্ব্বতশিখরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। গর্দ্দভরূপধারী ধেনুক দৈত্য তৎকর্ত্তৃক হতজীবন হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল; সাগরগামিনী যমুনা তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তরঙ্গমালায় ঘূর্ণিত হইতে হইতে নগরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। রাজন্! অপ্রমেয় অনন্ত শেষ নাগ মহাত্মা বলদেবের মাহাত্ম্য আপনার নিকট আমি এই কীর্ত্তন করিলাম। ইহা ভিন্ন তাঁহার আরও অদ্ভুত কীর্ত্তি আছে। তাহা বলিলাম না, তাহা অন্য পুরাণ হইতে সংগ্রহ করিবেন।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২০।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! রুক্মিবধের পর দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া মহাবাহু বিষ্ণু কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ সমস্ত যাদবগণ

সমভিব্যাহারে দ্বারকার প্রত্যাগমন করিয়া দ্বারকা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। বহুপ্রকার প্রভূত রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং রাক্ষসদিগের দ্বারা ঐ সমস্ত আনাইয়া স্বগৃহে স্থাপন করিলেন। কতকগুলি প্রধান অসুর বরলাভে গর্ব্বিত হইয়া দ্বারকার উৎপাত করিতেছিল; মহাবাহু তাহাদিগকেও সংহার করিলেন। ইন্দ্রশত্রু সমস্ত দেবতার ভয়জনক নরক নামে মহাদৈত্য তথায় উৎপাত করিতেছিল। সে বিবিধ প্রাণীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবতাদিগের উপর অত্যাচার করিত। মানুষ এবং ঋষিদিগেরও অপকার করিত। ভূমিতনয় নরক কশেরু নামক স্থানে গমন করিয়া গজ রূপ ধারণ করত বিশ্বকর্ম্মার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া মনোহারিণী কন্যাকে হরণ করিয়াছিল; সেই সুন্দরীকে হরণ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল; এবং আজ্ঞা করিয়াছিল, দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুপ্রকার রত্ন আছে, সমগ্র পৃথিবী যত প্রকার রত্ন গর্ভে ধারণ করিতেছেন এবং সমুদ্র গর্ভে যে কিছু ধন আছে, আজ হইতে সমুদায় রাক্ষস ও দানবগণ সে সমস্ত আমার নিকট আনয়ন করিতে থাকুক। এই বলিয়া বিবিধ বস্ত্র ও রত্ন সংগ্রহ করাইয়াছিল; কিন্তু নিজে কিছুই ভোগ করে নাই। বলবান্ নরক গন্ধর্ব্ব, দেবতা, ও মনুষ্যদিগের কন্যা, ও সপ্ত প্রকার অপ্সরা, সমুদায়ে ষোড়শ সহস্র একশত কামিনী হরণ করিয়াছিল; তাহারা সকলেই এক বেণী ধারণ রূপ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম আচরণ করিত। ভূমিতনয় নরক মণিপর্ব্বতের উপর মুরুদৈত্যের অধিকার অলকার দিকে ঐ সকল কামিনীর বাসের জন্য এক বিচিত্র-পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। মুরুর দশ পুত্র এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ ঐ সকল কন্যার তত্ত্বাবধারণ করিয়া নরকের পরিচর্য্যা করিত। সে যে অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিল; দৈত্যের মধ্যে তৎপূর্ব্বে আর কখন কোন দৈত্যই সেরূপ করিতে সমর্থ হয় নাই। সে কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করিয়া দেবী অদিতির অপমান করিয়াছিল। পৃথিবী তাহাকে প্রসব করিয়াছিলেন; সমুদ্রের পর পারে প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রদেশ তাহার রাজধানী ছিল। হয়গ্রীব, নিসুন্দ, বীর ও পঞ্চনদ নামক যুদ্ধদুর্ম্মদ চারি দৈত্য তাহার দ্বারপাল ছিল। বরপ্রাপ্ত মহাসুর মুরু এক সহস্র পুত্রের সহিত আসিয়া যাত্রার্থীদের পথ বেষ্টন করিয়া ছিল; এবং বিকটাকার রাক্ষসগণ দ্বারা সাধুদিগকে ভয়প্রদর্শন করিত।

ঐ সঙ্কটকে নাশ করিবার জন্য শঙ্খ চক্র গদা খড়্গ ধারী মহাবাহু বিষ্ণু বৃষ্ণি বংশে দেবকীর গর্ভে জন্ম লইয়াছিলেন। দেবগণ ঐ জন্যই উপায় করিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় বাস করান। দ্বারকানগরী ইন্দ্রালয় হইতেও অধিকতর মনোহারিণী হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে সাগর বেষ্টিত; অভ্যন্তরে পঞ্চ পর্ব্বত শোভমান। দেবনগরী সদৃশ ঐ নগরী মধ্যে সুবর্ণ তোরণ সম্পন্না দাশার্হী নামে বিখ্যাতা যোজনবিস্তৃতা সভা ছিল; রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ ঐ সভায় উপবেশন করিয়া লোকযাত্রা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। একদা সকলে সভায় উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় দিব্যগন্ধ বায়ু বহিতে লাগিল; পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল; পরে ক্ষণ কালের জন্য অন্তরীক্ষে এক প্রভারাশির মধ্যে এক হর্ষসূচক ধ্বনি হইল; পরক্ষণেই ঐ প্রভারাশি ভূতলে অবতরণ করিল; তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণ হস্তি পৃষ্ঠে সমারূঢ় দেবগণে পরিবৃত দেবরাজ দৃষ্টিগোচর হইলেন। তদ্দর্শনে রাম, কৃষ্ণ এবং রাজা উগ্রসেন বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমন করিয়া দেবরাজের পূজা করিলেন। দেবরাজ হস্তী হইতে সত্বর অবতীর্ণ হইয়া,

প্রথমতঃ কৃষ্ণকে, পরে বলদেব ও উগ্রসেনকে, ক্রমে কাল ও বয়ঃক্রম অনুসারে অন্যান্য বৃষ্ণি ও অন্ধকগণকে আলিঙ্গন ও রামকৃষ্ণের পূজা গ্রহণ করিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। তথায় সভার শোভা সম্পাদন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া যথাবিহিত অর্ঘ্যাদি শিষ্টাচার গ্রহণ করিলেন।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২১।

অনন্তর ইন্দ্র হস্ত দ্বারা উপেন্দ্রের চিবুক ধারণ করত সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, হে দেবকীনন্দন! হে মধুসূদন। হে শত্রুনিসূদন! আমি অদ্য যে কার্য্যের নিমিত্ত আগমন করিলাম শ্রবণ কর। নরক নামে দৈত্য ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া অদিতির কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়াছে। সে নিত্য দেবতা ও ঋষিদিগের অনিষ্ট করিতেছে। তোমারও ছিদ্রান্বেষণ করিতেছে। অতএব ঐ পাপকে সংহার কর। এই অন্তরীক্ষচারী অতি তেজস্বী, কামবীর্য্য বিনতানন্দন গরুড় তোমাকে তথায় লইয়া যাইবে। পৃথিবীর তনয় এই নরকাসুর সকল প্রাণীর অবধ্য; তুমি শীঘ্র এই পাপকে সংহার করিয়া প্রত্যাগমন কর।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, পদ্মলোচন মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ নরক বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর শঙ্খ চক্র, গদা ও অসি ধারণ করিয়া সত্যভামা সমভিব্যাহারে (১) গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করত ইন্দ্রের সঙ্গেই যাত্রা করিলেন। বাসব ক্রমে ক্রমে বায়ুর সপ্ত স্কন্ধ অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেন; যাদবগণ সকলে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন; ইন্দ্র বারণের ও জনার্দ্দন গরুড়ের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া, অতি দূরগত কেতু, সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষে গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ বাসব ও বাসুদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তাঁহারা ক্রমে নয়নপথের অতীত হইলেন। অনন্তর দেবরাজ বাসব কৃষ্ণকে ইতিকর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়া নিজ আলয়ে যাত্রা করিলেন; কৃষ্ণ প্রাগ্জ্যোতিষ নগরাভিমুখী হইলেন। তখন গরুড়ের পক্ষপবনে আহত হইয়া বায়ু প্রতিকূল ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল; এবং ভীমগর্জ্জন মেঘ সকল দর্পিত হওয়াতে তৎসমভিব্যাহারে সমুদায় গগনচারী ঘুরিতে লাগিল। কেশব অল্পকালের মধ্যেই গরুড় বাহনে তথায় উপস্থিত হইলেন; এবং দৈত্যগণ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল, দূর হইতেই দেখিতে পাইয়া তথায় গমন করিলেন। দেখিলেন, পর্ব্বত দ্বারে হস্তী অশ্ব ও রথ এবং মুরুর ষট্‌সহস্র ক্ষুরধার পাশ তথায় স্থাপিত রহিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শ্রীমান্ বাসুদেব গরুড়ের পৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া জ্যা আস্ফালন করিলেন। তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসি, আকৃতি নিবিড় নীলমেঘসদৃশ; পরিধান পীতবসন; চতুর্ভুজ, বক্ষস্থলে পুষ্পীকৃত বনমালা ও বিলক্ষণ শ্রীবৎস; মস্তকে কিরীট; আভা সূর্য্যের ন্যায়; দেখিতে যেন বিদ্যুৎসংযুত চন্দ্রমা। মুরু দানব অশনি শব্দের ন্যায় কেশবের ঐ জ্যাস্ফালন শব্দ শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিল, স্বয়ং বিষ্ণু তথায় আগমন করিয়াছেন। বুঝিয়া ক্রোধে তাহার নয়ন রুধিরের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কালান্তক যমসন্নিভ মুরু এই ভাবে শক্তি গ্রহণ করিয়া বেগে ধাবিত হইল এবং

---

(১) নরকের বর ছিল, পৃথিবীর আজ্ঞা না হইলে, কেহ তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। সত্যভামা পৃথিবীর অংশ; কৃষ্ণ সত্যভামার অনুমতি লইবার জন্য তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন।

মণিকাঞ্চনমণ্ডিত ঐ মহাশক্তি কেশবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। কেশব প্রজ্বলিত মহোল্কাসদৃশী শক্তিকে আগমন করিতে দেখিয়া স্বয়ং বিদ্যুৎ পুঞ্জের ন্যায় জ্বলিত হইয়া এক সুবর্ণপুঙ্খ ক্ষুরপ্র অস্ত্র শরাসনে সন্ধান করিলেন; এবং ঐ অস্ত্র দ্বারা অর্দ্ধপথেই ঐ শক্তি দ্বিখণ্ড করিলেন। মুরুর নয়ন পুনর্ব্বার আরক্ত হইয়া উঠিল; সে দেবরাজনিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় মহাশব্দযুক্ত মহাগদা নিক্ষেপ করিল; কেশব আকর্ণ সন্ধান করিয়া এক অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষেপণ করত সুবর্ণভূষিত ঐ গদার মধ্যভাগে ছেদন করিলেন। পরক্ষণেই ভল্লাস্ত্র প্রহারে রণস্থলে দানবের মস্তক ছেদন করিলেন। এই প্রকারে দানবকে সংহার, দানবের সমস্ত পাশ ছেদন ও নরকাসুরের অধীন অন্যান্য প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়া ভগবান্ দেবকীনন্দন শিলাসংঘাত অতিক্রম করত দেখিলেন, দানবী সেনা, এবং নিসুন্দ, হয়গ্রীব ও অন্যান্য চিত্রযোধী দানবগণ অবস্থিতি করিতেছে। নিসুন্দ কেশবকে দেখিয়া সৈন্য দ্বারা তাঁহার পথরোধ করিল, এবং সত্বর রথে আরোহণ করিয়া সুবর্ণপৃষ্ঠ দুশ্ছেদ্য দিব্য শরাসন গ্রহণ করত দশ বাণে মধুসূদনকে বিদ্ধ করিল। মধুসূদনও সপ্ততি শাণিত শরে তাহাকে বিদ্ধ, এবং তাহার শর সকল না আসিতে আসিতেই অর্দ্ধপথে ছেদন করিলেন। তখন সমস্ত সৈন্য কৃষ্ণের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া, শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ শরজাল দ্বারা ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হইয়া এবং ঐ সকল দৈত্যকে দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া দিব্য মেঘাস্ত্রসন্ধান করিয়া শর বর্ষণ দ্বারা ঐ সৈন্য নিবারণ করিলেন। পর্জ্জন্যাস্ত্র প্রভাবে প্রত্যেকের উপর পাঁচ পাঁচ শর পতিত হইয়া সকলেরই মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিল। দানবগণ ভয়ে ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। নিসুন্দ নিজ সেনা ভঙ্গ হইল দেখিয়া পুনর্ব্বার রণস্থলে অবতীর্ণ হইল এবং শরজাল বর্ষণ করিয়া কেশবকে আচ্ছন্ন করিল। রণস্থলে সূর্য্য, অন্তরীক্ষ, বা দশদিক্ কিছুই লক্ষিত হইল না। নিসুন্দ ক্রমাগত শর বর্ষণ করিয়া কেশবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন পুরুষোত্তম কেশব সাবিত্র নামক বাণ গ্রহণ করিলেন; এবং সেই বাণ দ্বারা নিসুন্দনিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণ ছেদন করিলেন। মহাবলশালী শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বাণ দ্বারা বাণ ছেদন করিয়া এক বাণে নিসুন্দের ছত্র, তিন বাণে রথধ্বজা, চারি বাণে চারি অশ্ব, পঞ্চ বাণে সারথি ও এক বাণে ধ্বজ ছেদন করিলেন। পরে এক সুতীক্ষ্ণ শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা নিসুন্দের মস্তক ছেদন করিলেন। নিসুন্দ পতিত হইল দেখিয়া প্রতাপশালী হয়গ্রীব এক পর্ব্বতপ্রমাণ শিলাখণ্ড গ্রহণ করত উত্তোলন ও ঘূর্ণিত করিয়া বেগে কেশবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। অস্ত্রজ্ঞপ্রধান কেশব দিব্য মেঘাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ শিলাখণ্ডকে সপ্তধা বিভক্ত করিলেন। বিভক্ত করিয়া ঐ মহৎ শিলাখণ্ডকে ভূতলে পাতিত করিলেন। তাহার পর উভয়ের শরাসনবিনির্ম্মুক্ত বিবিধ বাণ দ্বারা দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। বিবিধ অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হওয়াতে সংগ্রাম ক্রমশঃ অতিশয় ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ গরুড়পৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া প্রধান প্রধান অসুর সকলকে সংহার করিতে লাগিলেন। দানবগণ কৃষ্ণের সহিত সমরে মহা লাঙ্গল দ্বারা চূর্ণীকৃত এবং বাণ ও খড়্গ দ্বারা ছিন্ন হইয়া নাশ পাইতে লাগিল। কতকগুলি দানব চক্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া আকাশ হইতে পতিত হইল, কতকগুলি বিকৃতমুখ, তাঁহার নিকট যাইবামাত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিল। যে সকল দানব ধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহারা কৃষ্ণশরে

নিতান্ত পীড়িত ও শোণিত লিপ্তাঙ্গ হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। চিত্রযোধী দানব সকল, অস্ত্র বিফল হওয়াতে, ভীত হইয়া পলায়ন করিল। তখন হয়গ্রীব দানব পুনর্ব্বার ক্রুদ্ধ হইয়া, বেগে দশ ব্যাম উন্নত এক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ঐ বৃক্ষহস্তে ধাবিত হইল। মেঘাকৃতি দানব শিক্ষা কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল; বৃক্ষ বেগে আহত হইয়া বায়ুর অতি ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। জনার্দ্দন অতি সত্বর শরপ্রবাহে ঐ চিত্রিত গজাস্তরণসঙ্কাশ বৃক্ষকে সহস্রধা ছেদন করিয়া, হয়গ্রীবের উভয় স্তনের মধ্যভাগে এক পাবক প্রতিম বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ বক্ষস্থলে প্রবেশ করত হৃদয় ভেদ করিয়া বহির্গত হইল। যে একাকী সহস্র বৎসর দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, কেশব সেই মহাবল, মহাভয়ঙ্কর হয়গ্রীব দৈত্যকে সংহার করিলেন। পরে, অপারতেজস্বী, যদুকুলনন্দন দেবকীনন্দন সিন্ধু প্রদেশ মধ্যে উদক পরীক্ষা নগরীতে পাপশীল বিরূপাক্ষ ও অষ্ট শত সহস্র দানব এবং নরকের অনুচর পঞ্চনদ দানবকে সংহার করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষ নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে পর, তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদন করিলেন। শঙ্খশব্দ সংবর্ত্ত মেঘের শব্দের ন্যায় তিন লোকেই কর্ণগোচর হইল। নরকাসুর ঐ শব্দ শ্রবণ করত ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া লোহময় অষ্টচক্র বিশিষ্ট দ্বাদশ শত হস্ত পরিমিত রথে আরোহণ করিল। রথ নানাবিধ মণিকাঞ্চনে খচিত; বিদ্যুতবেদিকা সম্পন্ন; উন্নত কাঞ্চন ময় ধ্বজদণ্ডে শোভিত। উহার পতাকা সকল সুবর্ণ দণ্ডে সংলগ্ন। কূবর বৈদূর্য্য মণি দ্বারা বিরচিত; সর্ব্বাঙ্গ লৌহজালে আবৃত; উপরিভাগে বিচিত্র আস্তরণ বিস্তীর্ণ। সহস্র অশ্ব ঐ রথে যোজিত। রথের সংস্পর্শে শত্রুর রথ চূর্ণ হইয়া যায়। বীর নরক ঐ নানা-অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূরিত রথে আরোহণ করিয়া সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। উহার বক্ষঃস্থলে বজ্রনির্ম্মিত শুভ্রবর্ণ বক্ষঃত্রাণ সন্নদ্ধ; দেহ-দীপ্তি একত্র সান্নবদ্ধ উল্কাপুঞ্জের ন্যায়। মস্তকে কিরীট। শরীরের আভা সূর্য্য ও অগ্নির সদৃশ। দুই কর্ণে দুই জ্বলন্ত কুণ্ডল। দৈত্যের সমভিব্যাহারে ধূম্রবর্ণ, বৃহদাকার, লোহিত-লোচন, বিকটমুখ, নানাবিধ বস্ত্রধারী দৈত্য দানব ও রাক্ষসগণ বহির্গত হইল। উহাদিগের মধ্যে কাহার কাহারও হস্তে অসিচর্ম্ম, কাহার কাহারও হস্তে তূণীর, কাহার কাহারও হস্তে শক্তি, কাহার কাহারও হস্তে বা শূল। সকলে সহস্র সহস্র রথ গজ ও বাজী দ্বারা পৃথিবী কম্পিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। কালান্তক সদৃশ নরক এই প্রকার দৈত্যগণ সমভিব্যাহারে, বাদ্যমান সহস্র ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও পণবের মেঘশব্দ তুল্য শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে যাত্রা করিল। অনন্তর যে স্থানে কৃষ্ণ অবস্থিতি করিতেছিলেন, বিকৃতমুখ ঐ সমস্ত দৈত্য তথায় গমন করত গরুড়কে বেষ্টন করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, এবং ভূরি ভূরি শর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সৈনিকগণ অসংখ্য শক্তি, শূল, গদা, প্রাস, তোমর ও বাণ নিরন্তর ক্ষেপণ করিয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন কৃষ্ণমেঘসমবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গ ধনু গ্রহণ করিলেন; এবং মেঘরাবী ঐ ধনু বিস্ফারিত করিয়া দানবগণের প্রতি বাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শরবর্ষণ হেতু ঐ সৈন্য মহাযুদ্ধ স্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঘোররূপ রাক্ষসদিগের সহিত ঘোর যুদ্ধই আরম্ভ হইয়াছিল। কৃষ্ণের বাণে ব্যথিত হওয়াতে সকলে ব্যূহ ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কাহারও বাহু,

কাহারও গ্রীবা, কাহারও মস্তক, কাহারও মুখ ছিন্ন হইল; কেহ কেহ চক্র দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইল; বাণাঘাতে কাহার কাহারও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইল। কেহ কেহ শক্তি প্রহারে গজ অশ্ব বা রথের সহিত দ্বিখণ্ডিত হইল। কেহ কেহ গদা দ্বারা বিদারিত হইল; কেহ কেহ বা শস্ত্র শক্তি প্রভাবে ছিন্ন হইল। দৈত্য সেনা গজ বাজী ও রথের সহিত এই প্রকারে চূর্ণীকৃত হইল। অনন্তর নরক ও কৃষ্ণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল; আমি সংক্ষেপে ঐ যুদ্ধ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। দেবতাদিগের ভয়োৎপাদক তেজস্বী নরকাসুর মধু দৈত্যের ন্যায় কেশবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কালান্তক সম্ভব বীর নরক ক্রোধরক্তনয়নে ইন্দ্রধনুর ন্যায় উদ্যত ধনু ধারণ করিল। তখন কেশব সূর্য্যকিরণের সদৃশ পরিদৃশ্যমান বাণ গ্রহণ করিলেন; এবং ঐ দিব্যাস্ত্র দ্বারা রণস্থলে নরকের পূর্ব্বোক্ত রথ পরিপূর্ণ করিলেন। বলশালী নরকও মহাবেগশালী এক প্রধান অস্ত্র ক্ষেপণ করিল। কেশব বজ্রাগ্নির ন্যায় ঐ অস্ত্রকে আগমন করিতে দেখিয়া চক্র দ্বারা ছেদন করিলেন; পরে এক বাণে দৈত্যের সারথি বিনাশ ও দশ বাণে উহার রথ, রথধ্বজ, অশ্ব ও বর্ম্ম ছেদন করিলেন। কবচ ছিন্ন হওয়াতে দানবের দেহ নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত সর্পদেহের ন্যায় লক্ষিত হইল; তখন সে রথহীন, অশ্বহীন, ও বর্ম্মহীন হইয়া, বিমল জ্বালাজ্বলিত, লৌহভার যুক্ত দৃঢ় বজ্রপ্রতিম শূল বেগে ঘূর্ণিত করিয়া নিক্ষেপ করিল। অদ্ভুতকর্ম্মা কৃষ্ণ সুবর্ণভূষিত শূলকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা দ্বিখণ্ড করিলেন। ঘোররূপী দানবের সহিত ঘোর যুদ্ধই হইয়াছিল। নরক উত্তম উত্তম অস্ত্রই মহাত্মা কৃষ্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিল। যাহা হউক, কৃষ্ণ নরককে উক্তপ্রকারে মুহূর্ত্ত মাত্র যুদ্ধ করাইলেন। পরে জ্বলন্ত চক্র দ্বারা উহাকে দ্বিখণ্ড করিলেন। উহার শরীর চক্রপ্রহারে বিখণ্ডিত হইয়া ক্রকচ দ্বারা দ্বিধাকৃত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। দৈত্য কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, দিবাকরের ন্যায় অস্ত গমন করিল। পুত্র নরকাসুর চক্র দ্বারা খণ্ডিত হইয়া, বজ্রবিদারিত গৈরিক গিরির ন্যায়, রণস্থলে পতিত হইল দর্শন করিয়া, পৃথিবী কুণ্ডল দ্বয় হস্তে লইয়া গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, হে গোবিন্দ! তুমিই দিয়াছিলে, আবার তুমিই নাশ করিলে; বালক যেমন ক্রীড়নক লইয়া ক্রীড়া করে, তেমনি তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া কর। তাহাতে আমাদিগের কিছু বক্তব্য নাই। এক্ষণে এই দুই কুণ্ডল লও, এবং এই নরকের প্রজা প্রতিপালন কর।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। ১২২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইন্দ্রতুল্য উপেন্দ্র পৃথিবীর পুত্র নরকাসুরকে সংহার করিয়া তাহার পুরীতে প্রবেশ করিলেন। এবং তাহার কোষাগারে গমন করিয়া দেখিলেন, ভাণ্ডার নানাপ্রকার মণিরত্নে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্য, মরকত, চন্দ্রকান্ত, ও সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি মণি এবং হীরক সকল স্তূপাকারে সজ্জিত। শয্যা ও সিংহাসন সকল মহামূল্য; দণ্ড স্বর্ণ নির্ম্মিত, জ্যোৎস্না সদৃশ শুভ্রকান্তি ও অতি রমণীয়। প্রকাণ্ড ছত্র মেঘের ন্যায়, সহস্র সহস্র সুবর্ণধারা বর্ষণ করিতেছে। মহারাজ! শুনিয়াছি নরক পূর্ব্বে বরুণদেবকে জয় করিয়া ঐ ছত্র আনয়ন করিয়াছিল। কৃষ্ণ নরকের ভাণ্ডারে যত ধনরত্ন দর্শন করিলেন, যক্ষরাজ কুবের, ইন্দ্র বা

যম, কেহই তত ধন কখনও দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই।

যাহা হউক্ ভূমিতনয় নরক, এবং নিসুন্দ ও হয়গ্রীব দানব নিহত হইলে পর, বিনাশিত দানবগণের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা যাবতীয় রত্ন ও অন্তঃপুরিকাদিগকে কৃষ্ণের নিকট আনয়ন করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিল, এবং কহিল এই বালাবধি সুশিক্ষিত এবং হেমশৃঙ্খল বন্ধনরজ্জু-মনু-কোষব পতাকা ও বিবিধ আস্তরণসমন্বিত বিংশতি সহস্র ভয়ঙ্কর হস্তী, বাংবংশজ সহস্র হস্তিনী, অইশত সহস্র দেশজাত উৎকৃষ্ট বাজী, যত গোধন আপনার ইচ্ছা তত গোধন, অতি সূক্ষ্ম লোমজ বস্ত্র, শয্যা বসন, স্বেচ্ছাভাষী সুন্দরদর্শন বিহঙ্গম, চন্দনকাষ্ঠ, অগুরুকাষ্ঠ, কৃষ্ণ এবং ত্রিলোকের যাবতীয় রত্ন এ সমস্ত ধর্ম্মানুসারে আপনারই হইয়াছে, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, সমস্তই আপনার গৃহে লইয়া যাই। দেবলোক, নাগলোক, বা গন্ধর্ব্ব লোকে যে কোন প্রকার ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, নরকের গৃহে সে সমস্তই আছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! হৃষীকেশ উক্ত ধনরত্ন সকল পরিদর্শন ও স্বীকার করিয়া সত্বর দানবগণের স্কন্ধে বহন করাইয়া দ্বারকা নগরীতে প্রেরণ করিলেন। পরে স্বয়ং সেই হিরণ্যধারাবর্ষী বারুণ ছত্র গ্রহণ করিয়া মূর্ত্তিমান্ মেঘসদৃশ বিহঙ্গরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করত গিরিশ্রেষ্ঠ মণিপর্ব্বতে গমন করিলেন; তথায় নির্ম্মল বায়ু বহিতেছিল; এবং সুবর্ণবর্ণ মণিনিকরের প্রভা, সূর্য্যপ্রভা অতিক্রম করিয়া দীপ্তি পাইতেছিল। মধুসূদন তথায় তোরণ-ও-পতাকা-সমন্বিত বৈদূর্য্য-কান্তি দ্বার ও শিখর সকল দর্শন করিলেন। মণিপর্ব্বত বিবিধপ্রকার চন্দ্রাতপ সমন্বিত প্রাসাদপংক্তি দ্বারা শোভিত হইয়া, বিদ্যুদ্দামপিত মেঘের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। মধুসূদন ঐ মণিপর্ব্বতে গন্ধর্ব্ব ও অসুরদিগের অনেক প্রিয় কন্যাকে দেখিতে পাইলেন, নরক ঐ সকল বিশালনিতম্বিনীকে হরণ করত আনয়ন করিয়া তথায় রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। চারিদিকে প্রহরীগণ উহাঁদিগকে রক্ষা করিতেছে। উহাঁদিগের কোন বাসনাই নাই, তথায় উহাঁদিগকে পরাজয় করিবার কাহারই ক্ষমতা নাই; সুতরাং উহাঁরা স্বর্গে দেবকামিনীগণের ন্যায় তথায় সুখে বাস করিতেছেন। সকলেই কৌমার ব্রত অবলম্বন করত এক বেণী ধারণ, কাষায় বস্ত্র পরিধান, ও ইন্দ্রিয়সংযম করিয়াছিলেন; ব্রত এবং উপবাসনিবন্ধন সকলেরই শরীর কৃশ হইয়াছিল; এতদিন সকলেই কৃষ্ণ দর্শন কামনা করিতেছিলেন; এক্ষণে মহাবাহু কৃষ্ণের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন। মহাসুর নরক, মুরু, হয়গ্রীব ও নিসুন্দ নিহত হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়াই তাঁহারা কৃষ্ণকে বেষ্টন করিলেন। এবং উহাঁদিগের রক্ষক বৃদ্ধ দানব সকলও ঐ বৃত্তান্ত জানিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃষ্ণচরণে নমস্কার করিল। সেই বৃষভলোচন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ঐ শ্রেষ্ঠ ললনা সকলেই মনে করিলেন, তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। তাঁহার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকল নিমীলিত হইল। তখন তাঁহারা পরম আনন্দিত হইয়া মহাবাহুকে কহিলেন, ইতিপূর্ব্বে এই স্থানে বায়ু এবং সর্ব্বভূতের মর্ম্মজ্ঞ দেবর্ষি নারদ আমাদগকে সত্যই কহিয়াছিলেন যে, শঙ্খচক্র গদা-খড়্গ-ধারী বৈকুণ্ঠবাসী দেব নারায়ণ নরককে সংহার করিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের স্বামী হইবেন। কি আহ্লাদের বিষয়, আমরা প্রিয় অরিন্দম কেশবকে দর্শন করিলাম। এতদিন আমরা তাঁহার নামই শ্রবণ করিয়াছিলাম; আজ দর্শন করিয়া আমরা চরিতার্থ হইলাম।

ইন্দ্রানুজ কেশব কমলপত্রাক্ষী ঐগণের উক্তপ্রকার বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া মিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণ করিলেন এবং কিঙ্করবাহ্য শিবিকাযোগে তাঁহাদিগকে দ্বারকা প্রেরণ করিলেন। তখন শিবিকাবাহী বায়ুবেগগামী সহস্র সহস্র কিঙ্করের এক তুমুল কোলাহল উঠিল। অনন্তর ঐ পর্ব্বতের যে শৃঙ্গ সর্ব্বপ্রধান, যাহার প্রভা সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রভার ন্যায় নির্ম্মল, যাহার তোরণ মণিকাঞ্চনে নির্ম্মিত; যাহাতে অসংখ্য পক্ষি, মাতঙ্গ, সর্প, মৃগ ও বানরগণ বাস করিত; যাহা শত শত বৃক্ষে আচ্ছন্ন-যাহার শিলাতল সমতল ও প্রশস্ত; যাহাতে অসংখ্য ন্যক্ষ, বরাহ ও রুরু বিচরণ করিতেছিল, যাহার সানুদেশ সুখারোহ; যাহার অগ্রভাগে বিবিধ পাদপ প্ররূঢ় ও যাহা অতি অদ্ভুত, যাহাতে মৃগদম্পতী উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছিল, মহাবল শ্রীকৃষ্ণ বাহুযুগল দ্বারা সেই ভাস্বর শৃঙ্গ, উৎপাটন করিয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন। পক্ষিরাজ গরুড় মণি পর্ব্বতের শৃঙ্গ জনার্দ্দন ও সত্যভামাকে অবলীলাক্রমে বহন করিয়া উড্ডীন হইলেন। হিমাদ্রিশিখরসঙ্কাশ বিনতানন্দন পক্ষপবনবেগে সর্ব্বদিকে মহাশব্দ উৎপাদন এবং পর্ব্বতের চূড়া সকল ভগ্ন ও বৃক্ষ সকল পাতিত করিয়া চলিলেন। কখন মেঘপুঞ্জ আকর্ষণ কখনও বা দূরে বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। জনার্দ্দনের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপে চন্দ্র সূর্য্যের স্থান অতিক্রম করিলেন। পরে দেবগন্ধর্ব্বের আবাস স্থান সুমেরু পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া কেশব দেবতাদিগের আলয় সমস্ত দর্শন করিলেন। ক্রমে বিশ্বপতি মরুৎ ও সাধ্যগণের এবং অশ্বিনীকুমারযুগলের শোভমান পুণ্যনিবাস সকল অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় গরুড়পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাসবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দেবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন। দেবশ্রেষ্ঠ ও নরশ্রেষ্ঠ অমূল্য কুণ্ডলযুগল সমর্পণ করত ভার্য্যার সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দেবরাজও বিবিধ রত্ন প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতিপূজা করিলেন। দেবী শচীও যথাবিধানে সত্যভামাকে অভিনন্দন করিলেন। অনন্তর বাসব ও বাসুদেব এক সঙ্গে দেবমাতা অদিতির সমৃদ্ধিসম্পন্ন আলয়ে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, অপ্সরোগণ চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। তিনি তপস্যা অবলম্বন করিয়া আছেন। তখন অদিতিনন্দন শচীভর্ত্তা বাসব নিজ জননীকে কুণ্ডল প্রদান করিয়া নমস্কার করিলেন, এবং জনার্দ্দনকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিলেন। অদিতি নিজপুত্রদ্বয়কে প্রীতি সহকারে আলিঙ্গন করত অভীষ্ট আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে দেবী শচী এবং সত্যভামা যথান্যায়ে তাঁহার চরণ বন্দন করিলে, তাহাদিগকে প্রেম সম্ভাষণ করত জনার্দ্দনকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, এই দেবরাজ যেমন অজেয় এবং সর্ব্বলোকের পূজিত, তেমনি তুমিও সর্ব্বভূতের অজেয় এবং অবধ্য হইবে। তোমার এই সহধর্ম্মিণী নিত্য প্রিয়দর্শনা, ত্রিলোকবিখ্যাত দিব্যগন্ধসংযোগে মনোমোহিনী নারীশিরোমণি পতিপ্রিয়া সত্যভামাও স্থিরযৌবনা হইবেন। কৃষ্ণ! তুমি যত দিন মনুষ্যলোকে অবস্থিতি করিবে, তত দিন বৃদ্ধাবস্থা ইঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

অদিতি উক্তপ্রকার কহিলে পর, বাসব ধন রত্ন প্রদান পূর্ব্বক কৃষ্ণের পূজা ও তাঁহাকে গমনে অনুমতি করিলেন। তখন তিনি সত্যভামার সহিত গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন; ক্রমে যখন দেবগণের উদ্যা-

নের পার্শ্ব দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, তখন দেবর্ষিগণ তাঁহার অর্চনা করিলেন। পরে দেবরাজের উদ্যান সমীপে উপনীত হইলেন; তথায় চিরপুষ্পিত পবিত্রগন্ধি দেবগণ সমাদৃত অতি মনোরম পারিজাত বৃক্ষ দর্শন করিলেন। দেবগণ উহার রক্ষা করিতেছেন। লোকে ঐ পারিজাত সন্নিধানে উপস্থিত হইলেই, পূর্ব্ব জাতি তাহাদের স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয়। অতুলবলশালী শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টিমাত্রেই বলপূর্ব্বক ঐ পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা অপ্সরাগণের আবাসে উপনীত হইলেন; তাঁহারা একদৃষ্টে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহারা অপ্সরোনিবাস অতিক্রম করিয়া নভোমার্গে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে দেবরাজ কেশবের পারিজাত উৎপাটনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার সেই কার্য্যে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, তিনি কৃষ্ণের সাহায্যেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। দেবগণ, মহর্ষিগণ, ও দেবরাজ স্বয়ং তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন। পরে কেশব অতি দীর্ঘপথ অতি সামান্য পথের ন্যায় অতিক্রম করিয়া যাদবগণের নগরীতে উপনীত হইলেন।

ভগবান উপেন্দ্র উক্তপ্রকার মহৎকার্য্য সমাধান করিয়া গরুড়বাহনে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। ১২৩।

জনমেজয় কহিলেন, ধীমান্ কৃষ্ণের কেবল মথুরাচরিত শ্রবণ করিয়াই আমার তৃপ্তি বোধ হইতেছে না। তিনি বিবাহ করিবার পর কি রূপে রাজ কার্য্য করিয়াছিলেন, জানিতে ইচ্ছা করি; অতএব বলুন, আপনি সমস্তই জানেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারতনন্দন জনমেজয়! কৃষ্ণ বিবাহ করিবার পর যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা অতি অদ্ভুত এবং তাঁহার উচিতই হইয়াছিল; বলিতেছি শ্রবণ কর। মহাতেজা বাসুদেব বিবাহ করিবার পর এক দিন দেবী রুক্মিণীর উপবাসপারণোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে আহারাদি করাইবার জন্য রুক্মিণীর সমভিব্যাহারে রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলেন। নারদের বাক্য ক্রমে সমস্ত কুমারও ভ্রাতৃগণকেও তথায় প্রেরণ করিলেন। রাজন্! তাঁহার ষোড়শ সহস্র পত্নীও তাঁহার যোগ্য সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াই তথায় গমন করিলেন। অনন্তর বাসুদেব তথায় ধর্ম্মনিরত অর্থী, ইষ্টবাদী স্তুতিপাঠক এবং পুণ্যাত্মা, পবিত্রগোত্র সম্ভূত, সদ্বংশজাত, বিদ্বান্ কুলীন শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণদিগকে অভিলষিত অর্থাদি দান করিলেন। হরি ব্রাহ্মণদিগের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া জ্ঞাতিদিগকে ভোজনাদি করাইলেন এবং উপবাসাবসানে দেবী রুক্মিণীর যথেষ্ট সমাদর করিলেন।

মহারাজ! অনন্তর অমিতপরাক্রম কৃষ্ণ দেবী রুক্মিণীর সহিত সুখে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবর্ষিকে সমাগত দর্শন করিয়া ইন্দ্রানুজ শাস্ত্রবিহিত বিধানানুসারে তাঁহার পূজাদি করিলেন। হে ভারতনন্দন! মুনর্ষি পূজিত হইয়া কৃষ্ণকে একটী পারিজাত পুষ্প প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ ঐ পুষ্প পার্শ্বস্থা রুক্মিণীকে অর্পণ করিলেন। যশস্বিনী রুক্মিণী, কৃষ্ণের ইঙ্গিতানুসারে নির্ম্মলদলভূয়িষ্ঠ ঐ পুষ্প স্বীয় ধম্মিল্লে পরিধান করিলেন। ভীষ্মকদুহিতা নারায়ণমনোরমা রুক্মিণী একে ত্রিলোকের সৌন্দর্য্যের সমষ্টি তাহাতে আবার ঐপুষ্প ধারণ করিয়া দ্বিগুণ শোভিত হইলেন। তখন ব্রহ্মার পুত্র নারদ তাঁহাকে কহিলেন; হে পতিব্রতে দেবি! এই পুষ্প তোমারই উপযুক্ত; তোমার

সহিত মিলিত হইয়া অদ্য পুষ্পের শোভা বৃদ্ধি হইল। হে বিশুদ্ধগুণশালিনি! হে ভর্ত্তৃ-বৎসলে! হে কামিনি! এই পুষ্প চিরকাল অম্লান থাকে। হে কালজ্ঞে! ইহা সম্বৎসর কাল অভিলষিত বিবিধ গন্ধ প্রদান করে। ইচ্ছামত শীত উষ্ণও এই পুষ্প প্রদান করিতে পারে। যে রস মনে কর, এই পুষ্প হইতে তাহাই ক্ষরিত হয়। যে ব্যক্তি ইহা ধারণ করে তাহার সৌভাগ্য জন্মে। যে কোন গন্ধ মনে কর, তাহাই ইহা হইতে বহির্গত হয়। হে দেবি! তুমি যে পুষ্প ইচ্ছা করিবে, পারিজাত তোমাকে তাহাই প্রদান করিবে। হে ধর্ম্মিষ্ঠে! ইহাতে ধর্ম্ম ও ভাগ্য বৃদ্ধি হয়। ইহা ধারণ করিলে পাপকার্য্যে মতি হয় না। যে বর্ণ তোমার ইচ্ছা হইবে পারিজাত তৎক্ষণাৎ তাহাই ধারণ করিবে। স্থূল কিম্বা ক্ষুদ্র হইতে ইচ্ছা কর, পুষ্প তাহাই হইবে। ইহা দুর্গন্ধ নাশ ও সদ্‌গন্ধ প্রদান করে। রাত্রিতে ইহা দ্বারা প্রদীপের কার্য্য সিদ্ধি হয়। তুমি বাসনা করিবামাত্র ইহা তোমাকে পারিজাত মালা, পুষ্পের বস্ত্রাদি ও পুষ্পের মণ্ডপাদি প্রদান করিবে। ইহা ধারণ করিলে, দেবতার ন্যায় তোমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি বা জরা সমস্তই ইচ্ছানুসারে হইবে। তোমার বাসনা হইলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে গানও গাইবে, সুমধুর বাদ্যও করিবে। হে দেবি! সম্বৎসর অতীত হইলে এই পুষ্প তোমার নিকট হইতে নিজ বৃক্ষে গমন করিবে। তোমার মঙ্গল হউক্‌ পারিজাত পুষ্পের উক্তপ্রকার কার্য্য। মহাদেবের প্রিয়হিমাচলতনয়া উমা, অদিতি, শচী, বেদমাতা সাবিত্রী, লক্ষ্মী ও অন্যান্য দেববনিতা সকল এবং দেবগণ সর্ব্বদা এই পুষ্প ধারণ করেন। কিন্তু পুষ্প এক বৎসরের অধিক কাহারও নিকট থাকে না। আজ ষোড়শ সহস্র সপত্নীর মধ্যে তুমিই প্রধান হইলে। হে শোভনন্দিনি! অদ্য জানিলাম, বাসুদেব তোমাকেই যথার্থ ভাল বাসেন। অদ্য তুমি প্রকাশ করিলে যে, তোমার সপত্নীদিগের মধ্যে সকলেই তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তুমি যে স্বামীর আদরিণী, তাহাও প্রকাশ করা হইল। যশও তোমার বৃদ্ধি পাইল। কারণ অদ্য কৃষ্ণ তোমাকেই মন্দার পুষ্প প্রদান করিলেন। সত্রাজিৎতনয়া সত্যভামা সর্ব্বদাই মনে করিয়া থাকেন, তিনিই সর্ব্বপ্রধান; অদ্য জানিতে পারিবেন যে, তিনি তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। শাম্বমাতা গান্ধারী ও মহাত্মা কৃষ্ণের অন্যান্য ভার্য্যার স্বামিসমাদরের পাত্র হইবার যে আশা ছিল, অদ্য তাঁহাদিগকে সে আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অদ্য তোমারই জয়শীল সৌভাগ্য রথ বহির্গত হইল। সহস্র মনোরথ পূর্ণ হইলেও, সে রথ পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। হে ভোজনন্দিনি! হে সর্ব্বশোভনে! অদ্য আমি জানিলাম, তুমি কৃষ্ণের দ্বিতীয় আত্মা। কারণ অদ্য কৃষ্ণ তোমাকে ত্রৈলোক্যের যাবতীয় রত্নের সারভূত রত্ন প্রদান করিলেন। তুমি প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম বস্তু প্রাপ্ত হইলে।

রাজন্‌! নারদ এই যে সকল কথা কহিলেন সত্যভামার প্রেরিত দাসী সকল ঐ স্থানে থাকিয়া সমস্তই শ্রবণ করিল। অন্যান্য মহিষীদিগের দাসীগণও তথায় উপস্থিত ছিল, নারদ তাহাদিগকে দেখিয়াই বিশেষ করিয়া ঐ সকল কথা কহিয়াছিলেন। দাসীগণ ঐ কথা শ্রবণ করিয়া স্ত্রী স্বভাব বশতঃ কৃষ্ণের অন্তঃপুর মধ্যে ঐ কথা প্রচার করিয়াদিল। দেবী সকল রুক্মিণীর সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া আপনাদিগের নিন্দার ন্যায় ঐ বিষয়ে কাণাকাণি করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সকলেই হৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, রুক্মিণী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা, ও মান্যা, তাহাতে আবার পুত্রবতী। কিন্তু কৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সী সত্যভামা সপত্নীর তাদৃশ সৌভাগ্য বৃদ্ধি সহ্য করিতে সমর্থ হই-

লেন না। সত্যভামা রূপবতী যুবতী, স্বামীর আদর হেতু গর্ব্বিতা, ও অভিমানী; ঐ কথা শ্রবণ করিয়াই তাঁহার মনে ঈর্ষ্যার উদয় হইল। শুচিস্মিতা কুঙ্কুমরক্ত বসন পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অতি শুক্লবসন পরিধান করিলেন। হৃদয় ক্রোধে আকুল হওয়াতে, তাঁহাকে যেন বিদ্যুন্মুখী অগ্নিশিখার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঈর্ষ্যাজনিত রোষানল বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ তাঁহাকে যতই দগ্ধ করিতে লাগিল, তাঁহার প্রভা ক্রমশঃ ততই মলিন হইয়া আসিল। তারা যেমন মেঘ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, ভামিনী ক্রুদ্ধ হইয়া তেমনি ক্রোধ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। এবং প্রিয়ের প্রতি ক্রোধের চিহ্ন স্বরূপ তুষার ও চন্দ্র সদৃশ এক দুকূল পট্ট ললাটে বন্ধন করিয়া, ললাট প্রান্তে সরস রক্তচন্দন লেপন করিলেন। রোষভরে ঐ কথা ক্রমাগত স্মরণ করিয়া তাঁহার মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল, অলঙ্কার সকল দীর্ঘ-উপধান সজ্জিত শয্যায় পরিত্যাগ করিয়া এক-বেণী ধারণ করত ভূমিতে উপবেশন করিয়া রহিলেন। গুরুজন নিকটে থাকিতে অকারণে দাসীদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন; এবং নিম্নদৃষ্টি হইয়া নখ দ্বারা হস্তস্থিত ক্রীড়া কমল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

—•—

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অপ্রমেয়াত্মা কৃষ্ণ সকলই জানিতেন। তিনি নারদকে রুক্মিণীর সমীপে উপবিষ্ট দেখিয়া ছল করিয়া বহির্গত হইলেন, এবং সত্বর হইয়া সত্যভামার গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা রৈবতক পর্ব্বতের মনোহর প্রদেশে ঐ ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেশব জানিতেন, তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রেয়সী সত্রাজিৎতনয়া অভিমানিনী, সুতরাং অতি মন্দগতিতে প্রবেশ করিলেন। দেবীর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত প্রণয় ছিল। তজ্জন্য বুঝিলেন যে তিনি রুষ্টা হইবেন। অতএব চকিত ভাবে অল্পে অল্পে প্রবেশ করিলেন। দারুককে কহিলেন, তুমি দ্বারদেশে অপেক্ষা কর। ওদিকে নারদের সেবার জন্য প্রদ্যুম্নকে নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। যদুনন্দন প্রবেশ করিয়া দূর হইতে দর্শন করিলেন, প্রেয়সী ক্রোধাগারে দাসীগণ মধ্যে অবস্থিতি করিয়া ক্রোধ হেতু ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। নখাগ্র দ্বারা বিদ্ধ করত লীলাপদ্ম গ্রহণ ও মুখপদ্মে সংশ্লিষ্ট করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছেন। আবার, বাম করপদ্মে মুখপদ্ম স্থাপন করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইতেছেন। হঠাৎ দাসীদিগের হস্ত হইতে আর্দ্র চন্দন গ্রহণ পূর্ব্বক হৃদয়ে স্থাপন করত তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া তৎক্ষণমাত্রেই আবার অতি নির্দ্দয় ভাবে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন। শয্যা হইতে বারম্বার উত্থান করিয়া বারম্বার পতিত হইতেছেন। আনতাঙ্গুলি পাদ দ্বারা ভূমি খনন করত মুখ ফিরাইয়া বারম্বার হাস্য করিতেছেন।

হরি প্রিয়ার উক্ত প্রকার ও অন্যান্য বিবিধ চেষ্টা দর্শন করিলেন। অনন্তর সুন্দরী অবগুণ্ঠিত হইয়া উপাধানে মুখমণ্ডল স্থাপন করত শয়ন করিলেন, কেশব অমনি, এই উপযুক্ত অবসর, এইরূপ স্থির করিয়া শঙ্কিত পদ সঞ্চারে সত্বর নিকটে গমন করিলেন; ইঙ্গিত দ্বারা দাসীদিগকে বারণ করিলেন, আমি আসিয়াছি বলিও না। এই ভাবে নিকটে গিয়া জনার্দ্দন ব্যজন গ্রহণ করত পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অল্পে অল্পে ব্যজন ও মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। পারিজাতের সংস্পর্শ হওয়াতে ভগবানের সর্ব্ব শরীর সুবাসিত হইয়াছিল; সুতরাং মাধুমত্ত্ব-ভ দিব্যগন্ধ

বহির্গত হইতেছিল। সত্যভামা সেই অদ্ভুত গন্ধের ঘ্রাণ পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এবং মুখাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক কহিলেন, একি? পরে গাত্রোত্থান করিয়া দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে; কৃষ্ণ পৃষ্ঠভাগে দণ্ডায়মান ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। দাসীগণ কোন উত্তর না করিয়া জানু পাতিয়া ধরণীতে পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সত্রাজিৎকুমারী কোন দ্রব্য দেখিতে না পাইয়া স্থির করিলেন, পৃথিবী হইতে ঐ গন্ধ উত্থিত হইতেছে। আবার, ভাবিলেন, তাহা হইলে কেবল এক দিক্ হইতে আসিবে কেন? এই ভাবিয়া কি হইল! বলিয়া যেমন চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি দেখিলেন, পশ্চাৎভাগে লোকনিদান কেশব অবস্থিতি করিতেছেন। তখন, হাঁ হইতেই পারে, এই কথা বলিয়া প্রণয় বশতঃ কোপে যেন সিক্ত হইলেন। লোচনযুগল অশ্রুজলে আবিল হইয়া উঠিল, মনোহর ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। অসিতনয়না নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অধোমুখী হইয়া ক্ষণকাল অবস্থিতি করিলেন, কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না। পরে ভ্রূকুটীনিবদ্ধ লোচনদ্বয় উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া করতলে মুখকমল স্থাপন পূর্ব্বক হরিকে কহিলেন, বেশ শোভা হইয়াছে। বলিবামাত্র, তাঁহার নেত্রযুগল হইতে প্রণয়কোপজন্য বারি বিগলিত হইল, যেমন পদ্মদল হইতে শিশির বারি পতিত হয়। কৃষ্ণ সত্বর হইয়া লম্ফ প্রদান করত প্রিয়ার বক্ষোপরি বিগলিত ঐ লোচনজল করপুটে ধারণ করিলেন, এবং কহিলেন, হে ভাবিনি! হে সুন্দরি! হে পদ্মপত্রাক্ষি! পদ্ম হইতে বারি ন্যায়, তোমার নয়নযুগল হইতে বারি বিগলিত হইতেছে কেন? কেনই বা তোমার বদনমণ্ডল প্রভাত কালীন পূর্ণচন্দ্র এবং মধ্যাহ্ন কালীন পঙ্কজের আকৃতি ধারণ করিয়াছে? কুঙ্কুমরক্ত ও মহারজন রঞ্জিত বসনদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া শুক্ল বসন পরিধান করিয়াছ কেন? এই দুইখানি বসন তোমার অতি প্রিয়; দেবালয় গমন ভিন্ন অন্য সময়ে তুমি শুক্ল বসন পরিধান করিতে না। হে সুন্দরগাত্রি! অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়াছ কেন বল। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! চিত্রকস্থান সকলে চিত্রক নাই কেন! হে প্রিয়দর্শনে! ললাটে শ্বেত বস্ত্র পট্টিকা বন্ধন ও সুগন্ধি সরস চন্দন লেপন করিয়াছ কেন? হে হৃদয়প্রিয়ে! ইহাতে তোমার বদনের প্রভা নষ্ট করিতেছে; সুতরাং প্রিয়ে! ইহাতে আমি মনোমধ্যে নিরতিশয় কষ্ট অনুভব করিতেছি। চন্দন রস যেন তোমার কপোলের সংসর্গ প্রার্থনা করিয়াই বিগলিত হইয়াই পত্রলেখার স্থানীয় হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে শোভা হইতেছে না। তোমার নিতম্ব দেশও রত্নহীন হইয়া গ্রহ নক্ষত্র হীন অস্ফুট। চন্দ্রক আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে না। পূর্ণচন্দ্র সন্নিভ মিতভাষী উৎপলগন্ধী সহাস্য মুখে আমাকে সম্বোধন করিতেছ না কেন? সেরূপ কটাক্ষ দৃষ্টিতেই বা আমাকে দর্শন করিতেছ না কেন? অঞ্জন বিলোপি অশ্রুবারি পরিত্যাগ করিতেছ কেন? হে ইন্দীবরশ্যামাঙ্গি! হে মনস্বিনি! আর ক্রন্দন করিও না। অঞ্জনসংযোগে কৃষ্ণবর্ণ বদনের প্রভানাশক বাষ্পবারি আর পরিত্যাগ করিওনা। দেবি! আমি তোমার কিঙ্কর বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছি। পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে আজ্ঞা করিতেছ না কেন? হে ভাবিনি! আমি তোমার কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি, যে জন্য তুমি আমাকে এরূপ ক্লেশ দিতেছ? মনোদ্বারা বা বাক্য দ্বারা আমি তোমার অনিষ্ট কখনই করি নাই; আমি বলিতেছি, ইহা সর্ব্বপ্রকারে, সর্ব্বক্ষণে সমস্তই সত্য।

হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর! অন্যান্য স্ত্রীর প্রতি আমার সমাদর আছে বটে; কিন্তু সমাদর ও প্রণয় এই উভয় তোমাভিন্ন অন্য কোন স্ত্রীতেই নাই। আমি মরিলেও তোমার প্রতি আমার অনুরাগ নিবৃত্তি পাইবে না; হে দেবকামিনীসদৃশ। জানিবে, আমার স্থির বুদ্ধি এই। হে পদ্মোদরপ্রভে! যেমন পৃথিবীর গুণ দৈর্ঘ্য ও গন্ধ এবং আকাশের গুণ শব্দাদি স্বাভাবিক, নিশ্চয় জানিবে, তোমার প্রতি আমার প্রণয়ও তেমনি স্বাভাবিক। যেমন অগ্নিতে প্রকাশ, দিবাকরে প্রভা, এবং চন্দ্রে কান্তি চিরস্থায়িনী, তোমাতে আমার প্রণয়ও তেমনি চিরস্থায়ী।

কৃষ্ণ এইরূপ প্রিয় বাক্য কহিলে পর পতিপ্রিয়া সত্যভামা অল্পে অল্পে চক্ষুর জল মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, পূর্ব্বে আমি মনে মনে জানিতাম, তুমি আমারই; কিন্তু এখন বুঝিলাম, তুমি সকলকেই আমার ন্যায় ভাল বাস। কালে যে এতদূর পরিবর্ত্ত ঘটে, আমি তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আজ আমি জানিলাম, লোকের দশা স্থায়ী নহে। আমি জানিতাম যতদিন আমি জীবিত থাকিব, ততদিন তুমি আমার; আমিও তোমারি; কিন্তু আর বলিবার প্রয়োজন নাই। তোমার হৃদয় জানিতে পারিলাম। দেখিতেছি, তুমি কেবল কথায় প্রণয় প্রকাশ করিতে। আমার প্রতি তোমার স্নেহ কৃত্রিম; অন্যের প্রতি সেরূপ নহে; আমি সরলস্বভাব এবং তোমার প্রতি সম্পূর্ণ অনুরক্ত; তুমি ইহা জানিয়া শঠতা অবলম্বন পূর্ব্বক আমার অবমাননা করিলে? যথেষ্টই হইয়াছে; যাহা দেখিবার দেখিলাম; যাহা শুনিবার শুনিলাম; প্রণয়ের ফলও প্রত্যক্ষ করিলাম। এক্ষণে প্রার্থনা করি, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করা তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আমাকে অনুমতি কর, আমি মনঃস্থির করিয়া তপস্যা করি; তপস্যাই হউক, আর ব্রতই হউক, স্বামী অনুমতি করিলেই নারীর সমুদায় সফল, আর অনুমতি না করিলে সমস্তই বিফল হয়।

রাজন্! এই কথা বলিয়া ভাবিনী কেশবের পীতবসন ধারণ করত, অঞ্চলদ্বারা মুখ আবৃত করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। ১২৫

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নারায়ণ প্রণয়কুপিতা অভিমানিনী সত্যভামাকে কহিলেন, হে কমললোচনে! তোমার শোক আমার শরীর দাহ করিতেছে; তুমি যে এত কাতর হইয়াছ তাহার কারণ কি? আমি তোমাকে আমার জীবনের দিব্য দিতেছি, যদি আমার জীবন তোমার বাঞ্ছনীয় হয়, এবং যদি তোমার ভক্ত স্বামীর শুনিবার কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে বল।

তখন সর্ব্বাঙ্গশোভনা সত্যভামা অধোমুখে অবস্থিতি করিয়া শপথকারী স্বামীকে বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন, হে মানদ! পূর্ব্বে তুমিই স্বামীর আদরিণী বলিয়া আমার যে মান বাড়াইয়াছ, তাহা জগতে বিখ্যাত হইয়াছে। তোমার প্রণয়িনী বলিয়া, আমার সর্ব্ব খ্যাতি লাভ করিয়াছি; সেই জন্যই সকল রমণী আমার হিংসা করিয়া থাকে। আজ সেই আমাকে সপত্নীগণ উপহাস করিবে। আমি দাসীগণের মুখে যাথার্থ্য অবগত হইয়াছি, যে নারদ তোমাকে যে পারিজাত পুষ্প দিয়াছিলেন, তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া, সেই পুষ্প তোমার প্রিয়জনকে দান করিয়াছ। সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন প্রদান করাতে তাহার প্রতি তোমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রণয় ও বহুমান প্রকাশ করা হইয়াছে। আর নারদ যখন তোমার সম্মুখে তোমার প্রিয়-

গীর প্রশংসা করিয়াছিলেন, তখন তুমি প্রেয়সীর সেই প্রশংসাবাদে আনন্দিত হইয়া শ্রবণ করিয়াছিলে। তোমার সম্মুখে তাহার প্রশংসা করা নারদের কর্ত্তব্য হইয়া থাকে ভালই; কিন্তু প্রশংসা করিবার সময় এ হতভাগিনীর নাম করা হইয়াছিল কেন? প্রভো! পূর্ব্বে প্রণয়রস দান করিয়া পশ্চাৎ তাপ দান করা যদি তোমার অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনুজ্ঞা কর, আমি তাপসী হই; আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে কমললোচন! আমি স্বপ্নে দেখিলেও বিশ্বাস করিতাম না যে, অন্য নারীতে তোমার প্রেম আছে; কিন্তু আজ যাহা শুনিলাম তাহাতে সে বিষয়ে বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মিল। অতুলতেজা মুনির তাহাকে প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়, করুন; তাহাতে আমার দুঃখ নাই; দুঃখ কেবল এই যে, তুমি সে প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছ। তুমি কহিয়াছিলে পৃথিবীতে সাধুলোকে মানের জন্যই জীবন ধারণ করে; অতএব এক্ষণে মানহীন হইয়া আমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না। যাহা হইতে আমার রক্ষা হইয়াছিল, আজ তাহা হইতেই আমার নাশ হইল; যিনি আমাকে সকল বিষয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি আজ আমাকে রক্ষা করিতেছেন না। হায়! দেব! আজ আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন; এক্ষণে আমার গতি কি হইবে! দেখিতেছি, নিশ্চয়ই আমি কুমুদিনীর দশা প্রাপ্ত হইব।[১] আমি অজ্ঞান বশতঃ দেবতাদিগের কি প্রিয় এবং অপ্রিয় করিয়াছিলাম, তাহাতেই তোমার প্রেয়সী হইয়া আবার বিরাগভাগিনী হইলাম। পূর্ব্বে আমি তোমার প্রিয়া ছিলাম, এক্ষণে অপ্রিয়া হইলাম, এ অবস্থায় আমি চিরকাল বসন্তকুসুমশোভিত রৈবতক গিরি আবার কি প্রকারে দর্শন করিব। তোমার অপ্রিয়া হইয়া আমার সৌভাগ্য লোপ পাইল। এক্ষণে আমি কোকিলস্বর মিলিত পুষ্পগন্ধবাহী নির্ম্মল বায়ু আর কি করিয়া সেবন করিব! দেব! আমি তোমার ক্রোড়ে থাকিয়া মহাসাগরে জলবিহার করিতাম; আজ স্বামিসমাদরে বঞ্চিত হইয়া সাগরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেও কি প্রকারে সমর্থ হইব। "হে সত্রাজিৎকুমারি! তোমা ভিন্ন আমার প্রেয়সী আর কেহই নাই" তুমি যে আমাকে এই কথা বলিতে এক্ষণে সে ভাব তোমার কোথায় গেল? অথবা আর আমাকে কে স্মরণ করিবে? এত দিন আমার শ্বশ্রূ আমার যথেষ্ট সমাদর করিতেন, এক্ষণে নিশ্চয়ই হতভাগিনী রূপেই আমাকে দর্শন করিবেন! তোমার প্রেমে আমার প্রয়োজন নাই, উহা বাহ্যে সুস্নিগ্ধ, কিন্তু অন্তরে অন্য প্রকার; কারণ তুমি সাধারণ স্ত্রীদিগের ন্যায়ও প্রেমবুদ্ধিতে আমাকে দর্শন কর না। হে শত্রুনাশক! আমি জানিতাম না যে তুমি ধূর্ত্ত; কিন্তু আজ জানিলাম তুমি আমার সপত্নীদিগেরই পক্ষপাতী; চঞ্চলপ্রকৃতি এবং লোকবঞ্চক তুমি এতদিন বাক্য, বর্ণ, ইঙ্গিত ও আকার দ্বারা সমস্ত গোপন করিয়া রাখিয়াছিলে, কিন্তু আজ ঐ সমস্ত হইতেই জানিলাম তুমি চোর, আমার সপত্নীদিগের পক্ষপাতী ও বঞ্চক; তোমার কথাই কেবল মধুর।

মহারাজ! হরি উক্তপ্রকার ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তিনী অভিমানিনী সত্রাজিৎকুমারীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে আমার ঈশ্বরি! হে প্রিয়ে! হে পদ্মপলাশাক্ষি! ও রূপ কথা কহিও না! অধিক আর কি বলিব, জানিবে,

---

১ চন্দ্রকিরণস্পর্শে কুমুদ্বতীর প্রফুল্লতা এবং অস্পর্শে মালিন্য জন্মে। অথবা অজরাজার সম্মুখে তাঁহার মহিষী কুমুদ্বতীর যেরূপ মৃত্যু ঘটিয়াছিল, আমারও সেইরূপ দশা ঘটিবে।

আমি তোমারই। অক্লিষ্টকর্ম্মা নারদ মুনি আমার অভীষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়াই স্নেহ ও অনুরোধ বশে তোমাকে পারিজাত পুষ্প প্রদান করিয়াছিলেন। হে শুচিস্মিতে! আমার এই নূতন অপরাধ; এক অপরাধ ক্ষমা করা তোমার উচিত হইতেছে। হে অতিকোপনে! যদি পারিজাত কুসুম তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে প্রদান করিব। হে চারুনিতম্বিনি! আমি সত্য বলিতেছি, তুমি যত দিন ইচ্ছা কর, আমি স্বর্গ হইতে বৃক্ষশ্রেষ্ঠ আনয়ন করিয়া তোমার গৃহে তত দিনের জন্য রোপণ করিব। হরি এই কথা কহিলে, প্রেয়সী সত্যভামা তাঁহাকে কহিলেন, অচ্যুত! যদি তুমি পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন করিয়া এইপ্রকারে আমার গৃহে রোপণ করিতে পার, তাহা হইলে আমার দুঃখ দূর ও মান বৃদ্ধি হয়, আমি সকল সপত্নীদিগের প্রধানা হই। দেব মধুসূদন কহিলেন, সেই কথাই ভাল। তখন সত্যভামা ঐ কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ শান্তি করিলেন। অনন্তর সর্ব্বাত্মা সর্ব্বকারণ সাধু জনের সর্ব্ব কামপ্রদ জগন্নাথ স্নান করত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া নারদকে স্মরণ করিলেন। রাজন্! স্মরণ করিবামাত্র দেবর্ষি মহাসাগরে স্নান কার্য্য সমাপন করিয়া, নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন অধোক্ষজ ভগবান্ ও সত্যভামা যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলেন। সত্যভামা স্বয়ং মুনির পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন; দেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভৃঙ্গারে করিয়া জল আনিয়া দিলেন। পরে মুনি সুখে উপবেশন করিলে, কেশব অতি ভক্তিভাবে তাঁহাকে পরমান্ন ভোজন করিতে দিলেন; উদারচেতা মুনি, জগৎকর্ত্তা কর্ত্তৃক সমাদর পূর্ব্বক প্রদত্ত অন্ন পরম শ্রদ্ধা সহকারে ভোজন করিলেন। এবং আচমন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কেশব প্রীতমনে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর নারদ সজল দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রণতা দেবী সত্যভামাকে কহিলেন, এক্ষণে স্বামিতে তোমার যেরূপ মন আছে আমার তপোবলে চিরকাল এইরূপ থাকুক এবং তুমি স্বামীর বিশেষ সমাদরভাগিনী হও।

মহারাজ! মুনিবর নারদ এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলে পর, হরিপ্রিয়া সত্যভামা অতিশয় আনন্দিত হইয়া উত্থান করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ দেবর্ষির অনুমতি লইয়া দ্বিজভুক্তের অবশিষ্ট ভোজন করিলেন। পরে সত্যভামাও আবশ্যক কার্য্য সমাধা করিয়া, স্বামীর আজ্ঞাক্রমে আনন্দিত মনে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; আবার স্বামীরই আজ্ঞানুসারে বহির্গত হইয়া, নমস্কার করত স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তখন নারদ মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে অধোক্ষজ! তবে এক্ষণে ইন্দ্রপুরে গমন করিতে পারি? তথায় দেবগন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ মহেশ্বর ঈশানকে নমস্কার করিয়া গান করিবে। বিভো! মাসে মাসে পুত্রোৎপাদক ইন্দ্রভবনে গন্ধর্ব নৃত্য হইয়া থাকে। মহাদেব উমা ও প্রমথগণের সহিত অন্তর্হিত ভাবে অমরগণ ও ইন্দ্রের ভক্তি সংকৃত পূজাবিধি দর্শন করিয়া থাকেন। হে মহাত্মন্! তোমার মঙ্গল হউক, বৃক্ষরাজ পারিজাতের পুষ্প প্রদান করিবার নিমিত্ত আমি কল্য নিমন্ত্রিত হইয়াছি; যে পুষ্প আমি স্বর্গ হইতে তোমাকে আনিয়া দিয়াছি, তরুরাজ প্রসূত ঐ পুষ্প দেবতাদিগের উপভোগ্য। হে কমললোচন! এই বৃক্ষ শচীদেবীর নিতান্ত প্রিয়। যে ব্যক্তি নিত্য ঐ পুষ্পের পূজা করে, তাহার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। ধর্ম্মিষ্ঠ মহাত্মা কশ্যপ অদিতির পুণ্যনামক ব্রত সমাপন করিবার জন্য পারিজাত বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে অদিতি মহাতেজা মরীচিনন্দন তপোনিধি কশ্যপকে তুষ্ট করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলে

যে, হে মুনিসত্তম! আমাকে এরূপ বর প্রদান করুন যাহাতে আমি আপনার সতত সমাদরের পাত্রী হই; ইচ্ছা করিলেই মনোমত নানা ভূষণে ভূষিত হইতে পারি, ইচ্ছানুসারে গীত নৃত্য শ্রবণ ও দর্শন করিতে পারি; যৌবন আমার চিরস্থায়ী হয়; কখনও আমার শোক দুঃখ না হয়; তোমাতে আমার অচলা ভক্তি থাকে; এবং আমি কখন ধর্ম্মভ্রষ্টা না হই।

অদিতির এই কথা শ্রবণ করিয়া কশ্যপ তাঁহার অভীষ্ট সম্পাদনের জন্য দিব্যগন্ধি, সর্ব্বকামপ্রদ পুষ্পে পরিপূর্ণ ত্রিশাখাবিশিষ্ট সর্ব্বদা সুদৃশ্য সর্ব্বপ্রাণিমনোহর পারিজাত বৃক্ষ সৃষ্টি করিলেন। ঐ মহাবৃক্ষে সর্ব্বপ্রকার পুষ্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার এক শাখায় এইরূপ পুষ্প উৎপন্ন হয়; দ্বিতীয় শাখায় নানাবিধ পুষ্প আর এক শাখা পদ্ম উৎপাদন করে। কশ্যপ মন্দর পর্ব্বতজাত বৃক্ষেরও সারগ্রহণ করিয়া এই বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই জন্য এই পারিজাত সকল বৃক্ষেরই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। পারিজাত সৃষ্ট হইলে পর অদিতি কশ্যপকে ঐ বৃক্ষজাত পুষ্পের মালায় বন্ধন করিয়া পুণ্য ও সৌভাগ্যের নিমিত্ত দান করিয়াছিলেন; আমি নিষ্ক্রয় লইয়া কশ্যপকে মুক্ত করিয়াছিলাম। অদিতির পর সৌভাগ্য ও পুণ্যের জন্য শচী ইন্দ্রকেও রোহিণী চন্দ্রকে দান করিয়াছিলেন। পারিজাত বৃক্ষ এই প্রকারে দত্ত হইলে স্বামি-সমাদর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। গঙ্গার পারে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া এই বৃক্ষের নাম পারিজাত হইয়াছে। ইহাতে মন্দার পুষ্পও জন্মে এই নিমিত্ত ইহাকে মন্দারও বলে। 'এ কি দারুণ' লোকে না জানিয়া এইরূপ কহিয়াছিল বলিয়া ইহার আর একটি নাম কোবিদার। উক্ত তিন কারণে এই বৃক্ষশ্রেষ্ঠ মন্দার, কোবিদার, বা পারিজাত নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। উহারই পুষ্প তোমাকে আনিয়া দিয়াছি।

—০—

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। ১২৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর স্বর্গগমনে ইচ্ছুক মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে সম্বোধন করিয়া অপ্রমেয় পরাক্রম ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন, হে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষে! আপনি স্বর্গে গমন করত দেবরাজ ও তাঁহার সদস্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আমি আজ্ঞা করিতেছি, যাহাতে এরূপ না বুঝেন এমন করিয়া আমার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক দেবরাজকে কহিবেন। আপনি পুরাণে অবগত হইয়াছেন যে আমি ইন্দ্রের ভ্রাতা, আপনি প্রথমতঃ তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত জানাইয়া পরে পূর্ব্বে যে ধর্ম্মবিৎ শ্রেষ্ঠ মহাতপা কশ্যপ অদিতির ইষ্টসাধনার্থ পারিজাত সৃজন করিয়াছিলেন; যে বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাত যে পুণ্য ও সৌভাগ্য দান করিতে পারে; এবং দেবকামিনীগণ ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক ধর্ম্ম বৃদ্ধির জন্য আপনাকে যে ঐ বৃক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, দেবরাজকে এই সমস্ত জানাইবেন। পশ্চাৎ কহিবেন, যে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার পত্নী সকল পুণ্য, দান ধর্ম্ম লাভ ও আমার প্রীতি সম্পাদনের জন্য পারিজাত দান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। অতএব একবার ঐ বৃক্ষশ্রেষ্ঠ দ্বারকায় পাঠাইয়া দেন; দান কার্য্য সমাধা হইলে আবার স্বর্গে লইয়া যাইবেন। ভগবন্! আপনি দেবরাজকে এই সকল কথা বলিয়া এরূপ চেষ্টা করিবেন, যাহাতে তিনি বৃক্ষ প্রদান করেন। এই বার আপনার দূতপণা দেখা যাইবে। আমার জ্ঞান আছে যে, আপনার উপর ভার দিলে সমস্ত কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে।

কেশিনিসূদন নারায়ণ উক্তপ্রকার কহিলে পর, ভগবান্ দেবর্ষি নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে যদুশ্রেষ্ঠ! আমি স্বীকার করিলাম দেবরাজকে সমস্ত কহিব; কিন্তু দেবরাজ কখনই পারিজাত প্রদান করিবেন না। দেব দানবগণ যৎকালে মন্দর পর্ব্বত দ্বারা জলনিধিকে মন্থন করেন, পারিজাত তৎকালে উত্থিত হয়। উত্থিত হইবার পর দেবদেব কৈলাসনাথ পর্ব্বতে ঐ বৃক্ষ রোপণ করাইবার জন্য আদেশ প্রেরণ করেন। তখন ইন্দ্র স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করত, এইটী শচীর ক্রীড়া বৃক্ষ হইবে বলিয়া দেবদেবের নিকট পারিজাত যাচ্ঞা করেন। লোককর্ত্তা হরও তথাস্তু বলিয়া বরদান করত মন্দর পর্ব্বতে পারিজাত প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হন। ইন্দ্র শচীর ক্রীড়া বৃক্ষ হইবে, এই ছল করিয়া পারিজাত মোচন করিয়া লইয়াছেন। উমাপতি উমার মনস্তুষ্টির জন্য মন্দর পর্ব্বতের গুহায় শত দ্বিশত ক্রোশ বিস্তৃত এক পারিজাত কানন রোপণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ! সূর্য্যপ্রভা, চন্দ্রপ্রভা, অথবা বায়ুও সে স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ বন শঙ্করের শরীর প্রভা সংযোগে স্বতই আলোকিত হইয়া থাকে। শৈলদুহিতার ইচ্ছানুসারেই ঐ বনে শীত গ্রীষ্মের প্রচার হয়। মহাদেব এবং আমি ভিন্ন কখন অন্য কাহারও সে দিব্য বনে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! বনমধ্যে পারিজাত বৃক্ষ সকল চতুর্দ্দিকে মনোমত সকল রত্ন বর্ষণ করিতেছে। কেশব! মহাত্মা প্রমথগণ দেবদেবের আজ্ঞা ক্রমে ঐ সকল রত্ন উপভোগ করিতেছেন। এ পারিজাত হইতে ঐ পারিজাতের প্রভা সৌরভ ও সম্মান শত গুণ অধিক। তত্রস্থ বৃক্ষ সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রমথগণের সহিত বৃষভধ্বজের উপাসনা করিয়া থাকে। তথায় যে সকল পারিজাত বৃক্ষ আছে সকলই রুদ্রদেবের তেজঃপ্রভাবে নিরুপদ্রবে স্ব স্ব ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। শৈলকুমারী ঐ সকলকে নিতান্ত ভাল বাসেন। বরপ্রাপ্তিজন্য গর্ব্বিত পাপবুদ্ধি ভীষণ দৈত্য অন্ধক একদিন ঐ কাননে প্রবেশ করিয়াছিল; বৃত্রাসুর অপেক্ষা তাহার বল দশগুণ অধিক ছিল; কোন প্রাণীরই তাহাকে সংহার করিবার যোগ্যতা ছিল না; কিন্তু কাননমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ দৈত্য মহেশ্বরের হস্তে নিধন লাভ করিয়াছিল।

অতএব দেব! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, দেবরাজ পারিজাত বৃক্ষ প্রদান করিবেন না। ঐ বরপ্রদ বৃক্ষশ্রেষ্ঠ শচীদেবীর সতত প্রিয়; উহা ইন্দ্রেরও সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকে।

বাসুদেব কহিলেন, মুনে! মহাদেব শচীর অনুরোধে পারিজাত বৃক্ষ না লইয়া উত্তমই করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রাণীর জ্যেষ্ঠ, সর্ব্বলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা ও উদ্ভবস্থান; এবং অক্ষয় পুরুষ; এ কার্য্য তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছিল। কিন্তু দেখুন, আমি দেবরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জয়ন্তের ন্যায় তাহার আমাকে লালন করা উচিত। অতএব ভগবন্! আপনাকে আমার প্রীতিসাধনের জন্য বিবিধ উপায় প্রয়োগ করিয়া চেষ্টা করিতে হইতেছে; আপনি সমর্থও বটেন। মুনে! আমি পুণ্যব্রত সম্পাদন করাইবার জন্য সত্যভামার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, স্বর্গ হইতে পারিজাত বৃক্ষ এই স্থানে আনাইব। হে তপোধন! আমি সে প্রতিজ্ঞা কি প্রকারে অন্যথা করিতে পারি। বিপ্র! ইতিপূর্ব্বে আমি কখনই মিথ্যা কথা কহি নাই। আমি যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, তাহা হইলে লোকে আর মর্য্যাদা রক্ষা হইবে না; কারণ আমিই লোককে ধর্ম্ম ও সদগুণ উপদেশ করিয়া থাকি। লোকে মর্য্যাদা অতি

ক্রম না করে, তাদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করা যাহার কর্ত্তব্য, সে কি প্রকারে মিথ্যা বলিবে? দেবতা, গন্ধর্ব্ব রাক্ষস, অসুর, যক্ষ, বা কিন্নর আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ জন্য চেষ্টিত হইলে কখন দণ্ডিত না হইয়া অধিক দিন জীবন ধারণ করিতে পারে না। আপনি প্রার্থনা করিলেও যদি ইন্দ্র পারিজাত প্রদান না করেন, তাহা হইলে, তাঁহার যে বক্ষঃস্থলে শচীদেবী চন্দনাদি লেপন করিয়া থাকেন, আমি তাহাতে গদা প্রহার করিব। আপনি তাঁহাকে এই কথা বলিবেন, যে যদি তিনি প্রীতবাক্যে যাচিত হইয়া সহজে পারিজাত প্রদান না করেন, তাহা হইলে স্থির জানিবেন, আমাকে স্বয়ং তথায় যাইতে হইবে।

—০—

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। ১২৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অনন্তর নারদমুনি ইন্দ্রভবনে গমন করিয়া সে রাত্রি তথায় থাকিলেন ও মহোৎসব দর্শন করিলেন। দেখিলেন, তথায় মহাত্মা আদিত্যগণ, দেবশ্রেষ্ঠ বসুগণ, স্ব স্ব পুণ্য ফল প্রভাবে স্বর্গপ্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞানী রাজর্ষিগণ, এবং নাগ, যক্ষ, সিদ্ধ, চারণ, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, সুপর্ণ, মহাবল মরুৎ ও অসংখ্য স্বর্গবাসিগণ একত্রিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সকলের উপর দেবদেব মহাদেব স্বগণে পরিবারিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সহস্র সহস্র কল্পান্তেও যাঁহাদিগের বিনাশ নাই; এবং দেবেশ্বর সদৃশ আত্মজ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্ম পথাবলম্বী দেবগণ যাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করেন তাদৃশ মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে রহিয়াছেন। কশ্যপনন্দন রুদ্রগণ, রুদ্রনন্দন কার্ত্তিকেয়, সরিদ্বরা সুরধুনী, অর্চ্চিষ্মান্ তুম্বুরু এবং বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ভারি তাঁহার উপাসনা করিতেছেন; ইঁহারা দেবগণের নায়ক; ধর্ম্মনিষ্ঠ, তপোনিরত সন্ন্যাসীবংশ্য দেবগণ এই সকল দেবতার অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই মনুষ্যলোকে যাঁহারা মঙ্গলার্থী হইয়া দেবগণের আরাধনা করেন, পিতৃকার্য্যে যাঁহারা দেবতার অর্চ্চনা করেন; এবং যাঁহারা স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও ধর্ম্মাচারী, দেবতারাও মঙ্গলার্থী হইয়া তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করেন। সে যাহা হউক, গন্ধর্ব্বাধিপতি শ্রীমান্ চিত্ররথ পুত্রগণের সমভিব্যাহারে তথায় নিরতিশয় হৃষ্টচিত্তে গান করিলেন। উর্ণায়ু, চিত্রসেন, হাহা, হূহু, উগ্রর তুম্বুরু ও অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণও ষড়গুণ গান করিল। উর্ব্বশী পূর্ব্বচিত্তি, হেমা, রম্ভা, হেমদন্তা, ঘৃতাচী ও সহজন্যা নৃত্য করিল। পূজাতে মহাদেবের তৃপ্তি হইল। ইন্দ্রের ব্যবহারেও নিতান্ত তুষ্ট হইয়া জগৎপিতা নিজ আলয়ে গমন করিলেন। ভূতনাথ গমন করিলে পর রাজর্ষিগণ যে যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন; দেবগণও ইন্দ্রের অভ্যর্থনা গ্রহণান্তর নিজ নিজ আলয়ে যাত্রা করিলেন।

সকলে গমন করিলে পর দেবরাজ সদস্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে উপবেশন করিলেন; এই সময় নারদ মুনি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। পুরন্দর গাত্রোত্থান করিয়া মুনির পূজা ও মুনিকে নিজ পীঠ সদৃশ কুশবিস্তীর্ণ আসন প্রদান করিলেন। পরে মহাতেজা নারদ তাঁহাকে কহিলেন, মহেন্দ্র! আমি অতুলতেজা বিষ্ণুর দূত; সেই মহাত্মা কোন কার্য্যের জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; আমি তাঁহার দ্বারকা হইতে আসিতেছি। আপনাকে সেই বিষ্ণুরই দুঃখমোচন করিতে হইবে।

তখন বিবিধ প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিয়া ভগবান্ পুরন্দর হৃষ্টচিত্তে মুনিকে কহিলেন,

মুনে! পুরুষশ্রেষ্ঠ কি বলিয়াছেন আমাকে শীঘ্র বলুন। মহাত্মা কৃষ্ণ বহু দিনের পর আমাকে স্মরণ করিয়াছেন; তিনি কি কি সন্দেশ বাক্য বলিয়াছেন, বলুন।

নারদ কহিলেন, মহেন্দ্র! আমি আপনার অনুজ দেবগণের যশোবর্দ্ধন পুরুষশ্রেষ্ঠ উপেন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য দ্বারকায় গমন করিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, শত্রুনিসূদন উপেন্দ্র রৈবতক পর্ব্বতে উমার সহিত ত্রিলোচনের ন্যায়, দেবী রুক্মিণীর সহিত উপবেশন করিয়া আছেন। হে অনঘ! আমি তাঁহার ভার্য্যাগণের বিস্ময় উৎপাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাতের কুসুম প্রদান করিলাম। নন্দ-কামপ্রদ-বৃক্ষরাজ-প্রসূত ঐ কুসুম দর্শন করিয়া তাঁহার পত্নীগণ সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন পারিজাত পুষ্পের গুণ, অমিততেজা কশ্যপ কর্ত্তৃক পারিজাতের সৃষ্টি, এবং পুণ্যব্রত সম্পাদনার্থ ঐ পুষ্পের মালায় বন্ধন করিয়া অদিতি কশ্যপকে, শচী দেবী আপনাকে ও অন্যান্য দেবী অন্যান্য দেবকে যে আমায় দান করিয়াছিলেন; কশ্যপ ও আপনি আমাকে যেপ্রকার নিষ্ক্রয় দান করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন; আমি সে সমস্ত কৃষ্ণের মহিষীদিগকে বলিলাম। সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনার কনিষ্ঠের সত্যভামা-নাম্নী সর্ব্বপ্রিয়তমা মহিষীর ইচ্ছা হইল, পুণ্যব্রত করিবেন। তখন ঐ সত্যভামা প্রার্থনা-করাতে আপনার কনিষ্ঠ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহার ব্রত সম্পাদন করিয়া দিবেন। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি আমাকে যাহা বলিয়া দিয়াছেন, সমস্ত যথাবৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। অচ্যুত প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন, আমি দেবরাজের কনিষ্ঠ, অতএব আমাকে লালন করা তাঁহার উচিত। হে দেবরাজ! এই স্থানে বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাত প্রেরণ করুন। আপনার বধূর মনোরথ হইয়াছে; বিশেষ আপনার বধূ ধর্ম্ম কার্য্য করিতেই ইচ্ছুক হইয়াছেন। আর, হে লোকেশ্বর! এই মনুষ্য লোকে কল্যাণ দুর্ল্লভ; আমার প্রভাবে মানুষগণ দেবতাদিগের কল্যাণ দর্শন করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুনন্দন! বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেন্দ্র বাগ্মিশ্রেষ্ঠ নারদকে কহিলেন, দ্বিজ! আপনার বাক্য শ্রবণ করিলাম; আপনি আসন গ্রহণ করুন; আমি অতুলতেজা বিষ্ণুকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।

তখন নারদ উপবেশন করিলে পর, পুরন্দর নারদের অনুমতি লইয়া, নারদেরই আসনের তুল্য নিজ আসনে উপবেশন করিয়া নিজ সৈন্য, বীর্য্য ও পার্শ্বদগণের পর্য্যালোচনা করিয়া মুনিকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি আমার বাক্যে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর সুখশাসক জনার্দ্দনকে কহিবেন, তুমি যে আমার পরেই ত্রিলোকের অধীশ্বর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পারিজাত এবং অন্যান্য রত্নও তোমার বটে। কিন্তু তুমি ভারহরণের জন্য পৃথিবীতে গমন করিয়াছ এবং কার্য্য সাধনের নিমিত্ত সর্ব্বভূতের প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ রূপ ধারণ করিয়াছ। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া, পুনর্ব্বার স্বর্গে প্রত্যাগমন করিলে পর, আমি তোমার মহিষীর সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করিব। অচ্যুত! স্বর্গীয় রত্ন সকল মনুষ্যলোকে লইয়া যাওয়া তোমার উচিত হয় না। মানুষলোক স্বল্প ভোগের জন্য, আদি হইতেই এই মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে। হে মহাবল! যদি আমি এই মর্য্যাদা অতিক্রম করি, তাহা হইলে প্রজাপতিগণ আমাকে কি বলিবেন? মহাত্মা ব্রহ্মা এবং তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ সর্ব্ব কার্য্যেরই চিরস্থায়ী নিয়ম সকল সংস্থাপন করিয়াছেন; আজ যদি আমি

প্রজাপতিবিহিত সেই বিধি নাশ করি, তাহা হইলে তাহা শ্রবণ করিয়া ধীমান্ প্রজাপতি আমাকে অভিশাপ প্রদান করিতেও পারেন। আমরা যদি মর্য্যাদা সেতু ভঙ্গ করি তাহা হইলে দৈত্য এবং দৈত্যপক্ষীয়গণ ও নিঃশঙ্ক হইয়া ভঙ্গ করিবে। হে মানদ! স্ত্রীর অনুরোধে এস্থান হইতে বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাত লইয়া যাইলে, স্বর্গবাসী সকলেও উৎকণ্ঠিত হইবেন। স্বয়ম্ভু মনুষ্য লোকে যে সকল উপভোগ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার ভ্রাতা কালবিপর্য্যয় পর্য্যালোচনা করিয়া সেই সকলেই পরিতৃপ্ত থাকুন। আর এখানে আসিলেও আমার যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু আছে, কৃষ্ণ সে সকল ভোগ করিবার অধিকারী নহেন; জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের ভোগ্য বস্তু সকল প্রভেদ করণে কি জনার্দ্দনের অভিজ্ঞতা নাই, যে তিনি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইয়া পাপাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; মহাত্মা কৃষ্ণ স্ত্রীর বশ, এ কথা যদি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় জগতে তাঁহার নিন্দা হইবে। মধুসূদন এক্ষণে মনুষ্যলোকে মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে যে আদেশ করিবেন, তাঁহাকে তাহাই করিতে হইবে। আর স্বর্গের রত্ন যদি লোপ হয়, তাহা হইলে আমার অপমান হইবে; বিশেষতঃ জ্ঞাতির নিকট অপমান নিতান্ত নিন্দনীয়। পদ্মযোনি যাহার যেরূপ ধর্ম্মার্থকাম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, মধুসূদন সেই রূপেই ভোগ করিতেছেন। যদি আমি পারিজাত পৃথিবীতে প্রেরণ করি, তাহা হইলে শচীপ্রভৃতি কে আমাকে মান্য করিবে? আর, মানুষগণ পৃথিবীতে পারিজাত দর্শন ও স্পর্শ করিলে, স্বর্গলাভের জন্য আর যত্ন করিবে না; কারণ পৃথিবীতেই তাহারা স্বর্গফল দেখিতে পাইবে। নারদ! মনুষ্য যদি পারিজাতের গুণ সকল সেবন করিতে পায়, তাহা হইলে দেবতা ও মনুষ্যে কিছুই ভেদ রহিল না। মানুষ সে স্থানে যে কর্ম্ম করে, এ স্থানে তাহারই ফল ভোগ করে। কিন্তু এক্ষণে পারিজাতের গুণ সমস্ত উপভোগ করিতে পাইলে, আর স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করিবে না। বিশেষতঃ তপোধন! পারিজাত স্বর্গের সকল রত্নের শ্রেষ্ঠ; যদি মানুষে সে রত্ন উপভোগ করিতে পায়, তাহা হইলে জগৎ একাকার হইয়া উঠিবে। মানুষ যদি মর্ত্তলোকে স্বর্গ ফল লাভ করে, তাহা হইলে অমরের তুল্য হইয়া উঠে; সুতরাং আর যজ্ঞ বা পূর্ত্ত কার্য্য করিবে না। তাহারা স্বর্গকাম হইয়াই শ্রদ্ধাসহকারে বিবিধ যজ্ঞ এবং জপ ও শান্তিপাদি করিয়া নিত্য আমাদিগের তৃপ্তিসাধন করে; পারিজাতের গুণ উপভোগ করিতে পারিলে আর কিছুই করিবে না। যজ্ঞাদির লোপ হইলে আমরা নিস্তেজ হইয়া পড়িব। মনুষ্যেরা বিবিধ যজ্ঞ ও দান দ্বারা আমাদিগের তুষ্টি সম্পাদন করে; সেই জন্য আমরা সুবৃষ্টি বর্ষণ করি। তাহাতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, মানবগণ সেই শস্য ভক্ষণ করিয়াই পৃথিবীতে জীবন ধারণ করে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে যদি পারিজাতের গুণ সম্ভোগ করিয়া মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, জরা, মৃত্যু, কাম, দুর্গন্ধ, বা পাপকর্ম্মসম্ভূত ঈতি সকলের জন্য তাহাদিগের কষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহারা যজ্ঞাদির নিমিত্ত আয়াস স্বীকার করিবে কেন? অতএব তথায় পারিজাত লইয়া যাওয়া কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। দ্বিজ! আপনি আকৃষ্টকর্ম্মা বিষ্ণুকে এই কথা বলিবেন। আমার ভ্রাতার জন্য যে কোন প্রকারে তুষ্টি জন্মে, আপনি আমার ইষ্টসাধনের জন্য তাহা করিবেন। হার, মণি, রত্ন, অগুরুচন্দন, বা বিচিত্র বস্ত্র, এই সকল সামগ্রীর মধ্যে বধূদিগের যে কোন সামগ্রীতে অভিরুচি হয়, আপনি তাহাই

দ্বারকায় লইয়া যাইতে পারেন। মর্ত্ত্যলোকের উপযুক্ত যে কোন সামগ্রী কেশব ইচ্ছা করেন, পাইতে পারিবেন; কিন্তু স্বর্গ লুণ্ঠন করা কেশবের উচিত হয় না। মুনে! ইচ্ছা মত প্রভূত রত্ন ও বিবিধপ্রকার ভূষণ আমি প্রদান করিতেছি। স্বর্গবাসী জনের প্রিয় পারিজাত বৃক্ষ আমি কোন প্রকারেই প্রদান করিব না।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুনন্দন! দেবরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বাক্যবিৎ ধর্ম্মবিৎশ্রেষ্ঠ মহাত্মা নারদ তাঁহাকে কহিলেন, হে বলনিসূদন! হিত কথা অবশ্যই বলিতে হয়। হে মহাবাহো! তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট আস্থাও আছে। আমি তোমার অভিপ্রায় অবগত থাকাতেই বাসুদেবকে কহিয়াছিলাম যে পূর্ব্বে তুমি শঙ্করকেও পারিজাত প্রদান কর নাই। প্রদান না করিবার হেতু সকলও সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমাকে সত্য বলিতেছি, দেব বিষ্ণুর কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই; তিনি সমস্ত শুনিবার পরেই কহিয়াছিলেন, আমি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ; অতএব আমাকে লালন করা ইন্দ্রের উচিত। দেব! আমি পুনঃ পুনঃ বিবিধ হেতু প্রদর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন ফিরাইতে পারি নাই। প্রত্যুত, আমার বাক্যাবসানে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্য বদনে কহিয়াছেন যে "দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর, বা নাগ, ইহাদিগের কেহই চেষ্টা করিলে আমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না; আপনি প্রার্থনা করিলেও যদি পুরন্দর পারিজাত প্রদান না করেন, তাহা হইলে শচী তাঁহার যে বক্ষঃস্থলে চন্দনাদি লেপন করেন, আমি তাহাতে গদা প্রহার করিব।

হে মহেন্দ্র! তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার এই স্থির নিশ্চয়। এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, স্থির কর। হে দেবেশ! আমি কিন্তু যাহা কর্ত্তব্য ও হিতকর বিবেচনা করি, তাহা শ্রবণ কর। আমার ইচ্ছা, পারিজাত দ্বারকায় লইয়া যাওয়া হয়।

নারদ এই কথা কহিলে, সাক্ষাৎ বলনিসূদন সহস্রলোচন দেবরাজ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, হে তপোধন! আমি কেশবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তাঁহার কোন অপকারই করি নাই; তথাপি যদি তিনি আমার প্রতি এতাদৃশ আচরণ করিতে উদ্যত হন, তবে কি করিতে পারি? নারদ! কৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বে আমার অনেক শত্রুতাই করিয়াছেন; কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া আমি সমস্তই সহ্য করিয়াছি। দেখুন, কৃষ্ণ পূর্ব্বে খাণ্ডববনে অর্জ্জুনের রথ চালনা করিয়া, পাবকপ্রশমনকারী মদীয় মেঘ সকলকে নিবারণ করিয়াছে; এবং গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াও আমার অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। আরও দেখুন, যখন আমি বৃত্রকে সংহার করিতে উদ্যত হই, তখন কৃষ্ণের নিকট সাহায্য চাহাতে সে বলিয়াছিল, তাহার নিকট সকল জীবই সমান। তখন আমি নিজ বাহুবল আশ্রয় করিয়াই বৃত্রকে সংহার করি। কিন্তু পরে দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সে নিজের ইচ্ছাতেই সে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, আপনি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। এ বিষয়ে অধিকই বা আর কি বলিব, তাহার যাহা ইচ্ছা তাই করুক। আমার কিন্তু জ্ঞাতিভেদ উৎপাদন করা ইচ্ছা নহে, আপনি তদ্বিষয়ে সাক্ষী রহিলেন। আরও দেখুন, আমার বক্ষঃস্থলে গদা প্রহার করাই যদি কেশবের অভিপ্রায় হইয়া থাকে, হউক; সে কথায় শচীর নাম গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি

ছিল? পিতা ধীমান্ কশ্যপ মাতা অদিতির সহিত সাগর বাস অবলম্বন করিয়াছেন; এক বার তাঁহাদিগকে এই কথা বলিতে হইবে যে, আমার অসংযতচেতা কনিষ্ঠ ভ্রাতা রজ এবং তমোগুণের বশীভূত হওয়াতে কামপ্রেরিত হইয়া স্ত্রীর অনুরোধে শুক্র আমাকে এই কথা কহিয়াছে। বিপ্র! বিষ্ণু স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে এই কথা কহিল; অতএব স্ত্রীজাতিকে ধিক্; রজোগুণে ধিক্! তমোগুণেও ধিক্! নারদ! কৃষ্ণ কাম ও প্রণয়ের অধীন হইয়া কি কশ্যপবংশের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিল না! যে বংশে আমার মাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দক্ষবংশের কি একবার নামও করিল না। জ্যেষ্ঠ, কি দেবগণের রাজা বলিয়াও সে আমায় মান্য করিল না। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন যে, সচ্চরিত্র জ্ঞানবান্ ভ্রাতা সহস্র পুত্র ও ভার্য্যা হইতেও অধিক। আমার পিতা প্রজাপতি কশ্যপ এবং মাতা অদিতিও বলিয়াছিলেন, যে, ভ্রাতার সমান বন্ধু নাই; অন্যান্য লোক নৈমিত্তিক বা কৃত্রিম বন্ধু। পিতা কশ্যপ বলিয়াছিলেন, ভ্রাতার মধ্যে আবার সোদর ভ্রাতা বিশেষ বন্ধু; তাহার সাক্ষী দেখুন, গর্ব্বিত দৈত্যগণ আমার নিরন্তর শত্রুতা করিয়া থাকে। নিজের প্রশংসা কীর্ত্তন করা আমার ইচ্ছা নহে; কিন্তু কি করি, না বলিলে চলিতেছে না বলিয়াই বলিতে হইল; পূর্ব্বে দেবদ্বেষীগণ, বরপ্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর ধনুর্জ্যা ছেদন করত মস্তক ছেদন করিয়া উহাকে পাতিত করেন; আমি উহাঁর সেই মস্তকহীন দেহ ধারণ এবং রুদ্রের তেজে ছিন্ন মস্তক যত্ন পূর্ব্বক দেহে যোজনা করি। নারদ! কেশব তখন আমিই দেবগণের শ্রেষ্ঠ, এই বলিয়া উত্থিত হয়; দর্প পূর্ব্বক আরোপণ করিয়া অবস্থিতি করে। হে মুনিসত্তম! পিতা এবং মাতাই বা আমাকে কি বলিবেন, এই ভাবিয়াই স্নেহ হেতু আমি বিষ্ণুর শরীর ধারণ করিয়াছিলাম। আরও দেখুন, শ্রাবণ ভাদ্র মাস আমারই পূজার কাল; কিন্তু আমি তাহারও ভাগ অচ্যুতকে দান করিয়াছি। নারদ! কৃষ্ণ আমার কনিষ্ঠ; আমি তাহাকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকি; অতএব যুদ্ধে আমি তাহাকে অগ্রে সংহার করিব না; রাজা বলিয়া সর্ব্বত্রই আমি অগ্রে প্রহার করিয়া থাকি বটে। সকল অবস্থারেই আমি ভক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণকে, নিজদেহের ন্যায় রক্ষা করিয়া থাকি। এই দেখুন, আমার এই ভবন ভাঙ্গিয়া বিষ্ণু সর্ব্বলোকের উপর নিজ ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহাতে প্রকারান্তরে আমার অবমাননা করা হইয়াছে; কিন্তু একে ভ্রাতা, তাহাতে বালক, লালন করা আমার কর্ত্তব্য, এই বিবেচনা করিয়া আমি ইহা সহ্য করিয়াছি। একে কনিষ্ঠ পুত্র তাহাতে বালক এই বলিয়া পিতা মাতাও গোবিন্দকে অধিক কথা বলেন না। বিশেষতঃ কেশব জননীর অধিক প্রিয়। আমরা যে জননীর চক্ষুঃশূল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ উহার প্রতিই তাঁহার অধিক স্নেহ আমার বোধ ছিল কেশব সর্ব্বজ্ঞ, বলবান, ও বীর এবং মান্য ব্যক্তিকে মান্য করিয়া থাকে; আজ তাহা মিথ্যা হইল। নারদ! আপনি গমন করুন। কেশবকে আমার নাম লইয়া বলিবেন শত্রুগণ যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে আমি পরাঙ্মুখ হই না। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, আগমন কর। তোমার ইচ্ছা আমি সহ্য করিব। হে বৈষ্ণব! আসিয়া ইচ্ছানুসারে আমাকে অগ্রে প্রহার কর। গরুড়ে আরোহণ করত স্থিরভাবে অবস্থিতি করিয়া চক্র, ধনু, গদা বা নন্দকাস্ত্র দ্বারা প্রহার কর। তুমি প্রহার করিলে পর, তখন যদি স্নেহে বিধুর না হই, তাহা হইলে, যথাশক্তি

তোমাকে প্রদান করিব। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অধিক আর কি বলিব, চক্রধর আমাকে পরাজয় না করিলে আমি পারিজাত প্রদান করিতেছি না। হে তপোধন! সে কনিষ্ঠ, তথাপি স্ত্রীর বশীভূত হইয়া যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে, তখন আমিই বা সহ্য করি কেন? ভগবন্! আপনি অদ্যই দ্বারকায় গমন করুন; অচ্যুতকে বলিবেন, যে ইন্দ্র বিবাদ করিতে প্রস্তুত আছেন। আপনি আমার নাম করিয়া তাহাকে আরও বলিবেন যে, পরাজিত না হইলে, পারিজাত বৃক্ষের কথা দূরে থাকুক, বৃক্ষের আধখানি পত্রও প্রদান করিব না। আমার প্রিয়সাধন জন্য আপনি অবিশঙ্কিত চিত্তে পুনশ্চ বলিবেন, মায়াপ্রয়োগ করিয়া পারিজাত অপহরণ করা না হয়, সম্মুখ যুদ্ধ যেন হয়; শঠতা অতি নিন্দনীয়।

ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১২৯

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহেন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাগ্মিশ্রেষ্ঠ নারদ নির্জ্জনে মহেন্দ্রকে কহিলেন, বাসব! রাজাদিগকে তোষবাক্যই বলিতে হয় সত্য; কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, অপ্রিয় বাক্য বলা উচিত, যদি তাহাতে তাঁহাদিগের হিতসাধন হয়। বিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন বটে যে, সংসারে অভিজ্ঞ এবং নীতিবিষয়ে পণ্ডিত হইলেও, যদি তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা না করেন, তাহা হইলে কাহাকেও কোন বিষয় উপদেশ করিবেন না। কিন্তু বন্ধু যদি হিতকর বলিয়া জানিতে পারেন, তাহা হইলে, জিজ্ঞাসিত না হইলেও বন্ধুর অনিষ্ট না ঘটে এই বিবেচনায় প্রয়োজন কালে ন্যায্য বিষয় উপদেশ করিবেন। সাধু ব্যক্তি, অপ্রিয় বাক্যও বলিবেন, যদি তাহা হিতকর বোধ করেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন তাহাতে স্নেহের প্রতিশোধ প্রদান করা হয়। মিথ্যা, ধর্ম্মচ্যুত, অথচ, অপ্রিয়, এরূপ বাক্যই কেহ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে না; অতএব হিতকর নহে, অথচ অপ্রিয়, সাধুরা এরূপ বাক্যের নিন্দা করিয়া থাকেন। আমি সেরূপ বাক্য বলিব না। শ্রবণ কর; শ্রবণ করিয়া আমার মঙ্গলকর উপদেশের মত কার্য্য কর। হে বলনিসূদন! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে দেব! ভ্রাতৃ বা বন্ধুগণের পরস্পর ভেদ দর্শন করিলে, শত্রুগণের আনন্দ জন্মে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে সুরেশ্বর! যাহা মঙ্গলের অনুবর্ত্তী জানিবে তাহাই কর্ত্তব্য; উহার বিপরীত হইলেও তাহাকে অকর্ত্তব্য বলে। যে কার্য্য আরম্ভ করিলে পরিণামে দুঃখ পাইতে হইবে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে কার্য্য আরম্ভ করিবেন না। উপস্থিত কার্য্যের ফল আমার ভাল বোধ হইতেছে না। তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। একমাত্র যে হরি কার্য্য কারণ ব্যাপিয়া আছেন, পণ্ডিতেরা যাহাকে মায়া সংযোগে স্থূল সূক্ষ্মাত্মক দেহের প্রকাশক বলিয়া জানেন; সেই অব্যক্ত পুরুষের কার্য্য সর্ব্বসংসারবীজভূত যে ব্রহ্মাদি, বিষ্ণু তাঁহাদিগের এবং চেতনাবিশিষ্ট জন্তুমাত্রেরই অন্তর্যামী। যশস্বিনী উমা দেবী চিৎশক্তির মুখ্য অংশ; এই ব্যক্ত মুখ্য অংশের নাম নিশ্বরী (১); অতএব উহা চেতন মাত্রেরই তৃপ্তি সাধন করে। বিষ্ণুর মহিষী রুক্মিণী প্রভৃতিও সেই চিৎ শক্তির মুখ্য ব্যক্ত অংশ; দেবী উমা যেমন অক্ষয়া প্রকৃতি, মহেশ্বর যেমন গুণী, নারায়ণও সেইরূপ গুণী। অতএব মহেশ্বর ও নারায়ণে ভেদ নাই। নারায়ণ কর্ত্তা; মহেশ্বর ভোক্তা। মহেশ্বর ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেব

(১) অর্থাৎ বিশ্বের নিখিল ভোগ্য বস্তু।

গণ এবং প্রজাপতিদিগকে পশ্চাৎ সৃজন করিয়াছেন। বেদে এইপ্রকার পুরাণ পুরুষকেই বিষ্ণু বলিয়া থাকে। ইনি অচিন্ত্য, অপ্রমেয় এবং গুণের পরবর্ত্তী। অতএব তুমি যদি মহাদেবের ভরসায় এরূপ করিতে সাহসী হইয়া থাক তত সে বৃথা। পূর্ব্বে অদিতি বিষ্ণুর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু উহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহেন। অদিতি প্রার্থনা করেন দেব! আপনার সদৃশ আমার এক পুত্র হউক। বিষ্ণু কহেন, ভুবনে আমার সদৃশ পুরুষ কেহই নাই; অতএব আমিই অংশে তোমার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব। দেবরাজ! তাহাতেই সর্ব্বকর্ত্তা নারায়ণ তোমার ভ্রাতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করত উপেন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দেব হরি কশ্যপের পুত্র হইয়া বিবিধ শরীর ধারণ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। কেশব জগতের হিতসাধনের জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তিনিই কর্ত্তা, আবার তিনিই সংহর্ত্তা। যেমন মাংসপিণ্ড স্নেহে ব্যাপ্ত, তেমনি জগৎ বিষ্ণুতে পরিব্যাপ্ত। তিনিই ব্রহ্মণ্য দেব, তিনিই সর্ব্বাত্মা, তিনিই গুণাতীত এবং তিনিই বৈকুণ্ঠ দেব; মধ্যে মধ্যে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন মাত্র। এই জন্যই সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ পদ্মনাভ সমস্ত দেবলোকের পূজনীয়; তিনি অনন্তস্বরূপ হইয়া পৃথিবী বহন করিতেছেন। বেদবেত্তা মহাত্মারাও তাঁহাকে যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিশেষতঃ তিনি সত্যযুগে শ্বেত, ত্রেতাযুগে রক্ত, দ্বাপরে পীত, এবং কলিযুগে কৃষ্ণ রূপ ধারণ করেন। তিনি দিব্য রূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষকে সংহার, নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে নাশ এবং বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন। বামন অবতারে তিনি পৃথিবী জয় এবং বলিকে নাগপাশে বন্ধন করিয়াছিলেন। তিনিই তোমাকে দেব দানবের চিরবাঞ্ছিত লক্ষ্মী প্রদান করিয়াছেন। যাহার তপস্যার শেষ হইয়াছে সে মায়া-বিস্তার করিলেও, তিনি তাঁহাকে বিনাশ করেন। ধর্ম্মনিরত নারায়ণ তোমার মঙ্গলের জন্যই দেবশত্রু দানবদিগকে সংহার করিয়াছেন। তিনি রাম রূপ ধারণ করিয়া রাবণকে সংহার করিয়াছিলেন। সিংহ যেমন গজ নাশ করে, তেমনি অন্যান্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াও অন্যান্য শত্রু সংহার করিয়াছেন। সর্ব্বভূতশ্রেষ্ঠ উপেন্দ্র অদ্যাপি জগতের হিতসাধনজন্যই মর্ত্ত্যলোকে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছি তিনি জটা, কৃষ্ণাজিন ও দণ্ডধারী হইয়া তপমধ্যে প্রচণ্ড পাবকের ন্যায় দৈত্যগণমধ্যে বিচরণ করিয়াছেন। আরও দেখিয়াছি, গোবিন্দ, হিতসাধনের জন্য দানবে একাকার জগৎকে দানবহীন করিয়াছেন। জনার্দ্দন আপনার পারিজাত অবশ্যই দ্বারকায় লইয়া যাইবেন, আমি মিথ্যা বলিতেছি না। ভ্রাতৃস্নেহের অনুরোধে তুমি কৃষ্ণের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না; কৃষ্ণও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তোমাকে অস্ত্রাঘাত করিবেন না। দেব! আমি যে কথা কহিলাম, যদি তুমি কোন প্রকারে না শুন, তাহা হইলে তোমার হিতৈষী, নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞ মন্ত্রীদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর।

নারদ উক্তপ্রকার কহিলে পর মহেন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি কৃষ্ণের যেপ্রকার প্রভাব কহিলেন, আমি বহুতর রূপে বহুবারই তাহা শ্রবণ করিয়াছি। কৃষ্ণ এইরূপ স্বভাবের বলিয়াই, আমি সাধুসম্মত ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাকে পারিজাত বৃক্ষ প্রদান করিতেছি না। পারিজাত প্রদান করা উচিত হয় না। যাঁহার প্রভাব অতি মহৎ, তিনি অন্নের জন্য রুষ্ট হইবেন না, এই ভাবিয়াই আমি ধর্ম্মপথ হইতে

বিচলিত হইতেছি না। মহাপ্রভাব ব্যক্তি সকল সততই ক্ষমাশীল হন এবং জ্ঞানী বৃদ্ধজনের উপদেশ গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ মহাত্মা এবং ধার্ম্মিকদিগের শ্রেষ্ঠ; অল্প কারণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিরোধ করা কি তাঁহার উচিত হয়? অধোক্ষজ কৃষ্ণ আমার মাতাকে যেমন বর দিয়াছেন, তেমনি মাতার পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠের আদেশ প্রতিপালন করাও তাঁহার উচিত। জনার্দ্দন নিজে ইচ্ছা করিয়া যেমন উপেন্দ্র হইয়াছেন, তেমনি জ্যেষ্ঠ ইন্দ্রকে মান্য করা তাঁহার কর্ত্তব্য। প্রথমেই তিনি জ্যেষ্ঠ হইলেন না কেন? এখনও যদি ইচ্ছা করেন, জ্যেষ্ঠ হউন।

মহারাজ! ইন্দ্র কিছুতেই পারিজাত প্রদান করিবেন না, স্থির করিয়াছেন, দেখিয়া ধর্ম্মবিৎ বুদ্ধিমান্, তপোধন নারদ ইন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের পালিত দ্বারকানগরী যাত্রা করিলেন।

—০—

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৩০

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া, শত্রুনিসূদন পুরুষশ্রেষ্ঠ নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন, তিনি সন্তোষচ্ছ তেজঃসম্পন্ন শরীর দ্বারা শোভিত হইয়া নিজের মন্দিরে সত্যভামার সহিত সুখে উপবেশন করিয়া আছেন। মহাত্মা ঐ পারিজাতের বিষয়ই চিন্তা করিতেছেন; তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্থিরই আছে, তিনি কেবল নানা কথা কহিয়া সত্যভামাকে তুষ্ট করিতেছেন।

অধোক্ষজ দেব কেশব নারদকে দেখিয়াই গাত্রোত্থান করত বিধিবিহিত পাদ্যার্ঘদান দ্বারা পূজা করিলেন। তখন ঋষি সুখে উপবেশন করিয়া, বিশ্রাম করিলে মধুসূদন হাসিয়া পারিজাত বৃক্ষবিষয়ক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি ইন্দ্রের কথা সমস্ত বিস্তার করিয়া নিবেদন করিলেন। কৃষ্ণ সমুদায় শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে ধর্ম্মবিৎশ্রেষ্ঠ! আমি কল্য অমরাবতী যাত্রা করিব। এই কথা শুনিয়া নারদেরই সমভিব্যাহারে সাগরতীরে গমন করিলেন; তথায় নির্জ্জনে নারদকে কহিলেন, তপোধন! আপনি মহেন্দ্র ভবনে গমন করিয়া আমার প্রণাম জানাইয়া কহিবেন, প্রভো! আপনি যুদ্ধস্থলে আমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে পারিবেন না, জানিবেন; আমি পারিজাত আনয়ন করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি।

কৃষ্ণ এই কথা কহিলে পর, নারদ স্বর্গে গমন করিলেন। তথায় অমিতপরাক্রম ইন্দ্রকে কৃষ্ণের বাক্য যথাবৎ জানাইলেন। অনন্তর ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। বৃহস্পতি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, অহো, ধিক্! আমি একবার ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছি, আর তুমি ইহার মধ্যেই এই দারুণ বিগ্রহ উপস্থিত করিয়াছ! আমাকে না বলিয়া, কি কারণে তুমি এরূপ কার্য্য করিলে? অথবা ভবিতব্যেরই সমস্ত লীলা; হে ভুবনেশ্বর! জানিলাম, বিধিকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। হঠাৎ কার্য্য আরম্ভ করা ভাল নহে; একার্য্য হঠাৎ আরম্ভ করা হইয়াছে, সুতরাং পরাভব উৎপাদন করিবে।

তখন মহেন্দ্র বৃহস্পতিকে কহিলেন, যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য বলুন। ভূতভবিষ্যবেত্তা উদারবুদ্ধি ধর্ম্মাত্মা বৃহস্পতি অধোমুখে চিন্তা করিয়া কহিলেন, এখন তুমি সপুত্র জনার্দ্দনের সহিত যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধ কর, পরে যাহা উচিত হয় করিব।

এই কথা কহিয়া বৃহস্পতি ক্ষীরোদ সাগরের তীরে গমন করিয়া মহাত্মা কশ্যপকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কশ্যপ তাহা শ্রবণ

করত ক্রুদ্ধ হইয়া বৃহস্পতিকে কহিলেন, এটা অবশ্যই ঘটিবে, ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ইন্দ্র মহর্ষি দেবশর্ম্মার অনুরূপা সহ ধর্ম্মিণীর প্রতি অভিলাষী হইয়াছিলেন, সেই চিন্তাজন্য পাপে তাঁহাকে অধঃপতিত হইতে হইতেছে মুনে! এই পাপের শান্তির জন্যই আমি এই সাগরবাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। তথাপি এই ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইল। তাঁহার গর্ভধারিণী অদিতির সহিত আমাকে যাইতে হইল, দুই জনে তাঁহাকে নিবারণ করিব, যদি দৈব প্রতিকূল না হয়।

তখন বৃহস্পতি কশ্যপকে কহিলেন, সময় উপস্থিত হইলে তথায় গমন করিও। কশ্যপ তাহাই হইবে বলিয়া বৃহস্পতিকে বিদায় করিয়া ভূতগণেশ্বর দেব রুদ্রের আরাধনা করিবার জন্য অদিতি সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। তথায় সৌম্যমূর্ত্তি মহাত্মা বৃষভধ্বজের আরাধনা করিয়া বরার্থী হইয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে বেদোক্ত এবং স্বরচিত মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভগবন্! তুমি পাদবিক্ষেপ করিলে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হয়। তুমি বিশ্বকর্ত্তা, জগৎ স্রষ্টা, ধর্ম্মলভ্য, শর্ব্ব এবং ধৃতিশালী ব্যক্তিদিগের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বেশ্বর! তুমি দেবাদিদেব, পাপসংহারী ও সঙ্কল্পযোনি; তোমার মহত্ত্ব হইতেই এই বিশ্বের বিস্তার; অতএব আমি তোমার শরণাগত। হে বিরূপাক্ষ! ইন্দ্র বিচারবিহীন যে সকল যতিকে শালাবৃকের হস্তে প্রদান করেন, তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সেই শালাবৃকদিগকে সংহার কর। তোমা হইতে শত্রু-দমাদি মিত্র সকল আহ্লাদ প্রাপ্ত হয়; তুমি প্রিয়দর্শন, তুমি পুণ্যযোনি, আমি অবনত মস্তকে তোমাকে নমস্কার করি। হে জগৎপ্রভো! তুমি একাকী বিশ্বপালন ও সংহার করিতেছ; তুমি সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণের প্রকাশক; ব্রহ্মরূপ প্রযুক্ত কেহ তোমার নিকটে যাইতে পারে না। তুমি চিরকাল সোমপায়ী ও চন্দ্রামৃতপায়ী ঋষিদিগকে স্বর্গাদি পুণ্য লোক প্রদান করিয়া থাক। অতএব আমাকে প্রতিপালন কর। হে ভূতভাবন! তুমি অথর্ব্ববেদপ্রতিপাদ্য; তুমি পঞ্চমুণ্ড; তুমি ধীর, কৃতী ও দানবনাশক; যজ্ঞে তোমারই পূজা এবং তোমারই হোম হইয়া থাকে। অতএব আমি তোমার শরণাগত হইলাম। হে মহাদেব! তুমি জীবগণের অন্তরে বিচরণ করিতেছ; তুমি জ্ঞানময়; তোমা হইতে বেদশাখা সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে; তুমি মহাবল, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, পূজ্য ও সহস্র-নেত্র; তুমি উপাসকদিগকে অসংখ্য প্রকারে ফল প্রদান করিয়া থাক; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে চন্দ্রচূড়! তুমি অসংযুক্ত ও যোগলভ্য, বেদে তোমারই প্রশংসা গীত হইয়াছে; তুমি সর্ব্ব, শম্ভু শঙ্কর, ভূতনাথ ও জগতের ধুরন্ধর; তুমি গোপতি ও সর্পাদি হিংস্র জন্তুর আধার; তোমাকে নমস্কার করি। হে শূলধর! তুমি আশু ফল দান কর; রাগাদি দোষ সকল তোমার কৃপায় শান্ত হয়, তুমি বৃষভ অর্থাৎ শমাদি গুণের বর্দ্ধক, প্রাতঃকাল অবধি তুমি যাগাদি কার্য্যক্রমে চীৎকার কর। তুমি অনুষ্ঠিত, তুমি ধর্ম্ম, তুমি বিংশ, ও ফলভোগ জন্য মন্ত্র নাশশীল তুমি গুণের আধার, সর্ব্বস্বরূপ, অতএব তোমার শরণাগত হইলাম। হে আদিদেব! তুমি অনন্তবীর্য্য, ও ফলাফলসাক্ষী। তুমি স্বয়ং পুরুষার্থস্বরূপ। তুমি যজ্ঞ, তুমি হবি, তুমি হবির্ভুক্ এবং তুমিই ধর্ম্মচারীদিগের মধ্যে প্রধানতম স্বরূপ; আমি তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি গুণাতীত; তুমি বিষ্ণুস্বরূপ; যশঃস্বরূপ; জগতের প্রপঞ্চস্বরূপ, জগতের বিক্ষোভস্বরূপ, শুদ্ধাত্মা, অন্তর্যামী, সত্যের আশ্রয়, পাপকারীদিগের সম্মোহ-

কর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি যতিদিগের ওঁকার; ওঁকারের অর্দ্ধমাত্রা; তোমার কার্য্য অতি মনোহর; তুমি দৃঢ়ব্রত; তুমি দৃঢ়ধন্বা, তুমি যুদ্ধস্বরূপ, তুমি শূর, তুমি ধনুর্ব্বিদ্যাবিৎ, তুমি সকল অস্ত্রের মধ্যে প্রধান অস্ত্র; তুমি প্রাণিগণের অধিপতি ও মস্তক; তোমাকে নমস্কার করি। তুমি জগতের একমাত্র মিত্র ও রক্ষক; তুমি ভূত, তুমি ভবিষ্যৎ; তুমি অগ্নি রূপে হবি ভোজন কর; তোমা হইতে কামাদি দোষের নিবৃত্তি হয়। তুমি রাক্ষসদিগের সংহারকর্ত্তা; তুমি বিভাজক, অথচ অজ্ঞ; দেব! তুমি আমাকে রক্ষা কর। তুমি আপনি জগতের একমাত্র ঈশ্বর হইয়াও জল এবং চন্দ্রের ন্যায় সমস্ত জগতে প্রবেশ করিয়া থাক। তুমি বায়ুগণের অর্থাৎ প্রাণেরও প্রাণদাতা। দয়ালু স্বভাব বলিয়া তুমি বিশ্বের মিত্রভাব অবলম্বন করিয়াছ। আজ আমার মঙ্গল বিধান কর, যে ব্রহ্মা ব্রহ্ম অবগত আছেন বলিয়া সত্যলোক সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন; এবং সেই সনা যিনি ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম এই ষড়গুণে পূর্ণ; পূর্ণ বলিয়াই যিনি ওঁকারের অর্থভূক্ত এই সমগ্র প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া ইহাতে প্রবেশ করিয়াছেন, তুমি সেই ব্রহ্মা। তুমি কামাদি দোষের নাশকর্ত্তা; সর্ব্বজ্ঞান, তৃপ্তি, অনাদি জ্ঞান, স্বাধীনতা, নিত্য অলুপ্ত শক্তি ও অনন্তশক্তি এই ছয় অঙ্গ দ্বারা তুমি বহুরূপ ধারণ কর; তুমি অতীন্দ্রিয়; তুমি ইন্দ্রিয়াদি পদার্থেরও জ্ঞাপক; তুমি অজন্মা; তুমি ব্রহ্মজ্ঞানবান্; তুমি প্রত্যক্ষ আত্মা; তুমি বিষয়স্পর্শী; তুমি বিষয়স্পর্শজন্য সুখের ভোক্তা; তুমি জীবনকর্ত্তা, তুমি কৃত্তিবাসা, তুমি পরমানন্দ; তুমি প্রাণের অধিপতি, তুমি যজ্ঞাদিকর্ত্তা, আবার তুমিই যজ্ঞকারিদিগের ফলদাতা; তুমি জ্ঞানের জন্মদাতা; তুমি ত্রিলোচন, তুমি তোমার সেবক জ্ঞানীগণের ধর্ম্ম উপদেশ কর; তুমি যজ্ঞকারীদিগের বর দাতা; তুমি প্রধানের প্রধান, জেতা, ঈশ্বর ও দেবতার দেবতা; তুমি রুদ্র; আমি তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি দেবগণের মুখ (অর্থাৎ অগ্নি); তুমি ত্রিবৃৎ প্রভৃতি মন্ত্র সম্পন্ন সোমযাগ; তুমি সংসার বৃক্ষের ছেদনকর্ত্তা, তুমি কর্ম্মের সাক্ষী, তুমি সর্ব্বভূতের লয়স্থান; তুমি ভূতপতি, গুণজ্ঞ, ও গুণস্বরূপ, আমি তোমার শরণ লইলাম। তুমি অবিভক্ত; তুমি যজ্ঞকর্ত্তা, তুমি আদি, অন্ত ও মধ্য; তুমি যজ্ঞকর্ত্তাদিগের স্বাভাবিকী অবস্থা, বেদোক্ত যজ্ঞ সকলে তোমাকে নানা দেবতা রূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকে; তুমি স্বর্গব্যাপী এবং তুমি নিয়ন্তা; আমি তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি গজাজিন ধারণকর, তুমি মেখলায় অলঙ্কৃত, অল্প ক্লেশ করিলেই তোমাকে তুষ্ট করা যায়, তুমি ক্রোধের অধিপতি ও নিষ্পাপ; তুমি নিত্যসিদ্ধ অতএব দেহ, ইন্দ্রিয় ও অহঙ্কারাদির প্রকাশক; তুমি গুণী; তুমি জটী; তুমি নিরঙ্কুশ রুদ্রদেব; তুমি বন্দনীয়গণের বন্দনীয়, তোমার শরণ লইলাম। তুমি দেবতার দেবতা; পবিত্রকারকসমূহের পবিত্রকারক, যজ্ঞের যজ্ঞ; এবং মহতের মহৎ। তোমার মূর্ত্তি অনন্ত, তুমি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের অধিষ্ঠাতা, সুতরাং তাঁহারা তোমার স্তব করিয়া থাকেন; আমি তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি দেহান্তশ্চারী অন্তর্যামী পুরুষ; তোমার নাম গুহ; তুমি স্বপ্রকাশ; প্রণবস্বরূপ; তোমার প্রকাশক নাই; তুমি জীবনামক প্রতিবিম্বের কারণ অর্থাৎ আদিবিম্ব; তুমি মঙ্গলময় ও গুণী; আমি তোমার শরণ লইলাম। তুমি জগৎ ও জীব উভয়েরই উৎপত্তিস্থান, কিন্তু স্বয়ং উৎপন্ন নহ; অতএব তোমাকে জানা যায় না; তুমি পদার্থ হইতে পৃথক্, কিন্তু পদার্থ তোমা

হইতে পৃথক নহে; তুমি স্বয়ম্ভু অর্থাৎ নিখিল জগৎ স্বরূপে একাকী; তোমাতে সমুদয় বস্তুই লয় পায়; তোমার ন্যায় দাতা কেহই নাই; তুমি মিষ্ট-বস্তুগত রুচিকর আস্বাদ, হর্ষ স্বরূপ এবং রমণীয়; আমাকে রক্ষা কর। তুমি অন্তর্যামী, সুতরাং জীবের নিকটবর্ত্তী; আবার যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে অধিকতর নিকটস্থ; যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তুমি তাঁহাদিগকে " অহং ব্রহ্ম " এই জ্ঞান দান করিয়া থাক; তুমি প্রমথগণের ও পুণ্যকর্ম্মা মহাত্মাগণের অধিপতি এবং তুমি কামনা ও ষড় গুণের পূরণ করিয়া থাক, আমাকে রক্ষা কর। হে দেবদেব! তুমি বাহ্যিক ও আন্তরিক দুঃখ আধিব্যাধি প্রভৃতির স্বয়ং কর্ত্তা, আবার নাশ কর; অতএব তুমি জগতের নিমিত্ত কারণ। তুমি পদার্থ রূপে প্রকাশিত, অতএব জগতের উপাদান কারণও তুমি; তোমার প্রভাব সর্ব্বোচ্চ; এক্ষণে ক্রোধাদি আবিষ্কার করিয়া, আমার ও সাধুদিগের দুঃখ নাশ কর। তুমি ঘোর মূর্ত্তি ধারণ করত শর দ্বারা ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিলে; সেই ত্রিপুর দাহে দেবগণের মহানিষ্টকারক দানবগণ দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে, সুতরাং তাহাদিগের সন্তানও হয় নাই। তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর; এবং সকলের কারণস্বরূপ প্রকৃতির আধার, আমাকে নিস্তার কর। সমস্ত দেবগণ অপেক্ষা যজ্ঞভাগে তোমারই প্রধান অধিকার, কিন্তু দক্ষ তোমার অবমাননা করিতে ইচ্ছুক হইয়া তোমার যজ্ঞভাগ লোপ করেন, তজ্জন্য তুমি তাঁহার মস্তক ছেদন কর; তখন সে তোমাকেই আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপে অবগত হইয়া তোমারই শরণাগত হয়; অতএব দক্ষ-যজ্ঞ-নাশের তুমিই হেতু; এক্ষণে আমাকে রক্ষা কর। যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া সংহার করেন, তুমি সেই দেব মহেশ্বর; তোমা হইতে ভিন্ন যে সেই পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, তিনিও ধন্য, যে হেতু তাঁহার শমাদিগুণ আছে, সেই জন্য তাঁহার দয়া সর্ব্বভূতেই সমান; তিনি, যজ্ঞের ঈশ্বর তোমাকে তাঁহার নিজের সহিত অভিন্ন দর্শন করেন, তিনি আমার সন্ততি ইন্দ্রকে রক্ষা করুন; কারণ, তিনি ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণের আশ্রয়; আর ঐ দেব বিষ্ণু হইতে নিরত ধারাবাহিক ক্রমে উৎপত্তি, ধ্বংস ও স্থিতি হইতেছে; তাঁহাতে নিরন্তর সত্ত্ব গুণ প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহার স্বরূপ হইতে উৎপন্ন হইয়া কৃষ্ণ ইন্দ্রাদিকেও পালন করিতেছেন; তিনি মাতা পিতার ন্যায় বিশ্বের পালনকর্ত্তা হইলেও, জগৎপীড়ক পাপকর্ম্মাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই হরি, যাঁহার তেজের সূক্ষ্ম অংশ; বিরাট পুরুষ, ব্রহ্মা ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি ও মরীচি প্রভৃতি মুনিগণও যাঁহার তেজের অংশ; সেই সোমদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; স্বয়ং হরি ও ব্রহ্মা, এবং ব্রহ্মার পুত্র মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য মুনিগণও উমার সহিত অবস্থিত এই সোমদেবের ভবনে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। এই সোমদেব মহাদেব হইতেই আকাশাদি ভূতগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে; অতএব জীবের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি বিপদ্গ্রস্ত হইয়া ইহাঁকে চিন্তা করেন, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ ও মহাত্মা; সুতরাং তাঁহার বিপদ্ নাশ পাইয়া থাকে। ফলতঃ যেমন সমস্ত জগৎ স্ত্রীপুংচিহ্নে চিহ্নিত, তেমনি ইহার কারণও স্ত্রীপুংচিহ্নে চিহ্নিত; এই পুংচিহ্নিত কারণ মহাদেব, আর স্ত্রীচিহ্নিত কারণ দেবী উমা; এই দুই ভিন্ন জগতে তৃতীয় কারণ কিছুই নাই; মহাদেবই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ কশ্যপ এইপ্রকার স্তব করিলে পর ভগবান্ বৃষভধ্বজ তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং

প্রসন্নচিত্তে কহিলেন, হে প্রজাপতে! তুমি যে জন্য আমার স্তব করিতেছ, আমি তাহা জানি। যাও, মহাত্মা দেবদ্বয় ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের ক্রোধশান্তি হইবে; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা উপেন্দ্র পারিজাত লইয়া যাইবেন। মুনি দেবশর্ম্মা ইন্দ্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; ইন্দ্র পূর্ব্বে ঐই তপোদীপ্ত মুনির ভার্য্যাতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে এই দেবী দাক্ষায়ণী এবং অদিতির সমভিব্যাহারে ইন্দ্রলোকে গমন কর; তোমার পুত্রের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে।

ব্রহ্মার নন্দন অপ্রমেয়াত্মা বিদ্বান্ দক্ষজ কশ্যপ দেবগণের গুরু হরের উক্ত প্রকার বাক্য শ্রবণ করত মনোমধ্যে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

—০—

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে সূর্য্য মুহূর্ত্তমাত্র উদিত হইয়াছেন, এমন সময় মহাতেজা জনার্দ্দন মৃগয়ার ছল করিয়া রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলেন। গমন কালে তিনি শিনিকুলধুরন্ধর সাত্যকিকে নিজ রথে আরোহণ করাইয়া প্রদ্যুম্নকে কহিলেন, তুমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন কর। অনন্তর রৈবতক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দারুককে বলিলেন, দারুক! তুমি আমার রথ লইয়া এই স্থানেই দুই প্রহর কাল অপেক্ষা এবং অশ্বদিগকে চারণ কর; আমি প্রত্যাগমন করিয়া এই রথেই দ্বারকা প্রবেশ করিব।

রাজন্! দারুককে এইপ্রকার আদেশ করিয়া ভগবান্ জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া অতুলপরাক্রম সাত্যকির সহিত গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন; শত্রুনিসূদন প্রদ্যুম্ন স্বতন্ত্র এক আকাশগামী রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর হরি পারিজাত হরণের ইচ্ছায় নিমেষমধ্যেই দেবতাদিগের উদ্যান পারিজাতকাননে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, অনেকানেক অস্ত্রধারী বীর দেবযোদ্ধৃগণ নানা অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া কানন রক্ষা করিতেছেন। সাধুজনের গতি মহাবল অধোক্ষজ তাঁহাদিগের দৃষ্টির সম্মুখেই বলপূর্ব্বক পারিজাত উৎপাটন করিয়া, গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন। রাজন্! পারিজাত নিজেই পক্ষিরাজ গরুড় এবং কেশবের নিকট মূর্ত্তিমান্ হইয়া উপস্থিত হইল। মহাত্মা কেশব বৃক্ষকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৃক্ষ! তোমার ভয় নাই। তাহা শুনিয়া পারিজাত প্রস্থান করিলে পর অধোক্ষজ অমরাবতীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! এদিকে নন্দনকাননরক্ষিগণ গমন করিয়া দেবরাজকে নিবেদন করিলেন, বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাতকে হরণ করা হইতেছে। তাহা শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। জয়ন্ত রথারোহণে তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন। পাকশাসন পুরী দ্বারের সন্নিকটে কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কহিলেন, হে মধুসূদন! এ কি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? গরুড়পৃষ্ঠস্থ কেশব প্রণাম করিয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, আপনার বধূর পুণ্যকব্রত উদযাপন করাইবার নিমিত্ত বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাত লইয়া যাইতেছি। ইন্দ্র কহিলেন, হে কমললোচন! এরূপ কর্ম্ম করিও না; যুদ্ধ না করিয়া পারিজাত লইয়া যাওয়া তোমার উচিত হয় না। হে মহাবাহো! অগ্রে তুমি আমাকে প্রহার কর; আমার প্রতি কৌমোদকী গদা নিক্ষেপ কর, হে যার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হউক।

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ হাস্য করত বজ্রতুল্য তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরে দেবরাজের হস্তীকে বিদ্ধ

করিলেন। দেবরাজও দিব্যদিব্য বাণে গরুড়কে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর বাসব কেশব-নির্ম্মুক্ত এবং কেশব বাসবনির্ম্মুক্ত শর সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। হে কুরুনন্দন! মাহেন্দ্র ধনু ও শার্ঙ্গধনুর টঙ্কার শব্দে স্বর্গবাসী সকল মূর্চ্ছিত হইলেন। উভয়ের এইরূপ যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময় মহাবল জয়ন্ত গরুড়পৃষ্ঠ হইতে পারিজাত গ্রহণ করিবার উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন। দর্শনে কেশব প্রদ্যুম্নকে আজ্ঞা করিলেন, নিবারণ কর। আজ্ঞা পাইয়া রুক্মিণীনন্দন জয়ন্তের পথরোধ করিলেন। তখন জয়শালীদিগের শ্রেষ্ঠ জয়ন্ত রথে অবস্থিত করত হাস্য করিয়া প্রদ্যুম্নের সর্ব্বাঙ্গে বাণ প্রহার করিলেন। কমললোচন কামদেবও রণে অবস্থিতি করিয়াই রণস্থ ইন্দ্রতনয়কে আশীবিষ সদৃশ বিবিধ বাণ দ্বারা ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। হে কৌরব! বীর জয়ন্ত ও রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্ন, উভয়ের সংগ্রাম অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের ও উপেন্দ্রের তনয় উভয়ই জগতে প্রধান অস্ত্রধারী; উভয়েই বিবিধ অস্ত্র আঘাত ও প্রতিঘাত করিতে লাগিলেন। দেবগণ, মুনিগণ এবং সিদ্ধ ও চারণগণ, সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, ঐ মহাঘোর সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রবর নামে মহাবল দেবদূত পারিজাত কাড়িয়া লইতে চেষ্টিত হইল। হে কৌরব! এই প্রবর জম্বুদ্বীপনিবাসী ব্রাহ্মণ। তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া নিজ বলে স্বর্গলাভ করত বাসবের সখা হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ এই প্রবরকে আগমন করিতে দেখিয়া সাত্যকিকে কহিলেন, সাত্যকে! তুমি এই স্থানে থাকিয়াই শর দ্বারা প্রবরকে নিবারণ কর। কিন্তু সাত্যকে! ইহাঁর প্রতি নির্দ্দয়ভাবে বাণ মোচন করিও না; ইনি ব্রাহ্মণ; ইহাঁর স্বাভাবিক ধৃষ্টতা সর্ব্বথা সহ্য করিবে। কৃষ্ণ এইরূপ আদেশ করিতে করিতে প্রবর গরুড়পৃষ্ঠস্থ সাত্যকিকে ষষ্টি বাণ দ্বারা গুরুতররূপে আঘাত করিলেন। সাত্যকি বাণপ্রযোক্তা প্রবরের ধনু ছেদন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি ব্রাহ্মণ, নিজধর্ম্ম প্রতিপালন কর; ব্রাহ্মণগণ গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইলেও, যদুবংশীয়েরা তাঁহাদিগকে বধ করেন না। তখন প্রবর উচ্চৈঃ হাস্য করিয়া সাত্যকিকে কহিলেন, হে নরবীর! তোমার ক্ষমা করিবার কোন প্রয়োজনই নাই; রণস্থলে কায়মনচিত্তে প্রহার কর। যাদব! আমিও জমদগ্নিতনয় রামের শিষ্য; আমার নাম প্রবর; আমি ইন্দ্রের সখা; আমাকে মধুসূদন মনে করিয়া, দেবগণ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হন না; আজ আমি সখার ঋণ পরিশোধ করিব।

রাজন্! অনন্তর সাত্যকির ও প্রবরের বিবিধ দিব্যাস্ত্র দ্বারা অতি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাত্মা কৃষ্ণাদির যুদ্ধ জন্য স্বর্গ এবং স্বর্গবাসীগণ কম্পিত হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণনন্দন যুদ্ধে ইন্দ্রনন্দনকে পরাজয় করিতে পারিলেন না; ইন্দ্রনন্দনও মায়াবী শূর কৃষ্ণনন্দনকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। উভয়ে পরস্পরের জয়ার্থী হইয়া, প্রহার কর, এইবার প্রহার সহ্য কর, এই বলিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রতাপশালী শচীপুত্র শার্ঙ্গধনন্দন প্রদ্যুম্নকে আহ্বান করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রহার করিলেন। প্রদ্যুম্ন দিব্য দিব্য বাণজাল বিস্তার করিয়া, দীপ্যমান আগমনকারী তৎসমস্ত অস্ত্র স্তম্ভিত করিলেন। মহারাজ! সেই এক অদ্ভুত ব্যাপার হইল। অনন্তর দানবমর্দ্দনকারী ঐ ভয়ানক দিব্যাস্ত্র রুক্মিণীনন্দনের উপর পতিত হইয়া তাঁহার রথ দগ্ধ করিয়া কোনমতে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারিল না; পারিবেই বা কেন; অগ্নি অতি বর্দ্ধিত হইলেও অগ্নিকে দাহ করিতে পারে না। নারায়ণনন্দন মহাবাহু প্রদ্যুম্ন দগ্ধরথ

হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন; এবং ধনু হস্তে আকাশে অবস্থিতি করিয়া জয়ন্তকে কহিলেন, হে মহেন্দ্রপুত্র! তুমি যে দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছ, এরূপ শত অস্ত্রেও আমাকে বধ করিতে পারিবে না। চেষ্টা কর; কত যত্ন করিয়া শিক্ষা করিয়াছিলে, অদ্য আমাকে তাহা প্রদর্শন কর। হে দেবনন্দন! রণস্থলে আমার অপেক্ষা অধিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে, এমন কেহই নাই। তোমাকে সশস্ত্র রথারূঢ় দর্শন করিয়া আমার ভয় হইয়াছিল; কিন্তু এখন আর তোমাকে ভয় করি না; যুদ্ধে তোমার বলাবল প্রত্যক্ষ করিলাম। যদি এই পারিজাত বৃক্ষ স্পর্শ করাই তোমার অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে মনে মনেই স্পর্শ কর, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি অস্ত্রের তেজে যে রথ দাহ করিলে, উহা মায়ামাত্র; আমি মায়াবলে এরূপ সহস্র রথ সৃষ্টি করিতে পারি।

মহাবল জয়ন্ত এই কথা শুনিয়া তপস্যার তেজে তাঁহার নিজের নির্ম্মিত এক অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। প্রদ্যুম্ন বাণজাল দ্বারা ঐ মহাবেগ অস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন ইন্দ্রনন্দন অপর চারি দিব্য অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদিক্ রোধ করিলেন; পরে রুক্মিণীনন্দনের প্রতি এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর উপর্য্যুপরি মহোল্কাসদৃশ নানা বাণ ও নানা অস্ত্র প্রদ্যুম্নের চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণনন্দন বাণজাল বিস্তার করিয়া, তৎসমস্তই নিবারণ করিলেন। এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিবিধ নিশিত শরে জয়ন্তকে বিদ্ধ করিলেন। তখন তাঁহার ধৈর্য্য ও লঘুহস্ততা দর্শন করিয়া পুণ্যকর্ম্মা স্বর্গবাসিগণ উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এদিকে শিনিকুলচূড়ামণি সাত্যকিও নিশিত শর দ্বারা প্রবরের ধনু ও হস্তাবরণ ছেদন করিলেন। প্রবর অপর এক মহেন্দ্রদত্ত বজ্রনাদী উৎকৃষ্টতর ধনু গ্রহণ করিলেন। ঐ ধনু হইতে সূর্য্যরশ্মিসঙ্কাশ ভূরি ভূরি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; এবং সাত্যকির ধনু ছেদন ও সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সাত্যকি অপর এক ভারসহ দৃঢ় ধনু গ্রহণ করিয়া রণস্থলে প্রবরকে বিদ্ধ করিলেন। পরস্পর মর্ম্মভেদী উত্তম উত্তম বাণ দ্বারা পরস্পরের বর্ম্ম এবং গাত্র হইতে মাংস ছেদন করিলেন। অনন্তর প্রবর অপর এক বাণ দ্বারা সাত্যকির ধনু ছেদন করিয়া তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। পরে সাত্যকি অপর শরাসন গ্রহণ করিবেন এই সময় প্রবর তাঁহার প্রতি লঘুহস্ততা সহকারে ক্ষেপণীয় গদা ক্ষেপণ করিলেন। সাত্যকি গদা দ্বারা গুরুতর আহত হইয়া ধনু গ্রহণ করিলেন না, হাসিয়া অসিচর্ম্ম গ্রহণ করিলেন; অমনি প্রবর তাঁহার প্রতি শত শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন যদুনন্দন সাত্যকিকে বিহস্ত মনে করিয়া প্রত্যয় তাঁহাকে যেমন নীল আকাশবর্ণ এক খড়্গ দিবেন, অমনি প্রবর হাসিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা খড়্গের আবরণ ছেদন করত মুষ্টি দেশে দ্বিখণ্ড করিয়া খড়্গ পাতিত করিলেন। খড়্গকোষে বাণের আঘাত হওয়াতে মহাশব্দ হইয়া উঠিল। পর ক্ষণেই প্রবর সাত্যকির বক্ষঃস্থলে এক শক্তি প্রহার করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং সাত্যকিকে জ্ঞানশূন্য জানিয়া পারিজাত গ্রহণ মানসে রথারোহণেই গরুড়ের নিকটবর্ত্তী হইলেন। অমনি গরুড় পক্ষাঘাতে রথ সহিত তাঁহাকে দুই ক্রোশ অন্তরে নিক্ষেপ করিলেন; রথ পতিত হইল; প্রবরও পতিত এবং মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন জয়ন্ত রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পতিত ব্রাহ্মণের চেতনা সম্পাদন করত তাঁহাকে সত্বর নিজ রথে আরোহণ করাইয়া লইলেন। এদিকে প্রদ্যুম্নও পিতৃব্য সাত্যকিকে বারম্বার জ্ঞানশূন্য ও পতিত হইতে দেখিয়া,

তাঁহার চেতনা সম্পাদন করত আলিঙ্গন করিলেন। মধুসূদন বাম হস্ত দ্বারা সাত্যকিকে স্পর্শ করিলেন; স্পর্শ মাত্র সাত্যকির সমস্ত ব্যথা দূর হইল। অনন্তর প্রদ্যুম্ন পারিজাতের দক্ষিণ এবং সাত্যকি বাম পার্শ্বে অবস্থিত করিলেন; ভারত! জয়ন্ত এবং প্রবরও এক রথে আরোহণ করিয়া পারিজাতের দিকে ধাবিত হইলেন। তাহা দেখিয়া পুরন্দর হাস্য করিয়া উঁহাদিগকে কহিলেন, গরুড়ের সন্নিকটে কখনই গমন করিও না; এই বিনতাতনয় বলবান্ এবং পক্ষীগণের রাজা। তোমরা দুই জন, এক জন আমার দক্ষিণে এবং আর এক জন বামে অবস্থিতি করত দর্শন কর, আমি যুদ্ধ করি।

এই কথা শুনিয়া দুই বীর বাসবের দুই পার্শ্বে থাকিয়া বাসব ও জনার্দ্দনের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুরন্দর মহাধনু নির্ম্মুক্ত বজ্রসমনাদী শত শত বাণে গরুড়ের সর্ব্ব গাত্রে বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপশালী বীর শক্রনিরস্তা বিনতানন্দন সে সকল বাণ গ্রাহ্য না করিয়া ইন্দ্রের গজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজন্! ক্রমে বলবান্ বীর্য্যশালী মহাসত্ত্ব, দুর্দ্দান্ত গজ ও পক্ষীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গজপতি ঐরাবত চীৎকার করিয়া দন্ত, শুণ্ড ও মুণ্ড দ্বারা সর্পরিপু গরুড়কে প্রহার করিল। মহাবলশালী গরুড়ও তীক্ষ্ণ নখাঙ্কুশ এবং পক্ষপুট দ্বারা ঐরাবতকে আঘাত করিলেন। মুহূর্ত্তকাল গজ ও পক্ষীর এইরূপ অতি ভীষণ যুদ্ধ হইল; তাহা দেখিলে জগতের বিস্ময় এবং দর্শকদিগের ভয় জন্মে। অনন্তর মহাবল গরুড় ভীষণ-নখাঙ্কুশসম্পন্ন চরণ দ্বারা ঐরাবতের মস্তকে আঘাত করিলেন; ঐরাবত, সেই প্রহারে অভিভূত হইয়া স্বর্গ হইতে এই জম্বুদ্বীপের পারিপাত্র পর্ব্বতে পতিত হইল। ইন্দ্র দয়া, সৌহার্দ্দ, এবং পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার বশতঃ পতনসময়েও ঐরাবতকে পরিত্যাগ করিলেন না। অবার বলবান্ কৃষ্ণও পারিজাতবাহী গরুড় যানে মহেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। মহেন্দ্র পারিপাত্র পর্ব্বতে অবস্থিত হইলেন। অনন্তর ঐরাবত চেতনা লাভ করত সুস্থ হইলে, পুনরায় ইন্দ্র ও জনার্দ্দনের ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়ে ধনুর্ব্বিক্ষিপ্ত আশীবিষসঙ্কাশ শত শত বাণ দ্বারা উভয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে ইন্দ্র ঐরাবতশক্র গরুড়কে বারম্বার বজ্র প্রহার করিতে লাগিলেন। সর্পসংহারী গরুড় অজস্র বজ্রাঘাত সহ্য করিলেন এবং প্রতিবারে বজ্রের সম্মান রক্ষার্থ এক একটী পক্ষ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কারণ, বজ্র ইন্দ্রের অস্ত্র এবং ইন্দ্র গরুড়ের ভ্রাতা, যেহেতু তিনিও কশ্যপের পুত্র। রাজন্! গরুড় বারম্বার আক্রমণ করাতে, অবশেষে পারিপাত্র পর্ব্বত মগ্ন হইয়া পৃথিবীতে প্রবিষ্ট ও চতুর্দ্দিকে বিশীর্ণ হইয়া বহুমান পূর্ব্বক কৃষ্ণকে আহ্বান করত চীৎকার করিয়া উঠিল। কৃষ্ণ দেখিলেন, পর্ব্বত প্রায় ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে; দেখিয়া পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া গরুড়পৃষ্ঠে আকাশে উত্থিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এবং প্রদ্যুম্নকে কহিলেন, তুমি আমার তেজোবল আশ্রয় করত এস্থান হইতে দ্বারকায় গমন করিয়া রথ আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না। হে মহাবাহো! তুমি দারুককে এবং বলভদ্র ও রাজা উগ্রসেনকে কহিবে যে, আমি ইন্দ্রকে জয় করিয়া কল্য দ্বারকায় উপস্থিত হইব।

ধর্ম্মাত্মা বিভু প্রদ্যুম্ন, যে আজ্ঞা, বলিয়া গমন করত বলদেব ও রাজা উগ্রসেনকে উক্ত কথা কহিয়া, দারুকচালিত রথে আরোহণ করিয়া একনাড়িকামাত্র কাল পরেই তথায় প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ ঐ রথে আরোহণ করিয়া পারিপাত্র পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন, যথায় দেবরাজ ঐরাবত পৃষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গিরিশ্রেষ্ঠ পারিপাত্র জনার্দ্দনকে আগমন করিতে দেখিয়া জনার্দ্দনের প্রভাব জানিয়া তাঁহার প্রিয়সাধন করিবার নিমিত্ত মাষরাশির ন্যায় হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাজন্! হৃষীকেশ পর্ব্বতের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর বলবান্ গরুড় পারিজাত লইয়া, যুদ্ধার্থ গমনকারী অচ্যুতের অনুগামী হইলেন। মহাবল প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি পারিজাত রক্ষার্থ উভয়ে গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। রাজন্! পরে সূর্য্য অস্ত গমন করিলেন; শর্ব্বরী আগত হইল। এই সময় পুনর্ব্বার বাসব ও কেশবের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৃষ্ণ দেখিলেন, ঐরাবত গরুড়ের নিকট যে গুরুতর প্রহার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে এখনও স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে নাই; দেখিয়া মহাতেজা দেবরাজকে কহিলেন, মহাবাহো! ইতিপূর্ব্বে ঐরাবত আহত হইয়াছিল, এখনও সুস্থ হইতে পারে নাই; রাত্রিও বাড়িতে চলিল; অতএব অদ্য যুদ্ধ নিবৃত্ত থাকুক, কল্য ইচ্ছামত প্রহার করিবেন।

তখন দেবরাজ, তাহাই হউক, কৃষ্ণকে এই কথা কহিয়া পুষ্কর তীর্থের নিকট গমন করিয়া গিরিময় দুর্গ মনোনীত করত তথায় অবস্থিতি করিলেন। এই সময় ব্রহ্মা, মহর্ষি কশ্যপ, অদিতি, এবং সমুদয় দেবতা, মুনি, সাধ্য, বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমারযুগল, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, ও বসুগণ তথায় আগমন করিলেন। হে জনেশ্বর! এদিকে নারায়ণ পুত্র ও সাত্যকির সহিত মনোরম পারিপাত্র পর্ব্বতে হৃষ্টচিত্তে অবস্থিতি করিলেন। পারিপাত্র পর্ব্বত নারায়ণের প্রতি ভক্তিহেতু মাষ প্রমাণ অর্থাৎ মাষরাশির ন্যায় হইয়াছিল, এই জন্য সাধুদিগের গতি নারায়ণ তাঁহাকে বরদান করিলেন, হে মহাগিরি! তুমি মাষপাদ নামে বিখ্যাত হইবে; এবং এই পুণ্যবলে তোমার উপরিভাগ হিমালয়ের ন্যায় পবিত্র ও মঙ্গলজনক হইবে। হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি এইপ্রকার হইয়া পৃথিবীতে অবস্থিতি করত সুমেরুকে স্পর্দ্ধা কর; বিবিধ মৃগ তোমাতে বসতি করিবে।

মহারাজ! কেশব পর্ব্বতকে উক্তপ্রকার বর দান করিয়া বৃষভধ্বজ মহাদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক সরিদ্বরা গঙ্গাকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র গঙ্গা তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন কৃষ্ণ বিধিবৎ পূজাপূর্ব্বক তাঁহাতে স্নান করিয়া তাঁহার জল ও বিল্বপত্র লইয়া সর্ব্ব ঈশ্বরের ঈশ্বর দেব ধূর্জটিকে আবাহন করিলেন। অনন্তর দেবদেব আগমন করিয়া গঙ্গাজল ও বিল্বপত্রের উপর অধিষ্ঠিত হইলেন। তখন কেশব পারিজাত পুষ্প দ্বারা সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বরদিগেরও ঈশ্বর মহেশের পূজা করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, হে ক্রীড়াপর! রুদন অর্থাৎ জীব পক্ষীকে মায়া পিঞ্জরে বন্ধন এবং দ্রাবণ অর্থাৎ চরমে ঐ মায়াকে নিরাস কর এই জন্য তোমার নাম রুদ্র। তুমি রোরূয়মাণ অর্থাৎ শব্দমাত্রে জ্ঞাত হইয়াই সংসার দূর কর এই জন্য তোমার নাম রুদ্র। তুমি স্বপ্রকাশ্য; তুমি ভক্তদিগের ভক্ত এবং বৎসল ব্যক্তিদিগের প্রতি বৎসল; তুমি অদ্য আমাকে যশস্বী কর, আমি অদ্য মনোমধ্যে তোমাকে চিন্তা করিতেছি। কি ভোগাসক্ত, কি সংসারত্যাগী, তুমি সকলেরই পতি। তুমি পশু অর্থাৎ জীবগণের পতি, এই জন্য তোমার নাম

পশুপতি। তুমি সর্ব্বকর্ম্মা। হে দেবদেব; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। তুমি জগতের পতি। তুমি দেবতাদিগের শত্রু নাশ করিয়া থাক। তুমি ব্রহ্মাদি ঈশ্বর-দিগেরও ঈশ্বর, আদ্য, প্রীতিপ্রদ ও প্রাণ-প্রদ; এই জন্য সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তোমাকে প্রধান বলিয়া থাকেন। হে অন্তগীন! হে ধীশক্তির প্রবর্ত্তক! অব্যক্ত-স্বরূপ জীবনিয়ন্তা তোমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; এইজন্য তুমি ভবনামে বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণের কারণ; কিন্তু নিজে স্বয়ম্ভু এবং অতি উদার। বিদর্ভনগরে নির্জ্জিত রাজগণ এবং সমুদায় দেবতা, অসুর ও প্রাণী আমাকে অভিষেক করিয়াছেন; হে দেবাদিদেব! এই জন্য সকলে তোমাকে সর্ব্বকর্ম্মা মহেশ্বর বলে, কারণ তোমাতে আমাতে ভেদ নাই। হে বরদ! তুমি পূজ্য; অতএব নিরন্তর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবগণ সর্ব্বদা তোমার পূজা করিয়া থাকেন। তোমার বীর্য্য অমেয়; এই জন্য তুমি দেবদেব ভগবান্ নামে বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি মধুসূদনের অভীষ্ট; আত্মাতে সর্ব্বপ্রাণী সৃষ্টি করিয়া থাক। হে ব্রহ্মাদির নাথ! হে দেব! তুমি; অন্তরীক্ষ, আকাশ; প্রাণ, অপান, ব্যান; অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য; ভূত, ভবিষ্য, বর্ত্তমান ইত্যাদি ত্রিতয় সকলের তুমি লয় স্থান; আবার লোক সকলকে তুমিই সৃষ্টি করিয়া থাক; এই জন্য তোমার প্রথম নাম ত্র্যম্বক, তোমার কীর্ত্তি ও বীর্য্য অপ্রমেয়। তুমি অন্তর্যামী রূপে অবস্থিতি করিয়া শত্রুদিগকে সংহার করিয়া থাক এই জন্য তোমার নাম শর্ব্ব। শত্রুগণ তোমাকে পরা-জয় করিতে পারে না। অন্তর্যামি রূপে শাসন-কর্ত্তা হইয়াও আবার তুমি রাজাদি রূপে শাসন করত অন্তর বাহির ব্যাপিয়া সাধুদিগের সুখসাধন কর, এই জন্য তোমার নাম শঙ্কর। তুমি শব্দমাত্রেরই প্রতিপাদ্য, এই জন্য তুমি শব্দের ঈশ্বর। বেদ ও পরম বিদ্যা তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তুমি সূর্য্যতেজেরও প্রকাশক।

হে অতিবীর্য্য! হে ঈশান! পূর্ব্বে সুর-রাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা প্রহার করেন। তাহাতে তোমার কণ্ঠ নীলবর্ণ হয়। তদবধি তুমি নীল-কণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইয়াছ। ক্ষমতাসত্ত্বেও তুমি বাৎসল্য বশতঃ ইন্দ্রের এই অপরাধ সহ্য করিয়াছিলে। হে সোম! কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি ভগাঙ্ক কি লিঙ্গাঙ্ক সকলই তুমি। তত্ত্ববিৎ ঋষিগণ তোমাকে গুণী ও সর্ব্বলোক ধাত্রীদের স্বরূপা অম্বিকাকে গুণত্রয়রূপিণী বলিয়া থাকেন। এই অম্বিকা সাক্ষাৎ মায়া এবং মহত্তত্ত্ব প্রসব করিয়াছেন। বেদ সকল ঐ মায়ার স্তব করিয়া থাকেন। ক্রিয়া শক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই দুইটি মহত্তত্ত্বের স্বরূপ। তন্মধ্যে তুমি ক্রিয়ারূপে দীক্ষাবান্‌গণের এবং জ্ঞান-রূপে যোগিগণের সুপ্রসিদ্ধ যজ্ঞ স্বরূপ। হে দেব! তুমি ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান সকলকালেই বিরাজমান আছ। সংসারের কোন বস্তুই সেরূপ নহে। অতএব তোমার সমান অদ্ভু-ভূত আর কেহ নাই। হে দেবদেব! আমি ব্রহ্মা, কপিল, অনন্ত, এবং ব্রহ্মার অতি-বীর পুত্রগণ, আমরা সকলেই তোমা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতএব তুমিই সকলের ঈশ্বর ও সকল কারণের কারণ এবং এই জন্য তুমিই সকলের পূজনীয়।

নারায়ণ উক্ত প্রকারে স্তব করিলে পর ভগবান্ বৃষভধ্বজ দক্ষিণহস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে দেবশ্রেষ্ঠ! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। তুমি পারিজাত লইয়া যাইতে পারিবে; তজ্জন্য চিন্তিত হইও না। প্রভো! তুমি যখন মৈনাক পর্ব্বতের উপর তপস্যা করিয়াছিলে, তখন আমি তোমাকে যে বর দিয়াছিলাম; তাহা স্মরণ করিয়া সুস্থির হও। তুমি অজেয় এবং

আমা অপেক্ষাও অধিকতর বীর হইবে, আমি এই বাক্য বলিয়াছিলাম, তাহাই হইবে; তাহার অন্যথা হইবে না। হে ধর্মজ্ঞ! হে দেবশ্রেষ্ঠ! তুমি যে বাক্যে আমার স্তব করিলে, যে ব্যক্তি এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া ভক্তিভাবে আমার স্তব করিবে, তাহার ধর্ম-লাভ হইবে। এবং সে সময়ে জয় ও সর্ব্বোত্তম সম্মান লাভ করিবে। হে দেবেশ্বর! তুমি এই স্থানে আমার এই যে লিঙ্গ স্থাপন করিলে, আমি এই লিঙ্গে বিল্বোদকেশ্বর-নামে খ্যাত হইয়া উপাসকের সকল অভিলাষ পূর্ণ করিব। হে জনার্দ্দন! হে কেশব! যে জ্ঞানী ব্যক্তি এই স্থানে ত্রিরাত্রি উপবাসী থাকিয়া ভক্তিভাবে আমার উপাসনা করিবেন, তিনি অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইবেন। অবিষ্যা নামে গঙ্গাও এই প্রদেশে অবস্থিতি করিবেন; মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাতে স্নান করিলে, গঙ্গাস্নানের তুল্য ফলই হইবে। হে জনার্দ্দন! এই স্থানে ভূবিবর মধ্যে দানবদিগের ষট্‌পুর নামে এক নগর আছে। এই সকল মহাবল পরাক্রান্ত দুষ্টাত্মা দৈত্য জগতের কণ্টকস্বরূপ। হে গোবিন্দ! ইহারা এই পর্ব্বতের পৃষ্ঠভাগে গুপ্তভাবে বসতি করিয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। ব্রহ্মার বরে ইহারা দেব দানবের অবধ্য হইয়াছে। তুমি মানুষরূপে গুপ্ত রহিয়াছ, অতএব তুমিই ইহাদিগকে সংহার কর।

মহারাজ! মহাদেব এই কথা বলিয়া মহাত্মা বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। মহাদেব প্রস্থান করিবার পর রাত্রি প্রভাত হইলে, গোবিন্দ পর্ব্বতের স্তব করিয়া কহিলেন, হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! তোমার নিম্নদেশে মহাসুর সকল বাস করিতেছে, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া ইহারা দেবগণের অবধ্য হইয়াছে। মহাবলশালী হইলেও আমি রুদ্ধ করিলে ইহারা বহির্গত হইতে পারিবে না; আমার আজ্ঞায় দ্বার রুদ্ধ হইলে তাহারা ঐ স্থানেই বিনষ্ট হইবে। হে মহাপর্ব্বত! আমি তোমার সন্নিকটেই অবস্থিতি করিব; এবং অসুরদিগকে দমন করত তোমাতেই বাস করিব। হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! যিনি, তোমার শিখরদেশে আরোহণ করিয়া আমার মূর্ত্তি দর্শন করিবেন, তাঁহার সহস্র গোদানের অক্ষয় ফল লাভ হইবে। আর যাঁহারা তোমার প্রস্তর দ্বারা আমার প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া ভক্তি ভাবে নিত্য আমার পূজা করিবেন, তাঁহারা আমার গোলক ধামে গমন করিবেন।

বরদাতা কৃষ্ণ ঐ পর্ব্বতের প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। দেবদেব অচ্যুত সেই অবধি ঐ পর্ব্বতের সন্নিকটে বাস করিতেছেন। হে কুরুনন্দন! বিষ্ণুলোক প্রার্থী জ্ঞানিগণ ঐ পর্ব্বতের প্রস্তরে প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৩৩

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর উন্নতমনা কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিল্বোদকেশ্বর মহাদেবকে নমস্কার করিয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। পুষ্করের নিকটে গিয়া রথের উপর হইতে ইন্দ্রকে আহ্বান করিলেন, যাবতীয় দেবগণ তখন মহেন্দ্রের পূজা করিতেছিলেন।

অনন্তর সাধুদিগের সম্মানতোষদাতা দেবরাজ ইন্দ্র এবং অনন্ত অশ্বযুক্ত উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। হে কুরুনন্দন! পরেই দৈবক্রমে পারিজাতের জন্য রথারূঢ় দুই দেবতার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শত্রুসৈন্যসংহারী বিষ্ণু রণস্থলে সরলসঞ্চারী বাণজাল দ্বারা দেবরাজের সৈন্যদিগকে প্রহার করিতে লাগি-

লেন। প্রভো! উভয়ে সমর্থ ও বীর হইলেও দেবরাজ উপেন্দ্রকে বা উপেন্দ্র দেবরাজকে প্রহার করিলেন না। রাজন্! জনার্দ্দন মন্ত্র যুক্ত তীক্ষ্ণ দশ দশ বাণ দ্বারা মহেন্দ্রের প্রত্যেক অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। দেবশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রও মন্ত্রপূত ভয়ানক শত শত বাণ দ্বারা কৃষ্ণের শৈব্য প্রভৃতি অশ্বচতুষ্টয়কে আচ্ছাদন করিলেন। কৃষ্ণ সহস্র বাণে ঐরাবতকে আবরণ করিলেন। মহাতেজা বাসবও কৃষ্ণের বাহন গরুড়কে সহস্র বাণে আচ্ছাদন করিলেন। শত্রুগণের ভয়োৎপাদক মহাত্মা নারায়ণ ও দেবরাজ সেদিন দুই অতি প্রধান রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে ভারতনন্দন! সমগ্র পৃথিবী, জলবক্ষঃস্থিত নৌকার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল; দশ দিক্ এককালে জ্বলিয়া উঠিল; প্রধান প্রধান পর্ব্বত সকল বিচলিত হইতে লাগিল; শত শত বৃক্ষ পতিত হইল; মানব সকল উত্তাপে পীড়িত হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল; গগন হইতে শত শত বায়ু-নিষ্পেষ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল; সমুদায় নদীই প্রতিকূল দিকে বহিতে আরম্ভ করিল; চারিদিক্ হইতে প্রবল বাত্যা বহিতে লাগিল; প্রভাশূন্য উল্কা সকল পতিত হইতে লাগিল; রথের শব্দে প্রাণী সকল বারম্বার মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল; জলে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল; চারিদিকেই আকাশমণ্ডলে গ্রহগণের সহিত গ্রহগণ যুদ্ধ আরম্ভ করিল; আকাশ হইতে শত শত তারা পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হইল; দিগ্‌গজ ও পৃথিবীর গজ সকল ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; গর্দ্দভের ন্যায় ধূসর ও অরুণ বর্ণ খণ্ড খণ্ড মেঘ সকল গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া ভীষণ গর্জ্জন ও বিবর্ণ রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল। হে রাজশ্রেষ্ঠ! অধিক আর কি বলিব; কি পৃথিবী, কি স্বর্গ, কি আকাশ কিছুই সুস্থির রহিল না।

এই প্রকারে দুই দেববীরকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া মুনিগণ জগতের হিত কামনা করিয়া মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন; মহাত্মা ব্রাহ্মণগণও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জপ আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাতেজা ব্রহ্মা কশ্যপকে কহিলেন, হে সুব্রত! যাও, বধূ অদিতির সহিত যাইয়া, দুই পুত্রকে নিবারণ কর। কশ্যপ, যে আজ্ঞা বলিয়া, রথারোহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন; এবং নরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের নিকটে গিয়া রথ স্থাপন করিলেন। কশ্যপ অদিতি সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া মধ্যভাগে অবস্থিতি করিলেন, দেখিয়া, শত্রুদমনকারী মহাবল বীর ইন্দ্র ও উপেন্দ্র উভয়ে রথ হইতে ভূমিতলে অবরোহণ করিলেন; এবং অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতের হিতসাধনে নিরত ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ পিতামাতাকে প্রণাম করিলেন। তখন অদিতি উভয়ের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, এ কি পরস্পরকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন. এত দুই সহোদরের কার্য্য নহে! সামান্য বিষয় লইয়া তুমুল কাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। আমি দেখিতেছি, এরূপ কার্য্য কোন রূপেই আমার পুত্রের উচিত কার্য্য নহে। যদি মাতার ও প্রজাপতি পিতার বাক্য শ্রবণ করা তোমরা কর্ত্তব্য বোধ কর, তাহা হইলে, আমি আজ্ঞা করিতেছি, তোমরা অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া সুস্থির হও। তখন মহাবল দেবদ্বয়, যে আজ্ঞা বলিয়া, স্নান করিবার জন্য পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে উভয়েই গঙ্গায় গমন করিলেন। ইন্দ্র কহিলেন, তুমি প্রভু এবং লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমিই আমাকে লোকরাজ্যে স্থাপন করিয়াছ; আবার তুমিই আমার অবমাননা করিতেছ কেন? হে কমললোচন! তুমি নিজেই কনিষ্ঠ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছ, সুতরাং আমি তোমার জ্যেষ্ঠ হইয়াছি, এখন কি

কারণে সে সম্বন্ধ অপলাপ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ ?

রাজন্! অনন্তর মহাত্মা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র গঙ্গাজলে স্নান করিয়া অদিতি ও কশ্যপের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। যে স্থানে পিতামাতার সহিত কমললোচন ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের মিলন হইয়াছিল, মুনিগণ ঐ স্থানের নাম প্রিয়সংগমন রাখিয়াছেন।

হে কুরুনন্দন! পরে বলিতেছি শ্রবণ কর ধর্ম্মচারী দেবগণ যেস্থানে সকলে একত্রিত হইয়াছিলেন, বাসুদেব সেই স্থানে বাক্য দ্বারা দেবরাজকে অভয় দান করিলেন। অনন্তর দেবগণ সকলে আপনাদিগের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিলেন। কশ্যপ, অদিতি, ইন্দ্র এবং জনার্দ্দনও এক বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গ যাত্রা করিলেন। হে কুরুনন্দন! তাঁহারা সকলে সর্ব্বগুণসম্পন্ন মনোরম ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইয়া একসঙ্গে সানন্দে বাস করিলেন। ধর্ম্মবৎসলা শচী দেবী সর্ব্ব ভূতের হিতসাধননিরত কশ্যপের ও তাঁহার পত্নীর পরিচর্য্যা করিলেন।

অনন্তর ঐ রাত্রি প্রভাত হইলে ধর্ম্মজ্ঞা অদিতি কৃষ্ণকে সর্ব্বভূতহিতকর এই বাক্য বলিলেন, হে গোবিন্দ! দ্বারকায় গমন কর; পারিজাতও লইয়া যাও; বধূ মনে মনে যে পুণ্যক ব্রত করিবার কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহার সে ব্রত সম্পাদন করাও। সত্যভামার পুণ্যক ব্রত সমাপন হইলে পর, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমাকে নন্দন বনে পুনর্ব্বার যথাস্থানে এই বৃক্ষ স্থাপন করিতে হইবে। তখন কৃষ্ণ মহাত্মা নারদের দ্বারা ধর্ম্মগুণযুক্তা যশস্বিনী দেবমাতাকে বলাইলেন, তাহাই হইবে।

অনন্তর জনার্দ্দন পিতা ও মাতাকে এবং মহেন্দ্র ও শচীকে প্রণাম করিয়া দ্বারকা যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মচারিণী ইন্দ্রাণী কৃষ্ণের সকল ভার্য্যার নিমিত্তই প্রণয় ও স্নেহ সূচক বিবিধ দ্রব্য দান করিলেন। যশস্বিনী কৃষ্ণের সহস্র ভার্য্যার প্রত্যেকের জন্য সর্ব্বপ্রকার দিব্য রত্ন ও বস্ত্র প্রদান করিলেন। বস্ত্র সকল নানা রাগে রঞ্জিত এবং কোন কালেই মলিন হইবার নহে। মহাতেজা মাধব এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে পুণ্যকর্ম্মা খেচরগণ তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিল। এই প্রকারে তিনি দীপ্তিমান্ সাত্যকির ও পুত্রের সমভিব্যাহারে রৈবতক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তথায় বৃক্ষরাজ পারিজাতকে স্থাপন করিয়া, সাত্যকিকে নানাদ্বারবিশিষ্টা দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে যদুকুলবর্দ্ধন মহাবাহো! যদুবংশীয়দিগকে গিয়া বল যে আমি ইন্দ্রালয় হইতে এই স্থানে পারিজাত আনয়ন করিয়াছি। আর অদ্যই আমি পুষ্পশ্রেষ্ঠ পারিজাতকে দ্বারকানগরী মধ্যে প্রবেশ করাইব। অতএব সকলে শুভ শোভা রচনা কর!

এই কথা শুনিয়া সাত্যকি গমন করিয়া ঐ কথা বলিয়া সাম্ব প্রভৃতি কুমারগণের সমভিব্যাহারে পুনরাগমন করিলেন।

অনন্তর রথিশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন সত্বরে গরুড়ের পৃষ্ঠে পারিজাত তুলিয়া লইয়া মনোরম দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। হরি শৈব্যাদি অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া প্রদ্যুম্নের অনুগামী হইলেন। সাত্যকি ও শাম্ব আর এক শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। রাজন্! অন্যান্য মহাত্মা যাদবগণ বিবিধ যানে আরোহণ করিয়া আনন্দে ঐ কার্য্যের প্রশংসা করিতে করিতে যাত্রা করিলেন। যদুবংশীয় ও নগরবাসী সকল সাত্যকির মুখে আদ্যন্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া দুর্ব্বোধস্বরূপ কৃষ্ণের ঐ কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

দ্বারকাবাসিগণ ঐ মহৎ-সমৃদ্ধিসম্পন্ন দিব্য-কুসুম শালি বৃক্ষকে দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। সেই অচিন্ত্য শ্রেষ্ঠ বৃক্ষে মদমত্ত পক্ষী সকল কোল করিতেছিল; বৃক্ষ দর্শন করিয়া বৃদ্ধদিগের বৃদ্ধাবস্থা দূর হইল। বনস্পতির গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অন্ধদিগের দিব্য চক্ষু প্রকাশ পাইল; রোগিগণ রোগমুক্ত হইল। দ্বারকাপ্রদেশবাসী সকল শ্বেত কোকিলের রব শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে আনন্দিত হইয়া কৃষ্ণকে নমস্কার ও স্তব করিতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী জনগণ নানাবিধ তূর্য্যধ্বনি ও মধুর সঙ্গীত শুনিতে পাইল। যে ব্যক্তি যে গন্ধ আঘ্রাণ করিবার বাসনা করিল, তৎক্ষণমাত্র পারিজাত হইতে সে সেই গন্ধই আঘ্রাণ করিতে পাইল।

অনন্তর যদুনন্দন মনোরমা দ্বারকায় প্রবেশ করিয়া মহাত্মা বসুদেব, দেবকী, যদুরাজ উগ্রসেন, ভ্রাতা বলদেব, এবং অন্যান্য মাননীয় দেবকল্প বৃদ্ধ যাদবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং যথাবিধানে তাঁহাদিগের পূজা করিয়া পরে তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া অরাতিনিসূদন ভগবান্ অচ্যুত নিজভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় পারিজাত অর্পণ করিবার নিমিত্ত সত্যভামার গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবী সত্যভামা আনন্দিত হইয়া ইন্দ্রানুজের পূজা করিলেন। বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাতও গ্রহণ করিলেন।

রাজন্! কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই সেই বৃক্ষ অতি ক্ষুদ্রাকার হয়; কখন সমস্ত দ্বারকাকে আচ্ছাদন করে, কখন হাতে ধরা যায় কখন অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হয়। সেই এক অদ্ভুত ব্যাপার হইল।

হে কুরুনন্দন! দেবী সত্যভামা বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন; এবং পুণ্যক ব্রত করিবার সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিবার উপক্রম করিলেন। জম্বুদ্বীপে ব্রতের উপযোগী যে কোমল দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, মহাত্মা কৃষ্ণ সে সমুদায়ই সংগ্রহ করিলেন।

সামগ্রী সংগ্রহ হইলে জিতেন্দ্রিয় রামানুজ জনার্দ্দন উপদেশ অনুসারে সত্যভামাকে দান করাইবার নিমিত্ত সর্ব্বগুণশালী নারদকে স্মরণ করিলেন।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।১৩৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ স্মরণ করিবামাত্র তপোধন মুনিশ্রেষ্ঠ বাগ্মিশ্রেষ্ঠ নারদ আগমন করিলেন। রাজন্! শ্রীমান্ বাসুদেব বিধানানুসারে পূজা করিয়া বিধানানুসারে দান গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিলেন।

অনন্তর উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অক্ষয় দেব জনার্দ্দন প্রিয়া সহিত একত্রিত হইয়া সানন্দ মনে সর্ব্বকামিক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মহামুনিকে গন্ধমাল্য দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ভোজন করাইলেন। পরে পতিপ্রিয়া স্বামিসৌভাগ্যবতী সত্যভামা কৃষ্ণের কণ্ঠে পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া, তাঁহাকে তদ্দ্বারা বনস্পতি পারিজাতবৃক্ষে বন্ধন করিলেন। তদনন্তর কেশবের অনুমতি লইয়া জলপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নারদহস্তে দান করিলেন; দেবী ঐ সঙ্গে সহস্র ধেনু, সহস্র মণিরত্ন প্রভাসংযুক্ত কাঞ্চন পর্ব্বত, সহস্র স্বর্ণ রৌপ্য মিশ্রিত পর্ব্বত, সহস্র তিলমিশ্রিত কাঞ্চনপর্ব্বত ও সহস্র নানা-রত্ন মিশ্রিত কাঞ্চন পর্ব্বত দান করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ এই সমস্ত গ্রহণ করত আনন্দিত হইয়া পুনর্ব্বার ভোজন করিয়া কেশবকে কহিলেন, কেশব! তুমি আমার হইয়াছ; সত্যভামা জলপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক তোমাকে দান করিয়াছেন। তুমি

আমার সঙ্গে আইস ; এবং আমি যাহা যাহা বলি, কর। কেশব যে আজ্ঞা বলিয়া গমনে প্রবৃত্ত নারদের অনুগামী হইলেন। তখন পরিহাসনিপুণ মুনিশ্রেষ্ঠ বহুবিধ পরিহাস করিয়া দাঁড়াও, যাইতেছি, এই কথা বলিয়া কৃষ্ণের কণ্ঠ হইতে মালাবন্ধন দূর করিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, কৃষ্ণ! আমাকে সবৎসা কপিলা গাভী এবং কাঞ্চনমিশ্রিত তিলপূর্ণ কৃষ্ণাজিন প্রদান কর ; মহাদেব বলিয়াছেন, এ বিষয়ের নিষ্ক্রয় এই।

রাজন্! মধুসূদন যে আজ্ঞা বলিয়া এ প্রকার করিলেন,এবং হাস্য করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ নারদ! তোমার যে বর ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর, তোমাকে তাহাই দান করিব ; আমি তোমাকে অত্যন্ত ভাল বাসি।

নারদ কহিলেন, হে সনাতন বিষ্ণো! তুমি আমার প্রতি নিত্য প্রসন্ন থাক। হে মহাযশে! আমি যেন তোমার প্রসাদে তোমার সহিত এক লোকে বসতি করিতে পারি। হে মাধুর গতি নারায়ণ! যেন আমাকে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে না হয় ; জন্মান্তরেও যেন আমি ব্রাহ্মণ হই।

হে ভরতনন্দন! বিষ্ণু কহিলেন, তথাস্তু ধীমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ তখন অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন। হে কৌরব! অনন্তর হরিপ্রিয়া সত্যভামা হরির ষোড়শ সহস্র স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং শচী বাসুদেবের হস্তে তাঁহাদিগের জন্য যে যে উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন, ভামিনী একণে সে সমস্ত ভাগ করিয়া সকলকে প্রদান করিলেন। পারিজাত সেই স্থানেই রহিল ; মহাত্মা নারদ বাসুদেবের আজ্ঞাক্রমে উহার গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। হে কৌরব! মহাত্মা বাসুদেব যে সকল নানাবর্ণের ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পারিজাতের সমৃদ্ধি দর্শন করিতে লাগিলেন। মহাতেজা হরি পাণ্ডবদিগকে এবং কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রাকে আনাইলেন। পুত্রের সহিত শ্রুতশ্রবা ও সপুত্র ভীষ্মককেও আনাইলেন। অধিক কি, তিনি মিত্র, সম্বন্ধী ও কুটুম্ব মাত্রকেই আনাইলেন। জনার্দ্দন স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনের সহিত আমোদ আহ্লাদে ও মহাআড়ম্বরে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একবৎসর অতীত হইলে সর্ব্বস্রষ্টা দেবশ্রেষ্ঠ কেশিনিসূদন পারিজাত বৃক্ষকে পুনর্ব্বার স্বর্গে লইয়া গেলেন। তথায় দেবরাজের সমভিব্যাহারে কশ্যপ এবং জননী অদিতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জননী অদিতি প্রণামপরায়ণ মধুসূদনকে কহিলেন, হে দেবশ্রেষ্ঠ! তোমাদিগের ভ্রাতায় ভ্রাতায় চিরকাল এইপ্রকার প্রণয় থাকুক ; তাহা হইলেই তোমার আমার বাসনা পূর্ণ করা হইবে। যে আজ্ঞা, তাহাই হউক্, মাতাকে এই কথা কহিয়া মাতা পিতার নিকট বিদায় লইয়া মহাতেজা মনস্বী বাসুদেব দেবরাজকে তৎকালোচিত এই বাক্য বলিলেন, হে দেবেশ্বর! মহাত্মা মহাদেব ভূমিগর্ভনিবাসী অবধ্য অসুরদিগকে বধ করিতে আমায় আজ্ঞা করিয়াছেন ; অতএব আমি অদ্য হইতে সপ্ত রাত্রির মধ্যে ঐ প্রবল অসুরদিগকে সংহার করিব। দানবদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানের উপরিভাগে মহাত্মা প্রবর ও বীর জয়ন্তকে থাকিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে এক জন মানুষরূপী দেব এবং অন্য জন দেবপুত্র। ঐ সকল দানব দেবগণের বধ্য নহে, উহারা ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়াছে। আমি একণে মানুষ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি ; অবশ্যই উহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিব।

তখন ইন্দ্র আনন্দিত হইয়া কহিলেন, তাহাই হইবে। পরে দুই দেব পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন ; ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণকে অমৃতোৎপন্ন কিরীট এবং কুণ্ডলযুগল অর্পণ করিলেন।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩৫।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনি আমাকে ব্রত সকলের উৎপত্তি বলুন; ব্যাসদেবের কৃপায় আপনি সমস্তই অবগত আছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বকালে উমা ব্রতবিধি সকল উৎপাদন করিয়াছিলেন; পৃথিবীতে যে উপায়ে প্রচার হয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

হে নৃপবর! দেবাসুরের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, মহাদেবের আজ্ঞায় ভীষণ ষট্পুর নাশ হইবার পর অসাধারণকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ হইতে পারিজাত লইয়া যাইলে মুনিশ্রেষ্ঠ ধীমান্ নারদ দ্বারকায় গমন করিলেন। সর্ব্ববিৎশ্রেষ্ঠ নারদ কৃষ্ণের সহিত উপবেশন করিয়া আছেন, এই সময় ভীষ্মকনন্দিনী রুক্মিণী তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন পরে তথায় দেবী জাম্ববতী, পতিপ্রিয়া সত্যভামা, যোগশালিনী গান্ধাররাজদুহিতা এবং কৃষ্ণের অন্যান্য সৎকুলসম্ভূতা সদ্গুণশালিনী ধর্ম্মনিষ্ঠা পতিব্রতা কামিনী সকল আসিয়া একত্রিত হইলেন।

রুক্মিণী কহিলেন, হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মপ্রধান সর্ব্বজ্ঞ সুনিয়মশালিন্! মুনে! আপনি আমাকে ব্রত সকলের উৎপত্তি বলুন। এই সকলের বিধি, ফল, দান, এবং কালও নির্দ্দেশ করুন; শুনিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ! আপনি কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন।

নারদ কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞে নিষ্পাপে দেবি বিদর্ভনন্দিনি! পূর্ব্বকালে উমা ব্রতের যেরূপ বিধি কহিয়াছিলেন, তুমি সপত্নীগণের সহিত তাহা শ্রবণ কর। দেবি! বিশুদ্ধব্রতচারিণী দেবী উমা পুণ্যের নিমিত্ত ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। ব্রত শেষ হইলে সখীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উদারকর্ম্মা দক্ষের অদিতি প্রভৃতি সকল কন্যা, লোকে পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাতা পুলোমনন্দিনী দেবী শচী, চন্দ্রের প্রেয়সী মহাভাগা রোহিণী, পূর্ব্বফল্গুনী, রেবতী, শতভিষা ও মঘা, যাঁহারা পূর্ব্বে মহাদেবী উমার আরাধনা করিয়াছিলেন, গঙ্গা, সরস্বতী, বেদগঙ্গা, বৈতরণী, গণ্ডকী ও অন্যান্য মনোহারিণী নদী, লোপামুদ্রা প্রভৃতি মঙ্গলময়ী জগৎপালিকা সতী, মঙ্গলময়ী সুনিয়মধারিণী যাবতীয় গিরিকন্যা ও অগ্নিকন্যা, অগ্নিসহধর্ম্মিণী স্বাহা, যশস্বিনী দেবী সাবিত্রী, ঋদ্ধি, কুবেরপত্নী, বরুণমহিষী, যমপত্নী বসুগণের সহধর্ম্মিণী, তপঃশালিনী, শ্রী, হ্রী, ধৃতি, কীর্ত্তি, আশা, মেধা, প্রীতি, মতি, খ্যাতি ও সন্নতি, এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধননিরত অন্যান্য সতী দেবীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ব্রত সমাপ্ত হইলে দেবী অম্বিকা সকলসাসমন্বিত রত্নময় তিন পর্ব্বত ও নানারাগরঞ্জিত উৎকৃষ্টতম সর্ব্বপ্রকার রত্ন দান করিয়া ইহাঁদিগের অর্চ্চনা করিলেন। হে সাধ্বি! তপঃশালিনী দেবীগণ দেবীর প্রদত্ত পূজা গ্রহণপূর্ব্বক উপবেশন করিয়া নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। দেবী ঐ সকল পতিব্রতাদিগের মধ্যে ব্রতের বিধিবিষয়ে যে সকল কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন; কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের মধ্যে তদ্বিষয়েও কথোপকথন উপস্থিত হইল। তখন অরুন্ধতী সমস্ত সাধ্বীর অভিপ্রায় অনুসারে দেবীকে ব্রত সকলের শ্রেষ্ঠ বিধি জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বপ্রাণীর হিতনিরতা উমা তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমার সমক্ষে বিবিধ ব্রত কীর্ত্তন করিলেন। উমা দানের রত্নপর্ব্বত আমাকেই দান করিয়াছিলেন। হে মঙ্গলময়ি!

আমি গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিয়াছিলাম। উমা সাধ্বী অরুন্ধতীকে সম্ভাষণ করিয়া এই কথা কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি পূর্ব্বে ব্রতের এই যে বিধি জানিতে পারিয়াছি, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিতেছি, তুমি সকলের সহিত একত্রিত হইয়া শ্রবণ কর।

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৩৬।

উমা কহিলেন, হে মধুরহাসিনি! স্বামীর কৃপায় আমি সর্ব্বজ্ঞা; এই জন্যই সর্ব্ব প্রথমে আমি ব্রত সকলের মঙ্গলময় বিধি জানিতে পারিয়াছি। মনোমধ্যে স্থির জানিবে যে, এই বিধিই সনাতন। হে অরুন্ধতি! আমি মহাদেবের প্রসাদেই জানিতে পারিয়াছি। হে অনিন্দিতে! সর্ব্বেশ্বর ধীমান্ ভগবান্ মহাদেবের আজ্ঞায় আমি সমস্ত পুণ্য ব্রতেরই আচরণ করিয়াছি। যে স্ত্রীর সতীত্ব ধর্ম্মাচরণ অখণ্ডিত থাকে, পুরাণে তাহার পক্ষেই পুণ্য ব্রতের নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। হে মঙ্গলময়ি অরুন্ধতি! অসতীদিগের দান, উপবাস, পুণ্য, সৎকর্ম্ম এবং ব্রত সমুদায়ই মিথ্যা। যোনিদোষে দূষিতা যে সকল দুষ্টা স্ত্রী স্বামীকে বঞ্চনা করে, তাহাদিগের ব্রতের ফল হয় না; তাহারা নরকে যাইবে। পতিদেবতা সচ্চরিত্রা অনন্যপুরুষধর্ম্ম-নিষ্ঠা সৎপথবর্ত্তিনী সাধ্বী সকল জগৎ পালন করিতেছেন। বাগ্‌দোষে অদূষিতা, পবিত্রস্বভাব, দৈবানুবর্ত্তিনী, সুনিয়মচারিণী নিত্য সত্যবাদিনী মহিলারাই নিশ্চয় জগৎপালন করিতেছেন। স্বামী রোগগ্রস্তই হউন, পতিতই হউন, দুর্দ্দশাগ্রস্তই হউন, স্ত্রী কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে না, সনাতন ধর্ম্মই এই। হে শুভবদনে! পতি দুষ্কর্ম্মই করুন পতিতই হউন, আর নির্গুণই হউন, স্ত্রী যেমন তাঁহার আপনাকে উদ্ধার করে, তেমনি তাঁহাকেও উদ্ধার করিবে। যোনিদোষে দূষিত হইলে স্ত্রীর প্রায়শ্চিত্ত নাই; সে অনন্তকালের জন্যই নষ্ট হইয়াছে। বাগ্‌দোষে দূষিতা হইলে সাধুগণ বেদে তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। হে যশস্বিনি! সদ্‌গতিপ্রার্থিনী কামিনী স্বামীর মতানুসারে ব্রত ও উপবাস করিবে। যে স্ত্রীর যোনিদোষ ঘটে, সহস্রকল্পান্তেও সে সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে না; এবং সহস্র তির্য্যগ্‌যোনিতে তাহাকে ভ্রমণ করিতে হয়। যদিও অসতী স্ত্রী মনুষ্য জন্ম লাভ করে, কিন্তু তাহাকে চণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হইয়া কুক্কুর ভক্ষণ করিতে হয়। হে তপোধনে! সাধুগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্বামীই স্ত্রীদিগের সর্ব্বসময়ের দেবতা। যাহার প্রতি স্বামী সন্তুষ্ট থাকেন, সেই সতী এবং তিনিই ধার্ম্মিকা। যে সকল স্ত্রী নূতন নূতন ইচ্ছা করিয়া সতীত্ব নাশ করে, তাহাদিগের সদ্‌গতি হয় না; যে সকল স্ত্রীর মন স্বামীতে প্রণয়পাশে নিশ্চল ভাবে বদ্ধ থাকে, তাঁহারাই পুণ্যলোক লাভ করিতে পারেন। হে সুন্দরি! যে সকল কামিনী কর্ম্ম, মন বা বাক্য দ্বারা পতিকে ত্যাগ না করেন, ব্রতাচরণ দ্বারা তাঁহাদিগেরই পুণ্য ফল লাভ হয়। হে শোভনে! আমি তপোবলে ব্রতের যে সকল বিধি জানিতে পারিয়াছি, তুমি সাধ্বীগণ সমভিব্যাহারে এখন সে সমস্ত শ্রবণ কর।

স্ত্রী প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত স্নান করিয়া ব্রত বা উপবাস করিবার নিমিত্ত স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করিবে। এবং শ্বশুর ও শ্বশ্রূ বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাদিগের চরণে নমস্কার করিয়া কুশ ও আতপ তণ্ডুল সহিত তাম্রপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ গোশৃঙ্গে জল প্রোক্ষণ করত সেই জল ধারণ করিবে। পরে স্বামী স্নান করিয়া নিয়মস্থ হইলে, তাঁহার

গাত্রে ঐ জল প্রোক্ষণ করিবে। আপনার মস্তকেও ঐ জল সেক করিবে। ত্রিলোকেই এই স্নানকে সর্ব্বতীর্থস্নান কহে। উপবাস এবং ব্রত, উভয় কার্য্যেই এই স্নান করিবে। হে ভাবিনি! স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই এই স্নান বিহিত হইয়াছে। হে অরুন্ধতি! তবের তেজঃস্বরূপ তপস্যার বলে আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি। সুখশয়ন, সুখ-উপবেশন, স্বয়ং পাদপ্রক্ষালন, অনুকরণশব্দ, অশ্রুমোচন, ক্রোধ এবং কলহ করিলে স্ত্রীর ব্রত ও উপবাস নষ্ট হয়।

হে চন্দ্রনন্দিনি! উপবাস এবং ব্রতকালে সর্ব্বদা শুক্লবস্ত্র পরিধান করাই প্রশস্ত; স্বচ্ছ অধর্ব্বাসও একখানি পরিধান করিবে। ব্রতকালে সর্ব্বসময়েই তৃণের পাদুকা ব্যবহার করিবে। উপবাস এবং ব্রত উভয় কার্য্যেই এই বিধি। দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার, মস্তক মগ্ন করিয়া স্নান অথবা অঙ্গমার্জ্জন কি অঙ্গে গন্ধাদিলেপন করিবে না। শৌচের জন্য মৃত্তিকা দ্বারা সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিবে। হরীতকী বা আমলকী ও পক্ক বিল্বফল দ্বারাও স্নান হইতে পারে। জল দ্বারা মস্তক প্রক্ষালন করিতে হইলে, কখন তাহাকে মৃত্তিকা মিশ্রিত করিবে না। কঙ্কদ্বারা মস্তক মার্জ্জন করিবে না। পাদদ্বয়ে বা গাত্রে তৈলমর্দ্দন করিবে না। কথিত আছে, বিধি এই। গোযান, উষ্ট্রযান বা গর্দ্দভযান পরিত্যাগ করিবে। উপবাস বা ব্রতকালে উলঙ্গ হইয়া স্নান করা বিধেয় নহে। হে চন্দ্রনন্দিনি! নদীজলে স্নান করাই প্রশস্ত। পদ্মাদি জলজ পুষ্পশোভিত পবিত্র তড়াগাদিতে গমন করিয়া স্নান করিতে পারিলেই সর্ব্ব সময়ে ও সর্ব্ব প্রকারে উত্তম হয়। অন্তঃপুরবদ্ধা স্ত্রীর পক্ষে তড়াগাদিতে গমন করিয়া স্নান করা অসম্ভব হইলে, তিনি কলসের জলে স্নান করিবেন। নূতন কলসে স্নান করিতে হইবে; সনাতন বিধিই এই। মস্তকে জল সেচন করিয়া স্নান করিলেই কিন্তু তপস্যার ফললাভ হয়।

—·—

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।১৩৭।

উমা কহিলেন, পতিদেবতা কামিনী এইপ্রকার বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক সংবৎসর, ছয়মাস বা এক মাস ব্রত আচরণ করিবেন। সাধ্বী একাগ্রচিত্তে একাদশ্ সনবাকে নিমন্ত্রণ করিবেন; আমি স্বয়ং ব্রতের এই মঙ্গলময় বিধি জানিতে পারিয়াছি। মূলব্রতচারিণী প্রথমতঃ স্বামীদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া জলের সহিত ঐ একাদশ সনবাকে পুরোহিতকে দান করিবেন; পরে কালদেশানুসারে নিষ্ক্রয় দান পূর্ব্বক পুরোহিতের নিকট হইতে উহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পুনর্ব্বার স্বামীদিগকে অর্পণ করিবেন। অনন্তর মাসান্তে নবমীতিথিতে অর্চ্চনা করিয়া ব্রত উদ্যাপন করিবেন। ব্রতসিদ্ধির জন্য ব্রতের পূর্ব্বে বা পরে দিবারাত্রি বা ত্রিরাত্রি উপবাস করিবে। তাহার পর আপনার ও স্বামীর ক্ষৌর করাইবে। সেই দিনেই গাত্রমার্জ্জন ও স্নান করিতে হয়। তাহার পর বিবাহকালীন স্নানের ন্যায় স্নান এবং অলঙ্কার ও মাল্যাদি ধারণ করিবে। শুভপুণ্যকব্রতে এই বিধান করা হইয়াছে। সাধ্বী কুম্ভজলে স্নান করিতে করিতে স্বামীপদযুগলে নমস্কার করিয়া মনে মনে বা বাক্যে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন,—"জল প্রাণীদিগকে উৎপাদন করিয়াছে, জল বিশ্ব ধারণ করিতেছে, জল স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছে, জলের নাম মহতী; জল ধর্ম্মের পরিপোষক, অতএব সুখসাধক; জল নির্ম্মল; জল পবিত্রতাসাধক; অতি উপকারক রস দ্বারা আমার উৎকৃষ্ট মঙ্গলসাধন ও আমাকে পরিতৃপ্ত করুক।"

হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! এই জলমন্ত্র, সকলের

পাঠার্থ বিহিত হইয়াছে। পুরাণে স্ত্রীদিগের পক্ষে যে সকল মন্ত্র কথিত হইয়াছে শ্রবণ কর ;—"আমি যেন মঙ্গলময়ী, ধনাদিসম্পন্না, গুণবতী, স্বামীর সমভিব্যাহারে ধর্ম্মচারিণী, স্বামীর মনোভিলাষপূরণে সমর্থা ও মাননীয়া হই ; মন, কি কায়, কি বাক্যেও যেন স্বামীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হই ; স্বামির যেন বশবর্ত্তিনী হই। সর্ব্বদা যেন সপত্নীদিগের উপরে থাকি ; যেন পুত্রের জননী হই ; পতি যেন আমাকেই বাসনা করেন ; আমাকে দেখিলে যেন মন মুগ্ধ হয় ; অন্নাদি দানে যেন আমার হস্ত মুক্ত থাকে। সর্ব্বপ্রকারে আমি যেন প্রিয়বাদিনী হই। আমাকে যেন কখন দারিদ্র দুঃখে পতিত হইতে না হয়। পতি যেন আমার প্রতি সর্ব্বদা মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করেন ; সর্ব্বদা যেন আমার অপেক্ষা করিয়াই থাকেন ; চিরকাল যেন আমাতেই অনুরাগ প্রকাশ করেন, আমা ভিন্ন তিনি যেন কাহাকেও না জানেন ; আমি ভিন্ন তাঁহার যেন অন্য গতি না থাকে। চক্রবাকের ন্যায় যেন আমাদিগের দুই জনের প্রণয় থাকে ; মনের অমিল যেন না ঘটে ; মন যেন সরলই থাকে। যে সকল সাধ্বী সমস্ত জগৎপালন করিতেছেন, এবং যাহারা পিতৃ ও স্বামি উভয় কুলই পবিত্র করেন, আমি যেন তাঁহাদিগের লোকে গমন করি। আমার যেন পতিভক্তি বৃদ্ধি পায়। পৃথিবী, বায়ু, জল, আকাশ, অগ্নি, অন্তরাত্মা, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার যেন আমার এই ব্রত ও এই ভক্তির সাক্ষী থাকেন ; ঋষিগণ যেন এই ব্রত ও ভক্তি স্মরণ রাখেন। দেহীগণের স্ব স্ব কর্ম্মপ্রেরিত, জরায়ুজাদি সম্বন্ধযুক্ত যে সত্ত্বাদিগুণের অভিমানী দেবগণ হইতে এই যে সকল ভৌতিক দেহ সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং যাঁহারা পঞ্চভূতেই অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা আমার এই ব্রত, ও চরিত্রের সাক্ষী থাকুন। চন্দ্র সূর্য্য, যম, সমুদায় দিক্, এবং আমার এই আত্মা সকলে আমার এই ব্রত, ভক্তি ও চরিত্রের সাক্ষী থাকুন।

পুরাণে কথিত হইয়াছে, ব্রতের আরম্ভ দিন হইতে প্রতিদিন সকল দ্রব্যের উপারই উক্ত প্রকার পুরাণোক্ত মন্ত্র সকল পাঠ করিবে।

স্নান করিবার পর নিজে কর্ত্তনাদি করিয়া স্বামীকে পরিধেয়, ও উত্তরীয় দান করিবে হে মঙ্গলময়ি! যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিজে কর্ত্তনাদি করিবে না। একখানি উৎকৃষ্ট শুভ্র নববস্ত্র দান করিবে। ঐ বস্ত্রের সহিত নিজের কর্ত্তিত সূত্র সংলগ্ন করিয়া দিবে। হে ক্ষীণমধ্যে! জ্ঞানবিজ্ঞানপণ্ডিত শুদ্ধাচার জিতেন্দ্রিয় এক জন ব্রাহ্মণের সহিত শক্তি অনুসারে স্বামীকে ভোজন করাইবে। হে মহাতপঃশালিনি অরুন্ধতি! ব্রাহ্মণকেও দুইখানি বস্ত্র এবং শয্যা, যান, গৃহ, ধান্য, দাসী ও দাস দান করিবে। এতদ্ভিন্ন শক্তি অনুসারে অলঙ্কার, সর্ব্বধান্যমিশ্রিত বিশেষতঃ তিলমিশ্রিত নানা বর্ণের বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত ঘৃত পর্ব্বত দান করিবে। ক্ষমতা থাকিলে প্রভূত হস্তী, না হয়, গাভী অবশ্য দান করিতে হইবে। মহেশ্বরের লবণনির্ম্মিত প্রতিমা এবং নবনীতরচিত উমাপ্রতিমা দান করিবে ; গুড়, মধু, সুবর্ণ, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, পুষ্প, রৌপ্য, তাম্র, বিবিধ ফল ও বিবিধ বস্ত্রের সুন্দর চিত্র, এবং প্রতিকৃতিও দান করিবে। কাষ্ঠের প্রতিমাও দিবে। শিলার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দধি, দুগ্ধ ঘৃত ও দূর্ব্বা দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। অন্য যে দ্রব্যের ইচ্ছা হয়, প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে। সম্পত্তি থাকিলে, পতির মত লইয়া কাল ও দেশানুসারে অল্পই হউক আর অধিকই হউক দান করিবে। তিলপাত্র সম্প্রদান করিবে। স্বামীর মত না হইলে দান করিবে না। কপিলা গাভী এবং কাংস্যময় দোহন পাত্র অবশ্য দান করিবে। তিল ও বস্ত্রযুক্ত কৃষ্ণা-

তিল, মুকুর এবং ময়ূরপুচ্ছ মুক্তি ও অঞ্জন দান করিতে হইবে। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! এই সমস্ত দান করিলে, স্ত্রী যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন, এবং অগ্রগণ্যা, সৎপুত্রবতী, স্বামীর আদরভাগিনী ও রূপবতী হন; শিল্পকার্য্যে নৈপুণ্যলাভ করেন; ধনবতী হয়েন; এবং তাঁহার চক্ষুর মনোহারিতা জন্মে। তিনি সর্ব্বদা সচ্চরিত্রা হন। হে জিতেন্দ্রিয়ে অরুন্ধতি! এই ব্রত সর্ব্ব প্রথমে আমিই করিয়াছি। এই জন্য ইহার নাম উমাব্রত হইয়াছে। স্ত্রীর পক্ষে ইহাই উত্তম ব্রত, অতএব এই ব্রত আচরণ করিবে। এই ব্রতে দান করিলে স্ত্রীর সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়। হে সুন্দরি! পূর্ব্বে দেবদেব সর্ব্বকর্ত্তা মহাদেব আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এই ব্রতকে ব্রতের রাজা করিয়াছিলেন। ব্রতশেষ হইলে সর্ব্বাবস্থাতেই স্ত্রীদিগকে ভোজন করাইবে এবং কালদেশ অনুসারে তাহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবে। প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ বরদান করিবে। ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে দক্ষিণার সহিত অন্নদান করিবে। ব্রতে পায়স অন্ন দান করাই কর্ত্তব্য, অন্য অন্ন দান করা বিধেয় নহে। সকল পুরাণেই শ্রবণ করা যায়, ব্রতে প্রতিবন্ধ করিবে না।

হে চন্দ্রনন্দিনি! ইহার পর আর এক ব্রত বলিতেছি, শ্রবণ কর; মহাদেবের প্রসাদে আমি ঐ ব্রত জানিতে পারিয়াছি।

সাধুগণ বলিয়াছেন, পুত্র প্রসব করাই স্ত্রীদিগের প্রয়োজন; অতএব যাঁহারা পুত্র প্রার্থনা করেন, তাঁহারা পুত্রার্থিনীকে পুত্রের সহিত নাসিকাযুক্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র ঘট দান করিবেন। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস পুণ্যাহ মাস; এই দুই মাসে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুষ্ঠান করিবে। অথবা কেবল জ্যৈষ্ঠ কি কেবল আষাঢ়ে অনুষ্ঠান করিবে। অনন্তর দুই বা এক মাস অতীত হইলে ফাণক পূরিত কতকগুলি ঘট পুত্রের সহিত দান করিবে। ঘৃত দুগ্ধ, দধি, মধু এবং জলপূর্ণ কতকগুলি কলসও দান করিবে। যতগুলি ইচ্ছা হয়, এক জন সাধু জ্ঞানবান্ সুনিয়মচারী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে ততগুলি পুত্র সহিত ঘট দান করিবে।

যদি কন্যাকামনা করে, তাহা হইলে স্ত্রীদিগের বাঞ্ছনীয় কোন বস্তু দান করিবে। তাহা হইলে কন্যার্থিনী অবশ্যই কন্যালাভ করিবেন। দক্ষিণা সম্বন্ধে গাভী, বা সুবর্ণই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে বস্ত্র অবশ্যই দান করিবে। এই ব্রতে নারী যজ্ঞোপবীত এবং উক্তপ্রকার বিধানানুসারে ঘটও দান করিবে। ব্রতের নিয়ম পালন করত সম্পূর্ণ একবৎসর কাল রোহিণী প্রভৃতি শ্রী নক্ষত্রের যোগ সময়ে ঘটাদি দান করিবে। এক বৎসর পূর্ণ হইলেও স্বামীর মত লইয়া ঘটদান করিবে। যতদিন এই নিয়ম ধারণ করিবে ততদিন নূতন দ্বিদল বা ফল, এবং কোন পুষ্প ভক্ষণ করিবে না। হে সাধ্বি! একাহারা হইয়া এই পুণ্যক ব্রত আচরণ করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর ব্রাহ্মণকে, পরে ভর্ত্তাকে ব্রতদান করিবে। সংবৎসর এই প্রকার নিয়ম আচরণ করিলে নারী স্বামীর আদরিণী, কান্তিমতী ও ধনসম্পন্না হয়; এবং তাহাকে বিধবা হইতে হয় না। যে স্ত্রী সম্পূর্ণ এক বৎসর বার্ত্তাকু ভক্ষণ না করিয়া ব্রত করে, নিশ্চয় জানিবে, তাহাকে পুত্রের মৃত্যু দর্শন করিতে হয় না। যে নারী ব্রত কালে শশকের বা মৃগের মাংস ভক্ষণ না করেন, তিনি দীর্ঘজীবিনী ও পতিব্রতা হন। যে নারী ভর্ত্তার সুখ কামনা করেন, তিনি অলাবু, পুতিকা, কলম্বী এবং কাঞ্চন ভক্ষণ করিবেন না। সংবৎসর পূর্ণ হইলে একাদি ক্রমে উক্ত শাক সকল ভক্ষণ করিবেন। তাহা হইলে দয়াবতী, পুত্রবতী ও পুত্রদ্ধী হইবেন। যে স্ত্রী ব্রতের আরম্ভ হইতে নিজে নিজের পাদ প্রক্ষালন করেন, তিনি সম্মান প্রাপ্ত হন; এবং

তাঁহাকে কখন চিন্তাকুল হইতে হয় না। যে স্ত্রী এক বৎসর কাল দিবাকালে একবার মাত্র ভোজন করেন এবং এক বৎসর পূর্ণ হইলে রাত্রিতে আহার ত্যাগ করেন, তাঁহার পুত্র মরে না; তিনি স্বামীর আদরভাগিনী হইয়া চরমে শ্রেষ্ঠ অমরকামিনী হন; এবং সপত্নীদিগকে অতিক্রম করিতে পারেন, এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সংবৎসর পূর্ণ হইলে মনোমত বর্ণশালী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সুবর্ণনির্ম্মিত উত্তম সূর্য্য দান করিবেন। এবং অস্ত সময়ের পূর্ব্বে ফল, পুষ্প ও ভক্ষ্য দান করিবে। অথবা যে স্ত্রী নিয়মচারিণী হইয়া সূর্য্য অস্তগমন করিবার পর চন্দ্র ও নক্ষত্রের কিরণে পবিত্রীকৃত ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করেন, তিনি মনোমত ব্রাহ্মণকে কাঞ্চনময় চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহ এবং লবণ সহিত বস্ত্র দান করিবেন। এইরূপ ব্রত করিয়া স্ত্রী স্বামীর আদরভাগিনী, সুন্দরদর্শনা, পুত্রবতী এবং দেবকন্যার সদৃশী হন। প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রোদয় হইলে পর নারী আতপতণ্ডুল ও কুশ সহিত পুষ্পের অর্ঘ্য এবং দধি সহিত যাবক বলি দান করিবে। যে নারী নিত্য এই ব্রত করেন, তাঁহার সমুদায় অভিলাষ পূর্ণ হয়। যে পতিব্রতা নারী দুর্দ্দিনেই হউক আর নির্ম্মল দিনেই হউক, সূর্য্যকে দর্শন না করিয়া আহার করেন না, তাঁহার সমুদায় মনোরথ চরিতার্থ হয়। এইরূপ ব্রতচারিণী কামিনী ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি স্বর্ণদান করিবেন; তাহা হইলে তিনি স্বামীর আদরভাগিনী, সুন্দরী ও দেবকন্যা সদৃশী হয়েন।

— · —

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩৮।

ভগবতী কহিলেন, হে অরুন্ধতি! যে জল পূর্ণ বস্ত্রদ্বারা শরীরকে পরের সুখ লাভের উপযুক্ত করা যাইতে পারে, বলিতেছি, তুমি এই সকল পতিব্রতাদিগের সদাচারব্যবহারে শ্রবণ কর।

যে পতিব্রতা ভক্তিমতী কামিনী সম্বৎসর কাল প্রতি কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে শুক্ল বস্ত্র পরিধান ও পবিত্রাচারা হইয়া গুরু দেবতার আরাধনা পূর্ব্বক নিরাহারে বা ফল মূল আহার করিয়া ঐ দিবস যাপন করেন, এবং এই প্রকারে সংবৎসর পূর্ণ হইলে পর ব্রাহ্মণকে বৎস বন্ধন রজ্জু, চামর, ধ্বজ এবং দক্ষিণা সহিত মহিষ দান করেন, তাঁহার আকুঞ্চিত কুটিলাগ্র ও নিতম্বদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বি কেশ হয়। যে সতী স্ত্রী মস্তকের সুখ সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি আমলকী ও শ্রীফল মর্দ্দন করিয়া জল দ্বারা মস্তক ক্ষালন করিবেন। সর্ব্বদা গোমূত্র পান করিবে। এবং স্নানজলে উহা মিশ্রিত করিবে। হে সুন্দরি! কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে এই ব্রত করা কর্ত্তব্য। এই ব্রত করিলে, নারী বিধবা হন না; স্বামীর আদরভাগিনী হন; কখনও তাঁহাকে দুঃখ পাইতে বা শিরোরোগে আক্রান্ত হইতে হয় না। হে চারুহাসিনি; যে স্ত্রী সুন্দর ললাটদেশ কামনা করেন, তিনি প্রাতে প্রতিপদাদিতিথিতে একএকবারমাত্র ভোজন করিবেন; এবং পূর্ণ সংবৎসর কাল দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবেন; সংবৎসর অতীত হইলে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণময় উষ্ণীষ দান করিবেন। এইরূপ করিলে নারী সুন্দর ললাট প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যে স্ত্রী ভ্রূদ্বয়ের সৌন্দর্য্যকামনা করেন, তিনি দ্বাদশীতে পারণ করিয়া পরদিন উপবাস করিবেন; এইরূপে এক বৎসর অতীত হইলে পর, দক্ষিণা সহিত পক্কফল ও সুবর্ণময় মাষ ও লবণ দ্বারা অথবা কেবল ঘৃত দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করাইবেন; এবং যুগ্মভ্রূর নিমিত্ত ভ্রূ নির্ম্মাণ করিয়া দক্ষিণা দান করিবে। হে ক্ষীণমধ্যমে! যে

স্ত্রী কর্ণযুগলের সৌন্দর্য্য ইচ্ছা করিবেন, তিনি শ্রাবণা নক্ষত্রের যোগ হইলেই যাবক ভক্ষণ করিয়া থাকিবেন। এই প্রকারে এক বৎসর পূর্ণ হইলে পর কুঙ্কুমমিশ্রিত ঘৃতে নিক্ষেপ করিয়া সুবর্ণময় দুই ফল সম্প্রদান করিবে। ললাট সংলগ্ন মধ্যভাগে আনত নাসিকা ইচ্ছা করিলে, যতদিন পুষ্পোদ্গম না হয়, ততদিন একান্তরা ব্রত অবলম্বন করিয়া তিল গুল্মে জলসেচন করিবেন। পরে পুষ্পোদ্গম হইলে সেই পুষ্প লইয়া ঘৃতে প্রক্ষেপ করিয়া দান করিবেন। "আমার নয়নযুগল সুন্দর হউক" যে স্ত্রী এইরূপ কামনা করেন, তিনি হয় দুগ্ধ না হয় ঘৃত ভোজন করিয়া থাকিবেন। এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে পর একটি পান পাত্রে উৎপল পত্র দুগ্ধে নিক্ষেপ করিয়া ভাসমান অবস্থায় ঐগুলি ব্রাহ্মণ হস্তে সম্প্রদান করিবেন। এইরূপ দান করিলে, নারীর কৃষ্ণসারের ন্যায় চক্ষু হইবে। হে ধর্ম্মগুণশালিনি! যে স্ত্রী সুন্দর ওষ্ঠদ্বয় কামনা করিবেন তিনি সম্বৎসরকাল মৃণ্ময়পাত্রে জল পান ও নবমী তিথিতে অযাচিত ভোজন করিবেন। সংবৎসর পূর্ণ হইলে পর বিদ্রুম দান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে নারীর ওষ্ঠাধর বিম্বফলের সদৃশ হইবে। এবং তিনি স্বামীর আদরভাগিনী, রূপবতী, পুত্রবতী ও ধনধান্যগোমতী হইবেন। হে দেবসুন্দরি! যে কামিনী মনোহারিণী দন্তপংক্তি কামনা করেন, তিনি শুক্লা অষ্টমীতে দুইবার অন্নভোজন করিবেন না। এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে পর কতকগুলি রৌপ্যময় শুভ্রদন্ত দুগ্ধে ক্ষেপণ করিয়া দান করিবেন, তাহা হইলে তিল পুষ্পের ন্যায় দন্তপংক্তি লাভ করিতে পারিবেন। স্বামীর আদর এবং পুত্রও প্রাপ্ত হইবেন। যে নারী সুন্দর মুখ মণ্ডল কামনা করেন, তিনি পূর্ণিমার দিন, চন্দ্রোদয় হইলে দুগ্ধ সিদ্ধ যাবক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ভোজন করিবেন। এইরূপে সম্বৎসর পূর্ণ হইলে পর রৌপ্যময় নির্ম্মল চন্দ্র প্রফুল্ল পদ্মে স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণকে স্বস্তিবাচন করাইবেন। তাহা হইলে স্ত্রীর মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হইবে। যে নারী তালফলের ন্যায় কামনা, করেন, তিনি বাক্যসংযম পূর্ব্বক প্রতি দশমীতে অযাচিত ভোজন করিবেন। এইরূপে একবৎসর পূর্ণ হইলে পর দুইটী বিশুদ্ধ সুবর্ণময় বিল্বফল দক্ষিণার সহিত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। এইরূপ করিলে কামিনী সৌভাগ্য ও বহুপুত্র লাভ করেন; এবং তাঁহার স্তনদ্বয় চিরকাল উন্নত থাকে। যিনি কৃশোদরী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি একাহারা হইয়া জীবন ধারণ করিবেন, প্রতি পঞ্চমীতে অন্নজল ভোজন করিবেন না। এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে পর জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত পুষ্পিত জাতীলতা দান করিবেন। হে কৃশোদরি! যে নারী সুন্দর হস্তদ্বয় কামনা করেন, তিনি অগ্নিবিদ্ধ যে শাকমাত্র ভক্ষণ করিয়া দ্বাদশী যাপন করিবেন। এই প্রকারে সম্বৎসর পূর্ণ হইলে পর ব্রাহ্মণকে দুইটী সুবর্ণময় পদ্ম ও দুইটী প্রকৃত পদ্ম দান করিবেন। যে কামিনী বিশাল নিতম্ব কামনা করেন, তিনি ত্রয়োদশীতে একবার মাত্র অযাচিত ভোজন করিবেন। এইরূপে সম্বৎসর পূর্ণ হইলে লবণ দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখ গঠন করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। প্রজাপতির মুখাকার সুবর্ণও সম্প্রদান করিবেন; এবং তাহাকে অগ্রে অগ্রে অভ্র-চূর্ণ নিক্ষেপ করিবেন। অখণ্ডিত বিবিধ রত্ন এবং রক্তবস্ত্রও দান করিবেন। এইরূপ করিলে মনোমত নিতম্ব প্রাপ্ত হইবেন। মধুরভাষিণী হইতে বাসনা হইলে, সম্বৎসর বা একমাস লবণ ত্যাগ করিয়া পরে, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত লবণ দান করিবেন; তাহা হইলে পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ বাক্য ছিল তদ-

পেক্ষা শতগুণ মিষ্ট হইবে। পদদ্বয়ের গুল্ফদেশ নিমগ্ন ও শিরা সকল অদৃশ্য হউক্, এইরূপ কামনা করিলে নারীপ্রতিষষ্ঠীতে সজল অন্ন ভোজন করিবেন। পদদ্বারা কখন অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিবেন না; যদি দৈবাৎ স্পর্শ হয়, তাহা হইলে নমস্কার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। পাদ দ্বারা পাদপ্রক্ষালন করিবেন না। পতিব্রতা নারী সকল এই রূপ নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক দুইটী সুবর্ণময় কূর্ম্ম নির্ম্মাণ করাইয়া ঘৃতে স্নান করাইবে। পরে অধোমুখ পদ্মে স্থাপন পূর্ব্বক ভক্ষ দ্রব্য ও কাঞ্চনের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। যে সাধ্বী নারী সমস্ত গাত্র অতি সুন্দর করিতে বাসনা করেন, তাঁহার ঋতুকালে ত্রিরাত্র করা কর্ত্তব্য। কার্ত্তিকী, আষাঢ়ী মাঘী আশ্বিনী পূর্ণিমায়, অতিথির ন্যায় পিতা মাতার অর্চ্চনা করিবেন। নিত্য ব্রাহ্মণকে লবণ ও ঘৃত দান করিবেন। গৃহ সম্মার্জ্জন, উপলেপ ও বলি কর্ম্ম করিবেন। বাক্যদোষে দূষিত হইবেন না। আত্মজ্ঞান পর্য্যালোচনা করিবেন। অল্প মাত্রও কোন শাক ভক্ষণ করিবেন না। দেবতাদিগকে পূজা দান করিবেন। মিথ্যা একবারে পরিত্যাগ করিবেন।

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩৯।

উমা কহিলেন, গুণবান্ বান্ধব পাইতে ইচ্ছা করিলে পতিব্রতা নারী প্রতি সপ্তমীতে উপবাস করিবেন। এই রূপে সম্বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত স্বর্ণ বৃক্ষ দান করিবেন; তাহা হইলে তাঁহার বান্ধবগণ গুণবান্ হইবে।

হে প্রমদাশ্রেষ্ঠে! যে কামিনী কষ্টে করিয়া দীপদান করেন, এবং সংবৎসর পূর্ণ হইলে পর সুবর্ণ প্রদীপ দান করেন, তিনি দেবলাবণ্য হেতু স্বামীর বাল্লভীয়া ও পুত্রবতী হন; এবং রূপবতীদিগের উপরে প্রদীপের ন্যায় জ্বলিতে থাকেন। যে সতী সকলকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করেন, কাহাকেও মনোব্যথা না দেন, কোন প্রকারে ব্যসনে আসক্তি প্রকাশ না করেন, পতিকেই দেবতা জ্ঞান করেন, সতত শুদ্ধাচারে থাকেন, মিষ্টভাষিণী হন, শ্বশ্রু ও শ্বশুরের সেবায় রত থাকেন, এবং সত্য ও ধর্ম্ম ত্যাগ করেন না; তাঁহার ব্রত বা উপবাস না করিলেও হয়।

যে পতিব্রতা কামিনী দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ বিধবা হন, পুরাণে তাঁহার পক্ষে যে ব্রতাদির বিধান করা হইয়াছে, বলিতেছি শ্রবণ কর।

যাহাঁর বৈধব্য দশা ঘটে, পতির মৃণ্ময় বা চিত্রময় প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করাই তাঁহার সার ধর্ম্ম। কি উপবাস, কি ব্রত, কি ভোজন, সর্ব্বকার্য্যই তিনি পতির প্রতিকৃতির নিকট অনুমতি লইয়া আচরণ করিবেন। এইরূপ করিলে হয় তাঁহার পতি লোকে বাস হইবে, না হয়, তিনি পতিলোকও অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধতন লোকে গমন করিতে সমর্থ হইবেন। পতি যে সকল বিধবার দেবতা, তাঁহারা দিবাকরের ন্যায় দীপ্তিমতী হইয়া থাকেন।

দেবি! ব্রত ও উপাসনা সম্বন্ধে পুরাণে যে সকল বিধি বিহিত হইয়াছে, অদ্যাবধি দেবকামিনী সকল এবং মুনিবর নারদ সে সকল জানিতে পারিলেন। অদিতি, ইন্দ্রাণী ও তুমি, আজ অবধি তোমরাই সতীদিগকে ব্রত বিধি বলিবে। তদ্ভিন্ন নারায়ণ কৃষ্ণাদি যে কোন অবতার গ্রহণ করিবেন, সেই অবতারেই তাঁহার স্ত্রী সকল এই শত শত ব্রতবিধি অবগত থাকিবেন। পতিভক্তি, বাক্যাপুণ্য এবং সরলতাই স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

নারদ কহিলেন, হে হরি প্রিয়ে! উমাদেবী উক্তপ্রকার বলিলে, সাধ্বী সকল অত্যন্ত আন-

নিবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ আলয়ে প্রবেশ করিলেন। তুমি যে উমাব্রত অনুষ্ঠান করিলে, দেবী অদিতি গৃহে গমন করিয়া এই ব্রতই করিয়াছিলেন। তিনি কশ্যপকে পারিজাত বৃক্ষে বন্ধন করিয়া আমায় দান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণা সাবিত্রী দেবীও এই প্রকারে ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। এই ব্রতে কেবল এইমাত্র বিশেষ যে, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে স্থানে স্থানে পূজা, নমস্কার ও দ্বিগুণ জপ করা হইয়াছিল। নারী অদিতি ও সাবিত্রী ব্রত করিলে, স্বামিকুল, পিতৃকুল ও আত্মাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাণী যে ব্রত করিয়াছিলেন, তাহাও ঐ উমাব্রতের সদৃশ; রক্তাম্বর ও আমিষ ভোজন মাত্র তাহাতে অধিক। আর এই ব্রতে চতুর্থ দিবসে দিবা রাত্র উপবাস করিয়া একশত পূর্ণকুম্ভ দান করিতে হয়। গঙ্গা দেবী যে ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাও উমাব্রতের তুল্য; বিশেষ এই যে মাঘী শুক্লপক্ষে প্রত্যুষকালে গঙ্গাজলেই হউক্ বা অন্য জলেই হউক্, স্নান করিতে হয়। গঙ্গাব্রত আচরণ করিলে একবিংশতি পুরুষের উদ্ধার করা হয়। এই ব্রতে সহস্র পূর্ণকুম্ভ সম্প্রদান করা আবশ্যক। ব্রত শেষ হইলে কোন দুঃখই থাকে না; প্রত্যুত সকল বাসনাই চরিতার্থ হইয়া থাকে। যমভার্য্যা যে ব্রত করিয়াছিলেন, তাহার নাম যামরণব্রত। হেমন্ত কালে অনাবৃত স্থানে অবস্থিতি করিয়া এই ব্রত আচরণ করিতে হয়। মাসান্তে শুদ্ধাচার হইয়া পতিকে নমস্কার পূর্ব্বক অনাচ্ছাদিত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া এই কথা বলিতে হয় যে, "আমি যামরণ ব্রত আচরণ করিয়া পৃষ্ঠে হিমরাশি ধারণ করিতেছি, আমি যেন পতিপরায়ণা হই; পুত্রের মরণ যেন আমাকে কখনও দেখিতে না হয়; এই রূপে যেন আমি সপত্নীগণের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারি, যেন আমাকে কখনও যমলোক দর্শন করিতে না হয়; যেন স্বামীপুত্র লইয়া সুদীর্ঘ কাল সুখে যাপন করিয়া চরমে পতিলোক লাভ করিতে পারি; যেন আমি যাবজ্জীবন সুন্দরবস্ত্রে আবৃত, উৎকৃষ্ট ভূষণে অলংকৃত এবং সকলের প্রিয়, গুণবতী ও ধনবতী হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারি।" এই রূপ ব্রত করিয়া ব্রাহ্মণদিগের হস্তে মধু ও কৃষ্ণ তিল প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরমান্ন ভোজন করাইবে। হে হরিপ্রিয়ে! পূর্ব্বে দেবী ভগবতী যে ব্রতের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত অমরবধূদিগের মধ্যে সকলেই ঐরূপ ব্রত আচরণ করেন। এক্ষণে আমি বলিতেছি, তোমরাও সকলে আমার তপঃ প্রভাবে উমাকৃত পুণ্যফলপ্রদ অতিপাবন ব্রত সকল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রুক্মিণী উমার বর দান প্রভাবে দিব্য চক্ষে ঐ সমস্ত ব্রত দর্শন করিয়া স্বয়ং উমাব্রতের তুল্য সমুদায় ব্রত, অলঙ্কৃত বৃষদান, রত্নমালাপ্রদান ও সার্ব্বকামিক অন্নদান ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। সত্যভামা যেরূপে উমাব্রত করিয়াছিলেন, জাম্ববতীও সেই রূপে সমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন। কেবল বস্ত্রবৃক্ষ ও পীতবস্ত্র অপেক্ষাকৃত অধিক দান করা হইল।

রোহিণী, ফাল্গুনী ও মঘা, ইঁহারাও যথাবিধানে উমাব্রত করিয়াছিলেন। শতভিষা পুণ্যক ব্রত করিয়া নক্ষত্রমধ্যে প্রধান বলিয়া পরিচিতা হইয়াছেন।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৪০।

জনমেজয় কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাসশিষ্য তপোধন বৈশম্পায়ন! পারিজাত হরণ উপলক্ষে আপনি ষট্‌পুরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; বলিয়াছেন, ষট্‌পুর ঘোররূপী প্রধান অসুর-

গণের বাসস্থান। আপনি তাহাদিগের ও অন্ধকের বধ বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমকর্ম্মা রুদ্রদেব যখন বীর ত্রিপুরাসুরকে সংহার করেন, তখন যুদ্ধস্থলে আরও অনেক প্রধান প্রধান অসুর উপস্থিত ছিল। কিন্তু ত্রিপুরনিবাসী ঐসকল দানবকে রুদ্র শরাগ্নি দ্বারা সংহার করেন নাই। উহারা সংখ্যায় ষষ্টি লক্ষের ন্যূন নহে, বরং অধিক হইবে। ঐ সকল বীর জ্ঞাতি বধজন্য দুঃখিত হইয়া সাধুগণের বাঞ্ছনীয় মহর্ষিগণসেবিত জলমার্গে সূর্য্যাভিমুখে ও বাতাহারী হইয়া উর্দ্ধমুখে ব্রহ্মার স্তব করত শতসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় উড়ুম্বর বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া তপশ্চরণ পূর্ব্বক ঐ বৃক্ষে বসতি করিয়াছিল। কতকগুলা কপিত্থবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া তাহাতে বাস করিয়াছিল; আর কতকগুলা শৃগালবাটী বৃক্ষ, কতকগুলা বা বটমূলে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিল। অপর গুলা বটমূলে গিয়া বেদপাঠ করিয়াছিল।

রাজন্! দেবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপালক স্থষ্টিকর্ত্তা পিতামহ তাহাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া বর দান করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন; এবং কহিলেন, তোমরা বর প্রার্থনা কর। এই কথা শুনিয়া রুদ্রের অপকার অভিলাষী অসুরগণ কহিল, জ্ঞাতিগণের যে অনিষ্ট করা হইয়াছে, বৈরনির্যাতন পূর্ব্বক সেই ঋণ শোধ করা ভিন্ন আমরা অন্য বর প্রার্থনা করি না। তখন সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা তাহাদিগকে কহিলেন, মহাত্মা রুদ্রদেব বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা; তাঁহার অনিষ্ট কে করিতে পারে, অতএব তোমরা এ বিষয়ের জন্য অনর্থক যত্ন করিও না।

রাজন্! অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত সোমদেব মহেশ্বরের হিংসা করত যে সকল অসুর স্বর্গে সুখে বাস করিবার কল্পনা করিয়াছিল, তাহারা ব্রহ্মার বাক্য গ্রাহ্য করিল না; যাহাদিগের তদ্রূপ কল্পনা ছিল না তাহারা তাঁহার বাক্যে সম্মত হইল। যে সকল দুরাত্মা সম্মত হইল না, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বীর অসুরগণ! রুদ্রের প্রতি ক্রোধ ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা কর। তাহারা কহিল বিভো! আমরা যেন সকল দেবতার অবধ্য হই, পৃথিবীর গর্ভে আমাদিগের ছয় নগর হউক। ঐ ছয় নগর যেন সর্ব্বসমৃদ্ধি ও ধনে পরিপূর্ণ হয়; আমরা যেন ঐ ছয় নগরে গমন করিয়া সুখে বসতি করিতে পারি। যে রুদ্র আমাদিগের জ্ঞাতিগণকে সংহার করিয়াছেন, তাহা হইতে যেন আমাদিগের ঘোর বিপদের আশঙ্কা না থাকে। হে তপোনিধে! ত্রিপুরের সংহার দর্শন করিয়া আমরা ভীত হইয়াছি।

পিতামহ কহিলেন, হে অসুরগণ! তোমরা যদি সাধুগণের প্রিয় সৎপথবর্ত্তী ব্রাহ্মণদিগের হিংসা না কর, তাহা হইলে তোমরা সকল দেবতার এবং রুদ্রের অবধ্য হইবে। কিন্তু যদি অজ্ঞান বশতঃ কোনরূপে ব্রাহ্মণদিগকে কষ্ট দেও, তাহা হইলেই মরিবে; ব্রাহ্মণগণ জগতের পরম আশ্রয়। ব্রাহ্মণের অহিত করিলে তোমাদিগের প্রতি নারায়ণের কোপদৃষ্টি পতিত হইবে। ভগবান্ জনার্দ্দন সকল প্রাণীর হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন।

মহারাজ! ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া অসুরদিগকে বিদায় করিলে পর, উহাদিগের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মচারী ও ভক্ত ছিল তাহারা মহাদেবের শরণাগত হইল। ত্রিপুরনাশক সাধুগণের আশ্রয় সোমদেব শ্বেতবর্ণ বৃষভে আরোহণ করিয়া প্রমথগণের সহিত স্বয়ং তাহাদিগকে দর্শন দিলেন, এবং কহিলেন, হে অসুরগণ! তোমরা বৈরভাব, দম্ভ, ও হিংসা পরিত্যাগ করিয়া আমারই আশ্রয় লইয়াছ; অতএব আমি তোমাদিগকে উত্তম বর দান করিতেছি। যে সকল সৎকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ তোমাদিগকে সৎ-

পথে দীক্ষিত করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাদিগের সহিত স্বর্গে গমন কর; আমি তোমাদিগের কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই স্থানে বাস করিয়া তপস্যা করিলেও আমার লোক প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ ধর্ম্মানুসারে অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় এই বৃক্ষে অবস্থিতি করিয়া ভক্তিভাবে আমার অর্চ্চনা করিবে, আমি বলিতেছি, তাহার সহস্র বৎসর তপস্যাচরণের ফল লাভ হইবে। নিয়ম পূর্ব্বক এইস্থলে ত্রিরাত্র করিলেও কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকিবে না। অর্কদ্বীপে বাস করিয়া এই প্রকার আচরণ করিলে দ্বিগুণ ফললাভ হইবে। অন্য দেশে বা ইহার দূর দেশে বাস করিয়া এই অনুষ্ঠান করিলে কোন ফল হইবে না। আমি তোমাদিগকে এই বর দান করিলাম।

আর যে ব্যক্তি শ্বেতবাহন নামে আমার অর্চ্চনা করিবে, সর্ব্বপ্রকারে অপরাধী হইলেও সে আমার লোকে যাইতে পারিবে; যাহারা উড়ুম্বর, বট, কপিত্থ, ও শৃগালবৃক্ষমূল নিবাসী ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণদিগকে যথানিয়মে বিশেষ রূপে অর্চ্চনা করিবে, তাহারা যে লোক ইচ্ছা করিবে, অনায়াসেই সেই লোক প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

ভগবান্ রুদ্রদেব এই কথা কহিয়া তাহাদিগকে লইয়া রুদ্রলোকে গমন করিলেন। আমি জম্মার্গে যাইব, বা আমি জম্মার্গে বাস করিব, „ এইরূপ কল্পনা করিলেও সন্তানের সহিত রুদ্রলোকে বসতি হইয়া থাকে।

—০—

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৪১

বৈশম্পায়ন কহিলেন„ এইসময়েই যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য চতুর্ব্বেদ ও ষড়ঙ্গবেত্তা, সর্ব্ব গুণান্বিত ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত এক যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ষট্‌পুর ভবনে মুনিজনসেবিতা পুণ্যানদী আবর্ত্তার তীরে সংবৎসর সাধ্য যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই ব্রহ্মদত্ত ধীমান্ বসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে কৌরবনন্দন! ইনি এই দ্বিজোত্তম বসুদেবের সখা, সহাধ্যায়ী এবং উপাধ্যায়ও অধ্বর্য্যু ছিলেন। অতএব ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়া থাকেন, বসুদেব তেমনি দেবকীর সহিত যজ্ঞকালীন ইহাঁর নিকট গমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্তের যজ্ঞে প্রভূত দক্ষিণা ও অন্ন দান হইয়াছিল। কঠোরনিয়মধারী মহাত্মা মুনিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। ব্যাস, আমি, যাজ্ঞবল্ক্য, সুমন্তু, জৈমিনি, ধৈর্য্যশীল জাবলি ও দেবল প্রভৃতি অন্যান্য মুনি ঋষি, আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম। যে যাহা প্রার্থনা করিতেছিল, ধর্ম্মচারিণী দেবকী পৃথিবীতলে বসুদেবের প্রভাব বলে বসুদেবের সম্পত্তি অনুসারে তাহাকে তাহাই দান করিতেছিলেন।

এইপ্রকারে যজ্ঞ হইতেছে, এমন সময় ষট্‌পুরবাসী নিকুম্ভ প্রভৃতি বরদর্পিত দানবগণ তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণকে কহিল, তুমি আমাদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান কর; আমরা সোমরস পান করিব। হে যজ্ঞকারী মহাত্মন্ ব্রহ্মদত্ত! তোমার যে অনেকগুলি রূপবতী কন্যা আছে, তাহাদিগকেও আমাদিগকে সম্প্রদান কর। আমরা শুনিয়াছি তুমি দেবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে সম্প্রদান করিবে। আর, এস্থানে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট রত্ন আছে, তাহাও আমাদিগকে দিতে হইবে। তাহা না হইলে আমরা আজ্ঞা করিতেছি, তুমি যজ্ঞ করিতে পাইবে না।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মদত্ত সেই মহাসুরদিগকে কহিলেন, হে অসুরশ্রেষ্ঠগণ! বেদে তোমাদিগের যজ্ঞভাগ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অত

এবং আমি যজ্ঞে কিরূপে তোমাদিগকে সোম-পান করিতে দিতে পারি। বরং, এ বিষয়ে বেদে ও ভাষ্যে পণ্ডিত এই সকল ঋষিদিগের মত জিজ্ঞাসা কর। আর, আমার যে সকল কন্যা দান করিবার আছে, আমি সংকল্প করিয়াছি, বেদীর মধ্যে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়াই তাহাদিগকে সম্প্রদান করিব। যজ্ঞের কথাও যে কহিতেছ, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, সম্প্রীতি পূর্ব্বক হইলে তাহা দান করিতে পারি; কিন্তু বলপ্রকাশ করিলে, কখনই দিব না; আমরা দেবকীপুত্রের আশ্রিত।

তখন ষট্‌পুরবাসী নিকুম্ভ প্রভৃতি অসুরগণ কুপিত হইয়া যজ্ঞবাট লুণ্ঠন ও কন্যাদিগকে হরণ করিল। এই ব্যাপার উপস্থিত দেখিয়া বসুদেব মহাত্মা বাসুদেব, বলদেব ও গদকে স্মরণ করিলেন। কৃষ্ণ মনোমধ্যে জানিতে পারিয়া প্রদ্যুম্নকে কহিলেন, পুত্র যাও, যাইয়া মায়া বলে কন্যাদিগকে উদ্ধার কর; আমি যাদব সৈন্য লইয়া ষটপুরে যাইতেছি। মহাবল বীর কাম পিতার আজ্ঞা শ্রবণ পূর্ব্বক ষটপুর যাত্রা করিলেন, এবং নিমেষ মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া মায়াবলে কন্যাদিগকে হরণ করিয়া তৎ গুলি মায়াময়ী কন্যা সেই স্থানে রাখিয়া দেবকীকে কহিলেন, ভয় করিবেন না। দুর্দ্দমা দানবগণ সেই সকল মায়াময়ী কন্যাকে হরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ষটপুরে প্রবেশ করিল। তখন বিধানানুসারে যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে লাগিল; যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা অপেক্ষাকৃত বহুগণে উৎকৃষ্ট হইল।

হে ভরতনন্দন! পূর্ব্বে ধীমান ব্রহ্মদত্ত যে সকল রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইতিমধ্যে উপস্থিত হইলেন। জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শিশুপাল, পাণ্ডবগণ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, মালবগণ, অঙ্গগণ, রুক্মী, আহুতি, নীল, নর্ম্মদা প্রদেশাধিপতি, অবন্তিদেশীয় রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ, শল্য, শকুনি, ও অন্যান্য দুর্দ্ধান্ত সম্পন্ন, মহাত্মা বীর মহীপালগণ আগমন করিয়া ষটপুরের অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। নির্দ্দোষস্বভাব শ্রীমান নারদ তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন, ক্ষত্রিয়বর্গ ও যাদবগণের একত্র সমাগম হইবে; এই ত যুদ্ধের কারণ দেখিতেছি; অতএব যাহাতে যুদ্ধ হয়, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইল।

মুনি এইরূপ চিন্তা করিয়া নিকুম্ভের ভবনে গমন করিলেন, নিকুম্ভ এবং অন্যান্য দানবগণ তাঁহার পূজা করিলেন। ধর্ম্মাত্মা দেবর্ষি উপবেশন করিয়া নিকুম্ভকে কহিলেন, তোমরা যদুবংশের সহিত বিরোধ করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত হইয়া আছ। ব্রহ্মদত্তও যে, কৃষ্ণও সে। ধীমান্ ব্রহ্মদত্ত বসুদেবপুত্রকে তুষ্ট করিবার জন্য পঞ্চশত ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এই পঞ্চশতের মধ্যে দুইশত ব্রাহ্মণী, একশত ক্ষত্রিয়া, একশত বৈশ্যা ও একশত শূদ্রা। এই সকল কামিনী ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ ধীমান্ দুর্ব্বাসার সেবা করিয়াছিল। পুণ্যকর্ম্মা মুনি তজ্জন্য ইহাদিগকে বর দিয়াছেন যে, একবারে ইহাদিগের একটী করিয়া পুত্র ও একটী করিয়া কন্যা হইবে। এই বর প্রভাবে প্রত্যেক স্বামিসঙ্গমে এই সকল কামিনীর অতুলরূপসম্পন্ন এক একটী পুত্র ও এক একটি কন্যা জন্মিয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাগণের গাত্র হইতে সর্ব্ব পুষ্পের গন্ধ নির্গত হয়। তাহারা সকলেই চিরযৌবনা ও পতির প্রতি অনুরাগিণী। হে দিতিনন্দন! বরপ্রভাবে সকলেরই অপ্সরার গুণ আছে; সকলেই নৃত্যগীত জানে। পুত্রগণও সকলেই গুণবান্ ও শাস্ত্রার্থনিপুণ। তাহারা যথাক্রমে নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকে।

ধীমান্ ব্রহ্মদত্ত প্রায় সকল কন্যাকেই যদু-

বংশীয়দিগকে সম্প্রদান করিয়াছেন। অবশিষ্ট যে এক শত কন্যাকে তুমি হরণ করিয়া আনিয়াছ, হে বীর! যাদবগণ তজ্জন্য নিশ্চয়ই তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে। যুক্তিপূর্ব্বক তুমি এক্ষণে রাজাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। ব্রহ্মদত্তের কন্যাগণকে লাভ করিবার পক্ষে সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য মহাত্মা রাজাদিগকে বিবিধ রত্নদান কর। যে সকল রাজা সমবেত হইবেন, তাঁহাদিগের আতিথ্য করাও তোমার কর্ত্তব্য।

নারদ এই কথা কহিলে, দানবগণ নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া তাহাই করিল। পঞ্চশত কন্যা ও বিবিধ বস্তু লইয়া নরপতিদিগকে উপহার প্রদান করিল। নরপতিগণ ভক্তিভাবে যথাযোগ্যানুসারে সেই সমস্ত ভাগ করিয়া লইলেন। কেবল পাণ্ডবগণ গ্রহণ করিলেন না; কারণ মহাত্মা নারদ ইতিপূর্ব্বেই নিমেষমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বারণ করিয়াছিলেন।

রাজন্! রাজশ্রেষ্ঠগণ তুষ্ট হইয়া অসুরদিগকে কহিলেন, আপনাদিগের কিছুরই অভাব নাই। আপনারা সাক্ষাৎ দেবযোনি। আজ আপনারা আমাদিগের পূজা করিলেন; বলুন, আশ্রিতগণ আপনাদিগের কি উপকার করিবে। আপনাদিগের ন্যায় স্বর্গীয় বীরগণ ইতিপূর্ব্বে কখন ক্ষত্রিয়দিগের পূজা করেন নাই।

অনন্তর দেবশত্রু নিকুম্ভ আহ্লাদিত হইয়া ক্ষত্রিয়জাতির মাহাত্ম্য ও সত্যপ্রতিজ্ঞার প্রশংসা করিয়া কহিল, হে রাজশ্রেষ্ঠগণ! শত্রুগণের সহিত আমাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। আমাদিগের ইচ্ছা, আপনারা এ বিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করেন।

ক্ষীণপাপ ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, অবশ্য করিব। রাজন্! পাণ্ডবগণ নারদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ভিন্ন সকল রাজাই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

এদিকে ব্রহ্মদত্তের পত্নীগণও যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময় বিভু কৃষ্ণও দ্বারকায় রাজা আহুককে রাজ্য রক্ষার্থ স্থাপন করিয়া মহাদেবের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক সেনা-সমভিব্যাহারে ষটপুরে উপস্থিত হইলেন। এবং প্রজাদিগের কোনপ্রকার কষ্ট না ঘটে এই উদ্দেশে বসুদেবের আজ্ঞায় অতিপবিত্র প্রদেশে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এবং গুল্ম বষ্টন দ্বারা ঐ স্কন্ধাবারের প্রবেশমার্গ রোধ করিয়া, রক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত প্রদ্যুম্নকে নিয়োগ করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।১৪২

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! লোকচক্ষু সূর্য্য মুহূর্ত্তমাত্র উদিত হইয়াছেন, এই সময় বলদেব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি রুদ্রের বরদানহেতু পবিত্রীকৃতা আবর্ত্তা ও অবিন্ধ্যা-নাম্নী গঙ্গার জলে স্নান করত বিরোদকেশ্বর মহাদেবকে নমস্কার করিয়া চর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে গরুড় আরোহণ করিলেন। কেশব সৈন্যের অগ্রভাগে আকাশে প্রদ্যুম্নকে স্থাপন করিলেন যজ্ঞভূমি রক্ষার জন্য পাণ্ডবদিগকে নিয়োগ করিলেন; এবং অবশিষ্ট সেনাকে গুহাদ্বারে রক্ষা করিয়া জয়ন্ত ও প্রবরকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র তাঁহারা উভয়ে আগমন করিলেন। কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নের ন্যায় তাঁহাদিগকেও আকাশপথে নিযুক্ত করিলেন।

অনন্তর কৃষ্ণের আজ্ঞায় রণদুন্দুভি এবং শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও অন্যান্য নানাবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। শাম্ব ও গদ মকরব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। সারণ, উদ্ধব, ভোজ, বৈতরণ, ধর্ম্মাত্মা

অনাধৃষ্টি, বিপৃথু, পৃথু, কৃতবর্ম্মা, সুদংষ্ট্র, শত্রু-সংহারী বিচক্রু, এবং মহাত্মা সনৎকুমার ও চারুদেষ্ণ ইঁহারা অনিরুদ্ধকে সহায় করিয়া ব্যূহের পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত থাকিলেন। রথ-অশ্ব পদাতি ও হস্তি সঙ্কুল অবশিষ্ট যাদব সৈন্য ব্যূহের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

এদিকে ষটপুর হইতেও যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবগণ কিরীট, পাঠ, মুকুট, ও অঙ্গদ দ্বারা ভূষিত হইয়া, কেহ [illegible], কেহ হস্তীতে, কেহ মকরে, কেহ শিশুমারে, কেহ অশ্বে, কেহ মহিষে, কেহ গণ্ডারে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ কচ্ছপে, কেহ কেহ উক্তপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন বাহন যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া হস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক দর্পিত হইয়া উঠিল। তূর্য্য ও মহামেঘের ন্যায় শব্দকারী অসংখ্য শঙ্খ বাজিতে লাগিল। রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ অতি তুমুল হইয়া উঠিল। রাজন্! ইন্দ্র যেমন দেবসেনার অগ্রে, নিকুম্ভ তেমনি যুদ্ধগামিনী দানববাহিনীর অগ্রে গমন করিতে লাগিল। বলদর্পিত দানবগণ বিবিধপ্রকার শব্দ এবং সিংহধ্বনি করিয়া পৃথিবী ও আকাশ পূর্ণ করিল। জনমেজয়! রাজগণ অসুরদিগের সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; এক্ষণে চেদিরাজকে অগ্রে করিয়া সমস্ত রাজসেনাও যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইল। চেদিরাজের অনুজগণের বয়োজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধনের শতভ্রাতা গন্ধর্ব্ব শরসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দ্রুপদের দৃঢ় রথ সকলের ঘর্ঘর শব্দ হইতে লাগিল। রুক্মী ও আহৃতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তালবৃক্ষ সদৃশ দুই উৎকৃষ্ট ধনু কম্পন পূর্ব্বক রণস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অসুরগণ যেমন দেবতাদিগের সহিত, শল্য, শকুনি, ভগদত্ত, জরাসন্ধ, ত্রিগর্ত্ত, বিরাট, উত্তর, ও নিকুম্ভ প্রভৃতি বীরগণ তেমনি জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।

অনন্তর নিকুম্ভ সমর স্থলে আশীবিষসদৃশ শত শত বাণ দ্বারা ঘোরদর্শন যাদব সৈন্যকে ব্যাপৃত করিতে আরম্ভ করিল। যদুবংশীয় সেনাপতি অনাধৃষ্টি তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি শিলাশাণিত, নানাবর্ণের পুঙ্খবিশিষ্ট শত শত ভীষণ বাণ প্রহার করিতে লাগিলেন। অসুরশ্রেষ্ঠ নিকুম্ভের রথ, অশ্ব, ধ্বজ বা নিকুম্ভ স্বয়ং, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; সমস্তই বাণে আচ্ছন্ন হইল।

অনন্তর মায়াবীদিগের অগ্রগণ্য বীর নিকুম্ভ মায়াবিস্তার করিয়া যাদবশ্রেষ্ঠ অনাধৃষ্টিকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল; স্তম্ভিত করিয়া ঐ বীরকে ষটপুর গুহায় প্রবেশ করাইল। তথায় তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া মায়াবল অবলম্বন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রণস্থলে উপস্থিত হইল; এবং একে একে চারুদেষ্ণ, ভোজ, দৈত্যরূ, সনৎকুমার, তার্ক্ষ্য, নিশঠ, উল্মুক ও অন্যান্য যদুবংশীয় ও ভোজবংশীয় বীরদিগকে পূর্ব্বরূপে স্তম্ভিত করিয়া গুহায় প্রবেশ করাইল। রাজন্! যখন সে যাদবদিগকে ঘোর ষটপুর গুহামধ্যে লইয়া যাইতে লাগিল, তখন কেহ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না, কারণ সে মায়ায় আচ্ছন্ন ছিল।

যদুবংশীয়দিগের উক্তপ্রকার বিষম বিপদ দর্শন করিয়া যদুবংশবর্দ্ধন ভগবান্ কৃষ্ণ, বলদেব ও সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইলেন। শত্রুহন্তা প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, দুর্দ্ধর্ষ অনিরুদ্ধ এবং অন্যান্য যাদবগণও সবিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন।

অনন্তর শার্ঙ্গধারী কৃষ্ণ শার্ঙ্গ শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া অগ্নি যেমন তৃণরাশিকে তেমনি দানবদিগকে আক্রমণ করিলেন। দানবগণ দেব কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, কালপাশবদ্ধ পতঙ্গকুল যেমন প্রদীপ্ত অগ্নির অভিমুখে, তেমনি তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল।

এবং সমুদ্যত সহস্র সহস্র শতঘ্নী, পরিঘ, অগ্নি সদৃশ শূল, দীপ্তিশালী পট্টিশ, পর্ব্বতশৃঙ্গ, ভীমাকার বৃক্ষ ও প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। মত্ত গজ, এবং অশ্ব ও রথ তুলিয়াও আঘাত করিতে লাগিল; কিন্তু জগতের হিতকর মহাতেজা নারায়ণ রূপ অগ্নি, ঈষৎ হাস্য করিয়া, সম্পূর্ণ রূপে ঐ সমস্ত দাহ করিলেন। হে বীর! গোবৃষ যেরূপ শরৎকালীন বারিবর্ষণ সহ্য করে, শত্রু-দমনকারী যদুবৃষ তেমনি বাণ বর্ষণ সহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু বালুকাসেতু যেরূপ বর্ষাকালীন ধারা সহ্য করিতে পারে না, অসুরগণ সেইরূপ নারায়ণের শরাসনবিমুক্ত বাণবর্ষণ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। হে ভরতনন্দন! বৃষভগণ ব্যাদিতমুখ সিংহের সম্মুখে যেমন তিষ্ঠিতে পারে না, প্রধান প্রধান অসুর সকল তেমনি কৃষ্ণের দৃষ্টিপথে অবস্থিতি করিতে পারিল না। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আহত হওয়াতে তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া তাহারা জীবিতরক্ষার আশয়ে আকাশপথে আরোহণ করিল। আকাশপথে উপস্থিত হইবামাত্র ইন্দ্রনন্দন জয়ন্ত ও প্রবর অগ্নি-জ্বালা সদৃশ শত শত বাণ দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। শিখরস্খলিত তালফলের ন্যায় অসুরগণের মস্তক সকল পৃথিবীতলে পতিত হইতে লাগিল। দৈত্য-গণের ছিন্ন বাহু সকল কালবশে গতপ্রাণ পঞ্চমুখ সর্পের ন্যায় ধরণীতলে বিগলিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন ক্ষত্রিয়দিগকে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত ভীষণ মায়াময়ী গুহা নির্ম্মাণ করিলেন। এবং কখন্ যে তাহা হইতে নির্গত হইলেন, তাহা কেহই দেখিতে পাইল না। এই সময় কর্ণ বিশেষ যত্ন সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-নন্দন, সিংহনাদ শব্দে মায়াময় গুহা প্রতিধ্ব-নিত করিয়া গদ, সারণ ও শাম্ব এবং অন্যান্য যে সকল যাদববীরকে ইতিপূর্ব্বে গুহামধ্যে প্রবেশ করান হয় নাই, তাঁহাদিগের সাহায্যে বলপূর্ব্বক কর্ণকে, এবং রাজা দুর্য্যোধন, বিরাট, দ্রুপদ, শকুনি, শল্য, নীল, ভীষ্ম, অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, জরাসন্ধ, ত্রিগর্ত্ত, সাল্ব, মহাবল বাসহ্যগণ, অস্ত্রপণ্ডিত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণ, ও আহুতিতে মথিত করিয়া মাতুল রুক্মীকে, শিশুপালকে ও ভগদত্তকে কহিলেন, হে নরপতিগণ! আমি আপনা-দিগের সহিত সম্বন্ধ ও আপনাদিগের গৌরব মান্য করি; সুতরাং আপনাদিগকে বিনাশ না করিয়া, এই ভীষণ গুহায় নিক্ষেপ করিব। বিল্বোদকেশ্বর মহাদেব আমাকে আজ্ঞা করি-য়াছেন, নরেন্দ্রদিগকে গুহায় নিক্ষেপ করিবে। মহাত্মা নিকুম্ভ শম্বর দৈত্যের মায়া অবলম্বন করিয়া যাদবদিগকে গুহায় নিক্ষেপ করিয়াছে, আমি তাঁহাদিগকে অদ্যই উদ্ধার করিব।

এই কথা শুনিয়া রাজসেনাপতি শিশুপাল যাদবদিগকে, বিশেষতঃ প্রদ্যুম্নকে বহু বাণ দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিলেন। রুক্মিণী নন্দনও দেব বিল্বোদকেশ্বরকে নমস্কার করিয়া, মহাবল শিশুপালকে বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর প্রমথ প্রধান নন্দী সহস্র পাশ লইয়া আগমন করত মহাবল রুক্মিণীনন্দনকে কহি-লেন, হে যদুনন্দন! দেব বিল্বোদকেশ্বর আপনাকে বলিয়াছেন, তোমাকে রাত্রিকালে যেরূপ কহিয়াছি, সেইরূপ করিবে। কন্যা ও রত্নের জন্য লোভী এই সকল রাজাকে পাশ দ্বারা বন্ধন কর। হে যদুনন্দন! তুমি ভিন্ন ইহাদিগকে আর কেহ বন্ধন করিতে সমর্থ হইবে না। হে মহাবাহো! অসুর-দিগকেও অবশ্য নিঃশেষে সংহার করিবে। আমি যেপ্রকার বলিলাম, বীর জনার্দ্দনকে অবিকল সমস্ত জানাইবে।

অনন্তর অসাধারণ বীর্য্য সম্পন্ন প্রদ্যুম্ন ঐ সমস্ত পাশ দ্বারা রাজা ভগদত্ত, শিশুপাল. আহ্বৃতি, রুক্মী ও অন্যান্য রাজাদিগকে বন্ধন করিয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করাইলেন। রুক্মিণীনন্দন গর্জ্জনকারী সর্পের ন্যায় রাজাদিগকে বন্ধন করিয়া নিজ তনয় অনিরুদ্ধকে কারাগাররক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। পরে অন্যান্য সকলকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং একে একে সেনাপতি, ক্ষত্রিয়বর্গ, কোষাধ্যক্ষ, ও হস্তী, অশ্ব, রথ সমুদায় আত্মসাৎ করিলেন।

এইরূপে সুস্থির হইয়া, তখন অসুরদিগকে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। প্রথমতঃ বর্দ্ধিত গাত্রেই গমন করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন, নিশ্চিন্ত হইয়া যজ্ঞকর্ম্ম করুন; ঐ দেখুন, ধনঞ্জয় রহিয়াছেন; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণ যাহার রক্ষাকর্ত্তা থাকেন, কি দেবতা, কি অসুর, কি অন্য কোন প্রাণী, কেহই তাঁহার অপকার করিতে পারেন না। অসুরগণ তেজো দ্বারা আপনার কন্যাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে নাই; দেখুন, আমি যজ্ঞভূমিতেই নিগিরূপে তাহাদিগকে মায়ায় আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছি।

—০—

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।১৪৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! নরপতিগণ সৈন্যসামন্তের সহিত বদ্ধ হইলে পর, অসুরগণের অন্তঃকরণে ঘোর ভয় প্রবেশ করিল। বীরগণ যুদ্ধদর্পিত কৃষ্ণ, বলদেব ও অন্যান্য যাদব বীরগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিল। তখন দানবশ্রেষ্ঠ নিকুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ভয়ে ভীত ও বিষণ্ণ হইয়া মোহবশতঃ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিতেছ কেন? প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিলে কোন্ শুভ লোক লাভ করিতে পারিবে? তোমরা স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, জ্ঞাতিগণের অবমাননা জন্য ঋণ শোধ করিবে; এখনও সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইতে পারে নাই। কঠোরযোদ্ধা শত্রুদিগকে জয় করিতে পারিলে ইহলোকেই ফললাভ করিতে পারিবে; সমরে মরিলেও স্বর্গলোকে সুখে বাস করিতে পাইবে। পলাইয়া গৃহে যাইয়া কাহাকে সুখী দেখিবে? স্ব স্ব পত্নীদিগকেই বা কি বলিবে? ধিক্! ধিক্! তোমাদিগের লজ্জা হইতেছে না।

রাজন! এই সকল কথা শুনিয়া অসুরগণ লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিল এবং দ্বিগুণতর বেগে যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। নানা শস্ত্র সহকারে যুদ্ধবিখ্যাত বীরগণের যুদ্ধ উৎসব আরম্ভ হইল; এই সময় যাহারা যজ্ঞভূমিতে গমন করিল, ধনঞ্জয় এবং নকুল, সহদেব, ভীম ও রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। যাহারা আকাশে উঠিল, ইন্দ্রনন্দন জয়ন্ত ও প্রবর তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর বর্ষাকালে যেমন নদী উৎপন্ন হয়, অসুরগণের রক্তে তেমনি ভীরুজনের চিত্তমোহকরী নদী প্রবাহিত হইল। কৃষ্ণরূপ শৈল ঐ নদীর উৎপত্তিস্থান। রক্ত ঐ নদীর প্রভূত জল। কেশসমূহ সকল উহার শৈবাল ও শাদ্বল; চক্র সকল উহাতে ঘূর্ণ এবং রথ সকল আবর্ত্ত; হস্তী সকল শৈল; ধ্বজদণ্ড ও শুণ্ডা সকল বৃক্ষশ্রেণী, চীৎকার কল্লোল শব্দ, শোণিতবুদ্বুদ ফেণ এবং অসিসকল মৎস্য।

শত্রুগণের জয় ও সমুদায় স্বপক্ষীয়গণের নাশ দর্শন করিয়া, কঠোরযোদ্ধা নিকুম্ভ বীর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আকাশপথে উত্থিত হইল। তথায় জয়ন্ত ও প্রবর বজ্রতুল্য শত শত বাণ দ্বারা তাহার গতি রোধ করিলেন। তখন

দুর্দ্দান্ত দৈত্য ফিরিয়া ওষ্ঠ দংশন করিয়া প্রবরকে পরিঘ প্রহার করিল; তাহাতে প্রবর্র পৃথিবী অভিমুখে পতিত হইলেন। পতনকালে ইন্দ্রনন্দন বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিলেন; এবং তিনি জীবিত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া. তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অসুরের প্রতি ধাবিত হইলেন। ধাবিত হইয়া নিকুম্ভকে নিস্ত্রিংশ প্রহার করিলেন। দৈত্যও জয়ন্তকে পরিঘ প্রহার করিল। সমরে নিস্ত্রিংশ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া নিকুম্ভের দেহ কম্পিত হইল। তখন সেই মহাসুর মনে করিল, কৃষ্ণ জ্ঞাতিবধ করিয়া শত্রুতা করিয়াছে, অতএব তাহার সহিতই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য; তবে বৃথা কেন ইন্দ্রনন্দনের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাকে পরিশ্রান্ত করি। এইরূপ স্থির করিয়া মহাবল অসুর সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান হইয়া, যে স্থানে কৃষ্ণ অবস্থিতি করিতেছিলেন, যুদ্ধ করিবার অভিলাষে সেই স্থানে গমন করিল।

ঐ সময় বলনিসূদন দেবরাজ ঐরাবতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধদর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন. নিকুম্ভ পলায়ন করিল, দর্শন করিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তুষ্ট হইয়া, সাধু, সাধু, বলিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং রণে দুর্জ্জয় জয়ন্তের জয় দর্শন করিয়া তিনি দেবদুন্দুভি সকল বাদন করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহার আজ্ঞা পাইয়া দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল।

এ দিকে নিকুম্ভ দেখিল, রণদুর্জ্জয় কেশব অর্জ্জুনের সহিত যজ্ঞভূমির অনতিদূরে অবস্থিতি করিতেছেন। দেখিয়া ঘোর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া গরুড়কে, বলদেবকে সাত্যকিকে, নারায়ণকে, অর্জ্জুনকে, ভীমকে, যুধিষ্ঠিরকে, নকুল সহদেবকে, বাসুদেবকে, শাম্বকে, ও প্রদ্যুম্নকে পরিঘ প্রহার করিল। হে ভারতনন্দন! দৈত্য মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক অতিপ্রকারিতা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল। সর্ব্বশস্ত্রনিপুণ বীরগণ কেহই উহাকে দেখিতে পাইলেন না। যখন দেখিতে পাওয়া যাইল না, তখন হৃষীকেশ প্রমথেশ্বর দেব বিবোদকেশ্বরকে স্মরণ করিলেন। অনন্তর অতি তেজস্বী বিবোদকেশ্বরের প্রভাবে সকলেই মায়াবিশ্রেষ্ঠ নিকুম্ভকে দেখিতে পাইলেন। তাহার আকার কৈলাসশিখরের সদৃশ প্রকাণ্ড; যেন জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; এবং অতিহস্তা শত্রু কৃষ্ণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে।

অর্জ্জুন গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করিয়াই ছিলেন; এক্ষণে ঐ অসুরের গাত্রে ও নিক্ষিপ্ত পরিঘে বারম্বার বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাজন্! শিলাশাণিত ঐ সকল বাণ উহার গাত্রে ও পরিঘে সংলগ্ন হওয়াতে সমুদায় ভগ্ন ও কুণ্ঠাগ্র হইয়া ভূতলে পতিত হইল। বিবিধ অস্ত্র সংযুক্ত ঐ সমস্ত বাণ বিফল হইল দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি ব্যাপার! হে দেবকীপুত্র! আমার বজ্রসার বাণ সকল পর্ব্বতও ভেদ করে; কিন্তু একি ব্যাপার! এ বিষয়ে আমার অতি বিস্ময় জন্মিয়াছে।

তখন কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! ঐ নিকুম্ভ অতি মহান্ প্রাণী; বিশেষ বৃত্তান্ত বলিতেছি। শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে এই মহাবল দুর্জ্জয় দৈত্য উত্তর কুরু প্রদেশে গমন করিয়া শত সহস্র বৎসর তপস্যা করে। অনন্তর মহাদেব প্রত্যক্ষ হইয়া ইহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তাহাতে অসুর সুরাসুরের অবধ্য তিন দেহ প্রার্থনা করে। ভগবান বৃষধ্বজ মহাদেব বলেন, যে, যদি তুমি আমার, বিষ্ণুর বা ব্রাহ্মণের অহিতাচরণ কর, তাহা হইলেই বিষ্ণু তোমাকে বধ করিবেন, তদ্ভিন্ন অন্য কেহ তোমাকে বধ করিতে পারিবে না। আমি এবং বিষ্ণু, আমরা ব্রাহ্ম-

পের হিতকারী; ব্রাহ্মণেরাই আমাদিগের প্রধান আশ্রয়।

হে পাণ্ডুনন্দন! এই সেই দৈত্য; কোন অস্ত্র দ্বারাই ইহাকে বধ করা যায় না; ইহারই তিন দেহ, এই বর প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকের ঘোর পীড়ার কারণ হইয়াছে। ভানুমতীর অপহরণ সময়ে আমি ইহার এক দেহ নাশ করিয়াছি। দুরাত্মার এই ষট্পুর দেহ অবধ্য। ইহার আর এক দেহ তপস্যা অবলম্বন পূর্ব্বক দিতির আরাধনা করিতেছে। দৈত্য এই যে দেহে ষট্পুরের আধিপত্য করিতেছে, এই দেহই অতি ভয়ানক। নিকুম্ভের জীবন বৃত্তান্ত আমি তোমাকে এই সমস্ত বলিলাম। হে বীর! এখন সত্বর ইহাকে সংহার করিতে যত্ন কর; ইহার পর কথা হইবে।

হে কৌরব! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে রণদুর্জ্জয় অসুর ষট্পুরনামক ভীষণ গুহায় প্রবেশ করিল। গুহার মধ্যে চন্দ্র বা সূর্য্যের আলোক ছিল না; উহা নিজ প্রভায় আলোকিত হইয়াছিল। সুখ, দুঃখ, উষ্ণ, শীত, সমস্ত ঐ স্থানে ইচ্ছানুসারে ভোগ হইত। ভগবান্ কৃষ্ণ দানবের অন্বেষণ ক্রমে ঐ গুহায় প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজাদিগকে দেখিতে পাইলেন; এবং ভয়ানক নিকুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণের অনুমতি ক্রমে বলরাম প্রভৃতি যাদবগণ ও মহাত্মা পাণ্ডবগণ সকলে একত্রে কৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। রুক্মিণীনন্দন কৃষ্ণের আজ্ঞায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দৈত্য ইতিপূর্ব্বে যে সকল ক্ষত্রিয়-যাদবদিগকে গুহামধ্যে আনয়ন করিয়াছিল। রুক্মিণীনন্দন তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহারা সকলে জনার্দ্দনের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আনন্দিত হইয়া নিকুম্ভকে সংহার করিতে সংকল্প করিলেন। হে বীর! তখন রাজগণ প্রদ্যুম্নকে কহিলেন, আমাদিগকে মোচন কর। প্রতাপশালী রুক্মিণীনন্দন ঐ বীর রাজাদিগকে মুক্তিদান করিলেন; সকলে লজ্জিত, বাক্শূন্য ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া, অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে, গোবিন্দ জয়লাভের নিমিত্ত যত্নকারী ভীষণ শত্রু নিকুম্ভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। নিকুম্ভ কৃষ্ণকে গুরুতর পরিঘ প্রহার করিল। কৃষ্ণও নিকুম্ভকে গুরুতর গদা প্রহার করিলেন। গুরুতর আঘাতে আহত হইয়া দুই জনেই মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন পাণ্ডব ও যাদবদিগকে নিতান্ত ব্যথিত দর্শন করিয়া মুনিগণ শুভকামনায় জপ আরম্ভ করিলেন। এবং স্তুতিবাক্য দ্বারা মহাত্মার স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, ভগবান্ বীর কেশব ও দানব উভয়েই চেতনা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধে উদ্যত হইলেন। হে ভরতনন্দন! রণতৎপর দুই জনেই বৃষভ ও গজের ন্যায় শব্দ এবং ক্রুদ্ধ মার্জ্জারদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। রাজন্! অনন্তর দৈববাণী হইল, হে মহাবল! দেব ব্রাহ্মণের কণ্টক স্বরূপ ইহাকে চক্র দ্বারা সংহার করিয়া ধর্ম্ম ও বিপুল কীর্ত্তি লাভ কর। ভগবান্ বিলোকেশ্বরই এই কথা কহিলেন।

অনন্তর সাধুদিগের আশ্রয় গোবিন্দ, যে আজ্ঞা, বলিয়া লোকনাথকে নমস্কার করিয়া দৈত্যকুলনাশক সুদর্শন চক্র পরিত্যাগ করিলেন। নারায়ণকর্ত্তৃকনিক্ষিপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ঐ চক্র নিকুম্ভের মহামূল্য কুণ্ডলশোভিত মস্তক ছেদন করিল। জ্বলন্ত কুণ্ডল মণ্ডিত মস্তক, মেঘাচ্ছন্ন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ময়ূরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। হে নরনাথ! জগত্ত্রাসজনক নিকুম্ভ নিহত হইলে, দেব বিলোকেশ্বর সন্তুষ্ট হই-

লেন। ইন্দ্র স্বর্গ হইতে পুষ্পবর্ষণ করিলেন। দেবদুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল। সমুদায় জগৎ, বিশেষতঃ মুনিগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ গোবিন্দ আনন্দিত হইয়া যাদবগণকে শত শত দৈত্যকন্যা, রাজাদিগকে যথাযোগ্য সান্ত্বনা করিয়া বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও পরিচ্ছদ, পাণ্ডবদিগকে ষট্ সহস্র অশ্ব যোজিত রথ, এবং ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদত্তকে ঐ উৎকৃষ্ট ষট্পুর দান করিলেন।

অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে শঙ্খচক্রগদাধর মহাবল গোবিন্দ ক্ষত্রিয়গণ ও পাণ্ডবদিগকে বিদায় করিয়া, বিশ্বেদেবেশ্বরের উৎসব করিলেন। উহাতে প্রভূত মাংস সূপ, অন্ন ও ব্যঞ্জনের আয়োজন হইল। অন্নপ্রিয় কেশব অনেকানেক দ্বন্দ্বযুদ্ধনিপুণ মল্লকে যুদ্ধ করাইয়া, প্রভূত ধন ও বিবিধ বস্ত্র পুরস্কার দান করিলেন। পরে মাতা, পিতা ও যাদবগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মদত্তকে আমন্ত্রণ ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারকায় যাত্রা করিয়া ঐ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরীর পথ সকল পুষ্প দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল এবং প্রজাগণ হৃষ্ট হইয়া পথে বিষম জনতা উপস্থিত করিয়াছিল। প্রবেশকালে প্রজাগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। যিনি চক্রপাণি নারায়ণের এই ষট্পুর বধ ও বিজয় শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার যুদ্ধে জয় লাভ হয়। অপুত্র ব্যক্তি পুত্র, অধন ব্যক্তি ধন, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগ মুক্তি, ও বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন মুক্তি লাভ করেন। ইহা পুত্রোৎপাদক ও গর্ভোৎপত্তিনাশক। শ্রাদ্ধকালে ইহা পাঠ করিলে, শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়। অমরশ্রেষ্ঠ বিখ্যাতবিক্রম মহাত্মা নারায়ণের এই বিজয়বৃত্তান্ত যে ব্যক্তি সতত পাঠ করেন, তিনি সমুদায় সন্তাপ হইতে মুক্ত হইয়া, চরমে মরণ গতি প্রাপ্ত হন।

যে সহস্রনামা বিরাটপুরুষের পদ ও হস্ত মণি ও কাঞ্চন দ্বারা অলঙ্কৃত, যিনি সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, যিনি জগতের সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা, যিনি চারি সমুদ্রে শয়ন করিয়া থাকেন, যিনি চতুর্ব্বিধ আত্মা, তাঁহার জয় হউক।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৪৪

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি এই মনোরম ষট্পুর নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। হে বৈশম্পায়ন! পূর্ব্বে যে অন্ধক বধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা বর্ণন করুন। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! ভানুমতী হরণ এবং নিকুম্ভের বধবৃত্তান্তও বলুন; আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিষ্ণু নানা দৈত্যকে সংহার করিলে পর, দিতি মরীচিনন্দন কশ্যপের তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। কালোচিত তপস্যা, শুশ্রূষা, আনুকূল্য এবং শীলতায় পরিতুষ্ট হইয়া কশ্যপ তাঁহাকে কহিলেন, হে ভদ্রে! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে সুনিয়ম চারিণি বর প্রার্থনা কর।

দিতি কহিলেন, ভগবন্! দেবগণ আমার পুত্রদিগকে সংহার করিয়াছেন, যাহাকে দেবতারাও সংহার করিতে না পারেন, আমি এইরূপ এক পুত্র প্রার্থনা করি।

কশ্যপ কহিলেন, হে কমললোচনে দেবি দাক্ষায়ণি! তোমার পুত্র মহাদেব ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় দেবতারই অবধ্য হইবে; মহাদেবের উপর আমার কোন ক্ষমতা প্রকাশ করা সাধ্য নহে। অতএব তোমার পুত্রকে সাবধান হইয়া মহাদেব হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

অনন্তর সত্যবাদী কশ্যপ দেবী দিতিকে আলিঙ্গন করিলেন। পরক্ষণে তিনি অঙ্গুলির

গর্ভ হইতে এক পুত্র প্রসব করিলেন। হে কুরুনন্দন! তাহার সহস্র বাহু, সহস্র মুণ্ড, দুই সহস্র পদ, এবং দুই সহস্র চক্ষু। সে বাস্তবিক অন্ধ না হইয়াও অন্ধের ন্যায় চলিত; এইজন্য ঐ স্থানবাসী সকল তাহার নাম অন্ধক রাখিয়াছিল। হে ভরতনন্দন! সে জানিয়াছিল যে সে কাহারও বধ্য নহে, এই জন্য যাবদীয় লোকের প্রতি উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। নিজ বল অবলম্বন করিয়া যাবতীয় রত্ন অপহরণ করিয়া লইল। অপ্সরাদিগকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া নিজ আবাসে বাস করাইল। অতিশয় দুর্দ্দান্ত ও সর্ব্বলোকের ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। পাপমতি অন্ধক অবিদ্যাবশতঃ নিরন্তর পরদার অপহরণ ও পরস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। অধিক কি বলিব, সর্ব্বলোকভয়ঙ্কারী অসংখ্য দানব সহায়ে ত্রিলোক জয় করিতে উদ্যত হইল।

তাহার কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ইন্দ্র পিতা কশ্যপকে কহিলেন, অন্ধক এই এইপ্রকারে এই এই সমস্ত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! হে বিভো! এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য আজ্ঞা করুন। মুনে! সে আমার কনিষ্ঠ; আমি তাহার অত্যাচার কি প্রকারে সহ্য করি। আর সে পূজনীয়া দিতি দেবীর প্রিয় পুত্র; কিপ্রকারেই বা তাহাকে সংহার করি। আমি তাঁহার পুত্রকে বিনাশ করিলে, তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন।

কশ্যপ মুনি দেবেন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি তাহাকে নিবারণ করিব; তোমার সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল হইবে।

অনন্তর কশ্যপ দিতিদেবীর সহিত একত্রিত হইয়া, অনেক কষ্টে অন্ধককে ত্রৈলোক্য বিজয় হইতে নিবারণ করিলেন। কিন্তু সে পরে বাক্য রক্ষা করিল না; দুষ্টাত্মা বিবিধ উপায়ে দেবতা ও অন্যান্য প্রাণীদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। দুর্ম্মতি নন্দনকাননের বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিয়া, উদ্যান ছারখার করিল। স্বর্গ হইতে উচ্চৈঃশ্রবার সন্তান অশ্ব সকলকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিল। দেবতাদিগের সম্মুখ হইতে দিগ্‌গজদিগের সন্তান ও অন্যান্য স্বর্গীয় হস্তীদিগকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল। যাঁহারা যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা দেবতাদিগের তুষ্টিসাধন করিলেন, দেবকণ্টক দুষ্টাত্মা অন্ধক তাঁহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। রাজন! যজ্ঞবিঘ্নকারী অন্ধকের ভয়ে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ আর যজ্ঞ বা তপস্যা করিতে সাহসী হইলেন না। বায়ু তাহার ইচ্ছানুসারে বহিতে লাগিলেন; সূর্য্য তাহার বাসানুরূপ তাপ দিতে লাগিলেন; চন্দ্রমা তাহার ইচ্ছা ভিন্ন নক্ষত্রের সহিত উদিত হইতে পারিল না। অতি ভীষণ বলদর্পিত দুর্ম্মতির জন্য আকাশ পথে বিমান সকল প্রভা বিস্তার করিতে সমর্থ হইল না। হে বীর! অতি ভীষণস্বভাব অন্ধকের ভয়ে জগতে বষট্‌কার এবং ওঁকার লোপ পাইল। পাপাত্মা একে একে উত্তর কুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল ও জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করিল। দেব, দানব এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাশালী অন্যান্য লোক সকলেই তাহাকে মান্য করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আক্রান্ত হইয়া সকলে মিলিয়া অন্ধকের বধোপায় বিষয়ে পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি কহিলেন, মহাদেব ভিন্ন আর কাহারও হইতে ইহার মৃত্যু হইবে না। কশ্যপ যখন ইহাকে বরদান করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, যে মহাদেবের হস্ত হইতে আমি ইহাকে রক্ষা করিতে পারিব না। অতএব এক্ষণে সেই উপায় চিন্তা করা যাউক, যাহাতে সংহার কর্ত্তা সনাতন শঙ্কর জানিতে

পারেন যে সকল প্রাণীই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। দেব শঙ্কর জগতের প্রভু ও সাধুদিগের আশ্রয়; তিনি বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইলে অবশ্যই সকলের নয়নজল মার্জ্জন করিবেন। জগদ্গুরু দেবদেব মহাদেবের কার্য্যই এই; বিশেষ তিনি সাধুব্রাহ্মণদিগকে দুষ্ট ব্যক্তি হইতে অবশ্যই রক্ষা করিবেন। অতএব চলুন, আমরা সকলে গিয়া নারদের শরণাগত হই; তিনি এবিষয়ের উপায় জানিতে পারেন; কারণ তিনি মহাদেবের রহস্য।

বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ সকল তপোধন নারদের নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে ঐপ্রকার করিতে অনুরোধ করিলেন; তিনিও তাঁহাদিগের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন।

অনন্তর ঋষিগণ প্রস্থান করিলে পর নারদ মুনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিপ্রকারে ঐ কার্য্য সম্পাদন করিবেন। শেষে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মন্দার বনে গমন করিলেন; দেব বৃষধ্বজ ঐ বনে নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন। মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ শূলপাণির প্রিয় ঐ মন্দার বনে এক রাত্রি বাস করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে আগমন করিলেন। আসিবার কালে মন্দার পুষ্পে মালাগ্রন্থন করিয়া আনিয়াছিলেন। রাজন্! মুনি সর্ব্বোত্তম গন্ধশালিনী ঐ মালা গলদেশে অর্পণ করিয়া, বলদর্পিত অন্ধক যথায় বসতি করিত, তথায় গমন করিলেন। অন্ধক মন্দারকুসুমের ঐ উত্তম-গন্ধশালিনী মালা দর্শন ও উহার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহামুনে! মনোহরজাতীয় পুষ্প কোথা হইতে আনিলেন। ইহার বিবিধ গন্ধ ও বর্ণ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে। এই পুষ্প স্বর্গের সর্ব্বপ্রকার মন্দার পুষ্পকেই সর্ব্ববিষয়ে অতিক্রম করিয়াছে। যে দেশে এই পুষ্প আছে, তাহার অধিপতি কে? আপনি আমাকে ঐদেশে লইয়া যাইতে পারেন কি না? হে দেবগণের অতিথি! আমরা আপনার; যদি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করা আপনি কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহা হইলে সমুদায় প্রকাশ করুন।

হে ভরতনন্দন! তখন মহাত্মা তপস্যার আধার মুনিশ্রেষ্ঠ ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার বক্তব্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীর! মন্দরনামে প্রধান পর্ব্বতে এক বন আছে; প্রাণী মাত্রেরই ঐ বনে গমন করিতে ইচ্ছা হয়। এই প্রকার পুষ্প ঐ বনেই আছে। এই পুষ্প-দেব শূলপাণির সৃষ্টি। মহাদেবের অনুমতি না হইলে কেহই বনমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রধান প্রধান প্রমথগণ ঐ বন রক্ষা করিতেছে। ঐ সকল প্রমথ নানা-অস্ত্র শস্ত্রধারী ও বিকটাকার। মহাদেবের আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়াতে উহারা অজেয়; কোন প্রাণীই উহাদিগকে সংহার করিতে পারে না। সর্ব্বোৎপত্তিকারণ সর্ব্বস্বরূপ সোমমূর্ত্তি হর প্রমথগণের সহিত নিত্য ঐ বনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হে কশ্যপনন্দন! বিশেষ প্রকার তপস্যা দ্বারা ত্রিভুবনেশ্বর হরের আরাধনা করিলেই মন্দার পুষ্প প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরের প্রিয় মন্দার বৃক্ষ সকল স্ত্রীরত্ন, মণিরত্ন ও অন্যান্যপ্রকার যাবদীয় বাঞ্ছিত রত্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। হে অতুলবিক্রমশালিন্! তথায় সূর্য্যের উত্তাপ বা চন্দ্রের আলোক নাই। ঐ বৃক্ষের বন নিজ প্রভাতেই আলোকিত। ঐ স্থানে কোনপ্রকার দুঃখই নাই। কামনা মাত্র ঐ সকল বৃক্ষ হইতে বিবিধ গন্ধ বহির্গত এবং বিবিধ বস্ত্র, বিবিধ সুগন্ধী রস, আর চোষ্য লেহ্য প্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য ও পেয় এবং অন্যান্য যে কোন দ্রব্য সমস্তই পতিত হয়। হে বীর! তুমি নিশ্চয় জানিবে মন্দারবনে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কি ক্ষোভ, চিন্তা কিছুই নাই।

আমি একাদিক্রমে শতবৎসর বর্ণন করিলেও তোমার নিকট মন্দারবনের সমস্ত গুণ বর্ণনা করিতে সমর্থ হইব না। ফলতঃ সে স্থানের যে সমস্ত গুণ, তাহা স্বর্গের সমস্ত গুণ হইতেই বহুগুণে উৎকৃষ্ট। হে অসুরশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি সে স্থানে একদিন মাত্র বাস করে, তাহার শত শত ইন্দ্রকে বিলক্ষণ রূপে পরাজয় করা হয়। বাস্তবিক আমার মতে ঐ স্থান স্বর্গেরও স্বর্গ; সুখেরও সুখ, এবং সর্ব্ব জগতের সার।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৪৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতনন্দন! মহাসুর অন্ধক নারদের মুখে প্রকৃত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মন্দর পর্ব্বতে গমন করিতে মনস্থ করিল। অতি তেজস্বী মহাবল ঐ দানব অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া অসুরদিগকে লইয়া মহাদেবের নিবাসস্থান মন্দরপর্ব্বতে গমন করিল। মন্দর মহামেঘে আচ্ছন্ন ও মহৌষধি গণে পরিব্যাপ্ত। অসংখ্য সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ তথায় বাস করিতেছেন। চন্দন, অগুরু, ও সরল বৃক্ষ যে ঐ পর্ব্বতে কত আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্নরগণ নিরন্তর গান করাতে পর্ব্বত নিরতিশয় মনোরম স্থান হইয়া আছে। শত শত হস্তী দল বদ্ধ হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে বনরাজি বায়ুবেগে আন্দোলিত ও উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বত নৃত্য করিতেছে। কোন স্থান বিগলিত নানাবর্ণের ধাতুতে লিপ্ত হওয়াতে যেন চন্দন লেপনের শোভা হইয়াছে। কোথাও বা পক্ষিগণ সুমধুর গান করাতে বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বত গান করিতেছে। শুভ্রপক্ষ হংস সকল দলে দলে ইতস্ততঃ পতিত হইয়া ঐ ঐ স্থান আচ্ছন্ন করিতেছে। দৈত্যনাশকারী মহাবল মহিষকুল বিচরণ করিতেছে। জ্যোৎস্নার ন্যায় শুভ্রকান্তি সিংহ সকল হিমরাশি আবরণ করিয়া আছে। এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মৃগও মৃগযূথ তথায় বাস করিতেছে।

বলগর্ব্বিত দানব মূর্ত্তিমান্ মন্দর পর্ব্বতকে কহিল, তুমি নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছ যে পিতার বরদানহেতু আমি অবধ্য হইয়াছি। চরাচর ত্রৈলোক্য সমস্তই আমার বশবর্ত্তী। হে পর্ব্বতবর! ভয়ে কেহ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করে না। তোমার সানুদেশে পারিজাতের বন আছে; ঐ বন সর্ব্বকামনাপূর্ণকারী পুষ্পগণে ভূষিত ও উৎকৃষ্ট রত্ন স্বরূপ; অতএব তুমি বল, আমি তোমার সানুদেশস্থ ঐ বন উপভোগ করি। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিবে। আমার মন ঐ বনের প্রতি সত্বর ধাবিত হইতেছে। আমি যদি তোমাকে আক্রমণ করি, তাহা হইলে তোমাকে ত্রাণ করে এরূপ ব্যক্তি দেখি না।

এই কথা শুনিয়া মন্দর সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অনন্তর বরদান হেতু গর্ব্বিত অন্ধক অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিল, এবং বলিল, পর্ব্বত! আমি প্রার্থনা করিলাম, তথাপি তুমি গ্রাহ্য করিলে না; এই জন্য আমি তোমাকে চূর্ণ করি, তুমি আমার বল দর্শন কর।

বরদানগর্ব্বিত অসুর এইপ্রকার কহিয়া পর্ব্বতের বহুযোজনবিস্তৃত শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া যাবদীয় অসুরের সহিত ঐ শৃঙ্গ অন্য শৃঙ্গে ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

মন্দরের অভ্যন্তরে বিবিধ নদী প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। এক্ষণে ঐ পর্ব্বতকে ভগ্ন করা হইতেছে জানিয়া ভগবান্ রুদ্র পর্ব্বতের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। মহা-

রাজ! তাঁহার অনুগ্রহে পর্ব্বত পূর্ব্ব অবস্থাই প্রাপ্ত হইল। গজ ও মৃগগণ সেই রূপই মত্ত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। আকাশ হইতে পতিত বিবিধ নদী সেই রূপেই মনোহর কাননে প্রবাহিত হইতেলাগিল।

অনন্তর অসুরেরা যে সকল ভীষণ পর্ব্বত শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল, ঐ সমস্ত ঐ সকল অসুরদিগকেই সংহার করিতে লাগিল। রাজন্! মহাসুরগণ যে সকল শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল, ঐ সমস্ত শৃঙ্গ উহাদিগকেই বিনাশ করিতে লাগিল। যে সকল অসুর অলঙ্কৃত হইয়া পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিল, মহাপর্ব্বত মন্দরের শৃঙ্গ সকল কেবল তাহাদিগকে সংহার করিল না।

অনন্তর অন্ধক সেনাদিগকেবিনাশিত হইতে দর্শনকরিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোর সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল, যাহার বল, আমি আহ্বান করিতেছি, সেই আসিয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হউক্। পর্ব্বত! তুমি ছলপূর্ব্বক অস্মৎপক্ষীয়দিগকে সংহার করিলে কেন?

অন্ধক এইকথা কহিলে, মহেশ্বর অন্ধককে সংহার করিবার বাসনায় ত্রিশূল উদ্যত করিয়া বৃষভারোহণে আগমন করিলেন। প্রমথ ও ভূতগণ তাঁহার অনুগামী হইল। মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলে ত্রৈলোক্য কম্পিত হইয়া উঠিল। সাগর সমুদায়ের জল প্রজ্বলিত হইয়া বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। হরের তেজে দশ দিকে অগ্নিদাহ উপস্থিত হইল। বিরুদ্ধ গ্রহ সকল পরস্পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। হে কুরুকুলধুরন্ধর! ঐ সময়ে পর্ব্বত সকল বিচলিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রের প্রভা উষ্ণ ও সূর্য্যের কিরণ শীতল হইল। কি ব্রহ্মা, কি ব্রহ্মবাদী মুনি সকল, কেহই তৎকালে আপনাআপনাকে জানিতে পারিলেন না। ঘোটকী গোবৎস, এবং গাভী অশ্বশাবক প্রসব করিতে লাগিল। কেহ ছেদন না করিলেও বৃক্ষ সকল ভস্মসাৎ হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। বৃষভ সকল গাভী সকলকে পীড়ন ও গাভী সকল বৃষভ আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে যাতুধান, রাক্ষস ও পিশাচ সকল জীবদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল।

মহাদেব প্রকৃতির উক্তপ্রকার বিপরীত ভাব দর্শন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট শূল নিক্ষেপ করিলেন। মহাদেব কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত দুর্দ্ধর্ষ ঐ শূল অন্ধকের বক্ষঃস্থলে গিয়া পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সাধুগণের কণ্টকস্বরূপ ভীষণস্বভাব অন্ধককে ভস্মসাৎ করিল।

সাধুদিগের কণ্টক অন্ধকের সংহার হইলে পরে সমস্ত দেব ও তপোধন মুনিগণ শঙ্করের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবদুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল এবং পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। রাজন্! চিন্তা দূর হওয়াতে ত্রিলোক সুস্থ হইল। দেব ও গন্ধর্ব্ব সকল গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণগণ জপ ও যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দেবতাদিগকে তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; গ্রহগণ প্রকৃতিস্থ হইল; নদী সকল পূর্ব্বের ন্যায় বহিতে লাগিল। জলে আর অগ্নি জ্বলিল না। দিক্ সমস্ত নির্ম্মল হইল; মন্দর পর্ব্বত সর্ব্বতেজোবৃদ্ধিহেতু সাতিশয় শ্রীমান্ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সোমমূর্ত্তি ভগবান্ হরও ধর্ম্মানুসারে দেবতাদিগের পথ পরিষ্কার করিয়া পারিজাতবনে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

—০—

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ১৪৬

জনমেজয় কহিলেন, মুনে! শ্রবণ করিবার উপযুক্ত অন্ধকবধ শ্রবণ করিলাম,

ধীমান্ মহাদেব ত্রিলোকের শান্তি বিধান করিয়াছিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি যে জন্য যে প্রকারে নিকুম্ভের দ্বিতীয় দেহ সংহার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনাকে তাহা বলিতে হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজর্ষে! তোমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, অতএব তোমাকে অতুলতেজা লোকনাথ হরির চরিত অবশ্যই বলিতে হইল। দ্বারকাবাস কালে একদা পিণ্ডারকতীর্থ যাত্রা উপলক্ষে হরি সমুদ্র-গমনে অভিলাষী হইলেন। নগর রক্ষার্থ উগ্রসেন ও বসুদেবকে রাখিয়া সকলেই বহির্গত হইলেন। রাজন্! বলদেব, ধীমান্ লোকনাথ জনার্দ্দন ও কুমারগণ পৃথক্ পৃথক্ বহির্গত হইলেন। রূপবান্ ও সুন্দররূপে অলঙ্কৃত বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণের সহিত সহস্র সহস্র বেশ্যা নির্গত হইল। হে বীর! অচলবিক্রম যাদবগণ দৈত্যনগরী জয় করিয়া সহস্র সহস্র বেশ্যাকে দ্বারকায় বাস করাইয়াছিলেন। তাহারা মহাত্মা কুমারগণের সাধারণ ক্রীড়ানায়িকা ছিল। রাজন্! কুমারগণ গুণ দেখিয়া যাঁহার যাহাকে ইচ্ছা ভোগ করিতেন। স্ত্রীর জন্য যদুবংশীয়দিগের পরস্পর বিবাদ না ঘটে, এই উদ্দেশে বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণ যদুবংশীয়দিগের মধ্যে উক্তপ্রকার নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যদুবংশশ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী বলরাম অনুরাগিণী একমাত্র রেবতীতেই আসক্ত ছিলেন; তিনি কাদম্বরীপানে মধুরভাষী ও বনমালায় ভূষিত হইয়া রেবতীর সহিত সাগরজলে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বদর্শী কমললোচন গোবিন্দ যত স্ত্রী তত দেহ ধারণ করিয়া ষোড়শ সহস্র মহিষীকে ক্রীড়া করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজন্! নারায়ণের স্ত্রীগণের মধ্যে সকলেই মনে করিতে লাগিলেন, আমিই কেশবের প্রেয়সী, কেশব আমারই সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন। সকলেরই গাত্রে সুরত-চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল; সকলেই সুরত-ক্রীড়ায় সন্তুষ্ট হইলেন; এবং কৃষ্ণের আদর হেতু সকলেই কৃষ্ণের প্রতি আদর প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমিই প্রেয়সী, আমিই প্রেয়সী কৃষ্ণের স্ত্রীগণ সকলেই এইপ্রকার মনে করিয়া তুষ্ট হইয়া আপনা আপনাকে শ্লাঘ্য মনে করিতে লাগিলেন। বিমলনয়নাগণ কুচে ও অধরে নখক্ষত ও দন্তক্ষত দর্পণে যতই দর্শন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের আহ্লাদ ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কৃষ্ণস্ত্রীগণ নয়ন দ্বারা কৃষ্ণকে যেন পান করিতে করিতে কৃষ্ণের নাম গোত্র উদ্দেশ করিয়া গান করিতে লাগিলেন। একের প্রতি মন ও দৃষ্টি নিযুক্ত, এবং একের প্রতি অনুরাগ থাকাতে মনোমোহিনী নারায়ণস্ত্রীগণের মূর্ত্তি দ্বিগুণতর মোহিনী হইল। নারায়ণ সকলেরই মনোভিলাষ চরিতার্থ করিতেছিলেন; অতএব সকলেরই মন ও দৃষ্টি এক নারায়ণেই সমভাবেই, নিযুক্ত হওয়াতে কেহ কাহারও ঈর্ষ্যা করিলেন না। কেশব বল্লভ ভাব প্রকাশ করাতে গর্ব্বভরে সকলেরই মস্তক সমভাবে উন্নত হইল। জিতেন্দ্রিয় কেশব বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্রের নির্ম্মল জলে সকল মহিষীরই সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। হে বীর! বাসুদেবের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্র লবণশূন্য সর্ব্বগন্ধপরিপূর্ণ নির্ম্মল জল প্রবাহিত হইতে লাগিল। মেঘ যেমন মহাসাগরে জল বর্ষণ করে, নারী সকল তেমনি কেহ কেহ গুল্ফ পর্য্যন্ত, কেহ কেহ জানু পর্য্যন্ত, কেহ কেহ উরুপর্য্যন্ত, কেহ কেহ বা স্তন পর্য্যন্ত মগ্ন হইয়া যাহার যত ইচ্ছা কৃষ্ণের প্রতি জলসেক করিতে আরম্ভ করিলেন। মেঘ যেমন পুষ্পিত লতার উপর বর্ষণ করে, গোবিন্দও তেমনি তাঁহাদিগের উপর জল বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি হরিণনয়না ভামিনী

হরির কণ্ঠ ধারণ করিয়া বলিলেন, আমাদিগকে আলিঙ্গন কর; আমরা পাড়লাম। কেহ কেহ ক্রৌঞ্চাকার, কেহ কেহ ময়ূরাকার, কেহ কেহ গজাকার, কেহ কেহ মকরাকার, কেহ কেহ বা মীনাকার কাষ্ঠময়, অপরাপর কতকগুলি বা অপরাপর আকারের ভেলক অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণের আনন্দ উৎপাদন পূর্ব্বক জলে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা স্তনকুম্ভেই নির্ভর করিয়া ভাসমান হইলেন। নারায়ণ আনন্দে রুক্মিণীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যে কার্য্য করিলে দেবশ্রেষ্ঠ গোবিন্দের আনন্দ হয়, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পতির হিতাকাঙ্ক্ষিণী পদ্মলোচনা নারায়ণপত্নী সকল; সেই কার্য্যই করিতে লাগিলেন। কোন কোন কমললোচনা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান, কেহ কেহ বা বিবিধ হাব ভাব প্রকাশ করিয়া জলে বাসুদেবের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। যে স্ত্রীর যেরূপ মনোগত অভিলাষ, অন্তর্যামী কেশব সেই রূপেই সেই সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিলেন। সনাতন ভগবান্ ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও সর্ব্বশক্তিমান্; তথাপি দেশ কাল অনুসারে কামিনীর বশীভূত হইলেন। জনার্দ্দন কালোচিত রূপ ধারণ করাতে, সকল কামিনীই মনে করিলেন, ইনি কুলে ও শীলে আমাদিগের উপযুক্ত স্বামী। কৃষ্ণ সকলের প্রতিই সমান আদর প্রদর্শন করিয়া হাস্য পূর্ব্বক সকলকে সম্ভাষণ করিতেছিলেন; প্রণয়িনী স্ত্রীগণ সকলেই তাঁহাকে কামনা এবং ভক্তিভাবে সমাদর করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুমারগণও কামিনীগণ লইয়া পৃথক্ পৃথক্ ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গুণাকর বীরগণ সাগরের জল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। রাজন্! ঐ সকল কামিনীকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা নৃত্য গীতের বিবিধপ্রকার জানিত এবং অত্যন্ত আদর প্রকাশ করিত; সুতরাং কুমারগণ তাহাদিগের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যাদবশ্রেষ্ঠগণ ঐ সকল উত্তমা স্ত্রীর গীত, অভিনয় ও তূর্য্য বাদ্য শ্রবণ ও দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

জীবের দমন করা কৃষ্ণের কার্য্য; এই জন্য তিনি এই সময়ে অপ্সরা পঞ্চচূড়া এবং কুবের ও মহেন্দ্র লোকের প্রধান প্রধান অপ্সরাদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহারা আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণের চরণে পতিত হইল। অচিন্ত্যস্বরূপ জগৎপ্রভু তাহাদিগকে উত্থান ও মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে সুন্দরীগণ! তোমরা যাদবগণের ক্রীড়ানুবর্ত্তী হইয়া নির্ভীক চিত্তে প্রবেশ কর এবং আমার প্রিয় সাধনের জন্য যাদবদিগকে বিহার করাও; ক্রীড়া কৌতুক ও অভিনয় সম্বলিত বিবিধ বাদ্যে তোমাদিগের সমস্ত গুণ প্রদর্শন কর। এইরূপ করিলে, আমি তোমাদিগের যে কোন অভিলাষ পূর্ণ করিব। যাদবগণে ও আমাতে কোন ভেদ নাই; ইহারা আমার শরীরান্তরমাত্র। তখন প্রধানা অপ্সরা সকল কৃষ্ণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া যাদবগণের ক্রীড়ানুবর্ত্তী হইয়া প্রবেশ করিল।

রাজন! আকাশে মেঘরাজি যেমন বিদ্যুৎ সংযোগে উদ্ভাসিত হয়, অপ্সরোগণ প্রবেশ করিবামাত্র তেমনি মহাসাগর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহারা স্থলের ন্যায় জলে অবস্থিতি করিয়া জলবাদ্য বাদন করিতে আরম্ভ করিল, এবং স্বর্গের ন্যায় সম্যক্ রূপে অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইল। দীর্ঘলোচনা অঙ্গনা সকল দিব্য গন্ধ, মালা, ও বস্ত্র, এবং যাদবগণের মনোমত হাব, ভাব, হাস্য, ভঙ্গি, কটাক্ষ, ইঙ্গিত হাস্য, প্রণয়-

কোণ, ও মানভঞ্জন, দ্বারা যাদবগণের মন হরণ করিল, মহিমাবশবর্ত্তী যাদবগণকে বার বার আকাশে তুলিয়া বিবিধ বায়ুর উপর লইয়া ক্রীড়া করাইতে লাগিল; পরে যাদবগণ তাহাদিগকে আবার নিম্নে আনয়ন করিলেন।

কৃষ্ণও কুমারগণের সন্তোষের জন্য আনন্দিত হইয়া ষোড়শসহস্র স্ত্রীর সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাদববীরগণ সকলেই কৃষ্ণের প্রভাব জানিতেন, সুতরাং এই ব্যাপার দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজন্! কেহ কেহ রৈবতক পর্ব্বতে, কেহ কেহ গৃহে, কেহ কেহ বা বনকাননে, কেহ কেহ বা অন্যান্য অভীষ্ট স্থানে গমন করিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। সাগরের জল পান করা যায় না; কিন্তু অতুলতেজস্বী লোকনাথ বিষ্ণুর আজ্ঞায় সাগরসলিল পান করিবার উপযুক্ত হইল। কমললোচনা সকল হস্ত ধারণ করিয়া ইচ্ছানুসারে একত্রে স্থলের ন্যায় জলে দৌড়িতে আবার মগ্ন হইতেও লাগিলেন। বিবিধ প্রকারে চোষ্য লেহ্যাদি ভক্ষ্য ভোজ্য এবং পেয় তাঁহারা ইচ্ছা করিবামাত্রই উপস্থিত হইতে লাগিল। অম্লান মাল্যধারিণী নারী সকল স্বর্গে দেবগণের বিহার অবলম্বন করিয়া আনন্দিত যাদবগণকে বিবিধপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

অবিশ্রান্ত যাদবগণ স্নান ও অনুলেপন সমাধা করিয়া সায়াহ্ন কালে পরমানন্দে গৃহবেষ্টন প্রাচীরাকার নৌকাযোগে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে কৌরবনন্দন! বিশ্বকর্ম্মা ঐ সকল নৌকার মধ্যে প্রশস্ত চতুষ্কোণ, গোলাকার, স্বস্তিকাকার, মন্দর সদৃশ, মেরুসদৃশ, বিবিধ বিহঙ্গাকার কৈলাস সদৃশ বৃত্তাকার, ক্রীড়ার্থ নির্ম্মিত গরুড়াকার, হংসাকার, শুকাকার, গজাকার ও অন্যান্য বিবিধাকার গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সকলগৃহই মরকত, চন্দ্রকান্ত, ও সূর্য্যকান্ত মণি এবং অন্যান্য বিবিধ চিত্র দ্বারা চিত্রিত; বৈদূর্য্য নির্ম্মিত তোরণ সকলও মণি দ্বারা খচিত ও নানা প্রকারে চিত্রিত। কর্ণধারগণ সুবর্ণ প্রভায় সমুজ্জ্বল নৌকাসকলের কর্ণ ধারণ করিলে পর সাগরের উত্তাল তরঙ্গাকুল সলিল শোভিত হইয়া উঠিল। অত্যুন্নত চিক্কণকান্তি পোত, সামগ্রীসম্ভারপূর্ণ নৌকা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রীড়া-তরণী, তিনপ্রকার জলযানে সাগর শোভিত হইল। হে ভরতনন্দন! বিমান সকল যেমন আকাশে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, যাদবগণের জলযান সকল তেমনি সাগরজলে ভাসমান হইতে লাগিল। নন্দনকাননসদৃশ নৌকাসকলে বিশ্বকর্ম্মা নন্দনকাননের ন্যায় সমস্তই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উদ্যান, সভা, বৃক্ষ, দীর্ঘিকা ও বাস, সমস্তই নন্দনের ন্যায়ই রচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণের আজ্ঞায় স্বর্গতুল্য অন্যান্য যান সকলে সংক্ষেপে স্বর্গের ন্যায় সমস্তই নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। কানন সকলে পক্ষিকুল অতুলতেজা যাদবগণের মন মুগ্ধ করত সুমধুর সঙ্গীত করিতেছিল। স্বর্গলোকজাত শ্বেতবর্ণ কোকিল সকল যদুদিগের বাঞ্ছিত বিবিধ মিষ্টরব করিতেছিল; চন্দ্রাংশুধবল প্রাসাদ পৃষ্ঠে মধুররাবী ময়ূরগণ বনকুক্কুটগণের সহিত নৃত্য করিতেছিল। নৌকার পতাকা সকলে পক্ষিকুল ব্যাকুলভাবে বসিয়াছিল, এবং ভ্রমর সকল মালায় বসিয়া গুণ গুণ স্বরে গান করিতেছিল।

রাজন্! নারায়ণের আজ্ঞাক্রমে বৃক্ষ সকল রাশি রাশি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল; ঋতু সকলও আকাশ হইতে স্ব স্ব অনুরূপ পুষ্প বিকিরণ করিতে আরম্ভ করিল। পুষ্পের রজোযুক্ত চন্দনের ন্যায় শীতল রতিখেদহারী সুখস্পর্শ বায়ু বহিতে লাগিল।

বায়ু ইচ্ছানুসারে উষ্ণ ও ইচ্ছানুসারে শীতল হইল। ক্রীড়া কালে বাসুদেবের প্রসাদে কি ক্ষুধা কি তৃষ্ণা, কি শ্রম, কি চিন্তা, কি শোক কিছুই অভিভূত করিতে পারিল না।

এইরূপে যাদবগণের সাগরক্রীড়া হইতে লাগিল। তূর্য্যধ্বনি ও নৃত্যগীতের বিশ্রাম রহিল না। ইন্দ্রতুল্য যাদবগণ কৃষ্ণের আশ্রয়ে জলময় সাগরের বহুযোজন ব্যাপিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা দেব নারায়ণের মহিষীদিগের উপযুক্ত যান সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজন্! ত্রৈলোক্যে যে যে বস্তু উৎকৃষ্ট, অমিততেজা কৃষ্ণের যানে সে সমস্তই আহরণ করা হইয়াছিল। হে ভারতনন্দন! কৃষ্ণস্ত্রীদিগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান নিরূপণ করা হইয়াছিল। ঐ সকল স্থান বৈদূর্য্য মণি, উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, ও সর্ব্বঋতুর কুসুমে। বিভূষিত এবং সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধে আমোদিত। স্বর্গবাসীগণ শুভ মঙ্গলগীত দ্বারা যদুশ্রেষ্ঠদিগের স্তব করিতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৪৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, আজানুলম্বিতবাহু বলরাম রেবতী সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহার গাত্র সরস চন্দনে লিপ্ত চক্ষু রক্তবর্ণ ও শ্রী অতি সুন্দর। তিনি কাদম্বরী পান করিয়া বাচাল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবং তাঁহার পদ স্খলিত হইতেছিল। চন্দ্রকিরণের ন্যায় গৌরবর্ণ মদরায় মত্তলোচন রাম নীলবর্ণ বসন ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া মেঘমধ্যে ভগবান্ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার এক কর্ণে বিমল কুণ্ডল শোভিত, এবং ভুবন মনোহর পদ্ম। তিনি প্রিয়ার মনোহর মুখ ও বক্র কটাক্ষ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর কংসের ও নিকুম্ভের শত্রু কৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে মনোমোহিনী সুন্দরগাত্রী অপ্সরা সকল রেবতীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বলদেবের স্বর্গসমান আলয়ে আনন্দে আগমন করিল। এবং রেবতী ও বলদেবকে নমস্কার করিয়া বাদ্যের তালে তালে নৃত্য, কেহ কেহ বা গান আরম্ভ করিল। পরে বলদেব ও রেবতী আজ্ঞা করিলে অপ্সরাগণ তাঁহাদিগের প্রয়োজন, মন ও ইচ্ছামত হস্ত চালনাদি দ্বারা শিক্ষিত হাবভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিতে লাগিল। কেহ কেহ ঐ দেশের ভাষা, আকৃতি ও বেশ অবলম্বন করিয়া হস্তে তাল দিয়া বিবিধ ভাব ভঙ্গি প্রকাশপূর্ব্বক মধুর গান করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলরাম ও কৃষ্ণের কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিয়া স্তুতিগান আরম্ভ করিল। কৃষ্ণ যে প্রকারে কংস ও প্রলম্বাদিকে বধ, রঙ্গস্থলে চাণূরকে বিনাশ, যশোদার জন্য দামোদর নাম লাভ, অরিষ্ট ও ধেনুকের বধ, ব্রজে বাস, শকুনিবধ, যমলার্জ্জুনভঙ্গ, সবৎস গাভীগণের সৃষ্টি, যমুনাহ্রদে কালীয় দমন, শঙ্খাদিনিধিগণ রক্ষিত হ্রদ হইতে পদ্মোৎপল উত্তোলন, গাভিগণের জন্য গোবর্দ্ধনধারণ, জন্মরহিত হইয়া ও বামন না হইয়াও আপনাকে যেমন বামন করিয়াছিলেন, তেমনি চন্দনপেষিকা কুব্জার কুব্জভাব দূর করিয়াছিলেন; বলরাম যেরূপে গোভবিনাশ, হলায়ুধনাম ধারণ, মুরদৈত্য সংহার গান্ধারকন্যার পরিণয় কালে মহারণ মহাবল রাজগণের সহিত যুদ্ধ. সুভদ্রা হরণ কালে এবং বালাহক ও জম্বুমালীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ, ইন্দ্রের সমক্ষে যুদ্ধ জয় করিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রত্ন আহরণ করিয়াছিলেন, সুন্দরী অপ্সরা সকল কৃষ্ণবলরামের আনন্দজনক এই সমস্ত ও অন্যান্য কর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ কীর্ত্তি গান করিতে লাগিল। বর্দ্ধিতশ্রী রাম কাদম্বরী পান করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন; তিনিও

হস্তে তাল দিয়া রেবতী সমস্তিব্যাহারে অনুরূপ মধুর সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিলেন। রামকে গান করিতে ও অপ্সরোদিগকে আনন্দিত হইতে দেখিয়া মহাত্মা কৃষ্ণ তাঁহাকে আনন্দিত করিবার নিমিত্ত সত্যভামার সহিত গান আরম্ভ করিলেন। নরলোকের প্রধান বীর অর্জ্জুনও সমুদ্রযাত্রা উপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তিনিও সুভদ্রা সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের সহিত গান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজন্! ক্রমে ক্রমে গদ, সারণ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি, সত্যভামার তনয় সুন্দরমূর্ত্তি চারুদেষ্ণ, রামের তনয় বীরশ্রেষ্ঠ নিশঠ ও উল্মুক, অক্রূর, সেনাপতি শঙ্কর, ও অন্যান্য প্রধান প্রধান যাদবগণ সকলেই গান আরম্ভ করিলেন।

হে বিপুলযশ নৃপ! কৃষ্ণের উৎকৃষ্ট জাতীয় প্রধান প্রধান যাদবগণ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ নৌকা গানধ্বনিতে উত্তরোত্তর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বীর! যাদবশ্রেষ্ঠগণ অতিনিমগ্ন হইয়া সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিলে, সমস্ত জগৎ আনন্দিত এবং সর্ব্ব দুঃখ দূর হইল।

রাজন্! অনন্তর দেবলোকের অতিথি নারদ মুনি মধুর ও কেশির শত্রু কৃষ্ণের মনস্তুষ্টি করিবার জন্য আগমন করিয়া যাদবগণের মধ্যে গান করিতে আরম্ভ করিলেন; তৎকালে তাঁহার জটাবন্ধনের এক পার্শ্ব বিগলিত হইয়া পড়িল হে রাজপুত্র! অপ্রমেয়াত্মা নারদই ঐস্থলে গানের নেতা হইলেন; এবং সকলের মধ্যভাগে গমন করিয়া বিবিধ অঙ্গ ভঙ্গি ও লীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সত্যভামা, কেশব, অর্জ্জুন, সুভদ্রা বলদেব ও রেবতীর প্রতি বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বার বার হাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিহাস করাই তাঁহার স্বভাব, তিনি অঙ্গাদি চালনা, হাস্য, ও লীলা অনুকরণ এবং অন্যান্য ভঙ্গি করিয়া ধৈর্য্যশালিনী সত্যভামা প্রভৃতিকে হাসাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত মুনি যে সে কথা উপলক্ষ করিয়া চীৎকারের উপর চীৎকার এবং হাস্যের সময় উপস্থিত হইলে হাস্যের উপর হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কৃষ্ণের ইঙ্গিতজ্ঞা যুবতী সকল কৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে নারদকে জগতের প্রধান প্রধান সুদৃশ্য রত্ন ও বস্ত্র, স্বর্গীয় পারিজাত পুষ্পের মালা, মুক্তামালা ও সর্ব্ব ঋতুর পুষ্পের মালা দান করিলেন।

অনন্তর গান শেষ হইলে, ভগবান্ কৃষ্ণ মহাত্মা নারদমুনির, সত্যভামার ও অর্জ্জুনের হস্ত ধারণ করিয়া সমুদ্রে পতিত হইলেন; এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া সাত্যকিকে কহিলেন, আইস, আমরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া জলে পতিত হই; পুনর্ব্বার আমাদিগের জলকেলি আরম্ভ হউক। আমার পুত্রগণ ও অর্দ্ধযাদবগণের অর্দ্ধেকের সহিত বলদেব এক দলের অধিনায়ক হউন; যাদবগণের অপর অর্দ্ধ ও বলদেবের পুত্রগণ আমার পক্ষে আসুন।

অনন্তর কৃষ্ণ করযোড়ে দণ্ডায়মান সাগরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আজ্ঞা করিলেন, তোমার জল সুগন্ধ, মিষ্ট ও কুম্ভীরাদিশূন্য হওয়া আবশ্যক। বেলাভূমিও যেন সুদৃশ্য ও নানারত্নে বিভূষিত হয়; এবং তাহাতে বিচরণ করিতে হইলে যেন পদে ব্যথা না জন্মে। আর যে ব্যক্তি মনোমধ্যে যে কোন বস্তু কামনা করিবে, তোমাকে তাহাই দান করিতে হইবে; আমার প্রভাবে তুমি মন জানিতে পারিবে। যিনি যেমন বাঞ্ছা করিবেন, তদনুসারে তোমার জল পেয় বা অপেয় হওয়া আবশ্যক। তোমাতে মৎস্য সকল বৈদূর্য্য, মুক্তা, মণি ও স্বর্ণ দ্বারা চিত্রিত হইয়া যেন মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে। তোমাতে বস্ত্র এবং

সুগন্ধি, সুখস্পর্শ, সুরস, ভ্রমরসেবিত মনোহর মধুপূর্ণ পদ্ম সকল থাকা আবশ্যক। তুমি জলে মৈরেয়, মাধ্বীক,সুরা ও আসবে পরিপূর্ণ কুম্ভ সকল স্থাপন এবং পানের নিমিত্ত তুমি যাদবদিগকে সুবর্ণময় পানপাত্র প্রদান করিবে। হে জলনিধে! তোমার জল যেন পুষ্প রচিত ভেলকে সুগন্ধীকৃত ও সুশীতল হয়। আর তুমি যেন উদ্ধত না হও। ফলতঃ যাহাতে সস্ত্রীক যাদবগণের কোন কষ্টই না হয়, তুমি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে।

সমুদ্রকে এইপ্রকার আজ্ঞা করিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজন্! সত্যভামা কৃষ্ণের মুখের ভাব বুঝিলেন। তিনি প্রথমতঃ নারদের গাত্রে জল সেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলরাম কামগীত গান করিতে করিতে সুন্দরী রেবতীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক হাবভাব প্রকাশ করিয়া জলে পতিত হইলেন; মত্ততা হেতু তৎকালে তাঁহার সুন্দর দেহ টলিতেছিল। অনন্তর রামের পক্ষীয় ক্রীড়ানিরত কৃষ্ণনন্দন ও প্রধান প্রধান যাদবগণও সাগরে পতিত হইলেন; তাঁহাদিগের বস্ত্র ও আভরণ বিবিধ রাগে রঞ্জিত; চক্ষু মত্ততাজন্য রক্তবর্ণ ও হৃদয় আনন্দিত। বিবিধ বস্ত্রাভরণে ভূষিত,মধুমত্ত পারিজাত মালায় আচ্ছাদিতকণ্ঠ ক্রীড়ারত অবশিষ্ট যাদবগণ এবং নিশঠ ও উল্মুকাদি কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। সকলেই বীর্য্যশালী, সকলেরই গাত্র বিবিধ চিত্রে চিত্রিত, সকলেরই দেহ চন্দনে লিপ্ত, সাগরে অবতীর্ণ হইয়া সকলেই জলযন্ত্র হস্তে করিয়া স্বরযোগ পূর্ব্বক ঐস্থানের আমোদের উপযুক্ত গীত সকল আরম্ভ করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে বাদ্যশব্দপ্রিয়া শত শত বারাঙ্গনা স্বর্গবাসিনী অপ্সরাদিগের সহিত নানা-স্বরবিশিষ্ট জলযন্ত্র সকল বাদন করিতে লাগিল। অপ্সরোগণ আকাশগঙ্গায় জলকেলি করিতে বিলক্ষণ পটু এবং সর্ব্বদা কামরসে মগ্ন থাকাই তাহাদিগের স্বভাব; এক্ষণে তাহারা হৃষ্টচিত্তে জলদর্দ্দুর যন্ত্র বাদন ও তদনুরূপ গান করিতে লাগিল। তাহাদিগের নয়ন পদ্মকলিকার ন্যায় দীর্ঘ ও মস্তক পদ্মের মুকুটে শোভিত; এই রূপে তাহারা সূর্য্যের কিরণ সংযোগে প্রস্ফুটিত পদ্মের সৌন্দর্য্য হরণ করিল। রাজন্! হঠাৎ অথবা দেবতার ইচ্ছা বশতঃ সহস্র চন্দ্র উদয় হইলে নভোমণ্ডলের যেরূপ শোভা হয়, কামিনীগণের পূর্ণচন্দ্র সদৃশ শত শত মুখচন্দ্রে সমুদ্র সেইরূপ শোভিত হইল। মহারাজ! সমুদ্ররূপ মেঘ সৌদামিনীসদৃশী শত শত কামিনীর অঙ্গপ্রভায় দেদীপ্যমান হইয়া, সৌদামিনীসম্মিলিত দেদীপ্যমান আকাশ-মেঘের ন্যায় মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিল। মনোহর পত্রাদি চিত্রে চিত্রিত-দেহ নারদ ও কৃষ্ণ এক সঙ্গে চারু-চিহ্নে-চিহ্নিত বলদেবের ও তাঁহার পক্ষীয়গণের প্রতি জল সেচন করিতে আরম্ভ করিলেন; বলদেবও কৃষ্ণের পক্ষীয়দিগের উপর জলসেক করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলরামের হৃষ্টমূর্ত্তি অতিপ্রণয়িনী বারুণীমত্তা পত্নী সকল তৎকালে হস্তে জলযন্ত্র লইয়া জলসেচন আরম্ভ করিলেন। অনন্তর আরক্তলোচন, জলসেচনে আসক্ত যাদবগণ স্ত্রীগণের সমক্ষে পরস্পর কলহ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন; অনেক ক্ষণ মত্ত, কামাসক্ত ও অনুরক্ত হওয়াতে আর নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না।

চক্রপাণি কৃষ্ণ নারদ ও অর্জ্জুনের সহিত জলবাদ্য করিতেছিলেন; তিনি যাদবগণের অতিপ্রসক্তি উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। যাদবগণ অতিঅভিমানী হইলেও কৃষ্ণের ইঙ্গিত বুঝিয়া, নিবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহাদিগের প্রিয়া সকল আনন্দিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন; প্রিয়গণের নিত্য আনন্দ উৎপাদন করাই তাহাদিগের কার্য্য ছিল।

নৃত্য শেষ হইলে পর ভগবান্ ধীমান উপেন্দ্র জল হইতে উত্থান করিলেন; এবং অগ্রে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে নিবেদন করিয়া অঙ্গে চন্দন লেপন করিলেন। উপেন্দ্র জল হইতে উত্থিত হইলেন দেখিয়া সকলে সত্বর জল হইতে উত্থান করিলেন; এবং অঙ্গ সংস্কার করিয়া কৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে পানভূমিতে গমন করিলেন। তথায় পূর্ব্বাপর বয়ঃক্রম ও আজ্ঞা অনুসারে উপবেশন করিয়া সানন্দ মনে বিবিধ অন্ন ভোজন এবং প্রয়োজনানুরূপ বিবিধ পেয় পান করিতে আরম্ভ করিলেন। শুদ্ধাচার পাচক সকল চুক্রশাক ও দাড়িমের সহিত কলায় মিশ্রিত সুপক্ব মাংস, অতিতপ্ত শূলাপক্ব খণ্ডিত বিবিধ পশু, এবং বৃক্ষাম্ল, সচল লবণ ও চুক্রশাক সহিত অতিতপ্ত ঘৃতসিক্ত ভৃষ্ট সুপক্ব শূল্য মহিষশাবক মাংস, প্রধান পাচকের নির্দেশ ক্রমে পরিবেশন করিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন প্রধান পাচকের উপদেশ মতে সিদ্ধ চুক্র ও চূক্র দ্বারা পরিষ্কৃত ও পক্ব স্থূল স্থূল বিবিধ মৃগমাংস, আনিয়া দিল। কেহ কেহ ঘৃতসিক্ত চূর্ণ সামুদ্রিক লবণ ও চূর্ণ মরিচ মুক্ষিত খণ্ডিত বিবিধ পশুর পার্শ্বমাংস মূলক, দাড়িম, মাতুলুঙ্গ, পর্ণাক, এবং হিঙ্গু, আর্দ্রক ও ভূতৃণের সহিত আনিয়া দিল। যাদবগণ আনন্দিত হইয়া সুবর্ণের পানপাত্রে করিয়া পানীয় সকল পান করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রেয়সীগণে বেষ্টিত হইয়া কটুরসযুক্ত কাষ্ঠশলাকাবিদ্ধ, ঘৃত অম্ল ও তৈলাক্ত বিবিধ পক্ষিমাংসের সহিত মৈরেয়, মাধ্বীক, সুরা ও আসব মদ্য পান করিতে লাগিলেন। শ্বেতবর্ণ, লোহিতবর্ণ, সুগন্ধ, মহিষীচক্ষু-দিগ্ধ, ঘৃতপূর্ণ, লবণযুক্ত বিবিধ খাদ্য ও খণ্ডাদির ঐ স্থানে আয়োজন করা হইল।

উদ্ধব এবং ভোজ প্রভৃতি যাঁহারা মদ্যমাংস সেবন করিতেন না, তাঁহারা আনন্দে বিবিধ শাক, সূপ, দধি, দুগ্ধ, শর্করামিশ্রিত ক্ষীর, এবং আম্রাদি ফল সকল ভক্ষণ ও কপর্দ্দকনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট পান পাত্রে নানাপ্রকার সুগন্ধ পানীয় পান করিতে লাগিলেন।

এই রূপে পান ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া যাদবগণ স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে স্ত্রীগণের অভিনয়সম্বলিত মনোহর বিবিধ সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ উপেন্দ্র রাত্রি যোগে সভামধ্যে দেব সঙ্গীতছালিকা গান করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন নারদ হৃষ্ট চিত্তে ছয়গ্রাম ও ছয় রাগাদির একতাসম্পাদিনী বীণা, কৃষ্ণ স্বয়ং হল্লীষ, নরদেব অর্জ্জুন বংশী ও মৃদঙ্গ, এবং প্রধান প্রধান অপ্সরা সকল অন্যান্য যন্ত্র গ্রহণ করিলেন। পরে নর্ত্তকী প্রবেশ হইলে প্রথমতঃ অভিনয়চতুরা রম্ভা আনন্দিত চিত্তে উত্থিত হইল। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর অভিনয়ে রাম ও কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলেন। রাজন্! তাহার পর মনোহর বিশালনয়না উর্ব্বশী, তাহার পর হেমা, তাহার পর মিশ্রকেশী, তাহার, পর তিলোত্তমা, তাহার পর মেনকা, পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য অপ্সরা মনোমত অভীষ্ট কামভাব প্রকাশ করিয়া অভিনয় ও গান করিল। বাসুদেবও নিজের অতি উৎকৃষ্ট গান, নৃত্য ও অভিনয় দ্বারা আনন্দিত করিয়া অনুরক্তচিত্তা ঐ সকল অপ্সরাকে তুষ্ট করিলেন। রাজন্! পঞ্চচূড়া প্রভৃতি প্রধান প্রধান যে সকল অপ্সরা তথায় আগমন করিয়াছিল, তাহারা কৃষ্ণের ইচ্ছানুরম্ভা প্রভৃতিকে তাম্বূলদান করিয়া আপনাদিগের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিল।

হে রাজরাজপুত্র! হে বীর! মানুষদিগকে অনুগৃহীত করিবার নিমিত্তই কৃষ্ণের ইচ্ছায় ছালিক্য সঙ্গীত এবং তাদৃশয়ক উৎকর্ষ ও সিদ্ধি স্বর্গ হইতে আনীত হইল। আনীত হইয়া প্রদ্যুম্নের নিকট স্থাপিত হইল। উদারবুদ্ধি প্রদ্যুম্ন প্রথমতঃ হরির প্রভাবেই ঐ গীত প্রয়োগ করিতেন; এবং তিনিই তাহা প্রদান

করিতেন। ইন্দ্রতুল্য পাঁচজন (কৃষ্ণ, রাম, প্রদ্যুম্ন শাম্ব ও অনিরুদ্ধ) প্রয়োগ করিলে ছালিক্য গীত সর্ব্ব সময়েই মানুষের মন হরণ করিত। ছালিক্য গীত গান করিলে শুভ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি প্রধান মাঙ্গল্য বস্তুস্বরূপ। ইহাতে যশ ও পুণ্য বৃদ্ধি এবং পুষ্টি ও অভ্যুদয় সাধন করে। বিপুল-যশস্বী নারায়ণের ইহা সাতিশয় প্রিয়। ইহাতে দুঃখনাশ, ধর্ম্মবৃদ্ধি, দুঃস্বপ্নদোষ ক্ষয় এবং পাপ নাশ হয়। প্রথিতযশা রাজশ্রেষ্ঠ রৈবত স্বর্গে গমন করিয়া যখন ছালিক্যগীত শ্রবণ করেন, তৎকালে চারি সহস্র যুগ তাঁহার এক দিবসের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। সেই অবধি কুমার জাতি, এবং দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপের ন্যায় পরম্পরাক্রমে অন্যান্য গন্ধর্ব্ব-জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। এই গীতবিদ্যা কৃষ্ণ, নারদ ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি প্রধান প্রধান যদুবংশী-য়েরাই রীতিমত অবগত ছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য লোকে নদীর বা সাগরের জলের ন্যায় ইহার উৎকর্ষ ও সিদ্ধি উদ্দেশমাত্রেই জ্ঞাত আছে। বরং হিমালয়ের পরিমাণাদি জানা যায়, কিন্তু কি উৎকর্ষ, কি সিদ্ধি, কোন পক্ষেই তপস্যা ভিন্ন মূর্চ্ছনা ও প্রয়োগ সহিত ছালিক্য গীত অবগত হওয়া যায় না। রাজন্! ছালিক্যের এক অংশেই ছয় গ্রাম ও ছয় রাগ যোজনা করিতে হয়। লোকে এই গানের কোমল জাতি আরম্ভ করিয়াই অতি কষ্টে সমাপ্ত করিতে পারে। রাজন্! জানিবে, ছালিক্য গীত দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ সমাপ্ত করিতে পারেন। ভগবান্ বাসুদেব নরলোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই প্রধান যাদবগণকে সেই শিক্ষা করাইয়াছিলেন। এই দেবসঙ্গীত নরলোকে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। যাদবগণ বালক, বৃদ্ধ, যুবা একত্রিত হইয়া প্রসব উৎসবে এই গীত গান করিতেন। বালকেরা প্রথমে আরম্ভ করিত, পশ্চাৎ বৃদ্ধেরা যোগ দিয়া উহাদিগের সমাদর করিতেন। প্রাচীন ধর্ম্ম বিধিতে বিশেষজ্ঞানবান্ যাদবগণ নিজ বংশধর্ম্ম স্মরণ রাখিয়া যোগ্যতা অনুসারেই মানবগণকে সমাদর করিতেন। বয়ঃক্রমই সমাদর আকর্ষণ করে না; গীতিই সমাদর উৎপাদন করে। সৌহার্দ্দ ও প্রীতিজন্য যাদবগণ কৃষ্ণের নিকট বিদায় পাইয়া প্রীতি অবলম্বন পূর্ব্বক পুত্রগণের সহিত আমোদ করিয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

এ দিকে হৃষ্টমূর্ত্তি অপ্সরাগণ হৃষ্টমূর্ত্তি কংস কেশি-শত্রুকে নমস্কার করিয়া স্বর্গে গমন করিল; দেবগণ আনন্দে পুলকিত হই লেন।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম

অধ্যায়। ১৪৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! যদুগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্রীড়ায় আসক্ত আছেন, এ দিকে দুর্ব্বুদ্ধি, দেবশত্রু, দুর্দ্দান্ত নিকুম্ভনামক দানব অবসর পাইয়া ভানুর ভানুমতীনাম্নী কন্যাকে হরণ করিল; মৃত্যুই তাহাকে এই কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকৃত শত্রুতা দানবের মনে নিরন্তর জাগরূক ছিল। মায়াবী একণে মায়াবলে যদুকামিনীদিগকে মুগ্ধ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিল। বীর! ঐ দানবের ভ্রাতা বজ্রনাভের কন্যা প্রভাবতী; প্রদ্যুম্ন প্রভাবতীকে হরণ ও বজ্রনাভকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন; এখন দানবও অবসর বুঝিয়া ভানুর কন্যা হরণ করিল; ভানু দুরাক্রম্য উপবন মধ্যে রীতিমত রক্ষিত না হইয়া বাস করিতে-ছিলেন।

হে জনমেজয়! হরণকালে ভানুমতী ক্রন্দন করাতে, সহসা অন্তঃপুর মধ্যে মহান্ শব্দ

হইয়া উঠিল। বীর বসুদেব ও আহুক ভায়ুর অন্তঃপুরে আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিবামাত্র কবচ ধারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন; কিন্তু তাঁহারা অপরাধীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন সেই বেশেই মহাবল কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। শত্রুসংহারী কৃষ্ণ সেই মহতী অবমাননার কথা শ্রবণ করিবামাত্র অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে সর্পশত্রু গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন; এবং 'তুমি রথে আরোহণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন কর,' প্রদ্যুম্নকে এই আজ্ঞা করিয়া বীর গরুড়কে কহিলেন, শীঘ্র গমন কর।

রণদুর্জ্জয় নিকুম্ভ বজ্রনাভের নগরে আগমন করিতেছিল, এই সময় মহাত্মা শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্নের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। প্রদ্যুম্ন তাহাকে দেখিবামাত্র আপনাকে তিন মূর্ত্তিতে বিভাগ করিলেন। নিকুম্ভ মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া কতকগুলি গদা লইয়া তাঁহাদিগের সকলেরই সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দেবতুল্য দানব বাম হস্তে কন্যাকে ধারণ করিয়া রহিল, আর দক্ষিণ হস্তে গদা প্রহার আরম্ভ করিল। হে রাজশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা কৃষ্ণ অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন অতি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও সংহার করিতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে কন্যার দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া দানবকে নির্ব্বাধ প্রহার করিতে পারিলেন না; ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পার্থ ধনুর্দ্ধারীদিগের শ্রেষ্ঠ; যুদ্ধে সর্ব্বদাই নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেন; উষ্ট্রকে সর্প বেষ্টন করিলে সর্পকে যেরূপে বিনাশ করিতে হয়, তিনি দৈত্যের উপর সেইরূপে শরজালবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিন জনই সুশিক্ষিত ও সুনিপুণ, বিতস্তি প্রমাণ বাণ দ্বারা দানবকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; বাণ সকল কন্যার অঙ্গস্পর্শ করিল না।

অনন্তর দানব আসুরী মায়া অবলম্বন করিয়া কন্যার সহিত অন্তর্দ্ধান করিল; কেহই ঐ মায়া জানিত না। অর্জ্জুন, কৃষ্ণ এবং প্রদ্যুম্ন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তখন দৈত্য শুকপক্ষী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। বীর ধনঞ্জয় কন্যাকে বাঁচাইয়া পুনর্ব্বার মর্ম্মভেদী বিতস্তি প্রমাণ বাণ দ্বারা দৈত্যকে প্রহার করিতে লাগিলেন। হে অরিমর্দ্দন! মহাসুর ক্রমে ক্রমে এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী সমস্ত ভ্রমণ করিল; বীর অর্জ্জুন, কৃষ্ণ এবং প্রদ্যুম্নও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিলেন। অনন্তর অসুর যেমন গোকর্ণ অতিক্রম করিবে, অমনি উহার শৃঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া কন্যার সহিত চেলগঙ্গার পুলিনদেশে পতিত হইল। হে ভরতনন্দন! গোকর্ণ মহাদেবের তেজোযুক্ত; কি দেব, কি অসুর, কি মহর্ষি, কেহই উহাকে লঙ্ঘন করেন না।

অসুর যেমন পতিত হইল, অমনি অবসর পাইয়া, সত্ত্ব বীর্য্যশালী রণদুর্জ্জয় রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন ভানুমতী কন্যাকে উদ্ধার করিলেন। এই সময় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন শত শত শাণিত বাণ প্রহার করিতে লাগিলেন। নিকুম্ভ নিতান্ত পীড়িত হইয়া উহার গোকর্ণ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিল; কৃষ্ণার্জ্জুনও গরুড়ারোহণে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অনন্তর দানব জ্ঞাতিগণের নিবাসস্থান ষট্‌পুরে প্রবেশ করিল। তখন রাত্রি উপস্থিত, কৃষ্ণার্জ্জুন দ্বার অবরোধ করিয়া রহিলেন।

ইতিপূর্ব্বে প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের আজ্ঞায় ভানুমতীকে লইয়া প্রফুল্লিত মনে দ্বারকা পুরী গমন করিয়াছিলেন। তাহাকে পুরীতে রাখিয়া এই প্রকারে দানবাকীর্ণ ষট্‌পুর নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন গুহাদ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন।

এক্ষণে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন এবং প্রদ্যুম্ন, তিন জনেই নিকুম্ভ সংহারের ইচ্ছায় দ্বার অবরোধ করিয়া রহিলেন।

অনন্তর অনতিবিলম্বেই অতিবলশালী ভীষণ-পরাক্রম নিকুম্ভ যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় বল পূর্ব্বক বহির্গত হইল। সে যেমন গুহা হইতে বহির্গত হইবে, অমনি অর্জ্জুন গাণ্ডীব হইতে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহার পথ রোধ করিলেন। বলিশ্রেষ্ঠ নিকুম্ভ বহুকীলকাকীর্ণ গদা উদ্যত করিয়া ধাবিত হইল, এবং পার্থের মস্তকে ঐ গদা প্রহার করিল। গদাঘাতে অর্জ্জুনের মুখ দিয়া রক্তবমন হইতে লাগিল; তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। গর্ব্বিত অসুর তখন হাস্য করিয়া প্রদ্যুম্নকে গদাঘাত করিল। রুক্মিণীনন্দন তৎকালে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন, হঠাৎ মস্তকে গদাঘাত হওয়াতে মূর্চ্ছিত হইলেন।

গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে মূর্চ্ছাগত অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্নের তাদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া গোবিন্দ ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া কৌমোদকী গদা উত্তোলন পূর্ব্বক নিকুম্ভের প্রতি ধাবিত হইলেন। দুই জনেই দুর্দ্ধর্ষ; গর্জ্জন করিয়া উভয়ে উভয়কে আক্রমণ করিলেন। তৎকালে দেবরাজ ঐরাবত পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সমুদায় দেবগণের সহিত ঐ ভীষণ দেবাসুরযুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। শত্রু-দমনকারী হৃষীকেশ দেবগণকে দর্শন করিয়া, তাঁহাদিগের হিতসাধন উদ্দেশে ইচ্ছা করিলেন, নানা প্রকার যুদ্ধ করিয়া দানবকে সংহার করিবেন। অতএব যুদ্ধপণ্ডিত মহাবাহু কেশব কৌমোদকী গদা ঘূর্ণন করিয়া বিবিধ মণ্ডল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অসুরও শিক্ষাকৌশলে ঐ বহুকীলকাকীর্ণ গদা ভ্রমণ করাইয়া বিবিধমণ্ডলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। উভয়ে দুই বৃষের ন্যায় গর্জ্জন, দুই হস্তীর ন্যায় বৃংহণ, এবং ঋতুমতী বিড়ালীর জন্য ক্রুদ্ধ দুই বিড়ালের ন্যায় তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নিকুম্ভ দারুণ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্পষ্ট অষ্ট-ঘণ্টা-যুক্ত গদা দ্বারা রামানুজ বীর কৃষ্ণকে আঘাত করিল। ঐ সঙ্গেই কৃষ্ণও মহতী গদা ভ্রমণ করাইয়া নিকুম্ভের মস্তকে আঘাত করিলেন। জগদ্গুরু কৃষ্ণ আহত হইয়া কৌমোদকী স্থির করিয়া মুহূর্ত্ত-কাল অবস্থিতি করিলেন। পরক্ষণেই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন সমস্ত জগৎ হাহাকার করিয়া উঠিল। নরদেব মহাত্মা বাসুদেব তাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইলে দেবরাজ স্বয়ং তাঁহার শরীরে অমৃতমিশ্রিত আকাশগঙ্গার সুশীতল সুগন্ধি জল সেচন করিলেন। দেবতার ঈশ্বর কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আপন ইচ্ছায় ঐরূপ হইয়াছিলেন; তাহা না হইলে, কাহার সাধ্য, মহাত্মা হরিকে যুদ্ধে হতজ্ঞান করে?

হে ভরতনন্দন! অনন্তর শত্রুসংহারী কৃষ্ণ দুরাত্মা নিকুম্ভকে কহিলেন, নিবারণ কর। দুর্দ্ধর্ষ নিকুম্ভও অতিমায়াবী, সে দেহ পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল; কেশব তাহা জানিতে পারিলেন না; তিনি মনে করিলেন, উহার মূর্চ্ছা হইয়াছে; অতএব বীরধর্ম্ম পালন করত উহাকে প্রহার করিলেন না।

ইতিমধ্যে নিকুম্ভবধে কৃতনিশ্চয় প্রদ্যুম্ন ও অর্জ্জুন চেতনা লাভ করিয়া কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। মায়াবী প্রদ্যুম্ন বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, পিতঃ! নিকুম্ভ এস্থানে নাই; দুর্ম্মতি কোথায় পলায়ন করিয়াছে। প্রদ্যুম্ন এই কথা কহিলে ভগবান্ ঐ দেহ ছেদন করিয়া অর্জ্জুনের সহিত হাসিতে লাগিলেন।

মহারাজ! অনন্তর আকাশে ও ভূমিতলে লক্ষ লক্ষ নিকুম্ভ, এবং সহস্র সহস্র

অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন দৃষ্ট হইতে লাগিলেন; সেই এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া উঠিল। অসংখ্য নিকুম্ভাসুর কেহ কেহ অর্জ্জুনের ধনু, কেহ কেহ শর, কেহ কেহ হস্তদ্বয় কেহ কেহ পদদ্বয় ধারণ করিল। এইরূপে ধারণ করিয়া তাহারা ঐ বীরকে আকাশে উত্তোলন করিল। তখন ঐ প্রকারে গৃহীত কোটি কোটি অর্জ্জুন লক্ষিত হইতে লাগিলেন। শত্রুসংহারী কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন অর্জ্জুনের অন্ত পাইলেন না। দুই বীর পার্থ ভিন্ন প্রত্যেক নিকুম্ভকে দুইভাগে ছেদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! দুই ভাগে ছিন্ন হইয়া প্রত্যেক নিকুম্ভ আবার দুই দুই নিকুম্ভ হইতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণের দিব্য জ্ঞান উদয় হইল। তখন মধুসূদন সমস্ত মায়ার সৃষ্টিকর্ত্তা ও অর্জ্জুনের হরণকর্ত্তা প্রকৃত নিকুম্ভকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র জগতের ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎস্বরূপ অসুরসংহারী হরি সর্ব্বপ্রাণীর সমক্ষে চক্র দ্বারা উহার শিরশ্ছেদন করিলেন। মস্তক ছিন্ন হইলে অসুররাজ অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইল। অনন্তর অর্জ্জুন যেমন আকাশ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন, অমনি কৃষ্ণের বাক্যে মানদ প্রদ্যুম্ন আকাশপথে তাঁহাকে ধারণ করিলেন।

নিকুম্ভ ভূমিতে পতিত হইলে পর জনার্দ্দন অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া অর্জ্জুনের ইচ্ছায় দ্বারকা যাত্রা করিলেন। পরে সানন্দচিত্তে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া যদুনন্দন নারদের চরণে নমস্কার করিলেন। অনন্তর মহাতেজা নারদ যদুকুলোৎপন্ন ভানুকে কহিলেন, ভানো! দুঃখ করিও না। হে যাদব! শ্রবণ কর। এই ভানুমতী রৈবত পর্ব্বতের উদ্যানে ক্রীড়াকালে দুর্ব্বাসাকে কুপিত করিয়াছিলেন। মুনি সেই জন্য ক্রোধ পূর্ব্বক তোমার দুহিতাকে অভিশাপ করেন, "কন্যার স্বভাব অতি দুর্ব্বিনীত, এইজন্য ইহাকে শত্রুহস্তে পতিত হইতে হইবে"। অনন্তর তোমার কন্যার জন্য আমি অন্যান্য মুনিগণের সহিত দুর্ব্বাসার কোপশান্তি করিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম, মুনে! কন্যা বালিকা; স্বভাবতঃ চঞ্চলপ্রকৃতি; আপনি ধার্ম্মিকগণের শ্রেষ্ঠ; এরূপ বালিকাকে কেন অভিশাপ করিলেন; যাহাই হউক, আমরা অনুরোধ করিতেছি, আপনি এক্ষণে ইহার প্রতিকার করুন।

হে যদুবংশধর! আমরা এইপ্রকার কহিলে পর, দুর্ব্বাসা দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া মুহূর্ত্তকাল অধোমুখে থাকিয়া কহিলেন, "আমি যে কথা কহিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না; কন্যা অবশ্যই শত্রুহস্তে পতিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে ইহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না; এ অদূষিত অবস্থাতেই স্বামী লাভ করিবে; ধনে পুত্রে লক্ষ্মীমতী ও স্বামীর আদরভাগিনী হইবে; এবং ইহার গাত্র হইতে সর্ব্বদা সুগন্ধ বহির্গত হইবে। আর কন্যা বার বার কৌমার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই ঘটনার জন্য দুর্ব্বিবহ দুঃখ কুমারীর মনেও থাকিবে না।

অতএব বীর! সহদেবকে ভানুমতী সম্প্রদান কর। পাণ্ডুনন্দন সহদেব গুরুজনে শ্রদ্ধাবান্, বীর ও ধর্ম্মশীল।

রাজন্! নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা ভানু মন্ত্রীজনের সহদেবকে ভানুমতী সম্প্রদান করিল। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত দূত গিয়া সহদেবকে লইয়া আসিল। বিবাহ সম্পন্ন হইলে পর সহদেব ভার্য্যা লইয়া নিজনগরী গমন করিলেন।

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে কৃষ্ণের এই বিজয় বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাহার সর্ব্বকার্য্যে জয় লাভ হইবে।

— ০ —

একোনপঞ্চাশদধিক শততম

অধ্যায়। ১৪৯।

জনমেজয় কহিলেন, হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মুনে! ভানুমতীহরণ, কেশবের বিজয়, দেবলোক হইতে চালিক্য আনয়ন এবং অতুলতেজস্বী যাদবগণের সাগর বিহার, এই সকল অত্যাশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। নিকুম্ভবধ কথনে আপনি যে বজ্রনাভ বধের কথা বলিয়াছেন, আপনার অনুগ্রহে এক্ষণে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার জন্য আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! আপনাকে বজ্রনাভবধ এবং প্রদ্যুম্ন ও শাম্বের বিজয় বৃত্তান্ত বলিতেছি।

হে জনমেজয়! বজ্রনাভ নামে বিখ্যাত মহাসুর সুমেরুর সানুদেশে তপস্যা করিত। মহাতেজা লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। দানবশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা করিল, তাহাকে যেন কোন দেবতাই সংহার করিতে না পারেন। আর বজ্রপুর নামে তাহার যেন এক সর্ব্বরত্নময় শুভ নগর এবং ঐ উপসারহিত নগরীর চতুর্দ্দিকে যেন শত শত শাখা নগর ও উদ্যান হয়। সে ইচ্ছা না করিলে বায়ুও যেন ঐ নগরে প্রবেশ করিতে না পারেন।

হে ভরতনন্দন! সে যেরূপ প্রার্থনা করিল, বরদানে সমস্ত সেইরূপই হইল। মহাসুর বজ্রনাভ বজ্র নগরে বাস করিল। দেবশত্রু কোটি কোটি অসুর বরপ্রাপ্ত বজ্রাসুরের অনুজীবী হইয়া আনন্দে হৃষ্ট পুষ্ট কলেবরে বজ্রপুরে ও উদ্যান সকলে বসতি করিতে লাগিল।

অনন্তর দুষ্টাত্মা বজ্রনাভ বরদান হেতু দর্পিত হইয়া, কি অন্যের, কি নিজের অধিকৃত, সমস্ত জগতেরই প্রায় উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। দেবলোকে গিয়া মহেন্দ্রকে বলিল, হে পাকশাসন! আমি ত্রিলোক শাসন করিতে ইচ্ছা করি। তাহাতে যদি সম্মত না হও, তাহা হইলে যুদ্ধ দান কর। সমস্ত জগৎ কশ্যপের মহাত্মা সন্তানগণের সাধারণ সম্পত্তি।

রাজন্! তখন দেবরাজ বৃহস্পতির সহিত পরামর্শ করিয়া বজ্রনাভকে উত্তর করিলেন, সৌম্য! আমাদিগের পিতা কশ্যপ মুনি যজ্ঞে দীক্ষিত রহিয়াছেন; যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর, যেরূপ ন্যায্য হয়, তিনি তাহাই করিবেন।

অনন্তর দানব পিতা কশ্যপের নিকট গমন করিয়া ইন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, নিবেদন করিল। কশ্যপ তাহাকে কহিলেন, যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর যাহা উচিত হয়, করিব। পুত্র! তুমি এখন শান্ত হইয়া বজ্রপুরে বাস কর।

এই কথা শুনিয়া বজ্রনাভ নিজনগরে গমন করিল। দেব ইন্দ্রও তোরণশালিনী দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন। গমন করিয়া অন্তর্হিত ভাবে বাসুদেবকে বজ্রনাভের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। বাসুদেব তাঁহাকে কহিলেন, দেব! বসুদেবের মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ উপস্থিত; এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর বজ্রনাভের সংহার করিব। বজ্রপুরে যাহাতে প্রবেশ করা যায়, তাহার উপায় চিন্তা করা যাইবে। প্রভো বজ্রনাভের ইচ্ছা ভিন্ন, তথায় বায়ুরও প্রবেশ করিবার ক্ষমতা নাই।

এই কথা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুরন্দর স্বর্গে গমন করিলেন। এদিকে বসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞ উপস্থিত হইল। যজ্ঞ হইতেছে এই সময় দুই শ্রেষ্ঠ দেব ইন্দ্র ও উপেন্দ্র বজ্রপুরে প্রবেশের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ঐ যজ্ঞস্থলে

তন্নামে নট, নাটা দ্বারা মহর্ষিদিগকে তুষ্ট করিল। মহাত্মন্! ঋষিগণ তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। দেবরাজতুল্য নট ভদ্র সমাগত মুনিশ্রেষ্ঠদিগকে প্রণাম করিয়া বর প্রার্থনা করিল। ঐ সময় দেবরাজ ও বাসু-দেবের প্রার্থনামতে সরস্বতী গিয়া উহার স্কন্ধে বসিলেন।

নট কহিল, সকল দ্বিজাতিই যেন আমার সহিত আহার ব্যবহারাদি করেন। আমি যেন সপ্তদ্বীপা পৃথিবী বিচরণ ও বিশেষরূপে সৎ-কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অব্যাঘাতে আকাশে গমন করিতে পারি। স্থাবর জঙ্গম, সকলজীবেরই আমি যেন অবধ্য হই. কি মৃত, কি জীবিত, কি ভবিষ্য, যাহার তাহার বেশে যেন আমি প্রবেশ করিতে পারি। জরা এবং রোগশূন্য হইয়া, আমি এরূপে যে কোন বাদ্য করিতে পারি, যেন, মুনি প্রভৃতি সমুদায় লোক আমার প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হন।

রাজন্! ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, তথাস্তু। এই-রূপ বর প্রাপ্ত হইয়া নট দেবতার ন্যায় সপ্ত-দ্বীপা বসুমতী পর্য্যটন করিতে লাগিল। এবং দানবেন্দ্রদিগের বিবিধ নগরী,উত্তর কুরু,ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, কালাম্র অন্ত দ্বীপ বিচরণ করিয়া সমস্ত পর্ব্ব সময়েই দ্বারকায় আগমন করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে দেবরাজ পুরন্দর স্বর্গনিবাসী পক্ষি-জাতীয় হংসদিগকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, তোমরা কশ্যপের সন্তান, সুতরাং আমাদিগের ভ্রাতা। আর তোমরা দেব-লোকের পক্ষী; দেবতাদিগের সুকৃতি আছে বলিয়া তোমরা তাঁহাদিগের বিমান বহন করি-তেছ। এক্ষণে দেবতাদিগের শত্রুবধ রূপ কার্য্য উপস্থিত। তোমাদিগকে ঐ কার্য্য সাধন করিতে হইবে; অথচ কোন প্রকারে মন্ত্রণা প্রকাশ করিবে না, দেবতাদিগের আজ্ঞা সম্পা-দন না করিলেও তোমাদিগকে দণ্ড পাইতে হইবে। হে হংসশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সর্ব্বত্রই গমন করিতে পার। এক্ষণে শত্রু বজ্রনাভের নগরী প্রবেশ করিয়া, তাহার অন্তঃপুরদীর্ঘিকা সকলে চরিতে থাক; ইহা তোমাদিগের কর্ত্তব্যও হইতেছে। সাক্ষাৎ চন্দ্রপ্রভার ন্যায় প্রভাবতী নামে বজ্রের এক দুহিতা আছে। প্রভাবতী ত্রৈলোক্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্নস্বরূপ। শুনিয়াছি, প্রভাবতীর মাতা হৈমবতী মহাদে-বীর নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া ঐ কন্যা লাভ করিয়াছে। বন্ধুগণ ঐ কন্যাকে স্বয়ম্বরের আদেশ দান করিয়াছে। সুন্দরী নিজের ইচ্ছায় স্বামীবরণ করিবে। অতএব তোমরা মহাত্মা প্রদ্যুম্নের কুল,রূপ, চরিত্র ও বয়ঃক্রমের উৎকৃষ্ট গুণ সমস্ত বর্ণনা করিবে। যখন বজ্র-নাভদুহিতার মন প্রদ্যুম্নের প্রতি অনুরক্ত হইবে, তখন অধ্যবসায়সহকারে সেই বৃত্তান্ত প্রদ্যুম্নকে গিয়া জানাইবে। প্রদ্যুম্নের মনো-ভাবও প্রভাবতীকে জ্ঞাত করাইবে। অধিক কি বলিব, যখন যেরূপ বুঝিবে, নিজ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া আমার ইষ্ট সাধন করিবে। বজ্রপুরে তোমাদিগের মুখের ও নয়নের ভাব যেন সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে। মহাত্মা প্রদ্যুম্নের গুণ সকল এরূপে বর্ণনা করিবে, যাহাতে প্রভাবতীর মন তাঁহাতে আসক্ত হয়। যেমন যেমন হইবে, প্রতিদিন আমাকে ও দ্বারকায় আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকে সংবাদ দিবে। ক্ষমতাশালী মহাত্মা প্রদ্যুম্ন যাহাতে প্রভা-বতীর প্রতি অনুরক্ত হন, তদ্বিষয়েও যত্ন করিবে। ব্রহ্মার বরে অবধ্য হইয়া দানবেরা দর্পিত হইয়া উঠিয়াছে। দেবপুত্র প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি তাহাদিগকে যুদ্ধে সংহার করিবেন। নট বর পাইয়াছে; বজ্রনাভের সংহারকর্ত্তা প্রদ্যুম্নাদি যাদবগণ তাহার বেশ ধারণ করিয়া, বজ্রপুরে গমন করিবেন। এই সমস্ত এবং অন্যান্য যাহা কিছু করিতে হয়, সময় ক্রমে নিজ বুদ্ধিতে আমাদিগের হিতসাধনের জন্য

অনুষ্ঠান করিবে। হে হংসগণ! বজ্রনাভের ইচ্ছা ভিন্ন দেবগণ বজ্রপুরে কোন রূপেই প্রবেশ করিতে পারেন না।

পঞ্চাশদধিকশততম

অধ্যায়। ১৫০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! বাসবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ সকল হংস বজ্রপুরে গমন করিল। তথায় গমন করা তাহাদিগের পূর্ব্বাবধিই অভ্যাস ছিল। বীর! ঐ সকল পক্ষী গিয়া স্পর্শসুখদায়ক কাঞ্চনময় পদ্মোৎপলে আচ্ছন্ন দীর্ঘিকা সকলে পতিত হইল। তাহারা পূর্ব্বেও ঐ স্থানে যাইত; কিন্তু এক্ষণে সাধুভাষায় কথা কহিয়া বিহার করত আশ্চর্য্য জন্মাইল। রাজন্! স্বর্গনিবাসী হংসকুল মধুর স্বরে কথোপকথন করত অন্তঃপুরভোগ্যা দীর্ঘিকা সকলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদিগের উপর বজ্রনাভের ভালবাসা জন্মিল। দানব তাহাদিগকে কহিল, তোমরা মধুরভাষী; নিত্য স্বর্গেই ক্রীড়া করিয়া থাক। তথাপি যখনই জানিবে, যে আমাদিগের এই স্থানে উৎসব হইবে, তখনই আসিবে; এ তোমাদিগের গৃহ। তোমরা স্বর্গবাসী হইলেও এস্থানে নির্ভয়ে প্রবেশ করিবে।

বজ্রনাভ এই কথা কহিলে, হংসগণ যে আজ্ঞা বলিয়া দানবরাজের পুরী মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং দেবকার্য্যের অনুরোধে সকলের সহিত পরিচয় করিল। কল্যাণভাগী দানববংশের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া মানুষের ভাষায় বিবিধ কথোপকথন করিতে লাগিল। তাহাদিগের নানাবিধ সকল কথা শ্রবণ করিয়া দানবকামিনীগণ বিশেষ তুষ্ট হইল।

অনন্তর এক দিন হংসগণ দেখিতে পাইল মধুরহাসিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বজ্রনাভদুহিতা প্রভাবতী বিচরণ করিতেছেন। দেখিয়া তাহারা ক্রমে ক্রমে তাহার সহিত বিলক্ষণ পরিচয় করিল। বিশেষতঃ শুচিমুখীনাম্নী হংসী তাহার সখী হইল।

একদা শুচিমুখী স্পষ্টাক্ষরে নানাবিধ গল্প করিয়া সখী বজ্রনাভনন্দিনীর বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক কহিল, হে দেবি প্রভাবতি! দেখিতেছি, তুমি রূপ, চরিত্র ও গুণে ত্রিলোকের সুন্দরী; এক্ষণে তোমাকে কিঞ্চিৎ বলিতে সাহসী হইলাম। হে চারুহাসিনি! হে বিনীতে! তোমার যৌবন বহিয়া যাইতেছে; যে যৌবন চলিয়া যায়, জলের স্রোতের ন্যায় তাহা আর ফিরিয়া আইসে না। হে কল্যাণি! হে দেবি! আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, জগতে কামোপভোগের ন্যায় স্ত্রীদিগের সুখ আর নাই। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! পিতা তোমাকে স্বয়ম্বরের আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু কি দেবতা, কি অসুর, তুমি কাহাকেও বরণ করিতেছ না। হে চারুনিতম্বিনি! তোমার বংশের যোগ্য রূপবান্, গুণবান্, শৌর্য্যবান্ পাত্র সকল, তুমি মনোনীত না করাতে, লজ্জিত হইয়া গমন করিতেছেন। যাঁহারা আগমন করিয়াছেন, তুমি কাহাকেও কুলে বা রূপে তোমার যোগ্য বোধ কর নাই। রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নই বা তোমার জন্য এ স্থানে আসিবেন কেন? হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! হে শুভমরি! কি রূপ, কি কুল, কি গুণ, কি শৌর্য্য কিছুতেই প্রদ্যুম্নের সমান ব্যক্তি ত্রিভুবনে নাই। ধর্ম্মাত্মা প্রদ্যুম্ন দেবগণেরও দেবতা, দানবগণেরও দানব, এবং মনুষ্যের মধ্যে মহাবল মনুষ্য। দেবি! তাঁহাকে দর্শন করিলে, স্ত্রীদিগের জঘনদেশ ধেনুর আপীনের ন্যায় এবং নদীর স্রোতের ন্যায় ক্ষরিত হইতে থাকে। পূর্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার মুখ, পদ্মের

সহিত তাঁহার নয়ন এবং মৃগরাজের গতির সহিত তাঁহার গতির তুলনা করিতে সাহস হয় না। সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণু জগতের সারভাগ আহরণ পূর্ব্বক অনঙ্গকে অঙ্গসম্পন্ন করিয়া, ঐ প্রদ্যুম্নরূপ পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন। বাল্যকালে পাপাত্মা শম্বর দৈত্য ইহাঁকে হরণ করাতে, ইনি তাঁহাকে বিনাশ ও মায়ালাভ করিয়াছিলেন। মায়া শিক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে ইহাঁর স্বভাব দূষিত হয় নাই। হে চারুনিতম্বিনি! অধিক আর কি বলিব, লোকে রমণীগণ বরের যে সকল গুণ মনোমধ্যেও কল্পনা করে, প্রদ্যুম্নে সে সমস্তই আছে। প্রদ্যুম্ন কান্তিতে অগ্নির তুল্য, ক্ষমাগুণে পৃথিবীর সদৃশ, তেজে সূর্য্য তুল্য, এবং গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের সমান।

তখন প্রভাবতী শুচিমুখীকে কহিলেন, সৌম্যে! আমি ধীমান্ নারদ ও পিতার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি যে, বিষ্ণু মর্ত্তালোকে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু তিনি দৈত্যকুলের শত্রু; অতএব তাঁহার সম্বন্ধ অবশ্য পরিত্যাজ্য। হে ভামিনি! তিনি প্রদীপ্ত চক্র, শার্ঙ্গধনু ও গদা দ্বারা অনেক দৈত্যবংশ দাহ করিয়াছেন। উপনগরসমূহে যে সকল দৈত্য বাস করে, দানবরাজ নিজ মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে এই কথা জানাইয়াও রাখিয়াছেন।

কিন্তু হে চারুহাসিনি! সকল স্ত্রীরই ইচ্ছা যে, পিতৃকুল হইতে পতিকুল শ্রেষ্ঠ হয়। অতএব, যদি এস্থানে প্রদ্যুম্নের আগমনের কোন উপায় হয়, তাহা হইলে আমার প্রতি অনুগ্রহ ও আমার কুল পবিত্র হয়। হে মধুরভাষিণি! যদুকুলনন্দন প্রদ্যুম্ন আমার স্বামী হন, যদি এই ঘটনার কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে বল, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি বৃদ্ধা অসুরকামিনীদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, হরি দৈত্যগণের নিতান্ত শত্রু ও উৎকণ্ঠার কারণ। প্রদ্যুম্নের জন্মকথা, এবং তিনি যে প্রকারে বলবান্ কালরূপী শম্বরকে সংহার করিয়াছিলেন, তাহাও ইতঃপূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি। তথাপি প্রদ্যুম্ন আমার হৃদয়ে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন; অথচ তাঁহার সহিত যে আমার মিলন হয়, তাহার কোন সম্ভাবনাই দেখি না। সখি! আমি তোমার দাসী; তোমাকে দূতী করিয়া পাঠাইতে ইচ্ছা করি। তুমি বুদ্ধিমতী, তাঁহার সহিত কি উপায়ে মিলন হয় বল।

তখন শুচিমুখী তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক হাসিয়া কহিল, হে চারুহাসিনি! আমি তোমার দূতী হইয়া তথায় গমন করিব; এবং তোমার এই অতি প্রণয় তাঁহাকে জানাইব। যাহাতে তিনি তোমার নিকট আগমন করেন আমি তাহা করিব। হে চারুনিতম্বিনি! তুমি সাক্ষাৎ কামের কামিনী হইবে। আমি যে এই সত্য কথা কহিলাম, হে সুন্দরনয়নে! ইহার পর তুমি তাহা স্মরণ করিবে। এক্ষণে তুমি তোমার পিতার নিকটে গিয়া বল যে, আমি অনেক গল্প জানি। দেবি! আমার প্রতি তাঁহার মমতা জন্মিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে।

এই কথা শুনিয়া প্রভাবতী পিতার নিকটে গিয়া তাহাই বলিলেন। তখন দানবরাজ অন্তঃপুর মধ্যে ঐ হংসীকে কহিল, হে শুচিমুখি! আমি প্রভাবতীর নিকট শুনিয়াছি, তুমি নানাপ্রকার গল্প করিতে পার। তুমি জগতে কি কি আশ্চর্য্য বস্তু দেখিয়াছ, বল। সম্ভবই হউক, আর অসম্ভবই হউক, তুমি কি এমন কোন বস্তু দেখিয়াছ, যাহা কেহ কখনও দেখে নাই।

হে নরশ্রেষ্ঠ! এই কথা শুনিয়া হংসী মহাদ্যুতিসম্পন্ন দানবরাজ বজ্রনাভকে কহিল, শ্রবণ করুন। সুমেরুর পূর্ব্বভাগে শাণ্ডিলী নামে এক সাধ্বীকে দর্শন করিয়াছি; মনস্বিনী

শাণ্ডিলী অতি আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রাণীর হিত সাধনে নিরতা কৌশল্যা নামেও এক মনস্বিনী তথায় বাস করেন; কৌশল্যা শাণ্ডিলী হইতেও প্রধানা; তিনি পর্ব্বতরাজনন্দিনী উমার সখী। আর এক নটকে দেখিয়াছি। তিনি, মুনিগণের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়াছেন; সেই বর প্রভাবে ইচ্ছা-স্বরূপ রূপ ধারণ করিতে পারেন; এবং সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে পারেন; বিনি লোকেই তাঁহার নৃত্যের বিশেষ সমাদর। হে বর্দ্ধ! তিনি উত্তর কুরু, কালাম্র দ্বীপ, ভদ্রাশ্ব দ্বীপ, কেতুমাল দ্বীপ ও অন্যান্য বিবিধ দ্বীপে ইচ্ছানুসারে গমন করিয়া থাকেন। দেব ও গন্ধর্ব্বগণ যে কোন গান বা নৃত্য করিয়া থাকেন, তিনি সমস্তই জানেন। দেবগণ তাঁহার নৃত্য দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হন।

বজ্রনাভ কহিল, হংসি! অল্পদিন হইল, আমি মহাত্মা সিদ্ধ চারণগণের মুখে এ কথা শ্রবণ করিয়াছি। হে পক্ষিকুমারি! নটকে দেখিবার জন্য আমার ঔৎসুক্যও জন্মিয়াছে। কিন্তু বর পাইলেও, সে নট ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, অতএব আমি তাহাকে এস্থানে আসিবার জন্য তোষামোদ করিতে পারি না।

হংসী কহিল, দানবরাজ! নট সপ্তদ্বীপ পরিভ্রমণ করেন। স্বভাবতঃ গুণই নটদিগকে আকর্ষণ করিয়া থাকে; অতএব যাহাকে গুণবান্ দেখে, তাহারই নিকটে গমন করে। আপনার যে ভূরি ভূরি গুণ আছে, সে সকল যদি তাঁহার একবার কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, যে, এই স্থানে তিনি আপনিই উপস্থিত হইয়াছেন।

বজ্রনাভ কহিল, হংসি! তবে যাহাতে ঐ নট আমার রাজ্যে আগমন করে তাহার উপায় কর; এখন আইস; তোমার মঙ্গল হউক্।

কার্য্য সাধনের জন্য বজ্রনাভ হংসদিগকে বিদায় দান করিলেন। তাহারা দেবেন্দ্র ও কৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়া সমস্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। তখন কৃষ্ণ, প্রভাবতীর সহিত মিলন ও বজ্রনাভবধ, প্রদ্যুম্নের প্রতি এই দুই কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন। অনন্তর তিনি দৈবী মায়া অবলম্বন করিয়া নট সৃষ্টি করিলেন এবং ঐ নটবেশে যাদবদিগকে প্রেরণ করিলেন। প্রদ্যুম্নকে নায়ক, শাম্বও গদকে সূত্রধার, এবং অন্যান্য যাদবদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বাদ্য ও নৃত্যকরী বারবিলাসিনী, নটী সাজাইলেন। এই রূপে ভদ্র ও তাহার অনুচরগণ সাজান হইলে পর, মহারথগণ সকলে প্রদ্যুম্ন-কৃত মনোহর বিমানে আরোহণ করিয়া মহাবল দেবতাদিগের কার্য্য সাধনার্থ গমন করিলেন। মহারাজ! যিনি যে পুরুষের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি অবিকল তাহার ন্যায় হইয়াছিলেন। যাঁহারা স্ত্রী সাজিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরও স্বর এবং রূপ অবিকল স্ত্রীদিগের ন্যায়ই হইয়াছিল।

অনন্তর তাঁহারা বজ্রাসুরের বজ্রনামক নগরের উপনগরে উপস্থিত হইলেন।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়। ১৫১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! উপনগরবাসী দানবগণ ভদ্র নটের কথা পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিল; একণে সে আগমন করিয়াছে শ্রবণ করিয়া সকলের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। তাহারা নটের অভ্যর্থনা ও সম্মাননার জন্য নিরতিশয় আনন্দ পূর্ব্বক রাশি রাশি রত্ন প্রদান করিল। পরে বরপ্রাপ্ত নট নৃত্য আরম্ভ করিলে, দানবগণের চিত্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাকাব্য রামায়ণ অবলম্বন করিয়া নাটক আরম্ভ হইল। রাবণবধের ইচ্ছায় অচিন্ত্যস্বরূপ বিষ্ণুর জন্ম

হইল। লোমপাদ এবং দশরথ কতকগুলি বেশ্যার সহিত মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে ও শান্তাকে আনয়ন করিলেন। নটগণ রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তার রূপ ধারণ করিয়া, অভিনয় করিল। যে সকল বৃদ্ধ দানব তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল, তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং বলিতে লাগিল, রূপ অবিকল অনুকরণ করা হইয়াছে। নটগণের নেপথ্যপরিপাটী, অভিনয়, প্রস্তাবনা, মূর্ত্তিশক্তি ও প্রবেশ দর্শন করিয়া সকল দানবেরই বিস্ময় জন্মিল। তাহারা পরমানন্দে তন্ময় হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নাট্য সময়ে বার বার উত্থান করিয়া, বিস্ময় বশতঃ উচ্চৈঃ শব্দ করিতে লাগিল এবং তুষ্ট হইয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্র, কণ্ঠী, বলয় ও মধ্যমণি বিভূষিত হেমহার প্রভৃতি বিবিধ পুরস্কার প্রদান করিতে লাগিল। অর্থ প্রাপ্ত হইয়া নটেরাও পৃথক্ পৃথক্ মুনি ও অসুরগণের নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া স্তব করিতে লাগিল।

রাজন্! অনন্তর উপনগরবাসী ঐ সকল দানব বজ্রনাভের নিকট ঐ দিব্যরূপ নটের আগমনসংবাদ প্রেরণ করিল। দানব পূর্ব্বেই ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিল; এক্ষণে আনন্দিত হইয়া আজ্ঞা পাঠাইল, নটকে পুরীমধ্যে আনয়ন কর।

দানবরাজের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া উপনগরবাসিগণ নটবেশধারী যাদবগণকে মনোহর বজ্রপুর মধ্যে লইয়া গেল। তখন তাঁহাদিগের বাসের জন্য বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সুন্দররূপে নির্ম্মিত বাসস্থান, এবং তাঁহারা যে কোন দ্রব্য প্রার্থনা করিলেন, তাহার শতগুণ প্রদত্ত হইল।

এদিকে মহাসুর বজ্রনাভ মহাকালনামক রুদ্রদেবের উৎসব আরম্ভ করিল। এবং প্রদর্শনার্থ সেনা আহ্বান করিল। অনন্তর নটগণ উত্তমরূপে বিশ্রাম করিলে পর, তাহাদিগকে রাশি রাশি রত্ন পুরস্কার করিয়া, অভিনয় করিতে আজ্ঞা করিল। এবং চক্ষুর সম্মুখে জবনিকাদি দ্বারা আবৃত, অথচ তাহার মধ্য হইতে নাটক দর্শন করা যায় এরূপ স্থানে অন্তঃপুর চারিণীদিগকে স্থাপন করিয়া, স্বয়ং জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, নাট্যদর্শনার্থ উপবিষ্ট হইল।

এদিকে নটবেশধারী ভীষণকর্ম্মা যাদবগণও নেপথ্য বিধান সমাপন করিয়া, উদ্দিষ্ট কার্য্য সাধনার্থ নাট্যের উদ্যোগ করিলেন। প্রথমতঃ স্বরবদ্ধ কাংস্য, বেণু, মৃদঙ্গ, পটহ ও বীণা বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে যদুকামিনীগণ কর্ণের অমৃতস্বরূপ মনস্তুষ্টিকর দেবসঙ্গীত ছালিক্য গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর নিষাদাদি সপ্তস্বরসম্বলিত গ্রাম ও মূর্চ্ছনা যোগে উচ্চৈঃস্বরে মঙ্গলময় গঙ্গাবতরণনামক সঙ্গীত আরম্ভ হইল। হে ভরতনন্দন! তানলয়সম্বলিত শুভ গঙ্গাবতরণসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দানবগণ আনন্দে বার বার লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। কার্য্যবশতঃ নটবেশধারী বীর্য্যশালী প্রদ্যুম্ন, গদ ও শাম্ব নান্দীবাদ্য বাদন করিলেন। নান্দীবাদন শেষ হইলে প্রদ্যুম্ন অভিনয়ের সহিত গঙ্গাবতরণমিলিত শ্লোক পাঠ আরম্ভ করিলেন। তাহার পর রম্ভার অভিসারসম্বন্ধীয় নলকূবর নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল। শূর রাবণের ও মনোবতী নামে নটী রম্ভার বেশ ধারণ করিল। প্রদ্যুম্ন নলকূবর ও শাম্ব তাঁহার বিদূষক হইলেন। যদুনন্দনগণ মায়াবলে কৈলাস উপস্থিত করিলেন। নলকূবর ক্রুদ্ধ হইয়া, যে রূপে দুরাত্মা রাবণকে শাপ দান করিয়াছিলেন; রম্ভাকে যেরূপে সান্ত্বনা করা হইয়াছিল, যদুনন্দনগণ সেপ্রকরণও অভিনয় করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ মহাত্মা নারদের বিবিধ কীর্ত্তির অভিনয় হইতে লাগিল। বীর দানবগণ পাদোদ্ধার, নৃত্য ও অভিনয় দর্শন করিয়া অতুলবিক্রম

যাদবগণের উপর তুষ্ট হইল। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন অভিনয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র, রত্ন, আভরণ এবং বৈদূর্য্যমণি বিভূষিত ও তরল মণি গ্রথিত হার, স্বর্গীয় হস্তীর বংশজাত আকাশগামী হস্তী, সুশীতল সরস সুগন্ধ গুরু ও অগুরু চন্দন ও চিন্তামাত্রে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ চিন্তামণি সকল পুরস্কার দান করিল। দানবপত্নীগণ যাহার যাহা কিছু ছিল, পারিতোষিক দান করিয়া সমস্ত নিঃশেষ করিল।

অনন্তর প্রভাবতীর সখী হংসী প্রভাবতীকে কহিল, সুন্দরি! আমি যাদবগণপালিতা দ্বারকানগরীগমন করিয়াছিলাম। নির্জ্জন স্থানে সুন্দরনয়ন প্রদ্যুম্নের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হে মধুরভাসিনি! আমি তাঁহাকে তোমার অনুরাগের বিষয় জানাইয়াছি। হে পদ্মনয়নে! তিনিও আনন্দিত হইয়া সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অদ্য প্রদোষকালে তোমার সহিত তাঁহার সম্মিলন হইবে। অতএব হে সুন্দরনিতম্বিনি! অদ্য তোমার প্রিয়সমাগম হইবে। হে মানিনি! যদুবংশীয়েরা মিথ্যা কথা কহেন না।

অনন্তর প্রভাবতী আহ্লাদিত হইয়া হংসীকে কহিলেন, সুন্দরি! তুমি আমার আলয়ে রহিয়াছ, আজ তোমায় এখানে শয়ন করিতে হইবে। আমার ইচ্ছা, আমি তোমার সমভিব্যাহারে কেশবনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করি। হে পক্ষিণি! তুমি নিকটে থাকিলে আমার ভয় হইবে না। হংসী পদ্মনয়নাকে কহিল, ভাল, তাহাই হইবে।

এই কথা বলিয়া পক্ষিণী প্রভাবতীর সহিত প্রাসাদে আরোহণ করিল। প্রভাবতী বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত ঐ প্রাসাদের ছাদের উপর প্রদ্যুম্নের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সঙ্কেতস্থানের উপযুক্ত সমুদায় আয়োজন করিলেন। আয়োজন সমাপন হইলে পর বায়ুসমগামিনী হংসী প্রভাবতীর আজ্ঞা লইয়া, কামকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিল। অনন্তর প্রত্যাগমন করিয়া প্রভাবতীকে কহিল, হে দীর্ঘলোচনে! ধৈর্য্যধারণ কর, রুক্মিণীনন্দন আগমন করিতেছেন।

এই সময় শত্রুসংহারী মনস্বী প্রদ্যুম্ন দেখিলেন, দাসীগণ মালা লইয়া যাইতেছে। মালায় শত শত ভ্রমর বসিয়া আছে। প্রতাপশালী প্রদ্যুম্ন জানিতে পারিয়াছিলেন, মাল্য প্রভাবতীর নিকট লইয়া যাইতেছে। তিনি ভ্রমর হইয়া ঐ মালায় উপবেশন করিলেন। দাসীগণ ভ্রমরে আচ্ছন্ন ঐ মালা প্রভাবতীর নিকট লইয়া গিয়া, তাঁহার সন্নিকটে স্থাপন করিল। রাজন্! ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, ভ্রমর সমস্তই উড়িয়া গেল। তখন বীর যাদবশ্রেষ্ঠ সহচরবিহীন হইয়া অল্পে অল্পে গিয়া প্রভাবতীর কর্ণোৎপলে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর অতি মনোহর পূর্ণচন্দ্রকে উদয় হইতে দেখিয়া সুভাষিণী প্রভাবতী হংসীকে কহিলেন, সখি! আমার সমস্ত অঙ্গ দগ্ধ ও মুখ শুষ্ক হইতেছে। এবং মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; এ কি অচিকিৎস্য রোগ জন্মিল। শীতকিরণ মনোরঞ্জন অতি প্রিয় পূর্ণচন্দ্র নূতন উদয় হইয়া, দ্বিগুণ ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছেন; আমি এই ব্যাপার পূর্ব্বে শুনিয়াছি বটে, কিন্তু কখনও দেখি নাই। আমরা স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ চঞ্চলপ্রকৃতি। অহো! আমার অঙ্গ হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। মনে মনে যেরূপ কল্পনা করিতেছি, প্রিয় আগমন করিবেন; কিন্তু যদি আগমন না করেন, তাহা হইলে নিরাশ্রয় হইলাম। কুমুদিনীর যে দশা হইয়াছে, তখন আমারও নিশ্চয় সেই দশা হইবে। আমার অন্তঃকরণ ক্ষীণ নহে; কিন্তু হায়! মদন-সর্প আমাকে দংশন করিয়াছে। কেবল চন্দ্রকিরণের কথা কেন, যে সকল বস্তু স্বভাবতঃ শীতল, জগৎ আনন্দিত ও সকলকে সুখ দান করে, সে সমস্তই

আমার অঙ্গ দাহ করিতেছে। স্বভাবতঃ শীতল, নানা পুষ্পের রেণুবাহী বায়ু আজ দাবাগ্নির ন্যায় আমার কোমল দেহ দাহ করিতেছে। বুঝিতেছি, মন স্থির করা কর্ত্তব্য, কিন্তু পারিতেছি না। মন বিবিধ কল্পনায় অভিভূত হইয়া ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছে; স্থির থাকিতে পারিতেছে না। আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছি, জ্ঞান লোপ পাইতেছে; হৃদয়ে অতিশয় কম্প উপস্থিত হইয়াছে; দৃষ্টি ঘূর্ণিত হইতেছে! হয়! হায়! বুঝিলাম, আমাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইল।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়। ১৫২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণনন্দন বুঝিতে পারিলেন, তিনিই সর্ব্ব প্রকারে বালার মন অধিকার করিয়াছেন। বুঝিয়া মনোমধ্যে নিতান্ত আনন্দিত হইয়া হংসীকে কহিলেন, আমি ভ্রমর হইয়া ভ্রমরগণের সহিত আলয়ে প্রবেশ করত দৈত্যবালিকার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমি প্রভাবতীর আজ্ঞাবর্ত্তী হইলাম; যাহা ইচ্ছা হয়, তিনি আমাকে আজ্ঞা করিতে পারেন।

এই কথা বলিয়া সুন্দরমূর্ত্তি প্রদ্যুম্ন নিজরূপ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার রূপে প্রাসাদ আলোকিত হইয়া উঠিল। এবং চন্দ্রের শুভ্র কান্তি আচ্ছন্ন হইল। পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় হইলে সাগর যেমন স্ফীত হইয়া উঠে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রভাবতীর কামসাগর সেইরূপ উথলিয়া উঠিল। প্রভাবতী লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোমুখী হইয়া নিশ্চল নয়নে বক্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন রুক্মিণীতনয়ের শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; তিনি বরবরা সুন্দর ভূষণ ভূষিত করবরেরতল ভাগ স্পর্শ করিয়া কৃশাঙ্গী সুন্দরীকে কহিলেন, আমি শত শত মনোরথ করিয়া তোমার পূর্ণচন্দ্র সদৃশ এই মুখ প্রাপ্ত হইলাম; তুমি অধোমুখে অবস্থিতি করিয়া আমার সহিত কথা কহিতেছ না কেন? হে চারুবদনে! বদনের প্রভা নাশ করিও না। ভীরু! ভয় ত্যাগ কর। আমি তোমার দাস; আমার প্রতি উচিত অনুগ্রহ প্রকাশ কর। আমার মতে এ অকাল নহে, ভীরু! ভয় ত্যাগ কর; জানিবে, আমি এ উপযুক্ত কালেই আগমন করিয়াছি। তোমার ন্যায় রূপবতী আর নাই। হে প্রণয়িনি! দেশকাল অনুসারে গান্ধর্ব্ব বিবাহক্রমে আমাকে বিবাহ কর।

অনন্তর যদুনন্দন মণিস্থিত অগ্নি স্পর্শ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যথাসময়ে তাহাকে পুষ্পহোম করিলেন। তদনন্তর তাহার উৎকৃষ্ট আভরণভূষিত পাণিগ্রহণ করিলেন। জগতের শুভাশুভের সাক্ষী ভগবান্ হুতাশন, কৃষ্ণনন্দনন্দনকে মান্য করিয়া অতিতেজে জ্বলিতে লাগিলেন। বীর যদুনন্দন পরে উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাদান করিয়া হংসীকে কহিলেন, পক্ষিণি! একবার দ্বার দেশে গিয়া অপেক্ষা কর, আমাদিগের দুই জনকে রক্ষা কর। পক্ষিণী প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। তখন রুক্মিণীনন্দন কামভাবাপন্না চারুলোচনার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া উৎকৃষ্ট শয্যায় লইয়া গেলেন। তথায় উরুদেশে উপবেশন করাইয়া বারি বার সান্ত্বনা ও মুখমারুত দ্বারা সুগন্ধিত করিয়া অল্পে অল্পে গণ্ডদেশে চুম্বন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মধুকর যেমন পদ্মমধু পান করে, তেমনি তাঁহার মুখ পান করিতে লাগিলেন। রতিপণ্ডিত প্রদ্যুম্ন ক্রমে চারুনেত্র স্বিনীকে আলিঙ্গন করিয়া রতিক্রীড়ায় ক্রীড়া করাইলেন; কিন্তু বিরক্ত করিলেন না, অথচ রতিক্রীড়ায় যে সমস্ত আনন্দ পাইতে হয়, সমস্তই প্রাপ্ত হইলেন। কমলাক্ষী কৃষ্ণনন্দন এই রূপে প্রভাবতীর সহিত সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া, অরুণোদয় কালে নটগৃহে উপস্থিত হইলেন। প্রভাবতী অনিচ্ছায় অতি

করে তাঁহাকে বিদায়প্রদান করিলেন। প্রদ্যুম্নও নিরন্তর কান্তাকেই মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন

মহারাজ! ধর্ম্মচারী যাদবগণ কার্য্যবশতঃ নটবেশে বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র কৃষ্ণকে বজ্রনাভের যে ত্রৈলোক্য বিজয়ের উদ্যোগের কথা কহিয়াছিলেন, মহাত্মগণ অতি যত্নে গোপনীয় বিষয় গোপন করিয়া সেই ঘটনা অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। রাজন্! যত দিন কশ্যপের যজ্ঞ হয়, তত দিন দেবাসুরের মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদ হইতে পারে না। যাদবগণ ত্রৈলোক্য বিজয়ের উদ্যোগ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! ধীমান্ যাদবগণ কাল প্রতীক্ষা করিয়া উক্তপ্রকারে বাস করিতেছেন, ইতিমধ্যে সর্ব্ব জীবের মনোহর সুন্দর বর্ষা ঋতু উপস্থিত হইল। ওদিকে মনোবেগগামী হংস সকল বাসব ও কৃষ্ণকে দিবানিশ মহাত্মা কুমারগণের সংবাদ প্রদান করিতে লাগিল। মহাতেজা প্রদ্যুম্ন, হংসগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া প্রতিরাত্রিতে সুন্দরী প্রভাবতীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। হংসগণ ইন্দ্রের আজ্ঞায় বজ্রপুরে বাস করিতেছিল। তাহারা রক্ষা করাতে কালবশে হতবুদ্ধি দানবগণ নটদিগকে চিনিতে পারিল না। বীর প্রদ্যুম্ন হংসগণ কর্তৃকরক্ষিত হইয়া সকলের অদৃশ্য ভাবে রাজগৃহে প্রভাবতীর সহিত দিবা ভাগেও যাপন করিতে লাগিলেন। মায়াবলে নটগৃহে তাঁহার ছায়ামাত্র দৃষ্ট হইত। হে পৌরবনন্দন! তিনি অর্দ্ধ দেহে প্রভাবতীকে ভজনা করিতে লাগিলেন। অসুরগণ মহাত্মা যাদবগণের নম্রতা, বিনয়, সচ্চরিত্র, লীলা, নৈপুণ্য, বিলাস, ও বিদ্যা দর্শন করিয়া ইচ্ছা করিতে লাগিল, তাহাদিগেরও ঐরূপ নম্রতাদি হয়। অসুরস্ত্রী সকল যাদবকামিনীগণের রূপ বিলাস, গন্ধ, পরিচ্ছন্নতা, ভাষা ও সরলতা কামনা করিতে লাগিল।

বজ্রনাভের সুনাভ নামে এক ভ্রাতা ছিল। রাজন্! তাহার রূপযৌবনসম্পন্না দুই কন্যা, একের নাম চন্দ্রবতী, আর একজনের নামগুণবতী তাহারা সর্ব্বদাই প্রভাবতীর গৃহে আসিত, দেখিয়া, প্রভাবতীর রতি ভাব। এই রূপ তাহারা এক দিন সরল ভাবে ক্রীড়া কৌতুকের সময় অবসর পাইয়া প্রভাবতীকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। প্রভাবতী কহিলেন, আমার নিকট এক বিদ্যা আছে, ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিলে, ইচ্ছামাত্র অভিলষিত পতি, স্বামিসৌভাগ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবই হউন, আর দানবই হউন বিদ্যা তৎক্ষণমাত্র তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া আনিয়া দেয়। আমি বিদ্যাবলে মনোরম দেবপুত্রের সহিত বিহার করিতেছি; আমার প্রভাবে আমার অতি প্রিয় প্রদ্যুম্নকে ঐ দর্শন কর।

ভগিনীদ্বয় রূপযৌবনসম্পন্ন প্রদ্যুম্নকে দর্শন করত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন মধুরহাসিনী প্রভাবতী তাঁহাদিগকে তৎকালোচিত বাক্য বলিলেন। কহিলেন, দেখ, দেবগণ নিরন্তর ধর্ম্মে নিরত, অসুরগণ সর্ব্বদা দাম্ভিক। দেবতারা তপস্যায় অনুরক্ত, দানবেরা ইন্দ্রিয়সুখে অভিরত। দেবতারা সত্যনিষ্ঠ; দানবেরা মিথ্যায় নিরত। আর যে স্থানে ধর্ম্ম, তপস্যা ও সত্য, সেই স্থানেই জয়। অতএব তোমরা দুই জনে দুই দেবপুত্রকেই পতিত্বে বরণ কর। আমি তোমাদিগকে বিদ্যা দান করিতেছি। আমার প্রভাবে তোমাদিগের সমযোগ্য দুই দেব চিন্তামাত্র উপস্থিত হইবেন।

এই কথা শুনিয়া দুই ভগিনী চারুনয়না প্রভাবতীকে কহিলেন, তাহাই করিব। তখন প্রভাবতী প্রদ্যুম্নকে তদ্বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহার পিতৃব্য গদ ও ভ্রাতা শাম্বের নাম উল্লেখ করিয়া কহিলেন, তাঁহারা উভয়েই রূপবান্, সুশীল ও

বীর। অনন্তর প্রভাবতী দুই ভগিনীকে কহিলেন, পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা তুষ্ট হইয়া আমাকে এই বিদ্যা দিয়াছিলেন; আর কহিয়াছিলেন, যে সর্ব্বদা স্বামীর আদরভাগিনী হইবে। আমার কৌমার কখন নষ্ট হইবে না। আর আমি দেব, দানব, যক্ষ, যাহাকে কামনা করিব, তিনিই আসিয়া আমার পতি হইবেন। তদনুসারে আমি এই বীরবর প্রদ্যুম্নকে কামনা করিয়াছি। অতএব তোমরা দুই জনে এই বিদ্যা গ্রহণ কর, এখনই তোমাদিগের প্রিয় সঙ্গম হইবে।

অনন্তর দুই ভগিনী আহ্লাদিত হইয়া ভগিনীর নিকট বিদ্যা গ্রহণ করিলেন; এবং বিদ্যা অভ্যাস করিয়া গদ ও শাম্বকে চিন্তা করিলেন। তখনই দুই যদুনন্দন প্রদ্যুম্নের সহিত প্রবেশ করিলেন। রাজন্! কৃষ্ণনন্দন মায়াবলে তাঁহাদিগকে প্রচ্ছন্ন করিয়া আনিলেন। পরে সাধুজনের প্রিয় দুই বীর গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দুই কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। গদ চন্দ্রবতীকে এবং শাম্ব গুণবতীকে বিবাহ করিলেন।

এই রূপে যাদবশ্রেষ্ঠ তিন বীর ইন্দ্র ও কৃষ্ণের আদেশ অপেক্ষা করিয়া অসুরকন্যাদিগের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম

অধ্যায়। ১৫৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ক্রমে ভাদ্রমাস উপস্থিত। আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তাহা দর্শন করিয়া পূর্ণচন্দ্রবদন কামদেব সুন্দরদীর্ঘ-লোচনা প্রভাবতীকে কহিলেন, সুন্দরি! তোমার মুখমণ্ডলসদৃশ মনোহরমূর্ত্তি চন্দ্রমা আর দৃষ্টিগোচর হইতেছেন না; তোমার কেশপাশ সদৃশ মেঘজালে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কেবল তোমার সুবর্ণাভরণভূষিত অঙ্গযষ্টির ন্যায় ক্ষণপ্রভা ক্ষণে ক্ষণে প্রভা বিস্তার করিতেছে। মেঘ সকল ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া তোমার হারলতার ন্যায় ধারা বর্ষণ করিতেছে। জলধরপার্শ্বে বকশ্রেণী তোমার দন্তপংক্তির ন্যায় শোভা পাইতেছে। হে সুভ্রু! সরোবরে পদ্ম সকল মগ্ন, ও যেহেতু আবিল হওয়াতে জলের আর সে শ্রী নাই। কানন মধ্যে শুক্লদন্ত দ্বিরদ সকল যেমন পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, বকশ্রেণীবিরাজিত মেঘ সকল বায়ুবশে সঞ্চালিত হইয়া তেমনি পরস্পরকে আঘাত করিতেছে। প্রিয়ে! তোমার ভ্রূলতা যেমন তোমার মুখমণ্ডল বিভূষিত করিয়াছে, তেমনি ত্রিবর্ণ ইন্দ্রধনু গগন ও মেঘমণ্ডল বিভূষিত করিয়া কামিজনের আনন্দ উৎপাদন করিতেছে। হে চারুনিতম্বিনি! ঐ দেখ, মেঘধ্বনি শ্রবণ করিয়া শিখিকুল আনন্দে পুচ্ছভার উত্তোলন ও বিস্তার করিয়া প্রিয়াগণের আনন্দ উৎপাদন পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে। কতকগুলি চন্দ্রাংশুসদৃশ শুভ্র সৌধতলে ক্ষণ কাল স্থিতি মনোহর শোভা বিস্তার করিয়া আবার বড়ভির উপরে পতিত হইতেছে। আর কতকগুলি আর্দ্রপক্ষে বৃক্ষের অগ্রভাগে উপবেশন করিয়া অনুপম শোভা বিস্তার পূর্ব্বক আবার শাদ্বলাবৃত ভূমিতলে উপবিষ্ট হইতেছে। সরস চন্দনের ন্যায় সুশীতল সমীরণ বারিধারা ভেদ করিয়া কামোদ্দীপক কদম্ব-সর্জ্জ ও অর্জ্জুন পুষ্পসমুদ্ভূত গন্ধ সহকারে মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। এই সমীরণে রতিখেদজনিত ঘর্ম্মবিন্দু বিরাম ও নবীন মেঘের উৎপত্তি হয়। সুন্দরি! যদি এরূপ সমীরণ না বহিত, তাহা হইলে আর বর্ষাঋতু আমার আনন্দোৎপাদন করিতে পারিত না। এইপ্রকার প্রিয়জন সমাগমে সুরতাবসানের পর এতাদৃশ রতিখেদনাশক

সুগন্ধি বায়ু সেবন অপেক্ষা পৃথিবীতে অধিকতর সুখ আর কি আছে! সুন্দরি! এখন মহানদী সকলের পুলিনদেশ জলে পরিপূর্ণ হওয়াতে এত দিন মানস সরোবরের জন্য উৎকণ্ঠিত হংসকুল সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বক ও সারসগণের সমভিব্যাহারে মানস সরোবরে গমন করিয়াছে। সুতরাং হংস, সারস ও চক্রবাক থাকাতে যে শোভা ছিল, কি নদী, কি সরোবর কিছুরই আর সে শোভা নাই। এখন অনাদি অনন্ত মঙ্গলময় জগৎপ্রভু নারায়ণ অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছেন; নিদ্রাদেবী উপযুক্ত সময় দেখিয়া লক্ষ্মীদেবীকে নমস্কার করত তাঁহাকে ভজনা করিতেছেন। হে পদ্মনয়নে! এই নারায়ণের নিদ্রার সময়ে আজ পদ্মধবল চন্দ্র মেঘজালে ছন্ন হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলের অনুকরণ করিতেছেন। বিষধর ভুজঙ্গ সকল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া যে যে বৃক্ষ বা পুষ্প স্পর্শ করিতেছে, ভ্রমরগণ আবার সেই সমস্ত পান করিতেছে দেখিয়া লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছে। স্নিগ্ধ পানের ন্যায় গভীর আকাশমণ্ডল যেরূপ তোয়ভারে পরিপূর্ণ মেঘে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাতে সত্বরে পতিত হইবে, যেন এই আশঙ্কাতেই তোমার চারু বদন, উরু ও নিতম্ব দেশ সাতিশয় ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুন্দরি! দেখ, দেখ, মেঘ সকল হংসশ্রেণীমালায় বেষ্টিত হইয়া, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত বিবিধ শস্যোৎপাদক ধারা বর্ষণ করিতেছে। রাজা যেমন আদেশ দান করিয়া নিজ মাতঙ্গগণের সহিত বনমাতঙ্গদিগকে যুদ্ধ করাইয়া থাকেন, পবন দেব তেমনি জলভরে অবনত মেঘ সকলকে আকর্ষণ করিয়া পরস্পর যেন যুদ্ধ করাইতেছেন। জলদজাল বায়ু সহকারে পবিত্রীকৃত সুগন্ধি পবিত্র আকাশবারি বর্ষণ করিয়া বর্ষাঋতুর উৎকৃষ্ট পক্ষী চাতক ও ময়ূরগণের আনন্দ উৎপাদন করিতেছে। ভেক সকল ষোড়শ পক্ষ নিদ্রিত ছিল, এক্ষণে দলবদ্ধ হইয়া স্ত্রীদিগের সহিত রব করিতেছে; বোধ হইতেছে, যেন সত্যধর্ম্মপ্রিয় ব্রাহ্মণগণ শিষ্য সমভিব্যাহারে বেদ পাঠ করিতেছেন। প্রিয়ে! বর্ষাকালের মহৎগুণ এই, এই কালে শয়ন সময় না হইলেও কামিনীগণ মেঘ গর্জ্জনে চকিত হইয়া সহসা আলিঙ্গন করত প্রিয়জনের আনন্দ বর্দ্ধন করে। কিন্তু আমার মতে বর্ষার এক দোষ যে, তোমার মুখের সদৃশ চন্দ্রমা মেঘরূপ রাহুগ্রস্ত হইয়া দৃষ্টিগোচর হন না। ভীরু! জগতের প্রদীপ শশধর যখন মেঘমুক্ত হইয়া দর্শন দান করিবেন, তখন লোক সকল আনন্দিত হইয়া প্রবাসাগত বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে বারম্বার দর্শন করিবে। ভীরু! প্রিয়বিরহীদিগের বিলাপের সাক্ষীভূত চন্দ্রমা যখন দর্শন দিবেন, নিশ্চয় জানিতেছি, তখন যদি প্রোষিতভর্তৃকা কামিনীগণ প্রিয়ের দর্শন পান, তাহা হইলে চন্দ্রদর্শনে তাঁহাদিগের নয়ন তৃপ্ত হইবে। যাঁহাদিগের প্রিয় নিকটে আছেন, চন্দ্র তাঁহাদিগের পক্ষে নয়নতৃপ্তিকর; আর যাঁহারা প্রিয়বিরহিণী, শশধর তাঁহাদিগের পক্ষে দাবাগ্নিতুল্য। অতএব চন্দ্র এক দেহেই কামিনীজনের প্রিয় আবার অপ্রিয়। তোমার পিতার অন্তঃপুরমধ্যে চন্দ্রকিরণের ন্যায় আলোক আছে সত্য, কিন্তু চন্দ্র নাই; সুতরাং তুমি চন্দ্রের গুণাগুণ জ্ঞাত নহ; অতএব তোমাকে তাঁহার গুণের কথা কহিতেছি।

জগৎপূজ্য চন্দ্রমা স্বীয় পুণ্য ও তপোবলে যে ব্রাহ্মণাধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তাহা অন্যের অপ্রাপ্য। সামবেদী ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে তাঁহারই গুণগাথা গান করিয়া থাকেন। মহাবীর্য্য উদারকীর্ত্তি পুরূরবা যে বুধদেবের পুত্র, চন্দ্রমা সেই বুধদেবের জনক। তিনি সংসারের পূজ্য এবং অন্নোৎপাদক অগ্নিস্বরূপ। অগ্নি সমীগর্ভে লুক্কায়িত হইলে

জগতের আত্মা চন্দ্রমা, অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিলেন। চন্দ্র পূর্ব্বে অপ্সরপ্রধানা উর্ব্বশীকে কামনা করিয়াছিলেন। মুনিগণ চন্দ্রের অমৃতময় দেহ পান করিয়াছিলেন। যাঁহার বংশে রাজচক্রবর্ত্তী আয়ু জন্ম গ্রহণ করিয়া যজ্ঞপরম্পরায় ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নির সমান হইয়াছেন; যাঁহার বংশে রাজা নহুষ উৎপন্ন হইয়া নিজ পরাক্রমে ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, জগৎকর্ত্তা দেবাধিদেব নারায়ণ জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহার বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যিনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার বংশে দেবরাজতুল্য পরাক্রমশালী মহাত্মা যদু উৎপন্ন হইয়া স্বকীয় কর্ম্মগুণে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, যাঁহার বংশে মহীপতি যদু জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিস্তীর্ণ ভোজবংশ বিস্তার করিয়াছেন, যাঁহার বংশে শঠ, নাস্তিক, প্রতারক, অধার্ম্মিক ও বীর্য্যহীন নরপতির নামমাত্র নাই, তুমি সেই চন্দ্রের বংশের বধূ হইয়াছ। যিনি নারায়ণ, যিনি স্বয়ম্ভূ, যিনি লোকনাথ, যিনি দেবগণের আশ্রয়, এবং যিনি পুরুষোত্তম, তিনিই তোমার শ্বশুর; অতএব তুমি সেই সাধুপ্রিয় ভগবান্ দেবদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম

অধ্যায়। ১৫৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে অতুলতেজস্বী মহর্ষি কশ্যপের যজ্ঞ শেষ হইল। সমাগত অমিতপরাক্রম দেব এবং অসুরগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অমনি দানবরাজ বজ্রনাভ পিতা কশ্যপের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বকীয় ত্রিলোক বিজয়-বাসনা নিবেদন করিল। কশ্যপ তাহাকে কহিলেন, বৎস বজ্রনাভ! যদি আমার কথা শ্রবণ করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে, তুমি বজ্রপুরে গিয়া স্বজনগণের সহিত বাস কর। তোমা অপেক্ষা ইন্দ্রের তপস্যা অধিক; ক্ষমতাতেও তিনি স্বভাবতঃ তোমা অপেক্ষা অধিক। তাহাতে আবার তিনি বেদজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, জ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বগুণান্বিত। সুতরাং তিনি ত্রিলোকের রাজা। অধিক কি, তিনি সর্ব্বাংশেই যোগ্য পাত্র। অতএব তিনি ত্রিলোকের অধিপতি হইয়া সর্ব্বজীবের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তুমি কখনই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিবে না; প্রত্যুত পাদবিমর্দ্দিত বিষধরের ন্যায় তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিলে, তোমাকেই নষ্ট পাইতে হইবে।

হে ভরতনন্দন! কালপাশবেষ্টিত মুমূর্ষু ব্যক্তির যেমন ঔষধে প্রবৃত্তি হয় না, বজ্রনাভের তেমনি কশ্যপের উক্ত বাক্য ভাল লাগিল না। তখন সেই কুবুদ্ধি দানব মনে মনে ত্রিলোকবিজয় কল্পনা করিয়া পিতাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় হইল। গৃহে আগমন করিয়া স্বকীয় জ্ঞাতি ও অন্যান্য শত শত অনুরক্ত যোদ্ধাদিগকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য জয় করিতে যাত্রা করিল।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র ও কৃষ্ণ অবসর বুঝিয়া বজ্রনাভের বধোদ্দেশে হংসদিগকে বজ্রপুরে প্রেরণ করিলেন। হংসগণ তথায় উপস্থিত হইলে, যাদবগণ আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাতিশয় চিন্তিত হইলেন; এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন, আজ প্রদ্যুম্নের দ্বারা বজ্রনাভকে সংহার করাইতে হইবে, তাহাতে আর অন্য কথা নাই। কিন্তু পতিপরায়ণা দানবকন্যাগণ সকলেই অন্তঃসত্ত্বা। বিশেষ, তাঁহাদিগের প্রসবেরও আর অধিক বিলম্ব নাই। অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?

এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া তাঁহারা অবশেষে স্থির করিলেন, অগ্রে কেশব ও বাসবের নিকট

এই সংবাদ প্রেরণ করা যাউক; যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাঁহারাই তাহা স্থির করিবেন।

এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা হংসদিগকে কেশব ও বাসবের নিকট প্রেরণ করিলেন। হংসগণ তথায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা অবিকল নিবেদন করিল। তাঁহারা আজ্ঞা করিলেন, ভয় করিতে বারণ করিবে। তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট গুণবান্ কামরূপী পুত্র সকল উৎপন্ন হইবে। গর্ভে থাকিয়া আনন্দিত পুত্রগণ যাবদীয় বেদ, বেদাঙ্গ, ভবিষ্য ও বিবিধ মন্ত্র বিদিত হইবে। তাহারা সদ্য সদ্যই যুবা ও পণ্ডিত হইবে।

মহারাজ! ইন্দ্র ও উপেন্দ্র এইপ্রকার আজ্ঞা করিলে হংসগণ বজ্রপুরে গমন করিয়া, যাদবদিগকে যথা কথা নিবেদন করিল। সেই সময় প্রভাবতী এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের আদেশানুসারে একবারেই যুবা, সর্ব্বজ্ঞ, ও পিতার অনুরূপ গুণযুক্ত হইয়া উঠিল। তাহার এক মাস পরে চন্দ্রবতী এক তনয় প্রসব করিলেন। উহার নাম চন্দ্রপ্রভ হইল। চন্দ্রপ্রভও একবারেই যুবা, সর্ব্বজ্ঞ ও পিতার তুল্য গুণবান্ হইলেন। ঐ সময় গুণবতীও এক পুত্র প্রসব করিলেন। তাহার নাম হইল গুণবান্, গুণবান্ও ইন্দ্র এবং উপেন্দ্রের অনুগ্রহে পূর্ব্বজাত কুমারদ্বয়ের অনুরূপ হইয়া উঠিলেন।

একদা আকাশরক্ষক দানবগণ বর্দ্ধমান কুমারদিগকে হঠাৎ প্রাসাদশিখরে দেখিতে পাইল। রাজন্! জানিবেন, ইহাও ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের ইচ্ছায়। দৈত্যগণ কুমারদিগকে দর্শন করিয়া নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও অদ্ভুতাস্য হইয়া স্বর্গজয়াভিলাষী বীর বজ্রনাভকে গিয়া সম্বাদ দিল। দুর্দ্ধর্ষ দানবরাজ আজ্ঞা করিলেন, তোমরা বিশেষ স্থির করিয়া গৃহবর্ত্তীদিগকে ধারণ কর। শত্রুশাসনকর্ত্তা অসুররাজের আজ্ঞা পাইবামাত্র তাহারা "ধর" "মার" শব্দ করিয়া উঠিল। তাহা শ্রবণ করিয়া পুত্রবৎসলা জননীগণ ব্যাকুল হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে রোদন করিতে দেখিয়া প্রদ্যুম্ন তৎক্ষণমাত্রেই বলিলেন, ভয় করিও না; আমরা জীবিত ও অবিচলিত থাকিতে তোমাদিগের ভয় কি? দৈত্যগণ আমাদিগের কি করিতে পারে? তোমাদিগের কোন ভয় নাই।

সকলকে এই কথা বলিয়া রুক্মিণীনন্দন ব্যাকুল ভাবে অবস্থিত প্রভাবতীকেও সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমার পিতা এবং পিতৃব্য, ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণ সংগে গদাহস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তোমার সম্পর্কে ইহাঁরা আমার পূজ্য ও মান্য। কিন্তু অতি সঙ্কট সময় উপস্থিত। অতএব তোমার দুই ভগিনীকেও জিজ্ঞাসা কর, যদি আমরা কিছু না করি, তাহা হইলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে; আর যদি যুদ্ধ করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জয় লাভ করিব। দানবরাজ বজ্রনাভ প্রভৃতি এই সকল অসুর আমাদিগের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া যুদ্ধ করিতে। এস্থলে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? আমরা চক্রান্ত মধ্যে পতিত হইয়াছি।

তখন প্রভাবতী জানু পাতিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন এবং মস্তকে সংযুক্ত করদ্বয় সংযোজন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে প্রদ্যুম্নকে কহিলেন, হে শত্রুনাশন! আপনাকে রক্ষা কর; এই অস্ত্র গ্রহণ কর। হে যদুনন্দন! জীবিত থাকিলেই স্ত্রীপুত্রদিগকে দর্শন করিতে পাইবে। হে মানদ! হে নরবর! আর্য্যা বিদর্ভনন্দিনী ও অনিরুদ্ধকে স্মরণ করিয়া আপনাকে এই বিপদ্ হইতে মুক্ত কর। ধীমান্ দুর্ব্বাসা মুনি আমাকে বর দিয়াছিলেন, আমি অবিধবা ও জীবপুত্রা হইয়া সুখে বাস করিব। তাহাতেই আমার মনে আশ্বাস আছে যে সূর্য্য ও অগ্নিসমতেজস্বী মুনির বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না।

এই কথা কহিয়া মনস্বিনী অসি লইয়া রুক্মিণীনন্দনকে, বিজয়ী ও, বলিয়া অসি দান করিলেন। প্রদ্যুম্নও ভক্তিমতী প্রেয়সীর প্রদত্ত অসি প্রণাম করিয়া গ্রহণ করিলেন। এইরূপ চন্দ্রবতী এবং গুণবতীও প্রসন্নচিত্তে গদ ও শাম্বকে অসি প্রদান করিলেন।

অনন্তর ক্ষমতাশালী প্রদ্যুম্ন প্রণত হংসকেতুকে কহিলেন, তুমি শাম্বসমভিব্যাহারে এই স্থানেই থাকিয়া দানবগণের সহিত যুদ্ধ কর। আমি আকাশে থাকিয়া দশদিকেই যুদ্ধ করিব। এই কথা কহিয়া, মায়াবিশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন মায়াবলে রথ নির্ম্মাণ করিলেন। সহস্রশিরা সর্ব্বনাগোত্তম অনন্তশরীর অনন্ত নাগ তাঁহার সারথি হইলেন। রুক্মিণীনন্দন সেই প্রধান রথে আরোহণ করিয়া প্রভাবতীর আনন্দ উৎপাদন পূর্ব্বক তৃণরাশি মধ্যে হুতাশনের ন্যায়, দানবসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এবং আশীবিষ সদৃশ শত শত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শর, এবং ভেদন ও ভেদন অস্ত্র দ্বারা দানবদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অসুরগণও রণমত্ত হইয়া দৃঢ়তর অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করিয়া কমললোচন কৃষ্ণনন্দনের উপর চতুর্দ্দিক হইতে বাণনিক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রদ্যুম্ন কাহারও কেয়ূর ও বলয়শোভিত বাহু, কাহারও কাহারও বা কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিলেন। রণভূমি ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন অসুরগণের মস্তক ও খণ্ডিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। দেবরাজ দেবগণের সহিত আনন্দিত মনে যাদব ও অসুরগণের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। যে যে দৈত্য গদ ও শাম্বের নিকট গমন করিল তাঁহাদিগকে সাগরগত জলজন্তুর ন্যায় আর ফিরিয়া আসিতে হইল না। দেবেশ্বর ইন্দ্র সেই সংকট যুদ্ধ দর্শন করিয়া গদের নিকট নিজ রথ প্রেরণ করিলেন, এবং মাতলির পুত্র সুবর্ম্মাকে ঐ রথের সারথি হইতে আজ্ঞা দিলেন। এতদ্ভিন্ন, দেবরাজ শাম্বের নিকট ঐরাবতকে প্রেরণ করিলেন; জয়ন্তকে রুক্মিণীনন্দনের সহায়তা করিতে আদেশ দিলেন, এবং প্রবরকে ঐরাবতে অবস্থিতি করিতে আজ্ঞা করিলেন।

রাজন্! কার্য্যের ব্যবস্থাবিৎ পুরন্দর দেবাধ্যক্ষ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া এইরূপে অমেয়পরাক্রম জয়ন্ত, ব্রাহ্মণ প্রবর এবং মাতলির পুত্র ও হস্তী ঐরাবতকে প্রেরণ করিলেন। তখন চারিদিক্ হইতে সকলে আপনাআপনিই বলিতে লাগিল, এইবার দুর্ম্মতি বজ্রনাভ যাদবগণের হস্তে নিশ্চয়ই মরিবে; ইহার তপস্যার শেষ হইয়াছে।

এদিকে প্রদ্যুম্ন ও জয়ন্ত উভয়ে অসংখ্য শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক দৈত্যদিগকে সংহার করিতে করিতে প্রাসাদতলে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া রণদুর্জ্জয় কামদেব দুর্নিবার্য্য দিগকে কহিলেন, হে কেশবানুজ! ভগবান্ ইন্দ্র আপনাকে অশ্বযুক্ত এই রথ প্রেরণ করিয়াছেন; মাতলির মহাবল পুত্র ইহার সারথি। আর শাম্বের জন্য এই ঐরাবত হস্তী প্রেরিত হইয়াছে, প্রবর ইহার যন্তা। অদ্য দ্বারকা নগরীতে রুদ্রদেবের অর্চ্চনা হইতেছে; কল্য অর্চ্চনা শেষ হইলে হৃষীকেশ এই স্থানে আগমন করিবেন। তখন তাঁহার অনুমতি লইয়া দুরাত্মা বজ্রনাভকে সবান্ধবে সংহার করিব। দুরাত্মা স্বর্গরাজ্য জয় করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছে; অতএব আমাদিগকে উহার সংহারের উপায় করিতে হইবে; দ্বারকানাথ স্বয়ং ইহাকে সপুত্রে সংহার করিবেন না। ইতিমধ্যে আমাদিগকে অতি সাবধানে থাকিতে হইবে। বিশেষ, পত্নীকে যে কোনপ্রকারে রক্ষা করা জ্ঞানবান্ মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। পৃথিবী মধ্যে যে ব্যক্তি পত্নীকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে না পারে, তাহার মরণই মঙ্গল।

মহাবল যদুনন্দন গদ ও শাম্বকে এইরূপ

আদেশ করিয়া দিব্যরূপিণী মায়ার বলে কোটি কোটি প্রদ্যুম্ন সৃষ্টি, এবং দানবসৃষ্ট অন্ধকার নিরাকরণ করিলেন। দেবরাজ শত্রুসংহারক প্রদ্যুম্নের কাণ্ড দর্শন করিয়া নিতান্ত আনন্দিত হইলেন। জীবগণ শরীরস্থিত জীবাত্মার ন্যায় প্রদ্যুম্নকে প্রত্যেক শত্রু আক্রমণ করিতে দর্শন করিল।

রুক্মিণীনন্দন এই প্রকারে যুদ্ধ করিতেছেন, ইতিমধ্যে রজনী প্রভাত হইল। এ দিকেও অসুরসেনার তিন ভাগ ক্ষয় হইয়াছিল। অনন্তর কামদেব যতক্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, জয়ন্ত তাহার মধ্যে মন্দাকিনীজলে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া লইলেন। আবার, জয়ন্ত আসিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রদ্যুম্ন গিয়া স্বর্গঙ্গার সলিলে সন্ধ্যা সমাপন করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম

অধ্যায়। ১৫৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সূর্য্যোদয়ের পর বেলা ছয় দণ্ড হইয়াছে, এই সময় দেব নারায়ণ সর্পশত্রু গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পক্ষিরাজের বেগ হংস, বায়ু এবং মনের বেগ হইতেও অধিক। তিনি আকাশপথে আগমন করিয়া ইন্দ্রের নিকটে অবস্থিতি করিলেন। উপেন্দ্র যথা বিধানে ইন্দ্রের সহিত একত্রিত হইয়া অসুরত্রাসজনক পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদন করিলেন। সেই শঙ্খশব্দ শ্রবণ করিয়া শত্রুঘাতী প্রদ্যুম্ন তথায় উপস্থিত হইলে, উপেন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পুত্র! তুমি অবিলম্বে এই গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বজ্রনাভকে সংহার কর। এইরূপ আদেশ পাইয়া বীর ঐ দেবশ্রেষ্ঠকে প্রণাম করিয়া, গরুড়ারোহণে বজ্রনাভের সন্নিকটে গমন করিলেন।

অনন্তর অস্ত্রবিশারদ কামদেব রণভূমিতে উপস্থিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে বজ্রনাভকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। এবং ক্ষণকাল পরে বজ্রনাভের বক্ষঃস্থলে এরূপ বেগে গদাঘাত করিলেন, যে দৈত্যরাজ তাহাতেই মৃতবৎ বিচেতন হইয়া প্রভূত রুধির বমন করত ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তখন রণদুর্জ্জয় কৃষ্ণনন্দন, তাহাকে কহিলেন, আশ্বস্ত হও। অনন্তর বীর চেতনা লাভ করিয়া প্রদ্যুম্নকে কহিল, যদুনন্দন! সাধু, সাধু; আমি তোমার বীর্য্যের প্রশংসা করিলাম। এবার আমার প্রহার করিবার সময়; স্থির হইয়া অবস্থিতি করিবে।

এই বলিয়া দানব শত মেঘগর্জ্জনের ন্যায় মহাশব্দ করিয়া ঘণ্টাযোজিত, বহু কীলকাকীর্ণ-গদা বেগে পরিত্যাগ করিল। রাজন্! যাদবশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন সেই গদা দ্বারা ললাট দেশে আহত হইয়া প্রভূত রক্ত বমন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। পুত্রকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া রিপুনাশন ভগবান্ কৃষ্ণ আশ্বাস দিবার জন্য সমুদ্রসম্ভূত পাঞ্চজন্য বাদন করিলেন। সেই পাঞ্চজন্য শব্দে মহাবল প্রদ্যুম্নের চেতনা লাভ হইল। দেখিয়া সমুদায় লোক বিশেষতঃ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র আহ্লাদিত হইলেন। তখন কৃষ্ণের ইচ্ছায় নেমি ও অগ্র ভাগে সহস্র ক্ষুর-যোজিত দৈত্যকুলান্তক চক্র প্রদ্যুম্নের হস্তে গিয়া উপস্থিত হইল। কেশবনন্দন ইন্দ্র ও উপেন্দ্রকে নমস্কার করিয়া শত্রুসংহারের নিমিত্ত ঐ চক্র পরিত্যাগ করিলেন। নারায়ণতনয়ের হস্তক্ষিপ্ত চক্র দৈত্যগণের সম্মুখে বজ্রনাভের শরীর হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া ফেলিল। এই সময় রণদর্পিত ভয়ানক সুনাভ প্রাসাদপৃষ্ঠে রণে যাদবদিগকে সংহার করিবার যত্ন করিতেছিল, গদ তাহাকে সংহার করিলেন। যুদ্ধপ্রবৃত্ত অন্যান্য দানবদিগকে

শক্রসংহারী শাম্ব যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

মহাসুর বজ্রনাভ নিহত হইলে, নিকুম্ভ নারায়ণের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ষটপুরে প্রস্থান করিল। তখন ইন্দ্র ও উপেন্দ্র উভয়ে বজ্রপুরে অবতীর্ণ হইলেন। অবতীর্ণ হইয়া ভয়ব্যাকুলিত বাল বৃদ্ধ অসুরদিগকে আশ্বাস দান করিতে লাগিলেন। কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান, সকল বিষয়েই তাঁহারা বৃহস্পতির পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন, সুতরাং এক্ষণে বৃহস্পতির মতানুসারে বজ্রপুর চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক অংশ জয়ন্তের পুত্র বিজয়কে, দ্বিতীয়াংশ প্রদ্যুম্ন পুত্রকে, তৃতীয়াংশ শাম্বপুত্রকে এবং চতুর্থাংশ গদপুত্র চন্দ্র প্রভকে দান করিলেন। বজ্রপুর ভিন্ন আর যে চারি কোটি গ্রাম, এবং কম্বল, অজিন, বস্ত্র, ও বজ্রপুর সদৃশ সহস্র শাখানগর ও বিবিধ ধনরত্নাদি ছিল, সমস্ত ঐ চারি জনকে সমান ভাগ করিয়া দিলেন। অনন্তর স্বয়ং দেবরাজ ঋষিগণের সমক্ষে মন্দাকিনীর জলে তাঁহাদিগের অভিষেক কার্য্য সমাধা করিলেন। স্বর্গে দেব দুন্দুভি সকল বাদিত হইতে লাগিল। জয়ন্তপুত্র বিজয়ের স্বর্গগতি স্বতঃসিদ্ধই ছিল; দানব দৌহিত্রগণেরও স্বর্গগমন নির্দ্ধারিত হইল।

এইরূপে অভিষেক কার্য্য সম্পাদনের পর ভগবান্ ইন্দ্র জয়ন্তকে কহিলেন, পুত্র! কেশব বংশের তিন, এবং আমার বংশের এক এই চারি ব্যক্তি রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন, তুমি ইহাঁদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আজ অবধি ইহাঁরা সকলের অবধ্য হইলেন। ইহাঁরা ইচ্ছামত স্বর্গে গমনাগমন করিতে পারিবেন। তুমি ইহাঁদিগকে দিগ্‌গজশিশু, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের শাবক, এবং বিশ্বকর্ম্মগঠিত রথাদি প্রদান কর। তাহা হইলে কি স্বর্গ, কি রমণীয় দ্বারকানগরী, ইহাঁরা ইচ্ছামত উভয় স্থানেই গমনাগমন করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন, গদ ও শাম্বকে আকাশগামী শত্রুঞ্জয় ও রিপুঞ্জয় নামক দুই ঐরাবত শিশু দান কর, উহাদ্বারা ইহাঁরা আকাশ পথে দ্বারকানগরীতে গমন এবং পুত্রদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আবার এই স্থানে আগমন করিতে পারিবেন।

দেবরাজ ইন্দ্র এইপ্রকার আজ্ঞা করিয়া স্বর্গ এবং কেশব দ্বারকানগরী যাত্রা করিলেন। এদিকে গদ, প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব রাজ্যের সুব্যবস্থা স্থাপন পর্য্যন্ত তিন জনে আর ছয় মাস কাল তথায় বসতি করিয়া পরে আগমন করিলেন। মহারাজ! অদ্যাপি সুমেরু পর্ব্বতের সানুদেশে ঐ সকল রাজ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যতদিন সৃষ্টি থাকিবে, ততদিন ঐ সকল রাজ্য বিলুপ্ত হইবে না। মৌষল যুদ্ধ উপলক্ষে যাদবগণ স্বর্গারোহণ করিলে পর, গদ, প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব ইহাঁরা বজ্রপুরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় কিছুকাল বাস করিয়া, পরে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্বর্গে গমন করেন।

মহারাজ! আমি আপনার নিকট প্রদ্যুম্নের উৎকর্ষের বিষয় এই সাবস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশ আছে, যে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে যশ, আয়ু, বংশ, সুখ ও ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি এবং শত্রুক্ষয় হয়।

—০—

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়। ১৫৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কৃষ্ণ গরুড়ের পৃষ্ঠ হইতেই স্বর্গভবনের সদৃশী দ্বারকানগরী দেখিতে পাইলেন। নিরন্তর কোলাহল পূর্ণ চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন স্থানে মণিপর্ব্বত, কোন স্থানে যন্ত্র, কোন স্থানে ক্রীড়াগৃহ, কোন স্থানে দিব্য উদ্যান, কোন স্থানে উৎকৃষ্ট উপবন, কোন স্থানে বড়ভিনিচয়, কোন স্থানে বা বিচিত্র চত্বর বিরাজিত রহিয়াছে।

কৃষ্ণ সেই দ্বারকানগরীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, দেবরাজ পুরন্দর বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে শিল্পিবর! যদি আমাকে তুষ্ট করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে তুমি পুনর্ব্বার দ্বারকানগরী গমন করত ঐ নগরীকে বিবিধ উদ্যানে ভূষিত করিয়া আমার নগরীর ন্যায় মনোরম কর। ত্রিলোক মধ্যে যে কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু আছে, সমুদায় সংগ্রহ করিয়া তথায় স্থাপন কর। মহাবল কৃষ্ণ আমাদিগের সমস্ত কার্য্য সাধনের জন্য নিরন্তর উদ্যোগী হইয়া ঘোরতর সমরসাগরে অবতীর্ণ হইতেছেন; অতএব তুমি শীঘ্র গমন করিয়া আমার আজ্ঞামত কার্য্য সম্পাদন কর।

ইন্দ্রের আজ্ঞা পাইয়া দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তৎক্ষণমাত্রে দ্বারকায় গমন করিয়া অলকাপুরীর ন্যায় ঐ পুরীর শোভা সম্পাদন করিলেন। তখন যদুপতি গরুড়ের পৃষ্ঠ হইতে দ্বারকাকে বিশ্বকর্ম্মকৃত বিচিত্র রচনায় বিভূষিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রবেশ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। দ্বারকার চতুর্দ্দিক ভাগীরথী ও জলনিধির ন্যায় পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, পরিখা মধ্যে হংস সারস ও পদ্ম সকল বিরাজ করিতেছে। সর্ব্বদিকে মনোহারিণী বৃক্ষশ্রেণী নভোমণ্ডল যেমন মেঘমালায় শোভিত থাকে, নগরী তেমনি প্রাসাদশিখরে বেষ্টিত অরুণবর্ণ সুবর্ণময় বেষ্টন রজ্জুতে নিরন্তর জ্বলিতেছে। কুবের কানন ও নন্দন কানন সদৃশ উদ্যানে পুরীর শোভার পরিসীমা নাই। উহার পূর্ব্বদিকে মণি কাঞ্চন তোরণময়, রমণীয় সানু ও উপত্যকায় বিভূষিত রৈবতক পর্ব্বত। দক্ষিণদিকে পঞ্চবর্ণ লতাবেষ্টিত বৃতি, যেন ইন্দ্রধ্বজ বিরাজিত রহিয়াছে। পশ্চিমদিকে শাখা প্রশাখাকীর্ণ ক্ষুদ্রবৃক্ষের শ্রেণী। উত্তরদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেণু সকলদিক্ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে, বোধ হয় যেন মন্দর পর্ব্বতের পাণ্ডুবর্ণ চূড়াসকল উন্নত হইয়া আছে। রৈবতকের দিকে পঞ্চজন্য দানবের পঞ্চবর্ণ চিত্রক বন, ও সর্ব্বঋতুজাত নানাবিধ বৃক্ষের বন। এতদ্ভিন্ন লতাবেষ্টনবিভূষিত মেরুপ্রভ বন, ভার্গ বন, পুষ্করবন, বীজকবন, শতাবর্ত্তবন, বহুরথ বন, ও মন্দার বন প্রভৃতি অন্যান্য বিস্তরবনও রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকে নীলকান্ত মণি সদৃশ নীলবর্ণ পত্রবিশিষ্ট পদ্মশ্রেণীবিরাজিতা মন্দাকিনী ও রমণীয় পুষ্করিণী বিদ্যমান। রৈবতকের গুহায় কেশবের হিতাকাঙ্ক্ষী কত শত দেব ও গন্ধর্ব্ব বাস করিতেছেন। পবিত্রসলিল মন্দাকিনী একবারে পঞ্চাশৎ মুখে প্রবেশ করিয়া দ্বারকার শোভাসম্পাদন করিতেছেন। পুরীর উচ্চতা অতীব আশ্চর্য্যজনক। চতুর্দ্দিকে অংশুলস্পর্শ পরিখা ও সুধাধবলিতোজ্জ্বল প্রাচীর। স্থানে স্থানে সুতীক্ষ্ণ যন্ত্র, শতঘ্নী ও লৌহনির্ম্মিত চক্র সকল স্থাপিত রহিয়াছে। উহার সকল স্থানই প্রায় সুবর্ণ রচনায় চিত্রিত। স্বর্গের ন্যায় উহার মধ্যে স্থানে স্থানে উন্নত পতাকাশোভিত কিঙ্কিনীযুক্ত অষ্ট সহস্র রথ রহিয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ ও প্রস্থে অষ্ট যোজন বিস্তৃত। উপনগরের পরিমাণ উহার দ্বিগুণ উহার দৈর্ঘ্যে চারিটী এবং পরিসরে চারিটী প্রধানপথ; সুতরাং সমুদায়ে ষোড়শ চতুষ্পথ। শুক্রাচার্য্যের বুদ্ধিকৌশলে সকল পথই এক মূলপথে মিলিত হইয়াছে। মহারথ বৃষ্ণিগণের কথা দূরে থাকুক, ঐ নগরীতে থাকিয়া স্ত্রীগণও শত্রু নিবারণ করিতে পারে উহার সাতটী ব্যূহপথ সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত।

মহাত্মা দেবকীনন্দন বিশ্বকর্ম্মার এই সকল বিচিত্র কার্য এবং লোকনয়নানন্দকর সুবর্ণ ও মণিময় সোপানযুক্ত প্রাসাদ সকল দর্শন করিয়া নিতান্ত আনন্দিত হইলেন। ঐ সকল প্রাসাদের শিখর দেশ সুবর্ণময় ও উজ্জ্বল; তদুপরি আবার উন্নত ধ্বজপতাকা সকল প্রদত্ত হইয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন সুমেরুর শৃঙ্গ সকল

হয় যেন সুমেরুর শৃঙ্গসকল শোভা পাইতেছে। প্রাসাদের শিখর দেশ সকল পঞ্চবর্ণ সুবর্ণ খচিত, বোধ হয় যেন, ঐ সকলের উপরে পুষ্পপতিত হইয়াছে। আর অভ্যন্তরে মেঘের ন্যায় শব্দ হওয়ায় প্রাসাদশ্রেণী যেন নানারূপ পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। ঐ সকলের দীপ্তি প্রজ্বলিত দাবানল সদৃশ, বোধ হয় যেন, ঐ দীপ্তিতে চন্দ্র সূর্য্য হতপ্রভ হইয়াছেন। উচ্চতা দেখিলে বোধ হয় যেন ঐ সমস্ত অট্টালিকা আকাশভেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যাদবগণ, কৃষ্ণ, ইন্দ্র ও উন্নত অট্টালিকা সকল থাকাতে দ্বারক মেঘে পরিপূর্ণ আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পুরীর মধ্যভাগে বাসুদেবের গৃহ; চারি যোজন দীর্ঘ এবং চারিযোজন বিস্তৃত। তন্মধ্যে ক্রীড়াপর্ব্বত সকল বিরাজিত রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বে কাঞ্চন নামে অতি মনোহর অট্টালিকা রুক্মিণীর জন্য নির্ম্মিত। উহা সুমেরুর শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ। সত্যভামার গৃহও মণিমনোহর। উহা ধবলবর্ণ। উহার সোপানশ্রেণী মণিময় ও অতিবিচিত্র। পতাকা সকল নির্ম্মল সূর্য্যকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল। অট্টালিকার নাম ভোগবান্। জাম্ববতীর মন্দির অতি সুশোভন। উহার চতুর্দ্দিক প্রাকার-আকীর্ণ। দেখিলে উহাকে প্রতিক্ষণেই নূতন বোধ হয়। সত্যভামা ও জাম্ববতীর গৃহের মধ্য স্থানে সাগরসঙ্কাশ সুমেরু নামে এক অতি মনোহর গৃহ বিরাজমান। যেমন সূর্য্যের প্রভায় অন্যান্য প্রভা আচ্ছন্ন হয়, তেমনি সুমেরুর প্রভায় অন্যান্য গৃহ ম্লান হইয়া গিয়াছে। সুমেরুর দীপ্তি উদয়োন্মুখ সূর্য্য, উত্তপ্ত স্বর্ণ ও প্রদীপ্ত পাবকের সদৃশ। উহাতে গান্ধাররাজকন্যা গান্ধারী বাস করিতেন। উহার নিকটেই পদ্মকূট নামে এক পদ্মবর্ণ অট্টালিকা বিরাজিত। উহার শোভা ও অতি মনোহর। নানাবিধ উৎকৃষ্ট সামগ্রী উহাতে সুসজ্জিত। উহা ভীমার মন্দির। উহারই পার্শ্বে সূর্য্যপ্রভ নামে যে অট্টালিকা সুসজ্জিত ছিল, দেবী লক্ষণা তাহাতে বাস করিতেন। তাহার নিকটেই দেবী মিত্রবিন্দার প্রাসাদ। উহার প্রভা বৈদূর্য্যমণির ন্যায় হরিতবর্ণ; সকলেই উহাকে অতি উৎকৃষ্ট প্রাসাদ বলিয়া গণনা করিত। ফলতঃ ঐ অট্টালিকা, সকল অট্টালিকার অলঙ্কার স্বরূপ। দেবর্ষিগণও ঐ অট্টালিকার প্রশংসা করিতেন। দেবী সুনন্দার অট্টালিকার নাম কেতুমান্; সমস্ত দেবলোক কেতুমানের প্রশংসা করিতেন।

উক্ত সমস্ত মন্দিরের মধ্যস্থলে একযোজন-বিস্তৃত বিরাজ নামে এক মন্দির। বিরাজ মন্দিরের দীপ্তি অতি চমৎকার; বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং নানাবিধ মণি দ্বারা ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ মন্দিরে ভগবান্ কৃষ্ণ দেব ও ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনা করিতেন। উহার পতাকা সকল সুবর্ণ-দণ্ডময়; ঐ সকলের দ্বারা জানা যাইত যে উহা বাসুদেবের মন্দির। রাজন্! যে পরিমাণে ধ্বজ পতাকা স্থাপিত হইয়াছিল, রত্নসকলও সেই পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন ইন্দ্রধ্বজও অর্পিত হইয়াছিল। বিশ্বকর্ম্মা হংসকূট পর্ব্বতের ষষ্টিতাল প্রমাণ উন্নত, অর্দ্ধ যোজন বিস্তীর্ণ চূড়া সকল কিন্নরগণের সহিত উৎপাটন করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন। সুমেরু পর্ব্বতের যে সকল শৃঙ্গ অতি উন্নত, যে সকল ঊর্দ্ধে সূর্য্যের গমনাগমন পথ রোধ করিত, যাহাতে শত শত পুণ্ডরীক ও বিমান বিরাজিত, যে সকল আমূলতঃ সমস্ত সুবর্ণময় বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাত, এবং যাহাতে সর্ব্বৌষধি বন বিরাজিত, বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে সেই সমস্ত শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া দ্বারকায় আনয়ন করিয়াছিলেন। স্বয়ং বাসুদেব স্বর্গ হইতে পারিজাত বৃক্ষ আহরণ করিয়াছিলেন। যে সকল দেবতা ঐ বৃক্ষের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, বৃক্ষ আনয়ন কালে বাসুদেবের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ

হইয়াছিল। ঐ পুরীর মধ্যে বাসুদেবের উপভোগের জন্য শত শত পুষ্করিণী ও সরোবর খনন করা হইয়াছিল। ঐ সকল পুষ্করিণী ও সরোবর রত্নময় সুগন্ধযুক্ত বিবিধ পদ্মে পরিশোভিত। উপকূল সকল রত্নপুষ্প ও রত্নফল বিশিষ্ট নানাবিধ বৃক্ষে পরিপূর্ণ। শাল, তাল, তমাল, বহুশাখাকীর্ণ বট এবং কি হিমালয়জাত, কি সুমেরুজাত, সমস্ত বৃক্ষই তথায় আহৃত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন নীল, পীত, লোহিত ও শ্বেতাদি বর্ণযুক্ত এবং সমস্ত ঋতুতেই সর্ব্বফল প্রদান করে, এরূপ কত শত বৃক্ষ তথায় রোপিত হইয়াছিল। মহারাজ! পুরীর নদী সকল সুশীতল বালুকারাশি এবং নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ। বিশেষ, জল কখনও তীরভূমির নিম্নে গমন করিত না। জলজ পুষ্প, জলজ বৃক্ষ, ও জলজ লতা দ্বারা সমুদায় জলাশয় পরিশোভিত। বিশেষতঃ, তথাকার বৃক্ষ সকলের শাখায় কত ময়ূর, কত মদমত্ত কোকিল, এবং কতপ্রকার পক্ষী যে বিহার করিতেছিল তাহার সংখ্যা নাই। বনমধ্যে হস্তী গো মহিষ বরাহ ও মৃগ প্রভৃতি বিবিধ পশু এবং নানাপ্রকার পক্ষী ও অসংখ্য বন্য পশু বাস করিতেছিল। যাহা, হউক্, কি শত হস্ত উন্নত সুবর্ণময় অট্টালিকা কি পর্ব্বত, কি নদী, কি সরোবর, কি বন, কি, উপবন, পুরীর সমস্তই বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

অষ্টপঞ্চাশ শততম অধ্যায়।১৫৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বৃষভলোচন কৃষ্ণ দ্বারকার উক্তপ্রকার শোভা দর্শন করিতে করিতে শত প্রাসাদ পরিশোভিত স্বীয় ভবনের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, অযুত সহস্র মণিময় স্তম্ভ বিরাজিত থাকাতে, ভবনে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই। কাঞ্চনময় বেদীযুক্ত, মণি বিদ্রুম রজত খচিত তোরণ সকল প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় প্রভা ধারণ করিয়াছে। তন্মধ্যে তাঁহার উন্নত ও আয়ত কাঞ্চনময় মন্দির বিরাজিত রহিয়াছে। তাহার স্তম্ভ সকল স্ফটিকে নির্ম্মিত। ঐ মন্দিরে তাঁহার আদেশ মত দীর্ঘিকা সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার জলে অতি সুগন্ধ রক্ত ও শ্বেত পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। সোপান সকল রত্ন দ্বারা নির্ম্মিত। মদমত্ত ময়ূর ও কোকিলকুল তাহাতে বিরাজ করিতেছে। মন্দিরের প্রাচীরভিত্তি সকল সমুদায় শিলাময় এবং ঊর্দ্ধ শতহস্ত উন্নত। চতুর্দ্দিকে পরিখা। মন্দির সর্ব্বাংশেই ইন্দ্রভবনের অনুকরণ করিতেছে। উহার বিস্তার চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধযোজন।

অনন্তর কৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া গরুড়ের পৃষ্ঠ হইতে শত্রুদিগের ত্রাস জন্য পাণ্ডরবর্ণ শঙ্খ বাদন করিলেন। শঙ্খ শব্দে সাগর সাতিশয় বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল। সমুদায় নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল; সেই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল। কুকুর ও অন্ধকবংশীয় গণ পাঞ্চজন্যের শব্দ শ্রবণ ও গরুড়কে দর্শন করিয়া উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিলেন। পুরবাসীগণ গরুড়ের পৃষ্ঠস্থিত সূর্য্যসমতেজস্বী শঙ্খ চক্র গদাপাণি নারায়ণকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইল। সমস্ত নগরবাসীদিগের মধ্যে মহাশব্দকারী তূর্য্য; ভেরী ও সিংহধ্বনি হইতে লাগিল। পরে সমুদায় যদু, কুকুর ও অন্ধক বংশীয় গণ আনন্দিত হইয়া বসুদেবকে অগ্রে করিয়া শঙ্খ ও তূর্য্যধ্বনি সহকারে কৃষ্ণের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। রাজা উগ্রসেন বাসুদেবের ভবনে গমন করিলেন। দেবকী, রোহিণী এবং আহুকের পত্নী সকল আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ ভবনে যথাস্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৃষ্ণ ইন্দ্রাদি অনুযায়ীগণ সমভিব্যাহারে গরুড়ারোহণে স্বীয় আলয়ে অবতীর্ণ

হইলেন; এবং গন্তব্য স্থানের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। যদুনন্দন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্যানুসারে যাদবদিগকে অভিবাদন করিলেন। এবং রাম, আহুক, গদ, অক্রূর ও প্রদ্যুম্নাদির প্রত্যভিনন্দন প্রাপ্ত হইয়া মণি পর্ব্বত গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন ইন্দ্রের প্রিয়তম পারিজাত বৃক্ষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। লোকসকল পারিজাতের প্রভাবে দেবতাদিগকেও শরীরীর ন্যায় প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে লাগিল; অতএব অত্যন্ত আনন্দিত হইল। শ্রীমান্ গোবিন্দ প্রফুল্লিত যাদবগণের স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া অচিন্ত্যস্বরূপ অচ্যুত বৃষ্ণিগণ সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর মধ্যে সশৃঙ্গ মণিপর্ব্বতস্থাপন করিলেন। বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পূজনীয় পারিজাতেরও স্থির চিত্তে পূজা করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। অনন্তর জ্ঞাতিগণের অনুজ্ঞা লইয়া নরকাসুর যে সকল স্ত্রীকে অপহরণ করিয়া রাখিয়াছিল, বস্ত্র, আভরণ, ভোগ্যবস্তু, দাসী, ধনরাশি, চন্দ্রকিরণসন্নিভ হার, এবং মহাপ্রভাশালী রত্ন সকল অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। পূর্ব্বে বসুদেব এবং দেবকী, রোহিণী, রেবতী ও আহুকও তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

রাজন্! স্ত্রীগণের উৎকৃষ্টা সত্যভামা স্বামীর বিশেষ আদরের পাত্রী এবং জীবনন্দিনী দেবী রুক্মিণী পরিবার মধ্যে প্রধানা বলিয়া গণ্যা হইলেন। কেশব পূর্ব্বোক্ত কামিনীদিগকে যথাযোগ্যানুসারে অট্টালিকা, প্রাসাদশিখর, গৃহ ও পরিজন প্রদান করিলেন।

ঊনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৫৯

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বাসুদেব গরুড়ের অর্চ্চনা ও সখার ন্যায় সম্মাননা করিয়া, তাঁহাকে গৃহগমনে অনুমতি দিলেন। আকাশগামী বিহঙ্গম অনুমতি পাইয়া জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা ও প্রণাম করিয়া, কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার আগমন করিব, এই কথা বলিয়া ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইলেন; এবং পক্ষ পবনে মকরনিবাস সাগরকে সংক্ষোভিত করিয়া মহাবেগে পূর্ব্বসাগরাভিমুখে গমন করিলেন।

এই প্রকারে গরুড় গমন করিলে পর কৃষ্ণ বৃদ্ধ পিতা আনকদুন্দুভি, রাজা উগ্রসেন, বলদেব, সাত্যকি ও অপরাপর বৃদ্ধ ভোজ এবং বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে ও কাশীনিবাসী সান্দীপনি এবং অন্যান্য প্রধান ব্রাহ্মণদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যুদ্ধোপার্জ্জিত, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিবিধ রত্ন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। উজ্জ্বলকুণ্ডলধারী রাজাজ্ঞাঘোষক নগরীমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিল, ব্রাহ্মণদ্বেষী অসুরেরা সকলে বিনষ্ট হইয়াছে; অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা জয়ী হইয়াছেন, এবং মধুসূদন অক্ষত শরীরে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া নগরবাসী সকল ঐ ঘোষণাকারী পুরুষকে উত্তমরূপে পুরস্কার প্রদান করিল।

অনন্তর জনার্দ্দন প্রথমতঃ সান্দীপনির চরণে প্রণাম করিয়া বিনীত ভাবে যদুবংশের রাজা আহুককে নমস্কার করিলেন। পরে বলরামের সমভিব্যাহারে আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে ইষ্টদেবতা পিতার পাদযুগল বন্দনা করিলেন। তদনন্তর যথাযোগ্যানুসারে অপরাপরের নিকটে গমন করত বন্দনাদি করিয়া একে একে বৃষ্ণি ও ভোজবংশীয়দিগের নাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি স্বয়ং ও অন্যান্য যাদবগণ সর্ব্বরত্নখচিত দিব্য আসন সকলে উপবেশন করিলেন। তখন বাহকগণ দ্বারা যে অক্ষয় ধন আনয়ন করা হইয়াছিল, কিঙ্করগণ কৃষ্ণের আজ্ঞায় সমস্ত সভাস্থলে আনয়ন করিল। পরে

কৃষ্ণ যদুবংশীয়দিগের সম্মানার্থ দুন্দুভিধ্বনি করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন কৃষ্ণের আজ্ঞায় দ্বারকাবাসীগণ আসনসম্পন্ন, মণি ও বিদ্রুমের তোরণশালিনী সভাস্থলে উপবেশন করিলেন। পুরুষসিংহগণ সর্ব্বত্র উপবেশন করিলে পর সিংহকুলবাসিত গিরিগুহার ন্যায় সভার শোভা হইল। কৃষ্ণ রামের সহিত এক সুবর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার সম্মুখ-ভাগে রাজা উগ্রসেন এবং পশ্চাদ্ভাগে সমস্ত যাদবগণ আসীন হইলেন।

এইরূপে যদুশ্রেষ্ঠ বীরগণ উপবেশন করিলে পর পুরুষোত্তম কৃষ্ণ প্রণয় ও বয়ঃক্রমানুসারে সকলকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬০

কৃষ্ণ কহিলেন, পবিত্রকীর্ত্তি আপনাদিগের তপোবল, সমাধি, এবং শুভকামনার প্রভাবেই আমি সেই ভূমিনন্দন নরকাসুরকে সংহার করিয়াছি, কারারুদ্ধ উৎকৃষ্ট ললনাদিগকে উদ্ধার এবং মণি পর্ব্বতের শিখর উৎপাটন করিয়া আনয়ন করিয়াছি। বাহকগণের দ্বারা যে অতুল ধন আনয়ন করা হইয়াছিল, এই সেই ধন; আপনারাই ইহার অধিকারী, এই কথা বলিয়া তিনি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ কৃষ্ণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সকলে কৃষ্ণের সমাদর করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, হে মহাবাহো দেবকীনন্দন! দেবতারাও যে কার্য্য করিতে পারেন না, তুমি তাদৃশ দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়া, স্বোপার্জ্জিত বিবিধ ভোগ ও ধন দ্বারা কুটুম্বদিগকে প্রতি-পালন করিতেছ, অতএব তোমার পক্ষে এই কার্য্য কিছু আশ্চর্য্যের নহে।

অনন্তর সমুদায় যদুবংশীয়গণের ও আহুকের পত্নী সকল কৃষ্ণদর্শনবাসনায় সভাস্থলে গমন করিলেন। দেবকী প্রভৃতি সাত দেবী এবং সুন্দরবদনা রোহিণী আসনোপবিষ্ট কৃষ্ণ বল-রামের নিকট আগমন করিলেন। রাম কৃষ্ণ উভয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবনত হইয়া প্রথ-মতঃ রোহিণীর চরণে প্রণাম করিয়া পরে দেবী দেবকীকে প্রণাম করিলেন। পুত্রদ্বয় সন্নিকটে থাকাতে দেবকী মিত্র ও বরুণের সহবর্ত্তিনী দেবমাতা অদিতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর যশোদার কন্যা, লোকে যাঁহাকে কামরূপিণী যোগমায়া বলিয়া থাকে, যিনি দেবদেব কৃষ্ণের সহিত এক ক্ষণে ও এক মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ যাঁহার আনুকূল্যে কংসকে সগণে সংহার করিয়া-ছিলেন, যিনি বসুদেবের আজ্ঞায় এতাবৎকাল পুত্রীর ন্যায় সাদরে প্রতিপালিতা হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন, যিনি কৃষ্ণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়া লোকে অনংশা নামে পরিচিতা হইয়াছেন, কৃষ্ণকে রক্ষা করিতে যাদবগণ যাঁহার পূজা করিতেন, সেই কন্যা কৃষ্ণ বলরামের নিকট আগমন করিলেন। প্রিয়তমা সখীর ন্যায় তাঁহাকে সেই স্থানে পাইয়া কৃষ্ণ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলেন এবং মহাবল রাম ও আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া তাঁহার বাম হস্ত ধারণ করিলেন। স্ত্রীগণ পদ্মালয়া পদ্মহস্তা লক্ষ্মীর ন্যায় রাম ও কৃষ্ণের মধ্যস্থলে তাঁহাদিগের ভগিনীকে দর্শন করিয়া আতপ তণ্ডুল ও বিবিধ মাঙ্গল্য পুষ্প, এবং লাজ প্রক্ষেপ করত স্ব স্ব আলয়ে গমন করি-লেন। তখন রাম কৃষ্ণ পুনর্ব্বার উপবেশন করিলেন। তাঁহারা উপবেশন করিবার পর যাদবগণও হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করিয়া জনা-র্দ্দনের অদ্ভুত কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগি-লেন। নাগরিকজনের আনন্দবর্দ্ধন মহাবাহু বিপুলযশস্বী জনার্দ্দনও আদৃত হইয়া তাঁহা-

দিগের সহিত বিবিধ আমোদ আহ্লাদে কাল-তিপাত করিতে লাগিলেন।

রাজন্! যাদবগণ সকলে উপবেশন করিয়া আছেন এই সময় নারদ ইন্দ্রের নিয়োগ ক্রমে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবা মাত্র বীর যাদব শ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিলেন। পূজনীয় দেবর্ষি পূজিত হইয়া গোবিন্দের কর মর্দ্দন পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর বিশ্রাম দূর করিয়া যাদবদিগকে কহিলেন, হে যাদবশ্রেষ্ঠগণ! জানিবে, আমি ইন্দ্রের বাক্য ক্রমে আগমন করিলাম। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ! কৃষ্ণের পরাক্রম এবং ইনি বালককাল হইতে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, সমস্ত শ্রবণ কর। উগ্রসেন-নন্দন কংস যাবদীয় যদুবংশীয়দিগকে পরাস্ত ও পিতাকে বন্দী করিয়া রাজ্য অপহরণ করিয়াছিল। ঐ দুর্ম্মতি কুলপাংসল শ্বশুর জরাসন্ধকে অবলম্বন করিয়া ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়ের সকলকেই অবজ্ঞা করিত। কিন্তু প্রতাপশালী বসুদেব কুটুম্বের হিতসাধন উদ্দেশে উগ্রসেনের রক্ষার্থ জন্য নিজ পুত্রকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই বসুদেব পুত্র ধর্ম্মাত্মা মধুসূদন গোপজাতির মধ্যে মথুরার উপবনে কালযাপন করিয়া মথুরাবাসী-দিগের প্রত্যক্ষে অতি অদ্ভুত বিবিধ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর। একদিন যখন শকটের নিম্নদেশে শয়ান ছিলেন, সেই সময় পক্ষিবেশধারিণী, ঘোররূপী রাক্ষসীকে সংহার করিয়াছিলেন। ঐ রাক্ষসীর নাম পূতনা। নীচপ্রকৃতি পূতনা জনার্দ্দনকে বিষদূষিত স্তন পান করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। রুধির তনয়া ঘোররূপা ভীমা বিকৃতাননা রাক্ষসী ঐ রূপে প্রাণত্যাগ করিলে, বনবাসীগণ সকলেই তাহা দর্শন করিয়া বলিয়াছিল, ইহাঁর পুনর্জ্জন্ম হইল; এইজন্য ইহাঁর নাম অধোক্ষজ। এই পুরুষোত্তম শৈশব অবস্থায় ক্রীড়া করিতে করিতে যে পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া শকট চূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহাও সকলে আশ্চর্য্য ভাবিয়াছিল। ইনি অন্যান্য বালকের সহিত কলহ করিতেন বলিয়া একদা রজ্জু দ্বারা উলূখলে বদ্ধ থাকেন; এই অবস্থায় দুই অর্জ্জুনবৃক্ষ ভগ্ন করিয়াছিলেন। দাম অর্থাৎ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হওয়াতেই ইহাঁর নাম হইয়াছে, দামোদর। কালিয় নামে এক মহাবল মহাসর্প ছিল, কেহই তাহাকে দমন করিতে পারে নাই; কিন্তু বাসুদেব ক্রীড়া করিতে করিতে যমুনাহ্রদমধ্যে উহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। প্রভু অক্রূরের সমক্ষে নাগলোকে নাগগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া দিব্য রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। গোধন শীতবাতে কষ্ট পাইতে লাগিল দর্শন করিয়া মহাত্মা মহাবুদ্ধিসম্পন্ন কৃষ্ণ সপ্ত রাত্রি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। বসুদেবনন্দন শৈশবাবস্থাতে গোরক্ষার জন্য বৃষরূপধারী অতিদুষ্ট বলশালী মহাকায় নরঘাতী রিষ্টাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। অতি মহাকায় অতি মহাবল দুর্ব্বুদ্ধি ধেনুককেও গোরক্ষার জনই বিনাশ করেন। দৈত্য সুনামা সৈন্যে ইহাঁকে পরাভব করিতে লাগিলে ইনি ব্যাঘ্র সৃষ্টি করিয়া তাহাকে দূর করিয়াছিলেন। ইনি রোহিণীনন্দনের সমভিব্যাহারে গোপবেশে যখন বনমধ্যে বিচরণ করিতেন, তখনই কংসের ভয় উৎপাদন করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম শৌরি ভোজরাজের সহায় দংষ্ট্রারূপ-অস্ত্রবল-সম্পন্ন হয় দৈত্যকে বাল্যকালেই সংহার করিয়াছিলেন। কংসের অমাত্য প্রলম্ব নামে যে মহাকায় অসুর ছিল, ধীমান্ রোহিণীনন্দন তাহাকে এক মুষ্ট্যাঘাতেই নিপাত করিয়াছিলেন। বসুদেবের এই দুই মহাবীর্য্যসম্পন্ন কুমার দুই দেব কুমার সদৃশ। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ গর্গের নিকট সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। পরম ঋষি গার্গ প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া ইহাঁদিগের জন্মসংস্কার প্রভৃতি সমুদায় সংস্কা

রুই করিয়াছিলেন। যখন এই দুই নরশ্রেষ্ঠ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া হিমালয়জাত দুই সিংহের ন্যায় বর্দ্ধিত ও দ্যুতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তখন গোপীদিগের ধন হরণ করিয়া গোষ্ঠ মধ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা যৎকালে গোষ্ঠে অন্যান্য গোপগণের সহিত বাস করিতেন, তৎকালে গোপালগণের কেহই কি যুদ্ধ, কি বেগ, কি ক্রীড়া, কিছুতেই ইহাঁদিগের সমান হইতে পারে নাই। ইহাঁরা উভয়ে বিশালবক্ষা, আজানুলম্বিতবাহু ও তালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত হইয়াছেন, শুনিয়া কংস ও তাহার মন্ত্রিগণ ব্যথিত হইয়াছিল। কিছুতেই রাম ও কেশবকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়াই কংস অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া কুটুম্বগণের সহিত বসুদেব ও উগ্রসেনকে চোরের ন্যায় দৃঢ়তর বন্ধনে বদ্ধ করে। বসুদেব বহুকাল অতি কষ্টে কাল যাপন করিয়াছিলেন। কংস জরাসন্ধ এবং আহ্বৃতি ও ভীষ্মকের আশ্রয় পাইয়া নিজ পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া মথুরাবাসীদিগের উপর রাজত্ব করিয়াছিল।

কিছুকাল পরে মহাদেবের পূজা উপলক্ষে কংস মথুরায় মহোৎসব আরম্ভ করিল। রাজন্! নানাদেশ হইতে মল্ল এবং নৃত্যগীতনিপুণ নর্ত্তক ও গায়কগণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মহাতেজা কংস বিপুল ধন ব্যয় করিয়া সুনিপুণ সৎস্বভাব শিল্পিগণ দ্বারা রঙ্গবাটী নির্ম্মাণ করাইল। সেই বাটী মধ্যে সহস্র সহস্র মঞ্চ নাগরিক ও জনপদবাসী জনগণে আকীর্ণ হইয়া আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর সুকৃতি ব্যক্তি যেমন বিমানে আরোহণ করেন ভোজরাজ কংস তেমনি অতিসুন্দর উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধিসম্পন্ন রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিলেন। বীর্য্যশালী কংস রঙ্গবাটীর দ্বারদেশে এক মত্ত হস্তীকে স্থাপন করিল; হস্তীর পৃষ্ঠে প্রভূত অস্ত্র শস্ত্র এবং অনেক জন বীর অবস্থিতি করিতে লাগিল

রাজন্! মহাতেজা কংস যখন শ্রবণ করিয়াছিল যে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম কৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন, সেই অবধিই সে আত্মরক্ষা বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল। মনোমধ্যে রাম কৃষ্ণকে ভাবিয়া রাত্রিতে সে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিত না।

এদিকে বীর রাম ও কৃষ্ণ অনুপম সভার কথা শ্রবণ করিয়া, ব্যাঘ্র যেমন গোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি উভয়ে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ কালে রক্ষিগণের আচরণে ক্রুদ্ধ হওয়াতে, ঐ দুই শত্রুদমন দুর্দ্ধর্ষ পুরুষশ্রেষ্ঠ হস্তিপকের সহিত কুবলয়াপীড় হস্তীকে সংহার করিয়া সভাস্থল আলোড়ন করত প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া রাম কৃষ্ণ চাণূর ও অন্ধককে পেষণ করত পরে দুষ্টাত্মা উগ্রসেনতনয়কে তাহার কনিষ্ঠের সহিত সংহার করিলেন।

এই যাদবসিংহ শৌরি দেবতার অসাধ্য যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, ইনি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ সে সকল কর্ম্ম করিতে পারে না। ইনি মুর ও পঞ্চজন দৈত্যকে সংহার পূর্ব্বক গিরিদুর্গ পার হইয়া নিসুন্দ দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ, বলি ও সম্বর যে ধন প্রাপ্ত হয় নাই, অদ্য শৌরি তোমাদিগের জন্য সেই ধন আহরণ করিলেন। কেশব ভূমিনন্দন নরকাসুরকে সংহার করিয়া কুণ্ডলদ্বয় আহরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য স্বর্গে দেবগণ মধ্যে বিপুল যশ লাভ করিয়াছেন। হে যাদবগণ! তোমরা কৃষ্ণের বাহুবল অবলম্বন প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব তোমাদিগের শোক, ভয়, প্রতিবন্ধক কিছুই থাকিবে না; তোমরা মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। ধীমান্ কৃষ্ণ দেবগণের অতি মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন। তোমাদিগকে এই আনন্দের সংবাদ দিলাম, তোমাদিগের মঙ্গল হউক। হে যাদবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা যে কিছু

বাসনা করিবে. আমি অতি যত্নে তাহা পূর্ণ করিব। আমি তোমাদিগের, তোমরা আমারই; আমি তোমাদিগেতে অবস্থিত রহিয়াছি।

পুরন্দর কৃষ্ণের এইরূপ পরিচয় জানাইয়া আর এক কথা কহিয়া দিয়াছেন। আমরা যেমন আনন্দিত হইয়াছি, তেমনি আনন্দিত হইয়া পুরন্দরই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে স্থানে লজ্জা, সেই স্থানেই লক্ষ্মী, এবং যে স্থানে লক্ষ্মী সেই স্থানেই উন্নতি অবস্থিতি করে। কৃষ্ণে এই লজ্জা, লক্ষ্মী ও উন্নতি তিনই নিত্য অবস্থিতি করিতেছে।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬১।

নারদ কহিলেন, হে যদুবীরগণ! এই মহাত্মা কৃষ্ণ হইতেই যুক্ত দৈত্যের পাশ সকল উচ্ছিন্ন হইয়াছে। ইনিই নিসুন্দ ও নরকাসুরকে সংহার করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ গমনের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। যে সকল মহীপাল যুদ্ধে স্পর্দ্ধা করিতেন, শৌরি ধনুষ্টঙ্কার এবং পাঞ্চজন্যের শব্দে তাহাদিগকে ত্রাসিত করিয়াছেন। রুক্মিণী হরণ কালে মহাবল পরাক্রান্ত রুক্মী মেঘ-সম সৈন্য সমবেত মহারথ দাক্ষিণাত্যগণে পরিরক্ষিত হইয়া পথিমধ্যে এই কৃষ্ণকে আক্রমণ করেন; কিন্তু এই যদুবীর সমরে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া মেঘগম্ভীর-শব্দকারী সূর্য্য-সঙ্কাশ রথে করিয়া রুক্মিণীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইনি জারুথা নগরীতে আহুতি, ক্রাথ ও শিশুপালকে পরাজয় করিয়াছেন; সৈন্যের সহিত বক্র এবং শতধন্বাকেও পরাস্ত করিয়াছেন; ধনু দ্বারা ইন্দ্রদ্যুম্ন ও কাশেরুমান্ কালযবন এবং সৌভপতি শাল্বকে সংহার করিয়াছেন। পুণ্ডরীকাক্ষ চক্রাস্ত্র দ্বারা মহেন্দ্র পর্ব্বত খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্রমসেনকে শোধিত করিয়াছেন। মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখর দেশে ইরাবতী নগরীতে অগ্নি ও সূর্য্যের সমান তেজস্বী রাবণানুচর গোপতি ও তালকেতু নামক দুই তোভবীরকে নিপাত করিয়াছেন। ইঁহার দৃষ্টিপাতমাত্রে নিমি ও হংস নামক দুই দৈত্য শমন সদনে গমন করিয়াছে। ইনি বারাণসী নগরী দগ্ধ করিয়া কাশীপতিকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছেন। এই অদ্ভুতকর্ম্মা এবংসে সমতপর্ব্ব সখ্য দ্বারা ময়দানবকে পরাজয় করিয়া ইন্দ্রসেনতনয়কে উদ্ধার করিয়াছেন। লোহিতকূট পর্ব্বতে বরুণদেব ইঁহার নিকট সদলে পরাজিত হইয়াছেন। পারিজাত ইন্দ্রালয়ে ছিল, দেবগণ অতি সতর্কে ঐ বৃক্ষ রক্ষা করিতেন; কিন্তু ইনি ইন্দ্রকেও লক্ষ্য না করিয়া ঐ বৃক্ষ হরণ করিয়া আনিয়াছেন। ইনি পাণ্ড্য, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মৎস্য ও বঙ্গরাজ প্রভৃতি একশত নৃপতিকে সংহার করিয়া প্রিয়দর্শনা গান্ধাররাজকুমারী গান্ধারীকে আনয়ন করিয়াছেন। ইঁহার সহায়তাতেই গাণ্ডীবধন্বা কুন্তীর সম্মুখে ক্রীড়াকারী অর্জ্জুন জয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনিই অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া এক রথে রথী দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, ভীষ্ম, ও দুর্য্যোধনকে পরাস্ত করিয়াছেন। শঙ্খ চক্র-গদা ও অসিধারী এই পুরুষোত্তম ভদ্রের তুষ্টির জন্য সৌবীররাজকন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ইনিই দেবতাদিগের জন্য অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরগণের সহিত সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। মাধব পূর্ব্ব শরীরে তপোবল, দেহবল ও মনোবল অবলম্বন করিয়া বলির ত্রিভুবন হরণ করিয়াছিলেন। যে বলির পুত্র বাণের বজ্র, অশনি, গদা ও পট্টিশ এবং অগ্রজ বা দানবগণের ভয়ে স্বয়ং মৃত্যুও প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরের দিকেও যাইতে পারেন নাই, কৃষ্ণ সেই মহাবীর্য্যশালীগণকে সগণে পরাজয় করিয়াছেন। জনার্দ্দন কংসের অমাত্য মহাবল পীঠ এবং পীঠের পুত্র অসিলোমকে সংহার করিয়াছেন। এই মহাযশা মানুষরূপী দানব জম্ভ, ঐরাবত ও বিরূপকে নিপাত করিয়াছেন। পুণ্ডরীকাক্ষ মহাবলসম্পন্ন

নাগরাজ কালিয়কে যমুনা-হ্রদমধ্যে পরাজয় করিয়া সাগরে প্রেরণ করিয়াছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ হরি সূর্য্যানন্দন যমকে পরাস্ত করিয়া সান্দীপনির মৃতপুত্রকে জীবিত করিয়াছেন। রাজন্‌! অধিক কি বলিব, যে কোন দুরাত্মা দেবতা এবং ব্রাহ্মণের দ্বেষ করে, মহাবাহু কৃষ্ণ তাহাকেই উক্তরূপে শাসন করিয়া থাকেন। ইনি ইন্দ্রের তুষ্টি সাধন করিবার নিমিত্ত, কুণ্ডলযুগল উদ্ধার করিয়া দেবমাতা অদিতিকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপে মহাযশা সর্ব্বলোকেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্‌ কৃষ্ণ দৈত্যদিগের শাসনকর্ত্তা এবং দেবগণের আশ্রয়দাতা। ইনি মর্ত্ত্যলোকে ধর্ম্ম স্থাপন ও সদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত দেবকার্য্য সাধন করিয়া নিজ অতুল ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। মহাযশা কৃষ্ণ বিবিধ ভোগ্য বস্তু পরিপূরিতা, মনোহারিণী, ঋষিদিগেরও লোভনীয়া দ্বারকায় বাস করিয়া অবশেষে ইহাকে সাগরমধ্যে প্রেরণ করিবেন। সর্ব্বত্র বিবিধ রত্নে পরিব্যাপ্তা শত শত চৈত্য ও যূপে চিহ্নিতা দ্বারকা কাননের সহিত বরুণালয়ে প্রবেশ করিবে। বাসুদেব পরিত্যাগ করিলে পর, সাগর ইহাঁর অভিপ্রায় জানিয়া, সূর্য্যনগরীর সদৃশী এই নগরীকে প্লাবিত করিবেন। এই নগরীকে শাসন করিতে পারেন, কৃষ্ণ ভিন্ন এরূপ ব্যক্তি দেবতা অসুর বা মনুষ্যের মধ্যে কুত্রাপি হন নাই, হইবেনও না।

কৃষ্ণ এইরূপে দাশার্হনারীদিগের অত্যুত্তম হিত সাধন করিয়া স্বস্থানে গমন করিবেন। কৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ, সোম, এবং সূর্য্য। ইনি ধ্যানের অগোচর, বুদ্ধির অগোচর। ইনি আপন ইচ্ছার বাধ্য হইয়া থাকেন। ইনি স্ববশ। বালকগণ যেমন ক্রীড়ার সামগ্রী লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে, মহাবাহু তেমনি ভূতগণ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। মধুসূদনের স্বরূপ কেহই জানিতে পারে না। বিশ্বমূর্ত্তি এই মধুসূদন হইতে শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই, ভিন্নও কিছুই নাই। ইতিপূর্ব্বে কত শত বার, কত শত সহস্র বার ইহাঁর এইরূপ স্তব করা হইয়াছে; কিন্তু কেহই কখন ইহাঁর কার্য্যের অন্ত জানিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, আমি ইহাঁর যে সকল কার্য্য উল্লেখ করিলাম, পূর্ব্ব কল্পের মহাবুদ্ধিসম্পন্ন, মহাযোগী, ত্রিকালদর্শী ব্যাসদেব দিব্য চক্ষে দর্শন করিয়া বলিয়াছেন, পুণ্ডরীকাক্ষ বলরামকে সহায় করিয়া বাল্য ও যৌবনাবস্থায় এই সকল কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহেন্দ্রের উপদেশ অনুসারে গোবিন্দের উক্তরূপ স্তব করিয়া, নারদ ঋষি যদুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বর্গে যাত্রা করিলেন। অনন্তর পুণ্ডরীকাক্ষ মধুসূদন গোবিন্দ উক্ত ধন যথ যোগ্য এবং যথা বিধানে অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে বিভাগ করিয়া দিলেন। মহাভাগ যাদবগণ ধন লাভ করিয়া ভূরিভূরি দক্ষিণা দান পূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত দ্বারকায় বসতি করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬২

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্‌! আপনি বলিলেন, কতিপয় সহস্র পত্নীর মধ্যে কৃষ্ণের মহিষী আট জন। এই আট জনের সন্ততি কি কি বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কথিত আছে, প্রধান আট জন মহিষীই পুত্রবতী; ইহাঁদিগের পুত্রগণ সকলেই বীর। তাঁহাদিগের অপত্যগণের নাম করিতেছি, শ্রবণ কর। রুক্মিণী, সত্যভামা, নাগ্নজিতী, শৈব্যাতনয়া সুদত্তা, লক্ষণা, কালিন্দনন্দিনী মিত্রবিন্দা, পৌরবী, জাম্ববতী এবং মদ্ররাজকুমারী সুভীমা এই কয় মহিষী প্রধানা। তন্মধ্যে রুক্মিণীতনয়গণের নাম শ্রবণ কর। শম্বরের সংহারকর্ত্তা প্রদ্যুম্ন রুক্মিণীর গর্ভে

প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র যদু-সিংহ মহারথ চারুদেষ্ণ। এতদ্ভিন্ন রুক্মিণীর গর্ভে চারুভদ্র, চারুগর্ভ, সুদংষ্ট্র, দ্রুম, সুষেণ, চারুগুপ্ত, চারুবিন্দ, ও সর্ব্বকনিষ্ঠ চারুবাহু, এবং চারুমতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সত্যভামার গর্ভে ভানু, ভীমরথ, ক্ষুপ, রোহিত ও জলান্তক তাম্রপক্ষ এই কয় পুত্র, এবং ভানু, ভীমরিকা, তাম্রপক্ষ ও জলন্ধমা এই চারি কন্যা জন্মে। জাম্ববতীর গর্ভে সত্য-শোভন শাম্ব, মিত্রবান্, ও মিত্রবিন্দু নামে তিন পুত্র এবং মিত্রবতী নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়। নাগ্নজিতীর ভদ্রকর ও ভদ্রবিন্দ নামে দুই পুত্র, এবং ভদ্রবতী নামে এক কন্যা হয়। শৈব্যা সুদত্তার গর্ভে সংগ্রামজিৎ, সত্যজিৎ, মেঘজিৎ ও সপত্নজিৎ জন্মলাভ করেন। মদ্র-নন্দিনী সুভীমার পুত্র বৃকাশ্ব, বৃকনির্বৃতি, ও বৃকদীপ্তি। লক্ষ্মণার গর্ভে গাত্রবান্, গাত্রগুপ্ত, ও গাত্রবিন্দ নামে তিন পুত্র, এবং গাত্রবতী নামে সর্ব্বকনিষ্ঠা এক কুমারী জন্মগ্রহণ করেন। কলিন্দনন্দিনী মিত্রবিন্দার পুত্র শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন অশ্রুত। কেশব শ্রুতসেনার হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিয়াছিলেন, এই পুত্র তোমার ও আমার পুত্র এবং দায়াদ হইল।

মহারাজ! মহাত্মা গদের শৈব্যানন্দিনী বৃহতী নাম্নী পত্নীর গর্ভে অঙ্গদ, শ্বেত ও কুমুদ নামে পুত্র, এবং শ্বেতা নামে এক কন্যা জন্মে। অনাবহ, সুমিত্র, শুচি, চিত্ররথ, চিত্রসেন, বনস্তম্ব, স্তম্ব, ও স্তম্ববন, ইহাঁরা গদের অপরা পত্নী সুদেবীর পুত্র; চিত্রা ও চিত্রবতী নামে ইহাঁদিগের দুই ভগিনী। বনস্তম্বের ঔরসে নিবেশন নামে পুত্র এবং স্তম্বরতী নামে কন্যা জন্মে। কুশিকবংশোদ্ভব যুধিষ্ঠিরের কন্যা সুত-সোমার গর্ভে উপাসঙ্গের বজ্রাস্থ ও ক্ষিপ্র নামে দুই পুত্র জন্মে। ইহাঁরা কাপালী ও গরুড় নামে তাঁহার যে পরে দুই পুত্র হয়, তাঁহারা মায়াযুদ্ধ করিতে পারিতেন।

এইরূপে যদুবংশের সহস্র সহস্র পুত্র জন্মে। কথিত আছে, কৃষ্ণের পুত্র লক্ষ। তন্মধ্যে অশীতি সহস্র পুত্র বীর ও রণবিশারদ ছিলেন। বিদর্ভনন্দিনীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের যে পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম অনিরুদ্ধ। মৃগকেতন অনিরুদ্ধ যুদ্ধে অত্যন্ত পটু ছিলেন। রেবতীর গর্ভে বল-দেবের নিশঠ ও উল্মুক নামে দুই পুত্র জন্মে। দুই ভ্রাতাই দেবতুল্য এবং পুরুষপ্রধান।

মহারাজ! সুতনু ও নরাচী নামে বসুদেবের দুই পত্নী ছিলেন। তাঁহাদিগের গর্ভে পৌণ্ড্র ও কপিল নামে বসুদেবের দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে নরাচীর গর্ভে কপিল এবং সুতনুর গর্ভে পৌণ্ড্র উৎপন্ন হয়। পৌণ্ড্র রাজা হইয়াছিলেন। কপিল মুনিধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বসুদেবের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে আর এক পুত্র জন্মে; তাহার নাম জরা; জরা ধনুর্দ্ধারী নিষাদ-গণের রাজা হইয়াছিলেন। কাশ্যার গর্ভে সুপার্শ্ব নামে বসুদেবের আরও এক পুত্র হইয়াছিল। অনিরুদ্ধের পুত্র সানুবজ্র। সানু-বজ্রের পূর্ব্বে বজ্র নামে অনিরুদ্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বজ্রের পুত্র প্রতিরথ; প্রতিরথের পুত্র সুচারু। কনিষ্ঠ বৃষ্ণি-নন্দন অনমিত্র হইতে মহাত্মা শিনি জন্মগ্রহণ করেন। শিনির সত্যবান্ ও সত্যক নামে দুই পুত্র। সত্যকের পুত্র যুযুধান। যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ; অসঙ্গের পুত্র তূণি; তূণির পুত্র যুগন্ধর। এই যুগন্ধরেরই বংশ লোপ পায়।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬৩।

জনমেজয় কহিলেন, আপনি বলিলেন, প্রদ্যুম্ন শম্বরের সংহারকর্ত্তা। তিনি কি কারণে শম্বরকে সংহার করিয়াছিলেন, আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাসুদেবের পুত্র শম্বরান্তকারী সুন্দরদর্শন কামদেব প্রদ্যুম্ন লক্ষ্মী স্বরূপা রুক্মিণীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন।

জন্মের পর সপ্তম রাত্রিতে নিশীথকালে শম্বর দৈত্য সূতিকাগার হইতে কৃষ্ণের শিশু পুত্রকে হরণ করিল। কৃষ্ণ ঐ দেবীমায়া অবগত ছিলেন; এইজন্য রণদুর্ম্মদ ঐ দানবের দণ্ড করিলেন না। মৃত্যু আসিয়া দানবের পরমায়ু বেষ্টন করিয়াছিল; এই জন্য দানব ঐ শিশুকে হরণ করিল, এবং বাহুদ্বয়ে বহন করিয়া স্বীয় নগরে লইয়া গেল। সাক্ষাৎ মায়ার ন্যায় সুন্দরদর্শনা মায়াবতী নামে দানবের এক রূপগুণবতী মহিষী ছিল। মায়াবতীর পুত্র হয় নাই। এইজন্য সর্ব্বদাই পুত্র কামনা করিতেন। দানব কালপ্রেরিত হইয়া মায়াবতীকে নিজ পুত্রের ন্যায় ঐ কৃষ্ণপুত্র প্রদান করিল। ঐ পুত্রকে দর্শন করিয়া মায়াবতীর লোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। তিনি অতিশয় হর্ষিতা হইয়া বার বার দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি চিনিতে পারিলেন, ইনিই আমার প্রাণনাথ ছিলেন। এইরূপ চিনিতে পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইনিই আমার সেই নাথ, যাঁহার জন্য আমি দিবানিশ চিন্তা ও শোকসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি; কিছুতেই আমার মনের তৃপ্তি জন্মে না। পূর্ব্বে ভগবান্ দেবদেব শূলপাণি কুপিত হইয়া ইহাঁকেই ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন; আজ আমি জন্মান্তরে ইহাঁর দর্শন পাইলাম। এখন জানিয়া শুনিয়া মাতার ন্যায় ইহাঁকে স্তনপানই বা কি প্রকারে করাইব। ভার্য্যা হইয়াই বা কিপ্রকারে ইহাঁকে পুত্র সম্বোধন করিব।

এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, তিনি শিশুকে ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং রসায়ন প্রয়োগ দ্বারা অতি সত্বরই তাঁহাকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। রুক্মিণীনন্দন ধাত্রীর নিকট শ্রবণ করিয়া অজ্ঞানবশতঃ মায়াবতীকেই নিজ জননী জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এদিকে মায়াবতী কামে মোহিত হইয়া কমললোচন কৃষ্ণনন্দনকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিলেন; এবং তাঁহাকে সমস্ত দানবী মায়া শিক্ষা করাইলেন। অনন্তর মোহন মূর্ত্তি প্রদ্যুম্ন যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়া সর্ব্ব শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন; যখন তাঁহার নারীদিগের হাবভাবাদি বুঝিবার ক্ষমতা জন্মিল, তখন কামিনী মায়াবতীর তাঁহাতে ইচ্ছা জন্মিল। তিনি মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া তাঁহার প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতেও লাগিলেন। প্রদ্যুম্ন চারুহাসিনী রাজমহিষীর অনুরাগ দর্শন করিয়া কহিলেন, সৌম্যে! তুমি মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া এরূপ বিপরীত ভাব প্রকাশ করিতেছ কেন। অহো! তোমার স্বভাব কি দুষ্ট; স্ত্রীস্বভাব হেতু তোমার মন চঞ্চল হইয়াছে; সেইজন্যই তুমি পুত্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাকে অনুরাগিণী হইয়াছ। আমি ত তোমার পুত্র; তবে এরূপ ভাবের বিপর্য্যয় কেন? এ কি ব্যাপার, দেবি! আমাকে প্রকৃত বৃত্তান্ত বল। সত্যই নারীজনের স্বভাব বিদ্যুৎপাতের ন্যায় চঞ্চল; তাহারা, পর্ব্বতশিখরে মেঘের ন্যায়, পুরুষজনে সংলগ্ন হইয়া থাকে। আমি যদি তোমার পুত্র হই, বল, আর যদি না হই, তাহাও বল; আমি যথার্থ কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; তোমার একি অদ্ভুত চেষ্টা?

ভীরুস্বভাবা মায়াবতীর ইন্দ্রিয় সকল কামবশে বাধিত হইয়াছিল; তিনি উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই নির্জ্জন স্থানে তাঁহাকে উত্তর করিলেন, কান্ত! তুমি আমার পুত্র নহ; শম্বরও তোমার পিতা নহে। তুমি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তাহাতেই এতাদৃশ রূপবান্ ও পরাক্রমশালী হইয়াছ। তুমি বাসুদেবের পুত্র, রুক্মিণীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছ। জন্মের সপ্তম দিবসেই তুমি উত্তানশায়ী শিশু অবস্থায় সূতিকাগার হইতে অপহৃত হইয়াছ। বলবীর্য্যশালী আমার স্বামী তোমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে। তোমার ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী পিতা বাসুদেবের গৃহের অব-

মাননা করিয়া শম্বর তোমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে। বীর! তোমার জননী বিবৎসা ধেনুর ন্যায় তোমার জন্য ব্যথিত হইয়া নিরন্তর দুঃখে কালযাপন করিতেছেন। বালক অবস্থাতেই অপহৃত হইয়া তুমি যে এই স্থানে রহিয়াছ, তোমার ইন্দ্র হইতেও মহত্তর পিতা গরুড়বাহন তাহা অবগত নহেন। কান্ত! তুমি যদুনন্দন, শম্বরের পুত্র নহ। দানবগণ তোমার মত পুত্র উৎপাদন করে না। এইজন্যই আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি; তুমি আমার গর্ভে উৎপন্ন হও নাই। হে সৌম্য! তোমার রূপ দেখিয়া অবশ হইয়াছি; মন একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্যই আমার এইরূপ চেষ্টা এবং এইজন্যই আমার মনের ভাব এইরূপ হইয়াছে। অতএব হে বৃষ্ণিনন্দন! তুমি আমার মন সুস্থির কর। যে জন্য তোমার প্রতি আমার চিত্তের অনুরাগ হইয়াছে, এবং যে জন্য তুমি আমারও পুত্র নহ, তোমাকে সমস্ত এই কহিলাম।

চক্রধারী কেশবের পুত্র সর্ব্বমায়ায় অভিজ্ঞ প্রদ্যুম্ন মায়াবতীর ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া উদ্দেশে শম্বরকে আহ্বান পূর্ব্বক নিজ নাম শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, কি দুষ্টাত্মন্ দানব! কেশবের পুত্রকে বাল্যাবস্থায় হরণ করিতে তোর ভয় হয় নাই? ভাল, আজি আমি তোর ভয়োৎপাদন করিব। এইরূপ বলিয়া কহিতে লাগিলেন, কি কারণে শম্বরের ক্রোধ জন্মে, কি প্রকারেই বা সে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। প্রথমতঃ কি করি, যাহাতে অল্পবুদ্ধি দানব আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। ইহার সিংহচিহ্নিত এক ধ্বজ আছে, ঐ ধ্বজ সিংহদ্বারের উপরিভাগে পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত হইয়া আছে। আমি নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া এই ধ্বজ পাতিত করিব। ধ্বজচ্ছেদন শ্রবণ করিলেই শম্বর বহির্গত হইবে। তখন ইহাকে যুদ্ধে সংহার করিয়া দ্বারকা গমন করিব। মহাভুজ প্রদ্যুম্ন এই কথা কহিয়া শরযুক্ত ধনু ও বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক বলসহকারে শম্বরের ধ্বজযষ্টি ছেদন করিলেন।

মহাত্মা প্রদ্যুম্ন ধ্বজ ছেদন করিলে, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কালশম্বর ক্রোধে পুত্রগণকে আজ্ঞা করিল, হে মহাবীরগণ! তোমরা অবিলম্বে রুক্মিণীনন্দনকে সংহার কর। এ আমার অনিষ্ট করিয়াছে, আমি ইহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি না।

শম্বরের পুত্রগণ পিতার উক্তরূপ আদেশ পাইয়া আনন্দে বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক প্রদ্যুম্নের বিনাশ বাসনায় বহির্গত হইল। চিত্রসেন, অতিসেন, বিশ্বসেন, দ্বিতসেন, শ্রুতসেন, সুষেণ, সোমসেন, মহাসেন, সেনানী, সৈন্যকর্ত্তা, সেনদ, সৈনিক, সেনস্কন্ধ, অভিষেণ, সনক, জনক, সকপ, বিকল, শাস্ত, শাস্তান্তকর, কুম্ভকেতু, সুদংষ্ট্র, ও কেশি প্রভৃতি শম্বরতনয়গণ মৃত্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া চক্র, তোমর, শূল, পট্টিশ ও পরশু গ্রহণ করিয়া আনন্দিত চিত্তে বহির্গত হইল এবং শত্রুকে আহ্বান করিয়া রণক্ষেত্রের অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইল। এদিকে মহাবাহু প্রদ্যুম্নও সত্বর রথে আরোহণ করিয়া ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধাভিমুখে বহির্গত হইলেন। অনন্তর কেশবের এবং শম্বরের পুত্রগণ এই উভয় পক্ষে লোমহর্ষকর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

তখন দেব, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও চারণগণ পুরন্দরকে অগ্রে লইয়া বিমানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নারদ তুম্বুরু, হাহা, হুহু, প্রভৃতি গায়কগণ অপ্সরাগণ সমভিব্যাহারে তথায় অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর দেবরাজের প্রতীহার এক গন্ধর্ব দেবরাজকে নিবেদন করিল, দেবরাজ! ইহা অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, শম্বরের পুত্রগণ সংখ্যায় একশত, আর কৃষ্ণের পুত্র একাকী; এক ব্যক্তি বহুজনের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি প্রকারে জয় লাভ করিবেন।

তাহার বাক্য শ্রবণ করত বাসব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ইঁহার যাদৃশ পরাক্রম, বলিতেছি শ্রবণ কর। ইনি কামদেব; পূর্ব্বে দেহে হরকোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। অনন্তর কামের পত্নী রতি স্তবস্তুতি করাতে, ভগবান্ ত্রিলোচন তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন, বিষ্ণু মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া দ্বারকায় অবস্থিতি করিবেন, তোমার স্বামী তাঁহার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন, ইহার অন্যথা হইবে না। মহাতেজা দ্বারকায় জন্ম লইয়া শম্বরকে সংহার করিবেন। জন্মের সপ্তম দিবসে শম্বর দৈত্য মায়া বিস্তার করিয়া তাঁহাকে রুক্মিণীর ক্রোড় হইতে হরণ করিয়া লইবে। অতএব যাও, শম্বরের গৃহে গিয়া মায়াবতী নামে তাহার ভার্য্যা হও। তুমি মায়ায় আচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাকে মোহিত এবং সেই স্থানে শিশুরূপী নিজ স্বামীকে রক্ষিত করিবে। বালক যৌবন প্রাপ্ত হইলেই শম্বরকে সংহার করিবেন। তাহার পর অনঙ্গ তোমাকে লইয়া দ্বারকা গমন করিবেন। এবং আমি যেমন শৈলনন্দিনীর মনোরঞ্জন করি, তিনিও তেমনি তোমার মনোরঞ্জন করিবেন।

দেবদেব মহাদেব এইরূপ আদেশ করিয়া সিদ্ধচারণসেবিত সুমেরুসদৃশ কৈলাশ পর্ব্বতে গমন করিলেন। কন্দর্পকামিনীও উমাপতিকে প্রণাম করিয়া শম্বরগৃহে যাত্রা করিলেন। সেই পর্য্যন্তই সময় অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। অতএব মহাবাহু প্রদ্যুম্ন শম্বরকে সংহার করিবেন। ইনিই এই দুষ্টাত্মার ও ইহার পুত্রগণের নাশ কর্ত্তা।

চতুঃষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রুক্মিণীনন্দন ও শম্বরের পুত্রগণ এই উভয় পক্ষে লোমাঞ্চজনক তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহা দৈত্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শর, শক্তি, পরশু, চক্র, তোমর কুন্ত, ভুষুণ্ডী ও মুষলাদি অস্ত্র লইয়া বেগে এক কালে প্রদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যদুকুমারও ক্রুদ্ধ হইয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক পাঁচ পাঁচ শরে তাহাদিগের সমস্ত অস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অসুরগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রদ্যুম্নের বিনাশ বাসনায় চতুর্দ্দিক হইতে শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। অনঙ্গও ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণ মাত্রে শম্বরের দশ জন মহাবলশালী পুত্রকে বিনাশ করিলেন। তদনন্তর কুপিত হইয়া এক ভল্লাস্ত্র প্রহারে অবিলম্বে চিত্রসেনের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন হতাবশিষ্ট রণোৎসুক শম্বরপুত্রগণ সকলে একত্রিত হইয়া শরসন্ধান পূর্ব্বক, শরবর্ষণ করিতে করিতে প্রদ্যুম্নকে সংহার করিবার নিমিত্ত অভিমুখে ধাবিত হইল। মহাতেজা প্রদ্যুম্ন যেন ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাদিগের সকলের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এক শত উৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধরকে রণে নিপাত করিয়া প্রদ্যুম্ন পুনর্ব্বার যুদ্ধাভিলাষে সমরস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে এক শত পুত্র হত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া শম্বর ক্রুদ্ধ হইয়া সারথিকে আজ্ঞা করিল, আমার জন্য রথ আনয়ন কর। রাজার বাক্য শুনিয়া সারথি অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া রথ সুসজ্জিত করিয়া সসৈন্যে আনয়ন করিল। ঐ রথে সহস্র ভল্লুক সর্পবল্গা দ্বারা যোজিত হইয়াছিল। উহার চতুষ্পার্শ্ব ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত এবং কিঙ্কিণীজালে মণ্ডিত। উহাতে ক্রীড়া মৃগ, নক্ষত্র ও পক্ষিমালার পরিসীমা ছিলনা। উহার কূবর সুবর্ণে নির্ম্মিত, সিংহকেতন ধ্বজদণ্ডসমূহে উৎকৃষ্ট পতাকা সকল সংযোজিত হইয়াছিল। বরূথগুলি অতি পরিপাটী রূপে নির্ম্মিত। লৌহময় ঈশাগুলি বজ্রের ন্যায়

সুদৃঢ়। রথের শিখরদেশ মন্দরপর্ব্বতের তুল্য উন্নত ও বিচিত্র চামরে ভূষিত। উহাতে স্বর্ণ দণ্ড সকল সংযোজিত হইয়াছিল। রথখানি দেখিতে অতি সুন্দর। বীরশ্রেষ্ঠ শম্বর মৃত্যু-প্রেরিত হইয়া সুবর্ণময় বর্ম্ম শর ও শরাসন গ্রহণ করিয়া ঐ রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধবাসনায় যাত্রা করিল। চারি জন মন্ত্রী দুর্দ্দর্শ, কেতুমালী, শক্রহন্তা ও প্রমর্দ্দন, অগাধ সৈন্যসাগর, অযুত হস্তী, দুইশত রথ, আট সহস্র অশ্বসৈন্য এবং দশ সহস্র পদাতিক তাহার সঙ্গে চলিল। প্রস্থান সময়ে নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হইতে লাগিল। নভোমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে গৃধ্রগণ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। মেঘে সমস্ত আচ্ছন্ন হওয়াতে যেন সন্ধ্যা কাল সমাগত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মেঘসকল মহতী সেনার ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক অতি ভীষণ শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বজ্রাঘাত আরম্ভ হইল। শিবাসকল ভীষণ শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। গৃধ্রকুল রুধিরপান প্রত্যাশায় বারম্বার ধ্বজাগ্রে উপবেশন করিতে লাগিল। দিবাকর রাহুগ্রস্ত হইলেন। শম্বরের বাম চক্ষু ও বাম বাহু কম্পিত হইয়া বিপদ্সূচনা করিতে লাগিল। প্রায় প্রতিপদক্ষেপেই অশ্বগণের পাদস্খলন আরম্ভ হইল। কাক উড়িয়া শম্বরের মস্তকের উপর উপবেশন করিল। কর্দ্দম ও অঙ্গারসহকৃত রুধিরধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। রণস্থলে সহস্র সহস্র উল্কাপাত আরম্ভ হইল। রথচালক সারথির হস্ত হইতে বারম্বার রশ্মি স্খলিত হইতে লাগিল। কিন্তু শম্বর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; অতএব কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া প্রদ্যুম্নের বিনাশ বাসনায় যাত্রা করিল। ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, পণব, আনক ও দুন্দুভি সকল এককালে তাড়িত হওয়াতে তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি জীবগণ সেই শব্দে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় যুদ্ধস্থলে কৃত-সংকল্প প্রদ্যুম্ন চতুর্দ্দিকেই সেনায় বেষ্টিত হইয়া রণস্থলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন কি উপায়ে দৈত্যকে সংহার করিবেন। দানব ক্রোধভরে প্রদ্যুম্নের প্রতি এককালে সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিল। প্রদ্যুম্ন সাতিশয় লঘুহস্ততা সহকারে অর্দ্ধপথে ঐ সকল ছেদন করিলেন। এবং ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরে বিদ্ধ হইল না, সৈন্য মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও রহিল না। সমস্ত সৈন্য প্রদ্যুম্নের শরে বিদ্ধ হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া নিরতিশয় ভীত চিত্তে গিয়া শম্বরের রথের নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিল। দানবেশ্বর শম্বর সৈন্যভঙ্গ দর্শনে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া মন্ত্রীদিগকে আজ্ঞা করিল, আমি আজ্ঞা করিতেছি, তোমরা যাইয়া শত্রুর পুত্রকে প্রহার কর। শত্রুকে উপেক্ষা করা কোন মতেই উচিত নহে। উহাকে সত্বর সংহার কর। উপেক্ষিত হইলে রোগের ন্যায় অবিলম্বেই নিশ্চয় প্রাণনাশ করিবে। অতএব আমার প্রিয় সাধন জন্য শীঘ্র এই দুর্ব্বুদ্ধি পাপকে সংহার কর।

অনন্তর মন্ত্রিগণ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ক্রোধভরে শরবর্ষণ করিতে করিতে রথ চালাইয়া দিল। যুদ্ধস্থলে তাহারা দৌড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া বলবান্ মকরকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া সংভ্রমে শরাসন তুলিয়া সম্মুখভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে মহাতেজা রুক্মিণী-নন্দন মহাক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্ব পঞ্চবিংশতি বাণ দ্বারা দুর্দ্ধরকে, ত্রিষষ্টি দ্বারা কেতুমালীকে, সপ্ততি দ্বারা শক্রহন্তাকে এবং দ্ব্যশীতি দ্বারা প্রমর্দ্দনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ঐ কয় বীর মন্ত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে প্রদ্যুম্নের প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; দেখিতে সেই এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল। প্রত্যেকে ষষ্টি ষষ্টি শরনিক্ষেপ করিল; কিন্তু শর সকল না আসিতে আসিতেই কামদেব শর দ্বারা

সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ করিয়া যাবদীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যের সম্মুখে দুর্দ্ধর্ষের সারথিকে সংহার করিলেন। তাহার পর কঙ্কপত্রবিরাজিত চারি নারাচে তাহার চারি অশ্ব, এক নারাচে যোক্তু, অপর নারাচে ধ্বজ এবং ষষ্ঠি নারাচে রথের যুগ, চক্র ও অক্ষ ছেদন করিলেন। তদনন্তর কঙ্কপত্রবিরাজিত এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ লইয়া অন্নায়ু দুর্দ্ধরের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তাহাতে সে গতপ্রাণ ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল।

বীর দুর্দ্ধর দানব নিহত হইলে দানবরাজ কেতুমালী মহাক্রোধে ভ্রূকুটি করিয়া রে পামর! থাক্ থাক্ বলিয়া শরবর্ষণ করিতে করিতে প্রদ্যুম্নের প্রতি ধাবিত হইল। তখন প্রদ্যুম্নও ক্রুদ্ধ হইয়া বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় তাহার উপর বাণধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দানবমন্ত্রী তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবার বাসনায় এক সহস্র অরবিশিষ্ট চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। কেশবনন্দন লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বিষ্ণুচক্র সদৃশ সেই চক্র ধারণ করিয়া সকলের সমক্ষে তদ্দ্বারাই কেতুমালীর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে কি দেবগণ, কি দেবরাজ, কি গন্ধর্ব্ব কি অপ্সরোগণ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এবং সকলেই তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কেতুমালী হত হইল দেখিয়া শক্রহন্তা ও প্রমর্দ্দন মহাসৈন্য সমভিব্যাহারে প্রদ্যুম্নের প্রতি ধাবিত হইল। তাহারা প্রদ্যুম্নের বধ কামনায় এককালে শতশত গদা, মুষল, চক্র, প্রাস, তোমর, বাণ, ভিন্দিপাল, উজ্জ্বলদীপ্তি কুঠার, ও মুদগর নিক্ষেপ করিল। কৃষ্ণনন্দনও স্বীয় লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সমস্তই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে মহাক্রুদ্ধ হইয়া দানবদলের সহস্র সহস্র হস্তী, হস্ত্যারোহী, রথ, রথারোহী, সারথি ও অশ্ব সংহার ও মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। পরে বিদ্ধ হইল না, এরূপ কোন ব্যক্তিকেও দেখা গেল না। মকরধ্বজ এইরূপ সমস্ত সৈন্য মর্দ্দন করিয়া ভীষণ রুধির নদী উৎপাদন করিলেন। রুধির ঐ নদীর জল, মুক্তাহার সকল তরঙ্গমালা, মাংস ও মেদ পঙ্ক, ছত্র সকল দ্বীপ, শর সকল আবর্ত্ত, রথ সকল তীরভূমি, কেয়ূর সকল উহার ধ্বজ, ধ্বজসমূহ মৎস্য, হস্তী সকল গ্রাহ, অসিসকল নক্র, কেশসমূহ শৈবাল, শ্রোণিসূত্র সকল মৃণাল, সুন্দর মুখমণ্ডল সকল পদ্ম, চামরনিচয় হংস, এবং মুণ্ড সকল উহার তিমি স্বরূপ হইল। হীনতেজা ব্যক্তি ঐ নদী পার হইতে সমর্থ নহে। উহা দুর্নিরীক্ষ্য ও দুর্গম। শ্রীমান্ রুক্মিণীনন্দন ঐ নদীমধ্যে ধনুর্দ্ধারীদিগকে বিলোড়ন করিতে লাগিলেন। পরে শক্রহন্তার উপর বহু শরনিক্ষেপ করিলেন। শক্রহন্তা পুনর্ব্বার ক্রুদ্ধ হইয়া এক শ্রেষ্ঠ বাণ নিক্ষেপ করিল। বাণ প্রদ্যুম্নের হৃদয়ে আসিয়া পতিত হইল। বাণে বিদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্ন বিচলিত হইলেন না; মুমূর্ষু শক্রহন্তাকে সংহার করিবার নিমিত্ত এক শক্তি গ্রহণ করিলেন। অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত শক্তি প্রদ্যুম্নের হস্তক্ষিপ্ত হইয়া বজ্রের ন্যায় শব্দ করিয়া, শক্রহন্তার হৃদয় ভেদ করত ভূমিতে পতিত হইল। হৃদয় ভিন্ন হওয়াতে শক্রহন্তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্রস্ত এবং চর্ম্ম ও অস্থিবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। মহাবল রুধির বমন করিতে করিতে পতিত হইল।

শক্রহন্তা পতিত হইল দেখিয়া প্রমর্দ্দন আসিয়া অগ্রে দাঁড়াইল; এবং এক মুষল গ্রহণ করিয়া কহিল, রে রণপ্রিয়! থাম্, এই সকল সামান্য জনের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি করিবি; আয়, দুর্ব্বুদ্ধে! আমার সহিত যুদ্ধ কর, তাহা হইলেই যমালয়ে গমন করিবি। তুই যদুবংশে উৎপন্ন হইয়াছিস্, তোর পিতা আমাদিগের

শক্র; আমি তাহার পুত্রকে সংহার করিব; তাহা হইলেই সে মরিবে। রে দুর্ব্বুদ্ধে! সে মরিলেই সমুদায় দেবতা মরিবে। তাহা হইলেই দৈত্যদানবগণ নিষ্কণ্টক হইয়া আনন্দে কালযাপন করিবে। আমার অস্ত্রাঘাতে তোর মৃত্যু হইলে, তোর শোণিত দ্বারা আমি শম্বরের শতপুত্রের তর্পণ করিব। আজ মন্দভাগিনী ভীষ্মকদুহিতা যৌবনপ্রাপ্ত পুত্রের বিনাশ শ্রবণ করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিবে। তোর পিতা চক্রধারীর আশাও বিফল হইবে। তুই মরিয়াছিস্, শুনিলে সেই মন্দবুদ্ধি প্রাণ ত্যাগ করিবে।

প্রমর্দ্দন এই কথা কহিয়া বেগে রুক্মিণীনন্দনকে পরিঘ প্রহার করিল। প্রতাপশালী রুক্মিণীনন্দন পরিঘ দ্বারা আহত হইয়া দুই বাহু দ্বারা উৎক্ষেপণ করিয়া দানবের রথ ভূমিতলে চূর্ণ করিলেন। দানব রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া পদভরে দণ্ডায়মান হইল। এবং সহসা ঐ গদা গ্রহণ করিয়া রুক্মিণীনন্দনের প্রতি ধাবিত হইল। কামদেব সেই গদা দ্বারাই উহাকে নিপাত করিলেন। প্রমর্দ্দন নিহত হইল দেখিয়া সকল দানবই পলাইতে লাগিল। সিংহভীত হস্তীর ন্যায় কেহই রণস্থলে অবস্থিতি করিতে পারিল না। তরক্ষু দেখিলে যেমন মেষপাল পলায়ন করে, প্রদ্যুম্নের ভয়ে তেমনি সমস্ত সৈন্য ভীত হইল। রক্তদিগ্ধবস্ত্রা, মুক্তকেশাগ্রা শোভাভ্রষ্টা সেনা রজস্বলা যুবতীর ন্যায় লুক্কায়িত হইল। মন্মথ শর পীড়িতা কামিনী যেমন রতিসময় সহ্য করিতে না পারিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গৃহ গমনে উৎসুক হয়, তথায় অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করে না, যুবতীসদৃশবেশা সেনা তেমনি মন্মথের শরে পীড়িত হইয়া ভয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল।

—+—

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অনন্তর শম্বর ক্রুদ্ধ হইয়া সারথিকে আজ্ঞা করিল, রে! শীঘ্র শত্রুর সম্মুখে আমার রথ লইয়া যাও। আমি আমার অনিষ্টকারী ইহাকে এখনই বাণ দ্বারা সংহার করিব। তখন প্রভুর প্রিয়কারী সারথি প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া স্বর্ণবিভূষিত তুরঙ্গদিগকে চালনা করিল।

প্রফুল্ললোচন প্রদ্যুম্ন রথ আসিতেছে দেখিয়া ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্ণভূষিত শর সন্ধান করিলেন। এবং ক্রুদ্ধ হইয়া সেই শর প্রহার করিয়া শম্বরের ক্রোধোৎপাদন করিলেন। দানব বক্ষঃস্থলে শরাঘাত প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। এবং রথদণ্ড ধারণ করিয়া বিচেতন অবস্থায় অবস্থিত করিতে লাগিল। পুনর্ব্বার চেতনালাভ করত ক্রুদ্ধ হইয়া ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণনন্দনের প্রতি শত শাণিত শর নিক্ষেপ করিল। বাণ না আসিতে আসিতেই প্রদ্যুম্ন সাত বাণে শত বাণ ছেদন করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক প্রথমতঃ শম্বরকে সপ্ততি, তদনন্তর দ্বারা ধারা পর্ব্বতের ন্যায় কঙ্ক ও ময়ূর পিচ্ছ শোভিত সহস্র শর প্রহার করিলেন। দিক্ বিদিক্ শর বর্ষণে আচ্ছন্ন হওয়াতে আকাশমণ্ডল অন্ধকার হইল; সূর্য্য নয়নগোচর হইলেন না। অনন্তর শম্বর বিদ্যাদন্ত্র দ্বারা অন্ধকার দূর করিয়া, প্রদ্যুম্নের রথের নিকট শরবর্ষণ করিতে লাগিল। রাজন্! প্রদ্যুম্ন হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া বিবিধ প্রকার বাণ নিক্ষেপ করত সেই অস্ত্রজাল ছেদন করিলেন। কৃষ্ণনন্দন মহৎ শরবর্ষণ ছেদন করিলে পর, শম্বর মায়া বিস্তার করিয়া বৃক্ষ বর্ষণ করিলেন। বৃক্ষবর্ষণ হইতে লাগিল দেখিয়া প্রদ্যুম্ন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে বৃক্ষসকল ছিন্ন হইল। বৃক্ষবর্ষণ ভস্মীভূত হইলে, দৈত্য শিলাবর্ষণ সৃষ্টি করিল।

প্রদ্যুম্ন বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। তখন প্রতাপশালী দেবশত্রু আর এক প্রধান মায়া বিস্তার করিল। মহারাজ! সে ধনুর্গ্রহণ করিয়া প্রদ্যুম্নের রথের উপর সহস্র সহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, তরক্ষু, ভল্লুক, বানর, মেঘসঙ্কাশ বারণ এবং ঘোটক বর্ষণ করিল। কাম গান্ধর্ব্বাস্ত্র দ্বারা ঐ সমস্ত খণ্ডে খণ্ডে ছেদন করিলেন। মায়া ব্যর্থ হইল দেখিয়া শম্বর ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য মায়ার সৃষ্টি করিল। সেই মায়ার বলে ষষ্টি বৎসর বয়স্ক উদিতদন্ত মাতঙ্গ সকল উৎপন্ন হইল। ঐ সকল মাতঙ্গে মহামাত্রগণ অধিরূঢ় ছিল। সেই দানবী মায়া আগমন করিতেছে দেখিয়া প্রদ্যুম্ন সৈংহী মায়ার সৃষ্টি করিলেন। সৈংহী মায়ার সৃষ্টি হইলে, সূর্য্যোদয়ে যামিনী যেমন অন্তর্হিত হয়, তেমনি নাগময়ী মায়া একবারে তিরোহিত হইল। গজময়ী মায়া ব্যর্থ হইলে, দানব সম্মোহিনী মায়ার সৃষ্টি করিল। প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সেই সম্মোহনী মায়া নাশ করিলেন। তখন দানব মহাক্রুদ্ধ হইয়া সৈংহী মায়ার সৃষ্টি করিল। সিংহ সকলকে আগমন করিতে দেখিয়া কামদেব শরভী মায়ার সৃষ্টি করিলেন। সেই অষ্টাপদ সকল, বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন করে, তদ্রূপ সিংহদিগকে বিদ্রাবিত করিল।

হে রাজন্! এই প্রকারে মায়ার ব্যর্থতা দর্শনে শম্বর মনে করিতে লাগিল যে, এখন কি রূপে ইহাকে সংহার করি। বাল্যাবস্থায় ইহাকে সংহার না করিয়া মূঢ়তা প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে এই দুর্ম্মতি যৌবনাবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃতাস্ত্র হইয়াছে। অতএব এ যুদ্ধস্থলে কি প্রকারে ইহাকে সংহার করি? তবে আমার নিকট একমাত্র অতি ভয়াবহ সর্পমায়া বিদ্যমান আছে। ভগবান্ মহাদেব সেই মায়া প্রদান করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে সেই দেবাদিদেবদত্ত সর্পসমাকীর্ণ মহামায়ার সৃষ্টি করি। সেই মায়া প্রভাবেই ঐ দুর্ম্মতি বিষজ্বালায় পুড়িয়া মরিবে।

শম্বর এইরূপ ভাবিয়া সর্প মায়ার সৃষ্টি করিল। তখন বৃষ্ণিকুমার রথ, অশ্ব ও সারথি সহকারে নাগপাশে বদ্ধ হইলেন, দেখিয়া সর্পনাশিনী সৌপর্ণী মায়ার সৃষ্টি করিলেন। সুপর্ণগণ বিচরণ করাতে সমুদায় সর্প বিনষ্ট হইয়া গেল। সর্পমায়া বিনষ্ট হওয়াতে দেব ও দানবগণ প্রদ্যুম্নকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, হে মহাবাহো, বীর রুক্মিণীনন্দন! তুমি ধন্য! তুমি সর্প মায়া বিনষ্ট করায় আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। এ দিকে শম্বর নাগমায়ার বৈফল্য দর্শনে ভাবিতে লাগিল, ইতিপূর্ব্বে পার্ব্বতী আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক মুদ্গর প্রদান করিয়াছিলেন, প্রদানকালে বলিয়াছিলেন, "বৎস শম্বর! আমি দুস্তর তপঃ সাধন করিয়া সুবর্ণ বিভূষিত মুদ্গরের সৃষ্টি করিয়াছি। ইহার নাম সর্ব্বাসুর বিনাশন মায়াস্ত্রধারণ। এই মুদ্গর প্রভাবে আমি পর্ব্বতবাসী মহাবল পরাক্রান্ত শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যকে সংহার করিয়াছি। জীবন সংশয় উপস্থিত হইলে, তুমি এই মুদ্গর প্রয়োগ করিও।" এই বলিয়া ভগবতী অন্তর্হিতা হন। সেই সুবর্ণবিভূষিত দেব দানব ও মনুষ্যলোকের অনিবার্য্য যমদণ্ড স্বরূপ মুদ্গর আমার নিকট বর্ত্তমান আছে। অতএব এক্ষণে আমি উহার প্রতি সেই মুদ্গর প্রয়োগ করি।

দেবরাজ ইন্দ্র শম্বরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ঋষিবর নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি অবিলম্বে প্রদ্যুম্নের রথে গমন পূর্ব্বক উঁহাকে পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দাও এবং শম্বরবধার্থ উঁহাকে অভেদ্য কবচ ও বৈষ্ণবাস্ত্র প্রদান কর।

দেবরাজ এইরূপ কহিলে, দেবর্ষি নারদ অচিরাৎ তথায় গমন করিলেন এবং মকরধ্বজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কুমার! দেবরাজ

আমার তোমার নিকট পাঠ ইয়াছেন; আমি দেবর্ষি নারদ। তুমি স্বীয় পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণ কর। তুমি পূর্ব্ব জন্মে কামদেব ছিলে, শিবের রোষানলে দগ্ধ হইয়া অনঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি বৃষ্ণিবংশে জন্মলাভ করিয়াছ। কেশব রুক্মিণীর গর্ভে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। সকলে প্রদ্যুম্ন বলিয়া তোমায় ডাকিয়া থাকে। হে যাদব! সপ্ত রাত্রি পূর্ণ না হইতেই শম্বর সূতিকাগার হইতে তোমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল। তুমি শম্বরকে সংহার করিবে, দেবকার্য্য সাধনের জন্য কেশব তৎকালে শম্বরের দণ্ড করেন নাই। মায়াবতী নামে যে শম্বরের ভার্য্যা জানিবে, তিনিই তোমার পূর্ব্ব ভার্য্যা কল্যাণময়ী দেবী রতি। তোমাকে পালন করিবার জন্যই তিনি শম্বরের গৃহে বাস করিতেছেন। তিনি নিজ-শরীর-জাত মায়াকে শম্বরের গৃহে রাখিয়া দিবানিশ শম্বরের প্রণয় উৎপাদন করিয়াছেন। হে প্রদ্যুম্ন! অতএব জানিবে, তোমার ভার্য্যাই তথায় বাস করিতেছেন। অতএব যুদ্ধস্থলে বৈষ্ণবাস্ত্র দ্বারা শম্বরের প্রাণসংহার করিয়া ভার্য্যা মায়াবতীকে লইয়া দ্বারকায় গমন কর। তোমার কর্ত্তব্য হইয়াছে। এই মহাপ্রভাবশালী বৈষ্ণবাস্ত্র এবং কবচ গ্রহণ কর। হে শত্রুবিনাশন! দেবরাজ এই উভয় সংগ্রহ করিয়া তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।' আমি আর যে এক কথা বলিতেছি শ্রবণ কর; শ্রবণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তদনুযায়ি কার্য্য কর। বৎস! তোমার এই শত্রুর এক মহা প্রভাবশালী মুদ্গর আছে। ঐ মুদ্গর যে কোন শত্রুকেই সংহার করিতে পারে; পার্ব্বতী তুষ্ট হইয়া উহাকে ঐ মুদ্গর প্রদান করিয়াছিলেন। কি দেবতা, কি দানব, কি মানব, যুদ্ধে কেহই এই মুদ্গর ব্যর্থ করিতে পারেন না। অতএব এই মুদ্গরের ব্যর্থ করিবার জন্য তোমার দেবীকে স্তব করা উচিত। আর দেবীর নামোচ্চারণ ও স্তব করা, রণোদ্যোগী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্যই বলিয়াছে। অতএব শত্রুর সহিত যুদ্ধে এই বিষয়েই যত্ন কর।

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৭৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শম্বর ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ মুদ্গর গ্রহণ করিল। মুদ্গর গ্রহণ করা হইলে দ্বাদশ আদিত্য উদিত হইলেন; পর্ব্বত সমূহ কম্পিত, এবং পৃথিবী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সাগর সকল বিপরীত বহিতে লাগিল। দেবগণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আকাশ গৃধ্রগণে আবৃত হইল। ঘন ঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল। পর্জ্জন্য দেব রুধির বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উত্তপ্ত পবন অতি বেগে বহিতে আরম্ভ করিলেন।

বীর প্রদ্যুম্ন এইপ্রকার বিবিধ ভয়ঙ্কর উৎপাত সকল দর্শন করত অতি সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিয়া মনোমধ্যে শঙ্করপ্রিয়া দেবী পার্ব্বতীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন; এবং অবনত মস্তকে নমস্কার করিয়া দেবীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন,—"কুলজননী কাত্যায়নীকে নমস্কার। ত্রৈলোক্যের মায়ারূপিণী কাত্যায়নীকে নমস্কার, নমস্কার। শত্রুবিনাশিনীকে নমস্কার। গৌরী গিরীশাকে নমস্কার। আমি শুম্ভনাশিনী, ও নিশুম্ভের হৃদয়বিদারিণীকে নমস্কার করিলাম। কালরাত্রিরূপিণী, ও নিত্য-কুমারীকে আমি প্রণাম করিলাম। দেবী শ্মশানবাসিনীকে আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিলাম। বিন্ধ্যবাসিনী, দুর্গন্ধা, রণদুর্গা, রণপ্রিয়া, জয়া ও বিজয়া নাম্নী মহাদেবীকে নমস্কার করিলাম। অপরাজিতাকে নমস্কার করিলাম। অজিতাকে নমস্কার করিলাম। শত্রুতাপনীকে নমস্কার করিলাম। ঘণ্টহস্তাকে নমস্কার করিলাম। ঘণ্টামালাকুলাকে নমস্কার

করিলাম। ত্রিশূলধারিণীকে নমস্কার করিলাম। মহিষমর্দ্দিনীকে নমস্কার করিলাম। সিংহবাহিনীকে নমস্কার করিলাম। সিংহকেতনাকে নমস্কার করিলাম। একানংশাকে নমস্কার করিলাম। সন্ধ্যপূজিতা গায়ত্রীদেবীকে নমস্কার করিলাম। বিপ্রগণের সাবিত্রীকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিলাম। দেবি! আমাকে সতত রক্ষা কর; সংগ্রামে আমাকে জয় দান কর।

প্রদ্যুম্নের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী দুর্গা সন্তুষ্ট হইয়া প্রসন্নচিত্তে কহিলেন, হে মহাবাহো! চাহিয়া দেখ! হে রুক্মিণীর আনন্দবর্দ্ধন! চাহিয়া দেখ! বর প্রার্থনা কর; আমার দর্শন কখনও নিষ্ফল হয় না।

দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রদ্যুম্নের মন প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রণাম করিয়া দেবীকে নিবেদন করিলেন, দেবি! যদি তুমি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে বর দান কর। হে বরদে! আমি এই বর প্রার্থনা করি, যেন আমি সকল শত্রু জয় করিতে পারি; আর তুমি যে তোমার নিজের তেজ হইতে উৎপন্ন এই মুদ্গর শম্বরকে দান করিয়াছ, ইহা যেন আমার গাত্রস্পর্শে পদ্মের মালা হইয়া আমার কণ্ঠে সংলগ্ন হয়।

"তাই হইবে" এই কথা কহিয়া দেবী সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন।

তখন মহাতেজা প্রদ্যুম্ন অতিশয় আনন্দিত হইয়া রথে আরোহণ করিলেন। পরক্ষণেই ক্রোধে হতজ্ঞান শম্বর মুদ্গর ধারণ পূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিয়া প্রদ্যুম্নের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করত নিক্ষেপ করিল। মুদ্গর মদনদেবের নিকটে যাইয়া পদ্মময়ী মালা হইয়া তাঁহার কণ্ঠে সংলগ্ন হইল। নক্ষত্রমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া চন্দ্রমার যেরূপ শোভা হয়, প্রদ্যুম্নের সেইরূপ শোভা হইল। তখন প্রদ্যুম্নের নিকটে মুদ্গর পুষ্প হইল দেখিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ সকলেই সাধু সাধু বলিয়া দেবনন্দনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রদ্যুম্ন নারদ যে বৈষ্ণবাস্ত্র আনিয়া দিয়াছিলেন, ধনুর আকর্ষণ করিয়া সেই পরমাস্ত্র সন্ধান করিয়া কহিলেন, হে বাণ! যদি আমি সত্যই কেশবের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়া থাকি, তাহা হইলে, আমি সেই সত্য উল্লেখ করিয়া তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, তুমি যুদ্ধে শম্বরকে সংহার কর। মহাযশা রুক্মিণীনন্দন ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক শরসন্ধান কালে এই কথা বলিয়া যেন ত্রিলোক দাহ করিয়াই শম্বরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মাংসভোজী জীব জন্তুর আনন্দজনক ঐ বাণ যাদব সিংহ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া, শম্বরের হৃদয়ভেদ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল। কি মাংস, কি স্নায়ু, কি অস্থি, কি ত্বক্, কি শোণিত, শম্বরের কিছুই অবশিষ্ট রহিল না; বৈষ্ণব অস্ত্রের তেজে সমুদায় ভস্মসাৎ হইল।

দানবাধম মহাকায় শম্বর নিহত হইলে দেব গন্ধর্ব্বগণ আহ্লাদিত হইলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, বিপ্রচিত্তি, তিলোত্তমা, নৃত্য আরম্ভ করিল; স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগৎ নাচতে লাগিল। দেবরাজ সাতিশয় আনন্দিত হইয়া দেবগণের সমভিব্যাহারে প্রদ্যুম্নের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সমরে মধুমথননন্দন বৈষ্ণবাস্ত্র দ্বারা দৈত্যরাজকে সংহার করিলে, দেবগণের শত্রুভয় দূর হইল; তাঁহারা মকরকেতনের স্তব করিতে করিতে নিজ নিজ আলয়ে গমন করিলেন। রুক্মিণীনন্দনও প্রিয়কুমার ন্যায় জয়শ্রী লইয়া রণবেশেই নগরী প্রবেশ করিয়া সত্বর রতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।১৬৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অক্রূর বিক্রমশালী মায়াভিপূর্ণ শম্বরের মায়া সমস্তই শেষ হইয়া

গেল; সে অষ্টমী তিথিতে যুদ্ধে নিহত হইল। প্রদ্যুম্ন শম্বরপুর নগরে অসুরশ্রেষ্ঠ শম্বরকে সংহার করিয়া মায়াবতীকে লইয়া পিতার নগরী যাত্রা করিলেন। এবং মায়াবলে আকাশপথ অবলম্বন করিয়া পিতার পরাক্রম দ্বারা রক্ষিতা রম্যা নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া মায়াবতী সমভিব্যাহারে মূর্ত্তিমান্ কামদেবের ন্যায় আকাশ হইতে কেশবের অন্তঃপুরে অবতীর্ণ হইলেন। অবতীর্ণ হইবামাত্র কেশবের পুত্রীগণ এককালেই আশ্চর্য্যান্বিত, আনন্দিত এবং ভীত হইলেন। রতি সমভিব্যাহারী কন্দর্পের ন্যায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তাঁহারা একদৃষ্টে তাঁহার নয়ন সুধা পান করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্ন বিনীত বদনে [illegible]

দেখিয়া যদুকামিনীগণ সকলেই মনোমধ্যে নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পুত্রলালসা শোকার্ত্তা রুক্মিণী তাঁহাকে দেখিয়া শত শত সপত্নীগণের মধ্যে বাষ্পাকুলিতলোচনে কহিলেন, আমি কল্য যামিনীর শেষে স্বপ্ন দেখিয়াছি, কেশব আমাকে ক্রোড়ে করিয়া আমার গলদেশে জ্যোৎস্নাধবল মুক্তাদামভূষিত হারপল্লব পরাইয়া দিলেন। এই সময় শুভ্রবেশা, সুচারুকেশা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কামিনীও আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পদ্ম হস্তে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া সুশীতল জলে আমাকে স্নান করাইয়া আমার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক আমার গলদেশে এক পদ্মমালা অর্পণ করিলেন।

রুক্মিণী অহ্লাদিত চিত্তে সপত্নীগণ সমক্ষে এইরূপ স্বপ্নবৃত্তান্ত কীর্ত্তন এবং বারম্বার কুমারের দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে কহিলেন, এই দীর্ঘায়ু প্রিয়দর্শন কন্দর্পমোহন রূপবান্ যুবা কুমার যে কামিনীর পুত্র, তিনিই ধন্যা। পুত্র! তুমি কোন্ ভাগ্যবতীর পুত্র হইয়া এ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছ? হে অম্বুদশ্যাম! তুমি কি উদ্দেশেই বা ভার্য্যার সহিত এইস্থানে আগমন করিলে। যদি বলবান্ কৃতান্ত আমার পুত্র প্রদ্যুম্নকে না লইত, তাহা হইলে তাহার এতদিনে স্পষ্ট এই বয়সই হইত। জানিলাম তুমি বিষ্ণুনন্দন। আমার বিবেচনা মিথ্যা নহে; আমি চিহ্ন দ্বারা তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি; তুমি অবিকল জনার্দ্দনের ন্যায়, কেবল তোমার চক্র চিহ্ন নাই। কেশবের ন্যায় তোমার মুখ কেশ ও কেশপ্রান্ত, এবং আমার ভাশুর হলধরের ন্যায় তোমার উরু, বক্ষঃ ও বাহু। তুমি কে, শরীরপ্রভায় যদুকুল উজ্জ্বল করিয়া অবস্থিতি করিতেছ? আশ্চর্য্য, তুমি নারায়ণেরই আর এক সুন্দর মূর্ত্তি।

এই সময় কৃষ্ণ নারদের মুখে শম্বরের বধ [illegible] করিলেন। প্রবেশ করিয়া কন্দর্পের লক্ষণাক্রান্ত স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র, এবং বধূ মায়াবতীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া জনার্দ্দন সাক্ষাৎ দেবীসদৃশী রুক্মিণীকে কহিলেন, দেবি! তোমার সেই পুত্র কামদেব এই উপস্থিত হইয়াছেন; ইনিই মায়াযুদ্ধবিশারদ শম্বরকে সংহার করিয়া তাহার সমস্ত মায়া হরণ করিয়াছেন, যে সমস্ত মায়া দ্বারা শম্বর দেবতাদিগকে জয় করিত। আর এই সাধ্বী সুন্দরী তোমার পুত্রের ভার্য্যা; ইঁহার নাম মায়াবতী; ইনি শম্বরের গৃহিণী ছিলেন। ইনি শম্বরের পত্নী, এইরূপ ভাবিয়া যেন তোমার মনে ঘৃণার ও পাপভয়ের উপস্থিতি না হয়। পূর্ব্বকালে মন্মথ নিহত ও তাঁহার অঙ্গ নিঃশেষ হইলে, মন্মথের এই পত্নী, মায়ারূপে এতদিন শম্বর দৈত্যকে মোহিত করিয়াছিলেন। ইনি কখন শম্বরকে ভজনা করেন নাই; কৌমার অবস্থা রক্ষা করিয়াছেন। ইঁহার প্রতিচ্ছায়ামাত্র শম্বরের উপাসনা করিয়াছেন। ইনি আমার পুত্রের পত্নী, তোমার পুত্রবধূ। ইনি আমার লোকরঞ্জন পুত্রের

সহায়তা করিবেন। ইহঁাকে গৃহে লইয়া যাও; ইনি তোমার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ; অতএব তোমার আদরের পাত্রী। বহুকালের পর আজ তোমার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রলাভ হইল; ইহাঁকে লইয়া সুখী হও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবী রুক্মিণী কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করত কহিলেন, অতীব আনন্দের বিষয়; বহুকালের পর আজ আমি বীর পুত্র, ও পুত্রবধূ লাভ করিয়া ধন্য, কৃতার্থ ও পূর্ণমনোরথ হইলাম। বৎস! এস, এক্ষণে বধূ সহিত গৃহে প্রবেশ কর।

অনন্তর প্রদ্যুম্ন গোবিন্দ এবং মাতার চরণে নমস্কার করিয়া মহাবল হলধরকে প্রণাম করিলেন। শক্রঘাতী কেশব বলিশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্নকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। দেবী রুক্মিণীও স্বর্ণভূষণভূষিতা পুত্রবধূকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্নেহ বশতঃ গদ্গদস্বরে হস্তধারণ করিয়া অদিতি যেমন শচীপতিকে, তেমনি তাঁহার সহিত প্রদ্যুম্নকে গৃহে প্রবেশ করাইলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! বলদেব যে অদ্ভুত আহ্নিক মন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহা উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। বলদেবের পর কৃষ্ণ, তাহার পর ধর্ম্মার্থী মুনি এবং ঋষিগণও এই আহ্নিক মন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সায়ংকালে এই মন্ত্র জপ করিলে দেহ মন পবিত্র হয়।

সুরাসুর গুরু জগৎপতি ব্রহ্মা আমাকে রক্ষা করুন। ওঙ্কার, বষট্কার, সাবিত্রী, ত্রিবিধ, ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব্ব বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, ইতিহাস, খিল, উপখিল, অঙ্গ, উপাঙ্গ, ও ব্যাখ্যান সকল আমাকে রক্ষা করুন। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও অগ্নি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সত্ত্ব, রজঃ তমঃ, ব্যান, উদান, সমান, প্রাণ ও অপান, এবং অন্যান্য সপ্ত বায়ু যাহাদিগের এই জগৎ আয়ত্ত, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু ও বশিষ্ঠ এই সমস্ত মহর্ষি; কশ্যপাদি চতুর্দ্দশ মুনি; দশ দিক্; নর ও নারায়ণ দেব; একাদশ রুদ্র; দ্বাদশ আদিত্য; অষ্ট বসু; অশ্বিনীকুমারযুগল; হ্রী, শ্রী, লক্ষ্মী, স্বধা, মেধা, পুষ্টি, তুষ্টি, স্মৃতি ও ধৃতি, অদিতি, দৈত্যমাতা দিতি, দনু ও সিংহিকা; এবং হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, শ্বেত, ঋষভ, পারিযাত্র, বিন্ধ্য, বৈদূর্য্য, সহ্য, উদয়, মলয়, সুমেরু, মন্দর, দর্দ্দুর, ক্রৌঞ্চ, কৈলাস ও মৈনাক পর্ব্বত আমাকে পালন করুন। অনন্তদেব বাসুকি, তক্ষক, এলাপত্র, শুক্তিকর্ণ, কম্বল, অশ্বতর, হস্তিভদ্র, পিঠরক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, পূরণক, করবীরক, সুমনাস্য, দধিমুখ, শৃঙ্গারপিণ্ডক, ত্রিলোকবিখ্যাত মণি, নাগরাজ, কর্ণিকর্ণ, হারিদ্র, এবং অন্যান্য নাগগণ, যাঁহাদিগের নাম করা হইল না, সকলে আমাকে রক্ষা করুন। চারি সমুদ্র, গঙ্গা, সরস্বতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, শতদ্রু, দেবিকা, বিপাশা, ইরাবতী, সরযূ, যমুনা, কুল্যাবী, রণোমা, বাহুদা, হিরণ্বতী, প্লক্ষা, ইক্ষুমতী, অবন্তা, বৃহদ্রথা, চর্ম্মণ্বতী, বধূসরা, এবং অন্যান্য উত্তর দেশবাহিনী নদী সকল যাঁহাদিগের নাম করা হইল না, তাঁহারা সকলেই আমাকে পালন করুন। সিপ্রা, চর্ম্মণ্বতী, মাহী, শুভ্রবতী, বেণ্বা, গোদাবরী, সীতা, কাবেরী, কোঙ্কণাবতী, কৃষ্ণবেণ্বা, শুক্তিমতী, তমসা, পুষ্পবাহিনী, তাম্রপর্ণী, জ্যোতিরথা, উৎপলা, উড়ুম্বরবতী, বৈতরণী, নর্ম্মদা, বিদর্ভা, ভীমরথী, এলা, মহানদী, কালিন্দী, গোমতী এবং অন্যান্য দাক্ষিণাত্যবাহিনী নদী, যাঁহাদিগের নাম করা হইল না, সেই সকল নদী, এবং বিখ্যাত শোণ নদ

জল দ্বারা আমাকে অভিষেক করুন। সিন্ধু, বেত্রবতী, বনমালিকা, পূর্ব্বভদ্রা, উত্তরভদ্রা, নির্ম্মলা, বরক্রমা, চাপদাসী, প্রস্থবতী, লুণ্ঠনদী, পবিত্রতোয়া লোচনানন্দজননী সরস্বতী, মিত্রঘ্না, ইন্দুমালা, মধুমতী, উমা, পুরুনদী, বাণী, বিমলোদকা, বিমলা, বিমলোদা, মত্তগঙ্গা, পয়স্বিনী, এবং অন্যান্য পশ্চিমদিগ্‌বাহিনী নদী, যাঁহাদিগের নাম উল্লিখিত হইল না, সকলে আমাকে অভিষেক করুন। বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগ্‌বাহিনী পবিত্রতোয়া ভাগীরথী, শম্ভু যাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন, আমি তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলাম, তিনি আমার পাপ দাহ করুন। প্রভাষ, প্রয়াগ, নৈমিষ, তিন পুষ্কর, গঙ্গাতীর্থ, কুরুক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র, গৌতমাশ্রম, রামহ্রদ, বিনশন, রামতীর্থ, গঙ্গাদ্বার, কনখল, যথায় সোম উত্থিত হইয়াছিল, কপালমোচন, বিখ্যাত জম্বুমার্গ, প্রসিদ্ধ সুবর্ণবিন্দু, কনকপিঙ্গল, পুণ্যাশ্রমবিভূষিত দশাশ্বমেধ, বিখ্যাত নরনারায়ণাশ্রম বদরী, প্রসিদ্ধ কন্দুতীর্থ, ভদ্রবট, পুণ্যতম কোকামুখ, গঙ্গাসাগর, মগধদেশের তপোদ, গোমুখী, এবং মহর্ষিগণসেবিত অন্যান্য পুণ্যতীর্থ যে সকলের নাম করা হইল না, সকলেই আমাকে জল দ্বারা অভিষেক করুন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম; যশ, মান, দম, সকুন, অংশ, পর্জ্জন্য, যম; নিয়ম; কাল, লয়; সন্নতি; ক্রোধ, মোহ, ক্ষমা, ধৃতি; বিদ্যুৎ, মেঘ; প্রমাদ, উন্মাদ, রূপধারিণী ওষধিসকল; যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, চারণ, রাত্রিচর; খেচর; দংষ্ট্রী; বলবান্ লম্বোদর; বিশ্বরূপী পিঙ্গাক্ষ; মরুদ্‌গণ; পর্জ্জন্যগণ; কলা; ত্রুটি, লব, ক্ষণ, নক্ষত্র ও গ্রহগণ; শিশিরাদি ঋতু, মাস, দিবস, রাত্রি; সূর্য্য, চন্দ্র; আমোদ, প্রমোদ; হর্ষ; শোক; দুঃখ; তপস্যা, সত্য; শ্রুতি, সিদ্ধি, স্মৃতি; রুদ্রাণী, ভদ্রকালী, ভদ্রষষ্ঠী, বারুণী, ভাসী, কালিকা, শাণ্ডিলী, আর্য্যা, কুহু; সিনীবালী, ভীমা, বেত্রবতী, রতি, একানংশা, কুষ্মাণ্ডী, দেবী কাত্যায়নী, লোহিত্যা, অয়নমালা, দেব কন্যাগণ, এবং দেবপত্নী গোনন্দা, বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আমাকে রক্ষা করুন। যাঁহাদিগের আকার, ইঙ্গিত, হাব, ভাব ও আভরণ নানাবিধ, যাঁহারা নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিচরণ করেন; মেদ, মজ্জা, মদ্য ও মাংসাদিতে যাঁহাদিগের অভিরুচি; যাঁহাদিগের মুখ মার্জ্জার, তরক্ষু, গজ, সিংহ, কঙ্ক, কাক, গৃধ ও ক্রৌঞ্চের মুখের সদৃশ, যাঁহাদিগের উপবীত সর্প, যাঁহাদিগের উত্তরীয় চর্ম্ম, যাঁহাদিগের মুখ রুধিরে সিক্ত, যাঁহাদিগের স্বর গর্দ্দভ ও ভেরীর শব্দের সদৃশ, যাঁহারা ক্রুদ্ধ ও মৎসর স্বভাব; যাঁহাদিগের নিবাস অট্টালিকার উপর, যাঁহারা মত্ত, উন্মত্ত ও প্রমত্ত; যাঁহাদিগের চক্ষু ও কেশ পিঙ্গলবর্ণ; অথবা যাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কেশ ছিন্ন, কাহারও কেশ ঊর্দ্ধ; কাহারও কেশ কৃষ্ণ; কাহারও কেশ শ্বেতবর্ণ; যাঁহাদিগের বল অযুত নাগের সমান; কাহারও বেগ ও বল বায়ুর ন্যায়; যাঁহাদিগের এক হস্ত; যাঁহাদিগের কাহারও একপদ; কাহারও এক চক্ষু; কাহারও বদন কম্পিত হইয়া থাকে; যাঁহাদিগের কাহারও বহু পুত্র, কাহারও এক পুত্র, কাহারও দুই পুত্র, যাঁহাদিগের কেহ বা যুগনপ্রিয়া, কেহ মুগমুণ্ডী, কেহ বিড়ালী, কেহ পূতনা, কেহ গন্ধপূতনা, যাঁহাদিগের কাহারও নাম বেতালী, কাহারও নাম রেবতী, কাহারও নাম গ্রহা, কেহ হাস্যপ্রিয়া, কেহ ক্রোধপ্রিয়া, কেহ বস্ত্রপ্রিয়া, কেহ বাক্যপ্রিয়া, কেহ সুখদায়িনী, কেহ সুখপ্রসাদা, কেহ ব্রাহ্মণপ্রিয়া, যাঁহারা রাত্রিতে বিচরণ এবং পর্ব্বে পর্ব্বে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই সকল মাতৃগণ পুত্রের ন্যায় আমাকে রক্ষা করুন। যাঁহারা পিতামহ ব্রহ্মার মুখ হইতে, যাঁহারা রুদ্রদেবের অঙ্গ হইতে, ও

যাঁহারা বিষ্ণুর কলেবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; যাঁহারা বলবান্, বীর্য্যবান্, ভীষণমূর্ত্তি, ও দর্পান্বিত; যাঁহারা ক্রূর, কোপনস্বভাব, দেবযুদ্ধকারী; যাঁহারা রাত্রিচর, কেশরী, দংষ্ট্রী ও যুদ্ধপ্রিয়; যাঁহাদিগের উদর লম্বিত, জঘন স্থূল, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, যাঁহাদিগের হস্তে শক্তি, ঋষ্টি, শূল, পরিঘ, প্রাস, চর্ম্ম ও অসি, যাঁহারা পিনাক, বজ্র, মুষল, ও ব্রহ্মদণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রের বিশেষ প্রিয়; যাঁহারা দণ্ডী, কুণ্ডী, শূর, জটামুকুটধারী, বেদবেদাঙ্গকুশল, এবং যজ্ঞোপবীত ব্যাল কুণ্ডল ও কেয়ূরধারী; যাঁহাদিগের পরিধান নানাবিধ বস্ত্র, গলে বিচিত্র মালা, ও গাত্রে বিবিধ অনুলেপন; যাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বামনাকৃতি, কেহ বিকটাকৃতি, কেহ কুব্জ, কেহ করাল, কেহ ছিন্নকেশ, কেহ কেহ বা সংস্র জটাধারী, কাহারও বা আকৃতি ধবল কৈলাস পর্ব্বতের সদৃশ; কাহারও শরীরের প্রভা সূর্য্যের ন্যায়; কাহারও মেঘের ন্যায়, কাহারও বা নীলগিরির ন্যায়; কেহ একপাদ, কেহ দ্বিপাদ, কেহ ছিন্নমস্তক, কেহ মাংসবিহীন, কেহ তালজঙ্ঘ, কেহ বা ব্যাদিতানন, কেহ বাপী, কেহ তড়াগ, কেহ কূপ, কেহ সমুদ্র, কেহ সরোবর, কেহ শ্মশান, কেহ শৈল, কেহ বৃক্ষ, কেহ বা শূন্যে বাস করিয়া থাকেন; সেই সকল গ্রহ আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। মহাগণপতি নন্দী, মহাবল পরাক্রান্ত মহাকাল ও মহেশ্বর; এবং বিষ্ণুসম্ভূত লোকভয়ঙ্কর জ্বরদ্বয়; গ্রামমণ্ডল, গোপাল, ভৃঙ্গরীটি, দেব, বামদেব, ঘণ্টাকর্ণ, করন্ধম, শ্বেতনোদ, কপালী, জম্ভক, সন্তাপন, বিলাপন, মজ্জন, উন্মজ্জন, নিজঘাস, ঘস, কূণাকর্ণ, প্রশোষণ, উল্কামালী, ধমধম, জ্বালাজিহ্ব, প্রমর্দ্দন, সঙ্ঘটন, সঙ্কচন, কাষ্ঠভূত, শিবঙ্কর, কুষ্মাণ্ড, কুম্ভমূর্দ্ধা, রোচন, বৈকৃত, অনিকেত, শিব, অশিব, ক্ষেমক, পিশিতাশী, সুরারি, হরিলোচন, ভীমক, গ্রাহক, উগ্রময়, স্কন্দ, চপল, লোম, বেতাল, তামস, সুমহাকপি, হৃদয়োদ্বর্ত্তন, চণ্ডী, কুণ্ডাশী, কঙ্কণপ্রিয় ও হরিশ্মশ্রু প্রভৃতি গ্রহ এবং অর্য্যক্ উপগ্রহ ইহাঁরা সকলে আমার রক্ষা করুন। যাহাঁরা মন ও মারুতের ন্যায় বেগগামী, পক্ষবিশিষ্ট এবং দ্যুতিমান্, বেদপ্রিয়, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্ব্বকাম প্রদ ও শত্রুহন্তা যাঁহারা পার্ব্বতীর কোপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা কি দিন, কি রাত্রি দুর্গে অবস্থিতি করিয়া থাকেন; সেই শতসহস্র গণপতিগণ আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। নারদ, ও পর্ব্বত মুনি, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, ও পিতৃগণ; কার্য্য কারণ, আধি, ব্যাধি; এবং অগস্ত্য, গালব, গার্গ্য, শক্তি, ধৌম্য, পরাশর, কৃষ্ণাত্রেয়, অসিত দেবল, অনল, বৃহস্পতি, উতথ্য, মার্কণ্ডেয়, শ্রুতশ্রবা, দ্বৈপায়ন, জৈমিনি, মাঠর, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, লোমশ, উতঙ্ক, রৈভ্য, পৌলোম, দ্বিত, ত্রিত, কাণবৃক্ষীয়, মেধাতিথি, সারস্বত, যবক্রীত, কুশিক, গৌতম, সম্বর্ত্ত, ঋষ্যশৃঙ্গ, স্বস্থি, আত্রেয়, বিভাণ্ডক, ঋচীক, জমদগ্নি, ঔর্ব্ব, ভরদ্বাজ, স্থূলশিরা, কশ্যপ, পুলহ, ক্রতু, বৃহদগ্নি, হরিশ্মশ্রু, বিজয়, কঠ, বৈতণ্ডী, দীর্ঘতপা, বেদ, অংশুমান্, শিব, শুনঃশেফ, শুনঃপুচ্ছ, শুনোলাঙ্গুল, অষ্টাবক্র, দধীচি, শ্বেতকেতু, উদ্দালক, ক্ষারপাণি, শৃঙ্গী, গৌরমুখ, অগ্নিবেশ্য, সমীক, প্রমুচু, ও মুমুচু, এই সকল ব্রতাচারী সরলস্বভাব, ধন্য, শান্ত ঋষি ও মুনিগণ, এবং অন্যান্য মুনি ঋষিগণ, যাঁহাদিগের নাম করা হইল না, তাঁহারা সকলেই আমার শান্তিবিধান করুন। অগ্নিত্রয়, বেদত্রয়, বিদ্যাত্রয়, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, বৈদ্য ধন্বন্তরি, অমৃত, গো, সুবর্ণ, শ্বেতসর্ষপ, কৌস্তুভমণি, গোরাঙ্গী মনস্বিনী কন্যা, শ্বেতছত্র, যব, আতপতণ্ডুল, দূর্ব্বা, হিরণ্য, গন্ধ, বালব্যজন, অপ্রতিহত চক্র, মহাবৃষ, চন্দন, শ্বেতবর্ণ বৃষ, মত্তহস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, অশ্ব, গিরি, পৃথিবী, লাজ, ব্রাহ্মণ, মধু, পায়স, স্বস্তিক, নন্দ্যাবর্ত্ত, খিরজ, শ্রীফল,

শোমর, দুন্দুভী, ও পটহ শব্দ, ঋষিপত্নীগণ, ঋষিকন্যাগণ, মধু, গোরোচনা, রুচক, নদীগণের সঙ্গমজল, সুপর্ণগণ, শঙ্খপত্রগণ, চকোর জীবজীবক, নন্দীমুখ, ময়ূর, বজ্রমুক্তা, মণি ও ধ্বজ এই সমস্ত আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর, কার্য্যসিদ্ধকর, পবিত্র ও মঙ্গলময়।

রাজন্! পূর্ব্বে বলদেব আয়ু ভাগ্য ও জয় কামনা করিয়া এই পবিত্র ক্লেশনাশক মঙ্গলময় শ্রীমৎ মন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যে জ্ঞানী ব্যক্তি পর্ব্বে পর্ব্বে প্রাতঃকালে স্নান করিয়া অষ্টশত বার এই মন্ত্র পাঠ করেন, বা অন্যকে শ্রবণ করান, তাঁহাকে বন্ধনজন্য যাতনা পাইতে হয় না; তিনি ব্যাধিশোকের বশীভূত হন না, ইহলোকে এবং স্বর্গে উত্তরোত্তর সুখে কালযাপন করিতে পারেন। এই মন্ত্র প্রশংসনীয়, যশস্কর, পবিত্র, বেদতুল্য, সৌভাগ্য যুক্ত, স্বর্গপ্রদ, পুত্রপ্রদ, মঙ্গলময়, কুশলজনক, শান্তিজনক, প্রধান বুদ্ধিবৃদ্ধিকারক, সর্ব্বরোগনাশক, সুখ্যাতিজনক, এবং বৃদ্ধিকারক যে আত্মজ্ঞা ও শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে ইহা পাঠ করেন, তাঁহার দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি ও শুভগতি লাভ হয়।

ঊনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় ।১৬৯

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে মাসে আয়ুর্নাশী শম্বর দৈত্য প্রদ্যুম্নকে হরণ করে, ঐ মাসেই জাম্ববতীর গর্ভ হইতে শাম্ব ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকাল হইতেই বলরাম তাঁহাকে অস্ত্র শিক্ষা করান। যদুবংশীয়েরা রামের পরেই শাম্বকে মান্য করিত। শাম্ব জন্মগ্রহণ করিলে, কৃষ্ণ অমরবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় পরম সুখে দ্বারকায় যাপন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র দ্বারবতীর ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। নরপতিগণ সর্ব্বদা কৃষ্ণভয়ে শঙ্কিত থাকিত। কিয়দ্দিন পরে হস্তিনায় দুর্য্যোধনের কন্যোপলক্ষে স্ববর্ণীয় নরপতি সমাগত হইলেন। দূতমুখে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য এবং তিনি সাগরমধ্যে দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় সবংশে অবস্থান করিতেছেন, শ্রবণ পূর্ব্বক সকলেই তাঁহার সন্দর্শনার্থ তথায় গমন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় দুর্য্যোধনাদি এবং পাণ্ডবপক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্নাদি নরপতিগণ এবং পাণ্ড, চোল, কলিঙ্গ, বাহ্লীক, দ্রাবিড়, ও খশ প্রভৃতি মহীপতিগণ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া কৃষ্ণরক্ষিত দ্বারকায় উপনীত হইয়া রৈবতক পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে স্ব স্ব স্থান মনোনীত করিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। শ্রীমান্ কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠতম যাদবগণ সমভিব্যাহারে নরপতিগণের সাক্ষাৎকার লাভার্থ বহির্গত হইলেন। এবং তথায় তাঁহাদের মধ্যগত হইয়া শরৎকালীন প্রভাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ যথাযোগ্য শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক এক সুবর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন অন্যান্য নরপতিগণও যথাযোগ্য স্ব স্ব বিচিত্র সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তৎকালে যাদব ও অন্যান্য মহীপালগণের সেই সভা দেবাসুরসভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর তাঁহাদের নানাবিধ কথোপকথন আরম্ভ হইল। কেশব তাঁহাদের সেই কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন বায়ু প্রবল বেগে বহিতে আরম্ভ হইল। ভীষণ জলদ নিঃস্বন সহকারে ঘন ঘন বিদ্যুৎপাত ও বজ্রাঘাত হইতে লাগিল। বীণাপাণি, জটামণ্ডিতশিরা, বাসববন্ধু পাবকসন্নিভ দেবর্ষি নারদ সেই দুর্দ্দিন ভেদ করিয়া সকলের নয়নগোচর হইলেন। অগ্নিশিখাকার নারদ উপনীত হইলে, সেই অদ্ভুত মেঘ ও দুর্দ্দিন বিনষ্ট হইল। অনন্তর তিনি সেই নরেন্দ্রসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মহাবাহো পুরুষোত্তম! তুমি দেবগণ মধ্যে

এক আশ্চর্য্য বস্তু। তোমার সদৃশ কেহই নাই, তুমিই ধন্য! ভগবান্ কৃষ্ণ নারদের এই বাক্য শ্রবণে সস্মিতমুখে নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! আমি কেবল দক্ষিণা সহায়েই আশ্চর্য্য ও ধন্য। কৃষ্ণ এইরূপ কহিলে নারদ কহিলেন, কৃষ্ণ! আর কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই, যথেষ্ট হইয়াছে। আমি যথা স্থানে গমন করি, এই বলিয়া নারদ স্বস্থানে গমনোদ্যত হইলেন. নরপতিগণ নারদকে গমনে উদ্যত দেখিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মহাভাগ! দেবর্ষি নারদ আশ্চর্য্যের কথা উল্লেখ করিলে, তুমি দক্ষিণাসহকারে আশ্চর্য্য ও ধন্য বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে; কিন্তু আমরা এ গুহ্যকথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। যদি আমাদিগের শ্রোতব্য হয় তাহা হইলে আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি।

তখন কৃষ্ণ সমুদায় পার্থিবশ্রেষ্ঠদিগকে কহিলেন, আপনাদিগের শ্রবণ করিবার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু নারদ মুনিই আপনাদিগকে ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিবেন। নারদ! রাজগণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; তুমি যাহা কহিয়াছ, এবং আমি তাহার যে উত্তর করিয়াছি, তাহার যথার্থ অর্থ কি, তুমি ইহাঁদিগকে বল।

তখন নারদ কাঞ্চনময় নানালঙ্কারভূষিত বিশদ আসনে সুখে উপবেশন করিয়া উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে উপস্থিত নরপতিগণ! আমি যে প্রকারে এই মহৎ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর লাভ করিয়াছি, তোমরা সকলে তাহা শ্রবণ কর। আমি একদা ত্রিসন্ধ্যা স্নানার্থী হইয়া একাকী গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতেছিলাম। রাত্রির অবসানে দিবাকর উদিত হইলে রাশীকৃত গজচর্ম্ম সদৃশ এক কূর্ম্ম দর্শন করিলাম; উহার আকার আমার এই বীণার ন্যায়। দেহ গিরিশৃঙ্গের তুল্য; এবং দুই খানি কপালে সংযোজিত। উহার দেহমণ্ডল একক্রোশ দৈর্ঘ্যে ও দুই ক্রোশ বিস্তৃত। উহার চারি চরণ; অঙ্গ আর্দ্র এবং পঙ্ক ও শৈবালে আবৃত। আমি সেই জলচারীকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া কহিলাম কূর্ম্ম! তোমার শরীর আশ্চর্য্য; আমার মতে তুমিই ধন্য! কারণ তুমি এতাদৃশ দুই অভেদ্য কপালে আবৃত হইয়া কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে জলমধ্যে বিচরণ করিতেছ। তখন সেই জলচর কূর্ম্ম সাক্ষাৎ মানুষের ন্যায় আমাকে কহিল, বিভো! আমাতে আশ্চর্য্য কি আছে? মুনে! আমি ধন্যই বা কি প্রকারে হইলাম? দ্বিজ! এই গঙ্গা নদী ধন্যা; ইহাঁর ন্যায় আশ্চর্য্য বা কি আছে? আমার ন্যায় কত শত অযুত প্রাণী ইহাঁর মধ্যে বিচরণ করিতেছে। তাহাতে আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গঙ্গার নিকট উপস্থিত হইলাম; এবং কহিলাম, হে সরিদ্বরে! তুমি ধন্যা এবং নিত্য বিবিধ আশ্চর্য্যের আধার কারণ তুমি এতাদৃশ মহাকায় শত শত প্রাণিগণে শোভিত হইয়া নদীরূপে সাগরে গমন তাপসগণের আশ্রম সকল রক্ষা করিতেছ। গঙ্গা এই কথা শ্রবণ করিয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া দেবলোকের নায়ক ইন্দ্রের প্রিয়সখা আমাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দেবনায়ক! হে সংগ্রামকলহপ্রিয়! এরূপ কথা কহিও না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি ধন্যা নহি; আমাতে আশ্চর্য্যও কিছুই নাই; তুমি সত্যনিষ্ঠ; কিন্তু আমার প্রতি এই কথায় তোমার সে স্বভাবের বৈপরীত্য ঘটিতেছে। দ্বিজ! লোকে সাগরই ধন্য; এবং সাগরই লোকের আশ্চর্য্যজনক। আমার ন্যায় বিস্তীর্ণা শত শত নদী সাগরে গিয়া মিলিত হইতেছে। তখন আমি ত্রিপথগামিনীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদ্রের নিকট গমন করিলাম, এবং কহিলাম, হে মহাসাগর! পৃথিবীতে

তুমিই আশ্চর্য্যজনক, এবং তুমিই ধন্য; কারণ তুমি পৃথিবীতে জলের উৎপত্তি স্থান। লোকনমস্কৃত, লোকপাবনী প্রভৃতসলিলা এই সকল নদী যে তোমায় আসিয়া মিলিত হইতেছে, ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। আমি এই সকল কহিলে, সহসা প্রবল বায়ুবেগে জল চঞ্চল হইয়া উঠিল; সাগর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সেই তরঙ্গিত জল ভেদ করত উত্থিত হইয়া আমাকে কহিলেন, হে দ্বৈপায়ন! হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এরূপ কথা কহিবেন না। আমি আশ্চর্য্য নহি। মুনে! এই পৃথিবীই ধন্য। আমি এই পৃথিবীর উপরেই অবস্থিতি করিতেছি। পৃথিবী ভিন্ন লোকে আশ্চর্য্যই বা কি আছে? আমি সাগরের বাক্যে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে থাকিয়াই লোকগতি পৃথিবীকে কহিলাম, ধরিত্রি! তুমি প্রাণিগণের উৎপত্তি স্থান; অতএব, শোভনে! তুমিই ধন্যা। তোমার সহ্যগুণ অতি মহৎ, সেই ক্ষমাগুণে, তুমি বিবিধ প্রাণী ধারণ করিতেছ; ধৈর্য্যগুণ, এবং স্বর্গলিপ্সুগণের সমুদায় কর্ম্ম তোমাহইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব প্রাণিগণের পক্ষে আশ্চর্য্যও তুমি।

তখন পৃথিবী আমার স্তুতিবাক্যে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া সহজ ধৈর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে কহিলেন, হে দেবগায়ক! হে সংগ্রাম কলহপ্রিয়; এরূপ কথা কহিও না। আমি ধন্যাও নহি, আশ্চর্য্যও নহি; এ ধৈর্য্য পরের। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই যে সকল পর্ব্বত আমাকে ধারণ করিয়া আছেন, ইঁহারাই ধন্য। যাহা কিছু আশ্চর্য্য ইঁহাদিগেতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইঁহারা লোকের সেতু স্বরূপ।

আমি পৃথিবীর বাক্যানুসারে পর্ব্বতদিগের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং কহিলাম, হে ভূধরগণ! দেখিতেছি, তোমরাই ধন্য, এবং তোমাদিগেতেই বিবিধ আশ্চর্য্য। বিশেষতঃ কাঞ্চন, উৎকৃষ্ট রত্ন ও ধাতু তোমাদিগেতেই আছে। অতএব পৃথিবীতে তোমরাই নিত্য আকর।

ধৈর্য্যশীল বস্তুর শ্রেষ্ঠ বনশোভী পর্ব্বতগণ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! আমরা ধন্য নহি; আমাদিগের আশ্চর্য্যও কিছুই নাই। প্রজাপতি ব্রহ্মাই ধন্য; এবং দেবগণের মধ্যে তিনিই আশ্চর্য্য।

অতএব আমি সর্ব্বোৎপত্তি নিদান অক্ষয় পিতামহের নিকট উপস্থিত হইয়া ভাবিলাম, আমার প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর পাইব। সুতরাং ক্রমশঃ লোককারণ চতুর্মুখ দেব স্বয়ম্ভুর নিকটবর্ত্তী হইয়া মস্তক অবনমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আমার প্রশ্নের শেষ উত্তর হইবে ভাবিয়া নিবেদন করিলাম, আপনি জগতের গুরু, অতএব একমাত্র আপনিই ধন্য, এবং আপনিই আশ্চর্য্য। আপনার সমান অন্য কোন প্রাণী দেখিতে পাই না। স্থাবর জঙ্গম এই জগৎ সমস্ত আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াত্মক দেব, দানব, মনুষ্য প্রভৃতি দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ সমুদায় আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আপনি দেবগণেরও সনাতন দেবতা। আপনি তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; সমস্ত লোকও আপনার সৃষ্টি।

তখন লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে কহিলেন, নারদ! তুমি আমাকে ধন্য, ও আশ্চর্য্য বলিতেছ কেন? বেদই আশ্চর্য্য, এবং বেদই ধন্য। তত্ত্বার্থদর্শী বেদগণই সমস্ত লোক ধারণ করিতেছে। ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদে যে সত্য আছে, জানিবে আমি সেই সত্যময়, তাঁহারা আমাকে ধারণ করিয়া আছেন, আমিও তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়া আছি।

স্বয়ম্ভু পরমেষ্ঠীর বাক্যে প্রেরিত হইয়া আমি বুদ্ধি স্থির করিয়া বেদসকলকে নমস্কার

করিলাম; এবং বেদগণের নিকট উপস্থিত হইয়া মন্ত্রোচারণ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া কহিলাম, আপনারা ধন্য, পবিত্র, এবং নিত্য বিবিধ আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ। প্রজাপতি বলিয়াছেন, আপনারা ব্রাহ্মণগণের আধার। স্বয়ম্ভু ও বিবেচনা করিতেছেন, আপনারাই ধন্য ও আশ্চর্য্য। কি শ্রুতি, কি তপস্যা, কিছুতেই আপনাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।

তখন দেবগণ আমাকে বেষ্টন করিয়া কহিলেন, যজ্ঞ সকলই ধন্য ও আশ্চর্য্য; যজ্ঞ সকল আমাদিগের আশ্রয়। নারদ! যজ্ঞের জন্যই বিধাতা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব যজ্ঞ সকলই আমাদিগের গতি। আমরা স্বাধীন নহি। বেদ সকল ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ; বেদের শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

এই কথা শুনিয়া আমি গৃহস্থগণের অগ্নির সম্মুখবর্ত্তী যজ্ঞদিগের নিকট উপস্থিত হইলাম, এবং কহিলাম, অহে যজ্ঞগণ! নিশ্চয় তোমাদিগেতেই পরম তেজ দৃষ্ট হইতেছে। ব্রহ্মা এবং বেদগণও কহিয়াছেন, লোক মধ্যে তোমরা ভিন্ন অন্য আশ্চর্য্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নিশ্চয় তোমরাই ধন্য; তোমরা দ্বিজাতিগণের সবংশীয়; সেই জন্য তোমাদিগের দ্বারা হোম করিলে অগ্নিগণ, ভাগ দান করিলে দেবগণ, এবং মন্ত্রোচ্চারণ করিলে মহর্ষিগণ তৃপ্তি লাভ করেন।

আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া ধুমচিহ্নিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞগণ আমাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, মুনে! আমরা আশ্চর্য্য বা ধন্য শব্দের বাচ্য হইতে পারিব না। পরম পুরুষ বিষ্ণুই আশ্চর্য্য; তিনিই আমাদিগের পরম গতি। আমরা অগ্নিতে হুত যে পবিত্র ঘৃতাদি ভোজন করি, বিশ্বমূর্ত্তি পুণ্ডরীকাক্ষই সে সমস্ত আমাদিগকে দান করেন।

এই কথা শুনিয়া আমি বিষ্ণুকে অন্বেষণ করিতে করিতে এই মর্ত্ত্য লোকে অবতীর্ণ হইলাম এবং দেখিলাম, কৃষ্ণ তোমাদিগের সভায় বিরাজ করিতেছেন। হে রাজগণ! আমি তোমাদিগের মধ্যস্থ হইয়া বিষ্ণুকে যে বলিলাম, তুমিই আশ্চর্য্য ও ধন্য; এবং তিনি যে তাহার উত্তর করিলেন "দক্ষিণার সহিত" তাহাতেই আমি আমার বাক্যে যথোপযুক্ত উত্তর পাইয়াছি। সদক্ষিণ বিষ্ণুই যজ্ঞ সকলের একমাত্র গতি। অতএব দক্ষিণার সহিত এই কথা বলাতেই আমার জিজ্ঞাসা শেষ হইল। প্রথমতঃ কূর্ম্ম যে কথা কহিয়াছিল, একজনের পর আর এক জন, এই রূপ করিয়া সেই কথা অবশেষে সদক্ষিণ এই পুরুষে আসিয়া সম্যক্ প্রতিপন্ন হইল। তোমরা আমাকে এই বাক্যের যে তাৎপর্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি তোমাদিগকে তাহা এই বলিলাম; তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি স্বস্থানে চলিলাম।

নারদ স্বর্গে গমন করিলে পর সমবেত রাজগণ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সৈন্য ও বাহন সমভিব্যাহারে নিজ নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। যাদবশ্রেষ্ঠ জনার্দ্দনও অগ্নিকল্প যাদবগণের সহিত নিজ আলয়ে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৭০।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমি জগন্নাথ মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একাদিক্রমে শতবৎসর বর্ণনা করিলেও গোবিন্দের প্রভাব বর্ণনা করা যায় না। যাহা হউক, এক আশ্চর্য্য শ্রবণ কর। শরশয্যায় শয়ান ভীষ্ম অর্জ্জুনকে কেশবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে আদেশ করিলে, গাণ্ডীবধন্বা নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অজিতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে সমবেত রাজগণের

মধ্যে যাহা কহিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর।

অর্জ্জুন বলিলেন, ইতিপূর্ব্বে আমি সম্বন্ধীদিগকে দর্শন করিবার জন্য দ্বারকাপুরী গমন করিয়াছিলাম; তথায় প্রধান, প্রধান যাদব, ভোজ, বৃষ্ণি, ও অন্ধকগণের আদর প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করিতেছিলাম। একদা মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা মধুসূদন শাস্ত্রোক্তকর্ম্মানুসারে একাহ সাধ্য সোমযাগে দীক্ষিত হইয়া উপবেশন করিয়া আছেন, ইতি মধ্যে একজন আসিয়া কহিল, আমাকে পরিত্রাণ করুন। রক্ষা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; বিভো! আমাকে রক্ষা করুন। যে ব্যক্তি রক্ষা করেন, তিনি রক্ষিত ব্যক্তির ধর্ম্মফলের চতুর্থাংশ লাভ করেন।

বাসুদেব কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভয় করিবেন না; আমি আপনাকে রক্ষা করিব; আপনার ভয়ের কারণ কি যথার্থ করিয়া বলুন। অতি দুষ্কর হইলেও আপনার মঙ্গল করিব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে মহাবাহো! যতবার আমার পুত্র জন্মে, ততবারই হরণ করিয়া লইয়া যায়। তিনটিকে হরণ করিয়া লইয়াছে। কৃষ্ণ! একণে চতুর্থটীকে রক্ষা করুন। আজ ব্রাহ্মণীর প্রসব কাল উপস্থিত হইয়াছে, এই সময় রক্ষা করুন। যাহাতে আমার সন্তানটী রাখিতে পারা যায় আপনি তাহার উপায় করুন।

অর্জ্জুন কহিলেন, তখন গোবিন্দ আমাকে বলিলেন, আমি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি; অথচ যে কোন অবস্থায় থাকিলেও, ব্রাহ্মণের রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কথা শুনিয়া আমি কৃষ্ণকে বলিলাম, আমাকে নিয়োগ কর, আমি ব্রাহ্মণকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিব। জনার্দ্দন এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, পারিবে? এই কথা শুনিয়া আমি লজ্জিত হইলাম। জনার্দ্দন আমাকে লজ্জিত বুঝিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! যদি রক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে গমন কর। মহাবাহু রাম ও মহাবল প্রদ্যুম্ন ভিন্ন বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের সমুদায় মহারথই তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করুন।

এই কথার পর আমি মহতী যাদবসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া সেনাপতিগণ সমভিব্যাহারে সেই ব্রাহ্মণকে অগ্রে লইয়া গমন করিলাম।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৭১।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যেই আমরা ঐ গ্রামে উপস্থিত হইয়া বাহনদিগের শ্রম দূর করাইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলাম। পরে আমি মহতী যাদবসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া, গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখন উগ্রস্বভাব পক্ষী ও কর্কশস্বর শ্বাপদগণ প্রজ্বলিত দিক্‌বিদিকে শব্দ করিয়া ভয় সূচনা করিতে লাগিল। সন্ধ্যা পাটলবর্ণ এবং দিবাকর প্রভাশূন্য হইলেন। প্রকাণ্ড উল্কাপাত হইল; পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিলেন। তখন আমি সেই লোমহর্ষকর মহোৎপাত সকল দর্শন করিয়া সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলাম। সাত্যকি প্রভৃতি বৃষ্ণি ও অন্ধক মহারথগণ সকলেই সুসজ্জিত হইয়া রথারোহণ করিলেন, আমিও সুসজ্জিত হইয়া রথে আরোহণ করিলাম।

ক্রমে নিশীথকাল অতীত হইলে ব্রাহ্মণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া আমাদিগের নিকট আগমন করত বলিলেন, আমার ব্রাহ্মণীর প্রসব হইবার আর বিলম্ব নাই; একণে আপনারা সাবধানে অবস্থিতি করুন; যেন আমাকে বঞ্চনা না করে। এই কথা না হইতে হইতে শুনিতে পাইলাম, ব্রাহ্মণের বাটীতে ঐ হরণ করিল, ঐ হরণ করিল, এই রূপ ভীষণ আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। পরক্ষণে আকাশে

বালকের হুঁহুঁ রব শ্রবণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু হরণকারী রাক্ষসকে দেখিতে পাইলাম না। আমরা সকলে মিলিয়া অসংখ্য শরবর্ষণ করিয়া দিগ্বিদিক রোধ করলাম; তথাপি বালককে হরণ করিয়া লইল।

বালককে হরণ করিয়া লইলে পর ব্রাহ্মণ আর্ত্তনাদ করিয়া আমাকে বিবিধ অতি তীক্ষ্ণ কটুকথা শুনাইয়াদিলেন। বৃষ্ণিগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না; আমিও জ্ঞানহারা হইলাম। ব্রাহ্মণ আমাকেই বিশেষ করিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কহিলেন, বলিয়াছিলি রক্ষা করিব, কিন্তু পারিলি না; অতএব তুর্বুদ্ধে! তুই যে বাক্যের যোগ্য পাত্র, অবশেষে বলিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণের নিকট প্রশ্রয় পাইয়া, তুই বৃথা স্পর্দ্ধা করিয়া থাকিস। গোবিন্দ যদি এস্থানে থাকিতেন, তাহা হইলে এ বিপদ ঘটিত না। মূঢ়! রক্ষাকর্ত্তা যেমন রক্ষিত ব্যক্তির পুণ্যফলের চতুর্থাংশ লাভ করেন, যে ব্যক্তি রক্ষা করিতে না পারে, সেও তেমনি পাপের চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয়। তুই বলিয়াছিলি, রক্ষা করিব, কিন্তু এক্ষণে রক্ষা করিতে পারিলি না। তোর এই গাণ্ডীবে ধিক, বীর্য্যে ধিক, যশেও ধিক্।

ব্রাহ্মণকে কোন কথা না কহিয়া আমি বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের সহিত কৃষ্ণোদ্দেশে যাত্রা করিলাম। তিনি দেখিলেন, আমি লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি। দেখিয়া আমাকে আশ্বাস দান ও ঐ ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া দারুককে আজ্ঞা করিলেন, রথে সুগ্রীব, শৈব্য, মেঘপুষ্প ও বলাহক অশ্ব যোজনা কর। অনন্তর ব্রাহ্মণকে রথে আরোহণ করাইয়া দারুককে নামাইয়া কৃষ্ণ আমাকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি রথচালন কর।

তখন রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণ, আমি ও সেই ব্রাহ্মণ, আমরা মনোরম উত্তরদিকে যাত্রা করিলাম।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৭২

অর্জ্জুন কহিলেন, অনন্তর পর্ব্বতমালা, এবং বিবিধ নদী ও বন অতিক্রম করিয়া আমরা মকরালয় সাগর সন্দর্শন করিলাম। তখন জলনিধি মূর্ত্তিমান হইয়া জনার্দ্দনকে অর্ঘ দান করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। জনার্দ্দন পূজা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, হে নদীপতে! আমার ইচ্ছা, তুমি আমার রথ যাইবার পথ প্রদান কর। সমুদ্র কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! ক্ষমা করুন; এরূপ আজ্ঞা করিবেন না; তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিও এইরূপে গমন করিবে। হে জনার্দ্দন! পূর্ব্বে আপনিই আমাকে মর্য্যাদা দান করিয়াছেন, আমি অগাধ হইয়াছি; এক্ষণে যদি আপনিই আমায় পথ করেন, তাহা হইলে, অন্যেও আমার ভিতর দিয়া গমন করিতে পারিবে। দর্পান্ধ রাজগণও এইরূপে গমন করিবে। হে গোবিন্দ! এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

বাসুদেব কহিলেন, সাগর! ব্রাহ্মণের এবং আমার অনুরোধে তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর, আমি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি তোমার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।

অনন্তর সমুদ্র পুনর্ব্বার জনার্দ্দনকে কহিলেন, আমার অভিশাপের ভয় হয়, অতএব যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহা স্বীকার করিলাম। কৃষ্ণ! আপনি সারথি ও ধ্বজমণ্ডিত রথ লইয়া যে পথে যাইবেন, আজ্ঞা করুন, আমি সেই পথের জল শোষণ করিতেছি।

বাসুদেব কহিলেন, আমি পূর্ব্বে তোমাকে বর দিয়াছি যে তুমি শুষ্ক হইবে না; এবং তোমাতে যে কতপ্রকার রত্ন আছে মানুষ তাহা জানিতে পারিবে না। অতএব সাগর!

তুমি জল স্তম্ভন কর মাত্র, আমি রথ লইয়া গমন করি। কোন মানুষই তোমার রত্নের পরিমাণ জানিতে পারিবে না।

তখন সাগর, যে আজ্ঞা বলিলে আমরা মণিসমুজ্জ্বল সুন্দরকান্তি স্তম্ভিত জলের মধ্য দিয়া গমন করিলাম; এবং সাগর উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই উত্তর কুরু ও গন্ধমাদন অতিক্রম করিলাম। অনন্তর জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, নীল, রজত, মহামেরু, কৈলাস, ও ইন্দ্রকূট, এই কয় পর্ব্বতবিবিধ অদ্ভুতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কেশবের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং প্রণাম করিয়া কহিলেন, কি করিব, আজ্ঞা করুন। মধুসূদনও প্রণত অবস্থায় অবস্থিত সেই সকল পর্ব্বতের অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, আমরা তোমাদিগের গুহা মধ্যে প্রবেশ করিব, তোমরা রথের পথ প্রদান কর। তাঁহারা কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ ও মান্য করিয়া স্বেচ্ছায় রথের পথ প্রদান করত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন; তাহাতে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল। যাহা হউক, আমরা চলিলাম, কিন্তু মেঘ মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় রথ অতিকষ্টে গমন করিতে লাগিল। অশ্বগণ অতিকষ্টেই রথ বহন করিতে লাগিল। স্পর্শ দ্বারা জানিলাম, অন্ধকার নিবিড় হইয়া পঙ্ক হইয়া গিয়াছে, ক্রমশ দেখিলাম, অন্ধকার পর্ব্বত হইয়াছে। মহারাজ! অশ্বগণ তথায় উপস্থিত হইয়া একবারে গতিহীন হইল। তখন গোবিন্দ চক্রদ্বারা অন্ধকার বিপাটিত করিয়া আকাশ ও সুগম রথপথ প্রদর্শন করিলেন। সেই অন্ধকার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, আকাশ দর্শন করিয়া আমার ভয় দূর হইল; ভাবিলাম তখন, বাঁচিতে পারিব। অনন্তর দেখিলাম, আকাশে এক তেজঃপ্রজ্বলিত পুরুষদেহ সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে। হৃষীকেশ সেই প্রদীপ্ত তেজঃসাগরে প্রবেশ করিলেন; আমি এবং সেই ব্রাহ্মণ আমরা রথেই রহিলাম। অনন্তর এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই প্রভু কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ঔরসজাত পূর্ব্বহৃত তিন, ও আক্রমাত্রে হৃত এক এই চারিটী বালককে লইয়া বহির্গত হইলেন, এবং ব্রাহ্মণকে ঐ চারিটী প্রদান করিলেন। প্রভো! ব্রাহ্মণ ঐ পুত্রদিগকে পুনর্ব্বার দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। আমিও সাতিশয় আনন্দিত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অনন্তর ব্রাহ্মণের ঐ কয় পুত্র এবং আমরা, সকলে যে পথে আসিয়াছিলাম, আবার সেই পথেই ফিরিলাম। এবং ক্ষণকালের মধ্যেই দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম, তখনও বেলা দুই প্রহর অতীত হয় নাই। মহারাজ! ইহাতে আমি পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

যাহা হউক, মহাযশা কৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্রদিগকে ভোজন করাইয়া ধনদান করত সন্তুষ্ট করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৭৩।

অর্জ্জুন কহিলেন, অনন্তর কৃষ্ণ বহুশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ব্রত সমাপন করিলেন। তাহার পর আমার এবং সমুদায় বৃষ্ণি ও ভোজগণের সহিত ভোজন করিয়া নানাবিধ বিচিত্র কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। কথা শেষ হইলে পর আমি জনার্দ্দনের নিকটে গমন করিয়া, যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম হে কমললোচন! তুমি কি প্রকারে সমুদ্রের জল স্তম্ভন করিলে; পর্ব্বতের মধ্যদিয়া পথই বা কি প্রকারে করিলে; সেই ঘোর নিবিড় অন্ধকারই বা কি করিয়া চক্র দ্বারা বিপাটিত করিলে; সেই যে পরম তেজ দেখিয়াছি, তুমি তাহাতেই বা কি প্রকারে প্রবেশ করিলে? প্রভো! তিনি সেই বালকদিগকেই বা কি কারণে হরণ করিয়াছি-

লেন? তুমি সুদীর্ঘপথই বা কি করিয়া ধর্ব্ব করিলে? এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বা আমরা কি প্রকারে গমনাগমন করিলাম? কেশব! এই বৃত্তান্ত আমাকে যথার্থ করিয়া বল।

বাসুদেব কহিলেন, সেই মহাত্মা আমার দর্শন লাভের নিমিত্তই ঐ বালকদিগকে হরণ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের জন্যই আসিবেন, অন্য কোন কারণে সেই আসিবেন না। তুমি যে ব্রহ্মতেজোময় দিব্য মহৎ পদার্থ দর্শন করিয়াছ, হে ভরত শ্রেষ্ঠ! উহা আমিই আমারই সে সনাতন তেজ, সে আমার স্থূল সূক্ষ্মরূপিণী সনাতনী প্রকৃতি যাঁহারা উত্তম যোগ জানেন, তাঁহারা ঐ প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়াই মুক্তিলাভ করেন। পার্থ! সেই প্রকৃতি আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ যোগি ও তপস্বিগণের গতি। উহাই পরম ব্রহ্মপদ; সর্ব্ব জগৎ উহারই স্বরূপ। হে ভরতনন্দন! জানিও, আমিই সেই পরম তেজ। সেই যে সমুদ্র যাহার জল স্তম্ভিত হইয়াছিল, সে সমুদ্রও আমি। আমিই জলস্তম্ভন করিয়াছিলাম। তুমি যে সকল পর্ব্বত দর্শন করিয়াছ, সে সকলও আমি। যে পঞ্চভূত, এবং গিরীভূত অন্ধকার দর্শন করিয়াছ, তাহাও আমি। আবার, ঐ অন্ধকারের বিপাটনকর্ত্তাও আমি। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, আমিই প্রাণীদিগের কাল, আমিই ধর্ম্ম, আমিই চন্দ্র ও সূর্য্য, আমিই পর্ব্বত, আমিই নদী, আমিই সরোবর। চারিদিক আমারই চারি স্বরূপ। চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রম আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। চতুর্ব্বিদ্যা আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। ভারত! এই যাহা বলিলাম, জানিবে, সমস্ত সত্য।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে সর্ব্বভূতেশ্বর ভগবন্! আমি তোমার স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি; না জানিয়া পরম সন্দেহে পতিত হইয়াছি। তোমাকে নমস্কার। ভগবান্ কহিলেন, আমি ব্রহ্ম, আমিই ব্রাহ্মণ, আমিই তপস্যা, আমিই সত্য। আমি উগ্র, আমি বৃহৎ ও আমিই অণু। আমাহইতে সমস্ত উৎপত্তি হইয়াছে। হে ধনঞ্জয়! আমি তোমাকে ভাল বাসি, তুমিও আমাকে ভাল বাস। এই জন্যই তোমাকে বলিব, অন্য হইলে বলিতাম না। আমি যজুঃ সাম ঋক্ ও অথর্ব্ব বেদ। হে ভরত শ্রেষ্ঠ! ঋষি, দেবতা, ও যজ্ঞ, সমস্ত আমারই তেজ। হে কুন্তিনন্দন! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, ও তেজ; চন্দ্র ও সূর্য্য; দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, মুহূর্ত্ত, কলা, ক্ষণ, সংবৎসর; বিবিধ মন্ত্র, সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র; এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় সমস্তই আমা হইতে উৎপন্ন হয়। হে ভরতনন্দন! জানিবে, প্রলয় ও সৃষ্টি এবং নিত্য অনিত্য, ও নিত্যানিত্য সমস্ত জগৎ আমারই স্বরূপ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া আমাকে এইপ্রকার কহিয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত কৃষ্ণের প্রতি আমার মনের ভাব সেইরূপই হইয়াছে। আমি স্বয়ং কেশবের এই প্রকার মাহাত্ম্য শ্রবণ ও দর্শন করিয়াছি; আপনি এই মাহাত্ম্যের কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন জনার্দ্দনের অশেষ মাহাত্ম্য আছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা শ্রবণ করিয়া, মনে মনে পুরুষোত্তম গোবিন্দের পূজা করিলেন; এবং তিনি ও তাঁহার সহোদরগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তথায় যে সকল রাজা উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বিস্মিত হইলেন।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৭৪

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ধীমান্ যদুসিংহের অসংখ্য কর্ম্ম সমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। শুনিয়াছি, মহাদ্যুতি সম্পন্ন কৃষ্ণের আশ্চর্য্য ও সাধারণ বিবিধ কর্ম্ম আছে। তন্মধ্যে যে সকল শ্রবণ করিলে আমি আনন্দ

অনুভব করিতে পারি, আপনি বলুন, আমি শ্রবণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি মহাত্মা কেশবের আশ্চর্য্য কর্ম্ম অনেকই বর্ণন করিয়াছি। তাঁহার কার্য্যকলাপ অতি বিস্তৃত, বলিয়া শেষ করা অসম্ভব। তথাপি যতদূর জাত আছি, আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

শ্রীমান্ যদুবীর দ্বারকা নগরীতে বাস করিয়া অন্যান্য বিস্তর নরপতির রাজস্ব কম্পিত করিয়াছিলেন। যাদবরাজ বিচক্র যাদবগণের ছিদ্রান্বেষী হইলে, তিনি তাহাকে সংহার করিয়াছিলেন। প্রাগজ্যোতিষ নগরে যাত্রা করিয়া দুষ্টাত্মা নরকাসুরকে নাশ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রকে জয় করিয়া পারিজাত হরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট লোহিত সমুদ্রে ভগবান্ বরুণদেব এবং দাক্ষিণাত্যে রাজা দন্তবক্র পরাজিত হইয়াছিলেন। এক শত অপরাধ করিবার পর শিশুপাল তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ভগবান্ মহেশ্বর, যে বলিপুত্র বাণকে রক্ষা করিতেন, সেই বাণ শোণিত পুরে কেশবের সহিত যুদ্ধ করিয়া কেবল কেশবের কৃপায় প্রাণ রক্ষা করে। অগ্নিগণ পর্ব্বত মধ্যে তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। তিনি শাল্বকে পরাজিত, সৌভপতিকে নিহত, সমুদ্রকে বিক্ষোভিত, পাঞ্চজন্য শঙ্খ হস্তগত, হয়গ্রীব দৈত্যকে নিপাতিত এবং অন্যান্য নরপতিদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জরাসন্ধের নিধনে অনেক নরপতি তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়বর্গকে পরাজিত করিয়া গান্ধার রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ রাজ্যচ্যুত হইয়া নিতান্ত শোকার্ত্ত হইলে, একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহ বলেই রক্ষিত হইয়াছিলেন তিনি ইন্দ্রের খাণ্ডববন দগ্ধ করাইয়াছিলেন। অগ্নি তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে যে গাণ্ডীবধনু দান করেন, একমাত্র কৃষ্ণই তাহার মূলীভূত। কৃষ্ণ ঘোরতর ভারত যুদ্ধে দৌত্যকার্য্য করিয়াছিলেন। তিনিই যদুবংশ বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি কুন্তীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে ভারত যুদ্ধ অবসানে তাঁহার পুত্রদিগকে পুনর্ব্বার তাঁহাকে সমর্পণ করিবেন। রাজা নৃগ একমাত্র তাঁহারই অনুগ্রহে পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। কাল নামে প্রসিদ্ধ যবন তাঁহারই নিকট নিধন প্রাপ্ত হয়। মৈন্দ এবং দ্বিবিদ নামক বানরদ্বয় তাদৃশ মহাবীর্য্যশালী ও রণদুর্ম্মদ হইলেও তাঁহার নিকট পরাস্ত হয়। জাম্ববানও তাঁহার হস্ত হইতে সহজে নিস্তার পায় নাই। সান্দীপনির পুত্র, এবং তোমার পিতা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াই, তাঁহা হইতেই পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন যে যে রাজা তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা আপনার নিকট বর্ণন করিয়াছি।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৭৫

জনমেজয় কহিলেন, হে মহাবাহো! দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ইতিহাসবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ আপনার নিকট আমি শ্রীমান্ যদুসিংহ বাসুদেবের অপরিমেয় কর্ম্ম সকল প্রচুর পরিমাণেই শ্রবণ করিলাম। ইতিপূর্ব্বে যে আপনি মহাসুর বাণের বিষয়ে যাহা উল্লেখ করিলেন, আমি তাহা বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সেই অসুর কি প্রকারে দেবদেব মহাদেবের পুত্র হইতে পারিয়াছিল! ব্রহ্মন্! যে রণে প্রমথগণ ও কার্ত্তিকেয়ের সহিত বসতি করিত, মহাত্মা শঙ্কর স্বয়ং যাহাকে রক্ষা করিতেন, যে বলির এক শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র; যাহার সহস্র বাহু এবং যে সেই সহস্র বাহুতে শত শত দিব্যাস্ত্র ধারণ করিত, যাহার মহাকায়

শত শত মায়াসহকারী অসংখ্য সৈনিক ছিল; সেই বাণ ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বাসুদেব কি প্রকারে তাহারে পরাজয় করিয়াছিলেন? সে কি প্রকারেই বা জীবৎ অবস্থায় মুক্ত হইয়াছিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! মনুষ্য লোকে বাণের সহিত অমিততেজা কৃষ্ণের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। রুদ্রদেব এবং কার্ত্তিকেয় ইহার সহায় থাকিলেও, বাসুদেব যে স্থানে ইহাকে জয় করিয়া জীবিত অবস্থায় ইহাকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন; মহাত্মা শঙ্কর ইহাকে যে কারণে যে প্রকারে বর দিয়াছিলেন; এ যে প্রকারে অনন্তকালের জন্য মহাদেবের সন্নিকটে বাস করিবার ও তাঁহার একজন প্রধান পারিষদ হইবার ক্ষমতা পাইয়াছিল; যে প্রকারে সেই যুদ্ধ হইয়াছিল; যে প্রকারে ও জীবিত অবস্থায় মুক্ত হইয়াছিল; যে প্রকারে এই অসুর দেবদেবের পুত্র হইতে পারিয়াছিল; যাহার জন্য সেই মহৎ যুদ্ধ হইয়াছিল, সমস্ত বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের দেহ এবং শিবারাধনা রূপ ক্রীড়া দর্শন করিয়া মহাবীর্য্যশালী বলিপুত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তখন তাহার মনে এই বুদ্ধির উদয় হইল যে, আমি রুদ্রকে আরাধনার জন্য কঠোর তপস্যা করিব, যাহাতে আমিও তাঁহার পুত্র হইতে পারি। অনন্তর মহাসুর তপস্যা করিয়া নিজ দেহকে কষ্ট দিতে লাগিল। তাহাতে মহেশ্বর এবং উমা তাহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। নীলকণ্ঠ পরম হৃষ্টভাবে অসুরের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, তোমার মঙ্গল হউক; তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তখন বাণ সনাতন দেবদেবকে কহিল, আমি ইচ্ছা করি, দেবীর পুত্র হই; আপনি এই বর দান করুন। তাহাই হউক, এই কথা কহিয়া শঙ্কর রুদ্রাণীকে কহিলেন, এ তোমার পুত্র, কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ; ইহাকে গ্রহণ কর। কার্ত্তিকেয় অগ্নি হইতে জন্মলাভ করিয়া যে রুধির পুরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল সেই প্রদেশে ইহার বাস হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ঐ নগরী শোণিতপুর নামে বিখ্যাত এবং সকল নগরীর প্রধান হইবে। এই শ্রীমান্‌কে আমি স্বয়ং রক্ষা করিব, সুতরাং কেহই ইহার প্রতাপ সহ্য করিতে পারিবে না।

অনন্তর বাণ সেই শোণিত নামক নগরে গিয়া বাস করিল; এবং সমুদায় দেবতাকে অস্থির করিয়া রাজ্য করিতে লাগিল। সহস্রবাহু বাণ বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া নিরন্তর ভাবিয়া ভাবিয়া এক এক দেবতাকে মনে করে, আর তাঁহার নিকট গিয়া যুদ্ধ প্রার্থনা করে। কার্ত্তিকেয়ও তুষ্ট হইয়া ইহাকে সুবর্ণ,পন, এবং দীপ্ত তেজস্বী ময়ূর বাহন প্রদান করিলেন। মহাদেবের প্রভাবে কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি পন্নগ, কেহই ইহার সহিত যুদ্ধে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না: বলিনন্দন মহাসুর ত্রিলোচন কর্ত্তৃক রক্ষিত, সুতরাং অতি গর্ব্বিত হইয়া বার বার যুদ্ধ অন্বেষণ করিয়া অবশেষে ত্রিলোচনের নিকট উপস্থিত হইল, এবং প্রণাম করত অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আশ্রয়ে আমি বল পূর্ব্বক দেব, সাধ্য ও মরুদ্গণকে সসৈন্যে বার বার সম্পূর্ণ রূপে পরাজয় করিয়াছি। যাহারা এই প্রদেশে আসিয়া নগর মধ্যে সুখে বাস করিতেছিল; আমি তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছি; আমাকে পরাজয় করিতে পারিবে, তাহার আশা নাই দেখিয়া ভীত হইয়া তাহারা এক্ষণে স্বর্গে পলায়ন করিয়া যথাস্থানে বাস করিতেছে। অতএব আর যে যুদ্ধ করিতে পাইব, আমার এরূপ আশা নাই; সুতরাং জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। যদি যুদ্ধ করিতে না পাইলাম, তাহা হইলে আমার এই বহু বাহু ধারণ করা মিথ্যা। অতএব বলুন, আমি যুদ্ধ

পাইব কি না ? দেব ! যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমার অভিরুচি নাই। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

তখন ভগবান্ বৃষধ্বজ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, বাপু ! যাহাতে তোমার যুদ্ধ উপস্থিত হইবে বলিতেছি শ্রবণ কর। বৎস ! তুমি যে ধ্বজ স্থাপন করাইয়াছ, এই ধ্বজ যখনই ভগ্ন হইয়া স্বস্থান হইতে পতিত হইবে, তখন তোমার যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। এই কথা শুনিয়া বাণ সাতিশয় আনন্দিত হইল ; তাহার বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ; সে হাস্য করিয়া মহাদেবের পাদযুগলে পতিত হইয়া কহিল ; কি সৌভাগ্য ; আমার সহস্র বাহু ধারণ মিথ্যা হইল না। ভাগ্য বলে আমি আবার সহস্রলোচনকে যুদ্ধে জয় করিব। এই কথা বলিতে বলিতে শক্রসংহারীর নয়নযুগল আনন্দাশ্রু পূর্ণ হইয়া উঠিল ; সে পাঁচ শত বার কৃতাঞ্জলিপুটে আহ্লাদে পূজা করিয়া ভবের পদতলে পতিত হইল।

মহেশ্বর কহিলেন, বীর ! উঠ উঠ ; তুমি তোমার সহস্র বাহু, নিজ বলবীর্য্য ও বংশের অনুরূপ এবং পৃথিবীতে উপমারহিত যুদ্ধ প্রাপ্ত হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা ত্রিলোচন এই কথা কহিলে, পর সে হর্ষভরে সহসা উত্থান করিয়া বৃষকেতনের অর্চ্চনা করিল। এবং তিনি বিদায় দান করিলে পর, নিজ গৃহের যে স্থানে ধ্বজ প্রোথিত ছিল, সেই স্থানেই গমন করিল। এবং সেই স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কুম্ভাণ্ডকে কহিল, তোমরা যাহা ভাল বাস আমি সেই শুভ সংবাদ দিব।

এই কথা শুনিয়া কুম্ভাণ্ড হাস্য করিয়া যুদ্ধে অনুপম বাণকে কহিল, রাজন্ ! আমাকে কি ইষ্ট সংবাদ বলিতে কামনা করিয়াছেন ? হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ ! আপনার নয়ন আনন্দের জন্য বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। অতএব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি কি জয় লাভ করিয়াছেন। হে মহাসুর ! দেবদেব এবং মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের প্রসাদে আপনি কি অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন। নীলকণ্ঠের প্রসাদে এবং কার্ত্তিকেয়ের রক্ষায় নীলকণ্ঠ কি আপনাকে ত্রৈলোক্য রাজ্য দান করিয়াছেন ? ইন্দ্র কি আপনার ভয়ে পাতালে গমন করিবে ? দিতিতনয়েরা কি নারায়ণের ভয় হইতে মুক্তি পাইবে ? দিতিতনয়গণ নারায়ণের ভয়ে ভীত হইয়া সাগর গর্ভে বাস করিতেছে, নারায়ণ শার্ঙ্গ ও গদা হস্তে মহাযুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে এখন আর কি তাহাদিগকে নারায়ণের ভয়ে পলায়ন করিতে হইবে না ? আপনার বল আশ্রয় করিয়া কি মহাসুর সকল পাতালে বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গিয়া বাস করিতে পারিবে। রাজন্ ! আপনার পিতা বিষ্ণুর বলে আক্রান্ত হইয়া বদ্ধ হইয়াছেন ; তিনি কি সাগর জল হইতে বহির্গত হইয়া অপর রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন ? শ্রীমান্ ! আবার কি আমরা দেখিতে পাইব, আপনার পিতা বিরোচননন্দন দিব্য মাল্য, দিব্য বসন, দিব্য গন্ধ ও দিব্য অনুলেপন ধারণ করিয়াছেন ? প্রভো ! পূর্ব্বে তিন পদে যে এই ত্রিলোক অপহৃত হইয়াছে, আমরা কি দেবগণকে জয় করিয়া আবার ত্রিলোক উদ্ধার করিতে পারিব ? যাঁহার অংগ্রে অগ্রে স্থির গম্ভীর শঙ্খধ্বনি ধাবিত হয়, আমরা কি সেই যুদ্ধজয়ী নারায়ণ দেবকে জয় করিতে পারিব ? অরিন্দম ! বৃষধ্বজ কি আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন. সেই জন্য আপনার হৃদয় উচ্ছসিত এবং আনন্দাশ্রু পতিত হইতেছে ? আপনি কি মহেশ্বরের সন্তোষে এবং কার্ত্তিকেয়ের অভিমতিতে আমাদিগের সকলেরই উপর রাজত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ?

কুষ্মাণ্ড এই প্রকার প্রশ্ন করিলে অসুর প্রধান বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বাণ তাঁহাকে অস্খলিত বচনে কহিল, কুষ্মাণ্ড! আমি যখন বহু দিন অন্বেষণ করিয়া কোথাও যুদ্ধ পাইলাম না, তখন আনন্দিত চিত্তে প্রতাপশালী হরের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, দেব! যুদ্ধ করিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। আমি কি যুদ্ধ পাইব, যাহাতে আমার মনের তুষ্টি জন্মে? তখন শত্রুসংহারী দেবদেব হর বহুক্ষণ হাস্য করিয়া আমাকে এই প্রিয় বাক্য বলিলেন, বাণ! অনতিকাল বিলম্বেই তুমি তুমুল যুদ্ধ প্রাপ্ত হইবে। অসুর! যখন তোমার ময়ূরধ্বজ ভগ্ন হইবে, তখন তুমি অতি মহৎ যুদ্ধ পাইবে। এই কথার পর আমি আনন্দিত হইয়া ভগবান্ বৃষধ্বজকে প্রণাম করত তোমার নিকট আগমন করিলাম। এই কথা শুনিয়া কুষ্মাণ্ড তখন নৃপতিকে কহিল, কি আশ্চর্য্য! রাজন্! আপনি যে এই কথা বলিতেছেন ইহাই শোভা পাইতেছে না।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইতি মধ্যে উন্নত ধ্বজ ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা আহত হইয়া বেগে পতিত হইল। উৎকৃষ্ট ধ্বজ ঐ প্রভাবে পতিত হইল, দেখিয়া অসুর অতুল আনন্দ লাভ করিল; জানিতে পারিল যুদ্ধ আগত প্রায়। অনন্তর ইন্দ্রের বজ্রে আহত হইয়া মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল, বজ্র ভূমি মধ্যে অদৃষ্ট হইয়া শব্দ করিতে লাগিল; মার্জ্জার গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল; দেবগণেরও দেবতা ইন্দ্রও শোণিত নগরের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্র শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিলেন; মহতী উল্কা সূর্য্য ভেদ করিয়া ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল। সূর্য্যদেব স্বপক্ষ নক্ষত্রে উদিত হইয়া কৃত্তিকায় প্রবেশ করিলেন; সহসা শত সহস্র প্রকাণ্ড শোণিতধারা চৈত্য বৃক্ষ সকলের উপর পতিত হইল; ঘন ঘন তারকাপাত হইতে লাগিল; অমাবস্যা না হইলেও রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিল; প্রলয় কালের ন্যায় নির্ঘাত শব্দ হইতে লাগিল; ধূমকেতু দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়া উদিত হইল। নিরন্তর কঠোর বায়ু বহিতে লাগিল; সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের প্রান্তভাগ শ্বেত ও লোহিতবর্ণ; গ্রীবা কৃষ্ণবর্ণ; বর্ণ বিদ্যুৎ সদৃশ হইল; এবং ত্রিবর্ণ রেখা তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। মঙ্গল গ্রহ বাণের জন্ম নক্ষত্রকে যেন সর্ব্ব প্রকারে ভর্ৎসনা করিয়া কৃত্তিকাতে ভয়ঙ্কর ভাবে চক্র গমন করিলেন; মহাত্মা দানবগণের সকল কন্যারই অর্চিত বহুশাখাসম্পন্ন চৈত্যবৃক্ষ মহীতলে পতিত হইল।

বাণ গর্ব্ব ও বলে উন্মত্ত; সে এই প্রকার বিবিধ দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিল না যে তাহাকে পরাজিত হইতে হইবে। বাণের মন্ত্রী কুষ্মাণ্ড কিন্তু সকল বুঝিতে পারিল, সে বিবিধ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া উন্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, এবং যে সকল উৎপাত দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে অমঙ্গল সূচনা করিতেছে। এই সমস্ত হইতে তোমার রাজ্য নাশ হইবে। তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি রাজা; আমি এবং অন্যান্য মন্ত্রী ও তোমার আর আর ভৃত্যগণ, তোমার দুর্নীতি বশতঃ অবিলম্বেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইব। যেমন চৈত্যবৃক্ষের পতন হইল, তেমনি অজ্ঞান বশতঃ যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুষ্করকারী বাণের নিজদর্প হেতু পতন হইবে। দেবদেবের অনুগ্রহে ত্রৈলোক্য বিজয় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে দর্প হেতু দেখিতেছি নাশ হইবে। সেই জন্যই বাণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া হুঙ্কার করিয়া আনন্দিত মনে এই প্রকারে দৈত্যদানব-কামিনীগণের সহিত উত্তম মদ্যপান আরম্ভ করিল।

কুষ্মাণ্ড এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজপ্রাসাদে গমন করিল; এবং ঐ সকল উৎপাত দর্শনের ফলাফল চিন্তা করিতে লাগিল।

রাজা প্রমত্ত ও দুর্ব্বুদ্ধি, তাহাতে আবার ত্রৈলোক্য লাভ করিয়াছেন; অতএব দর্পে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সুতরাং যুদ্ধই আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; দর্পহেতু বিপদের দিকে ইহাঁর দৃষ্টিপাত নাই। এই সকল মহোৎপাতে যে বিপদ সূচনা করিতেছে, তাহা কখনই মিথ্যা হইবে না। এমন কি হইতে যে, এই সকল উৎপাত দর্শন বৃথা হইবে; ত্রিলোচন এবং বীর্য্যবান্ কার্ত্তিকেয়ও এই নগরীতে বাস করিতেছেন; অতএব আমাদিগের কোন দোষ জন্মিলেও আমাদিগকে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না; অথচ এই যে দোষ জন্মিয়াছে, ইহা হইতে নিশ্চয়ই মহাক্ষয় হইবে। আমার বিবেচনা হইতেছে, দোষের নাশ হইবে না। এ দোষ অবশ্যই হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই নৃপতির দৌরাত্ম্যে নিবন্ধন দানবগণ অমঙ্গলময় হইয়াছে। যে ত্রিলোক নাথ দেব ও দানবগণের কর্ত্তা; সেই শঙ্কর এবং কার্ত্তিকেয় আমাদিগের নগরীতে বসতি করিতেছেন। কার্ত্তিকেয় সমস্ত মহাদেবের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হয়; ত্রিলোচন কার্ত্তিকেয় হইতেও বরং বাণকে অধিক ভাল বাসেন। কিন্তু বাণ দর্পবৃদ্ধি হেতু যুদ্ধলোভী হইল, কিন্তু নাশের নিমিত্তই ভবের নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিল অতএব আর থাকিতেছে না। যদি বিষ্ণু প্রভৃতি স্বর্গবাসী দেবগণ ভবের নিকট হইতে অভয় প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই কার্য্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন; নচেৎ ভব ও কার্ত্তিকেয় বাণের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইহাঁদিগের সহিত কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে সাহসী হন্। দেবতার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না। অতএব মহাযুদ্ধ অবশ্যই উপস্থিত হইয়া দৈত্যকুল নাশ করিবে।

কুম্ভাণ্ড প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিতেন; তিনি এই প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হইলে তাঁহার কল্যাণময়ী বুদ্ধি উপস্থিত হইল; তিনি স্থির করিলেন, যাহারা পুণ্যকর্ম্মা দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের নিশ্চয়ই ক্ষয় হইয়া থাকে, যেমন বলি বদ্ধ হইয়াছিলেন।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৭৬

একদা প্রভু ভব মনোরম সুন্দর নদীতীরে দেবীর সহিত ক্রীড়া বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সর্ব্ব-ঋতু শোভিত মনোরম বনে শত শত অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পারিজাত ও নদী পুষ্পে নদীতীর ও আকাশ পরিপূর্ণ হইল। হর সহস্র সহস্র বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ ও পণবের বাদ্যের সহিত অপ্সরাগণের গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মনোরম অপ্সরাগণ সূত ও মাগধগণের ন্যায় স্তুতি গান করিয়া সুন্দরদেহ মাল্যবিভূষিত রক্তবাসা দেবদেব মহেশ্বর হরকে তুষ্ট করিতে লাগিল। অনন্তর প্রধানা অপ্সরা চিত্রলেখা দেবীর রূপ ধারণ করিয়া ভবের মান ভঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল; তদ্দর্শনে দেবী হাস্য করিতে লাগিলেন। চিত্রলেখা ঈশানের অনুনয় করিতে লাগিল দেখিয়া অন্যান্য অপ্সরারাও হাস্য করিতে আরম্ভ করিল। নানারূপী মহাতেজস্বী হর-পার্ষদগণ সকলে দেবীর আজ্ঞায় বিশেষ বিশেষ স্থানে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৌতুকান্বিত ঐ সকল পার্ষদ মহাদেবের রূপ ও চিহ্ন ধারণ করিলেন। তদনন্তর অপ্সরারাও দেবীর লীলা ও বদনাকৃতি অবলম্বন করিল। তদ্দর্শনে দেবী হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে কিলকিলা শব্দ উত্থিত হইল; হরও মনোমধ্যে অতুল আনন্দলাভ করিলেন।

এই স্থলে পার্ব্বতীর সন্নিকটে ঊষা নামে বাণের কন্যা ছিলেন; মহাদেব ত্রিলোচন দেবী পার্ব্বতীর সন্তোষ সাধনের জন্য নানা-

রূপ ধারণ করিয়া দ্বাদশ আদিত্য তুল্য দীপ্তিমান্ মূর্ত্তিতে দেবীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া উষা মনে মনে ভাবিলেন যে সকল কামিনী স্বামীর সহিত এই প্রকার ক্রীড়া করেন, তাঁহারাই ধন্য। উষা মনে মনে এই যে কথা কহিলেন, পর্ব্বতনন্দিনী তাহা জানিতে পারিয়া, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করত মৃদু স্বরে কহিলেন, উষে! শত্রুর ভয়োৎপাদক দেব শঙ্কর, যেমন আমার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, তুমিও অবিলম্বে এইরূপে স্বামীর সহিত বিহার করিবে।

এই কথা শুনিয়া উৎকণ্ঠায় উষার নয়ন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন যে, কত দিনে স্বামীর সহিত বিহার করিতে পাইবেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করেন। তখন হৈমবতী হাস্য করিয়া কহিলেন, উষে! আমার বাক্য শ্রবণ কর। যখন বৈশাখ মাসে দ্বাদশীর সংযোগ হইবে, সেই দিবস সন্ধ্যাকালে প্রাসাদপৃষ্ঠে তুমি নিদ্রিত থাকিলে; যিনি স্বপ্নে তোমাকে সম্ভাষণ করিবেন, তিনিই তোমার স্বামী হইবেন এই কথা শুনিয়া দৈত্যতনয়ার নয়ন, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তিনি সখীগণের সহিত হাসিতে লাগিলেন, এবং যথা সুখে ক্রীড়া করিতে করিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সখী কিন্নরীকন্যা, যক্ষকন্যা, নাগকন্যা ও দৈত্যকন্যাগণ এবং অপ্সরাকন্যাগণ আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া পরস্পরকে করতালি আঘাত করিয়া কহিতে লাগিল, দেবীর বাক্য কখন মিথ্যা হইবে না; তিনি তোমার রূপ ও সৎকুল সম্পন্ন পতিই স্থির করিয়া দিয়াছেন। উষা সখীদিগের ঐ বাক্য শ্রবণ করত যথাবিধি প্রতিপূজা করিয়া ভাবিলেন, দেবী মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন। অতএব উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে উষার সহিত সেই ক্রীড়া বিহার সম্ভোগ করিয়া, দিবাবসানে পরমাদ্ভুত নারীগণ সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, দেবীও অদর্শন হইলেন। নারীগণ কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ গজে, কেহ কেহ নরযানে, কেহ কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া নগরী মধ্যে প্রবেশ করিল; কতকগুলি আকাশে আরোহণ করিল।

রাজন্! এ দিকে উষা সেই অবধি দেবীর চরণ স্মরণ করত মনে মনে পতিকে চিন্তা করিয়া কামে মোহিত হইলেন। রাত্রিতে নিদ্রা যান না; দিবসে ভোজন করেন না। রাজনন্দিনী পতিসম্ভোগ দশা চিন্তা করিয়া বিলাপ করেন। আকাশের চন্দ্রকে তিরস্কার করেন। চন্দন সেবন করেন না। রাজন্! বালা কামে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া হতভোগ হইলেন। তাঁহার কোন পীড়াই ছিল না; তথাপি সখীগণ যেন পীড়িতের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। অঙ্গে চন্দন লেপন করিলে তাঁহার শরীর জ্বলিয়া উঠে। গণ্ডস্থলে পাণ্ডুরেখা জন্মিল; নয়নযুগল সর্ব্বদাই অশ্রুজলে পরিপূর্ণ। অতএব, নিদ্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সখীগণ তাঁহার কামাগ্নিদগ্ধ হৃৎপদ্মে শীতল পদ্মমূল চূর্ণ নিক্ষেপ ও ব্যজন করিতে থাকিল; এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ভামিনি! তোমার পীড়া কি? তোমার শরীর এরূপ হইল কেন? হে দেবি! হে বরাননে! তোমার কোন্ বস্তুতে রুচি হয়, আমাদিগকে বল। হে মনোরমে! তোমার এতাদৃশ কষ্টসাধ্য পীড়া কি হেতু উৎপন্ন হইল? এই সকল সারিকা তোমার মনোমত বাক্য বলিতেছে। হে সুভ্রু! সুনীলবর্ণ এই সকল শুক পুরুষের ন্যায় কথা কহিতেছে। তুমি কি অন্য কথা কহিয়া ইহাদিগকে আনন্দিত করিতেছ না? হে সুন্দরি! তোমার পিতা মহাবীর; দেবতারাও তাঁহাকে জয় করিতে পারেন না। তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান

হয়, পৃথিবীতে এরূপ ব্যক্তি নাই। মহাবীর বাণ বলির পুত্র; তাঁহাকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য। এই শোণিত নগরও অমরাবতীকে পরাজয় করিয়াছে। দেব মহেশ্বর শূল হস্তে করিয়া এই নগরীতে বাস করিয়া আছেন। উষে! শ্রবণ কর, হর তোমার পিতাকে উদ্দেশ করিয়া পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন, জানিবে, এ তোমার পুত্র। সখি! তোমার পীড়া কি? শরৎকাল উপস্থিত হইলে যেমন পদ্মে হিম বিন্দু শোভা পায়, সেই রূপ তোমার মুখে ও নাসিকায় ঘর্ম্মবিন্দু শোভিত হইয়াছে কেন? তোমার পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বদন বর্ষাকালীন চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছে না। ইহার কারণ কি বল। বালে! তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছ; কোন বস্তুতে তোমার অভিরুচি নাই। তোমার মনে যাহা ইচ্ছা হয়, এই দিব্য খাদ্য-সামগ্রী গ্রহণ কর। তুমি পূর্ব্বে তাম্বূল ভাল বাসিতে, এক্ষণে গ্রহণ করিতেছ না কেন? সামান্য লোকের অপ্রাপ্য এই সকল মিষ্টান্ন গ্রহণ কর। উঠ, তোমার শরীরের পীড়া কি, বল।

উষার গৃহে এই রূপ কোলাহল শ্রবণ করিয়া, দাসীগণ একে একে উষার মাতার নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিল, দেবি! রাজনন্দিনী জলক্রীড়া হইতে যে অবধি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন, সেই অবধি দেখিতেছি, তিনি যেন মূক হইয়াছেন। এই জন্য আমরা দাসীগণ আপনাকে জ্ঞাপন করিলাম। কি জন্য হতজ্ঞান হইয়াছেন; কেনই বা কথা কহিতেছেন না; কি কারণেই বা নিদ্রিতাবস্থায় রহিয়াছেন; কেনই বা ম্লান হইয়াছেন, আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। অতএব দেবি! আপনি বিবেচনা করিয়া পীড়া শান্তির জন্য বৈদ্যগণকে নিয়োগ করুন। যে শরীর শিরীষ পুষ্পের ন্যায় কোমল, দেবি! সে শরীর কি প্রকারে ব্যাধিভার বহন করিবে।

হংসগামিনী রাজমহিষী এই কথা শ্রবণ করিয়া সত্বর হইয়া পীড়ার লক্ষণ কি দেখিবার জন্য, উষার নিকট গমন করিলেন। এবং পদ্মের সদৃশ হস্ত দ্বারা উষার কোমল কর স্পর্শ করত অনায়াসেই তাঁহার অঙ্গুলি স্ফোটন করিয়া কহিলেন, কন্যা! তোমার কি হইয়াছে? এই সকল বৈদ্য উপস্থিত হইয়া তোমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

বৈদ্যগণ কহিলেন, রাজনন্দিনী সখীগণের সহিত জলক্রীড়ায় গমন করিয়া তথায় পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন; আমরা স্থির করিলাম, তাহাতেই পরিশ্রম হইয়াছে। সেই পরিশ্রম হইতেই এই গ্লানি জন্মিয়াছে; তজ্জন্যই পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ ও নিদ্রা হইতেছে; অতএব ভয় করিবার আবশ্যক নাই।

রাজ্ঞী কহিলেন, হে বৈদ্যগণ! হিমযুক্ত চন্দন হৃদয় মূলে অর্পিত হইয়া ইতিমধ্যেই বুদ্বুদ্ উঠিতেছে কেন? অতিশয় দাহ, বিষম ঘর্ম্ম ও পিপাসা হইতেছে; ক্ষুধা নাই; প্রলাপ বলিতেছে; এই সকলের কারণ কি? আপনারা শাস্ত্রানুসারে নিশ্চয় করিয়া বলুন।

বৈদ্যগণ কহিলেন, ক্রীড়া বিহার স্থলে মহাদেবের নিকট অনেক স্ত্রী উপস্থিত হইয়াছিল; ভামিনী রাজনন্দিনীর রূপের তুলনা নাই; অতএব তাঁহারা কুমারীকে দৃষ্টি দিয়াছে; এজন্য পীড়া জন্মিয়াছে। রক্ষা-মন্ত্রপূত পীত সর্ষপ এবং জল নন্দিনার গাত্রে অভিষেক করিলেই পীড়ার সম্পূর্ণ শান্তি হইবে। এই কথা কহিয়া বৈদ্যগণ সকলে রাজবাটী হইতে বিদায় হইলেন।

এ দিকে উষার কামব্যথা পুনর্ব্বার সকলই প্রকাশ পাইল। জননী অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসা করিবার পর সুন্দরী সলজ্জভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে মাতাকে উত্তর করিলেন, জননি! শ্রবণ করুন, কি কথা, কি ভোজন কি উৎসব,

আমার কিছুই ভাল লাগে না; হৃদয় সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে।

উষা এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। তখন তথায় উপস্থিত নারীগণ সকলেই পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন, নারীগণের যৌবনই লতার ন্যায়। অতএব এই রাজকন্যার কথা আর বলিতে হইবে কেন? ইঁহার স্বামিসম্ভোগের কাল উপস্থিত হইয়াছে। যাহাই হউক রাজন্! উপস্থিত নারীগণ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

অনন্তর বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী দিবসে ভামিনী সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া প্রাসাদপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছেন, এই সময় দেবী কর্তৃক প্রেরিত পুরুষ স্বপ্নে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সম্ভোগ করিলেন, তিনি স্বপ্নাবস্থায় ক্রন্দন এবং হস্তাদি বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। স্বপ্নাবস্থায় সম্ভোগ ক্রিয়াতে তাঁহার কুমারীভাব নষ্ট হইল। তিনি শোণিতাক্ত বস্ত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রিতে হঠাৎ জাগরিত হইয়া উঠিলেন। সখীকে তাদৃশ ক্রন্দন করিতে এবং ভীত হইতে দর্শন করিয়া চিত্রলেখা নিতান্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন। উষে! ভয় নাই। তুমি এপ্রকার রোদন করিয়া পরিতাপ করিতেছ কেন? তুমি বলির পুত্রের বিখ্যাত কন্যা, তথাপি ভীত হইলে কেন? হে সুভ্রু! লোকমধ্যে তোমার ত কোন ভয়ই নাই; তোমার সর্ব্বত্রই অভয়; তোমার পিতা যুদ্ধে দেবগণকে বিনাশ করেন। উঠ উঠ, তোমার মঙ্গল হউক, শুভে! শোক করিও না। হে সুন্দরবদনে! এপ্রকার বাসস্থানে কোন ভয়েরই আশঙ্কা নাই। শচীভর্ত্তা দেবরাজ কত বার নগরে উপস্থিত না হইতে হইতেই তোমার পিতা তাঁহাকে রণে পরাজয় করিয়াছেন। সখি! তোমার এই পিতা মহাবল মহাসুর শ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ বলিপুত্রকে সকল দেবতাই ভয় করেন।

যশস্বিনী রাজনন্দিনী সখীর উক্ত প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্বপ্নে যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, সমস্ত আনুপূর্ব্বিক ব্যক্ত করিয়া কহিলেন আমি সাধ্বী; যখন এ প্রকারে দূষিত হইলাম, তখন কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতে সাহস করি? আমি এই প্রকারে এই মহাতেজস্বী বংশের কলঙ্ক করিলাম, পিতাকেই বা কি বলিব? আমার মরণই মঙ্গল, জীবন মঙ্গল নহে! কোন অভিলষিত পুরুষের সহিত স্বপ্নে আমার যেমন হইয়া থাকে, হইয়াই ছিল; এক্ষণে জাগরিত হইয়াছি, এখন আমার এ দশা কে করিল? কন্যাবস্থায় এরূপ দশা হইলে, আমি কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতে সাহসী হই? আমি কুল কলঙ্কিত করিয়াছি; কুলের অঙ্গার স্বরূপ হইয়াছি; আমার আর আশ্রয় নাই। যে নারী সাধ্বীদিগের প্রধানা হইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই জীবন ইচ্ছা করেন।

কমললোচনা উষা সখীগণে বেষ্টিত হইয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে এই প্রকারে বহুক্ষণ বিলাপ করিলেন। তাঁহাকে অনাথার ন্যায় রোদন করিতে দেখিয়া সখীগণ সকলে নিরতিশয় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, দেবি! মন দুষ্ট হইলেই দোষ; মন দুষ্ট না হইলে দোষ হয় না; অতএব তুমি দোষ কর নাই, তোমার মন বিশুদ্ধ। হে কল্যাণি! হে দেবি! যদি স্বপ্নাবস্থায় বলপূর্ব্বক তোমাকে উপভোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার ব্রত লোপ হয় নাই। ব্যভিচার যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে তোমার কোন ব্যতিক্রমই ঘটে নাই। সুন্দরি! মর্ত্ত্যলোকে স্বপ্ন জন্য দোষকে দোষ ধরে না, ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এই কথা কহিয়া থাকেন। যে নারী মন, বাক্য, বিশেষতঃ কর্ম্ম এই তিনের দ্বারা দূষিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই পাপীয়সী কহিয়া থাকেন।

ভীরু! তোমার ত মন বিচলিত হইতে আমরা কখনই দেখি নাই। তবে তুমি কি প্রকারে পাপভাগিনী হইতে পার, তুমি নিয়তই ব্রহ্ম চর্য্য পালন করিতেছ। তুমি সতী সাধ্বী; তোমার মন বিশুদ্ধ ও তেজস্বী; যদি নিদ্রি-তাবস্থায় কেহ তোমার এরূপ অবস্থা করিয়া থাকেন, তাহাতে তোমার ধর্ম্ম হানি হয় নাই। যে নারীর প্রথমতঃ মনে পাপ সঞ্চার হইয়া সেই পাপ পরে কার্য্যে সাধিত হয়, তাহাকেই অসতী বলে। ভাবিনি! তুমি সেই সতীই আছ। আহা, এতাদৃশ মহৎ বংশে তোমার জন্ম; তুমি এতাদৃশ অনুপমরূপ ও গুণশা-লিনী; তথাপি তোমার এরূপ দশা কেন হইল? বুঝিলাম, কালই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্।

এই কথা বলিয়া তন্মধ্যে কুম্ভাণ্ডের দুহিতা পুনর্ব্বার উষাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, উষা তখনও ক্রন্দন করিতেছিলেন; তাঁহার নয়ন যুগল তখনও বাষ্পবারিতে ভাসমান হইতেছিল। কুম্ভাণ্ডদুহিতা কহিলেন, হে বিশাললোচনে! শোক ত্যাগ কর; হে সুন্দর-বদনে! তুমি নিষ্পাপই রহিয়াছ। আমার যে কথা স্মরণ হইল বলিতেছি, প্রকৃত কথা শ্রবণ কর। উষে! তোমার মনোমধ্যে স্বামি সম্ভোগ বাসনা উদিত হইলে পর তৎকালে দেবী সেই মহাদেবের সম্মুখে তোমাকে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর। বৈশাখ মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে প্রাসাদ পৃষ্ঠে নিদ্রিত হইলে তদবস্থায় যিনি তোমার কৌমার হরণ করিবেন, তুমি ক্রন্দন করিতে লাগিলে, সেই শত্রুবিজেতা বীরই তোমার পতি হইবেন। দেবী তুষ্ট হইয়া তোমার মনোমত এই বাক্য বলিয়াছিলেন। পার্ব্বতী যে বাক্য বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা হইবে না; অতএব হে চন্দ্রবদনে! তুমি এ প্রকার নিরবচ্ছিন্ন রোদন করিতেছ কেন?

এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবীর বাক্য স্মরণ হওয়াতে সুন্দরলোচনা বাণপুত্রীর শোক শান্তি হইল। তিনি কহিলেন ভাবিনি! দেবী ক্রীড়ার সময়ে যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মরণ হইল। যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, আমার অবিকল সমস্তই ঘটিয়াছে। যদি লোকনাথের গেহিনী তাঁহাকেই আমার স্বামী নির্দ্ধারিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এক্ষণে যাহাতে তাঁহাকে জানা যায়, তাহারই উপায় কর।

কুম্ভাণ্ডদুহিতা যথোপযুক্ত প্রকারে কার্য্যের অর্থ বুঝিতে পারিলেন; তিনি পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন দেবি! তাঁহার কুল, কি কীর্ত্তি, কি পৌরুষ কেহই কিছু স্থির জানে না, অতএব তুমি এ প্রকার ব্যাকুল হইতেছ কেন? শুভে! তুমি অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যক্তিকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছ; অতএব হে ভীরু! হে অসিতলোচনে! হে ভাবিনি! হে সখি! যিনি বিক্রম সহকারে অন্তঃপুরে প্রবেশ ক-রিয়া, তুমি রোদন করিতে লাগিলেও তোমাকে বলপূর্ব্বক সম্ভোগ করিয়াছেন, তোমার সেই রতিচৌরকে আমরা কি প্রকারে জানিব? যাহাই হউক, এই শত্রু বিজেতা যখন একাকী সাহস পূর্ব্বক আমাদিগের এই ত্রিলোক বিখ্যাত নগরী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন ইনি এক জন সামান্য ব্যক্তি নহেন। ভীষণ পরাক্রমশালী আদিত্য, বসুগণ; রুদ্রগণ, কি দুই মহাতেজস্বী অশ্বিনীকুমার, কেহই শোণিতপুরে প্রবেশ করিতে পারেন না। অতএব এই শত্রুঘাতী তাঁহাদিগের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ; ইনি বাণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া শোণিতপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। হে শুভলোচনে! যে নারীর এরূপ যুদ্ধনিপুণ স্বামী না হয়, তাহার জীবনে বা বিবিধ ভোগে প্রয়োজন কি? তুমি ধন্যা; তোমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইয়াছে; দেবীর প্রসাদে এতাদৃশ কন্দর্প সদৃশ মোহন মূর্ত্তি তোমার

স্বামী হইলেন। এক্ষণে ইনি যাঁহার পুত্র, ইহাঁর যে নাম, এবং ইনি যে বংশে উৎপন্ন, এই সকল যে উপায়ে জানা যাইবে; বলিতেছি শ্রবণ কর।

কামমোহিনী উষা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুষ্মাণ্ড দুহিতাকে কহিলেন, সখি! আমি কি প্রকারে জানিতে পারিব? নিজের কার্য্যে সকল ব্যক্তিরই বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। যাহাতে জীবন পাই তুমিই তাহার উপায় চিন্তা কর; আমি ত কোন উত্তরই দেখিতেছি না।

কুষ্মাণ্ড তনয়া রোরুদ্যমানা সখী উষার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন হে বিশাললোচনে! চিত্রলেখা নামে তোমার সখী যে অপ্সরা আছে, সন্ধি বিগ্রহ বিষয়ে তাহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে; শীঘ্র তাহাকে জ্ঞাপন কর, ত্রৈলোক্যের মধ্যে কিছুই ইহার অজানিত নাই।

এই কথা শ্রবণ করিয়া উষার আনন্দ জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সখী চিত্রলেখা অপ্সরাকে ডাকাইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কাতর ভাবে প্রণয় পূর্ব্বক কহিলেন, ভাবিনি! আমি তোমাকে যে অতি প্রয়োজনের কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। হে কমললোচনে! আমার জীবন অবশ্যই তোমার প্রিয়; তুমি যদি আমার মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বিক্রমশালী পদ্মপলাশলোচন কান্তকে অদ্যই না আনিয়া দেও, তাহা হইলে আমি জীবন পরিত্যাগ করিব।

চিত্রলেখা অল্পে অল্পে উষাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, হে ভাবিনি! হে সখি! আমরা এ বিষয় কি করিয়া জানিতে পারিব? সখি! আমি সেই চোরের কুল, বল, চরিত্র, রূপ, দেশ, কিছুই অবগত নই। কিন্তু আমি বিবেচনা পূর্ব্বক তোমার স্বামির বিষয়ে যাহা করিতে পারিব স্থির করিয়াছি, বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রভাবে, রূপে কি কুলে, দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ও নাগ এবং রাক্ষসের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, সখি, আমি উচ্চ নীচ ক্রমে একে একে তাঁহাদিগকে চিত্রিত করিব। মনুষ্যের মধ্যেও যাহারা পৃথিবীতে বিখ্যাত; তাঁহারা! আমি তাঁহাদিগকেও চিত্রিত করিয়া সপ্ত রাত্রির মধ্যে তোমাকে দেখাইব। তাহা হইলেই তুমি চিত্রপটে লিখিত দেখিয়া নিজ স্বামীকে চিনিতে পারিবে। হিতকারিণী প্রিয়সখী চিত্রলেখার বাক্য শ্রবণ করিয়া, উষা তাহাকে কহিলেন, তাহাই কর।

এই প্রকার আদেশ পাইয়া চিত্রলেখা নিপুণ-হস্ততা প্রভাবে সপ্ত রাত্রির মধ্যে পটের চারিদিকে যথা স্থানে যথা ক্রমে উক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকলকে চিত্রিত করিয়া চিত্রপট উপস্থিত করিলেন। এবং নিজের কৃত সেই চিত্রপট বিস্তার করিয়া উষাকে ও সখীদিগকে এক এক করিয়া দর্শন করাইতে লাগিলেন; ইহাঁরা দেবগণের মধ্যে প্রধান; ইহাঁরা দানবকুলোৎপন্ন; ইহাঁরা কিন্নর, ইহারা যক্ষ; ইহারা রাক্ষস; ইহারা গন্ধর্ব্ব; ইহারা অসুর; ইহারা দৈত্য; ইহারা মনুষ্যগণের মধ্যে প্রধান। সকলকে দর্শন কর; আমি অবিকল চিত্র করিয়াছি; ইহার মধ্যে তোমার স্বামী যদি থাকেন তাহা হইলে আমি তাঁহারও রূপ অবিকল চিত্রিত করিয়া দি; তুমি যাঁহাকে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলে, চিনিয়া লও।

অনন্তর সেই মত্তকামিনী একে একে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণকে দর্শন ও যদুবংশীয়দিগকে অতিক্রম করিয়া কেশবকে দর্শন করিলেন। ঐ স্থলে অনিরুদ্ধকে দর্শন করিয়া তাঁহার নয়নযুগল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি চিত্রলেখাকে কহিলেন, সখি! এই তোমার সেই চোর, যিনি প্রাসাদপৃষ্ঠে নিদ্রাগত অবস্থায় আমাকে দূষিত করিয়াছেন। সখি! ইহাঁর রূপ দেখিয়া চিনিতে পারিলাম; এ রতিচৌর্য্যের নিবাস কোথায়; সুন্দরি চিত্র-

দেখ! ইহার যথার্থ পরিচয় বল। ভাবিনি! ইহাঁর গুণ, শীল, বংশ, কি প্রকার? নামই বা কি? শুনিলে যাহা কর্ত্তব্য হয় পরে স্থির করিব।

চিত্রলেখা কহিল, হে বিশাললোচনে! তোমার এই কান্ত ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীমান্‌ কৃষ্ণের পৌত্র; ও প্রদ্যুম্নের পুত্র। পরাক্রম বিষয়ে ত্রিলোক মধ্যে ইহাঁর সমান ব্যক্তি নাই। ইনি পর্ব্বত উৎপাটন করিয়াই পর্ব্বত চূর্ণ করিতে পারেন। ত্রিলোকচারিণী এই যদু-শ্রেষ্ঠকে তোমার স্বামী নির্দ্দেশ করিয়া তোমার উপযুক্ত সজ্জন স্বামীই বিধান করিয়াছেন। অতএব তিনি তোমার প্রতি যথেষ্টই অনুগ্রহ করিয়াছেন; তুমি ধন্য হইলে।

উষা কহিলেন সখি! আমি তোমাকেই এই বিষয়ে নিযুক্ত করিলাম; অন্য উপায় করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য; অতএব আমি নিরাশ্রয়; তুমি আমার আশ্রয় হও। তুমি যোগিনী, ইচ্ছামত রূপ ধারণ ও আকাশে গমন করিতে পার। উপায় এবং শিল্প রচনা বিষয়েও তোমার নৈপুণ্য আছে; আমার প্রিয়কে শীঘ্র আনিয়া দেও। সুন্দরি! যাহাতে কার্য্য সাধন করিয়া আসিতে পার, তাহার উপায় চিন্তা কর; যাহাতে প্রিয় জনের সুখ হয়, তদ্বিষয়ে ইতস্ততঃ করা উচিত নহে। বিপদ কালে যিনি মিত্রতা করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই মিত্র বলিয়া থাকেন। আমিও কামে পীড়িত হইয়াছি। হে চারুনিতম্বিনি! আমার প্রাণ রক্ষা কর। হে বিশাললোচনে! যদি তুমি আমার দেবকল্প স্বামীকে অদ্যই অবিলম্বে আনয়ন না কর, তাহা হইলে আমি প্রাণ ত্যাগ করিব।

উষার বাক্য শ্রবণ করিয়া চিত্রলেখা কহিল, হে চারুহাসিনি! হে কল্যাণি! আমার বাক্য শ্রবণ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। দেবি! বাণের নগরী যেমন চতুর্দ্দিকে সুরক্ষিত, দ্বারকাও সেইরূপ, বরং ইহা অপেক্ষাও তাহাতে প্রবেশ করা আরও সুকঠিন। সেই নগরী কপাটে অবরুদ্ধ; এবং উহার দ্বার গুপ্ত যদুকুমার ও অপরাপর দ্বারকাবাসিগণ ঐ দ্বার রক্ষা করিতেছেন। বিশ্বকর্ম্মা সমুদ্রকেই নগরীর পরিখা করিয়াছেন; এবং শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় ভীষণমূর্ত্তি প্রহরী সকল নগরী রক্ষা করিতেছে। উহার প্রাচীর ও পরিখা শৈলময়। উহার পথ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পাণ্ডুমৃত্তিক সপ্তশৈলে উহার সপ্ত প্রাচীর বিরচিত। যাহারা না জানে, তাহারা দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব তুমি আমাকে, তোমার আপনাকে, বিশেষতঃ তোমার পিতাকে রক্ষা কর।

উষা কহিলেন, তুমি তোমার যোগবলে তথায় প্রবেশ করিতে পারিবে। অধিক কথা বলিলেই বা আমার প্রয়োজন কি? তুমি আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। অনিরুদ্ধের বদনের প্রভা পূর্ণচন্দ্রের সমান; যদি আমি তাহা দর্শন করিতে না পাই, তাহা হইলে যমালয়ে যাত্রা করিব। ভাবিনি! দূতের সাহায্য পাইলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়; অতএব তুমি যদি আমার জীবন ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার দূতী হইয়া গমন কর। আমার প্রণয় এবং আমার প্রণয় বাক্য যদি তোমার মনে থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র আমার কান্তকে আনয়ন কর; আমি তোমার শরণাগত হইলাম। জীবন যাইবে, বন্ধু জনের ক্ষয় হইবে, কুল কলঙ্কিত হইবে, কামার্ত্ত ব্যক্তি এ সকল কিছুই বিবেচনা করে না। কার্য্য সিদ্ধি পক্ষে যত্ন করাই উচিত। এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। হে বিশাললোচনে! তোমারও দ্বারকায় প্রবেশ করিবার ক্ষমতা আছে। ভীরু! আমি তোমাকে অনুনয় করিতেছি, তুমি আমাকে কান্ত দর্শন করাও।

চিত্রলেখা কহিলেন, তুমি অমৃত তুল্য

বিবিধ বাক্যে আমার বিস্তর অনুনয় করিলে, এবং বিবিধ প্রিয় বাক্যে আমাকে এই কার্য্যে উদ্যুক্তও করাইলে। অতএব ভীরু, আমি এই, এখনই সেই দ্বারকানগরী চলিলাম; শ্রেষ্ঠ দ্বারকানগরী প্রবেশ করিয়া আমি তোমার স্বামী যদুশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অনিরুদ্ধকে অদ্যই আনয়ন করিব। মনের ন্যায় বেগগামিনী চিত্রলেখা দানবগণের অমঙ্গল ও ভয়ঙ্কর অথচ যথার্থ এই বাক্য বলিয়া সত্বর অন্তর্হিত হইল; ঊষা সখীদিগের সহিত অবস্থিতি করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সখীরপ্রিয়কারিনী চিত্রলেখা! মধ্যেমধ্যে তপোধনদিগের অর্চ্চনা করিয়া তৃতীয় মুহূর্ত্তে বাণনগর অতিক্রম করত ক্ষণ কালমধ্যে কৃষ্ণরক্ষিত দ্বারকায় উপনীত হইল; দেখিল, দ্বারকা কৈলাস সদৃশ শত শত প্রাসাদ-শিখরে শোভিত হইয়া আকাশের তারার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৭৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর চিত্রলেখা দ্বারাবতীতে উপস্থিত হইয়া তখন সন্নিধানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, সে যে অনিরুদ্ধকে বাণপুরে লইয়া গিয়াছে, কৃষ্ণকে এই সংবাদ কে প্রদান করে। মনোমধ্যে এইপ্রকার বুদ্ধি করিয়া চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইল, নারদ মুনি জলে অবগাহন করিয়া জপ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া চিত্রলেখার নয়নযুগল আনন্দে উৎফুল্ল হইল; সে তাঁহার নিকটে গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া অধোবদনে অবস্থিতি করিতে লাগিল। নারদ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, তুমি কি জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছ? প্রকৃত কারণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। তখন চিত্রলেখা কৃতাঞ্জলি হইয়া লোকপূজিত স্বর্গবাসী দেবর্ষি নারদকে কহিল, ভগবন্! বলতেছি শ্রবণ করুন! আমি অনিরুদ্ধকে লইয়া যাইবার জন্য দূতী হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি; যে জন্য, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। শোণিতনগরে বাণ নামে মহাসুর বাস করে; তাহার ঊষানামে প্রসিদ্ধা এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা আছেন। ভগবন্! সেই ঊষা পুরুষোত্তম অনিরুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন। দেবীর বর ক্রমে অনিরুদ্ধ ঊষার স্বামী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। আমি সেই অনিরুদ্ধকে লইতে আসিয়াছি; যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারি, করুন। হে মহামুনে! আমি অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরে লইয়া যাইলে পর, এই সংবাদ আপনি শ্রীকৃষ্ণকে দিবেন। তাহা হইলে অবশ্যই বাণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুমুল যুদ্ধ হইবে। কারণ, বাণ অসাধারণ অসুর। সেই মহাসুর আগমন করিলে অনিরুদ্ধ তাহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবেন না; মহাবাহু কৃষ্ণই তাহাকে জয় করিবেন। ভগবন্! এই জন্যই আমি আপনার নিকট আগমন করিলাম। ভাবিতেছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবেন। কৃষ্ণ পাছে জানিতে না পারেন, বলিয়া আমার যে ভয় ছিল, আপনার প্রসাদে তাহাও দূর হইল। এক্ষণে অনিরুদ্ধকে কি প্রকারে হরণ করি, বলুন। মহাবাহু কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইলে, ত্রিলোক দগ্ধ করিতে পারেন। পৌত্রশোকে তাপিত হইলে তিনি শাপদ্বারা আমাকে দাহ করিবেন। অতএব যাহাতে ঊষা স্বামী প্রাপ্ত হয়, অথচ আমারও বিপদ না ঘটে, তদ্বিষয়ে আপনি উপায় চিন্তা করুন।

ভগবান্ নারদ এইপ্রকার শ্রবণ করিয়া, চিত্রলেখাকে হিতবাক্যে বলিলেন; তুমি অনিরুদ্ধকে লইয়া গিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করাইলে, যদি তথায় যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, তখন আমাকে স্মরণ করিবে। হে অনঘে! যুদ্ধ দর্শন করিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা

আছে। উহা দর্শন করিতে আমার আহ্লাদ হইবে; এবং আমি দৃঢ়রূপে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দান করিতে পারিব। তুমি এই তামসী বিদ্যা গ্রহণ কর; এই বিদ্যাদ্বারা সর্ব্বলোককে অজ্ঞান করা যায়। আমি কর্ত্তব্য পুরশ্চরণাদি করিয়া, তোমাকে এই বিদ্যা দান করিলাম।

মহর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, মনোবেগগামিনী চিত্রলেখা বলিল, যে আজ্ঞা; এই কথা বলিয়া প্রণাম করিয়া অন্তরিক্ষ পথে প্রদ্যুম্নের ভবনোদ্দেশে গমন করিল। পরে দ্বারাবতীর মধ্যে প্রদ্যুম্নের শুভ ভবন ও তাহার সন্নিকটে অনিরুদ্ধের ভবন দর্শন করিল। ঐ ভবনের বেদি ও স্তম্ভ সকল সুবর্ণময় এবং তোরণ বৈদূর্য্য নির্ম্মিত। উহার চতুর্দ্দিকে মাল্যদামবেষ্টিত কুম্ভ শোভা পাইতেছে। উহার গ্রীবা দেশ ময়ূরকণ্ঠের সদৃশ। উহাতে এক এক দীর্ঘ কাষ্ঠ খণ্ড বা প্রস্তরের উপর নির্ম্মিত প্রাসাদ সকল রহিয়াছে। উহার মধ্যে মণি ও প্রবাল বিস্তীর্ণ। দেব গন্ধর্ব্বগণ উহার মধ্যে শব্দ করিতেছেন। প্রদ্যুম্নতনয় এই ভবন মধ্যে সুখে বাস করিয়া থাকেন।

প্রধান অপ্সরা চিত্রলেখা সাহস পূর্ব্বক সেই উৎকৃষ্ট ভবন মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তন্মধ্যে অনিরুদ্ধকে দর্শন করিল। নারীগণের মধ্যে তিনি যেন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়াছেন। নারীগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ক্রীড়া বিহার করিয়া তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিতেছেন। তিনি মাধ্বীক মধু পান করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার পরম প্রীতি হইয়াছে। সাক্ষাৎ কুবেরের ন্যায় তিনি উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া আছেন। তথায় সমতাল বাদ্য ও সঙ্গীত হইতেছে। কিন্তু দেখিল, সে সকল বিষয়ে তাঁহার মন নাই। তিনি সেই উষা সম্ভোগই চিন্তা করিতেছেন। বিশেষ বিশেষ স্থানে সর্ব্বগুণশালিনী কামিনী সকল নৃত্য করিতেছে। কিন্তু চিত্রলেখা তাঁহার মনের সন্তোষ দেখিতে পাইল না। বিবিধ ভোগে তাঁহার তুষ্টি হইতেছে না; তিনি মধুও পান করিতেছেন না। স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে, ইহাঁর হৃদয়ের মধ্যে সেই স্বপ্নই স্ফূর্ত্তি হইতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া ভাব বুঝিয়া তাহার সাহস হইল; আশঙ্কা নিবৃত্তি পাইল। মনস্বিনী দেখিল, তিনি উৎকৃষ্ট রমণীগণের মধ্যের ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব কি করিয়া কার্য্য সিদ্ধি হইবে; কি করিয়া মঙ্গল হইবে, তাহার হৃদয়ে এই চিন্তা উপস্থিত হইল। অলক্ষিত ভাবে থাকিয়া এইরূপ চিন্তা করিয়া তামসীবিদ্যা দ্বারা প্রদ্যুম্ন ভিন্ন সকলকে আচ্ছাদন করিল। তদনন্তর সত্বর প্রাসাদ পৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল। প্রদ্যুম্নকে চক্ষুদান পূর্ব্বক আপনাকে দেখাইয়া সেই নির্জ্জন স্থানে প্রদ্যুম্ননন্দনকে কহিল, হে যদুনন্দন! হে বীর! আপনার সর্ব্ব বিষয়ে কুশল ত? দিবা কি সন্ধ্যা আপনার সুখে অতিবাহিত হইতেছে? হে মহাবাহো! রতিনন্দন! আমি যে সংবাদ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমার সখী উষা যে বাক্য বলিয়া দিয়াছেন, আমি অবিকল নিবেদন করিতেছি। আপনি স্বপ্নে যাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, যাহার কৌমার হরণ করিয়াছেন, যিনি আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন, সেই উষা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। হে সুন্দর! সেই কামিনী বার বার ক্রন্দন করিতেছে; দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। আপনাকে দর্শন করা ভিন্ন তাঁহার অন্য চিন্তা নাই; তিনি তজ্জন্যই নিতান্ত কাতর আছেন। বীর! যদি আপনি গমন করেন, তাহা হইলেই তিনি জীবিত থাকেন। আর, যদি দর্শন দান না করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। হে যদুনন্দন! যদিও সহস্র নারী আপনার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, তথাপি একজন অবলা আপনাকে কামনা করিতেছে, তাহাকে হস্তাবলম্বন দান করা

আপনার কর্ত্তব্য। আর আপনি তাঁহার স্বামী হইবেন, দেবী পার্ব্বতী ও এই বর দান করিয়া তাহার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে আপনার চিত্রপট প্রদান করিয়াছি; সেই চিত্রপট দর্শন করিয়াই তিনি জীবিত আছেন। হে যদুশ্রেষ্ঠ! আপনি সদয় হইয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। উষা আপনার চরণে পতিত হইতেছেন; আমরাও হইতেছি- তাঁহার জন্ম, কুল, শীল, রূপ, ও স্বভাবের ও পরিচয় দিতেছি, শ্রবণ করুন। বলির পুত্র বাণ নামে মহাবীর অসুর আছেন; তিনি শোণিতপুরের রাজা; তাঁহারই কন্যা আপনাকে কামনা করিতেছেন। আপনার প্রতি প্রণয়, তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছে; অত এব আপনাকে না পাইলে, তিনি জীবনধারণ করিতে পারিতেছেন না। পার্ব্বতী আপনাকে তাঁহার বঞ্ছিত স্বামী করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আপনার সহিত মিলন হইলে সুন্দরী জীবন ধারণ করিতে পারেন।

চিত্রলেখার বাক্য শ্রবণ করিয়া অনিরুদ্ধ কহিলেন, সুন্দরি! আমি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি বটে; বলিতেছি শ্রবণ কর। তাঁহার সেই রূপ, সেই লাবণ্য, সেই গতি, সেই ক্রন্দন এবং তাহার সহিত সেই সংযোগ আমি দিবা রাত্র চিন্তা করিয়া হতজ্ঞান হইতেছি। যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করা তোমার কর্ত্তব্য হয়; যদি আমার সহিত মিত্রতা করা তোমার ইচ্ছা হয়, চিত্রলেখে! তাহা হইলে আমাকে লইয়া চল; প্রিয়াকে দর্শন করিতে আমার বাসনা হইয়াছে।

চিত্রলেখা অনিরুদ্ধের ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, ভালই; আগমন করুন। এই কথা কহিয়া মনোবেগগামিনী কামিনী প্রাসাদের মধ্যে স্ত্রীগণ মধ্য হইতে যদুবীর প্রদ্যুম্ননন্দনকে অন্তর্হিত করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইল। এবং সিদ্ধ-চারণ সেবিত সেই পথ অতিক্রম করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে শোণিতপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কামরূপিণী মায়াবলে অলক্ষিত ভাবে অনিরুদ্ধকে প্রবেশ করাইয়া উষা যে স্থানে ছিলেন, অনিরুদ্ধের সহিত সেই স্থানে গমন করিয়া উষাকে সেই বিবিধ প্রকার অলঙ্কার-বিভূষিত বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রধারী কন্দর্প তুল্য রূপবান্ বীরকে দর্শন করাইল। উষা ঐ প্রাসাদ পৃষ্ঠে সখিগণ সন্নিধানে তাঁহাকে দর্শন করত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। প্রিয়কে দর্শন করিয়া কামিনীর নয়নযুগল আনন্দে অতি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কর্ত্তব্য বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। তিনি সেই প্রাসাদ পৃষ্ঠে অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক যদুনন্দনের অভ্যর্থনা করিলেন। পরে চিত্রলেখাকে আলিঙ্গন করত প্রিয় বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া ভীত চিত্তে অস্তে ব্যস্তে কহিলেন, হে সখি! হে কার্য্যকুশলে! কি প্রকারে এই বিষয় গোপন করা যাইবে! গোপন করিতে পারিলেই মঙ্গল, আর প্রকাশ পাইলে মৃত্যু।

চিত্রলেখা কহিল, সখি! এখন স্থির কথা শ্রবণ কর; পৌরুষ অবলম্বিত হইলে নিমিষ মধ্যে দৈবকে নাশ করে। দেবীর বর যদি তোমার অনুকূল হয়, তাহা হইলে সাবধানতা-পূর্ব্বক গোপন করিলে, কোন ব্যক্তিই জানিতে পারিবে না।

সখীর বাক্য শ্রবণ করিয়া উষার দেহে প্রাণ আসিল। তিনি উত্তম বলিয়াছ বলিয়া, অনিরুদ্ধকে কহিলেন যে সুভগ চোরকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছি; যাঁহার দর্শনের নিমিত্ত দুর্ল্লভ আশা করিয়া আমরা এতক্ষণ দুঃখভোগ করিতেছিলাম, এক্ষণে ভাগ্যবলে তাঁহাকে দর্শন করিলাম। হে মহাবাহো! আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ত? নারীর চিত্ত কোমল, সেই জন্যই আপনাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

উষার সেই অর্থযুক্ত মিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া যদুসিংহ অপেক্ষাকৃত অধিকতর মিষ্ট বাক্যে কহিতে আরম্ভ করিলেন। উষার নেত্র হইতে তখন আনন্দবারি বিগলিত হইতেছিল। তিনি হস্ত দ্বারা নেত্রবারি মার্জ্জন করত প্রণয়পূর্ব্বক মনোরম বাক্যে কহিলেন, হে সুন্দরি! তোমাকে প্রিয় সংবাদ প্রদান করি, তোমার প্রসাদে আমার সর্ব্বত্রই মঙ্গল। এই অন্তঃপুর আমি পূর্ব্বে কখন দর্শন করি নাই; রাত্রি-যোগে স্বপনে একবার মাত্র দর্শন করিয়াছি। এক্ষণে তোমার অনুগ্রহে এই প্রকারে এই স্থানে আগমন করিলাম; ভবগোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। দেবীর প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া তোমার প্রিয় সাধনের জন্য অদ্যই আগমন করিলাম। আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমি শরণাগত হইলাম। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি সুন্দর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া গুপ্ত স্থানে গমন করত প্রীতি সত্বর চিত্তে কান্তের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর গান্ধর্ব্ব রীতি অনুসারে বিবাহিত হইয়া উভয়ে দিবাভাগে চক্রবাক চক্রবাকীর ন্যায় প্রণয় ভাব প্রকাশ করিয়া পরস্পরকে তুষ্ট করিতে থাকিলেন। উষা, কেহই জানিতে পারিতেছে না, ভাবিয়া দিব্য মাল্য, বসন ও অনুলেপন ধারণ করিয়া গুপ্ত স্থানে কান্ত অনিরুদ্ধের সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যে কালে দিব্য-মাল্য বসনধারী, দিব্য লেপনে চর্চ্চিত যদুসিংহ আসিয়া উষার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন বাণের প্রহরী সেই সময়েই জানিতে পারিয়াছিল। জানিতে পারিয়া সেই সকল চর শীঘ্র যাইয়া, অন্তঃপুর মধ্যে রাজনন্দিনীর যে ব্যভিচার দর্শন করিয়াছিল আনুপূর্ব্বিক সমুদায় রাজাকে নিবেদন করিল। তখন ভীষণকর্ম্মা শক্রঘাতী বলিনন্দন বাণ সেই কিঙ্কর সেনাকে আজ্ঞা করিল, যাও, সকলে একত্র হইয়া গমন করত সেই দুর্ম্মতিকে বধ কর। সেই দুষ্টবুদ্ধি আমাদিগের কুল মর্য্যাদা নাশ করিয়াছে। উষার কৌমার নষ্ট হওয়াতে, আমাদিগের বংশ-গৌরব নষ্ট হইয়াছে। আমরা উষাকে সম্প্রদান করি নাই; সে বলপূর্ব্বকই উষাকে সম্ভোগ করিয়াছে। অহো! দুর্ব্বুদ্ধির বীর্য্যের কি অহঙ্কার! কি দুঃসাহস! কি অবিমৃষ্য-কারিতা! সেই মূর্খ আমাদিগের ভবন মধ্যে প্রবেশ করিল!

এই কথা বলিয়া বাণ পুনর্ব্বার কিঙ্কর সেনাকে আদেশ করিল। মহাবল সৈনিকগণ তাহার আজ্ঞা পাইয়া সুসজ্জিত হইয়া বহির্গত হইল এবং যে স্থানে অনিরুদ্ধ অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই দিকে গমন করিল। নানারূপী ভয়ঙ্কর দানবগণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক প্রদ্যুম্ন-নন্দনের সংহার বাসনায় ধাবিত হইল। আগমনকারী সেই সৈন্যের কোলাহল শ্রবণ করিয়া বীর প্রদ্যুম্ন-নন্দন, এ কি? বলিয়া ব্যস্তে ব্যস্তে উত্থিত হইলেন। দেখিলেন, ঐ সৈন্য নানা অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া ঐ মহৎ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সৈন্য দর্শন করিয়া যশস্বিনী বাণনন্দিনীর মনে অনিরুদ্ধের বিনাশ শঙ্কা উপস্থিত হইল। সেই ভয়ে তাঁহার নয়ন-যুগল জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মৃগলোচনা উষা হা, হা কান্ত! বলিয়া ক্রন্দন করিতে ও কম্পিত হইতে লাগিলেন, দেখিয়া অনিরুদ্ধ তাঁহাকে কহিলেন, হে চারুনিতম্বিনি! স্থির হও; আমি থাকিতে তোমার কোন ভয় নাই; তোমার আনন্দেরই সময় উপস্থিত হইয়াছে, ভয়ের কোন কারণই নাই। হে যশস্বিনি! হে ভীরু! যদি বাণের ভৃত্যগণ সকলে একত্র হইয়া আমাকে আক্রমণ করে, তথাপি আমি কোন চিন্তাই করি না। আজ আমার বিক্রম দর্শন কর। এই কথা বলিয়া অনিরুদ্ধ ক্রোধ হেতু উত্তেজিত হইয়া

উঠিলেন; এবং ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া, সেই সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন। ইতি মধ্যে বাণ-কিঙ্করগণ সহিত অনিরুদ্ধের যুদ্ধ উপস্থিত হইল দেখিয়া চিত্রলেখা দেবদর্শন নারদকে স্মরণ করিল। চিত্রলেখা স্মরণ করাতে মুনিশ্রেষ্ঠ নিমিষ মধ্যে শোণিতপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং অন্তরীক্ষে থাকিয়া অনিরুদ্ধকে কহিলেন, বীর! ভয় নাই, তোমার মঙ্গল হউক্; আমি তোমার ইষ্টসাধন জন্য আগমন করিলাম।

মহাবল অনিরুদ্ধ নারদকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন; এবং আনন্দিত ও নির্ভয়-চিত্ত হইয়া যুদ্ধার্থ ধাবিত হইলেন। এই সময় সৈনিকগণ, সকলেই একত্র সিংহনাদ পরিত্যাগ করিল। তাহা শ্রবণ করিয়া বীর অনিরুদ্ধ প্রতোদ পীড়িত হস্তীর ন্যায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। মহাবাহু ওষ্ঠদংশন পূর্ব্বক প্রাসাদ হইতে বেগে অবতীর্ণ হইয়া আগমন করিতেছেন, দেখিয়া সৈনিকগণ ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। বিবিধ যুদ্ধ-নিপুণ অনিরুদ্ধ অন্তঃপুরের দ্বারে স্থিত পরিঘগ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত নিক্ষেপ করিলেন। রণস্থলস্থিত সৈনিকগণও সকলে বাণ, গদা, মুষল, খড়্গ, পট্টিশ ও শূল বর্ষণ করিয়া, প্রহার করিতে লাগিল, অস্ত্রনিপুণ দানবগণ চারিদিক্ হইতে শত শত নারাচ ও পরিঘ প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তথাপি সর্ব্বভূতাত্মা প্রদ্যুম্ননন্দন বিচলিত হইলেন না; বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় গর্জ্জন, এবং ভীষণ পরিঘ প্রহার পূর্ব্বক মেঘমধ্যে সূর্য্যের ন্যায় উহাদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। দণ্ড-কাষ্ঠ ও মৃগচর্ম্মধারী নারদ হৃষ্টচিত্ত হইয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, সাধু, সাধু। সৈনিকগণ অমিত ও অতুল পরাক্রম অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোর পরিঘ দ্বারা আহত হইয়া, ভয়ে বায়ুচালিত মেঘের ন্যায়, পলায়ন আরম্ভ করিল। গ্রীষ্মাবসানের আকাশমণ্ডলে মেঘ যেরূপ ভীষণ-স্বরে গর্জ্জন করে, ক্ষিপ্রবিক্রম-শালী অনিরুদ্ধ তেমনি তাহাদিগকে দূর করিয়া রণস্থলে সিংহনাদ ত্যাগ করিলেন। এবং উচ্চৈঃস্বরে দানবদিগকে কহিলেন, থাক্ থাক্। এই কথা বলিয়া শত্রুসংহারী প্রদ্যুম্ননন্দন পুনর্ব্বার প্রহার আরম্ভ করিলেন। সকলে রণস্থলে মহাত্মা কর্ত্তৃক আহত হইয়া, ভয়ে ভঙ্গ দিয়া বাণের নিকট উপস্থিত হইল এবং রুধিরাক্ত কলেবরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল; সুস্থির হইতে পারিল না; ভয়ে তাহাদিগের নয়ন উদ্‌ভ্রান্ত হইতে লাগিল। তখন রাজা কহিলেন ভয় নাই, ভয় নাই, হে দানবশ্রেষ্ঠগণ! ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে একত্র হইয়া যুদ্ধ কর। এই কথা কহিয়া বাণ পুনর্ব্বার ভয়ত্রস্তলোচন দানবদিগকে কহিলেন, একি! তোমরা লোকবিখ্যাত যশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ক্লীবের ন্যায় ভীত হইয়া, এরূপ চঞ্চল হইলে কেন? তোমরা নানা যুদ্ধে পণ্ডিত ও মহৎ বংশে উৎপন্ন। সে কে, যে তোমরা তাহার ভয়ে ভীত হইয়া নানা দিকে পলায়ন করিতেছ? আজ তোমা-দিগকে যুদ্ধে আমার সহায়তা করিতে হইবে না; তোমরা মর, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।

এই প্রকার বহু ভর্ৎসনা বাক্যে তাহা-দিগকে ভীত করিয়া বলবান্ বাণ অন্যান্য অসুরবীরকে যুদ্ধার্থ আজ্ঞা করিল। নানা অস্ত্র-শস্ত্রধারী প্রমথগণযুক্ত মহৎ সৈন্য অনিরুদ্ধকে বধ করিবার আদেশ পাইল। অনন্তর বিদ্যুৎ প্রদীপ্ত মেঘের ন্যায় প্রদীপ্তলোচন বাণসৈনিক-গণে আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। কতকগুলি পৃথিবীতলে থাকিয়া হস্তীর ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল; আর কতকগুলা আকাশে অবস্থিতি করিয়া গ্রীষ্মান্তে মেঘের ন্যায় শব্দ আরম্ভ করিল। তদনন্তর সেই মহা সৈন্য পুন-

র্ব্বার একত্রিত হইয়া চারিদিক্ হইতে থাক্ থাক্ শব্দ উঠিল। তখন বীর অনিরুদ্ধ তাহাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একাকীই মহাবীর অসংখ্য দানবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেখিতে সেই এক মহান্ আশ্চর্য্য হইল। মহাবল যুদ্ধস্থলে তাহাদিগেরই পরিঘ এবং তোমর সকল ধারণ করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। দানবগণ পুনর্ব্বার পরিঘ পরিত্যাগ করিল; অনিরুদ্ধ পুনর্ব্বার ঐ পরিঘ ধারণ করিয়া উহা দ্বারা কত শত মহাবল দানবকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। শত্রুসংহারী নিক্ষিপ্ত চর্ম্ম এবং নিস্ত্রিংশ ধারণ করিয়াও দানবগণকে সংহার করত একাকী রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এবং ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিক্রুত, ও প্লুত, ইত্যাদি প্রকার দ্বাত্রিংশৎ গতিতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একাকী, কিন্তু দানবগণ দেখিতে লাগিল, তিনি যেন শত সহস্র হইয়া ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় রণস্থলে বিবিধ প্রকারে ক্রীড়া করিতেছেন।

অনন্তর যোদ্ধা সকল পীড়িত ও রুধির ধারায় অভিষিক্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভঙ্গ দিয়া পলায়ন পূর্ব্বক বাণের নিকট উপস্থিত হইল। মহাবীর্য্যশালী দানবসৈনিকগণ কেহ ধ্বজে, কেহ রথে, কেহ অশ্বে আরোহণ করিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দশদিকে ধাবিত হইল। তাহাদিগের এরূপ ভয় হইল, যে পরস্পরের মধ্যেই এক জন আর এক জনকে দেখিয়া ভয়ে কাতর হইতে লাগিল। রুধির বমন করিতে করিতে রণে পরাঙ্মুখ হইল। অনিরুদ্ধের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের যাদৃশ ভয় হইল, পূর্ব্বে দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের তাদৃশ ভয় হয় নাই। কতকগুলা গিরিশৃঙ্গ সদৃশ বিকটাকার গদাশূলধারী দানব রুধির বমন করিতে করিতে ভূমিতলে পতিত হইল। ক্রমে সকল দানবই পরাজিত হইয়া বাণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীত চিত্তে বিপুল বিস্তীর্ণ আকাশে পলায়ন করিল।

এই প্রকারে ঐ সৈন্যের সকলেই পলায়ন করিল, এক প্রাণীমাত্র অবশিষ্ট রহিল না, দর্শন করিয়া, বাণ যজ্ঞে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এ দিকে নারদ অন্তরীক্ষে থাকিয়া সাধু সাধু বলিয়া আনন্দিত চিত্তে অনিরুদ্ধের যুদ্ধে চারিদিকে নৃত্য করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যেই পরম কোপনস্বভাব বাণ বীর্য্যশালী কুষ্মাণ্ড কর্ত্তৃক চালিত রথে আরোহণ করিয়া, যে স্থানে অনিরুদ্ধ খড়্গ উত্তোলন করত অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই দিকে ধাবিত হইল। দানবরাজ সহস্র বাহুতে পট্টিশ, অসি, গদা, শূল, ও পরশু ধারণ করিয়া শত শত ধ্বজ বিশিষ্ট শক্রধ্বজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহার সহস্র বাহুতে চর্ম্মের অঙ্গুলি ত্রাণ ও নানা বিধ অস্ত্র শস্ত্র দীপ্তি পাইতে লাগিল। দানবশ্রেষ্ঠ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সশর শরাসন বিস্ফারণ করিয়া ক্রোধারক্ত নয়নে কহিল থাক্, থাক্।

অপরাজিত প্রদ্যুম্ননন্দন বাণের সেই বাক্য শ্রবণ করত তাহার দিকে দৃষ্টি করিলেন। অনন্তর উচ্চৈঃ হাস্য করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে দেবাসুর সংগ্রামে হিরণ্যকশিপু যে রূপ রথ ব্যবহার করিয়াছিল, বাণেরও রথ সেইরূপ বৃহৎ। উহাতে কিঙ্কিণীজাল শব্দিত হইতেছিল। উহার ধ্বজ পতাকা রক্তবর্ণ; এবং উহার চারি দিক্ ভল্লুক চর্ম্মে বেষ্টিত। চারিদিকের বিস্তার চারি সহস্র হস্ত। সহস্র অশ্বে ঐ রথ বহন করিতেছিল। যদুনন্দন দেখিলেন, দানব ঐ রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে। দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার শরীর তেজে স্ফীত হইয়া

উঠিল। যুদ্ধশালস বীর অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া আদি দৈত্যকে সংহার করিবার জন্য নরসিংহের ন্যায় স্থিরচিত্তে বাণের সংহারে উদ্যত হইলেন। বাণ দেখিল, প্রদ্যুম্ননন্দন অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পাদচারে আগমন করিতেছেন। দেখিয়া তাহার অত্যন্ত হর্ষ হইল; ভাবিল ইহাকে জয় করিতে বড় অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না; একে মানুষ, তাহাতে আবার ইহার দেহ বর্ম্মে আবৃত নহে, ইহাকে এখনই সংহার করিব। এইরূপ মনে করিয়া জয়োল্লাসী দানব মহাবল যোদ্ধাগণের সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থে অভিমুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। এবং ক্রোধ ভরে কহিতে লাগিল, ধর, মার। প্রদ্যুম্ন নন্দন রণস্থলে তাহার বাক্য শ্রবণ করত বাণের বদনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃ হাস্য করিতে লাগিলেন। এ দিকে উষা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। অনিরুদ্ধ হাস্য করত তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া স্থির ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাণ ক্রুদ্ধ হইয়া অনিরুদ্ধের নাশের জন্য অসংখ্য ক্ষুদ্রক বাণ নিক্ষেপ করিল। অনিরুদ্ধও তাহাকে পরাজয় করিবার বাসনায় ঐ সকল বাণ ছেদন করিলেন। বাণ যুদ্ধে অনিরুদ্ধকে সংহার করিবার নিমিত্ত উপর্য্যুপরি ক্ষুদ্রক বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। অনিরুদ্ধ চর্ম্মদ্বারা সেই সকল বাণ দূরে নিক্ষেপ করত উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় বাণের সম্মুখ দণ্ডায়মান হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। বনমধ্যে সম্মুখে গজরাজকে দর্শন করিয়া যে ভাবে অবস্থিতি করে, যদুনন্দন রণস্থলে বাণকে পরাজয় করিয়া সেই ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাণ ক্ষিপ্রগামী মর্ম্মভেদী শাণিত সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করিয়া অপরাজিত প্রদ্যুম্ননন্দনকে বিদ্ধ করিল। প্রদ্যুম্ননন্দন ঐ সমস্ত বাণ দ্বারা আহত হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধাবিত হইলেন। ঐ সময় বাণ শত শত নিশিত বাণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। মহাবাহু ঐ সমস্ত নতপর্ব্ব বাণদ্বারা অতিশয় বিদ্ধ হইয়া অতি ভয়ানক কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বাণ বর্ষণ দ্বারা নিরতিশয় আহত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে সিক্ত হইল। তথাপি তিনি অভিভূত হইলেন না, ক্রুদ্ধ হইয়া বাণের রথের দিকে ধাবিত হইলেন। তৎকালে বাণ শত শত অসি, মুষল, শূল, পট্টিশ, তোমর এবং বাণ দ্বারা প্রদ্যুম্ননন্দনকে অতিমাত্র বিদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি বিচলিত হইলেন না। যদুনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া বেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক খড়্গাঘাতে বাণের রথের ঈশা ও অশ্ব সকল ছেদন করিলেন। যুদ্ধকৌশল নিপুণ বাণ পুনর্ব্বার তোমর, পট্টিশ ও বাণ বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন প্রদ্যুম্নপুত্র হত হইয়াছেন, মনে করিয়া রণস্থলে দানবগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিল। ও দিকে প্রদ্যুম্ননন্দন লম্ফ প্রদান করিয়া রথের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরে বাণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদীপ্ত প্রজ্জলিত ভীষণমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর শক্তি গ্রহণ করল। শক্তি দেখিতে অগ্নি, সূর্য্য ও যমদণ্ডের ন্যায় ভীষণ; উহাতে শত শত ঘণ্টা নিবদ্ধ। দানব জামাতৃ সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া জ্বলিত মহতী উল্কার ন্যায় ঐ শক্তি পরিত্যাগ করিল। জীবনান্তকরী ঐ শক্তি আসিতেছে দেখিয়া পুরুষোত্তম মহাবল অনিরুদ্ধ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঐ শক্তি ধারণ করিলেন; এবং ঐ শক্তি দ্বারাই বাণকে নির্দ্দয় আঘাত করিলেন। শক্তি বাণের দেহ ভেদ করিয়া, পৃথিবী মধ্যে প্রবেশ করিল। বাণ দৃঢ়তর রূপে বিদ্ধ হইয়া, ধ্বজ দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক অজ্ঞান অবস্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। তখন সেই অবস্থায় কুষ্মাণ্ড তাঁহাকে কহিল, দানবরাজ! এই উদ্যমশীল শত্রুকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? মায়া অবলম্বন করিয়া

ইহার সহিত যুদ্ধ করুন; অন্যথা ইহাকে বধ করা যাইবে না। আপনাকে এবং আমাকে রক্ষা করুন। ভুলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন, কেন? দেখিতেছি, বীর আপনাকে লক্ষ্য করিয়া স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছে। এই বেলা ইহাকে সংহার করুন; নতুবা আমাদিগের সকলকেই সংহার করিবে।

কুষ্মাণ্ডের এইরূপ বাক্যে উত্তেজিত হইয়া দানবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশ বাক্যে কহিল, এই দেখ, আমি এখনই ইহাকে রণস্থলে নিপাতিত করিতেছি। যেমন গরুড় সর্পদিগকে ধারণ করে, সেইরূপ আমি এখনই ইহাকে ধারণ করিতেছি। এই বলিয়া রথ, অশ্ব, ধ্বজ, ও সারথির সহিত, গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় হঠাৎ অন্তর্হিত হইল। বাণ অন্তর্দ্ধান হইল জানিয়া, অমেয় প্রদ্যুম্ন নানা বিক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মায়াবী বলবান্ বলিনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া তামসী বিদ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক অলক্ষিতভাবে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বাণ সকল সর্প হইয়া চারিদিক্ হইতে আসিয়া প্রদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিল। তাঁহার দেহ রাশি রাশি সর্প দ্বারা বেষ্টিত হইল। তিনি রণস্থলে সর্পগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টিত হইয়া বদ্ধ হইলেন। হস্তাদিচালন করিতে পারিলেন না; মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সর্পগণের মুখ হইতে স্থূল অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছিল; তাহারা সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া প্রদ্যুম্নের সমুদায় চেষ্টা নিবারণ করিল; তথাপি তিনি ভীত না হইয়া রণস্থলে পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সর্পমুখ বাণ সকল তাঁহার গতিও রোধ করিল। এইরূপে সর্ব্বভূতাত্মা প্রদ্যুম্ননন্দন বেষ্টিত হইলেন বটে, কিন্তু ব্যথিত হইলেন না।

অনন্তর ক্রুদ্ধ বাণ ধ্বজদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক ঘূর্ণায়মান হইয়া অতি কঠোর বাক্যে অনিরুদ্ধকে তর্জ্জন করিতে লাগিল; এবং ক্রোধ ভরে কুষ্মাণ্ডকে আজ্ঞা করিল, কুষ্মাণ্ড! এই কুলাঙ্গারকে সংহার কর। এই দুরাত্মা আমাদিগের বংশমর্য্যাদা দূষিত করিয়াছে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া কুষ্মাণ্ড কহিল, রাজন্! আমি কিঞ্চিৎ বলিব, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, শ্রবণ করুন। অগ্রে জানুন, এই ব্যক্তি কাহার পুত্র; কোথা হইতে এই স্থানে আসিয়াছে; কেই বা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী এ ব্যক্তিকে এই স্থানে আনয়ন করিল। রাজন্! আমি অনেকবার দেখিয়াছি, ঘোর যুদ্ধে এই ব্যক্তি দেবপুত্রের ন্যায় যেন ক্রীড়া করিতে করিতে যুদ্ধ করিয়াছে। তাহাতেই পরিচয় দিয়াছে, এ ব্যক্তি বলবান্, তেজস্বী ও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ! ইহাকে বধ বা দণ্ড করা উচিত হয় না। আপনার তনয়া গান্ধর্ব্ব রীতি অনুসারে ইহাকে বিবাহ করিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে আর সম্প্রদান করা যাইবে না; কেহ গ্রহণও করিবেন না, অতএব বিবেচনা করিয়া বধ করুন। অগ্রে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিয়া, পরে বধ বা পূজা, যাহা কর্ত্তব্য হয়, করিবেন। ইহার বধে অনেক দোষ, আর রক্ষায় অনেক গুণ। ইনি এক জন প্রধান পুরুষ; অতএব ইনি সর্ব্বপ্রকারে সম্মান পাইবারই উপযুক্ত। সর্পগণ দ্বারা বিলক্ষণরূপেই বদ্ধ হইয়াছেন। তথাপি ইঁহার ক্লেশ বোধ নাই; ইহাতেই জানা যাইতেছে, ইনি মহদ্বংশসম্ভূত, পরাক্রমশালী, বীর্য্যবান্ ও সাহসী পুরুষ। রাজন্! এই পুরুষশ্রেষ্ঠের বল ও বীর্য্য দর্শন করুন; বধের আজ্ঞা হইয়াছে তথাপি বলবান্ আমাদিগকে গ্রাহ্যই করিতেছেন না। যদি ইনি মায়াবলে বদ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে এক এক করিয়া আমাদিগের সকলকেই বধ বা পরাজয় করিতেন, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ইনি যুদ্ধের সকল কৌশলই জানেন; আপনার অপেক্ষাও বরং শ্রেষ্ঠ হইবেন। দেখুন,

গাত্র প্রভৃত রুধিরধারায় আভষিক্ত হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ সর্পশরীরে বেষ্টিত হইয়াছে, তথাপি ত্রিশৃঙ্গ ভ্রুকুটী করিয়া, আমরা যে এই স্থানে রহিয়াছি, তাহা লক্ষ্য করিতেছেন না। রাজন্! এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি এখনও ইঁহার বলবীর্য্য এরূপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে যে আমাকে গ্রাহ্য করিতেছেন না; অতএব ইনি একজন অসাধারণ বীর্য্যশালী যুবা। আপনার সহস্র বাহু; ইনি দ্বিবাহু হইয়াও যুদ্ধে আপনার সম্মুখে অবস্থিতি করিয়াছেন। বিশেষতঃ, আপনাকে গ্রাহ্যও করিতেছেন না; অতএব ইনি কে, জানা কর্ত্তব্য; যদি আপনার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে, জানুন, এই বলবীর্য্যশালী ব্যক্তি কে। আর আপনার কন্যাও অন্যের নহেন; ইঁহার সহিতই বিবাহিত হইয়াছেন। যদি ইনি কোন মহদ্বংশজাত, অতএব আপনার কন্যার উপযুক্ত বর হন, তাহা হইলে তখন নিশ্চয়ই আপনাকে ইঁহার সম্মান করিতে হইবে। অতএব ইঁহাকে রক্ষা করুন। এই কথা বলিয়া কুম্ভাণ্ড অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, বাণ তাঁহার মতেই মত দিলেন।

মহাত্মা কুম্ভাণ্ড উক্ত প্রকার কহিলে পর ইন্দ্রবিজয়ী বাণ কহিল, আচ্ছা তাহাই হউক। এই কথা বলিয়া প্রহরী নিযুক্ত করিয়া মহাবল বলিপুত্র নিজ আলয়ে গমন করিল। ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ মহাবল অনিরুদ্ধকে নাগপাশে রুদ্ধ হইতে দেখিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঋষি কৃষ্ণকে অনিরুদ্ধের বন্ধন সংবাদ দান করিবার জন্যই আকাশপথে দ্বারাবতী যাত্রা করিলেন। মুনিবর নারদ যাত্রা করিলে পর, অনিরুদ্ধ ভাবিতে লাগিলেন, দানব যুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া দেখিতেছি, মরিল, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। নারদ দ্বারকায় গমন করিয়া শঙ্খচক্রগদাধরকে আমার এই বন্ধনবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক অবিকল নিবেদন করিবেন।

এদিকে উষা প্রদ্যুম্ননন্দনকে নাগপাশে বেষ্টিত দেখিয়া কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুজলে আরক্ত হইয়া উঠিল। অনিরুদ্ধ তাঁহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে চারুনিতম্বিনি! হে চারুনয়নে! হে ভীরু! ক্রন্দন করিতেছ কেন? ভয় করিও না। দেখিবে, মধুসূদন আমার জন্য অবিলম্বেই এই স্থানে আগমন করিবেন। তাঁহার শংখধ্বনি এবং বলদেবের বাহ্বাস্ফোটন শব্দ শ্রবণ করিয়া দানবগণ চিন্তিত হইবে। দানবকামিনীগণের গর্ভও নিপাত হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনিরুদ্ধের এই কথা শ্রবণ করিয়া উষার ভয় দূর হইল; কিন্তু সুমধ্যমা নিষ্ঠুর পিতার জন্য পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৭৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বলিপুত্র অসুররাজ বাণ যখন তাঁহার নগরীমধ্যে উষার সহিত বীর অনিরুদ্ধকে বন্ধন করিয়া রাখিলেন; তখন অনিরুদ্ধ রক্ষার জন্য দেবী ভগবতীর শরণ লইলেন। তিনি দেবীর যে দিব্য স্তব পাঠ করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। জগৎপ্রধান জগৎপ্রভু, অনন্ত অক্ষয় আদিদেব সনাতন নারায়ণকে নমস্কার করিয়া, স্বয়ং হরি যে সকল নামে ঋষি ও দেবগণ কর্ত্তৃক বাক্যরূপ পুষ্পদ্বারা পূজিতা, সর্ব্বদেহস্থিতা সর্ব্বলোকনমস্কৃতা, বরদা, চণ্ডীদেবী কাত্যায়নীর স্তব করিয়াছেন, আমি সেই সকল নামে স্তব করিব।

অনিরুদ্ধ কহিলেন, আমি নিজের মঙ্গলের জন্য ভাবশুদ্ধ মনে শুচি হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর ভগিনীকে নমস্কার করত স্তব করিব। গৌতমী, কংসভয়দা, যশোদানন্দবর্দ্ধিনী, মেধা, গোকুলসম্ভূতা, নন্দগোপের

নন্দিনী, প্রবলা চন্দ্রা, শিবা, পূর্ণা, দনুপুত্রপ্রমর্দ্দিনী, সর্ব্বদেহস্থা, সর্ব্বভূতনমস্কৃতা, দর্শনী, পূরণী, মায়া, শশিবক্ত্রা, শশিপ্রভা, শান্তি, ধ্রুবা, জননী, মোহিনী, ক্ষোভণী, দেব ও ঋষিদিগের স্তবনীয়া সর্ব্বভূতনমস্কৃতা কালী, কাত্যায়নী, জয়দা, ভয়নাশিনী, কামগমা, ত্রিনেত্রা, ব্রহ্মচারিণী, সৌদামিনী, মেঘরবা, বেতালী, বিপুলাননা, মৃগের মাতা, মহাভাগা, শকুনী, ও রেবতী দেবীকে নমস্কার করিলাম। দেবি! তুমি তিথিগণের মধ্যে পঞ্চমী, ষষ্ঠী, পূর্ণিমা ও চতুর্দ্দশী; তুমি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র, সমুদায় নদী, ও দশদিক্। তুমি নগর, উপবন, উদ্যান, পরিখা ও অট্টালিকার উপরি গৃহে বাস করিয়া থাক। তুমি হ্রী, শ্রী, গার্গী, গান্ধর্ব্বী, যোগিনী, যোগদা, কীর্ত্তি, আশা, দিক্, স্পর্শা ও সরস্বতী। তুমি বেদগণের মাতা সাবিত্রী, ভক্তবৎসলা, তপস্বিনী, শান্তিকরী, একানংশা, সনাতনী, কৌটবী, মদিরা, চণ্ডা, ইলা, মলয়বাসিনী, ভূতধাত্রী, ভয়ঙ্করী, কুষ্মাণ্ডী, কুসুমপ্রিয়া, দারুণী, মন্দরবাসা, বিন্ধ্যবাসিনী, কৈলাসবাসিনী, বরাঙ্গনা, সিংহরথা, বহুরূপা, বৃষধ্বজা, দুর্লভা, দুর্জ্জয়া, দুর্গা, নিশুম্ভশুম্ভমর্দ্দিনী, সুরাপ্রিয়া সুরা, ইন্দ্রানুজা, শিবা, কিরাতী, চীরবসনা, চোরসেনালঙ্কৃতা, আজ্যপা, সোমপা, সৌম্যা, সর্ব্বপর্ব্বতবাসিনী, নিশুম্ভশুম্ভমথনা, গজকুম্ভোপম-স্তনী, কার্ত্তিকেয়জননী, সিদ্ধচারণসেবিতা, বরা, কুমারপ্রভবা, পার্ব্বতী ও পর্ব্বতাত্মজা। তুমি পঞ্চাশৎ দেবকন্যা ও দেবগণের পত্নী। তুমি রুদ্রের সহস্র পুত্রের পুত্রপৌত্রগণের উৎকৃষ্ট কামিনী। তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি জগন্মাতা। তুমি স্বর্গে দেব ও অপ্সরাগণের মান্যা। তুমি ঋষিপত্নীগণে রত মান্যা। তুমি যক্ষসেবিতা, তুমি গন্ধর্ব্ব সেবিতা। তুমি বিদ্যাধরদিগের নারীগণে এবং সাধ্বী মানবীগণে অবস্থিতি কর। এইরূপে নারীমাত্রে অবস্থিতি করাতে তুমি, সর্ব্বভূতের আশ্রয়। ত্রিলোকে সকলেই তোমাকে নমস্কার করে। কিন্নরগণ গান করিয়া তোমার সেবা করে। তুমি চিন্তা ও জ্ঞানের অগোচর। তুমিই সেই হও, সেই হও, আমি তোমাকে নমস্কার করিলাম। হে গৌতমী! লোকে উক্ত ও অন্যান্য নামে তোমাকে ডাকিয়া থাকে। আমি যেন তোমার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে সত্বর বন্ধন হইতে মুক্ত হই। হে বিশালাক্ষি! দৃষ্টি করিয়া দেখ, আমি তোমার চরণযুগলের শরণ লইলাম। যে কোন বদ্ধ ব্যক্তিকেই মোচন করা তোমার কর্ত্তব্য। দেবীর নাম কীর্ত্তন করিলেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, মারুত, অশ্বিনীকুমার, বসুগণ, বিশ্বেদেব, সাধ্য, মরুদ্গণ, পর্জ্জন্য, ধাতা, ভূমি, দশদিক্, গোগণ, নক্ষত্রমণ্ডল, গ্রহ, নদী, হ্রদ, সরিৎ, সাগর, নানা বিদ্যাধর, খগ, নাগ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, সংক্ষেপতঃ সমস্ত জগতের নামানুকীর্ত্তন করা হইল।

যে ব্যক্তি নিরতিশয় ভক্তিমান্ হইয়া দেবীর এই পবিত্র স্তব পাঠ করিবেন, দিব্যাভরণভূষিতা, হারভূষিতসর্ব্বাঙ্গী, উজ্জ্বলমুকুটভূষণা দেবী অষ্টাদশভুজা তাঁহাকে সপ্তম মাসে উৎকৃষ্ট বর দান করিবেন। হে বামলোচনে বরদে কাত্যায়নি! হে মহাদেবি! আমি তোমাকে স্তব করিলাম, নমস্কার করিলাম; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার করুণা প্রকাশ কর। আমাকে আয়ু, পুষ্টি, ক্ষমা ও ধৈর্য্য দান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনিরুদ্ধ এইরূপ স্তব করিলে পর দুদ্ধর্ষপরাক্রমশালিনী ভক্তবৎসলা মহাদেবী দুর্গা অনিরুদ্ধের হিত সাধনের নিমিত্ত, তাঁহার বন্ধনগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং বাণপুরে বদ্ধ বীর অমর্ষণশীল অনিরুদ্ধের বন্ধন মোচন ও সান্ত্বনা করিয়া, তাঁহাকে নিজ কৃপা প্রদর্শন করিলেন। এখন প্রতাপশালী অনিরুদ্ধ তাঁহার পূজা করিলেন। দেবী উমা কর্ত্তৃক আকৃষ্টচেতা নাগপাশ

বন্ধ অনিরুদ্ধের বজ্র সদৃশ দৃঢ় পিঞ্জর স্বহস্তে ভঙ্গ করিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক প্রসন্ন মুখে কহিলেন, অনিরুদ্ধ। চক্রধারী নারায়ণ অবশ্যই তোমাকে মুক্ত করিবেন; তুমি কাল অপেক্ষা কর। সেই দৈত্যসংহারী বাণের সহস্র বাহু ছেদন করিয়া তোমাকে নিজ নগরীতে লইয়া যাইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ওদিকে হরি, মহাসুর বাণ অপমান করিয়াছে শ্রবণ করিয়া বাণ নন্দিনীর সহিত অনিরুদ্ধকে আনয়ন করিবার জন্য গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। এদিকে চন্দ্রবদন অনিরুদ্ধ পুনর্ব্বার দেবীর স্তব আরম্ভ করিলেন।

অনিরুদ্ধ কহিলেন, হে বরপ্রদে দেবি! তোমাকে নমস্কার; হে শিবে! তোমাকে নমস্কার; হে সুরাসুরনাশিনি দেবি! তোমাকে নমস্কার; হে কামচরে! তোমাকে নমস্কার; হে সদাশিবে! হে সর্ব্বভূতহিতৈষিণি! হে সর্ব্বভূত প্রিয়ে! তোমাকে নমস্কার। হে মহিষাসুর মর্দ্দিনি! তোমাকে নমস্কার। হে শত্রুগণের সর্ব্বদা ভয়ঙ্করি! তোমাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মাণি! ইন্দ্রাণি! রুদ্রাণি! ভূতভব্যে! যশস্বিনি! আমাকে সর্ব্বদুঃখ হইতে উদ্ধার কর। হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। হে জগন্নাথে! হে জগৎপ্রিয়ে! হে শান্তে! হে মহাব্রতে! হে ভক্তপ্রিয়ে! হে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি! হে বসুন্ধরে! হে নারায়ণি! হে বিশালাক্ষি! আমাকে ত্রাণ কর! তোমাকে নমস্কার করিলাম। দেবি! বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া মস্তক অবনমন পূর্ব্বক তোমাকে নমস্কার করিতেছি। আমাকে সকল দুঃখ হইতে মোচন কর। নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। হে দানবগণের ভয়ঙ্করি! সর্ব্ব দুঃখ হইতে আমাকে ত্রাণ কর। হে রুদ্রপ্রিয়ে! হে মহাভাগে! হে ভক্তজনের সন্তাপনাশিনি! হে পরমেশ্বরি! সর্ব্ব দুঃখ ভয়ের আশঙ্কা হইতে আমাকে রক্ষা কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যিনি ভক্তিমান্ হইয়া এই আর্য্যা স্তব পাঠ করিবেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন।

ঊনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৭৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে দ্বারকায় অনিরুদ্ধের গৃহে প্রিয় স্বামীকে দর্শন না করিয়া কামিনীগণ একত্রিত হইয়া একবারে কুররীর ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন। অহো, নাথ! কৃষ্ণ আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা থাকিতে, আমাদিগকে অনাথার ন্যায় ভয় ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে হইল। ইন্দ্র প্রভৃতি দেব, আদিত্য ও মরুদ্গণ যাঁহার বাহুবল আশ্রয় করত নিশ্চিন্ত হইয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন, যাঁহার ভয়ে জগৎ ভীত, তাঁহার এই মহাভয় উপস্থিত হইল; অনিরুদ্ধ তাঁহার পৌত্র, ও স্বয়ং বীর, তাঁহাকে অলক্ষিতে কে হরণ করিয়া লইয়া গেল? অহো! যে দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি বাসুদেবের দুঃসহ ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে, নিশ্চয়ই লোক মধ্যে সে কাহাকেও ভয় করে না। যে ব্যক্তি ব্যাদিতানন কৃতান্তের দংষ্ট্রাপ্রান্তে বিচরণ করিতেছে, সেই দোহদাশয়: শত্রু হইয়া বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে উদ্যত হইবে। যে যাদবশ্রেষ্ঠের এইরূপ অনিষ্ট করিয়াছে, সে সাক্ষাৎ দেবরাজ হইলেও কি প্রকারে জীবিত থাকিবে। নাথকে হরণ করাতে আমরা আজ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি; নাথের বিয়োগে দুঃখ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে।

শ্রেষ্ঠ কামিনীগণ বারম্বার এই কথা বলিয়া রোদন করত অমঙ্গল নেত্রবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বাষ্পপূর্ণ নয়ন বর্ষা-

গমে জলমগ্ন পঙ্কজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহাদিগের অবনত-পক্ষ-রাজিত নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া রুধিরসিক্তের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকিল। প্রাসাদের উপর সহস্র সহস্র কামিনী কুররীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করাতে সহসা আকাশে এক মহান্ শব্দ উত্থিত হইল। ঐ ঘোর শব্দ শ্রবণ করিয়া অচিন্তপূর্ব্ব বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠগণ অস্তেব্যস্তে স্ব স্ব গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। অনিরুদ্ধের গৃহে এপ্রকার ক্রন্দন ধ্বনি কি কারণে শ্রবণ করা যাইতেছে। কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন; আমাদিগের ভয় কোথা হইতে উপস্থিত হইল। যাদবগণ স্নেহবশতঃ চঞ্চলচিত্ত হইয়া পরস্পর গদ্গদস্বরে এইরূপ কহিতে কহিতে গৃহ হইতে উত্তেজিত সিংহের ন্যায় বহির্গত হইলেন। এদিকে কৃষ্ণের সভায় রণভেরী বাদিত হইল। ভেরীর শব্দ শুনিয়া সকলে সভাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং যথাবিধানে পরস্পর পরস্পরকে বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ব্যাপার কি? বলিতে বলিতে সকলের নয়ন ক্রোধে রক্ত ও জলে পরিপূর্ণ হইল; যুদ্ধ দুর্ম্মদ যাদবগণ এই ভাবে অবস্থিতি করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সকলে নিস্তব্ধ হইলে পর, বিপৃথু ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগকারী যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি এ সময়ে চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন কেন? আপনার বাহুবলই যাদবদিগের প্রাণ; কৃষ্ণ তোমাকে আশ্রয় করিয়াই ইহারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। এইরূপ স্বয়ং দেবরাজও তোমাতে জয় পরাজয়ের ভার অর্পণ করত নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন; অতএব তুমি কেন চিন্তিত হইলে? তোমার জ্ঞাতিগণ সকলে অগাধ শোকসাগরে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা নিমগ্ন হন, হে মহাভুজ! এখন তুমিই ইহাঁদিগকে উদ্ধার কর। তুমি এ প্রকার চিন্তায় মগ্ন হইয়া কথা কহিতেছ না কেন? হে মাধব! বৃথা চিন্তা করা তোমার উচিত হইতেছে না।

এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যজ্ঞ কৃষ্ণ বহুক্ষণ প্রভূত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং বৃহস্পতির ন্যায় বলিতে আরম্ভ করিলেন

কৃষ্ণ কহিলেন, বিপৃথো! আমি উপস্থিত কর্ত্তব্য আলোচনা করত এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছি। কিন্তু চিন্তা করিয়াও, কর্ত্তব্য বিষয়ে কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিতেছি না। এই জন্যই, তোমার বাক্যে উত্তর করি নাই। যাহাহউক্, এক্ষণে যাদবগণের সভা মধ্যে আমি প্রয়োজনযুক্ত বাক্য বলিতেছি। যে জন্য আমি চিন্তিত হইয়াছি, যাদবগণ সকলে শ্রবণ করুন। বীর অনিরুদ্ধকে হরণ করাতে, পৃথিবীর সকল রাজাই যদুবংশীয়দিগকে ক্ষমতাহীন মনে করিবেন। পূর্ব্বে শাল্ব আমাদিগের রাজা আহুককে হরণ করিয়াছিল; আমরা ঘোর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলাম। বাল্যকালে প্রদ্যুম্নকেও শম্বর হরণ করিয়াছিল; রুক্মিণীনন্দন তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিল। কিন্তু এই এক মহা দুঃখ যে, প্রদ্যুম্নতনয়কে কে কোথায় লইয়া গেল জানা যাইতেছে না। হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠগণ! আমরা আর কখনও এরূপ কষ্টে পতিত হইয়াছিলাম, আমার স্মরণ হয় না। যে ব্যক্তি আমার মস্তকে ভস্মাচ্ছাদিত পদ অর্পণ করিয়াছে, আমি যুদ্ধে তাহাকে সবংশে সংহার করিব।

কৃষ্ণ এই কথা কহিলে, সাত্যকি কহিলেন, কৃষ্ণ! অনিরুদ্ধকে অন্বেষণ করিবার জন্য চর নিয়োগ করুন। তাহারা সমস্ত পৃথিবী, পর্ব্বত ও বন অন্বেষণ করুক।

তখন কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া আহুককে কহিলেন, রাজন্! অনিরুদ্ধের অন্বেষণ জন্য

চর নিযুক্ত করুন, বিলম্ব করিবেন না। গূঢ় ও প্রকাশ্য উভয়বিধ চরদিগকেই আজ্ঞা করা হউক্।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া আহুক সত্বর হইয়া অনিরুদ্ধের অন্বেষণার্থ চরদিগকে আদেশ করিলেন। মহাত্মা চরদিগকে অশ্ব এবং রথ গ্রহণ করিতেও আজ্ঞা দিলেন, কহিয়া দিলেন, তোমরা গূঢ় ও প্রকাশ্য উভয় বিধ স্থানেই অন্বেষণ করিবে; অশ্বে আরোহণ করিয়া সত্বর বেণুমন্ত, লতাবেষ্ট, রৈবতক, ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে গিয়া অনুসন্ধান কর। তথাকার চতুর্দ্দিকের বন ও উদ্যান সকল এক এক করিয়া অন্বেষণ করিবে। চারিদিকে যে সকল বন আছে কোনটীতেই প্রবেশ করিতে ভয় করিবে না। সহস্র সহস্র অশ্বে ও রথে আরোহণ করিয়া সকলে সত্বর যাইয়া যদুনন্দনকে অনুসন্ধান কর।

পরে সেনাপতি অনাধৃষ্টি ভয়ে ভয়ে অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে কহিলেন, প্রভো! যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। অনেকক্ষণ অবধি আমি ইচ্ছা করিতেছি, আপনাকে কিঞ্চিৎ বলিব। আপনি অসিলোমা, পুলোমা, নিশুম্ভ, নরক, ভৌম, শাল্ব, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে নিপাত করিয়াছেন। হয়গ্রীব আপনার হস্তে সবান্ধবে নিধন পাইয়াছে। দেবকার্য্যের জন্য ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে আপনি প্রতি যুদ্ধে এইরূপ বিবিধ কার্য্য করিয়াছেন। গোবিন্দ! এখন কোন রাজাই আপনার শত্রু নাই। আপনি যুদ্ধে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার পরিণাম এতাদৃশ অদ্ভুত। পারিজাত হরণ কালে যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐরাবতপৃষ্ঠস্থিত যুদ্ধনিপুণ দেবরাজ আপনার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। অতএব তিনিই যে আপনার শত্রুতা করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আপনার সহিত তাঁহার বিশেষ শত্রুতা করিবারই কথা রহিয়াছে। অতএব স্বয়ং ইন্দ্রই অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়াছেন। বৈরনির্য্যাতন করিতে অন্য কাহারও সামর্থ্য হইবে না।

এই কথা শুনিয়া ধীমান্ কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় তর্জ্জন করিয়া মহাবল অনাধৃষ্টিকে কহিলেন, তাত সেনানী! এরূপ বাক্য মুখেও আনিবেন না; নীচ কর্ম্ম করা দেবতাদিগের স্বভাব নহে। তাঁহারা অকৃতজ্ঞ, ক্ষুদ্রচেষ্টা, মূঢ় বা নির্ব্বোধও নহেন। দেবগণের জন্য আমার দানবনাশ করা। তাঁহাদিগের ইষ্টসাধনের নিমিত্তই আমি যুদ্ধে মহাসুরদিগকে নাশ করিয়া থাকি। আমি দেবগণে অনুরক্ত; আমার প্রাণ মন দেবগণেই পড়িয়া আছে; দেবগণ ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না। আমাকে এরূপ জানিয়া, দেবতারা কি কারণে আমার অনিষ্ট করিবেন। তাঁহারা মহাত্মা, সত্যশীল ও নিত্য ভক্তের ইষ্টসাধক। তাঁহাদিগের হইতে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি না জানিয়াই এরূপ কহিতেছেন। অবশ্য কোন পুংশ্চলীর জন্যই অনিরুদ্ধকে হরণ করা হইয়াছে। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এরূপ কার্য্য করিবেন, সম্ভাবিত নহে।

উপস্থিত বিষয়ে উক্তরূপ চিন্তাকারী কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যপণ্ডিত অক্রূর কোমল মধুর বাক্যে কহিলেন, প্রভো! ইন্দ্রের কার্য্য আমরা জানি, আমাদিগের কার্য্যও ইন্দ্র জানেন। আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য; ইন্দ্রেরও তাহাই কর্ত্তব্য। আমরা দেবতাদিগকে রক্ষা করি, দেবতারাও আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। আপনি মধুনিহন্তা সনাতন দেবদেব বিষ্ণু; দেবতার নিমিত্তই আপনি মানুষ দেহ ধারণ করিয়াছেন।

মধুসূদন কৃষ্ণ অক্রূরের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রশান্ত গম্ভীর বচনে কহিলেন, দেব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ রা রাক্ষস, ইহাঁদিগের কেহই প্রদ্যুম্ননন্দনকে হরণ করেন নাই; কোন পুংশ্চলী কামিনীই হরণ করিয়াছে। দৈত্য

দানবদিগের পুংশ্চলী নারীগণ মায়ায় নিতান্ত নিপুণ; তাহারাই কে হরণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই; অন্য কাহাকেও আশঙ্কা হয় না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা কৃষ্ণ উক্ত প্রকার কহিলে, যাহা ঘটিয়াছে জানিয়া, যাদব-মণ্ডলী মধ্যে মহান্ কৃষ্ণপ্রশংসাশব্দ উত্থিত হইল। মাধবের ভবনে সূত-মাগধ-বন্দীদিগের রব শ্রবণ করিয়া সকলে আনন্দিত হইল।

অনন্তর প্রেরিত চরগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সভাদ্বারে প্রত্যাগমন করিয়া অল্পে অল্পে গদ্ গদ বাক্যে নিবেদন করিল, রাজন্! আমরা একএক করিয়া সমস্ত উদ্যান, সভাস্থান, পর্ব্বত, গুহা, নদী, সরোবর অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলাম না। পরে কৃষ্ণের চারগণ প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, সকল দেশ দেখিয়া আসিলাম কিন্তু প্রদ্যুম্ননন্দনকে কোথাও দেখিলাম না। এক্ষণে অনিরুদ্ধের অনুসন্ধান বিষয়ে সত্বর যাহা কর্ত্তব্য, আজ্ঞা করুন।

তখন যাদবগণ দুঃখিত চিত্তে ক্রন্দন করিতে করিতে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ইহার পর কর্ত্তব্য কি? কেহ কেহ ওষ্ঠাধর দংশন করিতে লাগিলেন। কাহার কাহারও নয়ন অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কেহ কেহ ভ্রুকুটি করিয়া, কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। উক্তপ্রকার চিন্তা ও অনিরুদ্ধ কোথায় এ বিষয়ে নানা কথা কহিতে কহিতে যাদবগণের মধ্যে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপ উৎকণ্ঠায় অতি কষ্টে সেই যামিনী যাপন করিলেন। অনিরুদ্ধ কোথায়, সমস্ত রাত্রি বার বার এই কথা কহিতে কহিতেই রজনী প্রভাত হইল। তখন কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য তাঁহার ভবনে উচ্চে তূর্য্য ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। ক্রমে নির্ম্মল প্রভাত কালে দিবাকর উদিত হইলে, নারদ সভাস্থলে কৃষ্ণের সহিত সমুদায় যাদবগণকে সমবেত দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে একাকী সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে জয় শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মাধবের পূজা করিলেন। তখন উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ ঋষির প্রতিপূজা করিলেন। পরে যুদ্ধে দুর্জ্জয় কৃষ্ণ উত্থান পূর্ব্বক ঋষিকে অর্ঘ্য এবং গো নিবেদন করিলেন। নারদ ঋষি উৎকৃষ্ট আস্তরণ মণ্ডিত শুভ্র আসনে সুখে উপবেশন করিয়া ন্যায়ানুসারে উপযুক্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। নারদ কহিলেন, সকলে কি জন্য এরূপ চিন্তাকুল, নিশ্চেষ্ট, বিমনা ও উৎসাহশূন্য হইয়া ক্লীবের ন্যায় উপবেশন করিয়া আছ?

মহাত্মা নারদ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বাসুদেব কহিলেন, ভগবন্! শ্রবণ করুন। রাত্রেতে কি জানি কোন্ ব্যক্তি অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া লইয়াছে। তাহার জন্য আমরা সকলে চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছি। আপনাকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। মুনে! যদি আপনি এতৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শ্রবণ বা দর্শন করিয়া থাকেন, স্বচ্ছন্দে বলুন; আমি সংবাদ জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

মহাত্মা কেশব এইরূপ কহিলে, নারদ হাস্য করিয়া কহিলেন, মধুসূদন। শ্রবণ কর। একাকী অনিরুদ্ধের সহিত বাণের দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় মহৎ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অতুলতেজস্বী বাণের উষা নামে এক কন্যা আছে; তাহারই জন্য অপ্সরা চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া লইয়াছে। বাণপুরে বলি বাসবের যুদ্ধের ন্যায় অনিরুদ্ধ ও বাণের অতি ভয়ানক মহৎ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি নিজে সেই অদ্ভুত মহাযুদ্ধ দর্শন করিয়াছি। অনিরুদ্ধ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন না দেখিয়া বাণ ভীত হইয়া মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন করিয়াছে। হে গরুড়ধ্বজ! বাণ অনিরুদ্ধকে বধ করিতে আজ্ঞাও দিয়াছিল, কিন্তু তাহার মন্ত্রী কুম্ভাণ্ড তাহা

নিবারণ করিয়াছে। বাণ কুমার অনিরুদ্ধকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে না পারিয়াই মায়াবলম্বন পূর্ব্বক নাগপাশে বন্ধন করিয়াছে। তুমি জয় ও যশলাভ করিবার জন্য শীঘ্র উত্থান কর। জয়শীল ব্যক্তির পক্ষে প্রাণ রক্ষা করিবার এ সময় নহে; আর প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা হইলেই বা বীর ব্যক্তি কখন কি নিরুৎসাহ হইয়া কাল হরণ করে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নারদ এই কথা কহিলে, প্রতাপশালী বীর্য্যবান্ বাসুদেব যুদ্ধ যাত্রার উপযোগী সামগ্রী আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলেন। তদনন্তর মহাবাহু বহির্গত হইলেন। চারিদিক্ হইতে তাঁহার উপর চন্দনচূর্ণ ও লাজ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তখন নারদ কহিলেন, কৃষ্ণ! গরুড়কে স্মরণ কর। তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। হে মহাবাহো! গরুড় ভিন্ন অন্য কোন যানেই তুমি সে পথে গমন করিতে পারিবে না। যে অতি দুর্জ্জয় পথে যাইতে হইবে, শ্রবণ কর। জনার্দ্দন! প্রদ্যুম্ননন্দন যে স্থানে অবরুদ্ধ হইয়াছেন, সেই শোণিত নগর এস্থান হইতে একাদশ সহস্র যোজন। মহাবল বিনতানন্দন মনের ন্যায় বেগশালী; তিনি এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বাণকে দেখাইবেন। অতএব গোবিন্দ! তাঁহাকে আহ্বান কর; তিনিই তোমাকে সে স্থানে লইয়া যাইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হরি নারদের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুড়কে স্মরণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ গরুড় আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কৃষ্ণের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে মহাবল বিনতানন্দন প্রণাম করিয়া কোমল বাক্যে মধুর ভাবে কহিলেন, হে পদ্মনাভ! হে মহাবাহো! আমাকে কি জন্য স্মরণ করিলেন? যদি আপনার কোন কার্য্য থাকে, কিরূপ কার্য্য আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বিভো! আজ্ঞা করুন, পক্ষাঘাতে কাহার রাজ্য ধ্বংস করিব? গোবিন্দ! আপনার প্রভাবে, আমার বল কে না জানে? বীর! কোন্ মূঢ় ব্যক্তি দর্প হেতু আপনার গদার বেগ ও চক্রের অগ্নি গ্রাহ্য না করাতে আজ নাশ পাইবে? বনমালী সিংহমুখ শর আজ কাহার প্রতি প্রয়োগ করিবেন? প্রভো! কাহার দেহ বিদ্ধ হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে? মাধব শঙ্খরবে কাহার প্রাণ অভিভূত করিবেন। আজ কোন্ ব্যক্তি সপরিবারে যমসদনে যাত্রা করিবে?

ধীমান্ বিনতানন্দন এই কথা কহিলে, বাসুদেব কহিলেন, পক্ষিবর! শ্রবণ কর। বলির পুত্র বাণ উষার জন্য শোণিত নগরে অপরাজেয় প্রদ্যুম্ননন্দনকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। অনিরুদ্ধ কামার্ত্ত হইয়া মহাবিষ নাগগণে বদ্ধ হইয়াছে। হে পতগরাজ! আমি তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য তোমাকে আহ্বান করিলাম। বেগে তোমার তুল্য কেহই নাই। তুমি পক্ষীগণের প্রধান। তোমা ব্যতীত অন্যের যাহা সে পথে গমন করা দুঃসাধ্য। যে স্থানে প্রদ্যুম্ননন্দন রহিয়াছে, আমাকে সত্বর সেই স্থানে লইয়া যাও। বীর! তোমার পুত্রলালসা পুত্রবধূ বিদর্ভনন্দিনী ক্রন্দন করিতেছে। তুমি অনুগ্রহ করিলে, ইনি পুনর্ব্বার পুত্র প্রাপ্ত হন। হে সর্পসংহারিন্! পূর্ব্বে তুমি আমার সহায়ে অমৃত হরণ করিয়াছিলে। তোমাতে আমাতে ভেদ নাই। তুমি আমার ধ্বজ ও ভক্ত। আমার সহিত তোমার যে সখ্য, ও আমার প্রতি তোমার যে ভক্তি আছে, আজ তাহার উপযুক্ত কার্য্য কর। বেগে তোমার সমান কেহ নাই, পক্ষীর মধ্যেও তোমার সদৃশ নাই। সুপর্ণ! আমি সত্য করিয়া তোমাকে কহিলাম। পূর্ব্বে তুমি একাকী তোমার মাতাকে দাসত্ব হইতে মোচন করিয়া ছিলে; যুদ্ধে পক্ষ বিপক্ষ মার করিয়া দেবগণকে পরাজয় করিয়া

ছিলে। বিক্রম সংকারে সমস্ত দেবতাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিলে। অতএব আমাকে অগম্য পথে লইয়া চল; জয় তোমারই আয়ত্ত। তুমি গুরুত্বে মেরুর সমান, অথচ বায়ুর ন্যায় লঘু। তোমার তুল্য বিক্রমশালী হয় নাই, বর্ত্তমানে নাই, হইবেও না। হে সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাভাগ মহাদ্যুতে বিনতানন্দন! আজ আমার অনুরোধে আমার সহায়তা কর।

গরুড় কহিলেন, হে মহাভুজ কৃষ্ণ! আপনার এরূপ বাক্য অতি আশ্চর্য্য জনক, কেশব! আপনার প্রসাদেই আমি সর্ব্বত্র বিজয়ী। মধুসূদন! আজ আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম; আজ আপনি আমার স্তব করিলেন। কৃষ্ণ! কোথায় আমি আপনার স্তব করিব, তাহা না হইয়া আপনি আমার স্তব করিলেন। আপনি বেদের অধ্যক্ষ, দেবগণের অধ্যক্ষ; ও সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা। আপনার দর্শন কখনই নিষ্ফল হয় না। আপনি সর্ব্ব প্রাণীদিগকে বর দান করিয়া থাকেন। আপনি চতুর্ভুজ, সত্য চতুর্মূর্ত্তি, চতুর্হোত্র যাগের প্রবর্ত্তক, চতুরাশ্রম ধর্ম্মব্যবস্থা, চতুর্হোম যাগকারী ও মহাজ্ঞানী। আপনি শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর, চক্রধর ও শঙ্খধর। প্রভো! পূর্ব্ব শরীরে আপনি পৃথিবীধর বলিয়া বিখ্যাত। আপনি লাঙ্গলধারী, মুষলধারী, চক্রধারী, দেবকীনন্দন। আপনি গোবর্দ্ধনধারী, গোপ্রিয় ও কংসহন্তা। আপনি চানূরমন্থনকারী; আদিমল্ল, মল্লের উৎপাদক, মল্লপ্রিয়, মহামল্ল ও মহাপুরুষ। লোকে আপনাকে বিপ্রপ্রিয়, বিপ্রহিত, বিপ্রজ্ঞ, বিপ্রজনক, ব্রহ্মণ্য, বরেণ্য ও মহান্ দামোদর বলিয়া জানে। আপনি প্রলম্ব মথন, কেশি দানবান্তক, অগ্নিলোমার নিহন্তা ও রাবণ নাশন। ভগবান্ বিভীষণকে রাজ্য দান ও রাবণকে সংহার করিয়াছিলেন। বালির রাজ্য অপহরণ ও সুগ্রীবকে রাজ্য অর্পণ করিয়াছিলেন। রত্ন হরণ করিয়াছিলেন। আপনি মহাপ্রভু! সমুদ্র গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আপনি বরুণ নামে বিখ্যাত; নদী গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনি মহাধনুর্দ্ধর, ধন্বাধর ও মহাশঙ্খী। লোকে আপনাকে মহাধনু ধনুঃপ্রিয় দশার্হ বলিয়া জানে। হে সুব্রত! আপনার নাম গোবিন্দ, আপনিই জলনিধি; আপনিই আকাশ, আপনিই অন্ধকার, আপনি সমুদ্রমন্থনকারী। আপনি বহুফলশালী স্বর্গ; আপনি স্বর্গধর, আপনি পৃথিবী, আপনিই মহামেঘ, আপনিই বীজোৎপত্তি। আপনি ত্রৈলোক্য মন্থন করিয়া থাকেন। আপনি ক্রোধ, আপনি লোভ, আপনি মনোগত; আপনি কামনাপূর্ণকারী, আপনি কাম; আপনি সর্ব্বধনুর্দ্ধর, আপনি সম্বর্ত্ত, আপনি বর্ত্তন, আপনি প্রলয়, আপনি নিলয়, আপনি হিরণ্যগর্ভ। আপনি রূপবান্ পুরুষোত্তম। আপনি ঈশ্বর আপনি মহাদেব, আপনি অসংখ্য গুণসম্পন্ন। দেব! আপনি সনাতন স্তব্য দেবতা হইয়া আমাকে স্তব করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি কটাক্ষপাত করিলে, অতি ঘোর প্রাণীও সমদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া নিরুদ্ধনরকে গমন করে। আর আপনি যে প্রাণীর উপর কৃপাকটাক্ষ বিক্ষেপ করেন, সে ইহ ও পর কালে সর্ব্বথা স্বর্গ ভোগ করে। হে মহাবাহো! এই আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া উপস্থিত রহিয়াছি। এই কথা বলিয়া গরুড় ভয় শব্দ করিয়া কেশবকে কহিলেন, বীর! আমি এই প্রস্তুত হইয়াছি, আসুন, আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন; এই কথা বলিয়া আনন্দিত ভাবে কেশবের সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মাধব গরুড়ের কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সখে! আমি শত্রুবিনাশের নিমিত্ত তোমাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। শঙ্খচক্রগদাধারী মহাবাহু পুরুষোত্তম এই কথা কহিয়া আনন্দ পূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান করিয়া গরুড়ে আরোহণ করিলেন।

যে দেবের কেশ কৃষ্ণ ! যিনি বলবান্, যিনি জিষ্ণু, যিনি কৃষ্ণ, যিনি বল্লভ, যিনি চতুর্দ্দংষ্ট্র, যিনি মহাবাহু, যিনি চতুর্ব্বেদ, যিনি ষড়ঙ্গবেত্তা, যিনি শ্রীবৎসচিহ্নিত, যিনি পদ্মলোচন, যিনি উর্দ্ধরোমা, যাঁহার ত্বক্ কোমল, যাঁহার অঙ্গুলি সুগঠিত, যাঁহার নখ সমান, যাঁহার অঙ্গুলি নখের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ ; যাঁহার কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ ও গম্ভীর, যাঁহার বাহু সুগোল, যিনি মহাভুজ, যিনি আজানুলম্বিত-বাহু, যাঁহার বদন রক্তবর্ণ, যাহার সিংহ বিক্রম প্রত্যক্ষ, যিনি সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী হইয়া প্রকাশ পান, যে প্রভু সর্ব্বভূতের আত্মরূপে দীপ্তি পাইতেছেন, যিনি ভূতগণের উৎপত্তি স্থান ; প্রজাপতি প্রসন্ন হইয়া যাঁহাকে অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছিলেন, যিনি প্রজাপতি, সাধ্য ও দেবগণের মধ্যে নিত্য, সেই মহাভুজ, প্রতাপশালী বাসুদেব দ্বারকা রক্ষায় সমুচিত আজ্ঞা করিয়া যাত্রা করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। তৎকালে সূত, মাগধ বন্দী এবং বেদবেদাঙ্গপারগ মহাভাগ ঋষিগণ বিশুদ্ধ স্তুতিবাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কেশবের পশ্চাৎ দেব হলধর গরুড়ের পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে শত্রুনিহন্তা প্রদ্যুম্ন।

"হে মহাবাহো ! বাণকে এবং তাহার সমস্ত অনুচরদিগকে রণে জয় কর ; মহাযুদ্ধে তোমার সম্মুখে অবস্থিতি করে, এরূপ ব্যক্তি নাই। তোমার প্রসাদে জয় ও জয়লক্ষ্মী যুদ্ধে হস্তগত হইয়া থাকেন ; তুমি রণে শত্রুদিগকে ও বাণকে সসৈন্যে পরাজয় করিবে।" কেশব সর্বদিক্ হইতে সিদ্ধচারণগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৮০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বাদ্যশব্দ ও শংখধ্বনি হইতে লাগিল ; বন্দী, মাগধ ও সূত জাতীয় স্তুতি পাঠকবৃন্দ নানাপ্রকার স্তুতি গান আরম্ভ করিল। এবং মাংগধগণ প্রবলশত্রুকে স্মরণ করিয়া জয়শব্দ ও আশীর্ব্বাদ দ্বারা স্তব করিতে লাগিল। কৃষ্ণ তৎকালে চন্দ্র সূর্য্য ও ইন্দ্র সদৃশ শোভা ধারণ করিলেন। তৎপরে বিনতানন্দন গরুড় গগনমার্গে উড্ডীন হইল। হরির তেজ বর্দ্ধিত হইয়া তদীয় সৌন্দর্য্যের সমধিক শোভা হইয়া উঠিল। অনন্তর পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ বাণ বিনাশাভিলাষে পর্ব্বত সদৃশ শরীর সহস্র মস্তক ও অষ্টবাহু ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি দক্ষিণ হস্ত চতুষ্টয়ে খড়্গ, চক্র, গদা ও বাণ এবং বামহস্ত চতুষ্টয়ে চর্ম্মফলক, ধনু, বজ্র ও শঙ্খ ধারণ করিলেন।

তখন সুদুর্জ্জয় বলদেব শৃঙ্গসমন্বিত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় সহস্রশিরোবিশিষ্ট হইয়া শাণিত শস্ত্র সন্ধারণ পূর্ব্বক সমুদিত সুধাংশু মণ্ডলের ন্যায় গরুড়োপরি সমারূঢ় হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মপুত্র মহাত্মা নারদ এবং সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ করিবার জন্য মহাবাহু কন্দর্প ও প্রাদুর্ভূত হইলেন।

বলবান্ বৈনতেয় অনবরত পক্ষ সঞ্চালন দ্বারা পর্ব্বতকুল প্রকম্পিত ও পবনগতি প্রতিরোধ করিয়া গমন করিতে লাগিল। অনন্তর বায়ু অপেক্ষাও গতিবেগ ধারণ করিয়া সিদ্ধ ও চারণগণের পবিত্রপথে অবতরণ করিল। পরে বলরাম অসাধারণ যোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ ! এ কি আশ্চর্য্য ! আমাদিগের দেহকান্তি কেন বিলীন হইয়া গেল ? দেখ, আমরা সকলে নিশ্চয়ই স্বর্ণবর্ণ হইয়াছি ; এ কি ? সত্য বল, আমরা কি সুমেরুসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছি ?

কৃষ্ণ কহিলেন, হে শত্রুদমন হলধর ! বোধ হয়, বাণপুর নিকটস্থ ; তাহার রক্ষাবিধানার্থ অগ্নি সর্ব্বদা স্থিরভাবে প্রজ্বলিত হইতেছে। সেই উদ্দীপিত অগ্নির প্রভাবে

আমাদিগের এরূপ বর্ণবৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে।

বলরাম কহিলেন, যদি আমরা বাণপুরীর নিকটস্থ হইয়া থাকি এবং যদি আমাদের দেহকান্তি প্রভাশূন্য হইয়া থাকে, তবে বিবেচনা পূর্ব্বক অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিধান কর।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে বিনতানন্দন! অতঃপর আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর; তোমার কার্য্য সম্পন্ন হইলে আমি কার্য্যান্তর বিধান করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বলবান্ বিনতানন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর গঙ্গাসমীপে উপস্থিত হইল। মহাবলবিক্রমসম্পন্ন কামরূপী গরুড় সহস্র মুখ ধারণ ও সুরধুনীসলিলে অবগাহন পূর্ব্বক প্রচুর জলপান করিয়া অগ্নির উপরিভাগে অবস্থিত হইয়া বর্ষণ করিতে লাগিল। বুদ্ধিমান্ গরুড় এইরূপে অগ্নি শমনোপায় অবলম্বন করায় সেই উদ্দীপিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। স্বর্ণদীজলে সেই পাবক প্রশান্ত হইল দেখিয়া বিনতানন্দন নিতান্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, অগ্নির কি তেজঃপ্রভাব! যিনি প্রলয় কালে জগৎকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, সেই মহাত্মা কৃষ্ণেরও বর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটাইল!! শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও মহাবল কন্দর্প এই তিন জনই ত্রিভুবনের মধ্যে প্রচুরপ্রতাপশালী ইহা আমি অবগত আছি।

অনন্তর পাবক প্রশান্ত হইলে পক্ষিরাজ গরুড় স্বীয় সবল পক্ষ প্রকম্পন দ্বারা ভয়ঙ্কর শব্দ বিস্তার করত প্রস্থান করিতে লাগিল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রুদ্রানুচর অগ্নিগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভয়ঙ্করবেশে গরুড়োপরি আরোহণ পূর্ব্বক কি জন্য এখানে উপস্থিত হইলেন? ইঁহারা তিন জনই বা কে?

গিরিশিখরস্থিত বহ্নিগণ নিশ্চয় কিছু বুঝিতে না পারিয়া সেই তিন জন যদুবংশীয় পুরুষের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সংগ্রামাসক্ত হইলে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। সিংহ গর্জ্জনের ন্যায় সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া সুবীর অঙ্গিরা স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। 'যেখানে এই যুদ্ধ হইতেছে, অবিলম্বে তথায় গমন কর এবং সমুদায় দর্শন করিয়া আইস, বাণরাজের এইরূপ আদেশ পাইয়া মনতুল্য শীঘ্রগামী এক পুরুষ, তাহাই করিব, বলিয়া অচিরে প্রস্থান করিল এবং দেখিল, মহাত্মা অগ্নিগণ মিলিত হইয়া বাসুদেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। কল্মাষ, কুসুম, দহন, শোষণ, ও তপন নামক স্বাহামন্ত্রবিষয়ক মহাবল পঞ্চ অগ্নি এবং পীঠর, পতগ, স্বর্ণ, অগাধ ও ভ্রাজ সংজ্ঞক স্বধামন্ত্রবিষয়ক অপর পঞ্চ অগ্নি স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিতেছেন। মহাদীপ্তিসম্পন্ন মহাত্মা জ্যোতিষ্টোম বিষয়ক অগ্নিদ্বয় ও বষট্ মন্ত্র বিষয়ক অগ্নিদ্বয়ও যুদ্ধতৎপর হইয়াছেন। তন্মধ্যে অগ্নিনায়ক মহর্ষি অঙ্গিরা আগ্নেয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমুজ্জ্বল শূলাস্ত্র সমুদ্যত করিয়া শোভা পাইতেছেন।

অঙ্গিরা তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়া শাণিত শরবর্ষণ করিতেছেন দেখিয়া, কৃষ্ণ চমৎকৃত ও ক্রোধান্বিত হইয়া পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, হে অগ্নিগণ! অবস্থান কর, এই আমি তোমাদিগের ভয়বিধান করিতেছি; আমার অস্ত্রতেজে দগ্ধ হইয়া তোমরা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিবে। অনন্তর অঙ্গিরা ক্রোধে মহাযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের জীবন গ্রহণ করিয়াই যেন প্রদীপ্ত শূল হস্তে ধাবমান হইলেন। মহাযশা কৃষ্ণ যম, সূর্য্য ও পাবক তুল্য প্রভাসম্পন্ন সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা তাঁহার সেই প্রদীপ্ত ত্রিশূল ছেদন করিলেন, তৎপরে কৃতান্ত সদৃশ সমুজ্জ্বল স্থূণাকর্ণ বাণ দ্বারা অঙ্গিরার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। অঙ্গিরা রক্তাক্ত শরীরে কাতর ও নিষ্পন্দ হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতল

শায়ী হইলেন। অবশিষ্ট অগ্নি সকল এবং ব্রহ্মতনয় পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষ্টোম ও বষট মন্ত্র বিষয়ক অগ্নিচতুষ্টয়ও সত্বরগমনে সন্নিহিত বাণপুরে পলায়ন করিলেন।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৮১

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নারদ বাণপুরী অবলোকন করিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, হে মহাবাহু কৃষ্ণ! এই সেই শোণিত পুর দর্শন কর। এই স্থানে মহাতেজা মহাদেব শিবাণী ও ষড়ানন সমভিব্যাহারে বাণের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া তদীয় রক্ষা বিধানার্থ বাস করিয়া থাকেন তৎপরে কৃষ্ণ নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মুনিবর। এবিষয়ে আমাদের যাহাতে মঙ্গল সাধন হয়, তাহা চিন্তা করুন এবং শ্রবণ করুন, যদি রুদ্র বাণরক্ষার জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমরা যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব।

কৃষ্ণ ও নারদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় গরুড়ের দ্রুতবেগ বশতঃ তাঁহারা নিমেষ মাত্রে তথায় উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ, মেঘ যেমন চন্দ্রকে উদ্গিরণ করে, সেইরূপ বদনে শঙ্খ সংযোজন করিয়া বায়ুবেগে বাদন করিতে লাগিলেন। বীর্য্যশালী কৃষ্ণ শংখ শব্দে ভয়োৎপাদন করিয়া অদ্ভুতকর্ম্মা বাণের পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর শংখধ্বনি ও ভেরী শব্দ শ্রবণ করিয়া বাণসৈন্যসমূহ বর্ম্ম ধারণ করিয়া যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিল।

তৎপরে কোটি কোটি কিঙ্কর-সৈন্য সমুজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্র সমুদ্যত করিয়া সমরে অবতীর্ণ হইল। নিবিড় ঘনঘটাসদৃশ নীলাঞ্জনকান্তি সেই অগণিত অগম্য সৈন্য একত্র হইল। সেই উজ্জ্বল আয়ুধধারী যক্ষ, রাক্ষস, দানব ও প্রধান প্রধান প্রমথগণ অব্যয়াত্মা কৃষ্ণের সহিত সত্বর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

সেই যক্ষ রক্ষ দানবগণ শিখাসমন্বিত অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত বদন ব্যাদান করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে তাঁহাদের চারিজনের রক্তপানে উদ্যত হইল। পরবলবিনাশী মহাবল বলভদ্র সেই বাণবল বিলোকন করিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মহাবাহু কৃষ্ণ। ইহাদিগের মহৎ ভয় বিধান কর। বুদ্ধিমান্ বলদেব এইরূপ বলিলে পর অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ কুশল পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের বধ সাধনার্থ কালান্তক কৃতান্ত তুল্য আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সেই তেজঃসম্পন্ন আগ্নেয়াস্ত্রে অসুরগণকে প্রকম্পিত করিয়া, যেখানে সেই সৈন্যদিগকে দেখিতে পাইলেন, সত্বর তথায় গমন করিলেন। সেই সৈন্যমধ্যে শূল, পট্টিশ, শক্তি, ঋষ্টি, পিনাক ও পরিঘ ধারী প্রমথগণই অধিকাংশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। যোদ্ধৃগণ মেঘ ও পর্ব্বত প্রতিম নানাবিধ ভয়ঙ্কর অসংখ্য বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধে অবস্থিত হইল। বায়ুবিকম্পিত মেঘের ন্যায়, প্রচলিত অচলের ন্যায় অসংখ্য ধনুর্দ্ধারী অপরিমিত সৈন্য শোভা পাইতে লাগিল। সেই সংখ্যাতীত সৈন্য বজ্র, পট্টিশ, শূল, গদা ও মুষল হস্তে সর্ব্বত্র ধাবিত হইতে লাগিল।

বলরাম গরুড়পৃষ্ঠে আরূঢ় থাকিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মহাবাহু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ! আমি এই যে সৈন্য সমুদায় দর্শন করিতেছি ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করি।

কৃষ্ণ কহিলেন, আমারও তাহাই ইচ্ছা যে, এই যোদ্ধৃগণের সহিত যুদ্ধ করি। আমি পূর্ব্বমুখ হইয়া যুদ্ধ করিব; আমার পুরোভাগে গরুড়, বামপার্শ্বে কন্দর্প ও দক্ষিণ পার্শ্বে আপনি থাকিবেন এবং সকলেই এই ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধে পরস্পরকে রক্ষা করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই প্রকার বলিয়া

তাঁহারা প্রত্যেকেই গরুড়োপরি আরোহণ করিলেন। রোহিণীনন্দন বলদেব গিরিশৃঙ্গতুল্য গদা, মুষল ও লাঙ্গল দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন প্রলয়কালে জগৎধ্বংসকারী কৃতান্তের ন্যায় তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হইল। যুদ্ধবিশারদ অতি বলশালী বলরাম লাঙ্গলের অগ্রভাগ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া এবং মুষল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

পুরুষশ্রেষ্ঠ কন্দর্প চতুর্দ্দিকে শরজাল বিক্ষেপ দ্বারা যুদ্ধকারী সহস্র সহস্র দানবদিগকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। স্নিগ্ধ অঞ্জন গিরি সদৃশ খড়্গ চর্ম্ম গদাধারী জনার্দ্দন বারংবার শঙ্খশব্দ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিক্রমশালী বিনতানন্দন সংগ্রামে শত্রুদিগকে পক্ষপ্রহারে আহত এবং চঞ্চুপুট ও নখরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। তখন ভয়ানক বিক্রমশালী দৈত্য সৈন্যসমূহ তাঁহাদিগের শরবর্ষণে সমাহত হইয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিল।

সৈন্যগণ ভগ্ন হইলে তাহাদিগের রক্ষণার্থী ত্রিপাদ ত্রিশিরস্ক ষড়বাহু নবনয়ন সমন্বিত ভস্মপ্রহরণধারী কালান্তক যমতুল্য ভীমাকৃতি এবং সহস্র ঘনগর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দকারী জ্বর আগমন করিল। আঁখিদ্বয়, নেত্রসমূহ দ্বারা বদনমণ্ডল পুনঃ পুনঃ সমাকুল করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং মলিনাক্ষ ও কণ্টকিত শরীর হইয়া উন্মনার ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রুদ্ধ হইয়া সগর্ব্বে হলায়ুধকে বলিল, কি! তুমি বলমদে মত্ত হইয়া আমাকে দেখিতেছ না; থাক থাক; আমি তোমাকে সংগ্রামে জীবন্ত ছাড়িয়া দিব না। এই বলিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া যজ্ঞান্ত অগ্নিতুল্য দৃষ্টিপাত দ্বারা ভয়োৎপাদন করত বলদেবের প্রতি ধাবমান হইল। বলদেবও সেই সংগ্রাম স্থলে নানাবিধ মণ্ডলাকার গতিতে এত শীঘ্র ভ্রমণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অবস্থান লক্ষীকৃত হইল না।

তখন অনুপমতেজস্বী জ্বর ভস্ম নিক্ষেপ করিল। শীঘ্রতা প্রযুক্ত তাহা তাঁহার পর্ব্বতোপম শরীরে বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। অনন্তর তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে স্খলিত এবং সুমেরু শিখরে প্রদীপ্তভাবে নিপতিত হইয়া গিরিশৃঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। বক্ষোলগ্ন অবশিষ্ট অংশ দ্বারা কৃষ্ণাগ্রজ জ্বলিতে লাগিলেন এবং নিদ্রাবেশে মুহুর্মুহু নিশ্বাস, জৃম্ভণ, ও নয়নযুগলের চাঞ্চল্য বিধান করিয়া উন্মনার ন্যায় শ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক রোমাঞ্চিতশরীর ও ম্লাননেত্র হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নষ্টচেতন প্রায় হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, হে মহাবাহু কৃষ্ণ! আমি প্রজ্বলিত হইতেছি আমাকে অভয় প্রদান কর; আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইতেছে; বৎস! কিরূপে আমার শান্তিলাভ হইবে? অমিততেজা বলদেব এইরূপ বলিলে যোদ্ধৃবর কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, আপনার ভয় নাই; এই বলিয়া পরম প্রণয়বশতঃ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; তাহাতে হলধর দাহ হইতে মুক্ত হইলেন। অনন্তর মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে দাহ হইতে মুক্ত করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জ্বরকে কহিতে লাগিলেন।

ভগবান্ বলিলেন, হে জ্বর! এস, যুদ্ধ কর; তোমার যে কিছু ক্ষমতা ও পুরুষত্ব আছে, সে সমুদায়ই প্রকাশ কর এবং যুদ্ধে যত্নবান্ হও।

কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, জ্বর দক্ষিণ হস্তদ্বয় দ্বারা তাঁহার গ্রীবাদেশ ও বক্ষস্থলে দুইটি মুষ্টি প্রহার করিল। এইরূপে মহাত্মা কৃষ্ণ ও জ্বর এই পুরুষশ্রেষ্ঠদ্বয়ের পরস্পর তুমুল প্রহার চলিতে লাগিল। সেই সুদারুণ যুদ্ধে কৃষ্ণ ও জ্বরের পরস্পর বাহুপ্রহারে পর্ব্বতপতিত অশনির ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। এবং এরূপ প্রহার করিও না, এই বাক্য তথায় উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইতে লাগিল! এই রূপে

মুহূর্ত্তকাল সেই মহাজ্বরের পরস্পর যুদ্ধ হইয়াছিল। অনন্তর সেই মহাযুদ্ধে জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ গগনচারী হইয়া প্রলয়বিধান করতই যেন ভুজযুগল দ্বারা বিচিত্র-স্বর্ণাভরণভূষিত জ্বরকে নিষ্পিষ্ট করিলেন।

— —

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় ॥ ১৮২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শত্রুদমন কৃষ্ণ জ্বরকে গতায়ু জানিয়া ভুজবলে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অনুপমতেজা শ্রীকৃষ্ণ যেমন তাহাকে নিক্ষেপ করিতে গেলেন, সে অমনি তাঁহারে পরিত্যাগ না করিয়া তদীয় শরীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন কৃষ্ণ অতুলপ্রভাবশালী জ্বর কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া অস্থিরপদে ক্ষিতিতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ শ্বাস ও পদ স্খলন হইতে লাগিল; শরীরে রোমোদ্গম ও নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল। অনন্তর শত্রুনগর ধ্বংসী শ্রীকৃষ্ণ স্থৈর্য্য অবলম্বন করিলেও পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ করিয়া বিকৃতাবস্থ হইতে লাগিলেন। পুরুষোত্তম আপনাকে জ্বরাক্রান্ত মনে জানিয়া সেই জ্বরধ্বংসকারী অন্য এক জ্বর সৃষ্টি করিলেন। কৃষ্ণনির্ম্মিত জ্বর স্বীয় বলে পূর্ব্ব জ্বরকে গ্রহণ করিয়া আনন্দিতমনে কৃষ্ণকে সমর্পণ করিল। কৃষ্ণও তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে মহাবলবীর্য্যশালী বাসুদেব অতিশয় কোপান্বিত হইয়া নিজ জ্বর দ্বারা স্বীয় গাত্র হইতে পূর্ব্বজ্বরকে নিষ্ক্রান্ত করিলেন। এবং ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া বাণবেগ দ্বারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন। তখন জ্বর পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, আমাকে পরিত্রাণ করুন।

অপরিমিততেজা শ্রীকৃষ্ণ জ্বরকে বিদ্ধ করিতে থাকিলে শূন্যমার্গ হইতে আকাশবাণী হইল, "হে যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধন মহাবাহু কৃষ্ণ! তুমি আমার জ্বরকে বিনষ্ট করিও না, হে অনঘ! ইহাকে রক্ষা কর।", এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জগতের পরম গুরু নারায়ণ জ্বরকে মুক্ত করিলেন। তখন জ্বর কৃষ্ণপদে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার শরণাগত হইল, এবং হৃষীকেশকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল, হে যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! আমার নিবেদন শ্রবণ করুন; হে মহাবাহু! আমি যাহা অভিলাষ করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করুন। হে, ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে জগতে কেবল আমি একমাত্র জ্বর যেন অবস্থান করি, অন্য জ্বর যেন না থাকে, হে গোবিন্দ! আমি আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি। ভগবান্ বলিলেন, হে জ্বর! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। যাহারা বর প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে বর প্রদান করিতেই হয়, বিশেষতঃ তুমি শরণাগত হইয়াছ। তুমি জগতে একমাত্র জ্বর হইয়া যথাসুখে অবস্থান কর। আমি যে জ্বর সৃষ্টি করিয়াছি, সে আমার শরীরেই বিলীন হউক। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাযশাঃ যদুবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণ জ্বরের প্রতি এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রজাদিগের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে জ্বর! তুমি জগতে স্থাবর, জঙ্গম ও সর্ব্বজগতীতে যে রূপে বিচরণ করিবে, তদ্বিষয়ে আমার আদেশ শ্রবণ কর। যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আত্মাকে ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগ দ্বারা চতুষ্পদদিগকে, দ্বিতীয় ভাগদ্বারা স্থাবরদিগকে আক্রমণ করিবে। তোমার যে তৃতীয় ভাগ রহিল, তাহাকে চতুর্ভাগ করিয়া ত্রিভাগ দ্বারা মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করিতে এবং তৃতীয়ভাগের অবশিষ্ট যে চতুর্থভাগ রহিল তাহার একাংশ দ্বারা পক্ষীদিগকে ভজনা করিবে, অন্যাংশ থোরক

নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি এইরূপে আত্ম-বিভাগ করিয়া মনুষ্য শরীরে একপাদে অবস্থান করিবে। অবশিষ্ট জাতিতে যে ভাবে অবস্থান করিবে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। বৃক্ষশরীরে কীট, সঙ্কুচিত পত্র ও পাণ্ডুপত্র রূপে, ফল সমূহে নিঃসারতারূপে, পদ্মজলে হিমরূপে, পৃথিবীতে উষরমৃত্তিকা রূপে, জলে শৈবালমালা রূপে, ময়ূরকুলে শিখে দামকপে এবং পর্ব্বতবৃন্দে গৈরিকরূপে গো মৎপ্রসাদে অবস্থান করিবে। পরন্তু গোসমূহে মূর্চ্ছারোগরূপে ও খোরক রূপে অবস্থিত হইবে। এইপ্রকারে মহীতলে তোমার বিবিধ আকার হইবে এবং তোমার দর্শনে ও স্পর্শনে প্রাণীদিগের মৃত্যুঘটনা হইবে। দেবতা ও মনুষ্য ব্যতিরেকে অপর প্রাণী কেহই তোমার যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণের বচন শ্রবণ করিয়া জ্বর আহ্লাদিতচিত্ত হইল এবং প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কিঞ্চিৎ কহিতে লাগিল।

জ্বর কহিল, হে মাধব! সকল প্রাণীর উপর আমার প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার আরও কিছু কার্য্য করিতে অভিলাষ করিতেছি, অতএব হে মহাবাহু গোবিন্দ! আজ্ঞা করুন, কি করিব। অসুরবংশধ্বংসকারী ত্রিপুরনাশন মহাদেব আমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আপনি আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিলেন; অতএব আপনি আমার প্রভু এবং আমি আপনার কিঙ্কর।

জ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসুদেব কহিলেন, আমি নিশ্চয় করিয়া তোমার নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর।

জ্বর কহিল, হে চক্রপাণিন্! আপনি যে প্রিয়কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইয়াছি; আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে?

ভগবান বলিলেন, হে জ্বর! তুমি এবং আমি কেবল বাহুরূপ অস্ত্রে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া যে মহাযুদ্ধ করিলাম, তাহা আমাকে প্রণাম করিয়া একাগ্রমনে যে মনুষ্য পাঠ করিবে তাহার আর জ্বরজ্বালা থাকিবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে পর, মহাবল জ্বর স্বয়ং পুরুষশ্রেষ্ঠকে কহিল, তাহাই হইবে।

এইরূপে জ্বর, কৃষ্ণের নিকট বরলাভ করিয়া আনন্দিত চিত্তে উক্তরূপ নিয়ম বিধানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া সংগ্রামস্থল হইতে অপসৃত হইল।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৮৩

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তাঁহারা তিন জনে, তিনটী অগ্নির ন্যায়, গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতি বলশালী যাদবত্রয় গরুড়ারূঢ় হইয়া, হুঙ্কার ধ্বনি করত সমুদায় সৈন্যকে শরবর্ষণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন ও সমাকুল করিলেন।

চক্র-লাঙ্গলাঘাতে ও বাণবর্ষণে পীড়িত হইয়া মহাত্মা দানবসৈন্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিল। মহাবনে শুষ্ককাষ্ঠ সংলগ্ন অগ্নি যেমন অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের শরাসন অত্যন্ত বিবৃদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি প্রলয়কালীন সমুজ্জ্বল অগ্নির ন্যায়, সেই যুদ্ধে সহস্র সহস্র দৈত্য দিগকে দগ্ধ করত শোভা পাইতে লাগিলেন।

সেই সুমহৎ সৈন্যসমূহকে বিবিধ অস্ত্রে বাধিত ও বিদারিত দেখিয়া, বাণ সমুপস্থিত হইয়া নিবারণ করিতে লাগিল। তোমরা দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নীচের ন্যায় কাতর হইয়া মহাযুদ্ধে কেন পলায়ন করিতেছ? চর্ম্ম বর্ম্ম, গদা, খড়্গ, অসি, প্রাস, পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্র সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া কেন শূন্যপথে গমন করিতেছ? জাতি

বাসস্থান ও শিবসংসর্গ স্মরণ করিয়া, পলায়ন করিও না; আমিও এই অবস্থিত রহিলাম।

সেই সমুদায় দানবেরা ভয়মোহিত হইয়া পলায়ন করিতে করিতে বাণের, সমুচ্চারিত এই রূপ বাক্য শ্রবণ করত বিবিধ চিন্তা করিয়া অপক্রান্ত হইল। প্রমথ সৈন্যমাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন সেই ভগ্নাবশেষ সৈন্যই পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিল।

কুম্ভাণ্ড নামক বীর্য্যবান্ বাণের সচিবসখা সৈন্যদিগকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া বলিতে লাগিল, দেখ, যুদ্ধে এই বাণ, এই শঙ্কর ও এই কার্ত্তিকেয় অবস্থিত রহিয়াছেন, অতএব তোমরা কি জন্য পৌরুষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোহিত হইয়া পলায়ন করিতেছ? হে দানব শ্রেষ্ঠসকল! তোমরা প্রাণত্যাগ স্বীকার করিয়াও যুদ্ধ করিতে থাক।

এইরূপ কুম্ভাণ্ডের বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাহারা সকলে ভয়ব্যাকুল ও সুদর্শন-চক্রের অনলে চকিতচিত্ত হইয়া দশদিকে পলায়নপর হইল।

অনন্তর মহাদেব অপরিমিত তেজঃশালী কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাণ সৈন্য বিনষ্ট হইতেছে, দেখিয়া বাণের রক্ষার্থ আরক্ত লোচনে প্রভাসম্পন্ন স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন। কুমারদেবও অগ্নিবর্ণ রথে আরোহণ করিয়া আসিলেন। বীর্য্যবান্ রুদ্র নন্দীশ্বর সহিত রথে আরোহণ করিয়া, ওষ্ঠপুট দংশন করত, যথায় জনার্দ্দন অবস্থিত ছিলেন, সেই স্থানেই ধাবমান হইলেন। তিনি যেন মহাত্মা কৃষ্ণের শরীরকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। তখন পৌর্ণমাসী তিথিতে মেঘপার্শ্বস্থ শশধরের ন্যায় তাঁহার শোভা হইল। অনন্তর নানারূপধারী ভয়ঙ্করমূর্ত্তি সহস্র সহস্র প্রমথগণ বিবিধ চীৎকার ধ্বনি করত মহাদেবের রথ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইল। কাহারও মুখ সিংহের ন্যায়, কাহারও ব্যাঘ্রের ন্যায়, কাহারও হস্তীর ন্যায়, কাহারও অশ্বের ন্যায়, কাহারও উষ্ট্রের ন্যায়। মহাবলশালী কেহ কেহ বা সর্পময় যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া তথায় সকলকে কম্পিত ও পীড়িত করিতে লাগিল। কেহবা গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও পক্ষীর ন্যায় মুখ এবং অশ্বের ন্যায় গ্রীবা বিশিষ্ট, তথায় উপস্থিত হইল। কাহারও ছাগল ও গরুর ন্যায় বদন, অপর কতকগুলির বিড়াল ও মেষের ন্যায় আনন। কাহারও ছিন্নবস্ত্র পরিধান, কেহ শিখাধারী, কেহ বা ঊর্দ্ধজটাধারী, কেহ বা উলঙ্গ হইয়া শঙ্খ ও দুন্দুভি শব্দে আগমন করিল। তন্মধ্যে কেহ বা সুন্দর মুখবিশিষ্ট; দিব্য অঙ্গে অলঙ্কৃত, বিবিধ পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া নানা শস্ত্র ধারণ করিয়া আগমন করিল। কেহবা বামন ও বিকটাকার; সিংহ ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া বৃহৎ দন্তসকল রুধিরে আর্দ্র করত মহামাংস বলি ভক্ষণ করিতেছে। এবংবিধ মহাশক্রমর্দ্দন নীলবর্ণ প্রমথগণ যুদ্ধোন্মুখ হইয়া দেবদেবকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিল।

অনন্তর কৃষ্ণ, অশেষ ক্ষমতাশালী রুদ্রের দিব্যরথ অবলোকন করিয়া গরুড়োপরি আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণ গরুড়োপরি অবস্থিত হইয়া আগমন ও বাণ বর্ষণ করিতেছেন দেখিয়া, মহাদেব ক্রোধে অগ্রসর হইয়া শত নারাচাস্ত্রে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। হরিও শত্রুদমনকারী মৃড়ের শরজালে সমাকুল হইয়া, ক্রোধে শ্রেষ্ঠ মেঘাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন বিষ্ণু ও রুদ্রের পদভরে পীড়িত হইয়া পৃথিবী প্রচলিত হইতে লাগিলেন; দিক্‌হস্তী সকল অতিপীড়িত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে চলিত হইতে লাগিল এবং পর্ব্বতকুল বারিধারায় আপ্লুত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল; কতকগুলির শিখরদেশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। বিষ্ণু ও রুদ্রের সমাগমে দিক্, বিদিক্, ভূমি, আকাশ সমুদায়ই প্রজ্বলিতবৎ বোধ হইতে লাগিল;

পৃথিবীতলে চতুর্দ্দিকে বজ্রপাত হইতে লাগিল; ভয়ঙ্কর শিবাকুল অশিব শব্দ করিতে লাগিল; মেঘ গর্জ্জন ও রুধিরবর্ষণ করিতে লাগিল; উল্‌কাপাত হইয়া বাণসৈন্যের মুখমণ্ডল আবরণ করিতে লাগিল; বায়ুর গতি রুদ্ধ হইল; তেজঃপদার্থ সকল চঞ্চল হইয়া উঠিল; ওষধি বৃক্ষ সকল প্রভাশূন্য হইয়া গেল; এবং খেচর জন্তু সকল গতিশূন্য হইল।

এই অবসরে ব্রহ্মা সমুদায় দেবগণে পরিবৃত হইয়া ত্রিপুরান্তকারী রুদ্র যুদ্ধোদ্যোগ করিয়াছেন জানিয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। গন্ধর্ব্ব, অপ্‌সরা, যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, ও চারণসমূহ অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বিষ্ণু রুদ্রের প্রতি মেঘাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তাহা শব্দ করিয়া, রুদ্ররথ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। তৎপরে সকল দিক্‌ হইতে শত সহস্র প্রখর তেজঃসম্পন্ন শরজাল হুতাশনো-পরি পতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ রুদ্রদেব রোষান্বিত হইয়া মহাভয়ঙ্কর আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন; তাহা অতি বিস্ময়কর হইল। মহাবল সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ ও নষ্টপ্রায় শরীর হইয়া উঠিলেন; তাঁহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

তখন সেই সমুদায় অসুরোত্তমগণ আগ্নেয়াস্ত্রে কৃষ্ণ নিহত হইয়াছেন, বুঝিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর অস্ত্র প্রয়োগ কুশল প্রতাপশালী বাসুদেব সংগ্রামে সেই আগ্নেয়াস্ত্র সহ্য করিয়া বারুণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তৎপরে মহাত্মা বাসুদেব বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তদীয় তেজঃ প্রভাবে আগ্নেয়াস্ত্র প্রশমিত হইল।

বাসুদেব কর্তৃক সেই আগ্নেয়াস্ত্র প্রতিহত হইল দেখিয়া, মহাদেব প্রলয়কালীন অনলতুল্য পৈশাচ, রাক্ষস, রৌদ্র ও আঙ্গিরস এই চারিটি অস্ত্র একেবারে মোচন করিলেন। বাসুদেবও সেই সকল অস্ত্রের নিবারণার্থ বায়ব্য, সাবিত্র, বাসব ও মোহন এই চারিটি অস্ত্র মোচন করিলেন। মহাবল কৃষ্ণ চারিটি অস্ত্র দ্বারা চারিটি অস্ত্র নিবারণ করিয়া বিস্তারিতবদন যমের তুল্য বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পরে যখন সেই বৈষ্ণবাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, তখন সমুদায় অসুর, ভূত, যক্ষ প্রভৃতি বাণসৈন্যসমূহ ভয়বিমোহিতলোচনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রমথ বহুল সৈন্য ভয়প্রাপ্ত হইলে পর বাণ ত্বরিত হইয়া যুদ্ধার্থে নির্গত হইল। দেবেন্দ্র যেমন দেববৃন্দে পরিবৃত হন, সেইরূপ বাণ ভীমাস্ত্রধারী মহাবলশালী মহারথ, বীর্য্যশালী ভয়ানক দৈত্যেন্দ্রগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইল। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ জপ, মন্ত্র ও মহৌষধি দ্বারা তাঁহার স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। ধনদতুল্য দৈত্যাধিপতি বাণ দ্বিজবরদিগকে শুভ্র বস্ত্র, উত্তম গাভী, ফল, পুষ্প, স্বর্ণ ও ধন প্রদান করিলেন। শত কিঙ্কিণী যুক্ত, স্বর্ণনির্ম্মিত বিবিধ চিত্রসমন্বিত, সহস্র চক্র ও অদ্ভুত তারকাঙ্কিত তদীয় বৃহৎ রথ অগ্নির ন্যায়, প্রকাশ পাইতে লাগিল। ধনুর্দ্ধারীগণ দানবগৃহীত বৃহৎ ধ্বজাযুক্ত সেই রথে আরোহণ করিয়া সুরশ্রেষ্ঠদিগের বিনাশসাধন করিবার জন্য ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল। সাগর যেমন বাতোৎক্ষিপ্ত তরঙ্গমালা ধারণ করিয়া প্রধাবিত হয়, সেইরূপ সেই বীরগণ ও রথসমূহসমাকুল বেগবান্‌ দৈত্যসাগর ভূলোকের উচ্ছেদ সাধনার্থ যাঁহাদিগের প্রতি নির্গত হইল। হে মহারাজ! সেই ভয়ানক বাণ সৈন্য ভয়ঙ্কর শরীর ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, তাহাদিগের মধ্যে বৃহৎ রথ ও উদাত্ত ধনু সকল থাকায় পর্ব্বতবিশিষ্ট কাননের ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

——

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৮৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাদেব সাতিশয় দীপ্ত হইয়া উঠিলে, ত্রিভুবনের দৃষ্টি লোপ হইল। তখন কি রুদ্রদেব, কি নন্দী, কি রথ কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হইল না। ক্রোধ ও বলদর্পে রুদ্রদেবের দেহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্রিপুরান্তকর চতুর্ম্মুখ বাণ গ্রহণ করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন। অন্তর্যামী বাসুদেব তাহা জানিতে পারিয়া সত্বর জৃম্ভণাস্ত্র গ্রহণ ও নিজ ক্ষিপ্রকারিতা প্রভাবে পূর্ব্বেই সেই শস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অস্ত্রাঘাতে নিদ্রাবেগ হওয়াতে রাক্ষস ও অসুরগণের জয়কর্ত্তা মহাদেব ধনুর্ব্বাণ হস্তে বিমোহিত হইয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; তাঁহার জ্ঞানলোপ পাইল। অনন্তর বালোন্মত্ত বাণ শঙ্করের ক্রোধ উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত বারম্বার বলিতে লাগিল, অন্য বাণ সৃষ্টি করুন। অনন্তর তিনি আপনাকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে বিচেতন অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া যেমন অন্য শক্তি সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি সেই সময়ে স্নিগ্ধ গম্ভীর রাবী মহাবল পরাক্রান্ত ভূতাত্মা কৃষ্ণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া শঙ্খ বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় জীবগণ মহাদেবকে মোহিত দর্শন এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ ও শার্ঙ্গধনুর আস্ফালন শব্দ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইল। এদিকে মহাদেবের পারিষদগণ মায়াযুদ্ধ অবলম্বন করিয়া প্রদ্যুম্নকে বেষ্টন করিলে, বর্ম্মবান্ মকরকেতু তাহাদিগের সকলকে মোহিত করিয়া শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক ভূরি ভূরি প্রমথগণের মধ্যবর্ত্তী দানবদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাদেব যেমন জৃম্ভাহেতু বদন ব্যাদান করিলেন, অমনি তাঁহার মুখ হইতে অগ্নিজ্বালা উদ্ভূত হইল। সেই অগ্নির তেজে দশদিক্ দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন পৃথিবী ঐ সকল মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পরম দয়ালু ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দেবদেব! হে মহাবাহো! আমি অসহ্য তেজে অভিভূত হইয়াছি; কৃষ্ণ ও রুদ্র উভয়ের ভারে আক্রান্ত হইয়া আমাকে অপার সাগরে মগ্ন হইতে হইল। এ ভার সহ্য করা দুঃসাধ্য; অতএব পিতামহ! যাহাতে আমার ভার লাঘব হইয়া, আমি চরাচর ধারণ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় স্থির করুন।

তখন পিতামহ দেবী কশ্যপনন্দিনীকে কহিলেন, আর মুহূর্ত্তকাল সহ্য কর, এখনই তোমার ভার লাঘব হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা রুদ্রদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, আপনি নিজেই স্থির করিয়াছেন, এই সকল অসুর নষ্ট হইবে, আবার এক্ষণে ইহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন কেন? বিশেষ, কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে; আপনি ত কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন না; আপনার নিজের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; কৃষ্ণ আপনার দ্বিতীয় আত্মা। এই কথা শুনিয়া অক্ষয়শরীর ভগবান্ রুদ্র কৃষ্ণদেহে প্রবেশ করিয়া চরাচর ত্রিসংসার সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। এবং যোগাবলম্বন করিয়া আপনাকে ধনুর্ব্বাণ হস্ত বিমোহিত দর্শন করিলেন। ঐ সময়, দ্বারবতীতে কৃষ্ণকে অসুরসংহার বিষয়ে যে বর দান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন আর কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া কৃষ্ণদেহ হইতে বিনির্গত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি আর কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিব না। পৃথিবীর ভার লাঘব হউক। অনন্তর কৃষ্ণ ও রুদ্র পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া নিতান্ত আনন্দ লাভ পূর্ব্বক সংগ্রাম হইতে বিরত হইলেন। তাঁহারা যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পর সংযুক্ত হইলেন।

অতএব কেহই তাঁহাদিগের সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। কেবল লোকপিতা ব্রহ্মাই দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া পার্শ্বস্থিত মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। কেননা তিনি জানিতেন, মার্কণ্ডেয়ের বহুজ্ঞতা আছে।

পিতামহ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি রাত্রিতে স্বপ্নযোগে দর্শন করিয়াছি, মন্দর গিরির পৃষ্ঠদেশে হরি হররূপ, এবং হর হরিরূপ ধারণ করিয়াছেন। হর শঙ্খ, চক্র, গদা ও পীত অম্বর, আর হরি ত্রিশূল, পট্টীশ ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন। হরি বৃষভপৃষ্ঠে, আর হর গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। অতএব হে সুব্রত! হে ভগবন্! তুমি আমাকে ইহার যথার্থ বৃত্তান্ত বল।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন পিতামহ! শিবই বিষ্ণু, আর বিষ্ণুই শিব; উভয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই। ইহাঁরা সকল মঙ্গল বিধান করুন। ইহাঁদিগের আদি, অন্ত বা মধ্য নাই। ইহাঁরা নিত্য ও অবিনশ্বর। এক্ষণে ইহাঁদিগের হরিহরাত্মক রূপ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ করুন।

যিনি বিষ্ণু, তিনিই রুদ্র, তিনিই ব্রহ্মা। এক মূর্ত্তি হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিন দেবতা আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনই লোকনাথ; তিনই জগৎ স্রষ্টা, তিনই স্বয়ম্ভূ। অর্দ্ধ নারী ও অর্দ্ধ নর ঐ তিন পুরুষ ঘোরতর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। যেমন জল জলের সহিত মিশ্রিত হইলে, জলই হয়, তেমনি বিষ্ণু রুদ্র শরীরে প্রবেশ করিলে সেই রুদ্রই হইয়া থাকেন। যেমন অগ্নি অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিলে অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই হয় না, তেমনি রুদ্র বিষ্ণু শরীরে প্রবেশ করিলে, সেই বিষ্ণুই হইয়া থাকেন। ফলতঃ বিষ্ণু, রুদ্র ও অগ্নিসোমাত্মক বলিয়া এই চরাচরবিশ্বও অগ্নীষোমীয় স্বরূপ। বিষ্ণু ও রুদ্র উভয়ে, স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন। উভয়ে জগতের মঙ্গলবিধাতা, জগতের প্রভু, এবং জগতের উপাদান ও জগৎকারণের সৃষ্টিকর্ত্তা ও তৎ স্বরূপ। উভয়ে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানরূপী; বক্তা, চক্ররূপী; প্রাণদাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিনই মেঘরূপে বর্ষণ, সূর্য্যরূপে কিরণ বিস্তার, এবং বায়ুরূপে বহন করিতেছেন।

পিতামহ! আমি আপনার নিকট অতি গোপনীয় বিষয় এই ব্যক্ত করিলাম। যিনি প্রতিনিয়ত ইহা পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি বিষ্ণু ও রুদ্রদেবের প্রসাদে চরমে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। এক্ষণে জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির হেতুভূত দেবদেব মহাদেব, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার স্তব করি। রুদ্রদেবের নিকট নারায়ণ যেমন শ্রেষ্ঠ, নারায়ণের নিকট রুদ্রদেবও তেমনি শ্রেষ্ঠ। উভয়েই একাত্মা, কেবল দুই মূর্ত্তি হইয়া নিত্য জগতে বিচরণ করিতেছেন মাত্র। নতুবা শঙ্কর ও বিষ্ণু উভয়ে বিভিন্ন নহেন। এই নিমিত্তই পূর্ব্বে ইহাঁরা পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মুক্তিরূপ রুদ্র ও কৃষ্ণকে নমস্কার। ত্রিনেত্র ও দ্বিনেত্রকে নমস্কার। পিঙ্গললোচন ও পদ্মলোচনকে নমস্কার। ধনুর্দ্ধর গদাধরকে নমস্কার। ময়ূরপুচ্ছধারী কেয়ূরধারীকে নমস্কার। কপালমালা বনমালীকে নমস্কার। কার্ত্তিকের পিতা প্রদ্যুম্নপিতাকে নমস্কার। ত্রিশূলধারী চক্রধারীকে নমস্কার। কনকদণ্ডধারী ব্রহ্মদণ্ডধারীকে নমস্কার। চর্ম্মবাসা পীতবাসাকে নমস্কার। লক্ষ্মীপতি উমাপতিকে নমস্কার। খট্টাঙ্গধারী মুষলধারীকে নমস্কার। ভস্মরূষিত কৃষ্ণ অঙ্গধারীকে নমস্কার। শ্মশানবাসী আশ্রমবাসীকে নমস্কার। বৃষবাহন গরুড়বাহনকে নমস্কার। অনেকরূপী বহুরূপীকে নম-

স্কার। প্রলয়কর্ত্তা সাগরশায়ীকে নমস্কার। বহুরূপী ভৈরবরূপীকে নমস্কার। বিরূপনেত্র সৌম্যনেত্রকে নমস্কার। দক্ষযজ্ঞনাশী বলিদলনকারীকে নমস্কার। পর্ব্বতবাসী সাগরশায়ীকে নমস্কার। দানবনাশন ত্রিপুরনাশনকে নমস্কার। নরকাসুরনাশী মদনভস্মকারীকে নমস্কার। সহস্রশীর্ষ বহুশীর্ষকে নমস্কার। সহস্রবাহু অসংখ্য বাহুকে নমস্কার। অন্ধকঘাতী কৈটভঘাতীকে নমস্কার। দামোদর কুশমেখলাধারী দেবকে নমস্কার। ভগবান্ নারায়ণ তোমাকে, ভগবান্ শিব তোমাকে নমস্কার। হে দেবপূজিত! হে যজুঃ ও সামবেদে গীত। হে সুরশত্রুঘ্ন! হে সুরপূজিত! হে যজ্ঞের কর্ত্তা! হে অমিতপরাক্রম! হে হরী কেশ! হে স্বর্ণকেশ! তোমাদিগকে নমস্কার।

যে ব্যক্তি রুদ্রের ও বিষ্ণুর এই স্তব বেদবিৎ ব্যাস, সীমন্, নারদ, ভারদ্বাজ, গর্গ মহাত্মা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাৎস্য, সুমন্ত অগস্ত্য, পুলস্ত্য, বা মহাত্মা সৌম্য ঋষির সহিত একত্রিত হইয়া পাঠ করেন, এবং যে ব্যক্তি এই হরিহরাত্মক স্তোত্র নিত্য ত্রিকালীন পাঠ করেন, তাঁহার রোগ দূর হইয়া বলসঞ্চার হয়। তিনি লক্ষ্মীলাভ ও স্বর্গবাস করেন। ইহা শুনিলে, অপুত্রের পুত্র জন্মে। কুমারীর সৎ স্বামী লাভ হয়। গর্ভিণী শ্রবণ করিলে সৎপুত্র প্রসব করে। যে স্থানে এই স্তোত্র পাঠ হয়, রাক্ষস, পিশাচ ভূত বা বিনায়কগণ তথায় উৎপাত করিতে পারে না।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।১৮৫

মহাত্মা কৃষ্ণ ও রুদ্রদেব যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে পর বিপক্ষ দলের মধ্যে লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কার্ত্তিকের কুম্ভাণ্ডচালিত রথে আরোহণ করিলে কৃষ্ণ, বলদেব ও প্রদ্যুম্নের প্রতি ধাবিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর কুমার কার্ত্তিকেয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা যুদ্ধস্থলে তাঁহাদিগের সকলকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় তাঁহারা তিনজন শরব্যাপ্ত ও রুধিরসিক্তগাত্রে কার্ত্তিকেয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দীপ্ততেজস্বী তিন জনেই যুদ্ধের রীতি বিলক্ষণ জানিতেন; তিন জনেই অত্যুৎকৃষ্ট বায়ব্য, আগ্নেয় ও পার্জ্জন্য অস্ত্র দ্বারা কার্ত্তিকেয়কে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন। অগ্নিনন্দনও তিন অস্ত্রে তিন জনের সেই সমস্ত অস্ত্র নিবারণ করিয়া শৈল, বারুণ, ও সাবিত্র অস্ত্রে তিন জনকে বিদ্ধ করিলেন। যখন তিন মহাত্মা দীপ্ত ধনুর্দ্ধারী, দীপ্তশরশালী কার্ত্তিকেয়ের সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ করিলেন, তখন কার্ত্তিকেয় তেজে যেন জ্বলিয়া উঠিয়া ক্রোধে অধরোষ্ঠ দংশন করত ব্রহ্মশিরোনামক কালতুল্য দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী ভীষণ, পরম দুর্দ্ধর্ষ লোকক্ষয়কর সেই অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে, সকলে হাহাকার করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। অস্ত্র তেজে অভিভূত হইয়া জগৎ ম্লান হইল। তখন কেশিনাশন প্রভু কেশব চক্র গ্রহণ করিলেন। বীর্য্যশালী মহাত্মা চক্রপাণির চক্র ত্রিলোকবিখ্যাত, সকল অস্ত্রেরই তেজ নিবারণ করে। গ্রীষ্মান্তে মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, চক্র তেমনি ব্রহ্মশিরা অস্ত্রের তেজ নাশ করিল। ব্রহ্মশিরা অস্ত্রের প্রভা, তেজ ও বীর্য্য নষ্ট হইলে, কার্ত্তিকেয়ের নয়ন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি রণস্থলে ঘৃতসিক্ত পাবকের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া, তাঁহার এক শত্রুনাশিনী প্রিয় শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি দারুণ ময়, ঘোরদর্শন ও ভয়ঙ্কর। তাহার দীপ্তি মহোল্কা ও যুগান্তকালীন অনলের তুল্য; চতুর্দ্দিকে ঘণ্টামালা বিলম্বিত। শুভ্র রোষবতে

সেই অমোঘশক্তি নিক্ষেপ করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দীপ্তমুখী সেই মহাশক্তি কৃষ্ণের বিনাশবাসনায় আকাশমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া গমন করিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ শক্তি দর্শনে মহাবিষণ্ণ হইলেন। এবং এই বারেই কৃষ্ণ দগ্ধ হইলেন; এইরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই শক্তি নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র মহাবল কৃষ্ণ হুঙ্কার শব্দে উহাকে ভূমিতলে পাতিত করিলেন। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য সাধুবাদ আরম্ভ হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

এই সময় বাসুদেব পুনর্ব্বার দৈত্য বিনাশ আশয়ে চক্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সেই চক্রাস্ত্র পরিত্যক্ত হইলে মহাদেবের আজ্ঞাক্রমে দিগ্বাসা কোটবীদেবী দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কুমারকে রক্ষা করিবার জন্য মধ্যস্থলে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দেবী কোটবী পার্ব্বতীর অষ্টমাংশ, উঁহার নাম লম্বা। ভগবান মধুসূদন মধ্যস্থলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, তোমাকে ধিক্! তুমি শীঘ্র এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আমি এক জনকে বিনাশ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি, তুমি তাহাতে বিঘ্ন করিতেছ কেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন এই কথা শ্রবণ করিয়া কোটবীদেবী কুমারের রক্ষা হেতু বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কুমারকে লইয়া, শীঘ্র রণস্থল হইতে চলিয়া যাও। নতুবা মঙ্গল নাই, আজ যে যুদ্ধ করিতে আসিবে, আমি তাহারই সহিত যুদ্ধ করিব। ইহা বলিয়া ভগবান্ উপেন্দ্র চক্র সংহরণ করিয়া লইলেন। ও দিকে কোটবীদেবীও কার্ত্তিকেয়কে লইয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

এইরূপে কুমারকে রক্ষা করিয়া লইয়া যাওয়া হইল, দেখিয়া বাণ স্বয়ং উপস্থিত হইল; ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, স্বয়ং কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই স্থির করিল।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৮৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বাণ যুদ্ধার্থ কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল; ভেরী তূরী বাজিয়া উঠিল; বীরগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। বাণ বহির্গত হইয়া যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইল দেখিয়া কৃষ্ণ গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বাণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তেজস্বী যাদব বেগশালী গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া, বাণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, আজ আর জীবন লইয়া ফিরিতে হইবে না; দ্বারকা, বা দ্বারকাবাসী বন্ধুবর্গকে আর দেখিতে পাইবে না। মাধব! কাল তোমায় প্রেরণ করিয়াছে, আজ তুমি আমা কর্ত্তৃক যুদ্ধে অভিভূত ও মৃত্যু দশা প্রাপ্ত হইয়া দেখিবে, বৃক্ষের অগ্রভাগ সমস্ত সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে। গরুড়ধ্বজ! আজ তুমি অষ্টমাত্র বাহু লইয়া সহস্রবাহু আমার সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিবে? আজ এই শোণিতপুরে আমা কর্ত্তৃক সবান্ধবে যুদ্ধে নির্জ্জিত হইয়া তোমাকে দ্বারকা স্মরণ করিতে হইবে. আজ দেখিবে, আমার এই নানা অস্ত্র শস্ত্রধারী নানা অলঙ্কার ভূষিত সহস্র বাহু কোটি হইয়া উঠিয়াছে।

বাণ এই প্রকারে দুর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে, সাগর হইতে বিবিধ উপসাগর ও পবনচালিত তরঙ্গমালার ন্যায় তাহার মুখ হইতে মহাঘোর বাক্তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার দুই লোচন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া যেন অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল; বোধ হইতে লাগিল যেন জগৎ দাহ করিতে উদ্যুক্ত হইল। নারদ বাণের উক্তপ্রকার গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া একরূপ উচ্চৈ-

স্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন, যে হাস্য শব্দে আকাশমণ্ডল যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। ঋষি যুদ্ধ দর্শন করিবার আগ্রহে গোগণ্ট দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এবং কৌতূহলোৎফুল্ল লোচনে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

বাসুদেব কহিলেন, বাণ! অহঙ্কার বশতঃ বৃথা কেন তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছ। বীরগণ অনর্থক বাক্য ব্যয় করেন না। এস, এস, যুদ্ধ কর; যুদ্ধস্থলে কেবল তর্জ্জন গর্জ্জন করিবার প্রয়োজন কি? দানব! যদি কেবল তর্জ্জন গর্জ্জনেই যুদ্ধে জয় হইত, তাহা হইলে, তুমি যে প্রকার বৃথা বাক্য ব্যয় করিতেছ, তাহাতে তোমারই জয় হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাণ! এস, এস, আমাকে জয় কর, না হয়, আমা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অধোবদনে দীনভাবে চিরকালের জন্য ধরায় পতিত হইয়া নিদ্রা যাও।

কৃষ্ণ এই কথা কহিয়া মত্ত মহা মর্ম্মভেদী অমোঘ বাণ দ্বারা বাণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণের পরিত্যক্ত মর্ম্মভেদী শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বাণও শরজাল বর্ষণ করত কৃষ্ণকে আচ্ছন্ন করিল। কৃষ্ণ প্রজ্বলিত পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, গদা, তোমর, শক্তি, মুষল ও পট্টিশসমূহে আবৃত হইলেন। সহস্রবাহুগর্ব্বে গর্ব্বিত বাণ দ্বিবাহু কৃষ্ণের সহিত অবলীলাক্রমে বিবিধ প্রকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন শঙ্খচক্রগদাধারী কৃষ্ণ অষ্টবাহু প্রকাশ করিয়া সহস্রবাহু বাণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বলির পুত্র দানবরাজ কৃষ্ণের লঘুহস্ততা দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে যে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ত্রিলোক বশীভূত ছিল, যে মহৎ দিব্য অস্ত্র তপোবলে নির্ম্মিত হইয়াছিল, যে অস্ত্র পূর্ব্বে কখনই যুদ্ধে ব্যর্থ হয় নাই এবং যাহা সকল প্রকার শত্রুকেই সংহার করিতে পারিত, সেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। অস্ত্র ত্যক্ত হইবামাত্র দশ দিক্ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সর্ব্বত্রেই অতি ভীষণ বিবিধ উৎপাত আরম্ভ হইল। জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়াতে, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। দানবগণ, সাধু, সাধু, শব্দে বাণের প্রশংসা করিতে লাগিল। দেবগণ উচ্চৈস্বরে হা! হা! ধিক্! শব্দ করিয়া উঠিলেন। অস্ত্রবল প্রভাবে অতি প্রদীপ্ত অতি ভীষণ ঘোরদর্শন মহাবেগসম্পন্ন বাণবৃষ্টি হইতে লাগিল। বায়ু আর বহিতে পারিলেন না; মেঘসঞ্চার রোধ হইল। কেশব বাণের ত্যক্ত অস্ত্রধারা দগ্ধ হইতে লাগিলেন। অনন্তর মধুসূদন যুদ্ধস্থলে যমেরও বিনাশকারী মহাবেগসম্পন্ন পার্জ্জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখনি জগৎ অন্ধকারমুক্ত এবং ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। তাহাতে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় দানবমাত্রেরই মনোভঙ্গ হইল। এই প্রকারে পার্জ্জন্যাস্ত্র মন্ত্রপূত করাতে দানবাস্ত্র ব্যর্থ হইল। তখন দেবগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহারাজ! অস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া দানব ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া গরুড়পৃষ্ঠস্থ কেশবকে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ আহ্বান পূর্ব্বক, শত শত মুষল ও পট্টিশ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদন করিল। শত্রুসংহারী কেশব হাস্য করিয়া সত্বর তাহার সেই বাণবৃষ্টি সমস্ত নিবারণ করিয়া বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক অতি তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মহাতেজা কেশব শার্ঙ্গধনু দ্বারা বজ্র তুল্য শত শত বাণ নিক্ষেপ করিয়া বাণের সেই রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও পতাকা সমস্ত তিল তিল করিয়া খণ্ড করিলেন; বাণের শরীর হইতে কবচ কাটিয়া ফেলিলেন; মহাপ্রভাসম্পন্ন মুকুট ছেদন করিলেন; শরাসন ও হস্তাবরণ কর্ত্তন করিলেন; এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া দানবের বক্ষঃস্থলে নারাচ প্রহার করিলেন। দানব নারাচ দ্বারা মর্ম্ম স্থানে আহত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইল; তাহার জ্ঞান লোপ পাইল। নারদ প্রধান প্রাসাদে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন; বাণ

প্রহারে ব্যথিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল দেখিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ উত্থান পূর্ব্বক দর্শন ও কক্ষবাদ্য করিতে লাগিলেন; এবং পরমভাগ্য বলিয়া নখবাদ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, কি আনন্দের বিষয়, অদ্য জন্ম সকল, জীবন সকল। আজ আমি দামোদরের এই আশ্চর্য্য পরাক্রম দর্শন করিলাম। হে মহাবাহো! হে দেবপূজিত! দিতিনন্দন বাণকে জয় কর। যে উদ্দেশে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা সিদ্ধ কর। নারদ এইপ্রকারে কৃষ্ণের স্তব করত ইতস্ততঃ যে সকল শাণিত বাণ পতিত হইতেছিল, তদ্দ্বারা আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কেশবের সহিত বাণের মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতেছে, ইতি মধ্যে উভয় পক্ষের উভয় বাহনে যুদ্ধার্থ পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইল। দেব দানবের ন্যায় উভয় বাহন গরুড় ও ময়ূরের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গরুড় ও ময়ূর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর পক্ষ, তুণ্ড, চরণাগ্র ও নখ প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবল বিনতানন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া, সত্বর মুখ দ্বারা প্রদীপ্ত তেজস্বী ময়ূরের মুণ্ড ধারণ করিলেন। এবং দক্ষিণ পক্ষ দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুই চরণ দ্বারা দুই পার্শ্বে আঘাত ও উপর্য্যুপরি নানা স্থানে প্রহার করত অজ্ঞান করিয়া বলে আকর্ষণ পূর্ব্বক ময়ূরকে সূর্য্যের ন্যায় আকাশ হইতে পাতিত করিলেন। ময়ূর পাতিত হইলে, মহাবল বাণ ভূমিতলে পতিত হইল; এবং নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া নিজের কর্ম্ম চিন্তা করিতে লাগিল; আমি অতি বল হেতু উন্মত্ত হইয়া বন্ধুজনের বাক্য গ্রাহ্য করি নাই; সেই জন্য দেব দানবগণের সমক্ষে আমাকে এই ঘোর বিপদে পতিত হইতে হইল।

বাণ এই প্রকারে রণ স্থলে এইরূপে ম্লানো- মধ্যে অবসন্ন ও উদ্বিগ্ন হইল বুঝিতে পারিয়া ভগবান্ রুদ্র কাতর হইয়া বাণের রক্ষা বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে দেব গম্ভীর বাক্যে নন্দিকে কহিলেন, নন্দিকেশ্বর! তুমি রথে আরোহণ করিয়া বাণের নিকট গমন কর; এবং এই সিংহযুক্ত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া উহাকে শীঘ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাও; আমি আর প্রমথগণের মধ্যে গমন করিতেছি না; যুদ্ধ করিতে আর আমার মন নাই। সত্বর বাণকে গিয়া রক্ষা কর।

গণশ্রেষ্ঠ নন্দি যে আজ্ঞা বলিয়া গমন করিলেন, এবং যে স্থানে বাণ অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া মৃদুস্বরে বাণকে কহিলেন, দৈত্য! এই রথে আরোহণ কর। হে মহাবাহো! শীঘ্র আগমন কর। আমি তোমার সারথি হইতেছি, এস, যুদ্ধ কর, বিলম্ব করিও না। তখন বাণ অমিততেজস্বী ধীমান্ মহাদেবের রথে আরোহণ করিল। ব্রহ্মনির্ম্মিত সেই রথে আরোহণ করিয়াই অতি বীর্য্যশালী বাণ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাজ্বালাময় ব্রহ্মশির নামক প্রদীপ্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিল। ব্রহ্মশির অস্ত্র তেজ প্রকাশ করিলে জগৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। ব্রহ্মলোক রক্ষার নিমিত্ত ঐ অস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ চক্র দ্বারা ঐ অস্ত্র নাশ করিয়া ত্রিলোকবিদিত যুদ্ধে তুলনারহিত বাণকে কহিলেন, বাণ! এত যে অহঙ্কার করিতেছিলে, সে সকল কোথায় গেল; আর কেন অহঙ্কার করিতেছ না? এই আমি রহিয়াছি; যুদ্ধ কর; পুরুষ হও। পূর্ব্বে কার্ত্তবীর্য্য নামে এক মহীপাল ছিলেন; তাঁহার সহস্র বাহু ছিল; পরশুরাম যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সহস্র বাহুর বলের জন্য তোমার অহঙ্কারও সেইরূপ। রণ স্থলে আমি এখনই তোমার অহঙ্কার নাশ করিতেছি; যতক্ষণ তোমার অহঙ্কারের হেতুভূত

বাহু সকলকে ছেদন না করিতেছি, ততক্ষণই তোমার অহঙ্কার। ছিঃ, ছিঃ, আজ যুদ্ধে তোমার নিস্তার নাই।

এ দিকে নারদ সেই অতি অসাধারণ পরম ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিলেন। ও দিকে, যে প্রমথগণ প্রদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারা মহাত্মা প্রদ্যুম্নের নিকট পরাজিত হইয়া যুদ্ধের কথা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার মহাদেবের নিকট গমন করিল। ঐ সময় পুরুষোত্তম কৃষ্ণ গ্রীষ্মকালীন মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া, বাণের বাহু সকল ছেদন করিবার নিমিত্ত সহস্রধার চক্রাস্ত্র গ্রহণ, এবং তাহাতে জ্যোতিষ্কগণ, ইন্দ্র, বসু, অগ্নি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সর, হোত্রাগ্নি, ব্রহ্মচর্য্যাগ্নি, ঋষিগণের তপস্যা, ও পতিব্রতাদিগের তেজ, মৃগপক্ষিগণের তেজ, এবং তদ্ভিন্ন ত্রিলোকের যাবদীয় তেজ যোজনা করিলেন। ঐ সমস্ত তেজের সহিত সংযুক্ত হওয়াতে চক্র প্রদীপ্ত বেগে জ্বলিয়া উঠিল এবং বাণের সম্মুখ ভাগে অবস্থিত হইয়া তাঁহারও শরীর হইতে তেজ আকর্ষণ করিতে লাগিল। রণস্থলে ভগবান্ কৃষ্ণের হস্তে উদ্যতচক্র দর্শন করিয়া এবং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উত্তেজিত ঐ অতি তেজস্বী চক্রাস্ত্রকে অপ্রমেয় ও অনিবার্য্য জানিয়া, শিব রুদ্রাণীকে কহিলেন, কৃষ্ণ যে চক্র ধারণ করিয়াছেন, ইহা ত্রিলোকের অজেয়। দেবি! চক্র পরিত্যাগ না করিতে করিতে তুমি যাইয়া বাণকে রক্ষা কর। ত্রিলোচনের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী লম্বাকে আদেশ করিলেন, লম্বে! তুমি বাণকে রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্র গমন কর। এই কথা কহিয়া হিমাচল নন্দিনী যোগাবলম্বনপূর্ব্বক অদৃশ্য হইয়া কৃষ্ণের পার্শ্বে গমন করত কেবল তাঁহাকেই নিজরূপ দর্শন করাইলেন। পরক্ষণেই অন্তর্হিত হইয়া বাস পরিত্যাগ করিলেন; এবং বিবসনা হইয়া বাণের রক্ষার জন্য বাসুদেবের সম্মুখে বিজয়া কোটবী রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন কৃষ্ণ রুদ্রপ্রেরণী লম্বাদেবীকে পুনর্ব্বার উপস্থিত ও দণ্ডায়মান দর্শন করিয়া কহিলেন, হে অনিন্দিতলোচনে। আবার তুমি বাণকে রক্ষা করিবার জন্য বিবস্ত্রা হইয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান হইলে। যাহাই হউক, আজ আমি বাণকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই। বাণের রক্ষাপ্রার্থিনী দেবী কৃষ্ণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, আমি জানি, তুমি সর্ব্বলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা, পুরুষোত্তম, মহাভাগ, মহাদেব, অনন্ত, নীল, অক্ষয়, পদ্মনাভ, হৃষীকেশ এবং লোকের আদি ও উৎপত্তি কর্ত্তা। কিন্তু অপ্রমেয় বাণকে যুদ্ধে সংহার করা তোমার উচিত হয় না; বাণকে অভয় দান কর; আমিও ভিক্ষা করিতেছি, যেন আমাকে মৃতপুত্রা হইতে না হয়। আমি পূর্ব্বে ইহাকে অভয় দান করিয়াছিলাম; সেই জন্যই এক্ষণে রক্ষা করিতে আসিয়াছি। মাধব! আমার চেষ্টা বিফল করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না।

দেবী এই কথা কহিলে শত্রুনগরীজেতা কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ভাবিনি! সত্য কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। বাণ সহস্র বাহুর দর্পে দর্পিত হইয়া গর্জ্জন করিতেছে। আজ উহার বাহু সকল অবশ্যই ছেদন করিতেই হইবে। দ্বিবাহু বাণকে লইয়া তোমায় জীবপুত্রা থাকিতে হইবে। দানবগর্ব্ব থাকিতে, এ কখনই আমার বশীভূত হইবে না।

অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ এই কথা কহিলে, দেবী কহিলেন,— দেব! বাণ এইরূপ হইয়াই জীবিত থাকুক। অনন্তর কার্ত্তিকেয়ের মাতাকে বিদায় করিয়া যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ মহাবাহু রথিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে বাণকে কহিলেন, বাণ! যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর; অসমর্থ ব্যক্তিকে যেমন রক্ষা করিতে হয়, তেমনি কোটবী

আসিয়া তোমার পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন; তোমার পৌরুষে ধিক্। এই কথা কহিয়া মহাত্মা কৃষ্ণ যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া চক্র উত্তোলন পূর্ব্বক বাণের প্রতি চক্র ত্যাগ করিলেন। যুদ্ধস্থলে চক্র ক্ষেপণ করিলে, স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগৎ মূর্চ্ছিত হয়; এবং মাংসভোজী প্রাণিগণ আনন্দ লাভ করে। গদাধর কোপে প্রজ্বলিত হইয়া, সেই সূর্য্যসম তেজস্বী অতুল কর্ম্মকর চক্র উত্তোলন করিয়া দানবতেজ নাশ করত ঐ চক্রাস্ত্র দ্বারা বাণের বাহু সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুচক্র রণস্থলে বাণের রথের চতুষ্পার্শ্বে অলাতচক্র ও দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় এত শীঘ্র ভ্রমণ করিতে লাগিল যে তাহার রূপ লক্ষিত হইল না। ঐ সুদর্শন চক্র এক এক করিয়া রণস্থলে বাণের বাহু সকল ছেদন করিল; এবং দুই মাত্র বাহু অবশিষ্ট রাখিয়া বাণকে ছিন্নশাখ শাখীর ন্যায় করিয়া পুনর্ব্বার কৃষ্ণের হস্তে গিয়া উপস্থিত হইল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দৈত্য-বিনাশসাধন চক্র নিজ কার্য্য সাধন করিলে পর মহাবল বাণের দেহ প্রভূত শোণিতে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। বাহু সকল ছিন্ন হওয়াতে, বাণ পর্ব্বতের ন্যায় আকৃতি ধারণ করিল এবং রুধির দর্শনে উন্মত্ত হইয়া বিবিধ প্রকার শব্দ করিতে লাগিল। শত্রু সংহারী কেশব তাহার মহাচীৎকারে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার চক্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। তখন মহাদেব তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমি জানি, তুমি পুরুষোত্তম, মধুকৈটভের বধকর্ত্তা, ও সনাতন দেবদেব। হে দেব! তুমি জগতের আশ্রয়, তুমিই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ; কি দেব, কি অসুর, কি মনুষ্য, ত্রিলোকে কেহই তোমাকে জয় করিতে পারে না। তুমি রণস্থলে শত্রুগণের ভয়জনক এই যে অনিবার্য্য, অমোঘ দিব্য চক্র উত্তোলন করিয়াছ, ইহা সংহার কর। হে কেশিসূদন! আমি পূর্ব্বে বাণকে অভয়দান করিয়াছি; অতএব আমার বাক্য মিথ্যা না হয়, এই জন্য তোমাকে ক্ষমা করিতে বলিতেছি।

কৃষ্ণ কহিলেন, দেব! বাণ জীবিত থাকুক, আমি এই অস্ত্র সংহার করিলাম। তোমাকে মান্য করা সমস্ত দেবদেব ও অসুরগণের কর্ত্তব্য। তোমাকে নমস্কার; আমি চলিলাম; আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে; অতএব আমাকে অনুমতি কর।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৮৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ মহাদেবকে এই কথা কহিয়া, প্রদ্যুম্ননন্দন বাণ দ্বারা বদ্ধ হইয়া যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। কৃষ্ণ গমন করিলে পর, নন্দী হিতসাধনার্থ বাণকে কহিলেন, বাণ! তুমি এই ক্ষত শরীরেই মহাদেবের নিকট গমন কর। নন্দীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বাণ সত্বর গমন করিতে উদ্যুক্ত হইল। তখন প্রতাপশালী নন্দী রথ ফিরাইয়া ছিন্ন বাহু বাণকে মহাদেবের সন্নিকটে লইয়া গেলেন। এবং পুনর্ব্বার তাহাকে কহিলেন, বাণ! বাণ! নৃত্য করিতে আরম্ভ কর; তোমার মঙ্গল হইবে। দেখিতেছি, মহাদেব তোমার প্রসন্ন হইয়াছেন। নন্দীর এবম্প্রকার পরামর্শানুসারে বাণ জীবন প্রার্থী হইয়া শোণিতাক্ত গাত্রে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, তৎকালে ভয়ে জ্ঞানলোপ হইয়া ছিল; তাহার চক্ষুর চাঞ্চল্য দেখিয়াই বোধ হইতে ছিল, তাহার গুরুতর ভয় হইয়াছে। নন্দীর পরা-

মর্য্যাদানুসারে বাণকে ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে নৃত্য ক'রতে দেখিয়া ভক্তবৎসল মহাদেবের মনে দয়ার সঞ্চার হইল; তখন তিনি বাণকে কহিলেন, বাণ! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; দয়া করিবার যথার্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বাণ কহিল, দেব। আমি যেন, অভয় ও অমর হই, আমার প্রথম প্রার্থনা এই। যদি আমাকে বর দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দান করুন।

হর কহিলেন, বাণ! তুমি দেবগণের সমান, তোমার মৃত্যু নাই; অতএব অন্য বর প্রার্থনা কর; তোমার প্রতি আমি সর্ব্বদা অনুকূল।

বাণ কহিল, আমি যেমন শোণিতে অভিষিক্ত ও ক্ষতজন্য পীড়ায় পীড়িত হওয়াতে, বিষম কাতর হইয়া নৃত্য করিতেছি, যাহারা এইরূপে নৃত্য করিবে, তাহারা যেন আপনার পুত্র হইতে পারে।

হর কহিলেন, আমার যে সকল ভক্ত সত্য ও সরলতায় নিরত এবং ক্ষমাশালী হইয়া উপবাস পূর্ব্বক এইরূপে নৃত্য করিবে, তাহারা এইরূপই হইবে। পুত্র! তুমি এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর, তোমাকে ঐ বর দান করিব; তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক।

বাণ কহিল, ভব! চক্রচ্ছেদন হেতু আমার যে অতি তীক্ষ্ণ ঘোর যাতনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার শান্তি হউক, আমাকে আপনি এই তৃতীয় বর দান করুন।

হর কহিলেন, হে অসুরশ্রেষ্ঠ! তোমার আর চক্রচ্ছেদন জন্য বাধা থাকিবে না; তোমার গাত্রে বল সঞ্চার হইবে। এক্ষণে তোমাকে চতুর্থ বর দান করিব, তোমার যাহা মনোমত হয়, প্রার্থনা কর। বৎস! আমি তোমার প্রতি বিমুখ নহি, প্রত্যুত প্রসন্নই হইয়াছি।

বাণ কহিল, বিভো! আমি যেন প্রমথগণের প্রধান হইয়া, মহাকাল নামে বিখ্যাত হই!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাদ্যুতি মহাদেব বাণকে কহিলেন, বাণ! তাহাই হইবে। তুমি আমার আশ্রয়ে দিব্যরূপী হইবে। তোমার গাত্রে ক্ষত ও বাধা থাকিবে না। আমি তোমাকে বর দান করিতেছি, তোমার কোথাও ভয় থাকিবে না। হে বিখ্যাত বলবন্! হে বিখ্যাত পৌরুষশালিন্! যথার্থ বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার আর ও যাহা ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে দান করিব।

বাণ কহিলেন, হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি যেন কুরূপ না হই; দুই বাহু হইলেও আমি যেন দেখিতে কদাকার না হই।

হর কহিলেন, হে মহাসুর! তোমার বাসনা সমস্তই পূর্ণ হইবে। তুমি আমার ভক্ত; ভক্তকে অদেয় আমার কিছুই নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাদেব নিকটে বর্ত্তমান বাণকে কহিলেন বাণ! তুমি যে যে রূপ বলিলে, সমস্তই সেইরূপ হইবে। ভগবান্ ত্রিলোচন এই কথা কহিয়া সগণে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।১৮৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উক্তপ্রকার কয়েকটী বর প্রাপ্ত হইয়া বাণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল; এবং মহাকাল নাম প্রাপ্ত হইয়া মহাদেবের সহিত প্রস্থান করিল। এ দিকে বাসুদেব নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! অনিরুদ্ধ কোথায় নাগ পাশে বদ্ধ রহিয়াছে, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি; স্নেহ বশতঃ আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। বীর অনিরুদ্ধকে হরণ করাতে দ্বারকানগরী অস্থির

হইয়াছে। আমি তাহাকে অতি সত্বর মুক্ত করিব; সেই জন্যই আমরা আগমন করিয়াছি। এক্ষণে তাহার শত্রু নাশ হইয়াছে, আমরা তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। হে সুব্রত! হে ভগবন্! আপনি ঐ স্থান জ্ঞাত আছেন।

কৃষ্ণ এই কথা কহিলে, নারদ উত্তর করিলেন, মাধব! কুমার অন্তঃপুর মধ্যে নাগপাশে বদ্ধ রহিয়াছেন। এই কথা বলিতে বলিতে চিত্রলেখা সত্বর তথায় উপস্থিত হইল; এবং কহিল, দেব! এই; এই দিকে মহাত্মা দানবরাজ বাণের অন্তঃপুর; আসুন, নির্ব্বিবাদে প্রবেশ করুন।

অনন্তর বলদেব, গরুড়, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধকে মুক্ত করিবার জন্য প্রবেশ করিলেন। যে সকল বাণাকৃতি মহাসর্প অনিরুদ্ধের শরীর বেষ্টন করিয়াছিল, গরুড় আসিতেছে দেখিয়া, তাহারা অস্তে ব্যস্তে অনিরুদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করিল; বাণ সকল প্রকৃত বাণ হইয়াই রহিল। অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ গিয়া অনিরুদ্ধকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অনিরুদ্ধ মনোমধ্যে আনন্দিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেবদেব! যুদ্ধে চিরকাল আপনারই জয় হইয়া থাকে; আপনার সম্মুখে কোন্ ব্যক্তি অবস্থিত করিতে পারে সাক্ষাৎ শচীপতিও সমর্থ নহেন।

ভগবান্ কহিলেন, সত্বর গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ কর; চল, দ্বারকা গমন করি। এই কথা শুনিয়া অনিরুদ্ধ বুঝিতে পারিলেন, বাণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে; অতএব তাঁহার ও উষার মন আনন্দিত হইল। প্রতাপশালী অনিরুদ্ধ উল্লাসিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহাবল যশস্বী বলভদ্রকে প্রণাম করিলেন। পরে মহাত্মা মাধব ও মহাবীর্য্য পক্ষিরাজ গরুড়কে প্রণাম করিয়া অবশেষে চিত্রবাণধারী পিতা প্রদ্যুম্নের নিকটে গিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। কুলশোভিনী উষাও সখীগণসমভিব্যাহারে সলজ্জ ভাবে অতিবলশালী বলদেব, চতুর্ভুজ বাসুদেব, অসংখ্যগতি গরুড় ও কামদেবকে প্রণাম করিলেন। এই সময় ইন্দ্রের আদেশ ক্রমে পরমদ্যুতিশালী নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং বাসুদেবের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, পুরন্দর শত্রুসংহারকারী দেব গোবিন্দের বৃদ্ধি কামনা করিতেছেন। গোবিন্দ! আজ সৌভাগ্য ক্রমে তুমি অনিরুদ্ধকে লাভ করিয়া বৃদ্ধিশালী হইলে। তখন অনিরুদ্ধ ও অন্যান্য সকলে নারদকে প্রণাম করিলেন। দেবর্ষি আশীর্ব্বাদ ও ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, বিভো! দানপূর্ব্বক জিত কন্যার বিবাহ প্রথা অনুসারে, আজ অনিরুদ্ধের বিবাহ দেওয়া হউক; বরপক্ষীয় স্ত্রীগণের বচনপরম্পরা শ্রবণ করিতে আমার কৌতূহল জন্মিতেছে। নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে উচ্চৈঃহাস্য করিয়া উঠিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ কহিলেন, তবে তাহাই করুন, বিলম্ব করিবেন না।

এই কথা হইতেছে, ইতি মধ্যে কুম্ভাণ্ড বিবাহোপযুক্ত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে নমস্কার করিল, এবং কহিল, হে মহাবাহো কৃষ্ণ! আমাদিগকে অভয় দান করুন; আমি আপনার শরণাগত হইলাম; দেব! প্রসন্ন হউন; এই আমি কর যোড় করিতেছি।

নারদ বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুসূদন ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা কুম্ভাণ্ডকে অভয় দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে কহিলেন, হে মন্ত্রিপ্রবর কুম্ভাণ্ড! হে সুব্রত! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার সৎকার্য্য আমি জ্ঞাত আছি; তুমি এই রাজ্যের রাজা হও। এবং জ্ঞাতি ও স্বপক্ষদিগকে লইয়া পরমসুখে কাল যাপন কর। আমি তোমাকে রাজ্য দান

করিলাম। তুমি আমার আশ্রয়ে দীর্ঘকাল ভোগ কর।

বীর্য্যশালী কৃষ্ণ মহাত্মা কুম্ভাণ্ডকে এই প্রকার অভয় দান করিয়া অনিরুদ্ধের বিবাহ সম্পাদন করিলেন। অনিরুদ্ধের বিবাহে অগ্নি সাক্ষাৎ উপস্থিত হইলেন, এবং নক্ষত্র সকল শুভসূচনা করিতে লাগিল। অনন্তর অপ্সরোগণ আমোদ করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিল। অনিরুদ্ধও ভার্য্যার সহিত স্নান করিয়া সুন্দর বসন ভূষণাদি পরিধান করিলেন। তখন গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ বিবাহোৎসবের শোভা সম্পাদন করত সুমিষ্ট মঙ্গল বাক্যে গান আরম্ভ করিল।

ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৮৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শত্রুসংহারকারী কৃষ্ণ বরদাতা মহাদেব, দেবী পার্ব্বতী, এবং কার্ত্তিকেয়কে নিমন্ত্রণ করত সমস্ত দেবগণ সমভিব্যাহারে অনিরুদ্ধের বিবাহ কার্য্য সমাধান করিয়া দ্বারকাগমনে উদ্যুক্ত হইলেন। কৃষ্ণ দ্বারকাগমনে ইচ্ছুক হইয়াছেন জানিয়া, কুম্ভাণ্ড তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য কহিলেন, হে কমললোচন! আমি কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বাণের গাভী সকল এক্ষণে বরুণের অধিকারে রহিয়াছে। মাধব! ঐ সকল গাভী অমৃতের ন্যায় দুগ্ধ দান করে। ঐ দুগ্ধ পান করিলে মনুষ্য অতি বলবান্ ও দুর্জ্জয় হইয়া উঠে। তখন হরি মনোমধ্যে আনন্দিত হইয়া, তথায় গমন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এইরূপ ভাবিয়া গমন করা স্থির করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কেশবের বিবিধ স্তবস্তুতি করিয়া নিজ পার্ষদগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ইন্দ্র মরুদ্গণের সমভিব্যাহারে দ্বারকা যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণ যে স্থানে গমন করেন, সকলেই তাঁহার প্রিয় সাধন করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করিতেন। দেবী পার্ব্বতী সখীগণ সমভিব্যাহারে উষাকে ময়ূর বাহনে দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর মহাবল বলরাম কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন ও বীর্য্যশালী অনিরুদ্ধ গরুড়ে আরোহণ করিলেন। পক্ষিরাজ তেজস্বী গরুড় বৃক্ষরাজি উন্মূলন ও মেদিনী কম্পিত করিয়া যাত্রা করিলেন। গরুড় যাত্রা করিলে, দশদিক্ আকুল হইল; আকাশমণ্ডল ধূলিপটলে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; দিবাকরের তেজ মন্দ হইল। এইরূপে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ মহাতেজস্বী বাণকে জয় করিয়া বহু দূর গমন করিলেন। ক্রমে আকাশপথে বরুণের দিকে উপস্থিত হইয়া মহাত্মাগণ বাণের দিব্যগন্ধপ্রবাহিনী গাভী সকল দেখিতে পাইলেন। গাভীগণ বিচরণ করিতে করিতে সমুদ্র তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কুম্ভাণ্ড যেরূপ বলিয়া দিয়াছিল, তদনুসারে ঐ সকলকে বাণের গাভী বলিয়া চিনিতে পারিয়া যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ কার্য্যকুশল জগতের আদি ও অন্ত কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেন, ঐ সকল গ্রহণ করিবেন। তখন তিনি গরুড়কে কহিলেন, গরুড়! যে স্থানে বাণের গোধন রাখিয়াছে, তুমি ঐ স্থানে গমন কর। সত্যভামা আমাকে বলিয়া দিয়াছিল, বাণের গাভীগুলি আমার জন্য লইয়া আসিবে। ঐ গাভী সকলের দুগ্ধ পান করাতেই মহাসুরগণের বল ক্ষীণ হয় না। প্রাণী সকল উহাদিগের দুগ্ধ পান করিলে, শোক ও বার্দ্ধক্যশূন্য হয়। যদি তোমার কার্য্যের হানি না হয়, তাহা হইলে, আমার জন্য ঐ সকল গাভী লইয়া আসিবে। আর যদি কার্য্যের হানি হয়, তাহা হইলে উহাদিগের প্রতি মন করিও না। সত্যভামা আমাকে এই কথা বলিয়াছিল। আমিও গাভী সকলের গুণ জ্ঞাত আছি।

গরুড় কহিলেন, দেব! দেখিতেছি, গাভী স্বরূপ আমাকে দর্শন করিয়া সহসা সাগর-গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। কৃষ্ণ বলিলেন, যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর। গরুড় যে আজ্ঞা বলিয়া পক্ষপবনে সাগর বিক্ষোভিত করিয়া, সহসা সাগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গরুড় বেগে বরুণালয়ে প্রবেশ করিলেন, দেখিয়া বরুণলোকবাসী সকলে ভীত হইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্তর অতি দুর্জ্জয় বরুণসৈন্য মায়াময় অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া বাসুদেবের প্রতি ধাবিত হইল। সহস্র সহস্র বরুণসৈনিক যেমন আগমন করিল, মহাত্মা কেশব তখনি তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। তখন তাহারা পলায়ন করিয়া বরুণালয়েই প্রবেশ করিল। অনন্তর বরুণের পঞ্চাশ ষষ্টি সহস্র রথ ও ষষ্টিশঃ রথী বিবিধ দীপ্ত অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। কিন্তু ঐ সৈন্য কৃষ্ণের অসংখ্য বাণে চারিদিকেই দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন বরুণসেনা পরিত্রাণ নাই দেখিয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। ঐ সময় বলবান বীর কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বিবিধ বাণ ক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন; গরুড়ও প্রহার করিতে থাকিলেন।

অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিলেন দেখিয়া, বরুণ বেগে কৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন। ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ স্তব করতে করিতে তাঁহার অনুগামী হইলেন। বরুণের মস্তকে সলিলধারা-বর্ষী শ্বেত ছত্র, এবং হস্তে অতি উৎকৃষ্ট শরাসন। সলিলপতি সসৈন্য পুত্র পৌত্রাদি সমভিব্যাহারে মহাধনু আকর্ষণ করিয়া যুদ্ধার্থ কৃষ্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পরে শঙ্খ আস্ফালন করিয়া কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন; এবং সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় শরজাল বিস্তার করিয়া কৃষ্ণকে আচ্ছন্ন করিলেন। কৃষ্ণও পাঞ্চজন্য শঙ্খ আধ্মাপন করিয়া শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে দিক্ সকল আকুল হইয়া উঠিল। বরুণদেব কেশবের সমুজ্জ্বল বাণপাতে নিতান্ত পীড়িত হইয়াও, হাসিতে হাসিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব রণস্থলে বৈষ্ণবাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া ধীমান্ বরুণকে কহিলেন, তোমাকে বধ করিবার নিমিত্ত আমি এই শত্রু-মথন-কারি মহাবেগ-সম্পন্ন বৈষ্ণবাস্ত্র উত্তোলন করিলাম, ক্ষণকাল স্থির হও। এই কথা শুনিয়া মহাবল বরুণদেব ঐ বৈষ্ণবাস্ত্রে স্বীয় বারুণাস্ত্র যোজনা করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। বৈষ্ণবাস্ত্র নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত বরুণাস্ত্র হইতে প্রভূত জল নির্গত হইতে লাগিল। বরুণাস্ত্রের জল যেমন পতিত হয়, বৈষ্ণবাস্ত্র অমনি অধিকতর জ্বলিয়া উঠে। এইরূপে বরুণাস্ত্রের সমুদায় জল শোষণ করিয়া, বৈষ্ণবাস্ত্র পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। বৈষ্ণবাস্ত্র জ্বলিয়া উঠিলে দিক্ সকল ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। অস্ত্র প্রজ্বলিত হইল দেখিয়া বরুণ কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মহাভাগ! তোমার মূল স্বরূপা পূর্ব্ব প্রকৃতি স্মরণ কর। তমোগুণ পরিত্যাগ কর; তমোগুণ বশতঃ বিস্মৃত হইতেছ কেন? হে যোগেশ্বর! হে মহামতে! তুমি আবহমান কাল সত্ত্ব গুণ আশ্রয় করিয়াছিলে; অতএব পঞ্চভূত ঘটিত দোষ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ কর। বিভো! তোমার যে বিষ্ণুরূপ, আমি সেরূপে তোমার জ্যেষ্ঠ; জ্যেষ্ঠ বলিয়া সুতরাং তোমার মান্য; তবে আমাকে দগ্ধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছ কেন। অগ্নি অগ্নির উপর বিক্রম প্রকাশ করেন না। হে যোদ্ধৃবর! কোপ ত্যাগ কর, তোমাকে কেহই পরাস্ত করিতে পারিবে না; তুমি জগতের উৎপত্তি বিধান। পূর্ব্বে তুমি যে বিকার-স্বরূপা প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলে, সেই প্রকৃতি

তোমা হইতে জন্মলাভ করিয়া জগতের কারণ হইয়াছে। ঐ প্রকৃতি দ্বারাই তুমি একাদিক্রমে আমার ও চান্দ্র ইত্যাদি সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ। অতএব আমাকে কি কারণে বিস্মৃত হইতেছ? তুমি অজেয়; অনাদি অনন্ত দেবতা, স্বয়ম্ভু; ভূতগণের উৎপাদক, অক্ষয়, অব্যয় এবং ভাব ও অভাব স্বরূপ। হে মহাস্তুতি শালিন্! তুমি আমাকে রক্ষা কর; আমি তোমার রক্ষার পাত্র; হে অনন্ত! তোমাকে নমস্কার। হে মহাদেব! তুমি জগতের আদি কর্ত্তা, আপনাকেই এই জগৎ প্রপঞ্চরূপে বিস্তার করিয়াছ। তবে আর বালকের ন্যায় ক্রীড়ক লইয়া বৃথা ক্রীড়া কর কেন? আমি প্রকৃতিরূপা তোমার বিদ্বেষী নহি; তোমার নিন্দাও করি না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! প্রকৃতি বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করিলেই, তুমি তাহার বিশাল দমন করিবার নিমিত্ত যথোপযুক্ত রুদ্রভাব ধারণ করিয়া থাক; কিন্তু সে ভাব বিরুদ্ধদিগকেই নাশ করিয়া থাকে; তোমাকে কলুষিত করিতে পারে না। তুমি অধার্ম্মিক মন্দবুদ্ধিদিগকেই ক্রোধিত করিয়া থাক। নিজে ক্রুদ্ধ হও না। প্রকৃতি যখন নিজের দোষেই তমোগুণ, এবং রজোগুণের সহিত যুক্ত হয়, তখনই তাহার রাগ দ্বেষাদি উপস্থিত হইয়া থাকে। তুমি স্বয়ং প্রজাপতির ন্যায় দোষাদোষবিৎ, সর্ব্বজ্ঞ ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া, আমাদিগের সকলকে ক্রোধিত করিতেছ কেন?

জগতের একমাত্র গতি অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ, বরুণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইয়া হাস্য করত কহিলেন, হে ভীমবিক্রমশালিন্ দেব! যদি আমার কোন প্রীতি করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমাকে গাভীগুলি দান কর।

কৃষ্ণ এই কথা কহিলে, বচনচতুর বরুণদেব কহিলেন, হে মধুসূদন! বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেব! আমি ইতি পূর্ব্বে বাণের সহিত এক নিয়মে আবদ্ধ হইয়াছি, নিয়ম করিয়া, এক্ষণে কি প্রকারে তাহার অন্যথা করিতে পারি! তুমিই বল, নিয়ম ভঙ্গ করিলে, যে কোন ব্যক্তিই সচ্চরিত্রে কিরূপ দোষ স্পর্শে! সাধুগণ নিয়মভঙ্গের নিন্দা করিয়া থাকেন। হে মধুসূদন! নিয়ম ভঙ্গ করিলে, লোকের ধর্ম্ম নাশ ও পাপ হয়; সেই পাপে ঐ ব্যক্তি শুভলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব আমাকে ক্ষমা কর; আমার যেন ধর্ম্ম লোপ না হয়। হে মাধব! আমাকে নিয়ম ভঙ্গ জন্য পাপে লিপ্ত করা তোমার উচিত হয় না। হে বৃষভলোচন! জীবিত থাকিতে আমি এই সকল গাভী প্রদান করিতে পারিব না। আমাকে বিনাশ করিয়া গাভী গ্রহণ কর; আমি এই নিয়মই করিয়াছি। হে মধুসূদন! আমার নিয়ম তোমাকে এই কহিলাম; সত্যই কহিলাম, মিথ্যা কহিলাম না যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে, আমাকে রক্ষা কর; অথবা, যদি গোধন লইতে তোমার নিতান্ত ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমাকে বিনাশ করিয়া লইয়া যাও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যদুবংশ বৰ্দ্ধন কৃষ্ণ বরুণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, নিয়ম অভেদ্য; অতএব গাভীর কথা পরিত্যাগ করিলেন। এবং হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি বাণের সহিত তোমার এইরূপ নিয়ম বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাকে মুক্তি দান করিলাম। বিভো! তুমি আমাকে যে সকল যুক্তি যুক্ত মধুর বাক্য কহিলে, তাহা শ্রবণ করিয়া আর আমি কি প্রকারে তোমার অনিষ্ট করিতে পারি? বরুণ! যাও, মুক্তি পাইলে; আমরা জানিলাম, তুমি সত্য-প্রতিজ্ঞ। নিশ্চয় জানিবে, আমি তোমার হিতের জন্যই বাণের গাভী সকল পরিত্যাগ করিলাম।

তখন বরুণ তূর্য্য ও ভেরীনাদের সহিত অর্ঘ্য দান করিয়া কৃষ্ণের প্রতিপূজা করিলেন। চতুর যদুনন্দন কেশব বরুণের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া ভক্তিভাবে বলদেবের পূজা করিলেন। পরে বরুণকে অভয় দান করিয়া শচীপতির সমভিব্যাহারে দ্বারকা যাত্রা করিলেন। দেব, মরুৎ, সাধ্য, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, কিন্নর ও অন্যান্য অন্তরীক্ষচারিগণ সর্ব্বভূতের আদি অক্ষয় দেবের অনুগামী হইলেন। অনিরুদ্ধ বসু ও রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমার, মুগণ, যক্ষ, রাক্ষস এবং বিদ্যাধর, অন্যান্য সিদ্ধচারণগণ যশ ও বিজয় গান করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মহাভাগ নারদও বরুণের পরাজয় এবং বরুণের ইষ্টসিদ্ধি দর্শন করত আনন্দিত হইয়া দ্বারকা যাত্রা করিলেন।

অনন্তর অতিদূর হইতে কৈলাসশিখর সদৃশ প্রাসাদ ও কন্দর সকল দর্শন করত দ্বারমালিনী দ্বারকা লক্ষ্য করিয়া চক্র-গদাধর দ্বারকা-বাসীদিগকে জানাইবার নিমিত্ত পাঞ্চজন্য শঙ্খ আধ্মান করিলেন। কৃষ্ণের অনুচারি-বর্গের কোলাহল, এবং পাঞ্চজন্যের শব্দ শ্রবণ করিয়া সমস্ত দ্বারকানগরী আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। সকলেই দ্বারে দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন এবং লাজ ও প্রচুর কুসুম বর্ষণ করিল। নগরীর পথ সকল সুন্দর রূপে পরিষ্কৃত ও বিবিধ রত্নে নগরীর শোভা সম্পাদন করিল। ব্রাহ্মণ ও স্তুতি পাঠকগণ হস্তে অর্ঘ্য লইয়া বিবিধ বিজয় শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক গরুড়ের পৃষ্ঠারূঢ় নীল অঞ্জনরাশি সদৃশ পরম শ্রীমান্ কৃষ্ণের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণ মহাবলশালী কেশিনিসূদনের পূজা করিতে লাগিলেন। বণিক্ প্রভৃতি নগরবাসিগণও পূজা আরম্ভ করিলেন। পদ্মলোচন যখন দ্বারকার উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, ও চারণগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান দ্বারকাবাসী সকল সেই এক আশ্চর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন। মহাবল পুরুষোত্তম মহাদেব কৃষ্ণ বাণকে জয় করিয়া আগমন করিলেন, দেখিয়া তাঁহাদিগের অতুল আনন্দ জন্মিল। যাদবগণের মধ্যে মহাবল মহাভাগ কৃষ্ণ প্রত্যাগমন করিলে, দ্বারকাবাসীগণ বার বার বলিতে লাগিল, গরুড় দূর পথে যাত্রা করিয়া অবিলম্বেই ফিরিয়া আসিলেন; অতএব জগৎপতি কৃষ্ণ আমাদিগের অধিনায়ক হওয়াতে আমরা অনুগৃহীত ও ধন্য হইয়াছি। অতীব আনন্দের বিষয়, আজ আমাদিগের রক্ষা কর্ত্তা ও পালন কর্ত্তা দীর্ঘবাহু মহাবল পুণ্ডরীকাক্ষ সুদুর্জ্জয় বাণকে জয় করিয়া বৈনতেয়পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়া আমাদিগের মন আনন্দিত করিলেন।

দ্বারকাবাসিগণ এইরূপ নানা কথা কহিতে লাগিল। এ দিকে মহাবল দেবগণ সকলে বাসুদেবের ভবনে প্রবেশ করিলেন। পরে মহাবল বলদেব, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন, গরুড় পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্ব স্ব ভবনে প্রবেশ করিলেন। তখন দেবগণের হংস, বৃষ, মৃগ, নাগ, অশ্ব, সারস, ও ময়ূর বাহন যোজিত নানা প্রকারের সহস্র সহস্র বিমান আকাশ পথে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত করত প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। অনন্তর কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি সহস্র সহস্র কুমারকে মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই রুদ্র, আদিত্য, ও বসুগণ, এই দুই অশ্বিনী কুমার, এই সাধ্য ও অন্যান্য দেবগণ; তোমরা যথা-ক্রমে ইহাঁদিগকে প্রণাম কর। দানবগণের ভয়ঙ্কর মহাভাগ সহস্রলোচন দেব পুরন্দর এই হস্তিপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছেন, সকলে একত্রিত হইয়া, ইহাঁকে প্রণাম কর। এই ভৃগু অঙ্গিরা প্রভৃতি মহাভাগ মহর্ষিগণ এবং ঐ অন্যান্য মহাত্মা ঋষিগণ, যথাক্রমে ইহাঁ-

দিগকে বন্দনা কর। এই চক্রধর সকলেই অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাঁদিগকে প্রণাম কর। সাগর ও হ্রদ; এবং দিক্ ও বিদিক্ সকল আমাকে তুষ্ট করিবার জন্য এই আগমন করিয়াছেন, ইহাদিগকে প্রণাম কর। এই বাসুকি প্রভৃতি মহাবল নাগ, এবং গোগণ আমার প্রিয় সাধনের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন; যথাক্রমে ইহাঁদিগকে বন্দনা কর। নক্ষত্রবৃন্দ এবং যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণের সমভিব্যাহারে এই জ্যোতির্গণও আগমন করিয়াছেন; যথাক্রমে ইহাঁদিগকে প্রণাম কর।

বাসুদেবের বাক্য ক্রমে কুমারগণ সকলে যথাক্রমে মহাত্মা দেবগণের সকলকে প্রণাম করিলেন। সমুদায় দেবগণকে দর্শন করিয়া দ্বারকা-বাসিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সকলে পূজাসামগ্রী গ্রহণ করত সত্বর তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল। এবং কহিতে লাগিল, অহো, বাসুদেবের আশ্রয়ে আমরা এই স্থানে কতই আশ্চর্য্য দর্শন করিতেছি! এই কথা বলিতে বলিতে দ্বারকাবাসিগণ স্বর্গবাসিগণের উপর চন্দনচূর্ণ ও গন্ধ পুষ্প নিক্ষেপ এবং লাজ, প্রণাম, বাক্য, মন, ও আত্মসংযম দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিতে লাগিল। অনন্তর দেবরাজ সভামধ্যে আহুক, বসুদেব, সাম্ব, সাত্যকি, উগ্রসেন, মহাবল বিপৃথু, মহাভাগ অক্রূর, নিষঠ, এবং অন্ধককে আলিঙ্গন করত মস্তক আঘ্রাণ করিয়া সমুদায় যাদবদিগকে কহিলেন, ভগবান্ মহাদেব ও মহাত্মা কার্ত্তিকেয় বাণের সহায় ছিলেন, তথাপি হরি পৌরুষ ও বলের সহিত বাণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বাণকে জয়, এবং বাণের সহস্র বাহু মধ্যে দুই মাত্র বাহু ভিন্ন সমস্ত বাহু ছেদন করিয়া এই নিজ নগরী প্রত্যাগমন করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ যে কার্য্যের নিমিত্ত মানুষের মধ্যে জন্ম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে সমুদায় সম্পাদন করা হইয়াছে। সুতরাং আমাদিগের দুঃখের অবসান হইয়াছে। তোমরা এক্ষণে মধু মাধ্বীক পান করত মহানন্দে বিহার করিতে থাক; নিরন্তর বিষয় ভোগে ব্যাপৃত থাকিয়াই তোমাদিগের কাল অতিবাহিত হইবে। আমরাও দেবগণ সকলে এই মহাত্মার বাহু বল আশ্রয় করিয়া কষ্ট হইতে উদ্ধার পাইলাম; এক্ষণে সুখে বিহার করিব।

সহস্রলোচন দানবনাশন কেশবের এই প্রকার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া সমস্ত দেবগণের সমভিব্যাহারে সেই মহাভাগের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। এবং লোকনমস্কৃত কৃষ্ণকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে স্বর্গযাত্রা করিলেন। মহাতেজস্বী মহাত্মা ঋষি, এবং যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণও জয় শব্দ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া; যিনি যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার তথায় প্রয়াণ করিলেন।

দেবরাজ স্বর্গ যাত্রা করিলে পর মহাবল মহাভাগ পদ্মনাভ সকলকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর সহস্র সহস্র যাদব সকৌতুকে জ্যোৎস্না দর্শন করিবার নিমিত্ত সবিত হইলেন; কৃষ্ণ উহা দর্শন করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

মহারাজ! কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যাদবগণের সহিত এইরূপ বিবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ করত বিহার করিতে লাগিলেন।

নবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু আহুক হর্ষোৎফুল্ললোচনে মহাদ্যুতি কৃষ্ণকে কহিলেন, যদুনন্দন! শ্রবণ কর। অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া লইবার পর, যথা সময়ে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইলাম, যে অনুচারিগণ সমভিব্যাহারে আগমন করিল, তখন মহোৎসব

আরম্ভ কর। মহাভাগা উষা ও সখীগণ সমভিব্যাহারে আনন্দ সহকারে অনিরুদ্ধকে লইয়া কালযাপন করুন। উষার সখীগণের মধ্যে কুম্ভাণ্ডদুহিতা রামাকে গৃহ মধ্যে লইয়া যাওয়া হউক; বিদর্ভনন্দিনী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। শুভলক্ষণা কুম্ভাণ্ড দুহিতা রামাকে সাম্বকে এবং অন্যান্য কন্যাদিগকে যথাক্রমে অন্যান্য কুমারকে সম্প্রদান করা হউক। অনিরুদ্ধের এবং প্রদ্যুম্নের গৃহে মহোৎসব আরম্ভ হউক। তথায় নারীগণ মদবশবর্ত্তিনী হইয়া বিবিধ যন্ত্র বাদন করিতেছে; অপ্সরা সকল, কেহ নৃত্য, কেহবা গান করিতেছে। কোন কোন নারী আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; কেহ কেহ পরস্পরে বাক্যালাপ করিতেছে; নানা স্থানে নানা নারী নানা মাল্যাম্বর ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। কেহ কেহ মদ-বশীভূতা হইয়া স্বেচ্ছায় পরস্পর পরস্পরের নিকট গমনাগমন করিতেছে! কেহ কেহ হর্ষোৎফুল্ল নয়নে অক্ষক্রীড়া করিতেছে। আহুক এইরূপ বলিয়া বিদর্ভনন্দিনীকে কহিলেন, দেবী রুক্মিণী ময়ূর যোজিত রথে আরোহণ করাইয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে উষাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহাঁকে গ্রহণ কর। ভামিনী নামেও উষা; লোক মধ্যে ইনি প্রধান সুন্দরী; উচ্চ বংশে জন্ম লাভ করিয়াছেন, বাণের নন্দিনী, তোমার পুত্রবধূ হইয়াছেন, ইহাঁকে গ্রহণ কর।

অনন্তর স্ত্রীগণ বিবিধ মঙ্গলাচার করিয়া শোভনা উষাকে গ্রহণ করিয়া অনিরুদ্ধের ভবনে প্রবেশ করিলেন। দেবকী, রেবতী, রুক্মিণী, ও বিদর্ভ নন্দিনী অনিরুদ্ধকে দর্শন করিয়া স্নেহ ও হর্ষভরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সকল সুবদনা শ্রেষ্ঠ নারী এবং উষা মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সেই সময় বিবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। পরে সুন্দরবদনা উষা যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধের সহিত প্রাসাদ পৃষ্ঠে বিবিধ উপভোগ বস্তু ভোগ করত আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন চারুনিতম্বিনী চিত্রলেখা অপ্সরা রূপ ধারণ করিয়া সখীগণ ও উষার নিকট বিদায় গ্রহণ করত স্বর্গে গমন করিল। ক্রমে সখীগণ এক এক করিয়া সকলে বিদায় গ্রহণ করিলে পর, মায়াবতী সর্ব্বাগ্রে অপূর্ব্ব সুন্দরীকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। কুশোদরী প্রদ্যুম্নগেহিনী মায়াবতী বধূকে দর্শন করিয়া বিবিধ খাদ্য পানীয় ও বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক সুন্দরীর সমাদর করিলেন। তাহার পর একে একে অন্যান্য যদুকামিনী সকলে কুলাচার অনুসারে নিজ নিজ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুকুলধুরন্ধর! কৃষ্ণ যে প্রকারে বাণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া জীবন থাকিতে তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়া ছিলেন, আমি তোমার নিকট তাহা এই আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলাম। বাণকে জয় করণের পর কৃষ্ণ যদুগণের সমভিব্যাহারে দ্বারকায় বিহার এবং পরম শ্রীসম্পন্ন হইয়া পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। রাজন্! উক্ত কারণ জন্য কৃষ্ণ পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়া বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ঐ সকল কারণেই শ্রীমান্ নারায়ণ যদুকুলে বসুদেবের বংশে দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুমি এই কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। জনমেজয়! নারদের প্রশ্ন শেষ হইলে পর, আমি যাহা কহিয়াছিলাম, তুমি সমস্ত বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিলে। ও পূর্ব্ব পুরুষদিগের বৃত্তান্ত ও শুনিলে। বিষ্ণুর মথুরা ক্রীড়া এবং বাসুদেবের কার্য্য পরম্পরা জানিতে তোমার বিশেষ কৌতুহল জন্মিয়াছিল; আমি বিশেষ করিয়া সে সমস্ত উল্লেখ করিলাম। অন্য কিছুই আশ্চর্য্য নহে, জানিবে, একমাত্র কেশবই আশ্চর্য্য। যত কিছু

আশ্চর্য্য আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণু ভিন্ন কোন আশ্চর্য্যই আশ্চর্য্য নহে। বিষ্ণুই ধন্য, ধন্যগণকেও ধন্য করিয়া থাকেন; ধন্য তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়। গগন, পৃথিবী, দিক্, জল, জ্যোতি; ইনিই সকলের সৃষ্টি, ও বিধান কর্ত্তা; আবার ইনিই সংহার কর্ত্তা কাল। ইনিই সত্য, ইনিই ধর্ম্ম, ইনিই তপস্যা, ইনিই সনাতন ধর্ম্ম ব্রহ্ম। ইনি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, ও রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর। ইনিই স্থাবর, ইনিই জঙ্গম। জগৎ এই নারায়ণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই জগৎ এই জনার্দ্দন হইতেই জন্মলাভ করে। এবং এই জনার্দ্দনই জগৎস্বরূপ। হে ভরতনন্দন! এই দেবশ্রেষ্ঠকে প্রণাম কর। এই সনাতন দেবতা সকল দেবতারই পূজনীয়।

বৎস জনমেজয়! বাণের যুদ্ধ এবং কেশবের মাহাত্ম্য তোমার নিকট এই উল্লেখ করিলাম। ইহা শ্রবণ করাতেই তুমি অতুল যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। যাঁহারা এই বাণ যুদ্ধ স্মরণে রাখিবেন, পাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। বৎস! উপস্থিত যজ্ঞ সমাপ্তি করিয়া তুমি আমাকে বিষ্ণুর আচার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ; আমি তোমাকে তাঁহার সম্পূর্ণ উত্তর দিলাম। যে ব্যক্তি এই আশ্চর্য্য পরিশিষ্ট পর্ব্ব স্মরণ রাখিবেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া অবিচলিত চিত্তে ভক্তিভাবে এই পর্ব্ব পাঠ করিবেন, ইহার পর, কোন লোকেই তাঁহার কোন অনিষ্ট হইবে না। তিনি ব্রাহ্মণ হইলে সর্ব্ববেদে জ্ঞানবান্, ক্ষত্রিয় হইলে জয়শালী, বৈশ্য হইলে ধনবান্ এবং শূদ্র হইলে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন; তাঁহার কোন অমঙ্গলই হইবে না; তিনি দীর্ঘজীবী হইবেন।

সৌতি কহিলেন হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! রাজা পরীক্ষিতনয় বৈশম্পায়নের মুখে এইপ্রকার হরিবংশ শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে সাতিশয় তুষ্ট হইলেন। হে শৌনক! আমিও সংক্ষেপ বিস্তার করিয়া সকল বংশই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম; আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর।

বিষ্ণুপর্ব্ব সমাপ্ত।

ভবিষ্য পর্ব্ব।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯১।

শৌনক] কহিলেন, হে লোমহর্ষণ পুত্র! জনমেজয়ের কয় পুত্র, মহাত্মা পাণ্ডবগণের বংশ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। হে পুরাণবিৎ-শ্রেষ্ঠ! তোমার নিকট আমি ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। আমি জানি, তুমি সর্ব্ববেত্তা।

সৌতি কহিলেন, কাশ্যার গর্ভে জনমেজয়ের দুই পুত্র জন্মে; রাজা চন্দ্রাপীড় ও মোক্ষধর্ম্মবলম্বী সূর্য্যাপীড়। চন্দ্রাপীড়ের এক শত পুত্র; সকলেই শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর ছিলেন; তাঁহারা পৃথিবীতে জানমেজয় ক্ষত্রিয় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজা হন, তাঁহার নাম সত্যকর্ণ। মহাবাহু সত্যকর্ণ বিপুল দক্ষিণা দান পূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সত্যকর্ণের পুত্র প্রতাপশালী শ্বেতকর্ণ; ধর্ম্মাত্মা শ্বেতকর্ণ অপুত্র অবস্থায় বনে গমন করেন। বনবাস কালে যদুবংশীয় সুচারুর দুহিতা সুক্রমালিনী তাঁহার সংসর্গে গর্ভবতী হন। মালিনীর গর্ভ হইলে পর রাজা শ্বেতকর্ণ তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় মহাপ্রস্থান অবলম্বন করিলেন। মালিনী তাঁহাকে যাত্রা করিতে দেখিয়া, তাহার অনুগামিনী হইলেন। এবং পথিমধ্যে তাঁহার এক রাজীবলোচন কুমার জন্মিল। পতিব্রতা কুমারকে পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বে মহাভাগা দ্রৌপদী যেমন স্বামীদিগের অনুগমন করিয়াছিলেন, তেমনি পতির অনুগামিনী হইলেন।

সুন্দর কুমার গিরিকুঞ্জ মধ্যে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পুষ্টির জন্য মেঘ সকল জলধারায় আবর্ত্তিত হইল। ঐ সময় প্রবিষ্ঠার দুই পুত্র পৈপ্পলাদি ও কৌশিক কুমারকে দর্শন করত সদয় হইয়া তাঁহাকে লইয়া জলে প্রক্ষালন করিলেন। তথাপি পার্শ্বদ্বয় রুধিরলিপ্ত থাকাতে, শিলাতলে পার্শ্বদ্বয় ঘর্ষণ করিলেন। তাহাতে কুমারের দুই পার্শ্ব অজের ন্যায় শ্যামবর্ণ হইয়া উঠিল; তদনুসারে ঐ দুই ব্রাহ্মণ তাহার অজপার্শ্ব নাম রাখিয়া বেমকের গৃহে তাঁহাকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। বেমকের পত্নী তাঁহাকে পুত্র রূপে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে তিনি বেমকীর পুত্র এবং ঐ দুই ব্রাহ্মণ তাঁহার বয়স্য হইলেন। তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রগণ সকলে একবর্ণ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের পুরুবংশ এই বংশেই স্থায়ী হইয়াছে। নহুষনন্দন যযাতিও পুরুকে জরা সমর্পণ কালে পরম আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, পৃথিবী কখনও পৌরবশূন্য হইবে না।

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯২।

শৌনক কহিলেন, সৌতে! পূর্ব্বে ধীমান্ ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন যেরূপ হরিবংশ ও খিল পর্ব্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ করিলে। এই সর্ব্ব পাপনাশন অতুল ইতিহাস সম্পৃক্ত হরিবংশ শ্রবণ করিয়া আমরা যেন অমৃত সেবনে পরিতৃপ্ত হইলাম। শ্রবণমধুর বলিয়া ইহাতে আমাদিগের মনকেও প্রফুল্লিত করিতেছে। একণে জিজ্ঞাসা করি সর্পযজ্ঞান্তে রাজা জনমেজয় এই অত্যুৎকৃষ্ট ইতিহাস বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরে কি করিয়াছিলেন।

সৌতি কহিলেন, সর্পযজ্ঞের পর রাজা জনমেজয় এই উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া

যে কার্য্য করিয়াছিলেন, বলিতেছি। সর্প-যজ্ঞের পর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য সমুদয় সামগ্রী আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন; এবং ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিব; আপনারা অশ্ব উন্মোচন করুন।

এইরূপ অনুষ্ঠান হইতেছে, এ দিকে সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন রাজার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় আগমন করিলেন। মহর্ষি আগমন করিবামাত্র রাজা দণ্ডায়মান হইয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক যথারীতি তাঁহার অর্চনা করিলেন। অনন্তর উভয়ে উপবেশন করিলে, রাজার সদস্যগণ বেদ ও সংহিতাদি বিষয়ে নানা কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। কথোপকথন শেষ হইলে পর রাজা জনমেজয় নিজের প্রপিতামহ ও পাণ্ডবদের পিতামহ সেই ঋষিবরকে কহিলেন, ভগবন্! বেদবহুল সর্ব্বার্থ পূর্ণ এই মহাভারত আখ্যান শ্রবণ করিয়া আমি এতাদৃশ সুখানুভব করিয়াছি যে আমার এক বৎসর নিমেষের ন্যায় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই আখ্যান সৌভাগ্য বৃদ্ধিকর, সকলেরই যশস্কর; আপনি ইহা অতি উত্তম রূপে রচনা করিয়া যেন শঙ্খ মধ্যে দুগ্ধ স্থাপন করিয়াছেন। যেমন অমৃত বা স্বর্গ সুখ ভোগ করিয়া আশা নিবৃত্তি হয় না তেমনি এই ভারত কথা শ্রবণ করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইতেছে না। এক্ষণে আমি যথাযথ রীতি অনুসারে পূজা করিয়া সর্ব্বজ্ঞ আপনাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি আমার বিবেচনায় রাজসূয় যজ্ঞই কুরুকুলের ধ্বংসের কারণ। বজ্রোক্ত যেমন অজ্ঞের রাজাদিগের নাশের হেতু, আমি বিবেচনা করি, তেমনি রাজসূয় যজ্ঞ কেবল যুদ্ধের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, প্রথমতঃ সোমদেব রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; যজ্ঞ শেষ হইলে পর তারকাময় অতি মহৎ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সোমের পর বরুণ এই মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন; তাহাতে সর্ব্বপ্রাণীর ক্ষয়সাধন দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। তাহার পর রাজা হরিশ্চন্দ্র এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; তাহাতেও আড়ীপক্ষিরূপী বশিষ্ঠ ও বকরূপী বিশ্বামিত্রের যুদ্ধ হয়, ঐ আড়ীবকযুদ্ধে অনেক ক্ষত্রিয় নিহত হইয়াছিলেন। তদনন্তর আর্য্য পাণ্ডুনন্দন ভারত যুদ্ধের হেতুভূত এই দুস্তর যজ্ঞ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় অনুষ্ঠান করেন। অতএব আপনি এই লোকক্ষয়কর যজ্ঞের অনুষ্ঠান সময়ে তাঁহাকে নিবারণ করেন নাই কেন? রাজসূয় যজ্ঞ সকল এতাদৃশ দুঃসাধ্য যে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করিয়া এই যজ্ঞ সমাপন করা অসম্ভব; যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলেই অবশ্য প্রজাগণের ক্ষয় হয়। আপনি আমার পূর্ব্বপুরুষগণের সকলেরই পিতামহ; অতীত এবং ভবিষ্যৎ, উভয়ই আপনি জ্ঞাত আছেন; আপনি পিতামহগণের কর্ত্তা এবং উৎপাদ্ক বটেন; তাঁহারাও বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন; তবে আপনি তাঁহাদিগের গুরু থাকিতেও, তাঁহারা নীতিপথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কেন? শাসনকর্ত্তাহীন কুনায়ক-সম্পন্ন রাজারাই অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ব্যাস কহিলেন, কালবশে তোমার পিতামহগণের বুদ্ধি বিপরীত হইয়াছিল, সেই জন্য তাঁহারা আমাকে ভবিষ্য বিষয়ের কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন নাই; আমিও জিজ্ঞাসা না করিলে কাহাকে কোন কথা কহি না; আর ভবিষ্য বিষয় নিবারণ করিবার ক্ষমতাও দেখি না; কাল যে ঘটনা বিধান করেন, তাহা দূর করা অসাধ্য। এক্ষণে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, অতএব আমি তোমাকে ভাবি বিষয় বলিতেছি; ইহা শুনিলে তুমি জানিতে পারিবে, কালই বলবান্। তাহা হইলে হয়ত

যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে বিরতও হইবে। কি ভয়, কি উৎসাহ, কিছুতেই অশ্বমেধযজ্ঞ আর মনুষ্যগণের মধ্যে থাকিবে না। কাল যে লেখা লিখিয়াছেন, তাহা কোন প্রকারেই অতিক্রম করা যায় না। অশ্বমেধ ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান যজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। সেই জন্যই ইন্দ্র তোমার যজ্ঞের বিঘ্ন করিবেন। রাজন্! যদিও তুমি কথঞ্চিৎ তাহার প্রতিবিধান করিতে পার; যদিও, পৌরুষ দ্বারা অন্যথা করিতে পার, তথাপি যজ্ঞ করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না। এ বিষয়ে ইন্দ্রের, তোমার পুরোহিতগণের অথবা তোমার নিজের কোন অপরাধই নাই; কালকে অতিক্রম করাই দুঃসাধ্য। যজ্ঞ যে এইরূপে শেষ হইবে, পরমেষ্ঠী কালই তাহার বিধান করিয়াছেন। যেমন হইয়া থাকে, স্বর্গে য লোক সেইরূপই হইবে। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞফল বিক্রয় করিবেন। জানিবে, চরাচর ত্রৈলোক্যকালেরই অধীন।

জনমেজয় কহিলেন, অশ্বমেধ লোপ হইবার পক্ষে কারণ কি হইবে, জানিতে পারিলে নিবৃত্ত হই; যদি বলা আপনার মত হয়, বলুন।

ব্যাস কহিলেন, ব্রহ্মকোপই এ বিষয়ের কারণ হইবে; অতএব পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা কর; তোমার মঙ্গল হউক। আর তুমি এই যজ্ঞ করিলেই, যত দিন এই পৃথিবী থাকিবে, ততদিন আর কোন ক্ষত্রিয় এই যজ্ঞ করিবেন না।

জনমেজয় কহিলেন, আমারই জন্য ব্রহ্ম কোপানলে অশ্বমেধ যজ্ঞ লোপ পাইবে, ইহাতে, আমার ভয় ও লজ্জা হইতেছে। কিন্তু পাশবদ্ধ পক্ষী যেমন আকাশে উৎপতিত হইতে পারে না, সেই রূপ আমার ন্যায় দুষ্কৃতী পুরুষ অকীর্ত্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক কি রূপে উৎকৃষ্ট লোক সকল লাভ করিতে উৎসাহী হইতে পারে। যাহা হউক, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এখন ও ঐ রূপে যজ্ঞ লোপের সময় উপস্থিত হয় নাই; অতএব যদি যজ্ঞ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা থাকে; তাহা হইলে বলুন করিয়া আমার ব্যাকুলতা নাশ করুন।

ব্যাস কহিলেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ আত্মগোপন করিয়া জ্ঞান স্বরূপে ব্রাহ্মণ এবং দেবগণে অবস্থিতি করিবে। তেজঃ পদার্থ অন্য তেজঃ পদার্থ দ্বারা লুপ্ত হইয়া তেজেই বিলীনভাবে অবস্থিতি করে। কশ্যপবংশোৎপন্ন অব্রাহ্মণ এক জন যোগী ভুমিবিবর হইতে উৎপন্ন হইবেন; কলিযুগে তিনিই অশ্বমেধ যজ্ঞের পুনরারম্ভ করিবেন। তাঁহার পর তাঁহার কোন বংশীয়, প্রলয়কাল যেমন শ্বেত গ্রহ নামক উৎপাত আনয়ন করে, তেমনি রাজসূয় যজ্ঞেরও পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান করিবেন। যজ্ঞকর্ত্তা মনুষ্যগণের যেমন বল, যজ্ঞ তদনুসারেই তাহাদিগকে ফল দান করিবে। যুগান্ত প্রারম্ভে লোক ঋষিগণ কর্ত্তৃক সংগোপিত হইয়া বিচরণ করিবে। তখন মনুষ্যদিগের ইন্দ্রিয় কাল ক্রমাগত শিষ্টাচার পরিত্যাগ করিবে। আচার আর পূর্ব্বের ন্যায় থাকিবে না; অতি স্বল্প হইলেও যাহার ফল অতি মহৎ, যাহা উত্তীর্ণ হওয়া অতি দুষ্কর, দান যাহার মূল, সেই চতুরাশ্রম ধর্ম্ম তখন শিথিল হইয়া আসিবে। কিন্তু, জনমেজয়! তখন মনুষ্যগণ অল্প তপস্যাতেই সিদ্ধি লাভ করিবে; অতএব কলিযুগে যাহারা ধর্ম্ম আচরণ করিবে, তাহারাই ধন্য।

—

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯৩।

জনমেজয় কহিলেন, মোক্ষের কাল আগত হইয়াছে কি না হইয়াছে, তাহা জানি নহি; এই কারণেই ইচ্ছা হইতেছে, আমরা দ্বাপর সংশ্লিষ্ট কলিযুগ প্রাপ্ত হই; ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে করিতে, আমরা সেই যুগে উপস্থিত হইয়াই,

যাহাতে অল্পমাত্র সৎকর্ম্ম করিলেই বিপুল ফল ও সুখ উপার্জ্জন করিতে পারিব।

শৌনক কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! লোকের নানাক্লেশের কারণীভূত ধর্ম্মবিহীন যুগান্ত উপস্থিত; তুমি ইহার লক্ষণ সকল উল্লেখ কর।

সৌতি কহিলেন, জনমেজয় উক্ত প্রকারে ভবিষ্যগতি প্রশ্ন করিলে পর যুগান্তে সর্ব্ব প্রাণীর কিরূপ অবস্থা হইবে, মনোমধ্যে তাহার যথার্থরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ বেদব্যাস কহিলেন, কলিতে রাজাগণ প্রজাপালন করিবেন না; দেবস্ব অপহরণ করিবেন; আপনাদিগের প্রতিপালন বিষয়েই আসক্ত হইবেন। রাজারা ক্ষত্রিয়স্বভাব পরিত্যাগ করিবেন; ব্রাহ্মণেরা শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিবেন; এবং শূদ্রের আচার ব্রাহ্মণের ন্যায় হইবে। বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণ যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিবেন; হুত পঞ্চ যজ্ঞ বর্জ্জিত হইবে। সকলে এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিবে। শিল্পিগণ মিথ্যাপরায়ণ হইবে; সকল মনুষ্যই মদ্য ও আমিষ ভক্ষণ, এবং মিত্রের ভার্য্যাকে সম্ভোগ করিবে। চৌরগণ রাজবৃত্তি এবং রাজগণ চৌরবৃত্তি ধারণ করিবে। ভৃত্যেরা যাহার তাহার নিকট আহার করিবে। ধনেরই গৌরব হইবে; সাধু চরিত্রের সম্মান থাকিবে না। পতিত ব্যক্তিকে কেহ নিন্দা করিবে না। পুরুষগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ থাকিবে না। লোক সকল অভিভাবকে শ্রদ্ধাহীন ও সন্ন্যাসী হইবে; এবং ষোড়শ বর্ষের ন্যূনে পুরুষ নারীতে সক্ত হইয়া সন্তান উৎপাদন করিবে। নগর সকলে অন্ন বিক্রয় হইবে; এবং ব্রাহ্মণগণ বেদ ও কামিনীগণ যোনি বিক্রয় করিবে। সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া কর্ম্মকাণ্ড এবং বাজসনেয়ী হইয়া যজ্ঞকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। শূদ্রগণ "অহে" শব্দে মান্য ব্যক্তিকেও সম্বোধন করিবে। দ্বিজাতিগণ তপস্যার ও যজ্ঞের ফল বিক্রয় করিবেন; ঋতু সকলের বিপর্য্যয় ঘটিবে। শূদ্রগণ মাংস ত্যাগী পরম জ্ঞানী ও মুণ্ডিতকেশ হইয়া শাক্য বুদ্ধধর্ম্ম আচরণ করিবে। হিংস্র জন্তুর বৃদ্ধি এবং গো-জাতির ক্ষয় হইবে; দ্রব্যের স্বাদ থাকিবে না। ম্লেচ্ছজাতি আসিয়া দেশের মধ্যে আর মধ্যদেশবাসীরা গিয়া ম্লেচ্ছদেশে বাস করিবে; সকল লোকেই নীচ পথ অবলম্বন করিবে। লোকে দুই বৎসরের বৃষকে হল শকটাদি বহনের উপযোগী করিয়া লইবে; এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় সকল কর্ষণ করিবে; মেঘ সকল এরূপ অদ্ভুত বর্ষণ করিবে যে বৃষ্টিকালে হলাকর্ষক বৃষের এক শৃঙ্গ আর্দ্র ও অপর শৃঙ্গ শুষ্ক থাকিবে। সকলে চৌরকুলে উৎপন্ন হইয়া পরস্পরের দ্রব্য অপহরণ করিবে। পৃথিবীতে লবণ ভূমি প্রচুর হইবে। পথ সকল চোরে ব্যাপ্ত হইবে। মনুষ্য এত দরিদ্র হইবে যে, অল্পমাত্র ধান্য পাইলেই সমৃদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কলিকাল উপস্থিত হইলে লোকে ধর্ম্মাচরণ করিবে না। সকলে বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবে। পিতৃদত্ত অলঙ্কারাদি শাস্ত্রমতে অবিভাজ্য হইলেও পুত্রগণ তাহা ভাগ করিয়া লইবে। লোভ হেতু মিথ্যা কহিয়া পরস্পর পরস্পরের দ্রব্য অপহরণে প্রবৃত্ত হইবে। রূপ, লাবণ্য ও রত্ন অল্প হইয়া পড়িবে; কেশই কামিনীগণের অলঙ্কার হইবে। গৃহস্থগণ সর্ব্বদা ভীত থাকাতে বিহার মাত্র পরিত্যাগ করিবে। কলিকাল উপস্থিত হইলে, ভার্য্যা ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না। বৃথা রূপগর্ব্বিত কুশীল অসৎ লোকে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। পুরুষের ভাগ অল্প এবং স্ত্রীর ভাগ অধিক হইবে। যাচকের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে; কিন্তু পরস্পর কেহ কাহাকেও দান করিবে না। এক বর্ণ কোন বিচার না করিয়া অন্য বর্ণের দান গ্রহণ করিবে। প্রজা রাজভয়, চৌরভয় এবং অগ্নিভয়ে কাতর হইয়া নাশ পাইবে। শস্য রোপণের ফল ফলিবে না। যুবাগণ বৃদ্ধের ন্যায় আচরণ করিবে।

লোক বাসনা সুখেই সুখী হইবে। বর্ষাকালে বায়ু অতি কঠোর হইয়া মন্দ মন্দ শিলা বর্ষণ করিবে। পরলোকে লোকের সন্দেহ জন্মিবে। লোকের অন্তঃকরণ দূষিত হইয়া ব্রহ্মের নিন্দা করিবে; আপনাকেই ব্রহ্ম জ্ঞান করিবে; ব্রাহ্মণ ক্রূরস্বভাব হইবেন। ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধন ধান্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। ব্রাহ্মণগণও এইপ্রকার করিবেন। অপ্রয়োজনীয় স্থলেও লোকে প্রতিজ্ঞা ও শপথ করিবে। ভদ্র সন্তানেরা ঋণ পরিশোধ করিবেন না। কৌশলে কার্য্য সিদ্ধি না হইয়া, ক্রোধেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। দুগ্ধের জন্য লোক ছাগ পীড়ন করিবে। শাস্ত্রে লোকের জ্ঞান থাকিবে না; সুতরাং নিজ ইচ্ছায় শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিবে। পণ্ডিতাভিমানী হইয়া অপ্রামাণিক নীতি সকল উপদেশ করিবে। বৃদ্ধদিগের নিকট শিক্ষা না করিয়াও সকলে সর্ব্বজ্ঞ ও বিজ্ঞ হইবে; অপণ্ডিত কেহই থাকিবে না। ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে ধর্ম্মপথে উপদেশ করিবেন না। রাজারা চোর ভাল বাসিবেন। জনমেজয়! যিনি জারজাতা কন্যাতে বীর্য্যসেক করেন এবং যিনি বেদবাদী হইয়া সুরা পান করেন, তাহার যজ্ঞে অধিকার নাই; কিন্তু কলিতে তাঁহারাই সস্ত্রীক হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন। কলি উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণগণ ধন তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া, অযাজ্যদিগের যাজন এবং অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেন। যাহারা অযাজ্যদিগের যাজন করিবে, তাহাদিগকে মহাশয় বলিয়া সম্বোধনও করিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে কেহ মহাশয় বলিবে না। নারীগণ ধান্য-গুঞ্জাদির অলঙ্কার পরিধান এবং একমাত্র শঙ্খ ধারণ করিবে। নক্ষত্র সকল গ্রহ সংযোগাবহীন এবং দিক্ সকল বিপরীত ভাবাপন্ন হইবে; পদে পদে দিগ্দাহ উপস্থিত হইতে থাকিবে, পুত্রগণ পিতাদিগকে ও বধূগণ শ্বশ্রূদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিবে, গুরুর প্রতি শিষ্যের তর্জ্জন গর্জ্জনের পরিসীমা থাকিবে না, ভিন্ন বর্ণ ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীসম্ভোগে একান্ত আসক্ত হইবে, এবং মত্ততা বশতঃ তাহাই আবার নিজ মুখে প্রকাশ করিবে। অগ্নিহোত্রী সকল বলি ও ভিক্ষাদি দান না করিয়াই অগ্রভাগ ভোজন করিবে, কোন ব্যক্তিই ব্যাধিবর্জ্জিত বা মনঃপীড়াশূন্য থাকিবে না, সকলেই পরস্পরের বিদ্বেষী হইয়া উঠিবে, এবং সকলেই পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিবে।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯৪।

জনমেজয় কহিলেন, সংসার এইরূপ আকুল হইয়া উঠিলে, লোকের পালন কিসে হইবে। লোক কিরূপ আচার অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিবে; তাহাদিগের আহার বিহার কিরূপ হইবে। কর্ম্ম ও চেষ্টা দেহ পরিমাণ, আয়ুই বা কি প্রকার হইবে। কত দিন গত হইলেই বা আবার সত্যযুগ প্রত্যাবর্ত্তন করিবে?।

ব্যাস কহিলেন, অতঃপর ধর্ম্মচ্যুত হওয়াতে লোকের লোপ হইবে; তখন ক্রমশঃ তাহাদিগের পরমায়ু হ্রাস হইতে থাকিবে। আয়ুর হ্রাস হইলেই বলক্ষয়, বলক্ষয়ে রূপক্ষয়, রূপক্ষয়ে ব্যাধিপীড়া, ব্যাধি পীড়ায় সংসারে অপ্রবৃত্তি এবং সংসারে অপ্রবৃত্তি হইতেই আত্মতত্ত্ব বোধ জন্মিবে; তখন পুনর্ব্বার ধর্ম্মজ্ঞানের উদয় হইবে। ধর্ম্ম জ্ঞানের উদয় হইলেই আবার সত্যযুগের আরম্ভ হইবে। কেহ কেহ কিঞ্চিন্মাত্র ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মধ্যস্থ বৃত্তি অবলম্বন; কেহ কেহ বা বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিবে। তখন কেহ কেহ প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুই প্রকার প্রমাণের মধ্যে অনুমানকে প্রমাণ স্বীকার

করিবে, কেহ কেহ বা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণ স্বীকার করিবে না। কেহ কেহ বেদ মত অগ্রাহ্য করিবে। কামিনীগণের মুখে মাত্র ধর্ম্ম কথা থাকিবে। কলিযুগে পণ্ডিতাভিমানী নাস্তিকতাপরায়ণ মূর্খ ব্যক্তিরাই ধর্ম্ম লোপের মূল স্বরূপ হইয়া উঠিবে। প্রত্যক্ষ বাদী নাস্তিকগণের শাস্ত্র জ্ঞান মাত্র থাকিবে না। তাহারা ঘোরতর দাম্ভিক হইয়া অনর্থক তর্কের উপর আহ্লাদ প্রকাশ করিবে।

এইরূপে ধর্ম্ম লুপ্ত প্রায় হইলে যাহারা সামান্যতঃ কথঞ্চিৎ ধর্ম্মপ্রবণ থাকিবে, তাহারাই সদন্তঃকরণে কিয়ৎ পরিমাণে দান ও সত্য আশ্রয় করিবে। ফলতঃ প্রায় সমস্ত লোক অভক্ষ্য ভোজী, নির্লজ্জ, নির্ঘৃণ ও অজিতেন্দ্রিয় হইয়া উঠিবে। যখন ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগের চিরাচরিত ভিক্ষা বৃত্তি আত্মসাৎ করিয়া লইবে; যখন ঘোরতর যুদ্ধ, প্রবল ঝটিকা, ভয়ঙ্কর বর্ষা এবং ঘোরতর ভয় আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন জগৎ দূষিত হইবার প্রকৃত সময় উপস্থিত হইবে। তখন শাস্ত্র জ্ঞান ও আত্মতত্ত্বের প্রসঙ্গমাত্র থাকিবে না; কিন্তু সংসারে বিরাগী হইলেই লোক অতি অল্পে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। তখন ব্রাহ্মণ রূপ রাক্ষস ও কপট বাক্যপ্রিয় নরপতি সকল জন্ম গ্রহণ করিয়া এই পৃথিবী সম্ভোগ করিবে। তখন বেদাধ্যায়, বষট্কার বা নীতির সম্পর্কমাত্র থাকিবে না। সকলেই ঘোরতর অভিমানী হইয়া উঠিবে। রাক্ষসগণ ব্রাহ্মণবেশে সকল গ্রাস করিয়া ফেলিবে। সকল লোকেই মূর্খ, স্বার্থপর, লোভী, ক্ষুদ্র, নীচপরিচ্ছদ-পরিধায়ী, ব্যবহার-বর্জ্জিত, অধার্ম্মিক, পরস্বাপহারী, পর দারাপহারী, পাপাত্মা, দুরাত্মা, ছলপরায়ণ ও উগ্র-স্বভাব হইয়া উঠিবে। সত্যযুগে যে সকল ঈশ্বরভক্ত মুনিগণ জন্মিয়াছিলেন, ঐ সময় ঐ সকল দুরাত্মা কেবল মুখে তাঁহাদিগের প্রশংসা করিবে; কার্য্যে তদনুরূপ কিছুই অনুষ্ঠান করিবে না। সকলেই শস্যাপহারী, অন্নাপহারী ও করীষাপহারী হইয়া উঠিবে। অধিক কি, তস্করগণও আপন আপন দ্রব্য রক্ষণে সমর্থ হইবে না। যখন তস্করবাধা তস্করদিগের ক্ষয় আরম্ভ হইবে, তখনই লোকের কিয়ৎ পরিমাণে উপকার দর্শিবে। যখন কি ধর্ম্ম, কি সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য, কি বর্ণভেদ, কিছুই থাকিবে না, তখনই লোক কর ভারে নিতান্ত পীড়িত হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিবে। পুত্রগণ পিতাকে এবং বধূগণ শ্বশ্রূকে সর্ব্বকার্য্যে আজ্ঞা করিবে। শিষ্যগণ গুরুকে ক্রোধ বাক্যে ভর্ৎসনা করিবে। যাগ যজ্ঞাদি উৎসন্ন হইবে। তখন কি রাক্ষস, কি শ্বাপদ, কি কীট, কি মূষিক, কি সর্প, সকলেই মনুষ্যদিগের উপর উপদ্রব করিবে। রাজন্! যুগক্ষয় উপস্থিত হইলে মঙ্গল, সুভিক্ষ, স্বাস্থ্য, ও বন্ধুজন লইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন, এই সকল নাম মাত্র হইবে। নিজেই রক্ষক এবং নিজেই ভক্ষক হইয়া সকলে সৈন্য সামন্ত লইয়া দেশে দেশে পর্য্যটন করিবে। মানবগণ একেবারে নিঃসম্বল হইয়া পরিবার কুটুম্বসমভিব্যাহারে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। তখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া পুত্র কন্যাদিগকে স্কন্ধে করত ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক কৌশিকী পার হইবে। মানবগণ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, মেকল ও ঋষিপ্রিয় গিরিদরী আশ্রয় করিবে। ম্লেচ্ছগণের সমভিব্যাহারে হিমালয়ের পার্শ্বদেশ ও লবণ সাগরের কূলে গিয়া বাস করিবে। পৃথিবী শূন্য হইবে না, অশূন্যাও হইবে না। যাঁহারা রক্ষক, তাঁহারাই শস্ত্রপাণি হইয়া সংহার করিতে থাকিবেন। লোক সকল মৃগ, মৎস্য, পশু, পক্ষী, সর্প, কীট, মধু, শাক ও ফল মূল ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। সকলেই তপস্বীদিগের ন্যায় চীর, বৃক্ষপত্র, বল্কল ও

চর্ম্ম পরিধান করিবে। সকলেই গিরিগহ্বরে গমন পূর্ব্বক গ্রাম্য ধান্য ভক্ষণে যত্নবান্ হইয়া ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র প্রতিপালন করিবে। সকলেই নদীকূলে গমন করিয়া সলিললাভের জন্য নদীবেগ রোধ করিবে। সকলেই পক্ক অন্ন বিক্রয় এবং সকলেই মূলধনের অপলাপ করিয়া বৃক্ষ জড়িত বৃক্ষান্তরের ন্যায় পরস্পর বিবাদ করিবে। লোকের সন্তানের অভাব থাকিবে না; কিন্তু অপুত্র অবস্থায় জীবন যাপন করিতে হইবে। কুলধর্ম্ম একেবারে লোপ পাইবে। ধর্ম্মের দুর্দ্দশার অবধি থাকিবে না। মানবের পরমায়ুর পরিমাণ ন্যূনাধিক ত্রিংশৎ বৎসর হইবে। মানবদিগের স্বাস্থ্যের কথা অধিক কি বলিব, সকলেই দুর্ব্বল, বিষয়ব্যাকুল, ও রজোগুণ পরিপূর্ণ হইবে এবং রোগ হেতু সকলেরই ইন্দ্রিয় শক্তি হ্রাস পাইবে। তখন আয়ুক্ষয় হেতু হিংসাবৃত্তিতে আর প্রবৃত্তি থাকিবে না। সাধুজন সেবা ও দর্শন প্রার্থনীয় হইয়া উঠিবে। দুর্ব্যবহার সকল দূরীভূত হইলে পর ক্রমশঃ সত্যের আবির্ভাব হইবে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হইলেই লোক ধর্ম্মানুষ্ঠানে যত্নবান্ হইবে এবং স্বজন নাশ হেতু আর কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হইবে না। এইরূপে মানবগণ সত্য, দান ও প্রাণ রক্ষণে যত্নবান্ হইলেই ক্রমশঃ চতুষ্পাদ ধর্ম্মের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইবে। তখন লোকের মনে ধর্ম্মই সুস্বাদু বস্তু বলিয়া, বিশ্বাস জন্মিবে, যেমন ক্রমশঃ ধর্ম্মের হ্রাস হইয়াছিল, তেমনি আবার ক্রমশঃ ধর্ম্মের বৃদ্ধি দশা উপস্থিত হইবে। ধর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ হইলেই আবার সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। সত্যযুগে সদাচারের বৃদ্ধি, আর কলিযুগে সদাচারের হ্রাস হইয়া থাকে। এক মাত্র কাল অনন্তরূপে প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু যেমন একমাত্র পূর্ণচন্দ্র তমোরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া বিবর্ণ হয়; আবার তমোরাশি দূর হইলেই প্রকাশ পায়, তেমনি একমাত্র ধর্ম্ম কলিযুগে আচ্ছন্নপ্রায় হইয়া, আবার যেমন সত্যের সঞ্চার হইবে, তেমনি ক্রমশঃ পূর্ণ শশধরের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকিবে। পরব্রহ্মই সত্য পদার্থ; সেই কথাই বেদের অর্থ। যেমন দৈবকৃত রত্নাদি মলিন হইয়া থাকিলে উহাকে রত্ন বলিয়া জানিতে না পারিয়া প্রথমতঃ আপনাকে নির্ধন বলিয়া বোধ হয়, আবার ঐ রত্নের মালিন্য দূর হইলেই উহাকে রত্ন বলিয়া জানিতে পারিয়া যেমন আপনাকে ধনবান বলিয়া প্রতীতি হয়, তেমনি যতদিন অন্তর্ম্মল দূরীভূত না হয় ততদিন লোক পরমার্থ চিনিতে পারে না, কিন্তু সেই মালিন্যের নাশ হইলেই দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়। আশ্রমীরা স্বর্গাদি ইষ্টযানের কামনা করিয়া যাহা অনুষ্ঠান করে, তাহার নাম তপস্যা। শাস্ত্রকারেরা তপস্যাকে অনাদি ফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। দেহ আর কর্ম্মানুষ্ঠান, এই দুই পরস্পর সাপেক্ষ; কারণ দেহ দ্বারা যেমন কার্য্য সিদ্ধ হয়, কার্য্য দ্বারা আবার তেমনি দেহ রক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই; অতএব মুক্তি লাভের নিমিত্ত নির্গুণ ব্রহ্মের আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃকল্প। ঋষিগণ যুগাদিভেদে মানবগণের শ্রদ্ধাদিতারতম্যে যেমন কার্য্য ফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহলোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্তিও সেইরূপে তারতম্য হইয়া থাকে। বিধাতার বিধানানুসারে আবহমান কাল এই রূপ যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিতেছে। জীব ক্ষণ কালও একরূপে স্থির নহে, নিরন্তর ক্ষয় ও উদয় সহযোগে ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

—

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯৫।

—

সৌতি কহিলেন, জনমেজয়কে এই রূপে অতীত ও ভবিষ্য বিষয়ে আখ্যান ছলে মহর্ষি যাহা যাহা কহিলেন, সভ্যেরা তাহা শ্রবণ করিলেন। অমৃত ও চন্দ্র প্রভায় যেরূপ তৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, মহর্ষির বাক্য রস তেমনি সকলের শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিল। সভ্যেরা সেই ধর্ম্মার্থকাম সম্বন্ধীয় করুণ রসপূর্ণ বীর জন হর্ষবর্দ্ধন রমণীয় পরমার্চিত ঋষির কথিত সেই ইতিহাস আখ্যান আদ্যন্ত সমস্তই শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়া কেহ ক্রন্দন কেহ বা তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে ভগবান্ ঋষি সভা প্রদক্ষিণ ও সভ্যদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিব, এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ প্রস্থান করিলে পর বিশিষ্ট বিশিষ্ট ঋষিগণও প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ, অন্যান্য মহর্ষিগণ, ঋত্বিক্‌গণ, এবং রাজগণও যিনি যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন। সর্প যেমন বিষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, রাজা জনমেজয়ও তেমনি ক্রূর স্বভাব সর্পগণের উপর বৈরনির্য্যাতন করিয়া গমন করিলেন। তোমাগ্নিতে তক্ষকের মস্তক জলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে পরিত্রাণ করিয়া আস্তিক মুনিও সত্বর প্রস্থান করিলেন। এ দিকে রাজা জনমেজয়ও হস্তিনায় প্রবেশ করিয়া প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণ আনন্দিত হইল।

কিছুকাল গত হইলে পর রাজা জনমেজয় ভূরি ভূরি দক্ষিণা দান পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের আরম্ভ করিলেন। অশ্ব হত্যা করা হইলে পর কাশিরাজ নন্দিনী রাজ মহিষী বপুষ্টমা শাস্ত্র বিধানানুসারে গিয়া অশ্বের নিকট উপবেশন করিলেন। এই সময় সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর উপর ইন্দ্রের ইচ্ছা জন্মিল; তিনি সেই নিহত অশ্বে প্রবেশ করিয়া বপুষ্টমার সহিত সঙ্গত হইলেন। এইরূপ বিকৃত ভাব দর্শন, ও ঘটনা উপলব্ধ করিয়া রাজা হোতাকে কহিলেন, তুমি অশ্ব ছেদন কর নাই, ইহাতে তোমারই ধ্বংস হইয়া আসিবে। বিজ্ঞানবান্ হোতা উক্ত ইন্দ্রের কর্ম্ম জানিতে পারিয়া রাজর্ষিকে বৃত্তান্ত জানাইলেন জনমেজয় ইন্দ্রকে অভিসম্পাত করিলেন। কহিলেন, যদি আমার যজ্ঞ ফল বা তপস্যা থাকে; যদি আমি প্রজাপালন করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই পুণ্য উল্লেখ করিয়া আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। দেবরাজ! তুমি অজিতেন্দ্রিয় ও চঞ্চলবুদ্ধি; আজ হইতে তোমার উদ্দেশে আর কোন ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে না। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ঋত্বিক্‌দিগকেও কহিলেন, তোমরা দুর্ব্বল বলিয়াই আজ আমার যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটিল। আমার রাজ্যে বাস করিতে পারিবে না; পরিবারাদি লইয়া দূর হও। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া দেশ ত্যাগ করিলেন। অনন্তর রাজা অন্তঃপুরে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, ভস্মচ্ছন্ন দিক অগ্নির ন্যায় আমার মস্তকে যে পদার্পণ করিয়াছে, সেই অসতী বপুষ্টমাকে আমার গৃহ হইতে দূর করিয়া দেও। সে আমার অহঙ্কার ভগ্ন করিয়াছে; যশ, মান দূষিত করিয়াছে; আমি উহাকে আর দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না; এ নির্ম্মাল্য মালার স্বরূপ হইয়াছে। ইহলোকে যে ব্যক্তি পর ভুক্ত ভার্য্যা লইয়া সংসার করে; সে আহারে স্বাদ পায় না; নির্জ্জনে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেও পারে না।

রাজা পরীক্ষিতনয় উচ্চৈঃ ক্রুদ্ধ স্বরে এই-রূপ কহিতেছেন, এই সময় গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে, ইন্দ্র তাহা সহ্য করিতে পারেন না, এই জন্য তিনি অপ্সরাকে তোমার পত্নী করিয়া দিয়াছেন। অপ্সরা রম্ভা দেবী কাশী-রাজ দুহিতা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন; জানিবেন, এই রমণী-প্রধান কাশিরাজ-দুহিতা সেই কামিনী রম্ভা। হে কুরুরাজ! ইন্দ্র ছিদ্র পাইয়া তোমার যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়াছেন। তুমি যজ্ঞকারী, তাহাতে ইন্দ্রের সমান তোমার সমৃদ্ধি; এই জন্য ইন্দ্র তোমার যজ্ঞ কালে ভীত হইয়া যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়াছেন। বিঘ্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াই এই মায়া বিস্তার করিয়াছেন। তুমি যাঁহাকে বপুষ্টমা মনে করিতেছ, ইনি রম্ভা। দেবরাজ নিহত অশ্বকে ছিদ্র স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া রম্ভাকেই সঙ্গত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে তুমি যজ্ঞানুষ্ঠাতা ঋত্বিকদিগকে তিরস্কার করিয়াছ। তাহাদের কি ব্রাহ্মণগণ কি তুমি, সকলেই ইন্দ্রের ফল হইতে চ্যুত হইয়াছ। ইন্দ্র শত যজ্ঞকারী তোমা হইতে যেমন ভীত, ব্রাহ্মণগণ হইতেও তিনি তেমনি ভীত। কিন্তু এক মায়াবলে তিনি উভয় হইতেই পরিত্রাণ পাইয়াছেন। নতুবা ইন্দ্র মহা তেজস্বী বিজিগীষু হইয়া কখন কি নষ্ট ভার্য্যা হরণ করিতে পারেন? ইন্দ্রের যেমন বুদ্ধি, যেমন ধর্ম্মানুষ্ঠান, যেমন দমগুণ, যেমন মর্য্যাদা এবং যেমন কীর্ত্তি, তোমারও তেমনি। অতএব তুমি ইন্দ্র, কি গুরু, কি আত্মা, কি বপুষ্টমা কাহারই প্রতি দোষারোপ করিও না। কারণ কালের বল দুর্নিবার্য্য। ইন্দ্র নিজ প্রভাববলে অশ্বশরীরে প্রবেশ করিয়া তোমাকে এরূপ ক্রোধিত করিয়াছেন। যাহা হউক, যদি সুখী হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে দৈবের অনুকূল হইয়া কার্য্য করাই তোমার কর্ত্তব্য। জলের বেগ রোধ করার ন্যায় দৈবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া অতি দুঃসাধ্য। তুমি মনের গ্লানি পরিত্যাগ করিয়া এই কলঙ্ক শূন্য স্ত্রীরত্ন সম্ভোগ করিতে থাক; সাধ্বী কামিনীকে পরিত্যাগ করিলে, তাহারাও শাপ প্রদান করিতে পারে। একেত স্ত্রী জাতির দোষই অতি সামান্য; তাহাতে আবার দিব্য স্ত্রীদিগের দোষ ধর্ত্তব্যই নহে। সূর্য্যের কিরণ, অগ্নির শিখা ও হুতাশনের আহুতির ন্যায় কামিনীগণ পরধর্ষিত হইলেও কখন দূষিত হয় না। অতএব তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করা বিজ্ঞের কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, সুশীলা রমণীদিগকে গৃহ-লক্ষ্মীর ন্যায় সম্মান করা সর্ব্বতো ভাবে বিধেয়।

ষণ্নবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯৬।

সৌতি কহিলেন, বিশ্বাবসু এইরূপ অনুনয় করিলে পর রাজা জনমেজয়ের মন সুস্থির হইল। তখন তিনি সেই মানব দর্শীবিলাসিনী বপুষ্টমার প্রতি সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন, এবং সেই অবধি সর্ব্বদা কামনা করিয়া আনন্দিত মনে নিজ-রাজ্য পালন ও বপুষ্টমার তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। এবং ব্রাহ্মণদিগের পূজা, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান করিতেও আর বিরত থাকিলেন না; কিন্তু দর্শনে আর অমনোযোগী থাকিলেন না, বপুষ্টমাকেও আর তিরস্কার করিলেন না। ইতিপূর্ব্বে অচিন্ত্য তপস্বী ঋষি বেদব্যাস বলিয়াছিলেন, যে বিধাতা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করা দুঃসাধ্য, জ্ঞানবান্ জনমেজয় তাহাই চিন্তা করিয়া ক্রোধ ও দুঃখ পরিত্যাগ করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাসের এই মহাবাক্য, এবং দেবেন্দ্রের পাপ মোচন যিনি পাঠ করেন,

তিনি পাপ হইতে মুক্ত ও জনসমাজে পূজ্য হইয়া থাকেন। তাঁহার কোন অভিলাষই অপূর্ণ থাকে না; প্রত্যুত তিনি দীর্ঘজীবী ও ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন। যেমন বটবৃক্ষের বীজ হইতে বট বৃক্ষেরই উৎপত্তি হয়, তেমনি বেদব্যাসের এই গ্রন্থ হইতে বেদব্যাসেরই মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহা পাঠ করিলে অপুত্র ব্যক্তির পুত্র, স্বান্দুচ্যুত ব্যক্তির স্থান প্রাপ্ত ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির আরোগ্য, এবং সংসারী ব্যক্তির সংসার মুক্ত ও পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। মুনির এই বাক্য যে কন্যার কর্ণে প্রবেশ করে, তাহার অনুরূপ পতিলাভ হয়, এবং যে আত্মীয় জনের হিতকারী ও শত্রু জনের নিধনকারী গুণবান্ পুত্র প্রসব করে। ইহা শ্রবণ করিলে রাজার রাজ্যলাভ ও শত্রু বিজয় বৈশ্যের বিপুল ঐশ্বর্য্য ও শূদ্রের সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের এই পুরাণ ইতিহাস শ্রবণ করিলে মনুষ্যদিগের নিষ্ঠা বুদ্ধির উদয় হয়। নিষ্ঠা বুদ্ধির উদয় হইলে সমস্ত দুঃখ ও সন্দেহ দূরীভূত হয়, তখন কামনা শূন্য হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করে। ব্রাহ্মণ মণ্ডলীমধ্যে আমি তোমাকার এই যে ইতিহাস উল্লেখ করিলাম; আপনারা স্থির চিত্ত এই বিষয়ে আলোচনা করত সুখে পৃথিবী পর্য্যটন করুন।

অদ্ভুতকর্ম্মা, অদ্ভুতবীর্যশালী মহাত্মাদিগের চরিত্র আমি সংক্ষেপ বিস্তারে এই কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আপনাদিগের কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বলুন, আমি বলিতেছি।

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯৭।

জনমেজয় কহিলেন, হে যোগবিৎ শ্রেষ্ঠ! নারায়ণের কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পাইতেছে না, অতএব সেই অনন্ত সলিলশায়ী ভগবানের প্রভাব কিরূপ; ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কিরূপে দেবতা ও ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, সেই পুরুষোত্তম কতকালই বা নিদ্রিত আর কত কালই বা জাগরিত থাকেন, তিনি স্বয়ং কাল যোনি হইয়া আবার কিরূপেই বা কালে শয়ন করেন, গাত্রোত্থান করিয়া কিরূপেই বা এই অখিল জগৎ সৃষ্টি করেন, পূর্ব্বে কাহারা প্রজাপতি ছিলেন, তিনি স্বয়ং এক রূপী হইয়া কিরূপে এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিলেন, যখন সমস্ত একার্ণব হইল, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি দেবতা, কি অসুর, কি রাক্ষস, কি উরগ, কি অনিল, কি আকাশ, কি মহীতল, কিছুই রহিল না সমস্তই লয় পাইল, তখন সেই একমাত্র মহাভূতপতি মহাত্মা, মহাকৃতি সুরগুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারায়ণ কি রূপে কোন্ যোগ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিলেন। আপনি তাঁহার অতীত ও ভবিষ্য আকারের বিষয় আরম্ভ করিয়া সমস্ত বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নারায়ণের মহিমা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হওয়া আপনার বংশের উচিত কার্য্য হইয়াছে। যাহা হউক, আমি দেবতা মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, এবং বৃহস্পতি তুল্য পরাশর পুত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধ্যানযোগে অবগত হইয়া আমাকে যে রূপ বলিয়াছেন, এক্ষণে আমি যথাশ্রুতি ও যথাশক্তি কথঞ্চিৎ কহিতেছি শ্রবণ করুন। আমি এক জন সামান্য ঋষি, আমার সাধ্য কি যে আমি নিজ বুদ্ধি বলে বিশেষ করিয়া নারায়ণের মহিমা কীর্ত্তন করি। আমার বা অন্যের কথা দূরে থাকুক্ স্বয়ং বিশ্ব বিধাতা ব্রহ্মারও সাধ্য নাই যে তিনি নারায়ণের প্রকৃত মাহাত্ম্য ব্যক্ত করেন। আপনি আমাকে যে নারায়ণের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি শ্রবণ

করিয়াছি যে ইহা তত্ত্বজ্ঞানী বিপ্রদের এবং মহর্ষিগণেরও অতি গোপনীয় বস্তু। আত্মতত্ত্ববেত্তারা নিয়ত নারায়ণের মহিমা ধ্যান করেন; নারায়ণের মহিমায় কর্ম্মিগণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে, নারায়ণের মহিমা দেব, দৈবাতীত এবং অতীব সুখদ। বস্তুতঃ নারায়ণের মহিমার আদিও নাই, অন্তও নাই। তথাপি মহর্ষিগণের জ্ঞাতব্য বলিয়া ইহা অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ। বেদবেত্তারা নারায়ণের মহিমাকে সত্য ও চতুর্বিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বস্তুতঃ নারায়ণকে কর্ত্তা, কারক, মন, বুদ্ধি ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রধানপুরুষ ও নিয়ন্তাদি যাহা কিছু বলিয়া নির্দ্দেশ করি তিনি তাহাই। তিনি নির্লিপ্তভাবে সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি কালস্বরূপ; কালকে নিয়মন করিতেছেন। তিনি পঞ্চবিধ প্রাণবায়ু এবং স্থির ও অক্ষয়। সমস্ত পদার্থ তৎস্বরূপ; বিবিধ পদার্থরূপেই তিনি উক্ত হইয়া থাকেন। সেই ভগবান্ এই সকল পদার্থ সৃষ্টি আবার সংহার করিতেছেন। যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিতেছেন, তিনিই আমাদিগকে বিবিধ বিধি নিষেধ নির্দ্দেশ করিয়া ব্যাকুল করিতেছেন। আমরা সেই ঈশ্বরেরই যজ্ঞ করিতেছি। এবং মুক্তিস্বরূপে তাহাকেই কামনা করিতেছি; আপনাদিগকে ফল কথা বলিতেছি, কি বাক্যের প্রয়োজক, কি বাক্যের অর্থ, কি "আমি বক্তা, এইরূপ অভিমানী জীব, কি শ্রবণ, কি মোক্ষ, কি স্বর্গাদি, কি কর্ম্ম, কি জ্ঞাত বিষয়, কি গুপ্ত বিষয়, কি বিশ্ব, কি বিশ্বপতি, কি দেব, সমুদায়ই সেই নারায়ণ। সত্যমিথ্যা, কার্য্য কারণ, স্থাবর জঙ্গম এবং ভূত ভবিষ্য ও বর্ত্তমানাদি সমস্তই সেই নারায়ণময়।

—

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! সত্যযুগের পরিমাণ চারিসহস্র বৎসর। উহার মধ্যে আট শত বৎসর ঐ যুগের সন্ধ্যা। এই যুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ এবং অধর্ম্ম এক পাদ। মানবগণ সকলেই সাধু, নিজ নিজ ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিয়া যজ্ঞকর্ম্মের মধু পান করে। ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মত্যাগী হন না; রাজগণ রাজধর্ম্ম পালন করেন। বৈশ্যগণ কৃষিকার্য্যে এবং শূদ্রগণ দাসত্বে নিযুক্ত থাকে। সত্য তপস্যা ও ধর্ম্ম সর্ব্বদাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সাধুরা যে কর্ম্ম করেন, লোকে সেই কর্ম্মই করিয়া থাকে, এবং তাহারই প্রশংসা করে। হে জনমেজয়! সত্যযুগে সকল লোকেরই এইরূপ আচরণ। সকল প্রাণীই, অধিক কি, নীচযোনি পশুও ধার্ম্মিক।

ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন সহস্র বৎসর। ইহার সন্ধ্যা ছয় শত বৎসর। এই যুগে ধর্ম্ম তিন পাদ এবং অধর্ম্ম দুই পাদ। এই যুগেও সত্য ও আচরণ অবিকল সত্যযুগেরই ন্যায় থাকে; কিন্তু লোক ধর্ম্ম লাভার্থ তপস্যায় উৎসুক হওয়াতে ধর্ম্মবিপ্লব হইয়া উঠে; ধর্ম্ম বিপন্ন হওয়াতেই লোকের ধর্ম্মশক্তির হ্রাস হয়। ত্রেতাযুগের এই বিধি বিধাতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বাপর যুগের পরিমাণ দুই সহস্র বৎসর; [illegible] বৎসর ইহার সন্ধ্যা। এই যুগে ব্রাহ্মণগণ বেদশোভন, জ্ঞানী ব্যক্তিরা রজোগুণে পরিপূর্ণ এবং অন্যান্য লোক শঠ ও বঞ্চক হইতে আরম্ভ করে। ধর্ম্ম ঐ যুগে দ্বিপাদ এবং অধর্ম্ম ত্রিপাদ। সত্যযুগের ধর্ম্মসেতু সকল দ্বাপরে ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে থাকে। ব্রাহ্মণধর্ম্ম ও আস্তিকতা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আইসে। মানবগণ ব্রত ও উপবাস পরিত্যাগ করিতে থাকে।

দ্বাপরের পর অতি ক্রূর কলিযুগের সঞ্চার হয়। কলিযুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর ও সন্ধি দুই শত বৎসর। এই যুগে ধর্ম্ম এক

পাদ আর অধর্ম্ম পূর্ণ চতুষ্পাদ। মানবগণ এই যুগে ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া কামপরায়ণ হইয়া উঠে। উপবাস একবারে লোপ পায়। কেহই সত্যবাদী থাকে না। আস্তিক ও বেদবাদী ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। লোকে কেবল অহংকারে মত্ত হইয়া উঠে; স্নেহবন্ধন একবারে শিথিল হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রাচার এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাচার হইয়া উঠে। সকলেই আশ্রমবিচ্যুত এবং বর্ণ সকল সঙ্কর হইয়া পড়ে। লোকমাত্রেই অগম্যাগমন এবং বেদে নিতান্ত সন্দেহ করে। কলিযুগের এইরূপ আচরণ।

রাজন্! দেবপরিমাণের দ্বাদশ সহস্র বৎসর এই যে, যুগপরিমাণ নির্দ্দেশ হইল, ইহাই একসপ্ততি যুগে এক মন্বন্তর হয়। এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিন। ব্রহ্মার একদিন গত হইলে রুদ্রদেব সংহার ইচ্ছা করিয়া শরীরিদিগের শরীর নাশ করিতে থাকেন। তখন দেবতা, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, দানব, যক্ষ, কিন্নর, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, অপ্সর, গন্ধর্ব্ব, ভুজগ, পর্ব্বত, নদী, পশুপক্ষি তির্য্যক্‌যোনি সম্ভূত অন্য পশু, কেহই নিস্তার পায় না। সেই মহাভূতপতি জগৎসংহার করিবার জন্য একাদিক্রমে সমুদায় নাশ করিতে থাকেন। তিনি সূর্য্যের স্বরূপ হইয়া নেত্ররোধ, বায়ুস্বরূপ হইয়া, প্রাণ আকর্ষণ, অগ্নিস্বরূপ হইয়া সমস্ত দাহ, এবং মেঘস্বরূপ হইয়া সমস্ত প্লাবিত করেন।

———

নবনবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যোগী নারায়ণ সপ্ত সূর্য্যরূপে উদিত হইয়া প্রদীপ্ত কিরণজাল দ্বারা সমস্ত সাগর, নদী, কূপ ও পর্ব্বত সকলের সলিল শোষণ করিয়া পৃথিবীকে সহস্রধা ভেদ করত রসাতলে প্রবেশ পূর্ব্বক রসাতলস্থিত সমস্ত রস পান করেন। অনন্তর জলের অন্যপ্রকার ক্লেদ সৃষ্টি করিয়া প্রাণীদিগকে দান করেন। চরমে তাহাও আকর্ষণ করেন। পুরুষোত্তম বায়ুরূপী হইয়া সমস্ত জগৎ বিধূনন পূর্ব্বক একেএকে দেবতা ও অন্যান্য দেহীর ইন্দ্রিয় সকল সংহার করেন। তখন পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন গন্ধ, ঘ্রাণ, ও শরীরাদি গুণ সকল পৃথিবীকে, জিহ্বা রস ও ক্লেদ প্রভৃতি সলিল গুণ সকল সলিলকে, রূপ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি তেজোগুণ সকল তেজকে, এবং স্পর্শ, প্রাণ ও অঙ্গচেষ্টাদি বায়ুগুণ সকল বায়ুকেই আশ্রয় করে। তদনন্তর অন্তর্যামী ভগবান অগ্নি ও বায়ুমিশ্রিত রূপাদিগুণ সকলকে একত্র করেন। তখন ঐ সকল গুণের পরস্পর সংঘর্ষণে ঘোরতর অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই অগ্নির নাম সম্বর্ত্তক। সম্বর্ত্তক প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বত, পর্ব্বতস্থিত তরু গুল্ম লতা ও তৃণ, দিব্য বিমান, বিবিধ নগর, পুণ্যাশ্রম, দিব্য স্থান এবং অন্যান্য আশ্রম স্থান প্রভৃতি সমুদায় দাহ করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে ত্রিলোক ভস্মাবশেষ হইলে পর সেই সংপ্রাপ্ত তেজোমূর্ত্তি ভগবান নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ মহামেঘ হইয়া, বারিবর্ষণ দ্বারা পুনর্ব্বার পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করেন। পৃথিবী সেই দুগ্ধতুল্য স্বাদু দিব্য পবিত্র জল প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করে। তখন চারিদিক্ জলে পরিপ্লুত হইয়া একার্ণব হইয়া উঠে; কোন প্রাণীরই আর সম্ভব থাকে না। আকাশাদি মহাভূত সকলও সেই অচিন্ত্য তেজস্বীতে প্রবেশ করে। উক্ত প্রকারে নারায়ণ চন্দ্র সূর্য্য বায়ু আকাশ ও লোক সমস্ত নাশ, সলিল সংশোষণ, পান এবং প্রাণিগণকে সন্তপ্ত ও দগ্ধ করত সমুদায় সংহার করিয়া যোগাবলম্বন পূর্ব্বক একার্ণব জলে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তখন কি সূক্ষ্ম কি স্থূল কোনরূপেই তিনি কাহারও

গোচর হন না। যে যুগে এক সহস্র একশত অযুত বৎসর অতিবাহিত হয়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে একার্ণব বিধি কথা কহিলেন, দৈনন্দিন প্রলয়ের ন্যায় ইহার কি অবধি আছে? এই পুরুষই বা কে? এই যোগই বা কি? যোগীই বা কে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ যতদিন একার্ণব অবস্থায় থাকিবেন, এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া কেহ বলিতে পারে না। তখন দ্রষ্টাও কেহ থাকে না, অনুমানকর্ত্তাও থাকে না, জ্ঞাতাও থাকে না; সুতরাং তখন সেই পুরুষোত্তম ভিন্ন জানিবার আর কিছুই থাকে না। তিনি আকাশ, পৃথিবী, বায়ু, প্রজাপতি, সুরেশ্বর, বেদজনক ব্রহ্মা ও মহামুনি সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত একার্ণবে শয়ন করেন।

দ্বিশততম অধ্যায়। ২০০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উক্তপ্রকারে জগৎ একার্ণব হইলে পর, মহদ্যুতি প্রভু নারায়ণ হরি সমস্ত জল আচ্ছাদন করিয়া শয়ন করেন। ঐ মহার্ণব রজোগুণ! কিন্তু তিনি স্বয়ং রজোগুণে লিপ্ত নহেন। ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে অক্ষয় বলিয়া জানেন। প্রভু সত্যরূপ প্রকাশ করিয়া, তপস্যা দ্বারা আবৃত হইয়া ত্রিকাল ব্যাপিয়া নিদ্রিত হন। তিনি পুরুষ, পুরুষোত্তম এবং যজ্ঞ ও জ্ঞান স্বরূপ। পূর্ব্বে যে সকল ব্রহ্মপরায়ণ রাগদ্বেষশূন্য ঋত্বিক্গণ তাঁহার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই ভগবান্ প্রথমতঃ ব্রহ্মা; উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্য্যুকে মুখ হইতে, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী নামক প্রস্তোতা, মৈত্রাবরুণ, ও প্রতিপ্রস্থাতাকে বাহু হইতে, প্রতিহর্ত্তা ও পোতাকে উদর হইতে, অচ্ছাবাক ও নেষ্টাকে উরু হইতে, অগ্নীধ ও সুব্রহ্মণ্যকে পাণিতল হইতে এবং গ্রাবস্তোতা ও উন্নেতাকে বাহু হইতে সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত ঋত্বিক্ যজ্ঞের উপদেষ্টা যজ্ঞকর্ত্তা ও অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ; যথাক্রমে এই ঋত্বিক্গণ অর্থভাবন, সত্যোক্তি, ব্রাহ্মণ্য, পূর্ব্বস্মৃতি, আচার, অপান জয়, জাতি দুঃখের অনুসন্ধান, ঈশ্বর পূজা, দান, যোগোৎসাহ, সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, বেদান্ত শ্রবণ, ইন্দ্রিয় জয় বিষয়ে শৌর্য্য, তিতিক্ষা, এবং যোগ জ্ঞান, এই ষোড়শ বিধকার্য্যে দীক্ষিত হইয়া থাকেন। সুতরাং একমাত্র বেদ দ্বারাই সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারা যায়। তাঁহার পরিতোষের যজ্ঞই এক প্রধান উপায়। তিনি যেমন বেদময়, বেদও তেমনি আবার সেই ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদান্ত, উপনিষদ্ এবং বৈদিক কার্য্য এই তিনও সেই ঈশ্বরের স্বরূপ।

ঈশ্বর একার্ণবে শয়ন করিলে যে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, সম্প্রতি তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। নারায়ণের অনুগ্রহে সপ্তকল্পজীবী মহামুনি মার্কণ্ডেয় কল্পান্তকালে নারায়ণের জঠর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মুনি তীর্থ উপলক্ষে সাগরশয়ান নারায়ণের জঠর মধ্যে পুণ্যাশ্রম, পুণ্যতীর্থ, বিবিধ দেশ, বহুতর রাজ্য, এবং মনোহর নগর সকল পর্য্যটন করিয়া অবশেষে জপহোম নিরত হইয়া ঘোরতর তপস্যা আচরণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছিলেন। অনন্তর মুনি যখন সেই নারায়ণের মুখ বিবর হইতে বহির্গত হইলেন, তখন ভগবানের মায়া প্রভাবে কিছুই জানিতে পারিলেন না। নির্গত হইয়াই দেখিলেন, সমস্ত জলাকীর্ণ এবং ঘোরতর সূচিভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এইরূপ দর্শন করিবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে মহাভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি জীবন বিষয়ে সন্দিহান

হইলেন; পরক্ষণেই সলিলশায়ী নারায়ণকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন না ভীত, না সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমার কি মোহ জন্মিল, না স্বপ্ন দেখিলাম, অথবা কোন মনোবিকার উপস্থিত হইল; কারণ, এতাদৃশ যুক্তি বিরুদ্ধ অসঙ্গত বিষয় কখনই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এ কোন্ লোক? এখানে চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, পর্ব্বত বা ভূতল কিছুইত অনুভূত হইতেছে না।

মুনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, সাগরের মধ্যভাগে তেজঃপুঞ্জশরীর সজল জলধরের সদৃশ কান্তি এক প্রকাণ্ড পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার শরীরের প্রভায় সমস্ত আলোকিত হইতেছে। দেখিলে বোধ হয়, পুরুষ যেন গম্ভীর ভাবে আসক্ত রহিয়াছেন এবং যোগীর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। মুনিবর ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, তিনি কে, জানিবার উদ্দেশেই নিকটে গমন করিলেন; এবং পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার সেই জনার্দ্দনের জঠরে প্রবেশ করিলেন; প্রবেশ করিয়া তাঁহার কুক্ষিমধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পুণ্যক্ষেত্র সকল পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, ব্রাহ্মণগণ যথোচিত দক্ষিণা লাভ করিয়া শত শত যজ্ঞ সমাপন করিতেছেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থিতি করিতেছেন। চারি আশ্রমের কার্য্যও যথা বিধানে সাধিত হইতেছে।

এইরূপ পৃথিবী পর্য্যবেক্ষণ উপলক্ষে মুনিবর শতসহস্র বৎসর পরিভ্রমণ করিলেন; কিন্তু উদরের অন্ত পাইলেন না। পরে নারায়ণের মুখবিবর হইতে পুনর্ব্বার বহির্গত হইলেন; হইয়া দেখিলেন, এক মাত্র বালক অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখায় নিদ্রা যাইতেছে; আর সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় একার্ণব, ও ঘোর অন্ধতমসে আচ্ছন্ন; কুত্রাপি কোন পদার্থ বা জীবের সম্পর্ক নাই। দেখিয়া মুনি পুনর্ব্বার ত্রস্ত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বালক সাক্ষাৎ আদিত্যের ন্যায় জ্বলিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিকটে যাইতে পারিলেন না। তখন তিনি দেবমায়ায় ভীত হইয়া সেই জলরাশির এক দিকে অবস্থিতি করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি পূর্ব্বে যাহা দর্শন করিয়াছিলাম, ইহা তাহাই কি না। চতুর্দ্দিকে সুগভীর নিরুদ্ধ জলরাশি, মুনিবর একা মাত্র, তাহাতে ভাসমান, একান্ত শ্রম ও ভয় বশতঃ বিহ্বল হইয়া মনের উদ্বেগ আর শান্ত করিতে পারিলেন না। যোগী ভগবান পূর্ব্বের ন্যায় যোগবলেই বালক রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, বৎস! ভয় নাই, ভয় করিও না। মুনে মার্কণ্ডেয়! তুমি বালক; পরিশ্রমে পীড়িত হইয়াছ, অতএব এক্ষণে আমার নিকট আইস।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, আমি এত তপস্যা করিয়াছি, আর আমার পরমায়ু যে কত সহস্র বৎসর তাহা বলা যায় না; কোন্ ব্যক্তি এই সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে নাম ধরিয়া আহ্বান করিল; দেবতারাও আমাকে এরূপে আহ্বান করেন না; বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাও আমাকে দীর্ঘজীবী বলিয়া সম্বোধন করেন। কোন্ ব্যক্তির আজ জীবন শেষ হইয়াছে; কে আজ ঘোর তপস্বিজনের শিরোমণি আমার নাম ধারণ পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অজ্ঞান বশতঃ মহামুনি মার্কণ্ডেয় এই প্রকার কহিলে ভগবান্ নারায়ণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! আমি তোমার জনক ও গুরু হৃষীকেশ; আমি পুরাণ পুরুষ; আমিই তোমাকে আয়ু প্রদান করিয়াছি; তথাপি তুমি নিকট

আসিতেছ না কেন? তোমার পিতা মুনিবর ভৃগু পুত্র কামনা করিয়া ঘোরতর তপস্যা অবলম্বন পূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়াছিলেন। সেই জন্য আমি তোমাকে পাবকসদৃশ তেজস্বী, ঘোর তপস্বী, মহর্ষি ও দীর্ঘায়ু করিয়া দিয়াছিলাম। আমি যখন একার্ণবে শয়ন করিয়া থাকি, তখন আমার সত্যসম্ভূত ব্যতীত অন্য কেহই আমাকে দর্শন করিতে সাহসী হয় না।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাতপস্বী লোকপূজিত সুদীর্ঘজীবী মার্কণ্ডেয় বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে মস্তকে অঞ্জলি বিরচন পূর্ব্বক অবনত মস্তকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, দেখিতেছি, এই একার্ণবে আপনি বালক মূর্ত্তিতে একাকী শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি জগতে কোন্ নামে প্রসিদ্ধ। কোনও জীবই এরূপ বালকরূপে সাগর মধ্যে অবস্থিতি করিতে পারে না। সুতরাং আমার জ্ঞান হয়; আপনি কোন অচিন্তনীয় পদার্থ। যাহা হউক্, আপনার এই মায়া আপনারই নিকট জানিতে ইচ্ছা করি।

ভগবান্ এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মার্কণ্ডেয়! আমি নারায়ণ; আমি ব্রহ্মা, আমা হইতে সমুদায় জীব উৎপন্ন, আবার আমা হইতেই নষ্ট হইয়া থাকে। আমি যখন ইন্দ্রত্ব পদে অবস্থিতি করি, তখন লোকে আমাকে ইন্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আমি ঋতুগণের বৎসর; আমি যুগ; আমি যুগপরিবর্ত্ত; আমি সর্ব্বজীব; এবং আমিই সমুদায় দেবতা। আমি নাগের মধ্যে অনন্ত ও পক্ষিমধ্যে গরুড়। আমি সহস্রশীর্ষ, আমি সহস্রপাদ; আমি আদিত্য, আমি যজ্ঞ পুরুষ, আমি দেবযজ্ঞ। আমি হুতভোজী অগ্নি; আমি সমুদ্র। যে সকল দ্বিজেন্দ্র তপস্যায় প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহারা জন্ম গ্রন্থি একবারে ছেদন করিয়াছেন, তাঁহারা যে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, তাহা ব্রহ্মা হইতেও অতিরিক্ত পদার্থ; আমি সেই জ্ঞান স্বরূপ। আমি এই বিশ্ব দর্শন করি এবং আমি এই বিশ্ব ব্যাপ্ত আছি। বিশ্ব আমার স্বরূপ। আমি যোগীদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান যোগী। আমি সমস্ত ভূতের কৃতান্ত; আমি জগতের কাল। আমি কর্ম্ম, আমি ক্রিয়া, আমি জীব। আমা দ্বারা সকলের কার্য্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু আমি সর্ব্ব ভূতেরই ক্রিয়ার অতীত। আমার জনক কেহ নাই; আমি আপনা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছি। আমি নিত্য; আমি প্রধান পুরুষ। আমার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্যও নাই। আমি যাবতীয় আশ্রমবাসীর ধর্ম্ম ও তপস্যা; আমি ক্ষীরোদ সাগরের হয়গ্রীবদেব, আমি সৎ। আমি সত্য, আমি অহিতীয় প্রজাপতি, আমি সাংখ্য, আমি যোগ, আমি মুক্তিপদ, লোকে আমারই যাগ করে। আমি ভব, আমি বিদ্যাপতি; আমি জ্যোতি, আমি বায়ু, আমি ভূতল, আমি নভস্তল, আমি জল, আমি সাগর, আমি নক্ষত্র, আমি দশ দিক্, আমি বর্ষা, আমি সোম, আমি পর্জ্জন্য, আমি সূর্য্য, আমি ক্ষীরোদসমুদ্র, আমিই বড়বানল। আমি সম্বর্ত্তক অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হবির্ম্ময় সমস্ত জল পান করিয়া থাকি। আমি পুরাতন পুরুষ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয় আমা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৎস! তুমি যাহা দেখিতেছ, যাহা শুনিতেছ, সে সমস্তই আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছিলাম; এক্ষণে আবার সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ করিব। আমা দ্বারা যুগে যুগে এইরূপে সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদিত হইবে। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড আমারই। তুমি সেবার্থী ও ধর্ম্মার্থী হইয়া আমারই জঠর মধ্যে পর্য্যটন কর, তাহা হইলেই সুখী হইবে। কি ব্রহ্মা, কি দেবতাবর্গ, কি ঋষিগণ, সকলেই আমার দেহ মধ্যে অবস্থিতি

ক'রতেছেন। আমি স্থূল, আমি সূক্ষ্ম; আমি অপরাজিত এবং আমি একাক্ষর ও আমিই ত্র্যক্ষর মন্ত্র। আমি ত্রিপাদ গায়ত্রী, এবং আমি ধর্মার্থ কাম মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গের নিদান।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নারায়ণ মার্কণ্ডেয়কে যেরূপ বলিয়াছিলেন, মহামুনি ব্যাস সেই বেদান্তপ্রসিদ্ধ বাক্য গুলি পুরাণে বিন্যাস করিয়াছেন। যাহাই হউক, অনন্তর বিশ্বরূপী ভগবান্ মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে নিজ জঠর মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবানের কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিয়া অক্ষয় সত্যের আরাধনা করত সুখ লাভ করত আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

রাজন্! সমস্ত একার্ণব হইয়া চন্দ্র সূর্য্য তিরোহিত হইলে পর সেই, অক্ষরহংস নামক মহাপ্রভু নানারূপ ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত জগৎ পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২০১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই নারায়ণ আপনা হইতে মহর্ষি হইয়া কুম্ভসম্ভূত স্বীয় বশিষ্ঠ মূর্ত্তি সংগোপন করত তপস্যা আরম্ভ করিলেন। পরে অন্তর্ধ্যান কি ঈশ্বর রূপ ধারণ করিয়া জগতের উপকরণ সামগ্রী আকাশাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টি করণ বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। তখন সমস্ত জগৎ জলপূর্ণ, দুর্লক্ষ্য ও নিতান্ত দুর্গম ছিল। ঐ সময় তিনি তপস্যার প্রভাবে সহকারে অম্বুকে পরিবর্দ্ধিত ও মহার্ণবকে ঈষৎ সঙ্কোচিত করিলেন। তাহাতে জল উত্থিত হওয়াতে সূক্ষ্ম ছিদ্র হইল; উহাই আকাশ। অনন্তর তিনি শব্দময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই ছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অক্ষোভ শব্দময় মূর্ত্তিই বায়ু। বায়ু ছিদ্রমধ্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বায়ু ও আকাশের পরস্পর সংঘর্ষণে সাগর নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তরঙ্গমালা সকল পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। সাগরের সংক্ষোভ জন্য জলরাশি একান্ত মথিত হওয়াতে ঈশ্বর স্বয়ং শিখাযুক্ত অগ্নি মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেই অগ্নি জল শোষণ করিতে লাগিল। জল শুষ্ক হওয়াতে ক্রমশঃ সমুদ্রের গহ্বর বিস্তৃত ও আকাশ, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিল। ফলতঃ ঈশ্বর আদৌ অমৃতরসতুল্য পবিত্র সলিল সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে আকাশ, আকাশহইতে বায়ু, বায়ু, আকাশ ও জল, এই তিনের সংঘর্ষণ হইতে অগ্নি ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির প্রয়োজনবেত্তা নারায়ণ ঐ পঞ্চ মহাভূত দর্শন করত পরম সন্তুষ্ট হইয়া লোক সৃষ্টির কারণীভূত ব্রহ্মার সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করিলেন। পুরাকল্পে যিনি তপঃপ্রকাশিত দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া কথিত, যিনি জ্ঞানবান্; যাঁহার জন্মান্তর সংসর্গ নাই, যিনি সমুদায় বিশ্বের আত্মাকে দিব্য চক্ষে সম্যক দর্শন করিয়াছেন; যোগবিৎ ঈশ্বর সেই ঐশ্বর্য্যশালী, সকলের উপাস্য ব্রাহ্মণকে বেদ ও জগতের ধারা রক্ষার জন্য ব্রহ্মপদে নিয়োজিত করেন। ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করিয়া তিনি সেই মহার্ণব মধ্যে নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করেন। এদিকে ব্রহ্মা জীবসৃষ্টির জন্য কখন নিজের কার্য্য সাধনে ব্যগ্র, কখন বা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। ঐ সময় নারায়ণ নিজনাভি দেশ হইতে সহস্রদল এক হিরন্ময় পদ্ম উৎপাদন করিলেন। ঐ পদ্মের প্রভা প্রজ্বলিত অনল শিখা ও শরৎকালীন দিবাকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল। উহার গন্ধ মনোহর।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২০২।

—

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নারায়ণ যোগবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বভূতের মন স্বরূপ সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বতোমুখ ব্রহ্মাকে সেই হিরণ্ময় পদ্মে যোজনা করিলেন। ঐ পদ্ম বহু যোজন বিস্তৃত এবং সূর্য্যাদি তেজোময় ও গন্ধবায়ু গুণময়। উহাতে পার্থিব সমস্ত লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। পুরাণবেত্তা মহর্ষি সকল উহাকে নারায়ণসমুদ্ভূত পৃথিবীর বীজ কহিয়া থাকেন। পদ্মাসনা যে দেবী তাঁহাকেই পৃথিবী বলিয়া থাকে; আর তাহার সারভূত গর্ভাঙ্কুর সকলের নাম দিব্য পর্ব্বত; হিমালয়, মেরু, নীল, নিষধ, কৈলাস, ক্রৌঞ্চ, গন্ধমাদন, পবিত্র ত্রিশিখর, মনোরম মন্দর, গিরিশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য ও অস্তগিরি; এই সকল অভিলাষ পূর্ণকারী পবিত্র পর্ব্বত দেবগণ, মহাত্মা সিদ্ধগণ ও অন্যান্য সজ্জন লোকের আশ্রয়। এই সকলের মধ্যবর্ত্তী দেশকে জম্বুদ্বীপ কহে। এই জম্বুদ্বীপ যাজ্ঞিকদিগের কর্ম্মভূমি। যজ্ঞ নিবন্ধন ঐ পদ্ম হইতে যে অমৃত তুল্য জল নির্গত হয়, তাহাই নদীরূপে পরিণত হইয়া শত শত তীর্থাদি-ভাবাপন্ন ক্রমে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। কথিত পদ্মের চতুর্দ্দিকে যে সকল কেশর আছে, সেই সকল এই পৃথিবীর অসংখ্য ধাতু পর্ব্বত। রাজন! পদ্মের উর্দ্ধভাগে যে ভূরি ভূরি পত্র আছে, তাহাতেই পর্ব্বতবহুল দুর্গম ম্লেচ্ছ দেশ সকল হইয়াছে। আর উহার নিম্নভাগের যে সকল পত্র, তন্মধ্যে কতকগুলিন দৈত্য, আর কতকগুলি উরগের বাসস্থান; উহার নাম পাতাল। পাতালের যে নিম্ন ভাগ তাহার নাম জল। মহাপাতকীরা ঐ জলস্থানে মগ্ন হইয়া থাকে। পদ্মের প্রান্তভাগে যে জলরাশি, তাহারই নাম একার্ণব; এই একার্ণবের চতুর্দ্দিকের জলরাশিকে চারি সাগর কহে।

নারায়ণের মহাপুরুষোৎপত্তি এইপ্রকার। করণাতত্ত্বজ্ঞ, বেদার্থজ্ঞানসম্পন্ন পুরাতন মহর্ষিরা এইরূপে পদ্মের বিবরণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ নারায়ণ এই পদ্মোদ্ভব-প্রণালী অনুসারে পর্ব্বত নদী ও দেশ সকল সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সেই অচিন্ত্যপ্রভাব দুর্জ্জয় পরাক্রম স্বয়ম্ভু যখন স্বেচ্ছায় মহার্ণবে শয়ন করিয়া থাকেন, তখনই এই জগন্ময় পদ্মের সৃষ্টি করেন।

—

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২০৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যযুগের অবসানে আবার যখন সত্যযুগের আরম্ভ হয়, তখন তমোগুণ হইতে মধু এবং রজোগুণ হইতে তাহার সহযোগী কৈটভ উৎপন্ন হইয়া নারায়ণের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। উহাদিগের দুই জনেরই মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর। উভয়েই ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারে। এক জন কৃষ্ণবর্ণ, আর এক জন রক্ত বস্ত্র পরিধায়ী। উভয়েরই দন্ত শ্বেত, উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ; মস্তকে কিরীট ও মুকুট; হস্তে কেয়ূর ও বলয়। চক্ষু মহারক্তের ন্যায় তাম্রবর্ণ। বক্ষঃস্থল স্থূল ও বিস্তৃত; বাহু আজানুলম্বিত, আপাদমস্তক দেহ এরূপ দীর্ঘ যে বোধহয় যেন দুই পর্ব্বত বিচরণ করিতেছে। শরীরের কান্তি নীল মেঘের সদৃশ; মুখ উদয়োন্মুখ সূর্য্য তুল্য; করতল বিদ্যুৎমণ্ডিত জলদের ন্যায় তাম্রবর্ণ; তজ্জন্য দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। পাদ বিক্ষেপের বেগ এত ভীষণ যে বোধ হয়, যেন প্রতিপদ ক্ষেপেই সাগর দূরে

নিক্ষেপ করিতেছে; যেন মহাসাগরশায়ী নারায়ণ বিচলিত হইতেছেন। রাজন্! এইরূপ ভয়ঙ্কর দুই দৈত্য পুষ্কর মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

এদিকে নারায়ণ সৃষ্টি করিতে আজ্ঞা করাতে ব্রহ্মা বিশ্বেদেব, মানসপুত্র ঋষি ও অন্যান্য প্রজা সকল সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় ঐ দুই দর্পিত দানব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মহাক্রুদ্ধ ভাবে কহিল, দেখিতেছি তোমার চারি মুখ, মুণ্ডক শ্বেত উষ্ণীশ; তুমি নিশ্চিন্ত ভাবে পুষ্কর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ। অজ্ঞান বশতঃ আমাদিগের প্রতি একবার ভ্রূক্ষেপও করিতেছ না; তুমি কে? কে তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছে? কেই বা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছে? তোমার রক্ষাকর্ত্তাই বা কে? তোমার নামই বা কি? এক্ষণে তোমাকে আমাদিগের সহিত বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই বলিতেছি, আমরাই পরমেশ্বর; যুদ্ধে আমাদিগের সম্মুখে অবস্থান করা তোমার সাধ্য নহে।

ব্রহ্মা কহিলেন; লোকে যাঁহাকে "ক" বলিয়া থাকে; এবং যাঁহাকে কেহই জানে না, আমি সেই ব্রহ্মা; তোমরা আমাকে জ্ঞাত নও।

মধুকৈটভ কহিল, মহামতে! আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই; রজঃ এবং তমোগুণের প্রভাবে আমরা দুই জনেই এই বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি। আমরা দুই জনে যোগীদিগের দুঃখলক্ষণ রজঃ এবং তমোগুণ। ধর্ম্মশীল মানবগণ আমাদিগেরই দ্বারা বঞ্চিত হইয়া থাকে। আমরাই যুগে যুগে এই বিশ্ব সংসার বিমোহিত করিয়া থাকি। আমরাই অর্থ, আমরাই কাম, এবং আমরাই স্বর্গফলপ্রদ যজ্ঞ। অধিক আর কি বলিব, সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতি, ন্যায় অন্যায় ও অন্যান্য যে কোন বাঞ্ছিত ফল, সে সমুদায়ই আমরা দুই জন।

ব্রহ্মা বলিলেন, দানবরাজ! যে গুণ যোগীদিগের প্রশংসনীয়, আমি পূর্ব্বে যে গুণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, নারায়ণ আমাকে সেই সত্ত্বগুণ প্রদান করিয়া তাহাতেই আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রজঃ এবং তমোগুণও তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। কি সাত্ত্বিক কি ইতর, তিনি সমুদায় জীবেরই জন্মভূমি। অতএব তিনিই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তোমাদিগের রণকণ্ডূতি নিবারণ করিবেন।

রাজন্! তখন সেই দুই দৈত্য বহু যোজন বিস্তৃত সমুদ্রশায়ী পদ্মনাভ হৃষীকেশের নিকট গমন করত প্রণাম করিয়া কহিল, আমরা জানি, তুমিই বিশ্বের উৎপত্তি স্থান, তুমিই অদ্বৈত, এবং তুমিই পুরুষোত্তম; আমরা তোমাকে উপাসনা করিবার নিমিত্তই উপস্থিত হইয়াছি। আমরা জ্ঞাত আছি, তুমি সত্য স্বরূপ ঈশ্বর; তোমার দর্শন নিষ্ফল হয় না বলিয়াই তোমাকে দর্শন করিতে সর্ব্বতোভাবে ইচ্ছা করিয়া থাকি। আমাদিগের কামনা, তুমি বর দান করিয়া আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর। হে অমোঘদর্শন! হে শত্রুতাপন! তোমাকে নমস্কার।

নারায়ণ কহিলেন, মধুকৈটভ! শীঘ্র বল; তোমাদিগের বাসনা কি? আমি তোমাদিগকে যে আয়ু দান করিয়াছি, তোমরা কি তাহা অপেক্ষা দীর্ঘ আয়ু কামনা কর; যদি কর, তাহা হইলে বলিতেছি তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। কিন্তু আমি বলিতেছি, তোমরা দুইজনে আমার বধ্য হও, তোমরা দুইজনেই মহাবাহু, মহাত্মা ও ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ।

মধুকৈটভ কহিল, প্রভো! আমরা এরূপ স্থানে বধ প্রার্থনা করি, যে স্থানে অন্যের দেহ পতিত না হইয়াছে। আরও প্রার্থনা করি, আমরা তোমার পুত্র হই।

নারায়ণ কহিলেন, মধুকৈটভ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অন্য কল্পে তোমরা আমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

রাজন্! সেই বিশ্বসংহারকারী জ্যোতিশ্বর নিত্যদেব উক্ত দুই অসুরকে উক্ত বর দান করিয়া, নিজ উরুদেশের উপর রাখিয়া উভয়কেই পেষণ করিয়া ফেলিলেন।

——

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২০৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বেদবিৎশ্রেষ্ঠ মহাব্রত ব্রহ্মা ঐ পদ্মে অবস্থিতি করত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি নিজেই তেজস্বী, তাহাতে আবার তপস্তেজে তাঁহার শরীর যেন জ্বলিতে লাগিল; অজ্ঞানান্ধকারবিনাশী যোগিবর ব্রহ্মা সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় কান্তিধারণ করিলেন। এদিকে অচিন্ত্যস্বরূপ মঙ্গলনিদান অক্ষয় পুরুষ নারায়ণ নিজে দুই অংশে বিভক্ত হইয়া দুই মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; একমূর্ত্তি মহাতপা মহাতেজস্বী যোগাচার্য্য, এবং আর এক মূর্ত্তি ব্রহ্মবিদ্যাপারদর্শী সাংখ্যাচার্য্য। তন্মধ্যে নারায়ণ যোগাচার্য্য এবং কপিলদেব সাংখ্যাচার্য্য। উভয়েই বেদপারদর্শী, মহাত্মা ও পুরুষত্ব পরায়ণ; দেবর্ষিগণ উভয়েরই স্তব করিয়া থাকেন। যোগাচার্য্য ও সাংখ্যাচার্য্য উভয়ে অমিতবীর্য্য ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি বিশ্বের প্রাণ, জগৎপ্রতিপালক, লোকগুরু, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সত্যময়।

মহৎ সৃষ্টিনিদান ব্রহ্মা তাঁহাদিগের দুইজনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূঃ আদি তিন মন্ত্র জপ করত ভূঃ আদি ত্রিলোক সৃষ্টি করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার মানস হইতে ভূঃ নামক এক অমর পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ মানস পুত্র উৎপন্ন হইয়াই ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আজ্ঞা করুন আমি আপনার কি সহায়তা করিব? ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! এই বরদ যোগাচার্য্য নারায়ণ এবং এই সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেব তোমাকে যাহা বলেন, তুমি তাহাই কর। ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ করিলে সেই ভূঃ নামক পুত্র সন্দিগ্ধচিত্তে নারায়ণ ও কপিলদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি আপনাদিগের সেবা করিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

তখন নারায়ণ ও কপিল দেব উত্তর কহিলেন, মহামতে! তুমি সত্যস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ অষ্টাদশবল জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি স্বরূপ পরাৎপর পরম ব্রহ্মকে স্মরণ কর। এই কথা শুনিয়াই সেই মানস পুত্র ভূঃ উত্তরদিকে গমন করিয়া, জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা ভুবঃ নামে দ্বিতীয় মানস পুত্র সৃষ্টি করিলেন। সেই দ্বিতীয় পুত্র ভুব লোকপিতামহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, পিতঃ! আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে। ব্রহ্মা ভুবকে নারায়ণ ও কপিলদেবের নিকট গমন করিতে কহিলে, তিনি তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া ভূর ন্যায় পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে দ্বিতীয় পুত্র গমন করিলে পর ব্রহ্মা মোক্ষপথকুশল তৃতীয় পুত্র সৃষ্টি করিলেন। উঁহার নাম ভূর্ভুবঃ। ভূর্ভুবও অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় পরমপদ লাভ করিলেন। রাজন্! উক্তরূপে ব্রহ্মার যে তিন মানসপুত্র উৎপন্ন হইল, নারায়ণ ও জ্যোতিশ্বর কপিলদেব উঁহাদিগের তিন জনকে সমভিব্যাহারে লইয়া পুনর্ব্বার সেই পরম ব্রহ্মে লীন হইলেন। এ দিকে যেমন তাঁহারা দুই জনে নির্ব্বাণ পথ অবলম্বন করিলেন, এদিকেও তেমনি ব্রতধারী ব্রহ্মা পুনরায় ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এইরূপে অনন্তকাল তপস্যা

করিতে করিতে ব্রহ্মা নিজের দেহার্দ্ধ হইতে এক পুণ্যলক্ষণা ভার্য্যা উৎপাদন করিলেন। কি তপস্যা, কি তেজ, কি নিয়ম সকল অংশেই ঐ ভার্য্যা তাঁহার অনুরূপা এবং লোকসৃষ্টি বিষয়ে সম্যক ক্ষমতাশালিনী হইলেন। মহাতপা ব্রহ্মা ঐ ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হইয়া সমস্ত প্রজাপতি ও বিবিধ জগৎ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বেদমাতা গায়ত্রীকে উৎপাদন করিলেন। তাহার পর নিজের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে লোককর্ত্তা পুত্রগণকে সৃষ্টি করিলেন। ঐ পুত্রগণ প্রজাপতি বলিয়া জগতে বিখ্যাত; উঁহাদিগের হইতে সমস্ত লোক উৎপন্ন হইয়াছে। পুত্রগণের মধ্যে মহাতপা সর্ব্বাগ্রগৃহীত বিশ্বেশ্বর ধর্ম্মই সর্ব্ব প্রধান। অনন্তর ব্রহ্মা দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরা ও মনুকে সৃষ্টি করিলেন। ইঁহারা সকলেই অথর্ব্ব বেদসম্ভূত এবং মহর্ষি নামে বিখ্যাত। ইঁহাদিগের ত্রয়োদশ পুত্র, তাহাদিগের হইতে মহাবংশ বিস্তার হইয়াছে। অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, খসা, প্রাধা, ক্রোধা, সুরসা, বিনতা ও কদ্রু এবং সপ্তবিংশতি নক্ষত্র, এই সমস্ত দক্ষের কন্যা। জনমেজয়! মরীচি তপস্যা দ্বারা কশ্যপ নামে যে পুত্র উৎপাদন করেন, দক্ষ তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। আর রোহিণী প্রভৃতি নক্ষত্র নামে যে সপ্তবিংশতি কন্যা, তাঁহাদিগকে চন্দ্রকে দান করেন। ইতি পূর্ব্বে ব্রহ্মা লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, সাধ্যা, বিশ্বা, ও মরুত্বতী নামে যে পাঁচ কন্যা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে দান করিলেন। যিনি ব্রহ্মার অর্দ্ধাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার বামরূপিণী পত্নী হইয়াছিলেন, তিনি সুরভি নামে ধেনুর রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন লোকসৃষ্টিবেত্তা লোকপূজিত ব্রহ্মা গোকুল বিস্তার করিবার নিমিত্ত ঐ সুরভিতে সঙ্গত হইলেন। তাহাতে একাদশ পুত্র উৎপন্ন হইল। পুত্রগণ সকলই ধার্ম্মিক; তাহাদিগের শরীরের কান্তি সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ; তেজঃপ্রভাবে বোধ হয় যেন সমস্ত দগ্ধ করিতে সমর্থ। ঐ সমস্ত পুত্র রোদন ও দ্রবণ করত ব্রহ্মার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন বলিয়া উঁহাদিগের প্রত্যেকেরই নাম "রুদ্র" হইল; তথাপি তাঁহাদিগের নাম ভিন্ন ভিন্ন। নিঋতি, সর্প, অজ, একপাদ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহির্ব্রধ্ন, কপালী ও সেনানী এই একাদশ রুদ্র। ঐ সুরভী হইতে অজ, উৎকৃষ্ট অমৃত বৃষ, অকৃষ্টযব, ক্ষুদ্রৈনকক, এবং উৎকৃষ্ট ওষধি সকল উৎপন্ন হইল। তাহার পর সুরেশ্বর ধর্ম্মের সঙ্গমে লক্ষ্মী হইতে কাম, এবং সাধ্যা হইতে মরুত, বিশ্বাবসু, বলধ্রুব, মহিষ, বিধান। বৎসর, বিভূতি, অসুরমর্দ্দন, পর্ব্বত, বৃষ ও নাগগণের উৎপত্তি হইল। তাহার পরেও ঐ সাধ্যা হইতে মরু, ধ্রুব, সুধা, চন্দ্র, পর্ব্বত যোগেন্দ্র, বায়ু ও অষ্টম নিঋতি উৎপন্ন হইলেন। বিশ্বাগর্ভসম্ভূত বিশ্বদেবগণও ধর্ম্মের পুত্র। মহাবাহু ও মহাবল পরাক্রান্ত সুধর্ম্মা, শঙ্খপাদ, উক্থ, বপুষ্মান, অনন্ত, সমীরণ, বিশ্বাবসু, সুপর্ণ মহাযশস্বী বিষ্কম্ভু, রুরু ও সূর্য্যকান্তি ঋষিপুত্র, ইহারা চাক্ষুষ মনুর পুত্র। দেবমাতা বিশ্বা বিশ্বেদেবদিগকে এবং মরুত্বতী মরুত্বদিগকে প্রসব করিয়াছিলেন। অগ্নি, চক্ষু, হরি, জ্যোতি, সাবিত্র, মিত্র, অমর, শর, বৃত্র, মহাভুজ শঙ্কর, বিরুজ, শুক্র, বিশ্বাবসু, বিভাবসু, অসমস্ত, চিত্ররশ্মি, নিষ্কুষ্কি, নৃপ, নহুষ, আহুতি, চারিত্র, ব্রহ্মপন্নগ, বৃহন্ত, বৃহদ্রূপ, ও পরহাপন, ইহারা মরুদ্‌গণ; মরুত্বতী ইহাদিগকে প্রসব করিয়াছিলেন। কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্টা, বরুণ অংশ, অর্য্যমা, রবি, পূষা, মিত্র, বরণ,

মনু ও পর্জন্য, এই দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার পর সরস্বতীর গর্ভে রূপশ্রেষ্ঠ ও বলশ্রেষ্ঠ নামে যে দুই পুত্র জন্মে, তাঁহারা আদিত্যের পুত্র। উহাঁদিগের তুল্য রূপবান্ স্বর্গে আর দ্বিতীয় নাই। অদিতি হইতে দেবগণ, দিতি হইতে দৈত্যগণ, দনু হইতে দানবগণ, সুরসা হইতে সরীসৃপগণ; কালা হইতে কালকেয়গণ, খসা হইতে রাক্ষসগণ, গ্রহজননী সিংহিকা হইতে গন্ধর্বগণ, অনায়ু হইতে ব্যাধি ও ঈতিগণ, প্রাধা হইতে অপ্সরোগণ, ক্রোধা হইতে ভূত, পিশাচ, পক্ষী, শৃগাল, এবং সুরভিসন্ততি গোধন ব্যতীত আর সমুদায় চতুষ্পদ উৎপন্ন হয়। অরুণ এবং গরুড়, ইহাঁরা উভয়ে বিনতার পুত্র। আর পর্বত ও পন্নগ সকল কদ্রু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

রাজন্! মহাত্মা নারায়ণের নাভিপদ্ম প্রাদুর্ভূত হইলে পর এইরূপে এই বিশ্বের লোকসংখ্যা পরম্পরা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি দ্বৈপায়নের নিকট যে পুষ্কর প্রাদুর্ভাবের কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, সমস্ত আনুপূর্বিক উল্লেখ করিলাম; পরমর্ষিগণ পরম সমাদরে এই পুষ্কর প্রাদুর্ভাবের গুণ কীর্তন করিয়া থাকেন। দ্বৈপায়ন যে পুষ্কর প্রাদুর্ভাবের কথা কহিয়াছিলেন, ইহাই সেই কথা। পরমর্ষিগণ এই কথার প্রত্যেক অংশেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি মনোযোগ পূর্বক এই সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ পুরাণ কথা যথোক্ত প্রকারে শ্রবণ করেন, তিনি ইহ লোকে শোকবিহীন ও সমুদায় অভিলাষ প্রাপ্ত হইয়া পরলোকে স্বর্গ সুখভোগ করেন।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২০৫।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি পরস্পর সম্বদ্ধ বিবিধ গুণের জন্য পূজিত দিব্য বংশচরিত শ্রবণ করিলাম। ইহা বিবিধ ছন্দঃ বিবিধ সমাস সুন্দর আভোগ ও সরল পদবিন্যাসে গ্রথিত। ইহাতে ধর্ম, অর্থ, ও শরীরসুখসর্গ কাম, এই ত্রিবর্গ, এবং ব্রাহ্মণের প্রভাব, ক্ষত্রিয়গণের পরাক্রম বৈরনির্যাতন ও প্রতিজ্ঞা পালন আর পরাজিত ক্ষত্রিয়গণের দুর্গতি ইত্যাদি বিষয় সকল সুন্দররূপে পরিশোধিত হইয়াছে। দেখিতেছি, এই ক্ষত্রিয়দিগের কাহারও বংশ একবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই। সেই ঘোরতর সংগ্রামে যে সকল নরপতি নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পুত্রগণ অদ্যাপি তাঁহাদিগের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুনিলাম, বাণের আজ্ঞানুবর্তী রাজা কৌরবই বিখ্যাত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মানবগণের গর্বের জন্য নহে, তাহাদিগের চিরস্থায়িতার জন্যই ইহাতে চতুর্বর্ণ ধর্ম, এবং বীরগণের স্বর্গফলপ্রদ বিবিধ কার্য ও পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনেকবার বর্ণন করা হইয়াছে। মানবগণ যে কি কারণে পুনর্বার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, এই উপলক্ষে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। তীর্থ ভ্রমণ, পুণ্যকর্ম এবং দানযোগে যেরূপ ফল লাভ হয়, তাহাও অনেকবার বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতেই ঋষি ও বাক্য, এই উভয়ের সংযোগ কথা হইয়াছে। ব্রহ্মন্! আমি দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইতেছি, এই বিস্তীর্ণ তারক কথা একদিনে সমুদায় অধ্যয়ন করিয়া কীর্তন করিতে পারি না। একণে ব্রহ্মার কার্যের বিস্তর ও সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২০৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! বলিতেছি, তুমি পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক নির্বিকার চিত্তে একমনে শ্রবণ কর। যিনি স্থূল, যিনি সূক্ষ্ম, যিনি অসৎকারণ, যাঁহার নাশ নাই, তিনিই

সাংখ্য প্রসিদ্ধ পরম পুরুষ। তাঁহাতে অপূর্ণতা নাই; অহংকার তত্ত্ব তাঁহা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বভূতের ও সর্ব্ব পদার্থের অধিপতি। তিনি সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য ও অব্যয়। তাঁহা হইতেই যুগাদির উদ্ভব হয়। তিনি অসম্বদ্ধ ও অজাত; কিন্তু সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন; সুতরাং তিনি বিভু বলিয়া বিখ্যাত। ব্রহ্মবেত্তারা তাঁহাকেই পরমতত্ত্ব অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি সর্ব্বত্র ভ্রমণ, সকল বস্তু দর্শন ও সমুদায় শ্রবণ করেন। সর্ব্বদিকেই তাঁহার মুখ ও মস্তক। এইরূপে তিনি বিশ্বব্যাপী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

সর্ব্বব্যাপী অহংকার তত্ত্বে কার্য্য, কারণের হেতু ভূত অবিদ্যার আভাস হইয়া থাকে; সচ্চিদানন্দের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই; তবে সেই সচ্চিদানন্দে অবিদ্যার কল্পনা মাত্র হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত স্বরূপ চিদানন্দ ব্যক্তরূপ দেহে অবস্থান করিয়া বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু কোন কালেই দৃষ্টিগোচর হ'ন না। চিৎস্বরূপ আত্মার বাস্তবিক কোন রূপ নাই; সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি আশ্রয় করাতে তাঁহাতে রূপের আভাস হইয়া থাকে মাত্র। কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নির ন্যায়, অব্যক্ত পুরুষ ঈশ্বর দেহ মধ্যে নিবাস করিতেছেন। তিনি ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান; তিনি সকলের নাথ; তিনি পরম স্থানস্থায়ী; তিনি সকল লোকের প্রভু। সেই নারায়ণাশ্রিতা মায়া হইতে অহংকার তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। নারায়ণ অব্যক্ত হইলেও বাসনাদি সংস্কার বশতঃ ব্রহ্মযোগে ব্যক্ত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। 'যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বের প্রভু; তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া থাকে। ব্রহ্মই "সোহং" এই নাম ধারণ করিয়া বলিয়া থাকেন, আমি প্রজা সৃষ্টি করিব। অবিদ্যা হইতে সমুদায় উৎপন্ন হয়; অবিদ্যা হইতেই ঐরূপ হইল। অহংকার ও স্বভাব হইতে উৎপন্ন। ফলতঃ সমুদায় বিশ্বসংসার তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই জয়শালী নিরালম্ব সর্ব্বব্যাপী অদৃশ্যমান জ্যোতির্ম্ময় পদার্থই ব্রহ্ম শব্দে শব্দিত হইয়া থাকেন। সেই পরম ব্রহ্ম স্বয়ং অব্যক্ত; তথাপি তিনি বাসনা মাত্র সূক্ষ্মভূত পঞ্চপ্রকার উপাধি ধারণ পূর্ব্বক বেদোক্ত নিয়মে বিবিধ ভৌতিক পদার্থ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। যে সলিলে এই বিশ্বসংসার ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা তাঁহার পৃথিব্যাদি সৃষ্টির আদি কারণ। এই সলিল সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি আদৌ বায়ু সৃষ্টি করেন। উহার পঞ্চভূত সৃষ্টির প্রণালীক্রমে স্থূলতর আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও সলিল হইতে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি ঈশ্বর বশবর্ত্তী মরীচি প্রভৃতি ধাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এই সমস্ত বিশ্বসংসার ধারণ করেন বলিয়া তিনি ধাতৃ নামে উক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা শমাদি গুণে বিভূষিত, তাঁহাদিগকে এই পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতে হয় না. তাঁহারা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট পদবীকে অধিরোহণ করিয়া থাকেন। এই পৃথিবী পূর্ব্বে সলিলে নিমগ্ন ছিল; পরে সলিল হইতে পৃথক্ হইয়া লোকের বাসস্থান হয়, এইরূপ ইচ্ছা হওয়ায় ভূমি ও জল পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়ে। সেই অবধি ঘনত্ব ও দ্রবত্ব এই ভিন্ন ধর্ম্ম জন্য লোকের ভূ ও সলিল, এই দুই পৃথক্ জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়াছে। সলিল-সংস্থিতা এই পৃথিবী দেবী যখন সলিল মধ্যে মগ্না ছিলেন, তখন ঐ স্থান হইতে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, দেব! অগাধ জল মধ্যে মগ্ন থাকাতে আমি একান্ত অবসন্ন হইয়াছি; আমাকে উদ্ধার কর। আমি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইব।' ভূতধাত্রী ধরিত্রী স্থানাভিলাষিণী হইয়া এইরূপ কহিলে, দেবাদিদেব নারায়ণ তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক মহাবরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সলিল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং তথা

হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার এবং সমাধিবলে পুনর্ব্বার অদৃশ্য হইলেন। রাজন্! সেই জ্যোতির্ম্ময় নারায়ণই আকাশ স্বরূপ, এবং তাঁহা হইতেই লোক-পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। এখনও সেই জগন্নিদান বিধাতা প্রাণিগণের জন্য জ্ঞান ও যোগবলে এই পৃথিবী ধারণ করিতেছেন।

পরে সূর্য্যদেব পৃথিবীর মধ্যভাগ বিদারণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেন। উত্থান কালে বোধ হইতে লাগিল, যেন কিরণজালে সমস্ত দগ্ধ করিতেছেন। অনন্তর ঐ সূর্য্যমণ্ডল হইতে অপর এক মণ্ডল নির্গত হইল; ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ মণ্ডলে সোমস্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ মণ্ডল সোমমণ্ডল বলিয়া প্রসিদ্ধ। সোমমণ্ডল হইতে নিশ্বাস বায়ু নির্গত হয়; ঐ নিশ্বাস বস্তু সর্ব্বপ্রকাশক বর্ণাত্মক জ্যোতিঃ। ঐ জ্যোতিই বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান নারায়ণ আপন ইচ্ছানুসারে ঐ যোগময় জ্যোতি হইতে বেদনিদান সনাতন ব্রহ্মাকে উৎপাদন করেন। সেই সনাতন পুরুষের শরীরের দ্রবত্বই জল; কাঠিন্য, পৃথিবী, ছিদ্রই আকাশ চক্ষুই জ্যোতি এবং স্পর্শই বায়ু। এইরূপে সেই পরম পুরুষ হইতে পাঞ্চভৌতিক দেহের উৎপত্তি হইয়াছে; সুতরাং তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই পরম ব্রহ্মজ্ঞান জীবগণের বুদ্ধি মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যোগ বশতঃ যখন সেই জ্ঞানের উদয় হয়, তখন আত্মায় ও ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান জন্মে। যে জঠরাগ্নি দেহীর দেহমধ্যে তপন রূপে পঞ্চভূতের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, মূঢ় ব্যক্তিরা তাঁহাকে জীব ও তত্ত্বজ্ঞানীরা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আত্মা পূর্ব্ব সংস্কারের গুণাগুণ বশতঃ ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য এবং শান্তি ও অশান্তি ভোগ করেন। ইন্দ্রিয় বিমোহিত মূঢ় ব্যক্তিরা ব্রহ্মজ্ঞানহীন হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মের গুণে জন্ম মৃত্যু ভোগ করে। তাহারা যে পর্য্যন্ত জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতে সমর্থ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সংসারে গমনাগমন করিতে হয়। আর, যাহারা জ্ঞান বলে ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া যোগাবলম্বন করিতে সমর্থ হয়, তাহারা অল্পবয়সে ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত করিয়া ক্রমে সেই পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে পারে। ফলতঃ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ ঐহিক সুখকে তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া কখনই বিষয়বাসন দিকে আসক্ত হন না। প্রত্যুত, স্বয়ং সিদ্ধি লাভ করিয়া ভোগাসক্ত ব্যক্তিদিগের গর্ভপ্রবেশ, গর্ভনির্গম ও মরণ প্রভৃতি কর্ম্মফল সকল দর্শন করিতে থাকেন এবং অনৈষ্ট ও অনায়ত্তাদি কর্ম্ম ফল সকল প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাদিগের মোক্ষফল সকল জানিতে সমর্থ হন। যে বিষয়বাসনা প্রবল স্রোতে পরিচালিত হইয়া বায়ুবিলোড়িত সমুদ্রের ন্যায় মনুষ্যকে চঞ্চল করিয়া তুলে, ব্রহ্মজ্ঞানিগণ সেই চিত্তাকর্ষক সুখ দুঃখ স্মারক বাসনাকে একবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলেন। এইরূপে যে জ্ঞানবলে কামাদি বিষয় বাসনা হইতে হৃদয়কে নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, এবং চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। উহা লাভ হইলেই আত্মা দেহবন্ধন হইতে মুক্তি পান। যিনি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি সাক্ষাৎ বেদোমূর্ত্তি ব্রহ্মার ন্যায় বিদ্যাবলে ইহ লোক ও পরলোক সৃষ্টি এবং সংহার করিতে পারেন। আর নরক সদৃশ কর্ম্মের ফলে তির্য্যক্‌যোনিজাত জীবদিগকে ব্রহ্মতেজোবলে মুক্ত করিতে পারেন। মোক্ষ আর ভোগ উভয়েই যোগ-জন্য; কিন্তু ব্রহ্মবস্তুতে ভোগের সম্পর্ক নাই।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২০৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সূর্য্য উত্থিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যভাগে যে গর্ত্ত করিয়াছিলেন, সেই

গর্ত্তে অচলস্বভাব মৈনাক বিনাশ রহিয়াছে। উহাতে পর্ব্ব অর্থাৎ বসনাপূরক কল্পবৃক্ষ ও কামধেনু প্রভৃতি রহিয়াছে, বলিয়া উহার নাম পর্ব্বত আর চলিতে পারে না বলিয়া উহার নাম অচল হইয়াছে। উহাই সুমেরু। সুমেরুর পৃষ্ঠদেশে জ্যোতিঃসম্ভূত পুরুষাকৃতি পরমাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। বেদান্ত শব্দ ব্রহ্মময় তেজ নিহিত রহিয়াছে, উহাই পরমাত্মার জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ্ত পুরুষদেহ। তাঁহার মুখ হইতে চতুর্ম্মুখ চতুর্হস্ত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। উনি তেজে যেন জ্বলিতেছেন। ব্রহ্মের মুখ হইতে উৎপন্ন এজন্য চতুর্ম্মুখের নাম ব্রহ্মা। এবং এই জন্যই তিনি লোকপূজিত হইয়াছেন। ব্রহ্মার যে বরাহ রূপী দেহ ব্রহ্মের জলময় শরীর হইতে পৃথিবী দেবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনিই অলৌকিক গুণসম্পন্ন চতুর্ম্মুখ ধরার উদ্ধারকর্ত্তা বিধাতা বলিয়া থাকে। মেরুর পশ্চিমস্থলে যে শৃঙ্গ আছে, উহাকে ব্রহ্মলোক বলে। ঐ শৃঙ্গ উর্দ্ধে যেমন শত সহস্র যোজন বিস্তারেও তেমনি তাহার চতুর্গুণ। অথবা জ্ঞানবলে ক্রমাগত শতসহস্র বৎসর পরিমাণ করিলেও কেহ উহার দৈর্ঘ্য বা বিস্তারের ইয়ত্তা করিতে পারে না। শিলাময় স্তম্ভচতুষ্টয় দ্বারা পরিবেষ্টিত সুমেরুর পরিধিও অপরিসীম। যোগী, ব্রহ্মপরায়ণ সিদ্ধ ব্রহ্মচারীরাও কতশত যোজন বলিয়া উহার বিস্তার নির্দ্দেশ করেন; বস্তুতঃ উহার দীর্ঘ বা বিস্তারের সীমা নাই।

ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া নিজতেজ দ্বারা এই পৃথিবী ও ক্ষত্রিয়দিগকে পালন এবং মোক্ষ প্রদর্শন ও জ্ঞান উপদেশ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। এই পৃথিবী উনপঞ্চাশৎ বায়ু; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, বিশ্বেদেব ও বরুণদেব কর্ত্তৃক আবৃত রহিয়াছে। যে বিষ্ণুর তেজ সর্ব্বত্র সমভাবে সঙ্গত, ব্রহ্মপারদর্শী ব্রাহ্মণগণ তাহাকেই ব্রহ্মতেজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সাধারণতঃ ত্রিভুবনস্থ যাবদীয় লোক যে অব্যক্ত ব্রহ্মকে যজ্ঞের অধীন বলিয়া জ্ঞান করে, যোগিগণ যোগবলে তাঁহাকে স্পষ্টই হৃদয়ে অবস্থিত বলিয়া বোধ করেন। ছন্দ-বাদীরা আন্তরিক যত্নের সহিত যে বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই নিত্য কর্ম্ম; বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ নিত্য কর্ম্মকেই নিত্যকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু কর্ম্মজনিত পুণ্য ফলে যে বিশ্বরূপতা প্রাপ্তি হয়, তাহা সেই পরম ব্রহ্মের অংশমাত্র। কর্ম্ম দ্বারা উহাঁকে পাওয়া যায় না। তিনি নিত্যসিদ্ধ আত্মস্বরূপ। তাহার প্রভাব অনন্ত; এই জন্য সত্যব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বিশ্ব শব্দে বেদে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যিনি মুক্তিপদাকাঙ্ক্ষ ব্রহ্মবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য, যিনি নিত্যস্বরূপ, সেই বিশ্বময় ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার বিশ্বময় অংশকে স্থূলরূপ ও মনোময় অংশকে সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিয়া সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত সেই উভয়বিধ রূপকে স্ত্রীপুরুষরূপে পরিণত করিয়াছেন। ফলতঃ তিনিই সেই রূপান্তরিত স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া কর্ম্মাদির সংযোগে বিপুল ভোগের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সলিলধারারূপী পরমেশ্বর হইতে সোমদেব উৎপন্ন হইয়াছেন। তাহার পর ভগবান্ সেই সলিলধারা দ্বারা মহেশ্বরকে জীবগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়া গভীরতর নাদ আরম্ভ করিলেন। ঐ নাদজন্য সেই সলিলধারার নাম নদী হইল। ঐ নারায়ণরূপিণী নদী ব্রহ্মলোক পবিত্র করিয়া পথরোধক পর্ব্বতাদি বিদারণ পূর্ব্বক আকাশ হইতে "গাংগত" অর্থাৎ পৃথিবীতে আগত হইয়াছেন বলিয়া উহাঁর নাম গঙ্গা হইয়াছে। গঙ্গা গোদাবরী প্রভৃতি সপ্ত ধারায় নির্গত হইয়াছেন। তদনন্তর ঈশ্বরসম্ভূত ইহলোক ও পরলোক ও পরলোকমধ্যে নিজ মাহাত্ম্য খ্যাপনার্থ যে কত

শত তীর্থরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া সমস্ত বর্দ্ধন করিতেছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। ঐ নদীর জলে যে তৈজস ধান্যাদির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জরায়ুজাদি জীব সকল পুষ্টি লাভ করিতেছে। ঐ ধান্যাদি বীজ এবং মনুষ্যাদি জীব, ইহারাই যথা নিয়মে জ্ঞানীদিগের কার্য্য সমাধা হইবার মূল কারণ। ব্রহ্মার মুখপদ্ম হইতে যে চারিবেদ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই চারিবেদ ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত উপদেশ মাত্র। ঐ বেদজ্ঞানময় পুণ্য নির্ম্মল যজ্ঞ ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্য্যু এই চারিপাদসম্পন্ন ও অনন্ত। লোকপিতামহ ব্রহ্মাই ঐ যজ্ঞের অধিপতি। স্বর্গপ্রাপ্তির কারণীভূত ধর্ম্মেরও চারি পাদ। ধর্ম্মের সেই চারি পাদ এই জগৎসংসার ধারণ করিয়াছে। চারি আশ্রমই ধর্ম্মের চারি পাদ। তন্মধ্যে বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই প্রথম; অতি পবিত্র গৃহস্থাশ্রম দ্বিতীয়। তপোভারসম্পন্ন বানপ্রস্থাশ্রম তৃতীয়, এবং ব্রহ্মপ্রাপক বিচার ও ধ্যানসংযুক্ত সন্ন্যাসাশ্রম চতুর্থ পাদ। ধর্ম্মের এই চারি পদ স্বর্গ ও মুক্তির কারণ স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রবণ মননাদি বিষয়ক বিচার সংযোগে যে গূঢ়তম যোগজ্ঞান লাভ হয় সেই জ্ঞানবলে এই ব্রাহ্মণমণ্ডলে মনোবৃত্তির উৎকর্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেই উৎকর্ষ বলে যে বেদ ব্রহ্মচর্য্যের প্রাণ স্বরূপ, তখন আর সেই শাশ্বত বেদের কিঞ্চিন্মাত্র থাকে না। গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বীরা ঐরূপ যোগযুক্ত হইলে, কি পিতৃগণ, কি মেরুশিখরবাসী ঋষিগণ, সকলেই তাঁহাদিগের কার্য্য দর্শনে তুষ্ট হন। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমসম্পন্ন ঋষিগণ সেই মেরুর শিখরের উৎকর্ষ দর্শনে তাহার উপর উপবেশন পূর্ব্বক প্রথমতঃ উপর্য্যুপরিভাবে দৃঢ়ে বাম ও দক্ষিণ গুল্ফ স্থাপন, জানু সন্ধির উপর চিবুক সংযোগ, পৃষ্ঠদেশ বিনমন, যথাভাবে দন্তের উপর দন্তবিন্যাস না হয়, এই ভাবে দন্তাবকাশ, নাভিস্থলে বাম করের উপর দক্ষিণকর স্থাপন, ইত্যাদিরূপে অঙ্গ সংকোচ পূর্ব্বক আসনারূঢ় হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ইহাই যোগিগণের আসন-বন্ধনের প্রধান নিয়ম। তদনন্তর ঐ যোগী ক্রমশঃ প্রাণনিরোধ অভ্যাস করত জীবাত্মাকে নাসিকাগ্র ও ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থাপন করিয়া মনোমধ্যে বিশ্বরূপ বিষ্ণুর কল্পনা করিয়া লন। তখন তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে একবারে প্রতিনিবৃত্ত হয়, এবং জ্ঞানালোক হৃদয়মন্দির উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। তখন বোধ হয় যেন আকাশে চন্দ্রোদয় হইতেছে, যেন এক প্রতিবিম্ব হইতে অপর প্রতিবিম্ব নির্গত হইয়াছে। বক্ষদেশ নিবন্ধন হৃদয়াকাশ মধ্যে জ্ঞানালোক প্রভা এমনই প্রকাশিত হয় যে বোধ হয় যেন দ্বিতীয় দিবাকর উদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ক্রিয়া উদ্দেশে ধরিলে সেই শাশ্বত ব্রহ্ম এক পক্ষে নিয়ম্য, আর অপর পক্ষে নিয়ন্তা। কিন্তু সেই দ্বিপাদভূত আত্মা ললাটমধ্যে প্রত্যক্ষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি মূঢ়াত্মা মানবগণ তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। চন্দ্রসূর্য্যের প্রতিবিম্ব স্বরূপ জ্যোতি চক্ষুর্মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যাঁহারা প্রথমে ধ্যাননিরত হইয়া চিত্তকে স্থির করিতে পারেন, তাঁহারা চরমে অনায়াসেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন। ফলতঃ সত্যব্রতপরায়ণ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ ভিন্ন তাঁহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়া অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে; কারণ নিরাকুল ভোগলালসা অন্য ব্যক্তিকে হিংসাধর্ম্ম রূপে ব্যাকুলিত করিয়া তুলে, অন্যান্য নানাবিধ কুকর্ম্ম তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া স্বোপার্জ্জিত বিষয় ভোগে উত্তেজিত করে; সুতরাং সে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যভোগজনিত সেই মদে মত্ত হইয়া যোগী হইলেও আবার সেই পরমানন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। এইরূপে শ্রেয়ঃপক্ষে অনেক বিঘ্ন।

অতএব মুক্তি প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মে মনঃ ধারণা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিষয়ভোগ মনকে অগ্রে আকর্ষণ করে, এজন্য মন বিষয়ে আকৃষ্ট না হইতে হইতেই তাহাকে হৃদয়মধ্যে প্রবেশ এবং ব্রহ্মপ্রকাশক চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতির সহিত সংযোগ করাইলে একবারে "সোঽহং" এই ভাব সিদ্ধ হইবে। ঐ বিশুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতিই আকাশাদির কারণ; অকার, উকার, মকার ও বিন্দু, পরমপুরুষ এই চতুর্ব্বর্ণাত্মক চতুষ্কারূপী। ঐ শাশ্বত অক্ষয় পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ। ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিবার উপায় নাই। তিনি রূপাদি ইন্দ্রিয় গুণের অতীত; কিন্তু তমোগুণ দুঃখাদির সহিত সংযুক্ত। সুবিমল চন্দ্রপ্রভার ন্যায় তাঁহার দীপ্তি অতীব আনন্দ জনক। তিনি সৎরূপে ভাসমান হইয়া শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণ সংযুক্ত দেহাকার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন। চারি বেদ তাঁহার চার মূর্ত্তি। ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ তাঁহার নয়ন, সামবেদ তাঁহার জিহ্বাগ্র এবং অথর্ব্ববেদ তাঁহার মস্তক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই বেদচতুষ্টয় জন্মমাত্রেই স্বয়ং স্ব স্ব উপাধি লাভ করিয়াছে বলিয়া উহাদিগের নাম বেদ হইয়াছে। এই চারিবেদ স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে যে এক সনাতন পুরুষের সৃষ্টি করে, তাঁহার নাম ব্রহ্ম যজ্ঞ। তন্মধ্যে অথর্ব বেদের অংশ হইতে ঐ পুরুষের মস্তক, ঋক্‌বেদ হইতে গ্রীবা ও বাহুমূল; সামবেদ হইতে উহাঁর বক্ষ স্থল ও পার্শ্বদ্বয় এবং যজুর্ব্বেদ হইতে উহাঁর বাহু, পীঠ, কটিদেশ, জঙ্ঘা, উরু ও চরণ উৎপন্ন হইয়াছে। বেদময় যজ্ঞ পুরুষ কি ইহলোক, কি পরলোক, উভয়ত্রই সুখজনক; উহাতে হিংসার লেশমাত্র নাই। ব্রহ্মচর্য্যব্রত অতি কঠোর; যোগ সাধন ও মনঃসংযম ভিন্ন ওষ্ঠ বাগ্‌বিতণ্ডায় উহা অধিগত হইবার উপায় নাই। অতএব যিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত লাভ করিয়াছেন, তিনিই বেদবিৎ, তিনিই সর্ব্বভূতভাবন ব্রহ্ম; তিনিই লোকে যথার্থ সিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ, কর্ম্ম বিরত বেদপারদর্শী মুনিগণ তাঁহাকেই সিদ্ধ; এবং যাঁহারা মুক্তিলাভের জন্য মনঃসংযম করিয়া পরিশ্রান্ত ও ব্রহ্মবস্তু লাভের অধিকারী হইয়াছেন, তাদৃশ বেদপারদর্শী মহাত্মারা তাঁহাকে বিষ্ণু প্রাপক যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! মন ভোগ্যবিষয় না পাইলে স্বতঃই বিরত হয়; অতএব মন একবার সমাধিতে লীন হইলে আবার যে বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, তাহার কারণ কি যথার্থ রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতনন্দন! এরূপ চিত্তাকর্ষণের বাহ্য কোন কারণ নাই সত্য, কিন্তু শারীরিক বা মানসিক আভ্যন্তরিক কোন কারণ আছে। যে জ্ঞান দ্বারা এই গূঢ় কারণাদি অবগত হইতে পারা যায় সে জ্ঞান লাভ করা অতি দুরূহ। ব্রহ্মপরায়ণ বেদবেত্তারা কহিয়া থাকেন, শাস্ত্রালোচনা ও উপযুক্ত উপদেষ্টার উপদেশ ভিন্ন কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায় না। বরং কর্ম্মানুষ্ঠান সে জ্ঞানলাভের বিষম বিঘ্ন স্বরূপ। কিন্তু তন্মধ্যে মোক্ষলাভার্থী হইয়া বেদাধ্যয়ন, বিদ্যামদ বিহীন হইয়া বিনয় নম্রতা প্রদর্শন ও ব্রহ্ম যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, সদা শুচি হইয়া ব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ, কৃতাঞ্জলি পুটে আচার্য্যের উপাসনা, এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে ন্যাসাদি ধারণা, ইত্যাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বিঘ্নভূত অর্থাৎ কার্য্য সমুদায়ের নিবৃত্তি হয়। গর্ব্বশূন্য হইয়া একাগ্রমনে ব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ করা মোক্ষার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। করিতে পারিলে পরমোৎকৃষ্ট বিষ্ণু পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ আত্মার প্রসন্নতাই কর্ম্মচ্ছেদ ও পরমানন্দ সম্ভোগের শ্রেষ্ঠ কারণ। চিত্ত নিবিষ্ট করা হইলেই অনা-

যাহে পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। জন্ম নিবন্ধন দুঃখ ভোগ কামনা ব ক্লেশ ক্লানের সম্পর্ক থাকে না। প্রসিদ্ধি আছে যে কর্ম্ম যোগ ও জ্ঞান যোগ দ্বারা যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহাই সনাতন ব্রহ্ম। জীবরূপে তিনি নিত্য হ্রাস বৃদ্ধি ভোগ করিতেছেন। তথাপি তাঁহার হ্রাসও নাই বৃদ্ধিও নাই। যাঁহারা বেদজ্ঞ, যাঁহারা বীত, যাঁহাদের ভোগেচ্ছা নাই, যাঁহারা স্ত্রী সংসর্গ হতে এক বারে ঘৃণা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব এবং তাঁহারাই বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাঁহারা হতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। কর্ম্মানুষ্ঠান পুনর্জ্জন্মের কারণ বটে; কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে মোক্ষ লাভ হয়। বস্তুতঃ কর্ম্মই জন্ম ও মোক্ষের মূল। জীব সামান্য ফলের কামনা করিয়া কর্ম্ম করিলেই সংসারে বদ্ধ হয়, আর ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিলেই তাহার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করে। তখন আর তাহাকে মানুষ দেহ ধারণ করিতে হয় না।

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২০৮।

জনমেজয় কহিলেন, উপসর্গ কি, যোগ কি, সাংখ্য পদ কি, সিদ্ধি কি এবং সিদ্ধির স্তুতি বা কি; আমি এই সকল জানিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! বিস্তার পূর্ব্বক সমুদায় বলিতেছি যুক্তযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। পঞ্চ ইন্দ্রিয় সিদ্ধ করিতে পারিলেই দূর দর্শন ও দূর শ্রবণাদি অনায়াসে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব যিনি সেই পঞ্চেন্দ্রিয় সিদ্ধ রূপ ও আকাশাদি গুণ পরিহার করত সনাতন ব্রহ্ম বিষয় চিন্তা না করেন, তাঁহার উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য বুদ্ধি উপস্থিত না হওয়ার হেতু যোগসিদ্ধি পক্ষে নানাপ্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়। বহ্বার সংযুক্ত দেহের মধ্যে কাম ক্রোধ মোহ প্রভৃতি নানা উপসর্গ আছে। বুদ্ধবলে সেইগুলি রোধ করিতে পারিলে দেহমধ্যে এক তেজের উদয় হয়। ঐ তেজ মস্তক মধ্যে উত্থিত হওয়াতে ঘোরতর ধূম দ্বার হইতে নিক্ষেপ। ঐ ধূম নীল, লোহিত, পীত, শ্বেত এবং মঞ্জিষ্ঠারাগ, কপোতগ্রীবা, বিশুদ্ধ বৈদূর্য্য মণি, সর্পগাত্র, ইন্দ্রগোপকীট, চন্দ্রশান্তি ও ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণ। সেই বিবিধবর্ণ ধূম মেঘের ন্যায় হইয়া একবারে আকাশ আচ্ছন্ন করে। তখন বোধ হয় যেন পক্ষযুক্ত পর্ব্বত সকল উড্ডীন হইয়া গগনমণ্ডল আবরণ করিল। তাহার পর ঐ ধূম ঘনীভূত হইয়া প্রভূত বারিধারারূপে পতিত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে। অনন্তর যোগীর মস্তকে মহান্ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সেই হইতে শত শত শিখা বহির্গত হইয়া থাকে। তখন তাঁহার সর্ব্বগাত্র হইতে শত সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। বোধ হয় যেন সপ্তাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। যত পরিমাণে বারিধারা বর্ষণ হয়, যোগীর গাত্র হইতে তত পরিমাণে অগ্নিশিখা উদ্গত হয়। ঐ সকল বারিধারা ঐ সকল শিখার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাধু জ্বালার শান্ত করে।

উক্তপ্রকারে উক্ত উপসর্গদ্বয়ের নিবারণ হইলে চতুঃ উৎকর্ষ লাভ হইলে পর আবার ঘোরতর বায়ু উত্থিত হয়। আকাশাদির গুণ সমূহ স্পর্শাদির প্রকাশক ঐ বায়ু আবার জল ও অগ্নি প্রভৃতি মহাভূতের সহিত মিলিত হইয়া সাধু শব্দে কম্পিত হয়। উহার বেগ অত্যন্ত প্রবল, শব্দ অতি ভীষণ, এবং বল এত অধিক যে ব্রহ্মাণ্ড বিদারণেও অক্ষম নহে। তারক! এইপ্রকারে ঐ অগ্নি, বারি ও জল প্রভৃতি ধাতু সকল একত্রিত হইয়া সহস্র সহস্র যুগ ধারণ করিতেছে। বস্তুতঃ সেই ব্রহ্মই এইপ্রকার মিলনের হেতু। রাজন! তখন

ঐ যোগীর উভয় চক্ষুর মধ্যে যে ব্রহ্মবস্তু অবস্থিতি করে, তাহা অতি সূক্ষ্ম ও বিরাট্ নামে কথিত। সুতরাং তৎকালে সেই যোগীই স্থূল সূক্ষ্মভূত, সমস্ত বিদ্যার আধার প্রলয়কর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণুই স্বরূপ হইয়া উঠেন। ফলতঃ সে সময় তিনিই সনাতন মহাপুরুষ হন এবং তাঁহা হইতেই সূক্ষ্ম ও বিরাটস্বরূপ বস্তু সকল সৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন সুখ দুঃখাদিভোক্তা জীব সকল ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই যোগিবরের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং যে যে যোগী ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন, তাঁহারা স্থূলদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মের সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া একবারে সর্ব্বজ্ঞ হন। পার্থিব ঋষিগণও সেই যোগিবর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া আবার যখন লয় পান, তখন সেই পার্থিব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যোগীরা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই ইন্দ্রিয়বন্ধন হইতেও মুক্তি পান, তদনন্তর তাঁহারা যে প্রকৃতি প্রাপ্ত হন, কর্ম্মকর্ত্তাদিগের পক্ষে তাহা অতীব দুষ্প্রাপ্য। তাঁহারা যদি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞক্রিয়া কষ্টসাধ্য চান্দ্রায়ণাদি ব্রত আচরণ করেন, তাহা হইলে সেই সকল সৎকার্য্য নিবন্ধন পুনর্ব্বার সংসারে প্রত্যাগমন করিতে পারেন, নতুবা তাহারও সম্ভাবনা নাই। কারণ অচ্ছিন্ন সূত্রের ন্যায় ঐ সমস্ত সংসার কারণেই প্রবাহিত হইতেছে। কর্ম্মই সংসারপ্রবাহের আদি কারণ। প্রথমতঃ ধূম হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অতি নির্ম্মল জল, জল হইতে ধরিত্রী, ধরিত্রী হইতে ফল, ফল হইতে রস এবং রস হইতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। রসই সেই সনাতন ব্রহ্ম। তপঃক্লিষ্ট সত্যব্রত ব্রহ্মগণ নানা কারণে সেই ব্রহ্মের প্রাধান্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদিও তিনি নির্ব্বিশেষ, তথাপি মায়াবলে ব্রহ্মবিদ্যার সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশরূপে সর্ব্বজীবে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা জীব সেই বিবিধরূপধারী পরমব্রহ্মকে সামান্য চক্ষুতে দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছে না। যাঁহারা যথার্থ ব্রহ্মবাদী, তপোনুষ্ঠানবশতঃ যাঁহাদিগের পাপরাশি দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহারাই কেবল জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। তিনি মেঘমুক্ত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় ভ্রূমধ্যস্থলে বিরাজ করিতেছেন। যাঁহারা যোগাবলম্বনপূর্ব্বক দ্বন্দ্বশূন্য ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া যোগীর ন্যায় সংসার মধ্যে বিচরণ করেন তাঁহাদিগেরই সেই যোগধর্ম্মের ফল লাভ হইয়া থাকে।

কৌরব! ব্রহ্মা বহুশত বার প্রলয় ও সৃষ্টি দ্বারা লোক উৎপাদন ও নাশ করিতেছেন। দ্বাদশ সহস্রযুগে ব্রহ্মার এক যুগ হয়। ঐ যুগ আদিযুগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ প্রকার সহস্রযুগের শেষে প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়া সমস্ত নাশ হইয়া থাকে; লোকের স্বরূপ সূক্ষ্ম হইয়া উঠে, সুতরাং সত্ত্বাদিত্রিগুণাত্মক এই জগৎ ঐ সময়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া সেই সূক্ষ্ম স্বরূপ পরব্রহ্মে বিলীন হয়।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২০৯।

জনমেজয় কহিলেন, মহামুনে! আপনি সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত আছেন। আপনার নিকট সত্য ও কলিযুগের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে অন্য দুই যুগের কার্য্য সকল বিস্তারপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভারত! আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছি বুদ্ধি সংযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। ভগবান্ ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিহেতু ব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া যোগাসক্তচিত্তে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে ব্রহ্মাসনে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সহসা রজোগুণে আকৃষ্ট হওয়াতেই এই সকল জীব সৃষ্টির বাহুল্য হইতেছে। মোক্ষপদলাভে যেরূপ প্রতিবন্ধক, জ্ঞানময়পদলাভেও সেইরূপ। কিন্তু ব্রহ্মা সেই জ্ঞানময় পদে আসক্ত রহিয়াছেন।

সেই জ্ঞানময় পদ হইতে সহস্র সহস্র পদ উৎপন্ন হইতেছে। যে ব্রাহ্মণ নিরন্তর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সেই যোগ হইতে বিপুল জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। সেই লব্ধ ঐশ্বর্য্য স্বকার্য্যে ব্যয় না করিয়া পরোপকারার্থ ব্যয় করাই যোগী ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। ব্রহ্মদর্শী যে ব্রাহ্মণ বিকারবর্জ্জিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, প্রথমতঃ তাঁহার আকাশরূপ ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান হয়। ঐ আকাশজ্ঞানই বিশুদ্ধ ব্রহ্ম। কি ব্রহ্মবাদী, কি যোগী, কি দেবী, কি অন্যান্য বিবিধ পদার্থ সকলই সেই ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে, উহা বেদাধ্যয়ন করিলেই অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান করাতে জ্ঞানীর পরব্রহ্মে আকাশরূপ ঐশ্বর্য্যের উদ্বোধ হইলে পর আবার ঐ যোগিগণ তাঁহাকে বায়ুস্বরূপ বোধ করেন। এই প্রকারে ক্রমশঃ তৈজসাদি পদার্থের আবির্ভাব হইতে থাকে। উক্ত প্রকার বিকারপরম্পরা হইতে উত্তীর্ণ হইবার পর যখন ব্রাহ্মণের পরব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, তখন তিনি সিদ্ধ হন। বিকার বোধ হইলেই ঐ সিদ্ধযোগীর দেহ হইতে নিরালম্ব ব্রহ্ম নির্গত হইয়া অনিল আদি মহাভূত আশ্রয় করিয়া অলক্ষ্যভাবে আকাশমধ্যে বিচরণ করেন। ইন্দ্রিয়যুক্ত চক্ষু, লোক জড় চক্ষু প্রাপ্ত হইলেও আকাশে বিচরণকারী ঐশ্বর্য্যভূত আত্মাকে দেখিতে পায় না। যে সকল ব্রহ্ম সত্তম সাধু ব্যক্তি সমুদায় ফল হইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই ওঁকারস্বরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্য প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই কেবল সেই সেই যোগীকে দর্শন করিতে পারেন। বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ওঁকারই পরব্রহ্ম; ওঁকার বিশুদ্ধ চৈতন্যের সহিত জীবগণের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, ওম্ শব্দে ও ব্রহ্মে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ইহা নিত্য, সর্ব্ব বর্ণাত্মক শব্দ ও বায়ুস্বরূপ। এই ওঁকারশব্দই আবার বৈখরীরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ওঁকারের যদিও রূপ নাই তথাপি নানাবিধ জীবের শরীরে সম্বদ্ধ রহিয়াছে, এই জন্য ইহাকে বৈখরীরূপী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই ওঁকাররূপী ব্রহ্ম ঈশ্বররূপে সর্ব্বজীবে বিচরণ করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই লিপ্ত নহেন। তাঁহার ইচ্ছা স্বতন্ত্র। যে সকল বিশুদ্ধস্বভাব জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মের সহিত উৎপন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মলোক ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষ্ণুপদ লাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহারাই প্রথমে ঐ ওঁকারস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুধ্যান করিয়া থাকেন। ফলতঃ সকলে উৎকৃষ্ট লাভের বাসনাতেই প্রায় পবিত্র বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। নতুবা কেবল সংসারের অনুসরণ করিব বলিয়াই নিরর্থক বাসনা করেন না। যাঁহারা ত্রিধার নিবেদিত পুষ্পমালার ন্যায় জ্ঞানোপহার প্রদান করিয়া সেই সত্যপরাক্রম পরমাত্মা বিষ্ণুর আরাধনা করেন, সেই যাঁহাদিগের নিরবচ্ছিন্ন তদ্মন, তাঁহারা সেই বেদ প্রমাণানুসারে যোগ এবং বিষ্ণুপূজা এই দুই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কারণ, বেদবাক্যানুসারে তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে ভেদ নাই। বেদনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ম্মনিষ্ঠ সদাচারপরায়ণ বিশুদ্ধচেতা ব্রাহ্মণগণ মোক্ষাকাঙ্ক্ষায় যে মহাত্মার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই রস, তিনিই ঐশ্বর্য্য এবং তিনিই পরম আশ্চর্য্যপদার্থ। কিন্তু বায়ু প্রভৃতি প্রবল উপসর্গ সকলের শান্তি না হইলে সে মহাত্মার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য। মঙ্গল কর্ম্মে নানা বিঘ্ন। পূর্ব্বে যে সমুদায় বিঘ্নের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সে সমুদায় রাজস বিঘ্ন। সম্প্রতি তামস বিঘ্নের কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। যোগানুষ্ঠানকালে বিবিধ বিকার ভয় উৎপাদন করে। কখন বোধ হয় যেন জলে প্লাবিত করিল, কখনও বোধ হয় যেন অগ্নির শীতল ও

অত্যুষ্ণ তপ্তমালা আসিয়া একবারে অগ্নিময় করিল। কখনও বোধ হয় যেন মহার্ণব মধ্যে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে, কিছুতেই নিবৃত্তি নাই। কখনও বোধ হয় নদীনীরে মগ্ন হইয়া স্রোতে রুদ্ধ হইলাম, কখনও বোধ হয় যেন জলে মগ্ন থাকাতে প্রবল শীতে শরীর শান্ত হইয়া গেল। কখনও বোধ হয় যে অন্নবস্ত্র সংস্থান একবারে লোপ পাইল। কখনও বোধ হয় যেন, গর্ত্তমধ্যে পতিত হওয়াতে চারিদিক হইতে শুভ্র সলিল বেগ মস্তকের উপর পতিত হইতেছে; কখন বা বোধ হয় যেন জলপূর্ণ পীত ও শ্বেত বিদ্যুতের ন্যায় দ্যুতিশালী সুগভীর স্রোত মস্তকের উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিল। যোগসাধনকালে এই সকল বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যিনি এই সকল বিভীষিকা তুচ্ছ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া সিদ্ধ হন। সিদ্ধপুরুষ যোগলাভ হেতু না করিতে পারেন এরূপ কার্য্য নাই। জিহ্বাগ্রভাগ হইতে যে রস নির্গত হয়, ঐ রস ধারাবর্ষী মেঘরূপে পরিণত হয়। সিদ্ধপুরুষ জীবগণের শরীর ধারণার্থ নানাবিধ রসের সৃষ্টি করেন। মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়ভূত যোগ অবলম্বন সময়ে ব্রহ্মবেত্তা ব্যক্তির চিত্ত শুভ্র ও সুস্থির থাকে; কিন্তু কোথা হইতে বিঘ্নজনক নানাবিধ বিকার ও তৈজস ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাব হয়, তাহার স্থিরতা করা যায় না। বোধ হয় যেন ভীষণাকার পিঙ্গল চক্ষু গম্ভীরমূর্ত্তি কতকগুলি পুরুষ দণ্ড উদ্যত করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করে; যেন চক্ষু উৎপাটন করে; যেন জিহ্বাগ্রভাগ খণ্ড খণ্ড বিদীর্ণ করে, যেন একবারে সকলে বদন ব্যাদান করিয়া বারম্বার চীৎকার করিতে আরম্ভ করে; আবার যেন তাহারাও তৎক্ষণাৎ অন্যরূপ ধারণ করিয়া নৃত্যগীত দ্বারা মনের আনন্দ জন্মায়। পরক্ষণেই আবার সেই সঙ্গে মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নটে নারীরা সহাস্য বদনে মৃদুমধুর বাক্যে প্রলোভিত করে। বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রদর্শন করিলেই সকলে অনুগ্রহপ্রার্থিনী হইয়া একবারে অবনতশিরে চরণে পতিত হয়। এবং পূর্ব্বার নানাবিধ ভঙ্গিতে বাক্য বিন্যাস পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে চিত্ত আকর্ষণ করে। যোগ সাধনসময়ে এই সকল উৎপাত উপস্থিত হয়। যিনি এই সকল তুচ্ছ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হন। তেজোরূপ ঐশ্বর্য্য অগ্নিশিখা ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জলবিন্দুতে পরিণত হয়। সর্ব্বাঙ্গ সংযুক্ত যোগিগণ জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় বিচরণ করেন। শেষে ঐ জ্যোতিঃ চন্দ্র সূর্য্য স্বরূপ হইয়া মেঘমণ্ডলস্থিত কালচক্রস্বরূপ ধ্রুব নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, লব, কলা, কাষ্ঠা, দিবা, রাত্রি নিমেষ, উন্মেষ নক্ষত্র, গতি ও প্রত্যাগতিরূপে পরিণত হয়। অন্যপক্ষে, সেই যোগী সেই রজঃ ও তমোময় বিকার সম্ভূত পার্থিব ঐশ্বর্য্যে অভিভূত হন, তাহা হইলে সেই যোগাসন হইতে তাঁহার অধঃপতন হয়। আর যদি লোভ জয় করিতে পারেন, তাহা হইলে, ঐ বিকারজাত ঐশ্বর্য্যকে তিনি তৃণ তুল্য জ্ঞান করেন। একবারমাত্র বিঘ্নভয়ে ভীত হইলেই নিন্দার আর অবধি থাকে না; বারম্বার নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে ভূমণ্ডলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হয়, সত্বর নানাবিধ লৌকিক ও অপরাপর বিষয়বলে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন [illegible] সকলেই নানাবিধ শক্তি, তোমর, গদা, নিস্ত্রিংশ ও ক্ষুরধার অসি প্রহারে সেই যোগভ্রষ্ট বিষয়াসক্ত যোগীকে বিপাটন এবং মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর নিপাতে বিদারণ করিয়া ফেলে।

ভারত! যোগসাধনকালে যোগিবর যদি এই সকল বিঘ্ন হইতে সম্যকরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহা হইলে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া

সিদ্ধ হইয়া থাকেন। তখন বিকার নাশ ও যোগসাধন হেতু তাঁহার সমুদায় পার্থিব ঐশ্বর্য্য ভোগী হইয়া থাকে। যতদিন দেহপাত না হয়, ততদিন সংসারমুক্ত পুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া দিব্যগন্ধ আঘ্রাণ ও দিব্যার্থ শ্রবণে অপার সুখানুভব করেন। পরে দেহ পতন হইলে একবারে কৈবল্য লাভ হেতু সর্ব্ব প্রধান হইয়া সর্ব্বান্তর্য্যামী হইয়া উঠেন।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২১০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ব্রহ্মা অন্য যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক বাহ্য ইন্দ্রিয় শূন্য হইয়া অনাদি ধারণাত্মক ব্রহ্মযোগ আরম্ভ করেন। অনন্তর অবলীলাক্রমে সর্ব্বাঙ্গ ধারণা করিয়া সেই ব্রহ্মযোগ প্রভাবে মানসে প্রজাসৃষ্টির উপক্রম করিলেন। প্রথমতঃ নেত্র হইতে রূপশালিনী অপ্সরা এবং নাসাগ্র হইতে সুচিত্র বস্ত্রধারী নৃত্যবাদ্য নিপুণ সামগানপূর্ণ শত সংখ্য তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণকে সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর সেই যোগজ্ঞ বেদজ্ঞ ভগবান্ স্বয়ম্ভু নিজযোগ প্রভাবে চারুনেত্রা সুকেশী সুন্দর বদনা সুভ্রু শতপত্র পত্র বনমালা বেদরূপিণী সর্ব্বলোকনমস্কৃতা মূর্ত্তিমতী শ্রীকে সৃষ্টি করিলেন। চক্ষু হইতে অপ্সরা ও নাসিকা হইতে গন্ধর্ব্ব সৃষ্টির পর গন্ধর্ব্বদিগের নিমিত্ত গন্ধর্ব্ব শাস্ত্র এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের জন্য সামবেদ রূপ বেদশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পরে পাদদ্বয় হইতে অসংখ্য নর, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ, গজ, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও নানাবিধ ভূতজাতি সৃষ্টি করিলেন। অনুষ্ঠানতঃ যাহারা যত্ন করিয়া আহার করে, তাহাদিগের জন্য মনঃকল্পিত কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া দিলেন। তদনন্তর জীবগণের সুখস্বচ্ছন্দের নিমিত্ত প্রাণাদি নানাবিধ বায়ুও সৃষ্টি করিলেন। বিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টি কার্য্যে মুক্তিলাভের উপায় নাই তাহার তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় নিরোধ পূর্ব্বক পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করিলেন। তাঁহার হৃদয় হইতে গোধন এবং বক্ষ হইতে বিবিধ পক্ষী ও জলচরগণ উৎপন্ন হইয়াছে। অমিততেজা ব্রাহ্মণবংশকারক দিব্য মুনি ঋষিরাও তাঁহার শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রাহ্মণবংশকারক পরম ধার্ম্মিক ঋষিশ্রেষ্ঠ অঙ্গিরা সেই যোগেশ্বরের ভ্রূদেশ হইতে, কপিল ঋষিবর নারদ তাঁহার কণ্ঠদেশ হইতে এবং সনৎকুমার মূর্দ্ধা হইতে নির্গত হইয়াছেন। অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা রজনীচর শাশ্বত সোমকে ব্রাহ্মণগণের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। সেই নিশাচর অন্যান্য গ্রহগণের সহিত বিপুল তপশ্চরণ করত স্বীয় প্রভা দ্বারা জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া নভোমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ পিতামহ যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া নিজ শরীর হইতে কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমুদায় ভূতের সৃষ্টিবিধান করিলেন। অনন্তর তিনি স্বর্গ ও স্থান পঞ্চ মহাভূত ও বিবিধ যোগের সৃষ্টি করিলেন। ফলতঃ লোকপিতামহ ব্রহ্মাই ব্রহ্মময় যজ্ঞ, সাংখ্য যোগ, বিজ্ঞানবাদিগের বিজ্ঞান, চার্ব্বাকগণের স্বভাব, নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যদিগের প্রকৃতি ও পুরুষ, কাপালিকগণের ঈশ্বর হইতে কখন ভিন্ন কখন অভিন্ন, ব্রহ্মময় সম্ভব পক্ষে জন্মদাতা ও সংহর্ত্তা, পাঁচ ঈশ্বর, কাল কর, ক্ষেত্র এবং বিজ্ঞান।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ২১১

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সর্ব্বযুগের প্রথম সত্যযুগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করা গেল। এক্ষণে বিবিধ নিয়মবদ্ধ, যজ্ঞকার্য্যে পূর্ণ ত্রেতাযুগ অর্থাৎ ক্ষত্রধর্ম্মের বিবরণ সংক্ষিপ্ত অথচ বিস্তারিত রূপে শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ক্ষত্রধর্ম্মের

বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। এই কলি যুগে প্রজাগণ যজ্ঞকর্ম এবং বিবিধ দানধর্ম্মে আসক্ত হইয়া থাকে। যে অমৃষ্ঠ পারমিত মুনিগণ সর্ব্বদা কার্য্যনিষ্ঠা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করত সর্ব্বলোকে বিচরণ করিয়াও আবার মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞাদি কার্য্যে ও শমদমাদি গুণে সাধক হন, যাঁহারা ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত সকল বৈদিক কার্য্যে অনুরক্ত হন, বেদ যাঁহাদের একমাত্র ধন, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা উদ্বেলিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যাঁহাদিগের দর্শনমাত্রে পবিত্র হইতে হয়, সহস্র যুগ পূর্ণ হইলে, যাঁহারা লয় প্রাপ্ত হন, তাঁহারা কল্পান্তরে সদাচারী, জ্ঞানসিদ্ধ ও সমাহিতচিত্ত ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কল্পে যোগাত্মা বিষ্ণু ব্রহ্মা হইতে দক্ষ প্রজাপতিরূপে সমুৎপন্ন হইয়া প্রজাসৃষ্টি করেন। শুদ্ধ সত্ত্বের গুণ হইতে ব্রাহ্মণের, সত্ত্ব ও রজোময় গুণ হইতে ক্ষত্রিয়গণের, রজোময় গুণ হইতে বৈশ্যগণের এবং তমোময় গুণ হইতে শূদ্রগণের উৎপত্তি হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু শ্বেত, লোহিত পীত ও নীল এই চারি প্রকার বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, বলিয়াই লোকে প্রজাগণও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণরূপে পরিণত হইয়াছে। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সকল প্রজাই ত্রিগুণ ও একাকৃতি; কিন্তু তাহাদের ধর্ম্ম পৃথক; অতএব সকলেই কর্ম্মকৃত ভোগনিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিণত হইতেছে। বেদে ভিন্ন বর্ণের ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এই জন্যই বৈষ্ণব যোগদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের বেদে অধিকার আছে। সুতরাং এই বর্ণত্রয়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করা ঈশ্বরের অনুগ্রহ সাপেক্ষ। প্রাচেতস দক্ষ জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যবশতঃ বিষ্ণুরূপ ও বিষ্ণু সদৃশ মহাযোগী; তিনি লোকের কর্ম্মফলানুসারে তাহাদিগকে উচ্চনীচভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকেন শূদ্রগণ কেবল শিল্প ও ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। উহারা ক্রিয়াকলাপে ও বেদে অধিকারী নহে। সুতরাং, উহাদের উপনয়নসংস্কার নাই। অরণি মথ্যমান হইলে, অনলোৎপন্ন ধূম যেমন কোন ফলোপধায়ক নহে, তদ্রূপ শূদ্রেরা শত শত যোনি পরিভ্রমণ করিলেও উপনয়ন ও বেদ অনধিকার নিবন্ধন কোন কর্ম্মেই অধিকারী হয় না। কিন্তু যে সকল দক্ষ সন্তান ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান, অধিক উৎসাহশীল, অধিক পরাক্রমশালী ও অধিক ক্ষমতাবান।

কোন সময়ে প্রজাপতি দক্ষ পুত্রগণকে কহিলেন, পুত্রগণ! আমি নিজে তোমাদিগের জননীর বলাবল জানিতে পারি, তথাপি তোমাদিগের মুখে উহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। শ্রবণ করিয়া, যদিই দুর্ব্বলতা থাকে, তাহা হইলে তোমাদিগের বলবত্তা বিধান করিব। কারণ ক্ষেত্র উৎকৃষ্ট হইলেই, আমার পুত্রগণ বলবান্ হইবে। পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রগণ মাতার বল পরিমাণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু দেবী তাঁহাদিগকে নিজরূপ প্রদর্শন করিলেন না।

বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে সত্য যুগধর্ম্ম স্বভাবসিদ্ধ। সেই ভূতধাত্রী ধরিত্রী জ্ঞানপ্রেরিত হইয়া কি স্বেদজ, কি অণ্ডজ প্রাণী, কি উদ্ভিজ্জ, কি কর্ম্মফলভোগী অন্যান্য সূক্ষ্ম বা বৃহৎ জন্তু সকলকেই ধারণ করিতেছেন।

—

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২১২।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! একণে ত্রেতাযুগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; ঐ ধর্ম্ম জানিতে পারিলে, আমি সর্ব্ববিদ্যার পার দর্শন করিতে সমর্থ হই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরুষোত্তম যোগেশ্বর দক্ষ পুনর্ব্বার যোগবলে আপনাকে

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।২১৩

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুমেরুপর্ব্বতের মধ্যস্থল অতি সমতল ও পবিত্র। সেস্থানে বিবিধ প্রকার তরুলতা, এবং নানাবিধ পক্ষি অতি মনোহর শিলা সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। তথায় কণ্টক কিছুই নাই; নিরন্তর প্রকাশরূপে বেদত্রয় পাঠ হইতেছে। অগ্নিষ্টকটাধারী, জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, মন্ত্রযজ্ঞপরায়ণ, ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মণগণ সেই সুমেরুর পৃষ্ঠদেশে একমাত্র অগ্নি স্থাপন করিয়া ব্রহ্মাকে সম্মুখে লইয়া সমাহিত চিত্তে কোন মন্ত্র ভেদে অগ্নির নাম ভেদ করিলেন। ঐ একমাত্র অগ্নি মুনি কর্ত্তৃক ত্রিধা সংস্কৃত হওয়াতেই ত্রেতাত্ব প্রাপ্ত হন। অন্যথা, ঐ এক অগ্নি কার্য্যসিদ্ধির জন্য সুসংযুক্ত অথচ কার্য্য সময়ে ভেদবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বলোকপূজিত ব্রাহ্মণসৃষ্টিকর্ত্তা লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা নিজে কার্য্যে ব্রতী হইলেন। সেই জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মা দণ্ড, চর্ম্ম, শর, শক্তি ও শিখা ধারণ করত নিরুদ্বেগে শান্তযোগে পুষ্কর মধ্যে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মবাদিগণ ইন্দ্র কর্ত্তৃক কথিত সামবেদ পাঠ করিতে লাগিলেন। বেদবিধানানুসারে যজ্ঞের স্রুক্, স্রুব, যব, ধান্য, ও অন্যান্য যাহা আয়োজিত হইয়াছিল, সমস্তই পর ব্রহ্মের পাদপদ্মে অর্পিত হইল। [illegible] ব্রহ্মা প্রথমতঃ আগ্নেয়ী অরণি মন্থন করিয়া পরে অন্য অগ্নি কল্পনা করিলেন। যজ্ঞ কার্য্যে দেবগণ অগ্নিমুখে যেমন ঘৃতাদি আহুতি দান করা হয়, অগ্নি তেমনি হব্যকব্য বহন করেন। আহুত দ্রব্যের ভাব ও মাত্রানুসারে যজ্ঞে ফল লাভ হয়। এই জন্যই নিয়মজ্ঞানী মুনিগণ তদনুসারিত দ্রব্যাদি দান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই বিস্তীর্ণ ব্রহ্মযজ্ঞে স্বয়ং বৃহস্পতি ছয় মাস কাল বেদ পাঠ করিয়াছিলেন। তদনন্তর ঐ বৃহস্পতির নিকট হইতে অন্যান্য সকলে সেই সুমধুর স্বর্গসাধন চতুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। সেই প্রবৃত্তিজনক বেদাধ্যয়ন শব্দে ঐ ব্রহ্মযজ্ঞ সাক্ষাৎ ব্রহ্মলোকের ন্যায় হইয়া উঠে। যজ্ঞকার্য্যে সমিধ, সোমরস পূরিত চমস স্রুবাদি পাত্র, পূর্ণকুম্ভ, ধান্য, যব, আজ্য, সবৎসা দুগ্ধবতী ধেনু ও দ্রব্য সকল নির্দ্দোষ বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিধানে ব্রহ্মে অর্পিত হইবামাত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বেদবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, জ্ঞানময় দেব তেজোময় দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া উদ্গীথাদি উপাসনা সংকার সমিধ ও ঘৃতাদি আহুতি সমুদায় আহুতি দান করিতে আরম্ভ করিলেন। সে যজ্ঞের সহিত অন্য কোন যজ্ঞেরই উপমা হয় না।

ভগবান্ ব্রহ্মা শমী হইতে সমুৎপন্না আগ্নেয়ী অরণি মন্থন পূর্ব্বক প্রথমতঃ অগ্নিষ্টোম যাগ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের চতুর্দ্দিক সদস্যগণে উপশোভিত হইল। অধ্বর্য্যু ও চমস প্রভৃতি পাত্র সম্বন্ধীয় বিবিধ সুগঠিত যজ্ঞ প্রথার কল্পনা হইতে লাগিল। এ দিকে, তপোনিষ্ঠ বেদবেদাঙ্গপারদর্শী চন্দ্রার্কসমতেজা ঋত্বিক্গণের দ্বারা যজ্ঞের শোভার সীমা রহিল না। বেদাধ্যয়ন শব্দে সুমেরুপৃষ্ঠকে দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনুমান হইল যেন দেবগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভূলোকের কথা কি বলিব, বেদবেদাঙ্গপারদর্শী বিনয়শীল তপঃক্লিষ্ট যে সকল ব্রহ্মবাদী স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ঐ যজ্ঞের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিন অগ্নির ন্যায় জ্বলন্তমূর্ত্তি তিন জন ব্রাহ্মণে সেই ব্রহ্মযজ্ঞ ব্রহ্মলোকের ন্যায় শোভায়মান হইল। বেদপাঠকেরা ইন্দ্রোক্ত স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। যজুর্ব্বেদের মন্ত্র সকল যথাবিধি প্রযুক্ত হইতে লাগিল। তপঃক্লিষ্ট ব্রহ্মর্ষি

বন্ধন করিল। পরে কালবশ-বর্দ্ধিত হেতু প্রথমেই সর্ব্ব প্রধান বিষ্ণুকে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। ঐ কালে কশ্যপ পুত্রগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া কতকগুলিন দৈত্য পক্ষ আর কতকগুলিন দেব পক্ষ অবলম্বন করিলেন। অসুর পক্ষীয়েরা অত্যন্ত গর্ব্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থে ধাবিত হইল। একদিকে গীত বাদ্য নিপুণ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ তানপূর্ব্বক গীত বাদ্য আরম্ভ করিল। এবং বীণার বাদ্য স্বভাবতঃ মধুর, তাহাকে আবার সুন্দররূপে সম্বদ্ধ হইয়া বাজিতে থাকাতে যুদ্ধ প্রবৃত্ত দানব-গণের মন মোহিত হইয়া উঠিল। কমল যোনির আজ্ঞাক্রমে, ব্রহ্মবাদী গন্ধর্ব্বগণ ঐরূপে দানবগণের মনোবিকার জন্মাইতে লাগিলেন। একদিকে দৈত্যরাজ অতীব ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার মন গন্ধর্ব্বদিগের সঙ্গীতে নিতান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। অপরাপর দানব এবং অসুরগণও সেই সঙ্গীতে মোহিত হইল।

একদিকে বিষ্ণু উক্ত প্রকারে দানবরাজের চিত্ত বিকার উৎপাদন করিয়া স্বয়ং কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নির ন্যায়, গূঢ়ভাবে সকলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ কালে দীপ্ততেজা ঋষিগণ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া পিতামহ সমভি ব্যাহারে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ইত্যবসরে মধুদৈত্য ক্রোধে লোচনদ্বয় আরক্ত করিয়া নারায়ণের স্তনান্তর স্থানে আঘাত করিল। কিন্তু নারায়ণ তাহাতে ক্ষণমাত্র বিচলিত হইলেন না, প্রত্যুত দানবরাজের বক্ষঃস্থলে এরূপ মুষ্টি প্রহার করিলেন, যে সে মুখ-ই রুধির বমনপূর্ব্বক জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইল। পতিত ব্যক্তিকে প্রহার করা বীরের উচিত নহে, এজন্য রণবিশারদ নারায়ণ তাহাকে আর প্রহার করিলেন না।

অনন্তর দৈত্য উত্থিত ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় ভূতল হইতে উত্থানপূর্ব্বক পুনরায় ক্রুদ্ধান্তরে এতাদৃশ কটাক্ষ করিতে লাগিল, যে বোধ হইল যেন একবারে তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। অনন্তর উভয়ে ক্রোধভরে অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে পুনর্ব্বার জয়াকাঙ্ক্ষায় পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন; উভয়েই বাহুবল সম্পন্ন; উভয়েই রণপণ্ডিত উভয়েই অস্ত্রশিক্ষিত, উভয়েই মহাপরাক্রম; কাহারো কাহারো ত্রুটি নাই; পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়ে একবারে উন্মত্ত হইয়া, দুই মত্ত গজ যেমন দন্তদ্বারা পরস্পরকে বিদারণ করে, সেইরূপ নখে নখে পরস্পরকে বিদারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। উভয়ের অঙ্গস্থান হইতে এতাদৃশ রুধিরধারা পতিত হইতে লাগিল, যে বোধ হইল যেন বর্ষাকালে পর্ব্বত হইতে গৈরিক মিশ্রিত জলধারা নির্গলিত হইতেছে। উভয়েরই কলেবর রক্তাক্ত, এবং উভয়েই পদাঘাতে পৃথিবী বিদারণ করিতে প্রবৃত্ত। ঐ দুই বীরে পরস্পরকে নানাপ্রকার আঘাত করিয়া মাংসাভিলাষী শ্যেনদ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে সিদ্ধগণ সত্যপরাক্রম বিষ্ণুর সার্থক স্তুতিবাদ আরম্ভ করিয়া কহি-লেন, নারায়ণ! এই ধাতু নির্ম্মিত দেহের মধ্যে নির্লিপ্ত ভাবে যে চৈতন্য সংযুক্ত রহিয়াছে, সেই চৈতন্যই চিন্ময় সনাতন ব্রহ্ম; এবং তিনিই দেহেন্দ্রিয় সংযুক্ত জীব বলিয়া খ্যাত। এই পাঞ্চভৌতিক উপাদান সকল প্রলয়কালে সূক্ষ্মরূপ হইয়া নারায়ণে বিলীন হয়। এবং কাল সমাগত হইলেই আবার সেই সূক্ষ্মভূত উপাদান সকল বিবিধরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই বহুরূপী কামরূপী নারায়ণ ত্রিভুবনস্থ লোকদিগকে প্রতারিত এবং তাহা-দিগকেই আবার মায়াজালে বিমোহিত করিয়া নির্লিপ্তভাবে বিচরণ করিতেছেন। সেই

যোগাত্মাই দুষ্টদিগের দণ্ড এবং শিষ্টদিগের পালনের নিমিত্ত নানাবিধ দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইতেছেন। তিনিই এই ভূতধাত্রী ধরিত্রী, তিনিই সেই শেষ নামক অনন্ত দেব, তিনিই সেই স্বর্গলোকবাসী, তিনিই পঞ্চবিধ মহাভূত বর্ত্তমান, তিনিই ধার্য্য এবং তিনিই ধাতা। তিনি বেদরূপে ব্রাহ্মণদিগকে, যুদ্ধরূপে ক্ষত্রিয়দিগকে, দানরূপে বৈশ্যদিগকে, এবং সেবারূপে শূদ্র, তুষ্টরূপে গোধন, সর্ব্বীয় প্রোক্ষণরূপে অশ্ব উদ্গারণে পিতৃগণ, হবিরূপে দেবগণ এবং দর্শ, পূর্ণমাস, পিতৃ ও পিতৃযজ্ঞ এই চার, আর মন, বাক্য ও প্রাণ এই তিন এই সপ্তবিধ। অন্নরূপে পিতৃগণের সহিত এই ত্রিলোক পালন করিতেছেন। হে ঈশ! তুমি সেই নারায়ণ, তুমিই চন্দ্রসূর্য্যাত্মক সেই সপ্তর্ষি মূর্ত্তিস্বরূপ, তুমি কখনও তেজোমূর্ত্তি হইয়া সমস্ত প্রকাশ আবার, কখন তমোমূর্ত্তি হইয়া সমস্ত সমাচ্ছন্ন করিতেছ, তুমিই নিজ আত্মাকে সঙ্কটে পাতিত করিয়া থাক, তোমার নিজের তেজে এই ত্রিভুবন ব্যাপ্ত রহিয়াছে। মন, বাক্য ও প্রাণ এই তিনি পিতৃলোক, সূর্য্য মণ্ডল এবং স্বর্গাদি চারি পিতৃলোক চন্দ্রমণ্ডলকে বর্দ্ধিত করিতেছে। হে ভগবন্! তুমি সেই আকাশাদি পঞ্চভূত, এবং তুমি সেই অহঙ্কারাদি পঞ্চতন্মাত্র, তুমিই সনাতন, তুমিই দিবা, তুমিই শাশ্বত এবং তোমা হইতেই ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইয়াছেন। তুমিই মূল বলিয়া অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি সকলে তোমার তেজ গ্রহণ করে। গ্রহণ বা আদান করেন বলিয়াই তোমার নাম আদিত্য হইয়াছে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তুমি দিবাকররূপ হইয়া কিরণজালে সমস্ত দগ্ধ করিয়াই যেন জগৎ আত্মসাৎ করিয়া থাক। তুমি চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ুসংযুক্ত ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া গূঢ়ভাবে অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসীকে এই মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ কর। তোমার কার্য্য কখন নিষ্ফল হইবার নহে। যাঁহারা যাগ করে, তুমি তাহাদিগকে পোষণ কর; যেন কাল বিপর্য্যয়ে স্বর্গাদি সাধন কর্ম্মের বিপর্য্যয় না ঘটে। তুমি প্রতি পক্ষে পুনরুৎপাদনের নিমিত্ত সোমরূপে ওষধি, বনস্পতি ও পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইতেছ। হে ভূতেশ্বর! এই পৃথিবীতে যাহারা আসক্ত হইবে এবং যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, সেই সকলেরই পোষণ জন্য যে অর্থ রহিয়াছে, তুমি সেই অর্থস্বরূপ। তুমি ক্রিয়াকাণ্ড, তুমি দেব-যজ্ঞ, তুমি আত্ম যজ্ঞ, তুমি মন্ত্রবাক্য, তুমি সুপূর্ণ চন্দ্রলোক এবং তুমিই সূর্য্যলোক। তুমি কাহারও কর্তৃক উৎপন্ন হও নাই, অথচ মায়ার প্রভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ঐ কার্য্যতঃ অসংখ্য জীবস্বরূপে ইহলোকে বিচরণ করিতেছ। একমাত্র তুমিই পুরাতন পুরুষ বিরাট্; তোমার অন্ত নাই, পরিমাণও নাই। সমস্ত তোমার লীলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি তেজোরূপে উৎপন্ন হইয়াছ; এই জন্য লোকে মূর্ত্তিমানরূপে তোমাকে দর্শন করে; তুমি বায়ুরূপে আকাশে বিচরণ কর। তুমি মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চ-তন্মাত্র এই সপ্তমূর্ত্তি দ্বারা সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছ। কি সংযমাদি কার্য্য সাধন, কি মুক্তিপদ, কি দৈনিক প্রলয়, কি মহাপ্রলয়, কি ধারণ কি পোষণ, কি বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা, কি ইন্দ্রিয় পরিচালন, সকল বিষয়ে এবং সকল সময়ে একমাত্র তুমিই অবস্থিত করিতেছ। যাঁহাদিগের দেহে পাপের সংস্রবমাত্র নাই, শত্রুমিত্রে যাঁহাদিগের সমান অনুরাগ, সদা যাঁহাদিগের একমাত্র আশ্রয়, সেই জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমার সেবা করিয়া থাকে।

ভারত! ভগবান্ নারায়ণ এইপ্রকারে দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং মুনিগণ কর্তৃক সংস্তুত হইয়া স্বীয় হয়গ্রীবমূর্ত্তি স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র দেবময় শরীর ও বেদময় তেজ আবির্ভূত হইল। মহাদেব মস্তকে এবং ব্রহ্মা

হৃদয়ে অবস্থিত হইলেন। সূর্য্যকিরণ সকল রোমরাজি এবং চন্দ্রসূর্য্য দুই চক্ষু হইলেন। বসুন্ধরা স্তম্ভের উপর এবং দেবগণ সন্ধিস্থলে উপবেশন করিলেন। অগ্নি তাঁহার জিহ্বা এবং বেদবাণী তাঁহার বাগ্দেবতা হইলেন। মরুদ্গণ ও বরুণদেব তাঁহার জানুদেশে অধিষ্ঠিত হইলেন।

মহারাজ! নারায়ণ দেবগণের সহায়তায় এই প্রকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোধারুণলোচনে সেই অসুররাজ মধুকে একবারে নিপীড়ন করিলেন। মধুদৈত্য নিপীড়িত হইলে ধরিত্রী তাহার রক্তমাংসে পূর্ণ হইয়া গলিতস্তনী রক্তাম্বরধারিণী বনিতার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন অসুরগণ তাঁহার মেদিনী নাম রাখিল, সেই অবধি পৃথিবী মেদিনী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২১৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুষ্করতীর্থে মধুদৈত্য নিপাতিত হইল দেখিয়া তত্রত্য জীবমাত্রেই নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। চারিদিকে সকলেই নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। সর্ব্বোত্তম গিরিশ্রেষ্ঠ সুপার্শ্বের বিবিধ ধাতুরঞ্জিত সুবর্ণ শৃঙ্গগুলি এতাদৃশ উন্নত হইয়া উঠিল যে বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। অপরাপর পর্ব্বত সকলেরও সমস্ত ধাতুরাগে রঞ্জিত এবং শৃঙ্গ সকল অত্যন্ত উচ্ছ্রিত হওয়াতে বিদ্যুদ্ভাসিত মেঘমালার ন্যায় শোভা হইল। পর্ব্বতগণের পক্ষপবনে যে অঞ্জনবর্ণ বালুকাযুক্ত রেণু সকল উড্ডীন হইয়া পর্ব্বতাগ্রভাগ সমাচ্ছন্ন করিল, তাহাও প্রায় ঘোরতর মেঘের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। এদিকে শিখরাগ্রভাগ সকল মেঘমার্গ স্পর্শ করাতে এবং পক্ষপবনে বৃক্ষ সকল বিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বত সকল আকাশমার্গে অবস্থিতি করিতেছে। স্ফটিক চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি মণি দ্বারা উদ্ভাসিত ধাতুরাগরঞ্জিত পর্ব্বত সকলের পক্ষপবনে এবং উচ্ছ্রায় দর্শনে বিহঙ্গমগণের আকাঙ্ক্ষার অবধি রহিল না। শ্বেত-ধাতুবিরাজিত গিরিরাজ হিমালয়েরও সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত কাঞ্চনশৃঙ্গ, পঙ্কমধ্য হইতে বিনির্গত মণিলতা ও তাম্রবর্ণ পুষ্পশোভিত শিখর সকল উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিল। এদিকে উন্নতশিখর মন্দর পর্ব্বতও স্ফটিক ও হীরক মণির সাহায্যে সুবর্ণ সদৃশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তোরণ সমান উন্নত পাদপ এবং ধাতুরাগরঞ্জিত শৃঙ্গবান্ কৈলাস পর্ব্বতেরও শোভার সীমা রহিল না। তাহাতে আবার গন্ধর্ব্বগণের বাদ্য, কিন্নরগণের সঙ্গীত এবং দিব্য কামিনীগণের বিহার জন্য ঐ পর্ব্বত ক্রীড়াপর্ব্বত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ফলতঃ নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয় ও শৃঙ্গারাদি কার্য্যে কৈলাসপর্ব্বত নিতান্ত আনন্দোদ্দীপক হইয়া উঠিল। নীলাম্বুদ-নীলবর্ণ বিন্ধ্যগিরি অঞ্জনরাশিসদৃশ মার্ত্তণ্ডবিভাসিত শৃঙ্গনিচয়ে বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘোত্তর হইয়াছে। নারায়ণ যেমন মেঘ দ্বারা পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করেন, পর্ব্বত সকল তেমনি জীবগণের সৃষ্টি সাধনের জন্য মেরুপৃষ্ঠে স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। তত্রত্য বৃক্ষরাজি বিবিধ বর্ণ প্রসূনস্তবক পরিশোভিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, তড়িন্মণ্ডিত বর্ষাকালীন জলধর শোভিত হইয়াছে। পাদপ সমাশ্রিত লতামণ্ডপে বিহঙ্গকুল বিলীন থাকাতে প্রতীয়মান হইতে লাগিল যেন সুবর্ণাঙ্কুশ মাতঙ্গ সকল শোভা পাইতেছে। বাসন্তিক প্রসূন মণ্ডিত লম্বমান লতা সকল বায়ুহিল্লোলে দোদুল্যমান হইয়া পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন ঝটাঘাত নিবন্ধন বারিবিন্দু সকল চতুর্দ্দিকে উচ্ছলিত হইতেছে। শাখা

পল্লবশোভিত মহাস্কন্ধ সারবান বৃক্ষ সকল যেন হারত্রকে ধারণ করিতেছে। মধুপ্রিয় মধুকর ও মধুকরী এবং মধুপানে মত্ত বিহঙ্গম সকল মধুস্বর সঙ্গীত করিয়া যেন কন্দর্পের সমাগম সময় নিকটবর্ত্তী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

রাজন্! মধুনিদ্রা বিষ্ণু মধুবাহিনী এক নদী প্রবাহিত করিলেন। উহা অতি গভীর উহার তীর্থ অতি মনোহর, সিকত সকল তপ্তাঙ্গার বর্ণ, জল অতি নির্ম্মল সুশীতল ও বিবিধ পুষ্পে পরিপূর্ণ। ঐ নদী ব্রহ্মা ও ব্রহ্ম মন্ত্রসেবী ঋষিগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধাত্রীস্বরূপিণী ঐ নদী কপিলা গাভীর রূপ ধারণ করিয়া বিস্তীর্ণ ব্রহ্মযজ্ঞের নিমিত্ত সুমধুর ক্ষীরক্ষরণ করিয়া থাকেন। স্বয়ং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া ঐ নদী কেবল কূটস্থ পদার্থের অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীতলে আগমন করিয়াছেন। আগমন করিয়াও কিন্তু সেই শুদ্ধ নিত্য পরমাশ্চর্য্য পরমাত্মাকেই ভজনা করিয়া থাকেন। বেদবচন হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে যে অজ্ঞাননাশক জ্ঞানের উদ্রেক হয়, তাহা মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় ভ্রমাত্মকমাত্র। সেই ভ্রমাত্মক জ্ঞান অন্তর্হিত হইলে যে সত্যস্বরূপ জ্ঞানের উদ্রেক হয়, সেই সত্যজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি, পুরুষ ও আত্মা, এই তিনকে পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপে জানিতে পারা যায়।

হে ভারত! অহঙ্কারাদি তত্ত্ব মহাপর্ব্বতের ন্যায় নিতান্ত দুর্ভেদ্য। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির অবস্থায় তাঁহার অস্তিত্বের বিষয় জানিতে পারা যায়। আচার্য্যের উপদেশ ঐ অহঙ্কার পর্ব্বতের দ্বার, এবং সত্ত্বাদি ত্রিগুণ উহার জীবন। উহার আদি নাই, এবং মূঢ়ের কথা কি বলিব, সিদ্ধ ব্যক্তিরাও উহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কি জাগ্রত অবস্থা, কি নিদ্রাবস্থা, কি সুষুপ্তি অবস্থা, সকল অবস্থাতেই উহার দৃশ্যাদৃশ্য সংঘটিত হইয়া থাকে।

হে বিপুলদক্ষিণ! সেই বিশ্বশিল্পিদ্বারা এই অহঙ্কারাদি সমস্ত তত্ত্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। যেমন মহামেঘ শরীরাকারে পরিণত হইয়া অহঙ্কারপ্রভাবে অদ্ভুত দর্শন হইয়াও আবার চেতনাযুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি আমিও স্বমনঃপ্রভাবে এই দেহকে নানারূপে ভাবনা করিব। তদনন্তর পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানাকারা বুদ্ধির সৃষ্টি করিয়া লইব। সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা অহঙ্কারমদে মত্ত হইয়া কাম এবং মোহবশে সেই সম্পত্তিরই ভাবনা করিয়া তাহাতে আসক্ত হয়। কিন্তু যাহারা একবারে বিষয়বাসনা হইতে বিমুক্ত, তাহারা একবারে মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সমস্ত নিগ্রহ করিয়া রাখে। সকলেরই দেহ পঞ্চ ধাতুদ্বারা ঘটিত এবং সকলেই প্রায় ভিন্ন ভিন্ন পথে ভ্রমণ করে। এই জন্য কেহ আর আমাকে প্রার্থনা করে না; যাহারা কেবল প্রণবাদি উচ্চারণ করিয়া ইচ্ছামূর্ত্তিধারী সাধুগণকে স্মরণ করে, এবং তপস্যাবলে যাহাদিগের পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহারাই সূক্ষ্মরূপ আমাকে দর্শন করিতে পারে। যাহারা পূর্ব্বকথিত সোপানক্রমে ধনপথের পথিক হইয়া আমার নিকট আগমন করিতে চেষ্টা করে, তাহারাই স্বর্গবিজয়ী হইয়া নিরাপদে আমাকে দর্শন করিতে পারে। যাহারা দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয় সকলকে স্বশরীরে প্রাবল্যাপিত করে; তাহারা মদান্বিত অহঙ্কারপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া আমাকে অবিদ্যাসহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। এবং চরমে চন্দন ও কাম্যবনে গমন করিয়া অপ্সরোগণের সহিত মিলিত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে সমর্থ হয়। মদ্বিনিষ্ঠ যে সকল মানব সদ্বিদ্যা আশ্রয় করত বিবিধ ব্রতাচরণ পূর্ব্বক শরীর শুষ্ক করে, তাহারা অনায়াসে সিদ্ধি লাভ ও স্বেচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করিয়া ইহ ও পরলোক প্রাপ্ত হইতে পারে যখন যোগীদিগের তপস্যাজনিত প্রভাব অন্যের নয়নগোচর হয়, তখন সেই যোগিগণ

শাস্ত্রালোচনাদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধ হইয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। মূলাধারাদি ছয় প্রকার জ্ঞানাভিসন্ধিতে পারদর্শিতা প্রাপ্ত হইলে আর যোগভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ হয়। তখন পঞ্চভূতবন্ধনে আর বদ্ধ থাকিতে হয় না। যেমন কোন অপরাধী ব্যক্তি রাজাকে সহস্রগুণ কর দান করিলে সেই দান ফলজন্য রাজকোপ হইতে মুক্তিলাভ করে, তেমনি যজমান ব্রাহ্মণগণের সম্মাননা ও নিষ্কাম অর্থদানদ্বারা ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন করিলে, অক্ষয় পুণ্যফল উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। এমন কি, সেই দানফলে দাতার পূর্ব্বপুরুষগণও সুখী হইয়া থাকেন। যে যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞাঙ্গ-দেবতাদিকে সাধিবার শ্রদ্ধা থাকে তাঁহারাও যজ্ঞান্ত স্নান করিয়া পূর্ব্বোক্ত ন্যায় ভূরি ফল লাভ করিতে পারেন। দান ও যজ্ঞের ফল যেমন আসন্নবর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার ফল সেরূপ মনে করিবেন না। যেহেতু রাজা দান ও যজ্ঞাদি দ্বারা যে সম্পত্তি লাভ হয়, তাহার ইয়ত্তা আছে, কিন্তু সেই ভূতগণে দয়াবতী ধর্ম্মচারিণী ব্রহ্মবিদ্যার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া দানাদি কার্য্য অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিবেন না; কারণ আত্মা যে সত্য তাহার আর সন্দেহ নাই; তবে তাঁহাকে অধিকার করা নিতান্ত কষ্টসাধন বটে। তথাপি ধর্ম্মানুষ্ঠাতাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান ফল কখনই বৃথা হইবে না। ধর্ম্মাদির আচরণ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলেই ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হয়।

——

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২১৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যসাধন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পদ্মলোচন নারায়ণ মোক্ষকামনা করিয়া আত্মাতেই আত্ম সমর্পণ করিয়া পুষ্করতীর্থে পর্ব্বতপৃষ্ঠে দশ সহস্র বৎসর একপদে অবস্থিতি করেন। মোক্ষ প্রাপ্তির উদ্দেশে এইপ্রকার কঠোর কার্য্যে ব্রতী হওয়া তাঁহার পক্ষে কেবল লোককে শিক্ষা দিবার জন্য। দ্বিজরাজ সোমদেবও নিজ হস্তে নিজ শরীরে ভস্মলেপন পূর্ব্বক রূপ রসাদি বিষয় সকল দূরীভূত করিয়া স্থিরচিত্তে যোগাবলম্বন করিয়া এক সহস্র বৎসর অতিবাহিত করেন। তাহাতেই তিনি ব্রাহ্মী শক্তি লাভ করিয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে অপর গ্রহ নক্ষত্র পুঞ্জকে অতিক্রম করত উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি স্বীয় রসময় সম্পত্তি প্রভাবে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া কি ভূমণ্ডল, কি নভোমণ্ডল, কি স্বর্গমণ্ডল, সর্বত্রই লক্ষিত হইতেছেন। মহাযোগী মহাদেব মহেশ্বরও যথাবিধানে দক্ষিণ পদ উত্তোলন করত বায়ুভক্ষণ করিয়া নয় সহস্র এক শত বৎসর অতিবাহিত করেন। বায়ু তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গাঢ় হইয়া যায়। তদনন্তর তিনি উদ্গীরণ করেন, তখন ঐ বায়ু ফেন ভূত হইয়া তাঁহার মুখবিবর হইতে বহির্গত হয়। ঐ সময় উহার আকৃতি না তরল না গাঢ়, কেবল নির্য্যাসমাত্র। পরে ঐ ফেন চর্ম্মকোষের ন্যায় জল গ্রহণ করিয়া অন্তরীক্ষমণ্ডলে ভ্রমণ করে। তৎকালে ঐ ফেনরূপী পবন ফেনরূপ পরিহার পূর্ব্বক আকাশমণ্ডলে মেঘরূপে পরিণত হয়। ঐ সদ্যোভূত নীলবর্ণ মেঘ হইতে ভূতলে করকাপাত হয়। ঐ করকাও আকৃত না তরল, না কঠিন। তদনন্তর অনিবার্য্যগতি বায়ুও ব্রাহ্মণ শরীর ধারণ করিয়া পূর্ণ সহস্র বৎসর ঘোরতর তপস্যা করেন। অনলও আপাদমস্তক জটা এবং চীরবল্কবাস ধারণ করত অনাহারে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক পরম ব্রহ্মচারি সহস্র বৎসর তপস্যা করেন। সেই তপোনিরত অগ্নির তেজ হইতে যে সপ্ত অগ্নি উদ্ভূত হয়; ঐ মহৎ অগ্নিই গন্ধপ্রকাশন, স্বর্গবাসী ও তমোনুদ নামে বিখ্যাত। তন্মধ্যে স্বর্গবাসী ব্রাহ্মণাদি স্বর্গে অব-

স্থিতি করিয়া তপস্যা করেন। সর্ব্ব প্রকাশ-অগ্নি হইতে যে ধূম উদ্গত হয়, সেই ধূম ভূলোকে মনুষ্যদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভাস্করাগ্নি পূর্ব্বাগ্নি হইতে অনেক উৎকৃষ্টতর। ঐ ভাস্করাগ্নি যোগী, বিশেষতঃ ব্রহ্মা, ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত মর্ত্ত্যগণের দেহ অকর্ষণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। যাহারা সূর্য্যোপাসনা না করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়, কি দিবা, কি রাত্রি সকল সময়েই তাহাদিগের দুর্গতি গতি লাভ হয়। আর যাহারা সূর্য্যোপাসনা করিয়া জীবন সম্বরণ করে, কি দিবা, কি রাত্রি, তাহাদিগের পক্ষে সকল সময়েই সৌরী গতি লাভ হয়। সর্ব্বত্রগামী জিতেন্দ্রিয় মহাতেজা পুষ্পমিত্রনামক যক্ষও সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা করেন। মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে যে পরিমাণে ধারা পতিত হয়, যক্ষরাজ তত বৎসর কাল পুষ্কর তীর্থে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সহস্র বৎসর কাল আতুম্বর পান করিয়া সূর্য্যের উপাসনা করত অনিমিষ লোচনে সেই সূর্য্যমণ্ডলে জগৎ অবলোকন করেন। তাঁহার নয়ন সূর্য্যমণ্ডলে নিবিষ্ট হওয়াতে, সূর্য্যের কিরণের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। তদনন্তর, যেপরিমাণে রশ্মিজাল নির্গত হয়, তাঁহার নয়নও তত শত সহস্র হইয়া উঠে। সুতরাং তিনি সেই বহুনেত্র লাভ জন্য বিদ্বান্ ঋত্বিকগণে পরিবেষ্টিত যজ্ঞীয় পাবকের ন্যায় কান্তি ধারণ করেন। ফলতঃ তাঁহার নয়নরশ্মি সূর্য্যরশ্মিতে নিবিষ্ট হওয়াতে, সূর্য্যরশ্মি যেমন ভুবনব্যাপক, উহাও তেমন হইয়া পড়ে। এইরূপ ধারণার বলে, তিনি চিরজীবী হইয়া প্রলয়কালীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ভাস্বরতেজ দ্বারা আদিত্য মণ্ডল লাভ করেন। আদিত্যমণ্ডলগত ঐ যক্ষরাজ যুগাবসানে নিজ চক্ষু দ্বারা সূর্য্যকিরণ ব্যাপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার যোগাসনে উপবেশন করত ঘোরতর তপস্যা করেন। ঐ তপোনিষ্ঠ যক্ষরাজ তপস্যাবসানে নরবাহন কুবের হইয়াছিলেন। তপোমূল নারায়ণও তপস্যাবলে পুনর্ব্বার প্রকাশিত হন। বস্তুতঃ ভগবান্ নারায়ণ ভিন্ন ত্রিভুবনে এরূপ ব্যক্তি নাই, যে কুবেরের ন্যায় তপশ্চরণ করিতে পারেন।

বহুশীর্ষ সর্পরাজ বাসুকিও ব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ করত মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তপশ্চরণ করেন। ব্রতসম্ভূত সংসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ অনন্তদেবও বৃক্ষে আরোহণ করত অধঃশিরা হইয়া লম্বমান থাকেন। পরে যত জিহ্বা লেহন করেন, ততই তাঁহার শরীর হইতে বিষ নির্গত হইতে থাকে। এই প্রকারে পূর্ণ সহস্র বৎসর অনাহারে অতিবাহিত হইয়া যায়। সেই জিহ্বা বিনিঃসৃত বিষের নাম কালকূট। কালকূট নাম শ্রবণে সকলে ভীত হয়; এবং কিছুতেই সুখানুভব করিতে পারে না। কি ভূচর, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সর্ব্বত্রই ঐ বিষ সুসঙ্গত রহিয়াছে। শীঘ্র দিন ঐ বিষে অঙ্গ নাশ হয়। ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাণিগণের মঙ্গলের জন্য বেদাক্ষরময় বিষঘ্ন মন্ত্রেরও সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ মন্ত্র যথা, "বাহ্য ও অভ্যন্তর জ্যোতি অর্থাৎ সূর্য্যাগ্নি দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয়, আমার শরীরে তাহা নাই, অতএব যিনি শরীর মধ্যে সর্ব্বাত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, যাঁহা দ্বারা এই শরীর বিরাজমান রহিয়াছে, সেই গরুড়দেব বিস্তৃত পক্ষ, নখাগ্র ও লম্বমান চূড়াগ্র দ্বারা আমার জীবন স্বরূপ জল ও পৃথিবী রক্ষা করুন। এই মন্ত্র পাঠ করিলে, কি ইহলোক, কি দেবলোক, সর্ব্বত্রই সমুদয় জীব বিষ হইতে জীবন রক্ষা করিতে পারে। তাহার দেহ নক্ষত্রশোভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় ইন্দ্রিয় সম্পন্ন হইয়া প্রকাশ পায়। ধর্ম্মপরায়ণ হিমালয়ও হেমন্ত কালে যখন পুষ্কর জলে নিমগ্ন হইয়া তপস্যা করেন, তখন মৎস্য সকল, তাঁহার জটামধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। বিপুলদেহশালিনী এই ধরিত্রীও রসাতলে প্রবেশ পূর্ব্বক

করিলেন। তাঁহাদিগের সহিত কীট, পতঙ্গ সরীসৃপাদি সকলেই ঘোরতর তপস্যা করিয়া শরীর শুদ্ধ করিতে লাগিল।

এ দিকে পরমাত্মা বিষ্ণু বাসকভাবে নিখিল জগৎপালন করা দুঃসাধ্য জানিয়া স্বয়ং বজ্রাদি ফলশোভিত চতুর্ভুজমূর্ত্তি বিষ্ণুরূপ ধারণ করিলেন। বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই মহাযোগী আদিত্যাদি যাবদীয় সচরাচরবর্গ পালন করিতেছেন। এইপ্রকারে ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং দিব্য বিশুদ্ধ নিজ তেজোদ্বারা প্রদীপ্ত নির্ধূম অনলের ন্যায় নারায়ণাদি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ জগতে লোকশিক্ষার জন্য তপস্যাদিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। তিনিই সংসারস্থিত গার্হপত্যাদি অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করত জীববৃন্দের দোষ দূর করিয়া চরমে সেই জীবগণের সহিত স্বয়ং কর্ম্মস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে সদ্গতি দান করিতেছেন। ঐ বিষ্ণুস্বরূপ অগ্নি মোহসামর্থ্যবিধায়ক সর্ব্বতো বিনিঃসৃত দীপ্ত শিখাসমূহে অদ্ভুত শোভা ধারণ করেন। পর্ব্বত সকল যেমন পৃথিবীর পরিচ্ছেদকর্ত্তা দূর্গকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, বিষয়াসক্ত জীবগণ তেমনি কখনই সেই বিষ্ণুস্বরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে অতিক্রম করিতে পারে না। প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য ঋত্বিক্‌গণ সেই নির্ধূম পাবকের ন্যায় দীপ্তিশালী বিষ্ণুস্বরূপ অগ্নিকে যজ্ঞে নানারূপ করিয়া লন। যেপর্য্যন্ত না যজ্ঞ সমাপন হইয়া সেই অগ্নি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গে গমন করেন, সে পর্য্যন্ত সেই যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইতে থাকেন। অতুলপরাক্রম বিষ্ণু সেই অগ্নিকে ধারণ করত যজ্ঞস্থলে অবস্থিতি করেন, তাহা অন্যে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু সেই বিশ্বব্যাপী ভগবান্ যোগবলে শতশরীর ধারণ করিয়া মেঘবিদ্রাবক ঐরাবতরূপ ধারণ করেন। তদনন্তর জীবগণের জীবাত্মা সেই ঐরাবতরূপী নারায়ণ, প্রাণিবৃন্দের হিতার্থ সলিলজনিত মন্ত্র দিয়াছেন। প্রাণিগণের অভ্যন্তরস্থিত জঠরানল শান্তি করেন। তাহার পর সেই ঘোরতর বৈরাগ্যশীল মহাযোগী সিদ্ধগণে বেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করত তপস্যায় নিরত হন। ঐ কালে নিয়মানুসারে এক পদের উপর অন্য পদ স্থাপন পূর্ব্বক সহস্রদল পদ্মের উপর চিত্রবিন্যস্ত করিয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করেন। হে ভারত! এই যে সধর্ম্ম সমুদায় ধর্ম্মের সার, ইহার আর দ্বিধা বক্তব্য নাই; ইহা এককালীন প্রকৃত সিদ্ধ, কি ইহ, কি পর, উভয়লোকেই ইহা যাবদীয় প্রাণীর হিতসাধক।

রাজন্! ঐ সময় বৃহৎকায় মহাবলপরাক্রান্ত দৈত্যগণ মায়াময় কবচ সংবৃত হইয়া বিবিধ প্রকার অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কখন মায়াবলে মেঘ হইয়া সেই অগ্নিতে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। প্রলয়কালে সূর্য্য যেমন প্রজা সকল দগ্ধ করেন, হুতাশন তেমনি শিখা বিস্তার করিয়া পর্ব্বত শৃঙ্গ সকল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। দৈত্যগণ আর সে অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। ঐ অগ্নি দীপ্তিশালী মার্ত্তণ্ডের ন্যায় কান্তিধারণ করিল। তখন দৈত্যগণ ভগ্নোৎসাহ, ও ভগ্নপরাক্রম হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপর গমন করিয়া বিষণ্ণভাবে উপবেশন করিল। এদিকে ঐ অগ্নি বিদ্যুতের ন্যায় বৈষ্ণব লোকের সহিত মিলিত হইয়া অন্তরীক্ষস্থিত দৈত্যগণকে দগ্ধ করত অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল। ঐরাবত ব্রাহ্মণগণের মুখোচ্চারিত মন্ত্রের প্রভাবে প্রেরিত ও মেঘের সহিত একত্রিত হইয়া জগতের সমস্ত লোককে ব্রাহ্মণসন্তান বোধ করিয়া বর্ষমাণ মেঘের ন্যায় পৃথিবীতলে বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঊনবিংশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২১৯।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তপোবলে সম্পাদন করিতে না পারে এরূপ কর্ম্মই নাই। অতএব জিজ্ঞাসা করি, দেবগণ যোগাবলম্বন করিবার পর কি কি কার্য্য করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! তদনন্তর ব্রহ্মময় ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া পুষ্কর হইতে অগ্নি প্রভৃতি সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিলেন। তদনন্তর যথাবিধানে সংস্কার করিয়া শাস্ত্রানুসারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঘৃতাদি আহুতি দান করিতে আরম্ভ করিলেন। আহুত হইয়া অগ্নিও ক্রমশঃ ব্রহ্মতেজে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ঘোরতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে এক পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ঐ মূর্ত্তি এতাদৃশ তেজঃপুঞ্জশালী যে বোধ হইতে লাগিল যেন শরীরপ্রভায় সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলে। ঐ দৈবমূর্ত্তি পুরুষ ব্রহ্মদণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বস্তুতঃ উনিই নারায়ণ; উহাঁর যে ভুজহস্তে অসি, চর্ম্ম, ধনু, গদা, লাঙ্গল, চক্র, বাণ, পরশু, শূল, বজ্র, খড়্গ, শক্তি, উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক, চক্র ও খড়্গ এই ষোড়শপ্রকার অস্ত্র এবং নরের হস্তে মুষল ও লাঙ্গল। ইন্দ্র শতপর্ব্বা বজ্র, রুদ্রদেব শূল ও পিনাক, যম দণ্ড, বরুণ পাশ, কাল শক্তি, ত্বষ্টা পরশু এবং কুবের পরশ্বধ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। এই সমস্ত অস্ত্র প্রত্যেকের যোগফললভ্য। ইহাঁরা নির্ব্বিকারচিত্ত অন্যান্য অনেকের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা ও ত্বষ্টা উভয়ে অনেক অস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন; তদনন্তর সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মা বিষ্ণু ইন্দ্র, প্রবলপ্রতাপ সূর্য্য ও মহাত্মা রুদ্রদেবকে বর্ম্ম প্রদান করিলেন। ঐ সময় ত্বষ্টা বেদবর্ণিত প্রণালী অনুসারে সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে বিশ্বকর্ম্মাও বিবিধ রীতিতে বিমান সকল নির্ম্মাণ করিলেন। অমোঘপরাক্রম বিষ্ণুও নিজ পুষ্কর নামক শরীর হইতে অংশ সকল উদ্ধার করিয়া সেনা সৃষ্টি করিলেন। সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের অবস্থিতির জন্য স্বর্গস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সর্ব্বপূজ্য দেবেন্দ্র রণস্থলে শত্রুদিগকে নিবারণ করিলেন। ব্রহ্মরূপী বিষ্ণু অসুরদিগকে প্রহার করা কর্ত্তব্যই হইয়াছে বলিয়া, নির্ব্বিকারচিত্তে অনুমোদন এবং স্বয়ং অন্তর্হিত থাকিয়া ঐন্দ্র, আগ্নেয়, বায়ব্য ও রৌদ্র, এই চারি প্রকার অস্ত্র বিধান করিলেন। এদিকে মহাবল পরাক্রান্ত দানবগণও তপস্যা, শিক্ষা, নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র এবং চতুরঙ্গবলসম্পন্ন হইয়া দেবগণের উপরোধে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে ভঙ্গ দিল। এই প্রকারে তাহারা যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া আশু বিভূষিত রথে আরোহণ করত গন্ধর্ব্বগিরির পার্শ্বদেশে বিচরণ করিতে লাগিল। এদিকে মহাযোগী বিষ্ণুও তপোবলে দৈত্যগণের সেই চতুরঙ্গবল সংহার করিয়া পৃথিবীতলে বিচরণ করিতে থাকিলেন। তখন অসুরগণ চর্ম্ম ও চীরধারী ব্রাহ্মণ ও সুরগণের সহিত মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার অন্যপ্রকার তপস্যা অবলম্বন করিল।

বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২২০।

জনমেজয় কহিলেন, দ্বিজবর! কুপ্রবৃত্তিদাতা মহাগ্রহ সকল থাকিতে লোকের যোগফলের সম্ভাবনা কি?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রজা সকল প্রজাপতি ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজকার্য্য সাধনের জন্য বেণনন্দন পৃথুকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে পর প্রজাগণ পরস্পর কহিতে লাগিল, ইনি অতি উত্তম রাজা, ইনি আমাদিগের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, ইনি আমাদিগকে বৃত্তি দান করিতেছেন, ইহাঁ হইতে আমরা শিল্পকর্ম্মে

প্রবৃত্ত হইয়াছ, ঈশ্বর কৃপায় তাহাই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। ঐ সময় বসন্ত কাল উপস্থিত। দেবগণ তপঃক্লিষ্ট ও শ্রম কৃশ হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপর শ্রম দূর করিয়াছিলেন। বাসন্তিক কুসুমের গন্ধ চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিল। দেবতা ও দানবগণ সেই গন্ধে মত্ত হইয়া উঠিলেন। পার্থিব গন্ধমাত্রেই উৎকৃষ্ট সুগন্ধ ও অতিশয় মনোহর। বায়ুবেগে পার্থিব গন্ধ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িলে দৈত্যগণ সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত, হৃষ্টচিত্ত ও নিরতিশয় সুখিত হইল; এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, কেবল পুষ্পেই যখন এরূপ সৌরভ; তখন না জানি ইহার ফলের কতই মধুরতা। দেবগণের শুভাশুভ কর্ম সকল যেমন অনুমান দ্বারা জানিতে পারা যায়, আমরাও সেই অনুমানে জ্ঞাত হইয়া জানিলাম, মন্দর পর্ব্বত দ্বারা সাগর হইতে অমৃত সকল মন্থন করিব। অনন্তর অমৃত মন্থন ও পান করিয়া সকলে অমর হইব। মহাবল বিষ্ণু আমাদিগের অধিনায়ক হইবেন। তাঁহার সাহায্যে আমরা শত্রুদিগের সহিত পৃথিবী ও স্বর্গ সুখ ভোগ করিব। গন্ধমাদনের উপরে যে সকল বৃক্ষ রহিয়াছে, সে সমস্ত শাখা, পত্র পুষ্প ও ফলের সহিত এক কালে সমূলে উৎপাটিত করিয়া পৃথিবীতলে লইয়া যাইব।

মহারাজ! দেবতা ও দানবগণ এই কথা বলিয়া বিপুল বাহু বিস্তার পূর্ব্বক মন্দরগিরি উদ্ধরণে উদ্যুক্ত হইলে, পৃথিবী কম্পান্বিত কলেবরা হইলেন। দানবেরা প্রথমতঃ অচলের উদ্ধারে যত্নবান হইল, কিন্তু কিছুতেই সমর্থ হইল না। তাহারা এক সময়েই আসুর পাতিয়া সেই বিপুল পর্ব্বতোপরি নিপতিত হইল। অনন্তর দেবগণ দূর করিয়া অবনত মস্তকে পিতামহের শরণাপন্ন হইল। সর্ব্বজ্ঞ ধাতা ব্রহ্মা তাহাদিগের অভিলাষ অবগত হইয়া ত্রিলোকের হিতের নিমিত্ত আকাশবাণী ছলে কহিলেন, তোমরা স্বয়ং এ গিরি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে না। আদিত্য, বসু, রুদ্র, মরুৎ, দেব যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর গণের সহিত মিলিত হও, তাহা হইলে অমৃত আহরণের নিমিত্ত এ পর্ব্বত উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। এমন কি হিমালয়ের ন্যায় সারবান এই মহাগিরি তোমাদিগের পক্ষে তৃণদলের ন্যায় নিতান্ত অসার বলিয়া বোধ হইবে। বাহুবলশালী দৈত্যগণ এই কথা শ্রবণে সকলে মিলিত হইয়া সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্দর পর্ব্বত মন্থান দণ্ড এবং বাসুকি রজ্জু হইল। সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সমুদ্র মথিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই সমুদ্রমন্থনে অমৃত উৎপন্ন হইল। তখন দৈত্যগণ লোভবশ হইয়া সেই অমৃত অপহরণ করিল। তাহার পর ধন্বন্তরি, দেবী লক্ষ্মী, সুরা, কৌস্তুভমণি, নির্ম্মল শশাঙ্ক ও অতি সুশোভন উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব এই সমস্ত উত্থিত হইয়া তাহার পরেও আবার অমৃত উৎপন্ন হইল। তখন দেবগণ সেই অমৃত পানে সমুদ্যত হইয়া রাহুকে নির্দ্দেশ করত কহিলেন, আমাদিগের মধ্যে কোন দৈত্য বা দানব ও অমৃত পান করিতে উদ্যত হন নাই? তৎপশ্চাৎ, নারায়ণ সমর প্রবৃত্ত হইয়া চক্রাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রাহুর মস্তক ছেদন করিলেন। দেবগণ ও সংশিত ঋষিগণ সতত যে সুধা সেবন করেন, দেবী পৃথিবী রক্ষণার্থে প্রেরিত হইয়া স্বয়ং ইন্দ্রহস্ত হইতে সেই অমৃত অপহরণ করিলেন।

— —

একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২২১

জনমেজয় কহিলেন বিপ্রবর! বিষ্ণুর পরাক্রম বলে পরাস্ত হইয়া দৈত্য ও দানবগণ বলপূর্ব্বক কি করিতে ইচ্ছা করিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! দৈত্য

ও দানবগণ স্বীয় পরাক্রমবলে রাজ্য এবং দেবগণ তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ঐশ্বর্য্যশালী রাজা বলি সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কি রূপে যজ্ঞ করিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবলপরাক্রান্ত দানবশ্রেষ্ঠ বলি ভূরি ভূরি স্বর্ণ দান করিয়া একপে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিল যে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যদেশে তাদৃশ যজ্ঞ আর হয় নাই। ঐ মহাসুর যজ্ঞ আরম্ভ করিলে তৎপর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, ঋত্বিগণ, সিদ্ধগণ, বর্ম্মরূপ সুবিখ্যাত বালখিল্যাদি ঋষিগণ, ধর্ম্মপর এবং অন্যান্য অনেক প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ, ভূদেব পূজ্য মহাভাগ সহস্র সহস্র ঋষিগণ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। নানা দিগ্দেশসমাগত বিপুল বিভবে যজ্ঞ হইতে লাগিল। অচিন্ত্য তেজস্বী শুক্রাচার্য্য স্বয়ং সপুত্র যাজনক্রিয়া করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বিষ্ণু বামনরূপে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, বলি তাঁহাকে কহিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর, তাহাই দান করিব। তখন তিনি বলির নিকট হইতে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি তাহাই স্বীকার করিলে, মহাপরাক্রম নারায়ণ দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক ত্রিপাদবিক্ষেপ ক্রমে ক্রমে মুনিজনপ্রার্থনীয় ত্রিলোক আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দৈত্যগণ হৃতরাজ্য হইয়া পাতালে গমন করিল। প্রাস, অসি, তোমর, যন্ত্র, লগুড়, ধ্বজপতাকাযুক্ত রথ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, কোষ, পরশ্বধ ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র বিভূষিত দানবী সেনাও সেই সমভিব্যাহারে পাতালতলে প্রবেশ করিল। তখন নারায়ণাদি দেবগণ মহা আনন্দিত হইয়া ইন্দ্রকে লোকদিগের আধিপত্যপদে নিযুক্ত করিলেন। ইন্দ্রও তৎক্ষণাৎ সুধামৃত দ্বারা দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন। ব্রহ্মা অসুরের সেই দিব্যামৃত মহেন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তাহাতেই ইন্দ্র অক্ষর ও অব্যয় হইলেন। ঐ সময় শঙ্খনিস্বন ভঙ্কুর শব্দ প্রখ্যাপক হইতে লাগিল। সেই শঙ্খশব্দ শ্রবণে ত্রিলোক, ইন্দ্র আধিপত্যপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, জানিতে পারিয়া অনন্ত অনলের ন্যায় দীপ্যমান আগ্নেয়াস্ত্র সকল প্রাপ্ত পূর্ব্বক মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২২২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দেবতা ও মনুষ্যগণ একত্রে এই পুরাণকে বাগ করিতে লাগিলেন। সকলেই আত্মতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ করিলেন, কাহার কাহারও নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। দেবগণ স্বয়ং স্বহস্তে মনুষ্যদত্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ভগবান বৃহস্পতি, ঋষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রচেতস দক্ষকে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। আত্মজ্ঞানশূন্য দক্ষ সেই যজ্ঞে মহেশ্বরের ভাগ কল্পনা না করাতে রুদ্রদেব মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলের সহিত একত্র পশুভূত দক্ষের উচ্ছেদার্থ সমুদ্যত হইলেন। পুরুষবিগ্রহধারী ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বদেবেরই রূপান্তরমাত্র। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীয় মুখ হইতে বিনা বিকল্প কায়া শরীর সৃষ্টি করেন। ঐ পরমাত্মা রুদ্রদেব হইতে বেদবাক্য দ্বারা সনাতন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তাঁহার প্রভাবে অনেক বিকটমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। যে সকল বিকটমূর্ত্তির উৎপত্তি হয়, তন্মধ্যে কেহ কেহ সুন্দরাকার, কেহ কেহ কদাকার, কেহ কেহ বিরূপাক্ষ, কাহার উদর ঘটের মত, কাহার কাহার নেত্র ঊর্দ্ধদিকে, কাহার কাহার শরীর খর্ব্ব, কাহার কাহার মস্তকে শিখা, কাহার কাহার মস্তকে জটা, কেহ কেহ ত্রিনেত্র, কেহ কেহ দেখিতে ভীষণ, কেহ কেহ শঙ্কুকর্ণ, কাহার কাহার পরিধান চীরবস্ত্র কাহার কাহার পরিধান চর্ম্ম, কাহার কাহার

হস্তে কূটমুদ্গর, কেহ কেহ ঘণ্টা ও কেহ মুঞ্জ মেখলা ধারণ করিয়াছে, কাহার কাহার সহস্র হস্ত এবং কাহার কাহার কর্ণে কুণ্ডল, কেহ কেহ ডিণ্ডিম, কেহ কেহ ভেরী, কেহ কেহ মৃদঙ্গ কেহ কেহ বেণু, কেহ কেহ শঙ্খ ও কেহ কেহ মুরজধারণ করিয়াছে, কেহ কেহ বা করতলে তাল প্রদান করিতেছে। ঐ সময় ভগবান্ রুদ্রদেব স্বয়ং পিনাক ধারণ করিয়া উগ্রায়ুধধারী অন্তকের ন্যায় শোভমান হইলেন। তিনি ঐ সমস্ত ভীষণাকার সহচর সমভিব্যাহারে সেই দক্ষযজ্ঞে ঘোরতর উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যেন দীপ্তশিখ প্রলয়াগ্নি জগৎ দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। অনন্তর নন্দী ও পিনাকী উভয়ে যজ্ঞধ্বংস করিতে আরম্ভ করিলেন। চীর ও চর্ম্মবাসা নিশাচরদিগের মধ্যে কেহ কেহ যূপ উৎক্ষেপপূর্ব্বক মুনিগণকে বিত্রাসিত করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। কেহ কেহ জিহ্বা বিস্তার করিয়া ঘৃত পান করিতে লাগিল। কেহ কেহ যজ্ঞীয় পশু সকল ধরিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা যূপ উৎপাটিত করিয়া পশুদিগকে প্রহার আরম্ভ করিল, কেহ কেহ জলসেচন করিয়া হব্যবহ অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে লাগিল, তাম্রবর্ণ জবা কুসুমের ন্যায় লোহিতনেত্র কোন কোন নিশাচর সোম এবং কেহ কেহবা পদ্মপত্রের ন্যায় হস্ত বিস্তার করিয়া দর্ভ সকল হরণ করিতে আরম্ভ করিল, কেহ কেহ যূপাগ্র সকল ভগ্ন, কেহ কেহ কলস সকল নিক্ষেপ, কেহ কেহ শোভার্থ কল্পিত কাঞ্চন বৃক্ষ সকল ছেদন, কেহ কেহ শংপোক্ত বিদারণ, কেহ কেহ সেই সমস্ত হিরণ্য বৃক্ষ ইতস্ততঃ বিক্ষেপ, কেহ কেহবা সেই কাঞ্চন বৃক্ষের পত্র সকল বিলুপ্ত ও অরণি সকল ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

রুদ্রের অনুচরগণ এইরূপে যজ্ঞকে নিপীড়িত ও যজ্ঞ বিলুপ্ত করিয়া সমস্ত ঘৃত পান করত নখাঘাতে সকলকে বিদারণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় সেই মহাযজ্ঞ অহোরাত্র এইরূপে বিদ্যমান হইয়া সংক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল। ঐ সময় মহাদেব পূর্ব্বে ভগবান স্বয়ম্ভু তাঁহাকে যে শরাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কীচক এবং বংশনির্ম্মিত শরাসনে আরোপণ করিয়া জানুদ্বয়ে পড়িয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে বাণ যোজনা করিয়াই তৎক্ষণাৎ যজ্ঞকে প্রহার করিলেন। যজ্ঞ বাণবিদ্ধ হইবামাত্র আর ভূলোকে নিস্তার নাই দেখিয়া মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক নভোমার্গে ব্রহ্মার নিকট ধাবমান হইলেন। এবং সেই শরবিদ্ধ দেহেই ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মা গম্ভীরস্বরে মিষ্টবাক্যে যজ্ঞকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যজ্ঞ! তুমি আনতপর্ব্ব ত্রিবর্ণ শরনিপাতে বিক্ষত হইয়াছ। এক্ষণে রুদ্রদেবের সহিত একত্রে এই মৃগরূপেই অর্থাৎ মৃগশিরা নামে এই নভোমণ্ডলে নক্ষত্র মস্তকে অবস্থান কর। এখানে তোমার সোমদেবতা প্রাপ্ত হইবে। এখানে তারাগণের সহিত সঙ্গত হইয়া সতত সুখে বিচরণ কর। তুমি সমস্ত জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে মহা প্রভ হইয়া অবস্থান করিবে। বেগে ধাবমান হইবার সময় তোমার ক্ষতস্থান হইতে যে রুধির আকাশে উত্থিত হইয়াছে, এই রুধির বিচিত্র ইন্দ্রধনু নামে বিখ্যাত হইবে। বর্ষাকালে ঐ ইন্দ্রধনুই বৃষ্টিদ্যোতক হইয়া উঠিবে। উহার দর্শনে জীবগণের সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনুভূত হইবে। এখন অবধি মনুষ্যগণ বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে এই অদ্ভুতদর্শন বিচিত্র বর্ণ ইন্দ্রধনু দর্শন করুক। কিন্তু দিবসের শেষভাগ ভিন্ন রাত্রিতে কখন এই ব্যাপার নয়নগোচর হইবে না। ইহা ভূমিতে উত্থিত হইয়া আকাশে বিলীন হইবে।

এদিকে দক্ষপক্ষীয় শত শত ধনুর্ব্বাণধারী রুদ্রদেবের ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পিনাকপাণি নন্দী রুদ্রগণের সহিত তথায় অব-

স্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন প্রলয়কালে প্রজ্বলিত ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভ্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। ঐ সময় মহাবাহু বিষ্ণু যত্নপূর্ব্বক এক হস্তে বিপুল শার্ঙ্গধনু, এক হস্তে চক্র; এক হস্তে ঘণ্টা যুক্ত গদা এবং অপর হস্তে খড়্গ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর গোধাচর্ম্ম নির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ বদ্ধ করত নতপর্ব্ব শর এবং অপ্রতিম শঙ্খ গ্রহণ করাতে বোধ হইল, যেন সজল জলধরমধ্যে চন্দ্রমা উদিত হইতেছেন। অনল, ভাস্কর আদিত্য ও বসুগণ দিব্যাস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া নারায়ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিলেন। মরুদ্গণ ও বিশ্বগণ রুদ্রদেবের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ নাগগণ, যক্ষগণ, পন্নগগণ এবং নরপতিগণ ইহাঁরা না নারায়ণপক্ষ, না রুদ্রপক্ষ, কোন পক্ষই অবলম্বন করিলেন না। ইহাঁরা সকলেই ত্রিলোকের হিতের নিমিত্ত সতত যত্নবান।

সর্ব্বপ্রথমে রুদ্রদেব নারায়ণের হৃদয়ে ও সমস্ত অঙ্গসন্ধিতে তীক্ষ্ণধার শর প্রহার করিলেন। সর্ব্বাত্মা সকলনিরঞ্জন নারায়ণ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না এবং তাঁহার মনোমধ্যে কিঞ্চিৎমাত্র ক্রোধেরও উদ্রেক হইল না। অনন্তর বিষ্ণু শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় শরসংযোগ করিয়া মহাদেবের অক্ষদেশ বিদ্ধ করিলেন। বজ্রাস্ত্র প্রহার করিলে মন্দর পর্ব্বতেরও মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ হয়, কিন্তু সেই বজ্র তুল্য বাণপাতে মহাদেব বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন ভগবান বিষ্ণু সহসা লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক রুদ্রদেবের কণ্ঠদেশ ধারণ করিলেন। শ্বেতবর্ণের উপর কৃষ্ণকর নিপতিত হওয়াতে রুদ্রদেব নীলকণ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর রুদ্রদেব নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেব! তুমি অনাদি ও অনন্ত; তুমি জীবগণের ব বীর বিধাতা উপ দেষ্টা, তুমি চিদাত্মা আবার তুমিই অজ্ঞান। তোমা হইতে যে কত পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তুমি সমুদয় পদার্থ, অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা কর। মহারাজ! যিনি স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া অন্তর্যামীরূপে জীবগণের শরীরমধ্যে অবস্থান করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্তি বিধান করিতেছেন, তিনিও আবার নারায়ণকে জগদেশ বলিয়া কল্পনা করিলেন। ঐ সময় অন্তরীক্ষে সিদ্ধদেব মুখ হইতে এইরূপ আশ্চর্য বাক্য নির্গত হইল যে, হে দেব সনাতন! তোমায় নমস্কার।

এদিকে রুদ্রসম্ভূত বলবান নন্দী ক্রোধান্ধ হইয়া পিনাক উত্তোলন করত যেমন বিষ্ণুর মস্তকে প্রহার করিবেন, অমনি সুরশ্রেষ্ঠ ভূতপাল ভগবান বিষ্ণু হুঙ্কারশব্দে হাস্য করিয়া নন্দীকে স্তম্ভিত করিলেন। তখন তিনি ব্রহ্মতুল্য তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ক্ষমাগুণে স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই অচিন্ত্য অপ্রমেয় অজেয় বিষ্ণুর শান্তস্বভাব নারায়ণ যখন স্থিরভাবে অবস্থান করিলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন প্রজ্বলিত প্রলয়াগ্নি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তর সেই নিষ্কাম দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া রুদ্রদেবের ভাগ কল্পনা করিলেন। তখন পুনর্ব্বার যজ্ঞসন্ধি সংযোজিত হইল। বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সৈন্যগণ যে যে পক্ষে ছিল, সে সেই পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল সেই যুদ্ধ লোকে দক্ষযজ্ঞনাশক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। যজ্ঞ ত্রিলোকহিতকর সনাতন পদার্থ। প্রজাপতি দক্ষ অনেকের অনুষ্ঠিত সেই যজ্ঞের ফল লাভ করিলেন।

মহারাজ! ইহাই ভগবান নারায়ণের পুষ্কর প্রাদুর্ভাব। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুরাণে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, আমি আপনার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। যে বুদ্ধি

যান ব্যক্তি শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট এই দিব্য কথা কীর্ত্তন করেন, তিনি সমস্ত অন্যান্য বিষয় জ্ঞাত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। অতদ্ভিন্ন যে শ্রোতা শ্রদ্ধা সহকারে পুরাণ পুরুষ নারায়ণের এই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনিও ইহলোকে অভীষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগের অধিকারী হন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২২৩

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে অমিততেজা ভগবান বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব বিষয় শ্রবণ উপলক্ষে সাধুগণের নিকট বরাহ অবতারের কথা শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু সেই বরাহের কিরূপ কার্য্য, কিরূপ ব্যবস্থা, বরাহ মূর্ত্তির কারণ কি, তাঁহার কি প্রকার মহিমা, তিনি যজ্ঞময় বা যোগময়, তাঁহার শরীর কি প্রকার, তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে, তাঁহার আচার ও প্রভাব কিরূপ এবং তিনি পূর্ব্বেই বা কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহার কিছুই আমি অবগত নহি। যজ্ঞোপলক্ষে এই যে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইয়াছেন, ইহাঁদিগের সমক্ষে সেই বরাহচরিত বিস্তারিতরূপে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে মহাত্মা নারায়ণ বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দংষ্ট্রা দ্বারা যেরূপে রসাতলনিমগ্না ধরা উদ্ধার করিয়াছেন, যে মহাবরাহ চরিত অতি উদার বেদশাস্ত্র দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে, আমি মহাত্মা কৃষ্ণের সেই পুরাতন বরাহচরিত বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শুচি ও বাগ্যত হইয়া সমস্ত শ্রবণ করুন। এই শ্রুতি সংযুক্ত পরম পবিত্র পুরাতন কথা নাস্তিকের নিকট কীর্ত্তন করা কদাচ উচিত নহে। কারণ, বিদ্বান ব্যক্তিরা এই পুরাতন নারায়ণ চরিতকে সাংখ্যযোগস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যিনি ইহাঁর তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই একজন যথার্থ মনুষ্য। বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সপ্ত প্রজাপতি, সপ্তমহর্ষি, মানস মহর্ষিগণ, বসুগণ, অপ্সরোগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, দৈত্যগণ, পিশাচগণ, নাগগণ, বিবিধ ভূতগণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও ম্লেচ্ছজাতিগণ, চতুষ্পদ জীবগণ, তির্য্যক্‌ যোনিগত জীবগণ এবং অন্যান্য নানাবিধ জঙ্গমগণ সমস্তই তাঁহার আত্মা স্বরূপ। সহস্র যুগ পরিপূর্ণ হইবার পর ব্রাহ্ম দিবার সহিত যখন সমস্ত জীবেরও শেষ হইতে থাকে, যখন ব্রহ্মাদি মহোৎপাত সকলের উদয় হয়, তখন নারায়ণ ত্রিবিধ অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অগ্নি বায়ু সূর্য্যরূপ তিন শিখা বিস্তার করত জীবদিগকে শোষণ করিতে থাকেন। ঐ সময় বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ ও ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যা ও সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম সেই তেজে দগ্ধ ও বিবর্ণ হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতাদিগের সহিত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে অগ্রসর করিয়া সেই হংসাখ্য অক্ষয় প্রভু নারায়ণের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার শরীরে বিলীন হয়। কিন্তু মহারাজ! যেমন সূর্য্য একবার অস্তমিত ও আবার সমুদিত হইতেছেন, সেইরূপ যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ, একবার নারায়ণশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আরবার সমুৎপন্ন হইতেছে। সহস্রযুগ সমাপ্ত হইলে এক কল্পেরও শেষ হয়। কল্পশেষ হইলেই জীবকৃত সমস্ত কর্ম্মেরও নিঃশেষ হয়। তখন সেই একমাত্র জগদ্‌গুরু, দেবতা অসুর ও পন্নগাদির সহিত সমস্ত লোক আত্মোদরে সংহার করিয়া বিরাজ করিতে থাকেন। যিনি সমস্ত ভূতের স্রষ্টা, যিনি অব্যক্ত, যিনি শাশ্বত দেব; তিনিই বারম্বার এই জগৎ সংহার আবার সৃষ্টি করিতেছেন। যখন সূর্য্যরশ্মি তিরোহিত ও চন্দ্রকিরণ বিগত হয়, যখন ধূম অগ্নি

বায়ু যজ্ঞ ও বষট্কারশব্দের নামমাত্রও থাকে না, যখন পশু পক্ষিপ্রভৃতি প্রাণিগণেরও সঞ্চার থাকে না, যখন ঘোরতর অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, যখন সমস্ত লোক অদৃশ্য হইয়া পড়ে, কর্ম্মকাণ্ড বা বৈদিকাদির প্রসঙ্গমাত্র থাকে না, সমস্তই স্বভাবে বিলীন হইয়া যায়, তখন পীতবাসা লোহিতনেত্র মেঘসন্নিভ, সহস্র শিখা-বিরাজিত-জটাভারধারী একমাত্র পরমেশ্বর হৃষীকেশ শয়নের উপক্রম করেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসমণি ও পবিত্র রক্তচন্দনে অলঙ্কৃত হওয়াতে বিদ্যুদ্বিলসিত মেঘের ন্যায় প্রতিভাত হয়। তখন তাঁহার গলদেশ সহস্রদল পদ্মের মালায় সুশোভিত হয়। লক্ষ্মী [illegible] স্বয়ং তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া শয়ন করেন। সেই অমিতপরাক্রম সর্ব্বলোকপিতামহ নারায়ণ এইরূপে অতি আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় নিদ্রাযোগ প্রাপ্ত হইয়া সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত শয়ান থাকেন। ঐ সহস্রবৎসর পূর্ণ হইলে পর তিনি পুনর্ব্বার স্বয়ং জাগরিত হন। জাগরিত হইলেই আবার তাঁহার অন্তঃকরণে সৃষ্টি চিন্তার সঞ্চার হইতে থাকে। তখন সেই বাক্‌পতি স্বীয় অনন্ত মহিমায় দেবতা অসুর ও মনুষ্য প্রভৃতি যাবতীয় লোকের সৃষ্টি করেন। তিনিই কর্ত্তা তিনিই বিকর্ত্তা, তিনিই ধাতা, তিনিই বিধাতা, তিনিই নিয়ম এবং তিনিই সংযমস্বরূপ। কি দেবগণ কি কার্য্যকলাপ, কি যজ্ঞ, কি শ্রুতি, কি মোক্ষ, কি গতি, কি জ্ঞান, কি তপস্যা, কি সত্য, কি পদ সকলেই নারায়ণের অধীন। তিনিই স্বয়ম্ভু, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই ভুবনাধিপতি, তিনিই বায়ু, তিনিই যজ্ঞ, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই সৎ তিনিই অসৎ এবং তিনিই প্রচারক। দেবগণ যাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। ভগবান্ নারায়ণের বিষয়ে যাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, তাহা দেবগণ অবগত নহেন। কি প্রজাপতিগণ, কি মহর্ষি, কি অমরগণ, কেহই তাঁহার অন্ত লাভ করিতে পারেন না বলিয়াই, তাঁহার নাম অনন্ত হইয়াছে। ফলতঃ তাঁহার যাহা প্রকৃত রূপ, তাহা দেবগণও প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহেন; কেবল অবতারসময়ে তাঁহার যে মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়, তাহারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন মাত্র। তিনি স্বয়ং যে মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন, দেবগণ তাহাই দর্শন করিতে পান, আর তিনি যাহা প্রদর্শন না করান, তাঁহারা তাহার অনুসন্ধান করিতেও সমর্থ হন না। তিনি সমস্ত জীবের শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে জঠরাগ্নি ও প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইয়া থাকে। তিনিই তেজ তপস্যা ও অমৃতের বিধাতা; তিনি চার প্রকার আশ্রমধর্ম্মের চাতুর্হোত্র ফলভোগ করিয়া থাকেন। চার সাগর তাঁহার সীমা স্বরূপ। তাঁহা হইতে পর্য্যায়ক্রমে চার যুগের সঞ্চার হইতেছে। সেই মহাযোগী এই জগৎ সংহারপূর্ব্বক স্বীয় গর্ভে প্রবেশ করাইয়া সহস্র বৎসরের পর প্রসব করেন। তদনন্তর সেই অণ্ড হইতে সুর, অসুর, যক্ষ, গুহ্যক, পক্ষিগণ ও রাক্ষসগণ পরিপূর্ণ এই জগৎ সমুৎপন্ন হয়।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক দ্বিশততম

অধ্যায়। ২২৪।

রাজন্! বেদসম্বন্ধীয় শ্রুতিতে এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে পূর্ব্বে এই জগৎ প্রজাপতি মূর্ত্তির হিরণ্ময় অণ্ডস্বরূপ ছিল। পরে নারায়ণ সহস্র বৎসরের শেষে ঐ অণ্ড ঊর্দ্ধমুখ করিয়া দ্বিধা ভেদ করেন। তৎপরে ঐ অণ্ড আবার অষ্টধা ভেদ করেন। কেবল লোক সৃষ্টিই এই অষ্টধা ভেদের প্রধান উদ্দেশ্য। এইরূপ বিভাগের পর ক্রমে ক্রমে জগৎ নিষ্পন্ন হয়। ঐ অণ্ডের ঊর্দ্ধতন ছিদ্রই আকাশ এবং ঐ আকাশ সুকৃতিদিগের প্রধান গতি। উহার

অধোভাগ রসাতল। দেবলোক সৃষ্টির নিমিত্ত যে অণ্ডের সৃষ্টি করেন, সে অণ্ডের চতুর্দ্দিকে আট ছিদ্র বিহিত হয়। ঐ ছিদ্র দিক্ ও বিদিক্ এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। অণ্ডভেদসময়ে ইহা হইতে যে সকল খণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাই বিবিধ বর্ণ মেঘে পরিণত হইয়া উঠে। অণ্ডের মধ্যস্থিত দ্রবাংশ পৃথিবীতে সুবর্ণরূপে পরিণত হয়। প্রলয় সমুদ্রের ন্যায় উহারই ক্লেদাংশে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। ইতঃপূর্ব্বে দেবলোকের সৃষ্টির নিমিত্ত যে হিরণ্ময় অণ্ড খণ্ডিত হইয়াছিল, উহা হইতে যে জলভাগ ক্ষরিত হয়, তাহাতেই কাঞ্চনগিরির উৎপত্তি হইয়াছে। অবশিষ্ট সলিলে দিক্, বিদিক্, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ ও অন্যান্য স্থান সমুদয় আপ্লুত হইয়া উঠে। যে যে স্থানে ঐ জল পতিত হয়, সেই সেই স্থানে পর্ব্বতের উদ্ভব হইয়াছিল। এই পৃথিবী শৈলকাননে পরিপূর্ণ হইয়া নাতিশয় বন্ধুর হইবার উহাই প্রকৃত কারণ। পৃথিবী এবং ঐ বহুযোজন বিস্তৃত নিতান্ত গুরুতর পর্ব্বতভারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পড়িলেন, তাহাতে আবার মহাসাগরের প্রভূত জলরাশি তাঁহার উপর নিপতিত হওয়াতে তিনি আর তাহা ধারণ করিতে না পারিয়া অধঃপাতে গমন করিলেন। তখন মধুসূদন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোকের হিত সাধনার্থে তাঁহার উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এই নিরপরাধিনী পৃথিবী আমার তেজঃপ্রভাব সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পঙ্কনিমগ্ন দুর্ব্বলা গাভীর ন্যায় রসাতলে প্রবেশ করিতেছে।

ঐ সময় দেবী পৃথিবী নারায়ণকে কহিলেন, হে ত্রিবিক্রম! হে মহানৃসিংহ! হে চতুর্ভুজ! হে শার্ঙ্গ খড়্গ গদা ও চক্রধর! হে বরদ! তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি আত্মা এবং ও জীবগণকে ধারণ করিতেছ। তুমি স্বীয় বল ও তেজঃপ্রভাবে সমস্ত ধারণ করিতেছ বলিয়াই, আমি তোমার অনুগ্রহবলে এ সমস্ত ধারণ করিতেছি। তুমি ধারণ কর বলিয়াই আমি ধারণ করিতে পারি, নতুবা আমার সাধ্য কি যে, আমি এ সকল ধারণ করিতে পারি। ইহলোকে তুমি যাহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, সেই বিদ্যমান রহিয়াছে। হে বীর! তুমি জগতের হিত কামনায় প্রতিযুগেই আমার ভারাবতরণ করিয়া থাক। আমি দুরাত্মা দৈত্য ও রাক্ষসগণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তোমারই শরণ লইয়া থাকি। এক্ষণে দানবগণের ও তোমার তেজঃপ্রভাবে অবসন্ন হইয়া রসাতলে যাইতেছি, আমি শরণাগত, আমাকে পরিত্রাণ কর। আমি মনোমধ্যে স্থির ভাবিয়াছি যে, যখন আমি তোমার শরণাগত না হই তখনই আমার শঙ্কা; অন্যথা আমার ভয়ের লেশ মাত্র নাই।

তখন ভগবান্ নারায়ণ ধরণীকে কহিলেন, দেবি! কল্যাণি! তোমার শঙ্কা নাই; তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তিলাভ কর। এখানি আমি তোমাকে অভিলষিত ও যথোচিত স্থানে আনয়ন করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অনন্তর কোন্ রূপ ধারণ করিয়া মহাত্মা মধুসূদন সেই সলিলনিমগ্না বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অল্পকাল চিন্তার পর, জলক্রীড় ভিলাষে বজ্ঞবরাহরূপ মনস্থ করিয়া ধরিত্রীর উদ্ধারার্থ সেই রূপ ধারণ করিলেন। সেই বারাহ ব্রহ্মরূপিণী মূর্ত্তির নিকট গমন করা কাহার সাধ্য নহে। ঐ মূর্ত্তির বিস্তৃতি দশযোজন এবং উন্নতি শতযোজন। উহার দীপ্তি ও গর্জ্জন নীলবর্ণ মেঘের ন্যায়; দংষ্ট্রা শ্বেত, দীপ্ত, উগ্র ও গিরিবিদারণসমর্থ, চক্ষু বিদ্যুৎ অগ্নি ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সুতীক্ষ্ণ; স্কন্ধ দশ স্থূল আয়ত ও বৃত্তাকার; বিক্রম ও দাপ্তি শার্দ্দূলের ন্যায় অতিভীষণ; কটিদেশ স্থূল

ও উন্নত; দেখিলে বোধ হয় যেন যূপের লক্ষণসংযুক্ত।

ভগবান্ নারায়ণ এইরূপ বিপুল বরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীর উদ্ধারজন্য রসাতলে প্রবেশ করিলেন। চারি বেদ ঐ যজ্ঞবরাহের পাদচতুষ্টয়, যূপ উহার দংষ্ট্রা, ক্রতু উহার হস্ত, চিতি উহার মুখ, অগ্নি উহার জিহ্বা, দর্ভ উহার রোম, প্রণব উহার কর্ণভূষণ, আজ্য উহার নাসিকা, স্রুব উহার তুণ্ড, সামবেদধ্বনি উহার মহান্ কণ্ঠনিস্বন, ক্রিয়াময় প্রোক্ষণাদি উহার ঘোণা, পশু উহার জানু, মখ উহার আকৃতি, উদ্গাতা উহার অন্ত্র, হোম উহার লিঙ্গ, মহৌষধি উহার শুক্র, বায়ু উহার অন্তরাত্মা, মন্ত্র উহার স্ফিক্, সোমরস উহার শোণিত, বেদি উহার স্কন্ধ, হবি উহার গন্ধ, হব্যকব্য উহার বেগ, প্রাগ্বংশ উহার শরীর, দক্ষিণা উহার হৃদয়, বেদোপকরণ উহার ওষ্ঠালঙ্কার, হোমাগ্নি উহার নাভিভূষণ, নানাপ্রকার ছন্দ উহার গতিপথ, গুহ্য উপনিষদ্ উহার আসন, ছায়া উহার পত্নী, এবং উহার দেহ মণিশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত।

সত্যধর্ম্মময় মহাবল পরাক্রান্ত শ্রীমান্ নারায়ণ এইরূপে অতি ভীষণ যজ্ঞবরাহরূপ ধারণ করিয়া পাতালতলে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া সেই সলিলপরিপ্লুতা রসাতলগতা পৃথিবীকে দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা উদ্ধার করিলেন। অনন্তর পৃথিবীদেবীকে স্বস্থানে আনয়ন পূর্ব্বক প্রথমত সহসা পরিত্যাগ করিলেন। পরে আবার ধারণ করাতে ধরাধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এদিকে পৃথিবী সেই অবধি তাঁহার ধারণ বশতঃ নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। বসুন্ধরা এইরূপে পরিত্রাণ লাভ করিয়া দেবাদিদেব বিষ্ণুকে নমস্কার করিলেন।

রাজন্! ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে যজ্ঞবরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত দেবী পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। তাহার পরক্ষণেই পদ্মপলাশলোচন হইতেই পৃথিবীর স্থান বিভাগ হয়।

—•—

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ২২৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন পৃথিবী সেই জলরাশির উপর বিস্তীর্ণ নৌকার ন্যায় ভাসিতে লাগিলেন। দেহের বিস্তার বশতঃ আর সলিলে নিমগ্না হইলেন না। অনন্তর প্রভু নারায়ণ, কিরূপে পৃথিবীর স্থান বিভাগ করিবেন, কিরূপে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত সমুদয়ের ঔন্নত্য কল্পিত হইবে, কিরূপে নদী সকল প্রসন্ন হইবে এবং কিরূপেই বা তাহার প্রমাণ পরিমাণ, উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য নিরূপিত হইবে, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া পৃথিবীকে চতুষ্কোণ এবং ইহার চতুর্দ্দিকে সমুদ্র সকল স্থাপিত করিয়া মধ্যস্থলে সুবর্ণময় সুমেরু পর্ব্বত স্থাপন করিলেন। ঐ পর্ব্বত বিস্তারে শত এবং ঊর্দ্ধে সহস্র যোজন। উহার শৃঙ্গ সকল বালার্কবর্ণ স্বর্গ স্থানসমূহে বিভূষিত। ঐ পর্ব্বতের উপর সুবর্ণময় মহাস্কন্ধসংযুক্ত নিয়ত ফলপুষ্প বিরাজিত বিবিধ বৃক্ষ সকল স্থাপন করিলেন। উহার নিম্নদেশে গমন করতঃ পূর্ব্বদিকে উদয়াচল স্থাপন করিলেন। ঐ অচল বিস্তারে শত এবং ঊর্দ্ধে দ্বিশতযোজন। অনন্তর নানাবিধ রত্নরাশিখচিত সৌমনস পর্ব্বত সংস্থাপন করিলেন। উহাতে সন্ধ্যারাগের ন্যায় নানাবর্ণের বেদি সকল কল্পিত হইল। তাহার পর শত যোজন বিস্তীর্ণ সহস্র শৃঙ্গসমাকীর্ণ বিদ্রুম মণিবিভূষিত বৃক্ষ পরিপূর্ণ যে পর্ব্বত সংস্থাপন করিলেন, প্রজাপতি নারায়ণ ঐ পর্ব্বতের উপর সর্ব্বজীব নমস্কৃত স্বীয় আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক আপনার স্থান কল্পনা করিলেন। তৎপরে তুষারমণ্ডিত গুহা পরিপূর্ণ হিমালয় পর্ব্বত

স্থাপিত হইল। তত্রস্থ বন অতি দুর্গম এবং উহাতে পশুপক্ষিপ্রভৃতি ব্রাহ্মণসেবিতা নদী প্রবাহিত করিলেন, ঐ নদী বসুধা নামে বিখ্যাত। বসুধা মুক্তারাশি ও শঙ্খসমাযুক্ত পুণ্যজলা অতি পবিত্র সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্বদিক্ সুশোভিত করিয়া তুলিল। উহার তীরস্থ বৃক্ষ সকল নিয়ত ফলপুষ্পে সুশোভিত হও য়াতে শোভার সীমা থাকিল না।

প্রজাপতি নারায়ণ এইরূপে পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করিয়া পরে দক্ষিণদিকে যে মনোরম পর্ব্বত সংস্থাপন করিলেন, উহার অর্দ্ধভাগ কাঞ্চন এবং অর্দ্ধভাগ রজতময়। সুতরাং উহার এক দিকে যেন সূর্য্যোদয় এবং অপর দিকে যেন চন্দ্রোদয় হইয়াছে। পর্ব্বতবর দ্বিবিধবর্ণ ধারণ করিয়া অতি রমণীয়দর্শন হইল। চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সেই পর্ব্বতের জ্যোতিতে জগৎ উদ্ভাসিত হইল। অনন্তর ঐ দক্ষিণদিকে অভীষ্টফলপ্রদ রমণীয় পাদপে পরিপূর্ণ ভানুমান পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর বহুযোজন বিস্তৃত কাঞ্চনময় গুহাবিভূষিত কুঞ্জরাকার কুঞ্জরগিরি, স্বর্ণ ও চন্দনবৃক্ষে পরিপূর্ণ অশ্বাকার ঋষভগিরি, শতযোজন উন্নত সুবর্ণ শৃঙ্গসমাযুক্ত পুষ্পিত পাদপে পরিপূর্ণ শৈলেন্দ্র মহেন্দ্র, প্রস্ফুটিত বিচিত্র বৃক্ষসমাকীর্ণ মলয়, শিলাজাল-সমাচ্ছন্ন মহান্ মৈনাক এবং নানাবৃক্ষ ও লতাপরিবেষ্টিত সহস্র শৃঙ্গ সমাযুক্ত বিন্ধ্যাচল প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনন্তর ঐ দক্ষিণদিকে উন্নতপুলিনা এক রমণীয়া নদী প্রবাহিত করিলেন। উহার আবর্ত্ত অতি ভয়ানক, তীর সুবিস্তৃত, এবং জল ক্ষীরের ন্যায় সুস্বাদু বলিয়া ঐ নদী পয়োধারা নামে বিখ্যাত। উহার স্থানে স্থানে শত শত তীর্থ, এবং উহার পবিত্র জলে প্লাবিত।

মহাত্মা নারায়ণ এইরূপে দক্ষিণ দিকের নদী ও পর্ব্বতসংস্থাপন পরিসমাপ্ত করিয়া পরিশেষে পশ্চিমদিকে গমন করিলেন। তথায় শতযোজন উন্নত এক অচলাচল প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঐ অচল একে বিচিত্র কাঞ্চনময় শৃঙ্গ এবং সুবর্ণময় শিলা ও গুহা দ্বারা বিভূষিত, তাহাতে আবার সূর্য্যসঙ্কাশ অতি সমুজ্জ্বল শাল তালবৃক্ষে এবং অতি চমৎকার সুবর্ণময় বিচিত্র বেদিতে পরিপূর্ণ হওয়াতে উহার শোভার পরিসীমা রহিল না। ভগবান নারায়ণ এইরূপে ক্রমে ক্রমে ষষ্টি সহস্র পর্ব্বত যথাস্থানে সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর ষষ্টিযোজন বিস্তৃত এবং ষষ্টিযোজন উন্নত পারিযাত্র নামে এক উৎকৃষ্ট পর্ব্বত স্থাপিত করিলেন। ঐ পর্ব্বত তাঁহার বপুঃমূর্ত্তির অনুরূপ এবং বৈদূর্য্যমণি, রজত ও কাঞ্চনময় শিলায় পরিপূর্ণ। ঐ স্থানেই সহস্র শৃঙ্গ চক্রবান নামে আর এক গিরি সংস্থাপিত হইল। তাহারই সন্নিকটে শঙ্খ নামে অপর এক পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত হইল। উহার আকৃতি শঙ্খ ও চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণ বৃক্ষে সমাকীর্ণ। ঐ পর্ব্বতের শিখর দেশে মহাবৃক্ষ পারিজাত সন্নিবেশিত হইল। পশ্চিমদিকে এইরূপ পর্ব্বতসন্নিবেশের পর তথায় অতি রমণীয় হেমবালুকা বিপুলজলা এক নদী প্রবাহিত করিলেন। ঐ নদী সুরসধারা নামে বিখ্যাত।

ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে পশ্চিম দিকে পর্ব্বতসংস্থাপনের পর উত্তর দিকের পর্ব্বত সকল যথাস্থানে সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই আকাশস্পর্শী সৌম্যগিরি প্রতিষ্ঠিত হইল। ঐ পর্ব্বত সুবর্ণময় এবং ভাস্কর প্রভম। এমন কি তথায় সূর্য্যের সম্পর্ক না থাকিলেও ঐ দেশ সর্ব্বদা ঐ সৌম্যগিরির প্রভায় সুপ্রকাশিত হইল। যেমন সূর্য্যকিরণে চন্দ্র সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় না, সেইরূপ ঐ পর্ব্বত প্রভায় সূর্য্যও অতি ক্ষীণপ্রভ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাহার পর পুনর্ব্বার ঐ পশ্চিমদিকে সহস্র শৃঙ্গসমাযুক্ত নানাতীর্থপরিপূর্ণ রত্নবিরাজিত উদয়াচল, মনোহর গুণসম্পন্ন মন্দর এবং পুষ্প-

সমাকুল গন্ধমাদন গিরি সংস্থাপন করিলেন। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি অতি অদ্ভুত দর্শন স্বর্ণ রসসম্ভূতা আম্রনদময়ী জম্বু নামে এক নদী প্রবাহিত করিলেন। অনন্তর ত্রিশিখর, পুষ্পক, শুভ্রমেঘসদৃশ কৈলাস এবং দিব্যধাতুবিভূষিত শ্রেষ্ঠতম হিমালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। উত্তরদিকে সর্ব্বগুণান্বিত মধুধারাবাহিনী শরমুখী নামে এক নদী প্রবাহিত করিলেন।

যে সমস্ত পর্ব্বতের কথা উল্লেখ করিলাম, সে সময়ে এ সমস্ত পর্ব্বত পক্ষবান্ ও কামচারী ছিল। লোকভাবন ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে পৃথিবীর বিভাগ কল্পনা করিয়া পরে দেবতা ও অসুরগণের উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ষড়্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।২২৬

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দেবাদিদেব নারায়ণ জগৎ সৃষ্টি করিবার চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে তাঁহার মুখ হইতে এক পুরুষ নির্গত হইল। ঐ পুরুষ, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কি করিতে হইবে। তখন দেবাদিদেব জগৎপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি আপনাকে বিভাগ কর, এই বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। দীপ নির্ব্বাণ হইলে যেমন তাহার প্রভার চিহ্ন মাত্র থাকে না, সেই রূপ সেই দীপ্যমান শরীরধারী দেবাদিদেব অন্তর্হিত হইলে তাঁহার চিহ্নমাত্র রহিল না। বেদে যে হিরণ্যগর্ভ ভগবান ব্রহ্মাকে স্তব করে, প্রথমে সেই একমাত্র ব্রহ্মা এই ত্রিভুবনের অধিপতি হন এবং সেই অবধিই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারই যজ্ঞভাগ কল্পিত হইয়া থাকে।

প্রজাপতি কহিলেন, এক মহাত্মা আমায় আত্মবিভাগ কর, বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন; কিন্তু এখন আমি কিরূপে আত্মবিভাগ করি, এই বিষয় আমার মহতী ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। প্রজাপতি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় অন্তরীক্ষ হইতে "ওম্" এই স্বর সমুত্থিত হইল। দেবাদিদেব নারায়ণই স্বর্গ হইতে ঐ শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তাহার পর প্রজাপতি ব্রহ্মা ঐ শব্দ অভ্যাস করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় হইতে বষট্কার শব্দ সমুত্থিত হইল। তাহার পর পুনর্ব্বার ভূমণ্ডল নভোমণ্ডল ও স্বর্গ মণ্ডলের নিমিত্ত স্বরাত্মক স্মৃতিময় পবিত্র মহাব্যাহৃতি সকল সমুদ্ভূত হইল। তাহার পর চতুর্ব্বিংশাক্ষরা ছন্দোদেবী সমুৎপন্ন হইলেন। প্রভু প্রজাপতি সেই দেবীপদ স্মরণ করিয়া সাবিত্রী দেবীর সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে একেবারে বৈদিকানুষ্ঠান সম্বলিত ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে সেই দেবাদিদেবের ইচ্ছায় সন, সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার ও রুদ্র এই ছয় মহর্ষি সমুৎপন্ন হইলেন। সংযমী ব্রাহ্মণগণ যোগতন্ত্রে ব্রহ্মা, কপিলদেব এবং ঐ ছয় মহর্ষিকে স্তব করিয়া থাকেন। তাহার পর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ভৃগু ও প্রজাপতি মনু এই আট মহর্ষিও তাঁহার ইচ্ছামাত্র উৎপন্ন হইলেন। ইহাঁরা অসুর রাক্ষসাদি সমস্ত ভূতের পিতা। সত্যযুগ অতীত হইবার পর প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ইহাঁরা এবং ইহাঁদিগের সমস্ত প্রজা নির্ব্বাণপদ লাভ করেন। আর সহস্র বৎসর সমাপ্ত হইলেই এই সকল প্রজা সৃষ্টিকর্ত্তা দেবগণের উৎপত্তি হয়। কিন্তু কার্য্যবিশেষ দ্বারা প্রতিকল্পেই দেবগণের নাম ও জন্ম বিশেষ সংঘটিত হইয়া থাকে। ভগবান্ নারায়ণের দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ এবং বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের ভার্য্যা উৎপন্ন হইলেন। ঐ পত্নীর গর্ভে দক্ষের যে কন্যাগণ জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই লোকমাতা। ইহাঁদিগের সন্তান সন্ততিতে এই ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়াছে।

অদিতি, দিতি, দনু, প্রধা, মুনি, খশা, অনায়ুষা, কদ্রু, বিনতা, সুরভী, ইরা, ক্রোধবশা, সুরসা এই ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপের হস্তে প্রদত্ত হয়। তৎপরে মনে মনে প্রজাসৃষ্টি বিষয় চিন্তা করিয়া অরুন্ধতী, বসু, যমী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা এই দশ কন্যা ধর্ম্মকে সমর্পণ করেন। তৎপরে কমললোচনা পূর্ণচন্দ্রাননা অতিমনোরমা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কীর্ত্তি, ধৃতি, লক্ষ্মী, পুষ্টি, বুদ্ধি, ক্রিয়া, মতি, মেধা, তুষ্টি ও লজ্জা এই কন্যাগুলিকে ধর্ম্মের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর সলিলাত্মক অন্ধকারনাশী অত্রিমুনির পুত্র গ্রহাধিপতি চন্দ্রকে রোহিণী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি কন্যা সম্প্রদান করিলেন। রাজন্! এই দক্ষকন্যাগণের গর্ভ হইতে কশ্যপ, মনু, ও চন্দ্রদেবের যে পুত্র পৌত্রগণ সমুৎপন্ন হন, এক্ষণে তাঁহাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। অর্য্যমা, বরুণ, মিত্র, পূষা, ধাতা, পুরন্দর, ত্বষ্টা, ভগ, অংশ, সবিতা ও পর্জ্জন্য এই লোকভাবন দেবগণ কশ্যপের পুত্র। ইঁহারা সকলেই অদিতির গর্ভ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, ঐ কশ্যপ হইতে দিতির গর্ভে দুই কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার একের নাম হিরণ্যকশিপু ও অপরের নাম হিরণ্যাক্ষ। উভয়েই অতিশয় পরাক্রান্ত এবং উভয়েই কশ্যপের ন্যায় তপোবীর্য্যশালী। হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ ও অনুহ্রদ এই পাঁচ মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তৎপরে প্রহ্লাদ হইতে বিরোচন, জম্ভ ও কুজম্ভ এই তিন মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বিরোচনের পুত্র বলি, বলির পুত্র বাণ, এবং বাণের পুত্র পরপুরঞ্জয় ইন্দ্রদমন। দনুর গর্ভেও অনেক পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই বিখ্যাত ও মহাবল পরাক্রান্ত। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিপ্রচিত্তিই রাজপদে অভিষিক্ত হন। চন্দ্র ও সূর্য্যদেবের গ্রাসকারী গ্রহপ্রধান রাহু সিংহিকার পুত্র। নীলমেঘবর্ণ প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় চক্ষুর্ব্বিশিষ্ট কালসদৃশ, [illegible] কালেয়গণ কালার পুত্র। কদ্রুর পুত্রগণের মধ্যে সহস্রশীর্ষ শেষ, বাসুকি ও তক্ষক এই তিন জন শ্রেষ্ঠ। ইঁহারা ধার্ম্মিক বেদজ্ঞ বিজ্ঞানী লোকাচারপরতন্ত্র বরদ ও কামরূপী। তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি, গরুড় ও আরুণি ইঁহারা বিনতার পুত্র। অনবদ্যা, অনূকা, অরুণপ্রিয়া, অনূপা, অস্বগা ও সুভগা ইঁহারা প্রাধার গর্ভজাত কন্যা। অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা, তিলোত্তমা, সুরূপা, লক্ষণা, ক্ষেমা ও মনোরমা রম্ভা এই আট পুণ্যলক্ষণাক্রান্ত দেবর্ষিপূজিতা মহাভাগা অপ্সরাও প্রাধার কন্যা। অসিকা, সুবাহু, সুব্রতা, সুশিরা, সুগন্ধা, সুরাধিনী, সুরসা, কামা ও শারদ্বতী ইঁহারা মুনির কন্যা। ইঁহারাও অপ্সরা নামে প্রসিদ্ধ। বিশ্বাবসু ও ভরণ্য, গন্ধর্ব্ব নামে বিখ্যাত। মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিনী, পুঞ্জিকস্থলা, ঘৃতস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, অনুম্লোচা, প্রম্লোচা ও মনোবতী এই একাদশ কন্যা বৈদেবী অপ্সরা। এই ভুবনপ্রিয় অপ্সরোগণ প্রজাপতির মানস হইতে সম্ভূত হইয়াছে। অমৃত, গো, ব্রাহ্মণ ও রুদ্রগণ সুরভীর পুত্র বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

মহারাজ! যে সকলের নাম করিলাম এ সমস্ত কশ্যপের অপত্য। সম্প্রতি মনুর বংশাবলির বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ করুন। বিশ্বদেবগণ বিশ্বার, সাধ্যগণ সাধ্যার, মরুত্বগণ মরুত্বতীর, বসুগণ বসুর, ভানুগণ ভানুর এবং মুহূর্ত্তগণ মুহূর্ত্তার পুত্র। লম্বা নাগবীথি ও জামিকা হইতে ঘোষের উৎপত্তি হইয়াছে। পার্থিব সমুদয় বস্তুই অরুন্ধতীর এবং সঙ্কল্প সঙ্কল্পার সন্তান। জগৎপ্রিয় কামদেব লক্ষ্মীপতি ধর্ম্মের তনয়। হর্ষ ও যশ রতিপতি কামের পুত্র। রোহিণীর গর্ভ হইতে সোমদেবের বর্চ্চা নামে মহাপ্রাজ্ঞ এক তনয় সমুৎ-

প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ সোমদেব উদয় হইবামাত্র ঐ পুত্রপ্রভাবে তেজস্বী হইয়া থাকেন। এইরূপ সহস্র সহস্র পুত্র ও স্ত্রীগণের পরস্পর মিলনই এই জগতের মূল।

অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতি দেবদিগের ক্ষমতা দর্শনে তাঁহাদিগকে অবশ্য কর্ত্তব্য আধিপত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ফলতঃ তিনিই দর্শনক্ পৃথিবী, অর্ণব, পক্ষী, দ্রুম, ওষধি, উরগ, সরিৎ, সুর, অসুর, ভুবনস্রষ্টা প্রজাপতি আকাশ, পর্ব্বত, পার্থিব কার্য্য ও বস্তু সকল সৃষ্টি করিবার মূল কারণ।

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।২২৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ভগবান নারায়ণ এই সমস্ত সৃষ্টি করিবার পর অকতেজা ইন্দ্রকে ত্রিলোকের ও অধিকারীগণের আধিপত্যপদে নিযুক্ত করেন। ঐ বজ্র কবচধারী বরণীয় ইন্দ্রদেব অদিতির গর্ভজাত পুত্র। অপ্সরাগণ স্তুতিগীতাদ্বারা ঐ ভগবান্ ত্রিলোকনাথকে স্তব করিয়া থাকেন। ঐ ভগবান্ ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র কুশদ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিলেন বলিয়া, কৌশিক নাম লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমেই সংগ্রামে পুরন্দরকে ত্রিলোকরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ক্রমশ অন্যান্য রাজ্যে অন্যান্য ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ, তপস্যা, গ্রহ, নক্ষত্র, ব্রাহ্মণ ও ওষধিগণের আধিপত্যে সোমদেবকে, প্রজাপতি পদে দক্ষকে, জলাধিপপদে বরুণকে, পিতৃগণের আধিপত্যে সর্ব্ববিনাশন বৈবস্বত যমকে; সমস্ত গন্ধ সর্ব্বপ্রকার অশরীরী জীব, শব্দ অবকাশ ও বল এ সমুদয়ের আধিপত্যে বায়ুকে; ভূতগণ, পিশাচগণ মাতৃগণ, ধেনুগণ, সমস্ত উৎপাত, সকল গ্রহ, সমস্ত রোগ, সমস্ত ব্যাধি, সমস্ত ঈতি ও সমস্ত দেবগণের কর্তৃত্ব পদে মহাদেবকে, যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্যক ও ধন রত্নের আধিপত্যে কুবেরকে; সমস্ত দংষ্ট্রীগণের আধিপত্যে শেষকে; নাগগণের আধিপত্যে বাসুকিকে; সমস্ত সরীসৃপগণের আধিপত্যে তক্ষককে; সমস্ত সাগর সমুদ্র নদী, সমস্ত মেঘ ও সমস্ত বৃষ্টির আধিপত্যে আদিত্যগণের কনিষ্ঠ পর্জ্জন্যকে; গন্ধর্ব্বদিগের আধিপত্যে চিত্ররথকে; সমস্ত অপ্সরগণের আধিপত্যে কামদেবকে; সমস্ত চতুষ্পদ ও সমস্ত বাহনগণের আধিপত্যে মহেশ্বরধ্বজ শ্রীমান গোবৃষকে; দৈত্যগণের আধিপত্যে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুকে; সমস্ত দানব ও সমস্ত অসুরগণের কর্তৃত্বে তাহাদিগেরই অগ্রজ মহাবল পরাক্রান্ত বিপ্রচিত্তিকে; কালকেয়গণের কর্তৃত্বে অনায়ুষার পুত্র বৃত্রকে অভিষিক্ত করিলেন। তাহার পর সিংহিকাতনয় মহাগ্রহ রাহু বিবিধ উৎপাতের; সংবৎসর যুগ, মাস, ঋতু, পক্ষ, দিবা, রাত্রি, পর্ব্ব, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, গতি, অয়নদ্বয়, যোগ ও গণনার; মহাবল পরাক্রান্ত গরুড় পক্ষী সকল ও সর্পগণের; জবাপুষ্পবর্ণ গরুড়ভ্রাতা অরুণ যোগ ও সাধ্যগণের আধিপত্যে নিযুক্ত হইলেন। তাহার পর অরুণপুত্র বিরজ পূর্ব্বদিক, সূর্য্যপুত্র মহাযশস্বী দণ্ডধর যম দক্ষিণদিক, কশ্যপের ঔরসজাত পুত্র অম্বুরাজ পশ্চিমদিক্ এবং মহেন্দ্রতুল্য দ্যুতিমান এক চক্ষু পুলস্ত্যপুত্র পিঙ্গল উত্তরদিক পালনে নিযুক্ত হইলেন।

লোকভাবন স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এইরূপে রাজ্যবিভাগ বিভাগ করিয়া স্বর্গে সকলকে পৃথক্ পৃথক্ স্থান প্রদান করিলেন। তাহার মধ্যে কেহ সূর্য্যাভাস্বর, কেহ অনলপ্রভ, কেহ বিদ্যুদ্বর্ণাভ ও চন্দ্র নির্ম্মল লোক লাভ করিলেন। সাধু ব্যক্তিরা স্বীয় সুকৃতিবলে ঐ সকল স্থান লাভ করিয়া থাকেন। দুষ্কৃতকারী পাপাত্মারা কদাচ সেসকল স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সুকৃতকারীরা যে সকল লোক লাভ করেন, তাহা তারাগণের ন্যায় সতত দীপ্যমান রহিয়া

রছে। যাহারা সংযত স্বদারনিরত দান্ত সরলচিত্ত সত্যবাদী দীনপালক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও লোভবর্জ্জিত হইয়া সদক্ষিণ পবিত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই সুকৃতলোকে গমন করিয়া থাকেন। মহারাজ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা জনগণকে এইরূপে স্ব স্ব স্থানে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মাসন পুষ্করে আরোহণ করিলেন। এদিকে দেবগণও মহেন্দ্রকর্তৃক পালিত হইয়া পরমসুখে পিতামহদত্ত পদ সকল ভোগ করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২২৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর একদা ভগবানের মায়াক্রমে অসুরমিত্র ভার্গবগণ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া পশ্চিমদিকে গমনপূর্ব্বক মাতঙ্গের ন্যায় হ্রদে নিমগ্ন হইল। ঐ সময় অসুররাজ হিরণ্যাক্ষ অসুরপুরী পালন করিতেছিলেন। ধরণীধরগণ তথায় আসিয়া অসুরদিগকে দেবগণের একাধিপত্য বিষয় অবগত করাইল। অসুরগণ ঐ কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবশতঃ প্রকৃষ্টরূপে যুদ্ধোদ্যোগ করিতে লাগিল। সকলে চক্র, অশনি খড়্গ, ভূশুণ্ডী, ধনু, প্রাস, পাশ, শক্তি মুষল ও গদা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল গ্রহণ করিল। সকলে কবচ ধারণপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া কেহ কেহ মত্ত মাতঙ্গে, কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ অশ্বসংযুক্ত রথে, কেহ কেহ উষ্ট্রে, কেহ কেহ বৃষভে, কেহ কেহ মহিষে, কেহ কেহ গর্দ্দভে এবং কেহ কেহ স্বীয় বাহুবল অবলম্বন করিয়া পদাতি বেশে অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে সকলে সুসজ্জিত হইয়া হিরণ্যাক্ষকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মহানন্দে সমরাভিলাষে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দৈত্যদিগের সমরোদ্যোগ অবগত হইয়া আপনারাও চতুরঙ্গবলে সুসজ্জিত হইলেন। তাঁহারা গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ, তূণীর, শর ও উগ্রবেগ অস্ত্র সকল ধারণ করিয়া স্ব স্ব সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে ঐরাবতারূঢ় পুরন্দরকে অগ্রসর করিয়া যুদ্ধার্থ ধাবমান হইলেন। ঐ সময় তূর্য্য ও ভেরী প্রভৃতি রণবাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। হিরণ্যাক্ষ দেবরাজ পুরন্দরের প্রতি ধাবমান হইল। তাহার পর ঐ দানব পরশু নিস্ত্রিংশ গদা, তোমর, শক্তি, মুষল, ও ভিন্দিপালাস্ত্র বর্ষণে বাসবকে সমাচ্ছন্ন করিল। তাহার পর মহাবেগে দীপ্তিমান ঘোরতর শরবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। এদিকে অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যগণও তীক্ষ্ণধার পরশ্বধ, লৌহনির্ম্মিত পরিঘ, খড়্গ, ক্ষেপণীয়, মুদ্গর, গণ্ডশৈল, গুরুতর ঘাতনী, শতঘ্নী, যুগ, যন্ত্র, এবং বিদারক অর্গল দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন শক্রাদি অমরগণও ধূম্রবর্ণ চরিত শ্মশ্রু সন্ধ্যামেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ দেহ ও উজ্জ্বল কিরীট বিশিষ্ট, নীলপীতাম্বর, শুভ্র উজ্জ্বল ও ঊর্দ্ধমুখ দন্তধারী, আজানুলম্বিত বাহু, সহস্রনেত্র, বৈদূর্য্যমণি বিভূষিত, নানাঅস্ত্রধারী উদ্যতায়ুধ, মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যগণের অভয়দাতা, প্রলয়াগ্নি সমান মৃত্যুর ন্যায় সমুপস্থিত মহাসুর হিরণ্যাক্ষকে সন্দর্শন করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাহাকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তথাপি সে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেবগণ গতিশীল মহাদ্রির ন্যায় হিরণ্যাক্ষকে আসিতে দেখিয়া ধনুর্ব্বাণহস্তে তাহাকে ইন্দ্রের পশ্চাৎভাগে অবস্থান করিলেন। এদিকে স্বর্ণ কবচধারী সেই দৈত্যসৈন্য নক্ষত্রমণ্ডিত শারদীয় মেঘমালার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পরে দৈত্য ও দেবসৈন্য পরস্পর মিলিত হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে, কাহার কাহার বাহু ভগ্ন গদাপাতে কাহার

তাহার শরীর চূর্ণ ও বাণপাতে কাহার কাহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইল, কেহ কেহ ভূতলে পতিত হইল, কেহ কেহ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, কেহ কেহ রথ ভগ্ন করিতে লাগিল, কেহ কেহবা সেই রণপাতে বিমর্দ্দিত হইয়া পড়িল। সেনাসমাজ উপস্থিত থাকিতে আর কেহ রথ চালাইতে পারিল না। এইরূপে দানবরূপ মহামেঘে, দেবগণের অস্ত্ররূপ বিদ্যুতে এবং উগ্র শরের বাণবৃষ্টিতে ঘোরতর যুদ্ধদুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। ক্রোধবশে দিতিনন্দন বলবান্ হিরণ্যাক্ষের শরীর সর্ব্বদিকে সমুদ্রবৎ স্ফীত হইয়া উঠিলে, সহসা সেই ক্রোধপ্রজ্বলিত দানবের মুখ হইতে এমনি তেজ বাহির হইতে লাগিল যে, তাহার নিকটস্থ বায়ুপর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া বহিতে আরম্ভ হইল। দৈত্যবরের বিবিধ অস্ত্রে এবং শরাসন ও পরিঘ অস্ত্র দ্বারা আকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিলে বোধ হইল যেন উন্নত পর্ব্বতে সমস্ত আবৃত করিয়াছে। দিতিনন্দনের নিশিত ত্রিশূল প্রহারে দেবগণের বক্ষস্থল ও মস্তকাদি ছিন্ন ও চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িল। সকলে ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া উঠিলেন এবং বহু করিয়াও স্পন্দন করিতে পারিলেন না। ঐরাবতারোহী সহস্রাক্ষ দেবেন্দ্রও ভয়ে জড়ীভূত হইয়া রহিলেন। তাঁহার আর একপদও চলিবার সামর্থ্য থাকিল না। মহাক্ষম-পরাক্রম দানব এইরূপে সমস্ত দেবগণকে পরাজিত করিয়া একেবারে নিখিল জগৎ আত্মস্থ বলিয়া বোধ করিল। মধ্যে মধ্যে সজল জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন এবং শরাসন বিধূনন করিতে লাগিল।

উনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২২৯।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ এইরূপে রণনির্জ্জিত হইলে, চক্রগদাধর স্বয়ং হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যিনি বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই অসুরান্তকারী ভগবান্ নারায়ণ সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া শরচক্রগদাপূর্ণ উজ্জ্বল শঙ্খ ও পর্ব্বতসমান সহস্রার চক্র গ্রহণ করিলেন। অমরগণ যাঁহাকে মহাদেব মহাবুদ্ধি মহাযোগী ও মহেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যিনি সমস্ত সর্ব্বজীবে শ্রেষ্ঠরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, সাধুরা সর্ব্বদা যাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন, যিনি লোকত্রাতা জগৎপূজ্য, যিনি সুরেন্দ্রগণের বৈকুণ্ঠ, ভোগিগণের অনন্ত, যোগীগণের বিষ্ণু ও যজ্ঞকারিগণের যজ্ঞ, যাঁহার প্রসাদবলে দেবগণ ভুবনস্থিত হইয়া সর্ব্বত্র ত্রিদাহৃত যজ্ঞীয় আজ্য ভোগ করেন, যিনি দৈত্যগণের নিধনাগ্নি ও দেবগণের একমাত্র অবলম্বন, যিনি পবিত্র বস্তুর মধ্যে পবিত্র, যিনি দেব স্বয়ম্ভুও বিভু, যাঁহার চক্রাস্ত্র প্রতি যুগেই গর্ব্বিত দানবকুলের সকলকে ব্যাকুল করেন, সেই জগৎপূজ্য দেব নারায়ণ যখন যুদ্ধারম্ভে দৈত্যবিমোহন পুরাতন শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া দৈত্যগণের জীবন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা সেই অসুরভয়াবহ ঘোরতর শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া দশদিক্ অবলোকন করিতে লাগিল।

ঐ সময় মহাসুর হিরণ্যাক্ষ ক্রোধে আকুলনেত্র হইয়া বলিতে লাগিল, বরাহরূপী পুরুষমূর্ত্তি শঙ্খচক্রধারী দেবশ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি কে? এই বলিয়া দানবগণকে বোধিতে লাগিল। ঐ সময়ে নারায়ণ একহস্তে শঙ্খ ও অপরহস্তে চক্র গ্রহণ করিয়া সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল মধ্যস্থ নীল মেঘের শোভা ধারণ করিলেন। হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি দৈত্যগণ ত্রিশূল প্রভৃতি অস্ত্র সকল উদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। বলবান দৈত্যগণ নানাবিধ অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিলে তিনি নিতান্ত নিপীড়িত কম্পান্বি-

এবং এক্ষণে আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে সেই মহাসুর নিহত হয় তাহার উপায় করুন। তখন লোককর্ত্তা ভগবান্ প্রজাপতি দেবগণকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, অমরগণ! তপঃফল অনিবার্য্য; অতএব যে যেমন তপস্যা করিয়াছে, অবশ্যই তদনুরূপ ফলপ্রাপ্ত হইবে। তাহার পর ভগবান্ বিষ্ণুই তাহাকে বিনাশ করিবেন।

ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র দেবগণ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। এদিকে দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু বরলাভে মহাগর্ব্বিত হইয়া ত্রিলোকস্থ সকলের উপর মহা উপদ্রব আরম্ভ করিল। মহাসুর ত্রিভুবনস্থ সকলকে পরাজিত করিয়া বশীকরণপূর্ব্বক স্বর্গে অবস্থান করিয়া একাধিপত্য করিতে লাগিল। ক্রমে কালধর্ম্মপ্রেরিত হইয়া যখন দেবগণকে যজ্ঞভাগ হইতে বিমুখ করত দৈত্যগণকে যজ্ঞভাগী করিল, তখন আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, দেবগণ, দ্বিজগণ ও মহর্ষিগণ একমাত্র শরণ্য বেদময়, যজ্ঞময়, ব্রহ্মময়, ভূত ভব্য ও ভবিষ্য স্বরূপ, লোকনমস্কৃত সনাতন বিষ্ণুর শরণাগত হইয়া কহিলেন, মহাভাগ; দেবগণ তোমার শরণাগত; এক্ষণে দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা কর। সুরোত্তম! তুমিই ব্রহ্মাদি দেবগণের ধাতা, পরম গুরু ও পরম দেবতাস্বরূপ। পদ্মপলাশলোচন! তুমি শত্রুপক্ষের ক্ষয় বিধান করিয়া থাক; দিতিবংশবিনাশের নিমিত্ত ইহাদিগের অবলম্বন হও।

বিষ্ণু কহিলেন, অমরগণ! আমি তোমাদিগকে অভয় প্রদান করিতেছি, তোমরা শঙ্কা ত্যাগ কর, অচিরাৎ তোমাদিগের স্বর্গাধিপত্য পুনর্ব্বার অধিকৃত হইবে। আমি অবিলম্বেই বরদানগর্ব্বিত তোমাদিগের অবধ্য দানবেন্দ্রকে নিপাত করিতেছি।

মহাবাহু। ভগবান্ নারায়ণ এই কথা বলিয়া দেবগণকে বিদায় দিয়া, স্বয়ং অবিলম্বে হিমালয়ের পার্শ্বে গমন পূর্ব্বক কোন্ রূপ ধারণ করিয়া ইহাকে বিনাশ করি, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে অপূর্ব্ব এক নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করাই স্থির করিলেন। মহাবাহু নরহরি ওঙ্কারকে সহায় করিয়া হিরণ্যকশিপুর নিকট গমন করিলেন। সে মূর্ত্তির প্রভা ভাস্করের ন্যায়। উহার সৌম্যভাব দর্শনে বোধ হয় যেন দ্বিতীয় চন্দ্র সমুদিত হইয়াছে। উহার অর্দ্ধভাগ মনুষ্য এবং অর্দ্ধভাগ সিংহাকৃত। নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর অতি মনোহর সুবিস্তীর্ণ সভার শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ আকাশসংস্থিত সভার বিস্তার শতযোজন, দৈর্ঘ্য সার্দ্ধ শতযোজন এবং উন্নতি পঞ্চযোজন। সভা কামগামী ও কামপ্রদ। তথায় গমনমাত্রেই লোক অজর, অশোক ও গতক্লম হয়। বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত শান্তিদায়িনী শুভকরী শুভ্রাসনবতী সেই সভা যেন তেজঃপ্রভাবে সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। তথায় ফলপুষ্প সুশোভিত কত যে রত্নময় পাদপ, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ভাগে সলিল। তাহাতে আবার নীল পীত শ্বেত লোহিত ও শ্যামবর্ণ বিতান এবং শত শত মঞ্জরী পরিশোভিত গুল্ম সকল বিরাজমান রহিয়াছে। শ্বেতাভ্রসদৃশ সেই সভার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, যেন সলিলোপরি ভাসমান হইতেছে। সর্ব্বত্রেই মহামূল্য আসন সকল বিস্তৃত রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক দিব্য-গন্ধে আমোদিত, দুঃখের সম্পর্কমাত্র নাই, বরং সুখেরই আধিক্য। শীতোষ্ণ সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় উপস্থিত হইলে, ক্ষুধা পিপাসা বা গ্লানি থাকে না। উহা চিত্র-বিচিত্র অতি ভাস্বর মণিময় দিব্য স্তম্ভ সকলে বিন্যস্ত। বিশেষ, দেখিলে কখনও যে তাহার ক্ষয় হইবে তাহা বোধ হয় না। বিশেষ.

প্রভায় উহা চন্দ্র সূর্য্য ও অনলের প্রভাকে পরাভব করিয়াছে। কি স্বর্গীয়, কি মর্ত্ত্য, তথায় সমস্ত ভোগ্য বস্তু এবং মহান্ ভোক্তা ভোজ্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত রহিয়াছে। সুগন্ধি মাল্য ও নিয়ত ফলপুষ্প সুশোভিত বৃক্ষ সকল বিদ্যমান আছে। গ্রীষ্মের জন্য শীতল, এবং শীতের জন্য উষ্ণ বারি প্রস্তুত রহিয়াছে। সরোবর ও নদীর তীরে পত্র অঙ্কুর ও পুষ্প সমূহে ভিন্ন লতাবিতানে সমাচ্ছাদিত বৃহৎ শাখ বিবিধ বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। সুগন্ধ পুষ্প, সুস্বাদু ফল, সুশীতল জল ও সুন্দর তীর-যুক্ত সরোবর সকল সভার চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সকল সরোবর কাচের ন্যায় স্বচ্ছবর্ণ, শুভ্র বিতানে আচ্ছাদিত; এবং সুগন্ধি শতদল পদ্ম, রক্ত কুবলয় ও নীলবর্ণ কুমুদে পরিপূর্ণ। ইতস্ততঃ মানস সরোবরবাসী রাজহংস কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস ও কুররগণ কেলি করিতেছে। তাহাতে আবার হংস ও সারসকুল মধ্যে মধ্যে সুস্বরে সঙ্গীত করিতেছে। কোন স্থানে পুষ্পমঞ্জরীধারিণী নানাপুষ্প সুশোভিতা গন্ধবহনা মনোহর লতাসকল বৃক্ষাগ্রভাগ অলঙ্কৃত করিয়া আছে। কোন স্থানে কেতক, অশোক, পুন্নাগ, তিলক, অর্জ্জুন, নীপ, চূত, কদম্ব, নাগ ও প্রিয়ঙ্গু পুষ্প সকল বিকশিত হইয়াছে। কোন স্থানে শাল্মলী, পাটলী, হরিদ্রক, শাল, তাল, পিয়াল, চম্পক ও অন্যান্য পুষ্পিত বৃক্ষ-কল মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে। কোন স্থানে প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ মহাস্কন্ধ শাখ প্রশাখাকীর্ণ অত্যুন্নত বিক্রম এবং অঞ্জন, অশোক, পলাশ ও বঞ্জুলক বৃক্ষসকল শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে বরণ, বৎসনাভ, পনস, চন্দন, নীপনিম্ব, পীত অশ্বত্থ, তিন্দুক, প্রাচীন আমলকী, লোধ্র, ভব্য, ভল্লাতক, জম্বু, লকুচ ও শৈলবালুক বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে সর্জ্জরস, কুন্দুরু, পুন্নাগ, কুটজ, রক্ত কুরুবক, নীপ ও অক্ষ বৃক্ষসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন স্থানে কদম্ব, ভব্য (চালতা) দাড়িম, বীজপূরক, কাশ্মীরক, তকূণ, হিঙ্গু, তৈলপর্ণী, খর্জ্জুর নারিকেল ও হরীতকী প্রভৃতি বৃক্ষসকল শোভা বিস্তার করিতেছে। কোন স্থানে মধূক, সপ্তপর্ণ, বিল্ব ও পারাবত বৃক্ষ; কোন স্থানে বা পত্র ও ফলপুষ্প সুশোভিত নানাবিধ লতা শোভা পাইতেছে। এতদ্ভিন্ন ফলপুষ্প সুশোভিত অন্যান্য কত শত বৃক্ষ তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। চকোর শতপত্র, কোকিল ও সারস ঐ সকল পুষ্পিত মহাদ্রুমে আসিয়া উপবেশন করিতেছে। এবং রক্ত, পীত ও অরুণবর্ণ বিবিধ বিহঙ্গম ও চকোর সকল বৃক্ষাগ্রে উপবেশন করিয়া পরমানন্দে পরস্পর পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

—০—

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৩২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মুনিপুঙ্গবেরা দেখিলেন, সেই সভার মধ্যস্থলে উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডলধারী দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু উৎকৃষ্ট উত্তরচ্ছদসংবৃত দিবাকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল চতুর্হস্ত পরিমিত এক আসনে আসীন রহিয়াছে। অতি বিপুল সুগন্ধ সমীরণ তাহার চতুর্দ্দিকে মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ দিব্য তানলয়ে সঙ্গীত করিতেছে। মিশ্রকেশী, রম্ভা, চিত্রসেনা, বিশ্বাচী, সহজন্যা, প্রম্লোচা, সৌরভেয়ী, সমচী, চারুনেত্রা, ঘৃতাচী, মেনকা, উর্ব্বশী এবং নৃত্যগীত নিপুণা অন্যান্য সহস্র সহস্র অপ্সরা দৈত্যেন্দ্রের চিত্তরঞ্জন করিতেছে। দৈত্যেন্দ্র স্বয়ং বিচিত্র বস্ত্র ও সুন্দর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে, তাহার কর্ণে কুণ্ডল জ্বলিতেছে এবং তাহার সহস্র পত্নী তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বরানুগৃহীত অন্যান্য দিতিনন্দনগণও তাহার উপাসনা করিতেছে। অসুরগণ

বিরোচনের পুত্র বল, পৃথিবীপুত্র নরক, প্রহ্লাদ, বিপ্রচিত্তি, গবিষ্ঠ, বিশ্বরূপ, সুরূপ, মহাবল বিরূপ, দশগ্রীব, বালী, মহাবল মেঘনাদ, ঘটাস্য, বিকটাক্ষ, ইন্দ্রতাপন সংহ্লাদ, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, সুনামা, সুনভি, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব, ক্রথন ও পিঠর প্রভৃতি দৈত্য ও দানবগণ তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে। সকলেরই কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল ও গলদেশে মালা; সকলেই বাগ্মিতাগুণে অলঙ্কৃত, ব্রতানুষ্ঠানবশতঃ সকলেই বর প্রাপ্ত হইয়াছে। বীরত্বগুণে সকলেই স্ব স্ব প্রধান এবং মৃত্যু সকলেরই নিকট পরাজিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের পরিচ্ছদের কোন ত্রুটি নাই, সকলেই জ্বলন্ত অনলের ন্যায় ভাস্বর নানাবিধ বিমানে অধিরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ গমনাগমনে ব্যস্ত রহিয়াছে। পর্ব্বতপ্রমাণ, হিরণ্য মুকুটধারী সেই সমস্ত দৈত্যগণের পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, পরিধেয় বস্ত্র, অস্ত্র শস্ত্র, কবচ, ধ্বজ, ও বাহন সমস্তই বিচিত্র। বিশেষ তাহাদিগের বাহুলগ্ন কেয়ূর দর্শন করিলে ইন্দ্রচাপ বলিয়া ভ্রম হয়। সভাগৃহের বেদি সকল সুবর্ণ, বিবিধ বিচিত্র মণি ও নির্ম্মল হীরক খণ্ডে খচিত। উহার মনোহর গবাক্ষ সকল গজদন্ত দ্বারা বিনির্ম্মিত।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৩৩

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভস্মাচ্ছাদিত পাবকের ন্যায়, ভীষণ কালচক্রের ন্যায়, পূর্ণমণ্ডল শশধরের ন্যায়, সংহত কুঞ্চিতকেশধারী মহাবাহু নৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়া হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দানবগণ বলিতে লাগিল, আহা! শঙ্খ, কুন্দকুসুম ও ইন্দুর ন্যায় সমুজ্জ্বল এমন বিচিত্র রূপ ত কখন দেখি নাই। দৈত্যগণ কালস্বরূপ নৃসিংহদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপুর পুত্র বলবান্ প্রহ্লাদ নয়ন বিস্তার করিয়া সেই দিব্যমূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সেই সুবর্ণশৈলোপম অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে দৈত্যমাত্রেই বিস্ময়াপন্ন হইল।

এই সময় প্রহ্লাদ কহিলেন, হে মহারাজ! হে মহাবাহো দৈত্যেশ্বর! এমন অদ্ভুত নরসিংহমূর্ত্তি কখন চক্ষে দেখি নাই এবং কর্ণেও শুনি নাই। এ অতি আশ্চর্য্য রূপ। যাহা হউক এ রূপ দর্শনে আমার সন্দেহ হইতেছে যে ইহা হইতেই আমাদিগের বিনাশ উপস্থিত হইবে। এই নৃসিংহদেবের শরীরে দেব, সাগর, নদী, হিমালয়, পারিপাত্র ও অন্যান্য কুলাচল, চন্দ্র, নক্ষত্র, আদিত্য, [illegible], [illegible], বরুণ, যম, শচীপতি, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব্বগণ, ঋষিগণ, তপোধনগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, পিশাচগণ ও রাক্ষসগণ, সকলই দর্শন করিতেছি। যেমন চন্দ্রকিরণে সমস্ত জগৎ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ দেব ব্রহ্মা উহার ললাটতটে এবং স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ আপনি, আমরা, আমাদিগের সমুদয় বিমান, এই সভা, শাশ্বত লোকধর্ম্ম, অধিক কি, এই ত্রিভুবন পর্য্যন্ত সমস্ত এই অপূর্ব্ব দেহে প্রতিভাত হইতেছে। প্রজাপতি মনু, গ্রহগণ, যোগিগণ, মহীতল, নভোমণ্ডল, উৎপাতকাল, ধৃতি, স্মৃতি, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, সনৎকুমার, বিশ্বেদেবগণ, ঋষিগণ; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হর্ষ, দর্প এবং সমস্ত পিতৃগণকেই এক শরীরে দর্শন করিতেছি।

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৩৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দৈত্যাধিপতি হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত দানবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দানবগণ! ঐ অপূর্ব্বমূর্ত্তি মৃগেন্দ্রকে শীঘ্র ধারণ কর। যদি কোন উৎপাত উপস্থিত হয়, তাহা হইলে

একবারে উহাকে বিনাশ কর। আদেশ মাত্র দানবগণ আনন্দিত হইয়া মহা আস্ফালনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে সেই ভীমপরাক্রম মৃগেন্দ্রকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল। ঐ সময় ব্যাদিতাস্য অন্তক সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত নৃসিংহদেব সিংহনাদ করিয়া সেই অদ্ভুত সভা ভগ্ন করিলেন। সভা ভগ্ন করিবামাত্র অদ্ভুতপরাক্রম দৈত্যপতি স্বয়ং তাঁহার উপর ঘোরতর অস্ত্রধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। একবারে অস্ত্রশ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর দণ্ডাস্ত্র, উগ্র কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ধর্ম্মচক্র, মহাচক্র, অজিতচক্র, ঘোরতর ইন্দ্রচক্র, ঋষিচক্র, ত্রৈলোক্যসংহারক পিতামহচক্র, বিচিত্র অশনি, শুষ্ক অশনি, আর্দ্র অশনি, ভয়ানক শূল, কঙ্কাল, মুষল, ব্রহ্মশিরাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, ঐষিকাস্ত্র, মদনাস্ত্র, কাপালাস্ত্র, কিঙ্করাস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শিরাস্ত্র, শিখরপ্রস্থাপনাস্ত্র, পৈশাচাস্ত্র, সর্পাস্ত্র, এবং মোহন, শোষণ, সন্তাপন, বিলাপন, জৃম্ভণ, পাতন ও বৈদ্যুতাস্ত্র, ত্বাষ্ট্র, অক্ষোভ্য মুদ্গর, মায়াময় সংবর্ত্তাস্ত্র, গান্ধর্ব্বাস্ত্র, অচিন্ত্য ও আনন্দকর শক্তি, প্রস্থাপনাস্ত্র, প্রশমনাস্ত্র, উৎকৃষ্ট বারুণাস্ত্র, দুর্নিবার পাশুপতাস্ত্র ও অনিবার্য্য গদা প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র নৃসিংহদেবের উপর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন হুতাশনে আহুতি প্রদত্ত হইতেছে। গ্রীষ্মকালে সূর্য্য যেমন কিরণজালে হিমাচলকে সমাচ্ছন্ন করেন, সেইরূপ দৈত্যরাজ প্রজ্বলিত অস্ত্রজালে নৃসিংহকে সমাচ্ছন্ন করিল। সাগর যেমন মৈনাক পর্ব্বতকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে, সেইরূপ দৈত্যগণের সৈন্যসাগর ক্ষণকালমধ্যে রোষপবনে বিক্ষোভিত হইয়া একবারে নৃসিংহকে প্লাবিত করিয়া তুলিল। তাহার পর সৈন্যগণ প্রাস, পাশ, খড়্গ, গদা, মুষল, বজ্র, অশনি, শিলা, মহাবৃক্ষ, মুদ্গর, কূটপাশ, শূল, উলূখল, পর্ব্বত, দীপ্ত শতঘ্নী ও সুদারুণ দণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে হরিকে প্রহার করিতে লাগিল; কিন্তু মহাবল নারায়ণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ইন্দ্রের অশনি ও বজ্র তুল্য বেগবান বাহুযুগল পাশাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ভুজদণ্ড উন্নত করিয়া চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন, ত্রিশীর্ষ নাগশত চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাঁহার দেহের নীলমেঘ-স্বর্ণমালায় পরিপূর্ণ; দেহ চারি হস্ত এবং সর্ব্বাঙ্গ ভূষণে বিভূষিত; হস্তে নানাপ্রকার কেয়ূর, বিশেষতঃ তাঁহার উপর সর্ব্বাঙ্গে মুক্তামালা বিরাজিত থাকাতে সৌদামিনী বিজড়িত জলদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই বায়ুতুল্য পরাক্রমশালী সৈনিকগণের কেয়ূর, মালা ও বলয়ের প্রভা উত্তমাঙ্গের উপর নিপতিত হইয়া ভূষালঙ্কৃত মস্তক সকল প্রাতঃসূর্য্যকিরণের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় অস্ত্র সকল অনবরত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সৈন্যগণ সেই অস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া, বৃক্ষে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার নিরন্তর ধারাবর্ষী মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভূধর যেমন অন্ধকারময় হয়, তেমনি অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যগণ সমবেত হইয়া এত অস্ত্রজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তথাপি প্রবলপ্রতাপ ভগবান্ নারায়ণ হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং অগ্নিতুল্য তেজস্বী দিতিনন্দনেরাই তাঁহার নৃসিংহরূপে বিক্ষোভিত হইয়া সাগরোত্থিত তরঙ্গমালা যেমন বায়ুবেগে বিচলিত হয়, তেমনি বিচলিত হইয়া উঠিল। ক্রোধে দানবদলের সর্ব্বাঙ্গ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তাহারা একস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক শত শত শরাসন ধারণ করিয়া মৃগান্তক শরসকল নৃসিংহের শরীরে নিপাতিত করিতে লাগিল।

—x—

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৩৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ঐ সকল সৈনিকের মধ্যে কেহ কেহ খর্ব্বাকৃতি, কেহ কেহ গর্দ্দভমুখ, কেহ কেহ সর্পমুখ, কেহ কেহ বানরমুখ, কেহ কেহ কাকমুখ, কেহ কেহ গৃধ্রমুখ, কেহ কেহ দীপার্কমুখ, কেহ কেহ ধূমকেতু মুখ, কেহ কেহ অর্দ্ধচন্দ্র মুখ, কেহ কেহ চন্দ্রমুখ, কেহ কেহ প্রদীপ্ত অগ্নিমুখ, কেহ কেহ হংসমুখ, কেহ কেহ কুক্কুটমুখ, কেহ কেহ ব্যাদিতমুখ, কেহ কেহ শঙ্খমুখ, কেহ কেহ লেলিহান, কেহ কেহ বরাহমুখ, কাহার কাহার জিহ্বা বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, কেহ ত্রিশীর্ষ, কেহ কেহ উল্কামুখ, কেহ কেহ মহাগ্রহাকৃতি, কেহ কেহ বা অন্যাকৃতি। এইরূপ নানামুখ এবং নানাকৃতি দানবগণ সেই কৈলাসশিখরাকৃতি অথবা মৃগেন্দ্রের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার কলেবরের কোন স্থানে বেদনা বোধ হইল না। অপরাপর দানবগণও দীপ্তভোগী সর্পের ন্যায় মহাক্রুদ্ধ হইয়া নৃসিংহের দেহে শরবর্ষণ আরম্ভ করিল; কিন্তু আকাশগত খদ্যোতগণ যেমন পর্ব্বতশরীরে বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ শরসকল তাঁহার গাত্রে বিলীন হইতে লাগিল। শরবর্ষণে কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া দানবগণ অধিকতর ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া চক্রাস্ত্র বর্ষণ আরম্ভ করিল। চক্রে চক্রে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন প্রলয়কালে চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ একত্র উদিত হইয়াছে। অনন্তর মহাত্মা মৃগেন্দ্র বদন বিস্তার করিয়া সেই প্রজ্বলিত পাবকসন্নিভ চক্রাস্ত্র সকল একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। যখন সেই চক্রাস্ত্রগুলি তাঁহার বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইল, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ মেঘোদরমধ্যে বিলীন হইতেছে। দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপু বিদ্যুৎ ও বজ্রাশনির ন্যায় প্রজ্বলিত ভয়ঙ্কর এক শক্তি নিক্ষেপ করিল। সেই শক্তি আগমন করিতেছে দেখিয়া মৃগেন্দ্র এক হুঙ্কারেই তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। যখন ঐ শক্তি ভগ্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমান এক মহোল্কা ভূতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ সময় নৃসিংহদেবের প্রতি নিক্ষিপ্ত নারাচসংঘ দূর হইতে নীলোৎপল মালার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যেমন বায়ুবেগে তৃণাগ্র সকল উৎসারিত হইয়া যায়, সেইরূপ নৃসিংহদেবের গর্জ্জনে একেবারে সমস্ত দৈত্যসেনা উৎসারিত হইয়া পড়িল। তখন দৈত্যগণ আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ শিলা সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। যেন খদ্যোতসমূহে দিক সকল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ফলতঃ দানবগণ তৎকালে শিলাবর্ষণে নৃসিংহদেবকে এরূপ আবৃত করিয়া ফেলিল, বোধ হইল যেন জলদজাল ধারাবর্ষণ করিয়া পর্ব্বতশিখরকে আবৃত করিয়াছে। যেমন সমুদ্রগণ সচেষ্ট হইয়াও মন্দরগিরিকে বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ দৈত্যগণ প্রাণপণে যত্ন করিয়াও সেই রণধীর নৃসিংহদেবকে বিচলিত করিতে পারিল না। শিলাবৃষ্টির পর চতুর্দ্দিক হইতে সবল ধারায় জলবৃষ্টি আরম্ভ হইল। সেই ধারাপাতে একেবারে দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; এমন কি, একে প্রবলবেগে ধারাপাত, তাহার উপর আবার বায়ুবেগ সংযোগ হওয়াতে আর কিছুই জানিতে পারা গেল না। পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত কুত্রাপি ধারা সংযোগের বিরাম রহিল না, কিন্তু কিছুতেই সে ধারা নৃসিংহদেবের শরীর স্পর্শ করিতে পারিল না, কারণ তাঁহার মস্তকোপরি মেঘের সম্পর্কমাত্র ছিল না; কেবল পার্শ্বদেশ হইতে যাহা কিছু বারিধারা নিপতিত হইয়াছিলমাত্র। যাহা হউক নৃসিংহরূপী ভগবানের মায়াপ্রভাবে

সেই ঘোরতর শিলাবৃষ্টি নিবারিত এবং সলিল বর্ষণ শোষিত হইলে দানবগণ মায়াপ্রভাবে অগ্নির সৃষ্টি করিল। আকাশ হইতে চারিদিকে অনন্ত অগ্নি পতিত হইতে লাগিল। দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুই উহার মূল। কিন্তু ঐ অগ্নি অপ্রমেয়বীর্য্য নারায়ণকে দগ্ধ করিতে পারিল না। সহস্রলোচন দ্যুতিমান্ দেবেন্দ্রই ঘোরতর জলবর্ষণ করিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাপণ করিলেন। অগ্নিমায়ার শান্তি হইলে দানবেরা আবার মায়া বিস্তার করিয়া গাঢ়তর অন্ধকারের সৃষ্টি করিল, চারিদিক একবারে তমোময় হইয়া উঠিল। আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল নৃসিংহদেব স্বীয়তেজঃপ্রভাবে দিবাকরের ন্যায় দ্যুতি ধারণ করিলেন মাত্র। দানবগণ দেখিল তাঁহার ললাটদেশে ত্রিপথগামিনী ভাগীরথীর ন্যায় ত্রিশিখা ভ্রূকুটি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৩৬।

এইরূপে একাদিক্রমে সমস্ত মায়া নিহত হইলে দৈত্যগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া হিরণ্যকশিপুর শরণাপন্ন হইল। তখন দৈত্যেন্দ্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া চক্ষু দ্বারা যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। মেদিনী কম্পান্বিতকলেবরা হইলেন; জলনিধি সকল ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, ভূধর ও কানন সকল কম্পিত হইতে লাগিল, জগৎ একেবারে এরূপ অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল যে, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। উৎপাত সূচক আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, সংবহ, উদ্বহ ও পরিবহ এই সপ্ত সমীর উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে যে সকল গ্রহ উদিত হয় সেই গ্রহ হৃষ্টমনে পরস্পরমুখে গগনমার্গে বিচরণ করিতে লাগিল। নিশাকর হ্রাস ও বৃদ্ধি হীন হইয়া গ্রহ ও নক্ষত্রগণের সহিত দিবাভাগে নভোমণ্ডলে ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন, ভগবান্ ভাস্কর নিষ্প্রভ হইলেন, উৎপাতগ্রস্ত রাহু অদৃশ্য হইলেও সকলের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। যিনি গগনমণ্ডলে অবস্থান করিয়া সংক্ত পরিধিমণ্ডল বিস্তার করেন, সেই ভগবান্ সূর্য্য কৃষ্ণবর্ণ হইয়া অতি ভয়ঙ্কর ধূমশিখা বিস্তার করিতে লাগিলেন। সোমদেবের উপরিভাগে যে, সপ্ত সূর্য্যগ্রহ অবস্থান করে, সেই সপ্তগ্রহ ধূম্রবর্ণ হইয়া উদিত হইল। শুক্র বামভাগে এবং বৃহস্পতি দক্ষিণভাগে উদিত হইলেন। শনৈশ্চর, মঙ্গলগ্রহের ন্যায় লোহিতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উদিত হইলেন। প্রলয়গ্রহ সকল যুগপৎ কনকনির্ম্মিত সুমেরুপর্ব্বতের শৃঙ্গ আরোহণ করিল। চন্দ্র চরাচর বিশ্বের বিনাশের নিমিত্ত নক্ষত্রগণে এবং অন্য সপ্তগ্রহে সমাবৃত হইলেন; তিনি আর রোহিণীর নিকট গমন করিতে পারিলেন না। রাহু সূর্য্যকে গ্রহণ করিয়া উল্কা দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। ঐ সকল উল্কাপাত সূর্য্যশরীরে প্রতিহত হইয়া প্রজ্বলিতভাবে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চন্দ্রের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। দেবতাধিপতি ইন্দ্র শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উল্কা সকল বজ্রনিস্বনে বিদ্যুতের ন্যায় আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বৃক্ষ সকল অকালে ফল পুষ্প প্রদান করিতে লাগিল। লতাসকলও অকালে ফলবতী হইয়া দৈত্যবিনাশ সূচনা করিতে লাগিল। ফলের উপর ফল এবং পুষ্পের উপর পুষ্প উৎপন্ন হইল, দেব প্রতিমা সকল কখন নয়ন উন্মীলন, কখন নিমীলন, কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন গম্ভীর স্বরে চীৎকার, কখন ধূমোদগার কখন বা অগ্ন্যুদ্গার করিয়া যুগক্ষয় সূচনা করিতে লাগিল। বন্য কি গ্রাম্য সমস্ত মৃগপক্ষি একত্র মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। নদী সকল কলুষিত হইয়া প্রতিকূল প্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিক্ সকল রক্তবর্ণ রেণু

দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আর প্রকাশিত হইল না। পূজনীয় বনস্পতি সকল পূজাবিষয়ে বঞ্চিত হইল। প্রলয়কারক নিষ্প্রভ ভাস্কর অস্তাচলগমনে প্রবৃত্ত হইলেও কোন দ্রব্যের ছায়া পরিবর্ত্তিত হইল না। সেই সময় হিরণ্যকশিপুর ধনাগার ও অস্ত্রাগারমধ্যে মধুমক্ষিকা সকল প্রবেশ করিতে লাগিল। বিশেষত আয়ুধাগার একেবারে ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু এই সমস্ত মহোৎপাত দর্শনে পুরোহিত শুক্রাচার্য্যকে কহিল, ভগবন্! কি নিমিত্ত এই মহোৎপাত সকলের উৎপত্তি হইল। শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে।

শুক্রাচার্য্য বলিলেন, রাজন্! যে জন্য এই ভয়ঙ্কর মহোৎপাত সকল উৎপতিত হইয়াছে, বলিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। যে রাজার রাজ্যে এইরূপ মহোৎপাত সকল আবির্ভূত হইতে থাকে, সে রাজার রাজ্য অবিলম্বে নষ্ট হয়, নতুবা তিনি স্বয়ং নষ্ট হন। অতএব এখন বুদ্ধি পূর্ব্বক যাহাতে সকল দিকে রক্ষা হয় এরূপ কার্য্য করুন। নতুবা অচিরাৎ বিলক্ষণ ভয় সম্ভাবনা, তাহার আর সন্দেহ নাই। তৎকালে শুক্রাচার্য্য হিরণ্যকশিপুকে এইরূপ বিজ্ঞাপন করিয়া তোমার মঙ্গল হউক বলিয়া স্বভবনে প্রতিগমন করিলেন। তিনি গমন করিলে পর দৈত্যেন্দ্র দীনভাবে উপবেশন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মনে মনে সেই কথার আন্দোলন করত এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, এই ঘোরদর্শন ভীষণ উৎপাত সকল আমাদিগের নাশ ও দেবগণের বিজয়ের নিমিত্তই কালপ্রেরিত হইয়া উদীয়মান হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়াই দানবরাজ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অধর দংশন পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া এমনি বেগে ধাবমান হইল যে, ধরণী কম্পিত হইতে লাগিলেন, বোধ হইল দানব সেই পূর্ব্বানুরূপ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। মেদিনী কম্পিত হইতে আরম্ভ হইলে নাগগণ ভয়বিহ্বল হইয়া ভূধর হইতে পতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের বিষজ্বালাকুল বদন হইতে অগ্নি উদ্গার হইতে আরম্ভ হইল। চতুঃশীর্ষ, পঞ্চশীর্ষ, সপ্তশীর্ষ, সহস্রশীর্ষ এবং বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, এলাপত্র, কালিয়, বীর্য্যবান্ মহাপদ্ম, হেমতালধ্বজ শেষ, অনন্ত ও মহীপাল ইহারা সকলে একান্ত নিষ্কম্প হইয়াও দানবেন্দ্রের ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। যে সপ্ত দরণীধর পাতালতলে অবস্থান পূর্ব্বক পৃথিবীকে ধারণ করিতেছিল, তাহারাও কম্পিত হইয়া উঠিল। পাতালতলস্থিত নাগতেজধারি যে সলিল কস্মিন্ কালেও বিচলিত হয় না, তাহাও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভাগীরথী, সরযূ, কৌশিকী, যমুনা, কাবেরী, কৃষ্ণবেণা, তুঙ্গবেণা, মহাভাগা, গোদাবরী, চর্ম্মণ্বতী, নর্ম্মদা, বেত্রবতী, সরস্বতী, মহী, কালমহী, তমসা, সীতা, ইক্ষুমতী ও বেদিকা প্রভৃতি মহানদী এবং নদনদীপতি সিন্ধু মেকলদেশ-সম্ভূত মণিরত্নায় স্বচ্ছসলিলবিশিষ্ট শোণ, বিবিধ রত্নশোভিত জাম্বূনদ, সুবর্ণাকরসম্পন্ন সুবর্ণকুড্য, শৈল ও কানন ভূষিত লৌহিত প্রভৃতি মহানদ সকল ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কৌশিক, রজতাকরসম্পন্ন দ্রবিড়, মহাগ্রামসম্পন্ন মগধ, পৌণ্ড, বঙ্গ, সুহ্ম, মলয়, বিদেহ, মালব ও কাশিকোশল প্রভৃতি দেশ সকল কম্পিত হইতে লাগিল। বিনতানন্দন সুপর্ণের যে গৃহ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ও কৈলাস শিখরের ন্যায় উন্নত; সে ভবন পর্য্যন্ত দোলায়মান হইতে লাগিল। শ্বেতমেঘ সদৃশ শুভ্রবর্ণ ক্ষীরোদ সাগর এবং লৌহিত্য সাগরের জল রক্তবর্ণ হইয়া মহাবেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। যে পর্ব্বতের মধ্যদেশে সুবর্ণবেদি সকল শোভা পাইতেছে, জলদজাল নিয়ত যাহার সেবা করিতেছে, যাহাতে স্ফূর্ত্তি কিরণ

সন্নিভ সুবর্ণময় পুষ্পক শাল, তাল, তমাল ও কর্ণিকার প্রভৃতি বৃক্ষ সকল নিরত বিরাজ করিতেছে, সেই শতযোজন উন্নত উদয়াচল এবং বিবিধ ধাতুমণ্ডিত গন্ধময় তমাল বৃক্ষপূর্ণ মলয় গিরিও কম্পিত হইতে লাগিল। সুরাষ্ট্র, বাহ্লীক, ভদ্র, আভীর, ভোজ, পাণ্ড্য, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, অন্ধ্র, পৌণ্ড্র, বামচূড় ও কেরলবাসিগণ এবং দেবতা ও অপ্সরোগণ পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। যাহাতে সিদ্ধ ও চারণগণ বাস করিতেছে, যাহাতে নানাবিধ পুষ্পিত লতা ও বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহাতে বিচিত্রবর্ণ বিহঙ্গমগণ ক্রীড়া করিতেছে, যাহাতে সুবর্ণময়ী শৃঙ্গ সকল রহিয়াছে, সেই অগস্ত্যাকৃত রমণীয় অট্টালিকাও কম্পিত হইতে লাগিল। চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রিয়বয়স্য রমণীয়দর্শন সুশোভন গিরিবর পুষ্পক সাগর ভেদ করিয়া উচ্চ উত্থিত হইলে, তাঁহার উন্নত শৃঙ্গ দর্শনে বোধ হইল যেন গগনতল ভেদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বিদ্যুত্বান্ পর্ব্বতের আয়তন শত যোজন; উহাতে বিদ্যুদ্গণ সকল নিপতিত হইয়া থাকে। ঋষভ পর্ব্বত, বৃষভগণে বিরাজমান পরম সুশোভন অগস্ত্যদেবের মনোহর গৃহ, কুঞ্জরপর্ব্বতাধিষ্ঠিত অগস্ত্য মেঘগিরি, পারিযাত্রগিরি, চক্রবান্ পর্ব্বত, বরাহ পর্ব্বত ও মেঘগম্ভীরনিস্বন মেঘ পর্ব্বত, ষষ্টি সহস্র পর্ব্বতে বেষ্টিত দেবগণের অধিষ্ঠান বালার্কবর্ণ মহাগিরি সুমেরু, হেমশৃঙ্গ, মেঘসখ কৈলাস, যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ নিয়ত যাহার কন্দরদেশ অলঙ্কৃত করিতেছে, যাহার বৃক্ষ সকল নিরন্তর কুসুম নিচয়ে সুশোভিত হইয়া মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে; মন্দরগিরি যাহাকে সর্ব্বদা তুষারমণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়; উশীরবীজ গিরি, মহেশ্বরাধিষ্ঠিত হিমালয়, প্রজাপতির অধিষ্ঠানভূত পুষ্করগিরি, দেবাবৃৎ পর্ব্বত, বালুকাগিরি, ক্রৌঞ্চগিরি, সপ্তর্ষি শৈল ও ধূম্রপর্ব্বত এই সমস্ত অচল এবং অন্যান্য অচলগণ কম্পিত হইয়া উঠিল। যাহার পথ সকল অত্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং সর্পগণের আবাস নিবন্ধন যথায় অন্যের প্রবেশের সাধ্য নাই, সেই ভোগবতীপুরী পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। নরকাসুরের অধিষ্ঠিত সুবর্ণমণ্ডিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরও দোদুল্যমান হইল। সুবর্ণ সরোজ সমাকীর্ণ বৈখানস সরোবর, হংসমালাভূষিত মানস সরোবর ও সরিদ্বরা কুমারীর সংক্ষোভের সীমা রহিল না। কি সাগর, কি পাতালবাসী নিশাপুর খেচরগণ, কি অঙ্কুশধারী ভয়ঙ্কর বেগবান্ ঊর্দ্ধগামী মেঘনামা রুদ্রগণ, কি ব্যাঘ্রচক্ষু পৃথিবীপুর পালসদেব, কি দেশ, কি জনপদ, হিরণ্যকশিপুর ক্রোধে সকলেই কম্পিত হইয়া উঠিল।

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৩৭

মহারাজ! তখন আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, বসুগণ রুদ্রগণ, দেবগণ, মহামরুদ্গণ সকলে মিলিয়া সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর নৃসিংহদেবের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে লোকক্ষয়কাতর দেবগণ নিতান্ত ত্রস্ত হইয়া কহিলেন, দেব! ঐ লোকক্ষয়নিদান দুরাচার দুষ্ট দিতিনন্দনকে একেবারে সমূলে উন্মূলন কর। হে দৈত্যনাশন! তুমি ভিন্ন উহাদিগের বিনাশের আর অন্য উপায় নাই। অতএব লোকদিগের উপকারার্থ শীঘ্র উহাকে বিনাশ কর। তুমি সর্ব্বলোক প্রভু, ইন্দ্র এবং তুমিই ব্রহ্মা, তোমার ন্যায় শরণ্য দ্বিতীয় নাই। এবং কখন যে হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই।

দেবাদিদেব সুরগণের বচনশ্রবণে, গম্ভীরস্বরে ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া, অসুরেন্দ্রগণের হৃদয় ও মন ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। তখন ক্রোধবশগণ, কালকেয়গণ, বেগগণ, সৈগলেয়গণ, সৈংহিকেয়গণ, মহানাদী সংহ্রাদীর-

গণ, বিহঙ্গগণ এবং ব্যাঘ্রচক্ষু খড়্গকম্পন পৃথিবীপুত্র কপিল, নিশাপুত্র খেচরগণ, অঙ্কুশ শূলধারী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, ভীষণ বেগবান ভয়ঙ্করকর্ম্মা ঊর্দ্ধগামী অন্যান্যগণ এবং মেঘের ন্যায় বেগ, গর্জ্জন, দীপ্তি ও আকারধারী, বজ্র ও শূলপাণি দৃপ্ত দানব হিরণ্যকশিপু মৃগেন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলে, তিনি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া একমাত্র ওঙ্কার-সাহায্যে স্বীয় ভীষণ নখাগ্রে দানবেন্দ্রকে বিদীর্ণ করিয়া সমরে নিপাতিত করিলেন। দানবেন্দ্র নিহত হইলে পৃথিবী, পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক, আকাশ, আকাশস্থিত চন্দ্র সূর্য্য, দশদিক্, নদী সকল, ভূধরগণ ও অর্ণব সমুদয় প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৩৮।

অনন্তর দেবগণ ঋষিগণ ও তপোধনগণ মহা আনন্দিত হইয়া সেই দেবাদিদেব সনাতন নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। প্রথমে দেবগণ কহিলেন, দেব! ভক্তবশীরা এই নৃসিংহ মূর্ত্তির অর্চনা এবং মুনিগণ সমস্ত লোক ও সমস্ত জীবমধ্যে ইহা প্রখ্যাপিত করিবেন। তোমার অনুগ্রহেই আমরা স্ব স্ব স্থান প্রাপ্ত হইলাম।

দেবগণ এই বলিয়া বিরত হইলে ব্রহ্মা পরম তুষ্ট হইয়া কহিলেন, দেব! তুমি অক্ষর অব্যক্ত অচিন্ত্য পরম গুহ্য সূক্ষ্ম সনাতন নির্দ্দোষ ও নৈসর্গিক পুরুষ। সাংখ্যযোগে তোমার যে তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহা তুমিই জান। তুমি মায়াময় শাশ্বত পুরুষ, তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল; তোমা হইতে এই সমস্ত জগৎ সম্ভূত হইয়াছে। আমরা সকলেই তন্ময়, তুমি আমাদিগের আত্মা এবং তুমিই আমাদিগের প্রভু। তুমি চার মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়াছ। তুমি সমস্ত লোকের গুরু ও চার সহস্র যুগের কর্ত্তা। সর্ব্বলোকহর্ত্তা যমকেও তুমি নাশ করিয়া থাক। তুমি চাতুর্হোত্র যজ্ঞ ও চার আত্মার স্বরূপ। তোমা হইতে সকল লোক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তোমার বল ও পৌরুষের ইয়ত্তা নাই। তুমি কপিল প্রভৃতি যতিগণের একমাত্র আশ্রয়। তোমার আদি নাই, অন্ত নাই মধ্যও নাই। তুমিই সকলের আত্মা। তোমা হইতেই সমস্ত লোকের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার হইতেছে। তুমি ব্রহ্মা, তুমি রুদ্র, তুমি মহেন্দ্র, তুমি যম, তুমি বরুণ, তুমি কর্ত্তা এবং তুমি বিশ্বকর্ত্তা। তুমি পরম সিদ্ধি, পরম মন্ত্র, পরম দেব, পরম তপ, পরম ধর্ম্ম, পরম যশ, পরম সত্য, পরম হবি, পরম পবিত্র, পরম মার্গ, পরম যজ্ঞ, পরম স্তোত্র, পরম শরীর, পরম ধাম, পরম যোগ, পরমা বাণী, পরম রহস্য, পরম গতি, পরম পদ, এবং পরম পদ হইতেও উৎকৃষ্ট, তোমা অপেক্ষা প্রভু আর দ্বিতীয় নাই। তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতন পুরুষ। তুমি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, তুমি পরম সত্য এবং তোমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতন পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তুমি পুরাণতম, যোগ দ্বারা সুগুপ্ত এবং তোমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতন পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে স্তব করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলে তূর্য্য সকল বাদিত হইয়া উঠিল, অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল। যাঁহার প্রকৃতি তত্ত্ব একান্ত দুর্ব্বোধ, সেই গরুড়ধ্বজ সর্ব্বেশ্বর দেব নারায়ণও স্বীয় নৃসিংহ মূর্ত্তি ত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া অতি দীপ্ত অষ্টচক্রসমন্বিত ভূতবাহনযুক্ত রথারোহণে ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর কূলে স্বীয় বাসস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ঊনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৩৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ভগবান

নারায়ণের নৃসিংহমূর্ত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তিনি পুনর্ব্বার বামনরূপে ত্রিপাদ বিক্ষেপে যেরূপে বলির ত্রিলোকরাজ্য হরণ করিয়া ইন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! পুরাণে যিনি পুরাণাত্মা, যিনি অব্যক্ত ও লোকদিগের নিত্যসত্ত্বপ্রকৃতি, যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই এবং মধ্যও নাই, যিনি ত্রিলোকের আদি, সনাতন, দেবদেব ও দেবগণের অধিনায়ক, ত্রিলোকে যাঁহাকে নমস্কার করে, যিনি হব্য কব্য বহন করিতেছেন, যিনি স্বয়ং হব্য কব্যভোগী, তিনি কিরূপে দেবমাতা অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ ও কিরূপে বামনমূর্ত্তি ধারণ করিলেন? এবং কিরূপে স্বয়ং ইন্দ্রের স্রষ্টা হইয়াও তাঁহার অনুজ হইলেন? এ সকল বিষয়ে আমার মহা সন্দেহ আছে, অতএব আপনি বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরাতন কবিগণ, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ এবং শ্রেষ্ঠতম ঋষিগণ যে দিব্য কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে আমিও সেই অপূর্ব্ব কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মরীচের দুই ভগিনী দিতি ও অদিতি, উভয়েই প্রজাপতি কশ্যপের পত্নী তন্মধ্যে অদিতির গর্ভে ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ পুত্র এবং দিতির গর্ভে বলবান্ হিরণ্যকশিপু ও মহাবলপরাক্রান্ত হিরণ্যাক্ষ এই দুই পুত্র জন্মে। ইঁহারা সকলেই কশ্যপের পুত্র। হিরণ্যকশিপুর আবার প্রহ্লাদ, হ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ ও অহ্লাদ এই পাঁচ ঘোরতর পরাক্রান্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি। পুত্র পৌত্রাদি দ্বারা তাহাদিগের বংশ আজন্যমান হয়। ঐ সকলের সংখ্যা করাও দুঃসাধ্য। নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপু নিহত হইল দেখিয়া, তাহারা দেবগণের বধের নিমিত্ত বলিকেই রাজ্য করিতে মনস্থ করিল। বলি, হিরণ্যকশিপুর ন্যায় ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তেজস্বী, কৃতজ্ঞ ক্ষমাশালী এবং শৌর্য্য বীর্য্য ও সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণসম্পন্ন। বলিকে এই সমস্ত গুণে বিভূষিত দেখিয়া দিতিনন্দনগণ আপনাদিগের আধিপত্যে নিযুক্ত করিল। ব্রহ্মাও পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিকে অসুররাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সমস্ত তীর্থোদকপূর্ণ কাঞ্চন কলসে তাহার অভিষেক সম্পন্ন হইলে, দানবগণ চতুর্দ্দিক হইতে জয়ধ্বনি আরম্ভ করিল।

এইরূপে অতুলপরাক্রম বলি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে, দানবগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, দৈত্যেন্দ্র! এই ত্রিলোক রাজ্যে আপনার পিতামহ হিরণ্যকশিপুর যেরূপ প্রভুত্ব ছিল, তাহা আপনার অবিদিত নাই। মধ্যে দেবগণ আপনার পিতামহকে বিনাশ করিয়া তাঁহার সেই ত্রৈলোক রাজ্যে ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছেন। অতএব আমরা ইচ্ছা করি, আপনি সেই পৈতৃক রাজ্য স্বয়ং শাসন করুন। আমরা সহস্র সহস্র দৈত্য আপনার সহায় রহিয়াছি, আপনিও স্বয়ং অপরিমিত বলশালী; অতএব আপনি একেবারে সগণে সুরেন্দ্রকে পরাজিত করিয়া স্বগুণে স্বীয় পৈতামহ পদ রক্ষা করুন।

—

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৪০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহামতি মহাবল পরাক্রান্ত বলি ধনুর্দ্ধর দৈত্যগণের বচন শ্রবণে মহা আনন্দিত হইয়া আদেশ করিল, সমস্ত দৈত্য সুসজ্জিত হউক, সত্বর আমরা সমস্ত ত্রৈলোক্যরাজ্য জয় করিব। দৈত্যবল

বলির বাক্য শ্রবণে সমরোদ্যোগ আরম্ভ করিল। বীর্য্যবান মহাশম্ভ, নিকুম্ভ, পূর্ণকুম্ভ, কাঞ্চনাক্ষ, কপিস্কন্ধ, তাম্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, সিতকেশ, ঊর্দ্ধমুখ, বজ্রনাভ, শিখী, জটী, সহস্রবাহু, মীনাক্ষ, প্রিয়দর্শন, একাক্ষ, একপাদ, একমুণ্ড, বিদ্যুদক্ষ, চতুর্ভুজ, গর্ভোদর, গজশিরা, গজস্কন্ধ, গজেক্ষণ, অষ্টদংষ্ট্র, চতুর্দংষ্ট্র, মেঘনাদ, জলন্ধম, করাল, জ্বালজিহ্ব, শতাক্ষ, শতলোচন সহস্রপাৎ, কৃষ্ণমুখ, কৃষ্ণ, রথোৎকট, দানপতি, শৈলকম্পী, কুলাকুল, সমুদ্র, রভস, চণ্ড, ধূম্র, শিরস্কর, গোত্রজ গোখুর, রৌদ্র, গোদন্ত, স্বস্তিক ক্রথ, মাংসপ, মাংসভক্ষক, বেগবান, কেতুমান্, শিবি, পঙ্কদিগ্ধশরীর, বৃহৎকীর্ত্তি, মহাহনু, সমগভ, বিকুম্ভাণ্ড, বিরূপাক্ষ, হর, অহর, শ্বেতশীর্ষ, চন্দ্রহন্তা, চন্দ্রতাপন, বিকর, দীর্ঘকর্ণ, মদাপ, মারুতাশন, কালকণ্ঠ, মহাক্রোধ, শলভ, কুলভ, ক্রথ, সমুদ্রমথন, নাদী, বিবর্জ্জ, প্রলম্ব, নরক, বালী, শম্বর, কাললোচন, গরিষ্ঠ, ভূতলোন্মথন, বিভু, সুপ্রসাদ, কিরীটী, সূচীবক্ত্র, সুবাহু, খড়্গবাহু, বরুণ, কলসোদর, সোমপ, দেবযাত্রী, প্রবর, বীরমর্দ্দন, শুক্রায়ু, চণ্ডশঙ্ক, কুশনেত্র ও শশিধ্বজ প্রভৃতি যে সে দানবগণের নাম স্মরণ হইল, সমস্ত উল্লেখ করিলাম। মারীচির কীর্ত্তিবর্দ্ধন এই সকল এবং দিব্য মাল্য, দিব্য বস্ত্র, দিব্য গন্ধ, দিব্য অনুলেপন, দিব্য কবচ, দিব্যধ্বজ ও নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত অন্যান্য দানবগণও সুসজ্জিত হইয়া মেঘগম্ভীর গর্জ্জনে সহস্র সহস্র রথে মেদিনী কম্পিত করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ও সকলেই অস্ত্রধারী, সকলেরই হস্ত ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ। এবং পরাক্রম অগ্নি, চন্দ্র ও মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রচণ্ড, বেগ ইন্দ্রের অশনি ও বজ্রাস্ত্রের ন্যায় তীব্র, দশন সকল বিবৃত, কেশকলাপ হরিত ও ধূম্রবর্ণ। তাঁহারা গর্জ্জন আরম্ভ করিলে, বোধ হইল, যেন শরৎকালীন মেঘ সকল গর্জ্জন করিতেছে। বলির পুত্র সহস্রবাহুধারী মহাবল পরাক্রান্ত বাণ কোটিপরিমিত রথসৈন্য লইয়া সুসজ্জিত হইল। উঁহাদিগের মধ্যে সকলেই মায়াবী, শূর, অস্ত্রযোধী ও মদমত্ত বলদর্পিত, সকলেরই শরীর সুবর্ণ শৈলের ন্যায়, সকলেরই পরিধেয় কৌশেয়রাগরঞ্জিত, সকলেরই মস্তকে কিরীট, উষ্ণীষ ও মুকুট, সকলেরই গাত্রে হিরণ্ময় কবচ, সকলেরই ধ্বজ পতাকা স্বর্ণনির্ম্মিত এবং বিবিধ ভূষণে বিভূষিত। বাণের অনুচরগণ রথোপরি উপবিষ্ট থাকাতে বোধ হইল যেন আকাশে গ্রহগণ অবস্থান করিতেছে। তাহাদিগের সর্ব্বদেশ প্রলয়াগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল নিষ্কভূষণ; বোধ হইল যেন পর্ব্বতশৃঙ্গে বিকসিত কিংশুকপুষ্প শোভমান হইতেছে। বাণ ঐ সকল দৈত্যগণের মধ্যস্থলে অবস্থান করাতে বোধ হইল যেন বর্ষাকালে মেঘোদয় হইয়াছে। বাণের রথের আয়তন তিন নল্ব পরিমাণ, অক্ষ, ঈষা, ধ্বজ, যুগ ও পক্ষরচনা অতি চমৎকার, সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণখচিত এবং গদা ও পরিঘ অস্ত্রে পরিপূর্ণ। যেমন সূর্য্য বালিখিল্যগণে, বাণ তেমনি দৈত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিল। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র সর্পের ন্যায় ঘোরতর অস্ত্র সকল রথোপরি স্থাপিত হইল। বাণের সেনাপতিমধ্যে ঘোরতর যোদ্ধা ও অতিভয়ঙ্করমূর্ত্তি পাঁচ জন মহাবল পরাক্রান্ত দানব রথরক্ষণে নিযুক্ত রহিল। উঁহাদিগের নাম মেঘনাদ, সুবাহু, বীর্য্যবান্, ভীমবেগ, গগনমূর্দ্ধা ও বেগবান্ কেতুমান্।

সুরসৈন্যগণের সংহারার্থ দানবেন্দ্র যে রথে অধিরোহণ করিল, ঐ রথের সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণ ও রজত দ্বারা চিত্রিত, আকৃতি পন্নগরাজ গরুড়ের ন্যায় এবং চক্রনির্ঘোষ জলদনিনাদের ন্যায় সুগম্ভীর। ঐ সময় অনায়ুষার পুত্র মহাসুর বল শত সহস্র রথে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বয়ং লৌহনির্ম্মিত কাকাঙ্কধ্বজযুক্ত দুর্জ্জয়

রথে অধিরোহণ করিল। ঐ অসুর নীলাম্বর পরিধান করাতে বৈদূর্য্য পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইয়া সমস্ত মহারথ সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। সেই একার্ণবসদৃশ সৈন্যশ্রেণি মধ্যে অবস্থান করাতে, বলদৈত্য সমুদ্রমধ্যস্থ প্রভাতসূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বিশেষতঃ তাহার মস্তকোপরি তপ্তসুবর্ণতুল্য শোভমান কিরীট বিরাজমান থাকাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন শৃঙ্গবান্ গিরিরাজ শোভা পাইতেছে।

মহাসুর নমুচির সহিত ও ষষ্টিসহস্র রথ নির্গত হইল। ঐ সকল রথের নির্ঘোষ মেঘের ন্যায়, এবং সমস্ত রথই গর্দ্দভসংযুক্ত। উহার সমস্ত রথী নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন, সকলেই আশ্চর্য্য যোদ্ধা, সকলেরই আকার মহামেঘের ন্যায়, সকলেই সাতিশয় বেগবান্ এবং সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত। মহাসুর নমুচির স্বীয় রথ বিবিধ রত্নবিভূষিত এবং সহস্র ব্যাঘ্রে সংযোজিত। উহার সুবর্ণময় শার্দ্দূলধ্বজ দেখিলে বোধ হয় যেন মধ্যাহ্নকালীন দিবাকর শোভা পাইতেছে। ভীম পরাক্রম মহাবল নমুচি নীলাম্বর পরিধান পূর্ব্বক শরাসন হস্তে করিয়া হিমাচলের ন্যায় অচল ভাবে রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিল।

ঐ সময় ময়দানব কিঙ্কিণীজালজড়িত সুবর্ণোজ্জ্বল, উদ্যত কালচক্রের ন্যায় প্রদীপ্ত এক রথে আরোহণ করিল। উহার আয়তন আট নল্ব প্রমাণ, উহার চক্র চার এবং ধ্বজ পতাকা সকল এরূপ উজ্জ্বল, বোধ হয় যেন সন্ধ্যামেঘ সকল সমুদিত হইয়াছে। উহার উপরিভাগে ব্যাঘ্রচর্ম্মের আবরণ এবং অসংখ্য ইহামৃগ বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশেষ উহার রচনাবলি অতি চমৎকার। শত তূণীর, শক্তি, তোমর, গদা, মুদ্গর ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র উহাতে এত আরোপিত হইয়াছিল যে, বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। ঐ রথে লম্বকেশরসমন্বিত সহস্র অশ্ব সংযোজিত এবং উহার সিংহকেতু দর্শন করিলে বোধ হয় যেন রজতগিরি শোভা পাইতেছে। ময়দানব যখন যুদ্ধার্থ নির্গত হইল, তখন নির্ম্মল রজতবিন্দুশোভিত, সুবর্ণ ও মণিময় রচনাযুক্ত অযুত সহস্র রথ তাহার অনুগমন করিল।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।২৪১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অন্ধকারমূর্ত্তি মহাদৈত্য পুলোমা শত্রুবর্গবিনাশক ঘোরতর এক লৌহনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিল। ঐ রথ পর্ব্বতস্তূপসদৃশ, এবং অভ্যন্তর ভাগে লৌহজালে আকীর্ণ। উহার ঘর্ঘরশব্দে বোধ হয় যেন মহাসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ রথ গদা পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, তোমর, পরশ্বধ, শক্তি ও মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রে এরূপ পরিপূর্ণ, বোধ হয় যেন সজল জলধর বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ রথে বায়ুবেগগামী সহস্র উষ্ট্র সংযোজিত হইয়াছিল। রণদুর্ম্মদ পুলোমা সেই রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলে, সূর্য্যবর্ণ অন্যান্য ষষ্টিসহস্র রথ তাহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। সে মহৎ খড়্গীধ্বজ যুক্ত সেই রথে আরোহণ করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন দিবাকর উদয়াচলে আরোহণ করিয়াছেন। মহাত্মা পুলোমা স্বর্ণখচিত কালস্বরূপ লৌহময় এক মহাগদা ধারণ করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন পৃথিবীতে ধূমকেতু উদয় হইয়াছে।

অনন্তর বলবান্ হয়গ্রীব হয়গ্রীবাকৃতি মহাসুরগণে বেষ্টিত হইয়া মেঘবৎ তিমিরবর্ণ ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে তাহার সহায়ভূত আর শতসহস্র রথ তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। শ্বেত পর্ব্বতাকার শুভ্রবর্ণ কুণ্ডলধারী হয়গ্রীব রথযো

অবস্থান করিলে বোধ হইল যেন শৈলশৃঙ্গ অচল, শোভমান হইয়াছে। নাগধ্বজ ঐ রথের সাত চূড়া এবং উহার মধ্যে মধ্যে বৈদূর্য্যমণি ও প্রবাল সকল প্রদত্ত হইয়াছে। এই রূপে হয়গ্রীব যখন নির্গত হইল তখন দেবেন্দ্রানুগামী দেবগণের ন্যায় অমিতপরাক্রম, শতশত মহারথ অসুরসৈন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল।

সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহামায়াধারী শতযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা অগ্নিসদৃশ তেজস্বী প্রজ্ঞাবান্ প্রহ্লাদও সুসজ্জিত হইল। তাহার সমভিব্যাহারে অমিতপরাক্রম স্বর্ণকুণ্ডলধারী যে সকল রথসৈন্য সুসজ্জিত হইল, তাহাদিগের নির্ঘোষ দুর্দ্দিননাদী মেঘের ন্যায় গভীর। প্রহ্লাদ দৈত্য সহস্রে পরিবেষ্টিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়াছেন। সেই মহাতেজস্বী-পরাক্রমশালী দর্পিত দানব যখন নিজ সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিল, তখন বোধ হইল যেন সমস্ত দেবসৈন্যের অঙ্কুশ স্বরূপে অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইয়াছে। ফলতঃ তাহার ধৈর্য্য সাগরের ন্যায়, শরীর অগ্নিশিখার ন্যায়, তেজ দিবাকরের ন্যায় ও ক্ষমা পৃথিবীর ন্যায়। দৈত্যবর যখন প্রদীপ্ত তালধ্বজযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া, সমরার্থ নির্গত হইল, তখন শত শত দানব তাহার অনুগমন করিল। ঐ অনুগামী দানবদিগের সকলেরই শরীরে কবচ, সকলেরই অঙ্গে রত্নভূষণ, সকলেরই গাত্রে দিব্য অঙ্গরাগ, ও সকলেরই অঙ্গদ বৈদূর্য্যমণি দ্বারা বিচিত্রিত। ঐ বীরগণ কখন শত্রুগণকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না। উহারা রথে উপবেশন করিয়া আকাশস্থ মহাগ্রহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ফলতঃ প্রহ্লাদ আচারনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ ও অসূয়াপরিশূন্য। অগ্নি, জল, মেঘ ও বায়ুর ন্যায় পরাক্রান্ত দৈত্যবরকে দেখিলে বোধ হয় যেন সর্ব্বসংহারক দ্বিতীয় কৃতান্ত বিরাজ করিতেছে।

প্রহ্লাদের নির্গমনের পর রথযূথপতি সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ পরম মায়াবী শম্বর সুর দিবা এক রথে অধিরোহণ করিল। ঐ অসুর লোহিতাক্ষ, মহাবাহু, উজ্জ্বল-স্বর্ণ-কুণ্ডলধারী, মেঘের ন্যায় গাঢ় নীলবর্ণ ও দিব্য মাল্যধারী। শম্বর চপলাপ্রভ সিক্ত সূর্য্যভাস্বর, মুকুট এবং মণিরত্ন ও মধ্যে মধ্যে বৈদূর্য্যবিভূষিত উজ্জ্বল কবচ পরিধান করিয়া সন্ধ্যামেঘ সমাচ্ছন্ন অস্তাচলের ন্যায় শোভিত হইল। ঐ রথের চতুর্দ্দিকে নানা বিধ বিহঙ্গ অঙ্কিত ছিল। উহার প্রভা বিদ্যুতের ন্যায় এবং উহার ঘর্ঘর শব্দ ও বেগ অতি ভয়ানক। শম্বর সহস্র অশ্বসংযুক্ত শুভ্রবর্ণ ক্রৌঞ্চধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া যখন যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল, তখন কালস্বরূপ ত্রিংশৎ সহস্র নিবিড়যোধী দৈত্যসৈন্য যুদ্ধার্থ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৪২।

অনন্তর ত্রিলোকীশপুর পুত্র পরপুরজেতা অনুহ্লাদ রথারোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। উহার রথ চার চক্রযুক্ত, পরিমাণ তিন নল, এবং সিংহমুখ, সরলগামী মহাবল অশ্বগণে সংযুক্ত। ঐ রথচক্রের গভীর নির্ঘোষে পর্ব্বত ও কাননের সহিত পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ দৈত্য স্বর্ণজালজড়িত রথে আরোহণ করিয়া অনুহ্লাদকে পরিবেষ্টন করিল। ঐ সকল দৈত্যের মধ্যে কাহার হস্তে পরিঘ, কাহার হস্তে ভিন্দিপাল, কাহার হস্তে প্রাস, কাহার হস্তে পাশ, কাহার হস্তে পরশ্বধ, কাহার হস্তে শূল, কাহারও হস্তে গদা এবং কাহারও হস্তে মুদ্গর। দানবগণ সকলেই স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত। দৈত্যাধিপতি

অনুহ্রাদ এই রূপে সুদীর্ঘ ও সমুন্নত, সত্ত্ব ও বলানুরূপ অপ্রতিম রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে যাত্রা করিল।

তাহার পর বলির পিতা অনলকান্তি বলবান বিরোচন রথে আরোহণ করিল। বিরোচন সর্ব্বাস্ত্রকুশল এবং ব্যূহনির্ম্মাণনিপুণ, এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। দেবগণমধ্যে ইন্দ্র যেমন সর্ব্বপ্রধান, দানবদিগের মধ্যে বিরোচন ও সেইরূপ সর্ব্ব প্রধান। দানবের রথের চতুর্দ্দিকে কিঙ্কিণীজাল ঐ রথ; বেগগামী উৎকৃষ্ট সহস্র অশ্বে সংযোজিত এবং উহার ধ্বজোপরি এক গজেন্দ্র উপবিষ্ট ছিল। চতুর্দ্দিকে সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় পতাকা সকল উড্ডীয়মান, উহার প্রবাল ও সুবর্ণ বিরচিত রচনাবলী অতি চমৎকার।

এইরূপে সাগরসদৃশ গম্ভীরমূর্ত্তি দানবগণ দেবগণের যথার্থ সুসজ্জিত হইয়া সংক্ষুব্ধ অর্ণবের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর যখন সকলে নিজ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সমরার্থ বহির্গত হইল, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন পক্ষবান্ গিরীন্দ্র সকল আকাশমার্গে গমন করিতেছে।

অনন্তর বৃত্রাসুরের ভ্রাতা বলদৈত্য বলিপুত্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দেবগণের যথার্থ সুসজ্জিত হইতে লাগিল। উহার গলদেশে হেমমালা, দন্ত অতিবৃহৎ, নয়নদ্বয় সুগোল, কর্ণে মনোহর কুণ্ডল ও পরিধান রক্তাম্বর। শার্দ্দূল ও মত্তমাতঙ্গপরাক্রম রণদুর্জ্জয় দানব তালবৃক্ষপ্রমাণ শরাসন ও অতি মনোহর শর গ্রহণ পূর্ব্বক গর্দ্দভযুক্ত সর্পধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া সন্ধ্যারাগরঞ্জিত ভাস্করের ন্যায় ভাতি ধারণ করিল। সজল জলধরের ন্যায় শূল, মুদ্গর ও অন্যান্য অস্ত্রসমাকীর্ণ সহস্র সহস্র রথ তাহার অনুগামী হইল।

শতশীর্ষ, শতোদর, বিকটমূর্ত্তি পর্ব্বতাকার সিংহিকাপুত্র রাহু পীত মালা ও পীত বসন পরিধান পূর্ব্বক নির্ম্মল বৈদূর্য্য মণির ন্যায় শোভমান হইয়া মণিভাস্বর শুক্লপতাকাযুক্ত ও উৎকৃষ্ট অশ্বযুক্ত ময় রথে আরোহণ করিয়া এমনি সিংহনাদ করিল, যে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিলেন। ঐ দানবের হিরণ্ময় রথধ্বজ ময়দৈত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ দৈত্যবরের লৌহনির্ম্মিত কবচ ময়ূরপক্ষের ন্যায় দেখিতে অতি মনোহর। দীপ্ত দিবাকর যেমন অস্ত পর্ব্বতে গমন করেন, সেই রূপ অসুরবর যখন শত্রু পক্ষের প্রতি গমন করিল, তখন নানাবিধ অস্ত্র পরিপূর্ণ দিব্য রথ সকল ভয়ঙ্কর শব্দে গমন করিতে লাগিল।

দনুবংশবর্দ্ধন কশ্যপপুত্র বিপ্রচিত্তি; যিনি ব্রহ্মার সমান তেজস্বী, যিনি সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যিনি বেদবিৎ ও তপস্বী, স্বয়ম্ভু স্বয়ং যাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছেন, যে মহাসুর প্রভুত্ব, বশিত্ব ও মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, যে দানব ব্রহ্মার ন্যায় ষড়ৈশ্বর্য্য গুণসম্পন্ন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত অসুর পুত্র পৌত্রগণের সহিত সুসজ্জিত হইল। উহার পুত্র পৌত্রগণ সকলেই মায়াবী, শূর, অস্ত্রকুশল, রণদুর্জ্জয়, পদ্মোদরের ন্যায় রক্ত বর্ণ, সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, রজতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় সুদীর্ঘ। উহাদিগের রথ সমস্তই ময়দানব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ঐ শ্বেতধ্বজ রথ সকল শরৎকালীন মেঘের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বিপ্রচিত্তির অনুগামী দানবদিগের মধ্যে সকলেরই পরিধান শ্বেতাম্বর, সকলেরই গলদেশ শ্বেতমাল্যে বিভূষিত, সকলেরই মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র, সকলেরই কর্ণে শ্বেতকুণ্ডল এবং সকলেরই বক্ষঃস্থল মুক্তাহারে পরিপূর্ণ। মহাগ্রহের ন্যায় আকারসম্পন্ন শত্রুভয়ঙ্কর দানবগণ দেবগণের ন্যায় ভাতি ধারণ করিল। ফলতঃ দৈত্যেন্দ্র বিপ্রচিত্তি যে রথে আরোহণ করিল, উহার আকৃতি কৈলাস শিখরের ন্যায়, উহার

পরিমাণ আট নম্ব, উহাকে শশিপ্রভ সহস্র শ্বেত অশ্ব সংযুক্ত, উহার চতুর্দ্দিকে শত শত পতাকা শোভমান এবং উহা নানাবিধ অস্ত্রে পরিপূর্ণ। হংস, চন্দ্র ও কুন্দের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বিশাল শ্বেতচ্ছত্র দৈত্যবরের মস্তকোপরি ধৃত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন ধবল গিরির উপরিভাগে চন্দ্রোদয় হইয়াছে।

নীল মেঘের ন্যায় দ্যুতিমান তাম্রলোচন মহাগ্রহাকৃতি শক্রভয়ঙ্কর বিচিত্র মাল্য, বিচিত্র বস্ত্র ও রক্তবর্ণ ভূষণধারী, শঙ্কাক্ষ, শঙ্কবাহু, হরিশ্মশ্রু, শঙ্কুকর্ণ, ভীষণমূর্ত্তি কেশী মহিষসংযুক্ত কোটিঘণ্টাবিরাজিত মহামেঘাকৃতি রক্তপতাকাসুক্ত উষ্ট্রধ্বজ সম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। কেশী যখন দেবগণের প্রতি ধাবমান হইল, তখন দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্র রথী তাহার অনুগমন করিল। ঐ সকল দানবগণের আকৃতি ভিন্নাঞ্জনের ন্যায় এবং দন্তবিকসিত মুখ অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন বলাকাযুক্ত মেঘমালা শোভা পাইতেছে। দৈত্যবরের মস্তকে বৈদূর্য্য ও সুবর্ণ বিচিত্র বিদ্যুৎপ্রভ ভাস্বরজ্যোতি মুকুট বিদ্যমান থাকাতে বোধ হইল যেন হিমাদ্রিশৃঙ্গ দাবানলে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সূর্য্য যেমন সুমেরুশৃঙ্গে আরোহণ করেন, সেইরূপ দেবান্তক বৃষপর্ব্বা মহার্হ দীপ্ত রথে আরোহণ করিল। ঐ রথ তারদন্ত ও মহামূল্য রত্নে অলঙ্কৃত। উহার কুবর উজ্জ্বল সুবর্ণ দ্বারা চিত্রিত, চক্র সকল রজতময় এবং উহার দীপ্তি সূর্য্যকিরণ, নক্ষত্র ও বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল। বৃষপর্ব্বা অঙ্গে অঙ্গদ প্রভৃতি নানাবিধ ভূষণে বিভূষিত, তাহাতে আবার সহস্রতার বর্ম্ম দ্বারা তাহার শরীর সমাচ্ছাদিত থাকাতে বোধ হইল যেন মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্তণ্ড উদিত হইয়াছে। সুগোল অথচ বিশাল ও রক্তবর্ণচক্ষু সেই মহাবল পরাক্রান্ত অসুর এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া হস্তে অঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন এবং বিচিত্র শরাসন আকর্ষণ করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিল।

এইরূপে সমস্ত দৈত্যসৈন্য সুসজ্জিত হইলে পর অসুরেন্দ্র বলি দৈত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্ণ ও বৈদূর্য্যবিভূষিত অতি বিশাল বিদ্যুৎপ্রভ ষোড়শনম্ব পরিমাণ রথে আরোহণ করিল। দৈত্যবর রথে আরোহণ করিলে বিকৃতাকৃতি, গজানন, বর্ষাকালীন গর্জ্জমান মেঘের ন্যায় ভীষণ, সহস্র সহস্র দৈত্য তাহার রথরক্ষায় নিযুক্ত হইল। বলির ঐ রথ সহস্রমায় ময়দানব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। উহাতে বহুতর ঈহামৃগ অঙ্কিত ছিল। দেত্যগণের সমস্ত রথ বহির্গত হইলে ঐ রথ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। অনন্তর বলি কিঙ্কিণীজাল জড়িত হিরণ্ময় শত পদ্ম দ্বারা সুশোভিত অতিপরিপাটি পুষ্পসমন্বিত বিজয়দায়িনী মালা পরিধান করিল। একে বাহু বিশাল তাহাতে সেই মনোহর মালা পরিধান করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশে সূর্য্যোদয় হইয়াছে, যেন শরচ্চন্দ্রমা সমুদিত হইয়াছে, যেন সুমেরু পর্ব্বতের কাঞ্চনময় শৃঙ্গে সূর্য্যরাগরঞ্জিত মেঘজাল সংলগ্ন হইয়াছে। প্রাস, পাশ, চর্ম্ম, খড়্গ, পরশ্বধ, ইন্দ্রধনুসদৃশ ধনু, দিব্য গদা হীরকখচিত উৎকৃষ্ট শূল, দীপ্ত বাণ ও নারাচপূর্ণ বিবিধ তূণীর প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র ঐ রথে রক্ষিত হইয়াছিল, সেই অস্ত্র সকল প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। দেবগণের ন্যায় কর্ণভূষণধারী, সুন্দরদন্ত, সুবর্ণ মণি ও মুক্তার অলঙ্কারে বিভূষিত পরিচারকগণ রথবেদিতে উপবেশন পূর্ব্বক বালব্যজন লইয়া বলিকে বীজন করিতে লাগিল। অয়ঃশিরা বাজিশিরা, ভূরাপ, শিবি, মত্ত, বিকচ, শতাক্ষ, জয়, নিকুম্ভ ও কুপথ এই দশজন দানব দানবাধিপতির রক্ষণে নিযুক্ত হইল। তদ্ভিন্ন বায়ুতুল্য বেগবান্ অন্যান্য সহস্র সহস্র দানব পদাতিবেশে শতঘ্নী, চক্র, অশনি ও শক্তি অস্ত্র লইয়া দানবরাজের

রক্ষার্থ ধাবমান হইল। দৈত্যেন্দ্র যখন যুদ্ধার্থ বহির্গত হয়, তখন শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝর্ঝর, ডিণ্ডিম ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য সকল উচ্চৈঃস্বরে শব্দায়মান হইল। মঞ্চমধ্যস্থিত, সুবর্ণখচিত, পতাকাযুক্ত উন্নত হিরণ্ময় ধ্বজ সূর্য্যের ন্যায় প্রভা ধারণ করিল। কাঞ্চনময় সমুন্নত আতপত্রের এবং বক্ষঃস্থিত সুবর্ণময়ী মালার শোভার ইয়ত্তা রহিল না। চতুর্দ্দিকে দৈত্যর্ষিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার মঙ্গলার্থ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। দানবরাজের পুরোহিতগণ এবং শাস্ত্রবৃদ্ধ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণও মন্ত্র জপ ও মহৌষধি দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। দৈত্যেন্দ্র প্রযত হইয়া কুবেরের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগকে, বস্ত্র, গোধন, গ্রাম, রত্ন ও নিষ্ক প্রভৃতি প্রদান করিতে লাগিল। সহস্র সূর্য্য, সহস্র চন্দ্র, অযুত নক্ষত্র, বহুতর কিঙ্কিণী এবং উৎকৃষ্ট হেমচিত্রযুক্ত রথ অগ্নির ন্যায় শোভমান হইল। ধনুর্ব্বাণধারী দানব দেবসৈন্য বিনাশের নিমিত্ত সেই রথে আরোহণ করিলে, তাহার মূর্ত্তি অতিভয়ানক হইল। যেমন তরঙ্গমালাসঙ্কুল মহার্ণব লোকবিনাশের নিমিত্ত প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যসাগর দেবসৈন্য বিনাশের নিমিত্ত বেগে প্রবাহিত হইল। যখন দানবসেনা সেই ত্রিলোকবিত্রাসন দেহ ধারণ পূর্ব্বক উন্নত শরাসন উদ্যত করিয়া দৈত্যেন্দ্রের রথের পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিল, তখন বোধ হইল যেন কাননসমাযুক্ত পর্ব্বত সকল শোভমান হইয়াছে।

——

ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৪৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দৈত্যসৈন্যগণের বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে দেবসৈন্যগণের বিষয় বিস্তারিত বলিতেছি শ্রবণ করুন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র মরুদ্গণ, আদিত্যগণ, বিশ্বগণ, সাধ্যগণ, অষ্টবসু, যক্ষ, রাক্ষস ও মহোরগগণ, বিদ্যাধরগণ, মহারথ গন্ধর্ব্বগণ, মহার্ণবগণ, শৈলগণ; মহাবীর্য্য রুদ্রগণ এবং যম, কুবের, জলাধিপতি, মহাত্মা সিদ্ধগণ, মনস্বী পিতৃগণ, রাজর্ষিগণ ও সিদ্ধযোগিগণ প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, মহাত্মগণ! তোমরা সকলে দৈত্যবিনাশের নিমিত্ত শীঘ্র সুসজ্জিত হও।

দেবরাজের আদেশ শ্রবণমাত্র স্বয়ং দেবরাজতুল্য পরাক্রান্ত মহাত্মা দেবগণ সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। মত্তমাতঙ্গের ন্যায় পরাক্রান্ত দেবগণ নানাবিধ কবচ, নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া কেহ কেহ ব্যাঘ্রে, কেহ কেহ গজে, কেহ কেহ রথে এবং কেহ কেহ বৃষে আরোহণ করিলেন। এদিকে হরিশ্মশ্রু হরিন্নেত্র দেবেন্দ্র স্বয়ং হরিতবর্ণ অশ্বযুক্ত ঐরাবতধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। তাঁহার ঐ রথ সূর্য্যবর্ণ, সুনাভ, বিপুল এবং স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। উহার সুবর্ণময় রচনা ও কাঞ্চনমালা অতিপরিপাটি। বিশেষ বিদ্যুৎপ্রভা দ্বারা উহার সমুদায় অংশ ঈষৎ তাম্রবর্ণ ও দেখিতে অতি মনোহর, শত্রুগণ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভয়ে পলায়ন করে। উহার সমুদয় অঙ্গ দেবগণশোভিত মাল্যে পরিপূর্ণ ও প্রজ্বলিত তারা সহস্রে পরিব্যাপ্ত। উহার ধ্বজ উন্নত, অক্ষ অক্ষয় এবং এমনি উজ্জ্বল, দেখিলে বোধ হয় যেন জ্বলিতেছে।

যিনি ত্রিলোকনাথ, যিনি ভূতপতি, যিনি সুরপতি, যিনি শচীপতি, যিনি সনাতন, যিনি সনাতন দেবর্ষিদিগেরও সনাতন, সেই মহাত্মা মহেন্দ্র হুতাশন ও আদিত্যসমুজ্জ্বল সহস্র তারাযুক্ত বর্ম্ম, সূর্য্যপ্রভ কিরীট ও সুবর্ণমালা পরিধান করিয়া ঐ বেগবান্ রথে আরোহণ করিলেন। আরোহণ করিয়া ভাস্কররশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত মহাসুর-রুধিরপানকারী বিশ্বকর্ম্ম-

নির্ম্মিত শতপর্ব্ব বজ্র অস্ত্র, মহাগ্রহসদৃশ দুই মহাশনি, ঘোরতর প্রজ্বলিত শক্তি, মহৎ চক্র, চাপ, খড়্গ, ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করিলে যে অমৃত উৎপন্ন হয়, সেই অমৃত হইতেও উৎকৃষ্ট ক্ষীরোদসমুদ্রসমুত্থিত, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র ও বিদ্যুতের ন্যায় প্রতিভামান অদিতিদত্ত কুণ্ডলাদি উৎকৃষ্ট ভূষণ সকল ধারণ করিলেন। ঐ সমস্ত ভূষণে বিভূষিত হইয়া সহস্রাক্ষ যখন যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন, তখন দিক্ বিদিক্ সকল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মূর্ত্তি দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন শ্বেতবর্ণ মেঘজাল সহস্র সহস্র নক্ষত্রসেবিত সূর্য্যকিরণ শারদীয় আকাশমণ্ডলে সমুদিত হইয়াছে। অত্রি, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, বৃহস্পতি, নারদ ও পর্ব্বত প্রভৃতি ঋষিগণ জয় ও আশীর্ব্বাদসূচক বিবিধ বাক্যে দেবেন্দ্রের স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ ও আদিত্যগণ প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। মাতলিসংগৃহীত অশ্ব সকল যখন সুরেন্দ্রকে লইয়া ধাবমান হইল, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন পাদবিক্ষেপে নভস্তল আক্ষেপ করিতেছে। কি ব্রহ্মর্ষি, কি সুরর্ষি, কি রাজর্ষি, কি পুণ্যশ্লোকগণ সকলেই শূল, পরশ্বধ, দীপ্ত শরাসন, অশনি ও সূর্য্যাংশুসদৃশ দীপ্তিমান হিরণ্ময় বর্ম্ম ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ধনপতি কুবের দীপ্ত গদা গ্রহণ করিয়া সহস্র অশ্বসংযুক্ত অতি সুদৃঢ় মহার্হ রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পাবক ও ধূমের ন্যায় আকার সম্পন্ন লোহিতনেত্র পিশাচগণ এবং রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ নানাবিধ সুদীর্ঘ অস্ত্র ধারণ করিয়া সেই রুদ্রসখ কুবেরের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল। যক্ষগণ প্রাস ও গদা হস্তে করিয়া ধনপতিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পুণ্যাত্মা পরম ধার্ম্মিক বৈবস্বতপুত্র প্রাণসংহারক যম শত শত বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল শত শত অশ্বসংযুক্ত সূর্য্যসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিলেন। তপঃপ্রজ্বলিত মূর্ত্তি নিষ্পাপ কলেবর পিতৃগণ এবং ভুবনপ্রধান ভূতগণ নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া সেই লোকপাল যমের অনুগামী হইলেন। তখন বারিপতি বরুণ স্ব গলদেশে মনোহর হিরণ্ময় মালা ধারণ পূর্ব্বক অসুরগণের নিধন বাসনায় অস্থি, মেদ, মাংস, ও শোণিতলিপ্ত ভীষণ মুদ্গর ও মহাস্ত্র দণ্ড গ্রহণ করিয়া বারিধিগণ সমভিব্যাহারে অসুরগণের বধার্থ ধাবমান হইলেন। অসুর গর্ব্বের খর্ব্বকারী জলেশ বরুণদেব প্রকাণ্ডদেহের ত্রিশীর্ষ সর্পসংযুক্ত কুন্দেন্দুসন্নিভ সুবর্ণখচিত রথে আরোহণ করিয়া অসুর নিধনে ধাবমান হইলেন। তাঁহার হস্তে পাশাস্ত্র, বাহুতে রৌপ্যময় কেয়ূর এবং অঙ্গে বৈদূর্য্যমণি ও মুক্তাময় নানা আভরণ। গমনকালে জলদেবতাগণ ও জলজন্তুগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল; বৃহদাকার ভুজঙ্গ ও মহর্ষিগণ তাঁহার স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। কৈলাসশৃঙ্গোপম অমৃতপায়ী অমেয়মূর্ত্তি মহাত্মা সমুদ্রনাথ সুধাভাস্বর রথে আরোহণ করিয়া নভোমার্গে যাত্রা করিলেন। ঐ উৎকটসাহস চন্দ্রের ন্যায় মনোহরমূর্ত্তি সমুদ্রনাথ যখন আকাশমার্গে যুদ্ধযাত্রা করিলেন তখন জীবগণ চমৎকৃত ও লোমাঞ্চিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে ধাতা, অর্য্যমা, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পর্জ্জন্য, মিত্র, শশী, ত্বষ্টা, বিশ্বকর্ম্মা ও পূষা প্রভৃতি সকলে উরশ্ছদ ধ্বজ ও কিঙ্কিণী সজ্জিত বৈদূর্য্যমণি ও সুবর্ণদ্বারা ভূষিতকূবর ইন্দ্ররথসদৃশ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া গমন করিলেন। উঁহাদের মধ্যে কাহার কাহার বর্ম্মপ্রভা দিবাকরের ন্যায়, কাহার কাহার নিশাকরের ন্যায়, কাহার কাহার

বিদ্যুতের ন্যায়, কাহার কাহার নীলবর্ণ মেঘের ন্যায়, কাহার কাহার বা কৃষ্ণবর্ণ লৌহের ন্যায় সমুজ্জ্বল। ঐ মহাপ্রভ বর্ম্ম সকল বিশ্বকর্ম্মকর্ত্তৃক নির্ম্মিত। অনিল ও সলিলতুল্য বেগবান্ বীরগণ স্বর্ণপদ্মময় মালা পরিধান করিয়া ধাবমান হইল। মহানুভাব রূপবান্ কাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ পরম ধার্ম্মিক মহাপ্রভ অশ্বিনীকুমারযুগল সুবর্ণচিত্রিত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মনুর পুত্র বলদর্পিত বসুগণও শাণিত অসি হস্তে করিয়া কেহ কেহ রথে কেহ কেহবা নাগপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দানববধার্থ ধাবমান হইলেন। অরুণ ও ধূমের ন্যায় আকারসম্পন্ন রুদ্রগণ শ্বেতবর্ণ বৃষভে আরোহণ করিয়া সমর যাত্রা করিলেন। মহাবীর্য্য মহোৎসাহসম্পন্ন সুরগণ যখন এইরূপে নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া সমরার্থ নির্গত হইলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহাদিগের তেজঃপ্রভাবে সমস্ত লোক দগ্ধ হইয়া গেল। সৌদামিনীবিরাজিত মেঘমালার ন্যায় স্বর্ণহারভূষিত দেবগণ সসৈন্যে যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তপঃপ্রজ্বলিতমূর্ত্তি সূর্য্যকিরণবর্ণ রণদুর্নিবার মহাবল পরাক্রান্ত বিশ্বদেবগণও সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের রথ সকল সুবর্ণ, এবং বৈদূর্য্য, মণি, মুক্তা ও সুবর্ণাদি দ্বারা চিত্রিত। তাঁহাদিগের শ্বেতছত্র সকল কাঞ্চনজালে এমনি সুশোভিত যে, দেখিলে বোধ হয় যেন অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। উরশ্ছদ, ধ্বজ ও কিঙ্কিণীদ্বারা সুশোভিত বায়ুতুল্য বেগবান অশ্ব সকল এবং কৈলাস শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত মহাবল পরাক্রান্ত দিগ্‌গজ সকল তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রদীপ্ত অস্ত্র সকল হস্তে করিয়া দেবগণ যখন বেগে গমন করিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন যুগান্তকালীন প্রজ্বলিত মহোল্কা সকল বেগে নিপতিত হইতেছে। স্বাধীনপ্রভাব উজ্জ্বলমুখকান্তি সুমহাপ্রভাব মহাবল অষ্টভুজ অগ্নি ও সূর্য্যসদৃশ প্রভাবশালী বিজয়িশ্রেষ্ঠ সাধ্য দেবগণও স্বর্ণে বিভূষিত হইয়া গঙ্গাতরঙ্গসদৃশ সেনাসমভিব্যাহারে দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া রণযাত্রা করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহাদিগকে পূজা করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণও তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। দৈত্য বিনাশের নিমিত্ত তাঁহাদিগের সকলেরই মূর্ত্তি উৎকট হইয়া উঠিল। দেবগণ ও সাধ্যগণের শরীরকান্তি, বর্ম্মপ্রভা ও ধ্বজের উজ্জ্বলতার সীমা রহিল না। চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ আরম্ভ হইল। মহাবল পরাক্রান্ত উগ্রাস্ত্রধারী মহারথ দেবগণ শত্রুপক্ষের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহামেঘাকৃতি ও গম্ভীরনিস্বন দেবগণের মধ্যে সকলেই রণধীর, সকলেই দীর্ঘবাহু, সকলেই রক্তচন্দনাক্ত, সকলেই স্ব স্ব অভিলষিত অস্ত্রজালে বিভূষিত, সকলেই সুগন্ধিমাল্য ও সুগন্ধি বস্ত্রে বিভূষিত এবং সকলেরই চক্ষু রক্তবর্ণ, সকলেরই অঙ্গে দৈত্যাস্ত্রনিবারণ বৈদূর্য্য ও সুবর্ণখচিত ভাস্বর বর্ম্ম, সকলেরই পৃষ্ঠ ও স্কন্ধদেশ খড়্গপ্রভায় শ্যামবর্ণ, সকলেরই গলদেশে সুবর্ণপদ্মের মালা ও সকলেরই হস্তে অসুরমর্দ্দিনী গদা। দেবসৈন্যগণ এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া দেবেন্দ্রকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে অসুরবধার্থ যাত্রা করিল। মহারাজ! ঐ সকল অসুরের বধের জন্য যুদ্ধযাত্রাকারী জয়শালী দেবরাজের এই প্রকার মহাপ্রভাব অদ্ভুত সৈন্য সহায় হইল।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৪৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর যেমন সমুদ্র সকল উভয়দিক হইতে আসিয়া বেলা অতিক্রম পূর্ব্বক পরস্পর মিলিত হয়, তেমনি দেব

দানবসঙ্কুল উভয়পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর মিলিত হইয়া অতীব বিস্ময়কর ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অস্ত্রদীপিতাঙ্গ বিস্তীর্ণবর্ম্মধারী করিশুণ্ডের ন্যায় আয়তবাহু রণদুর্জ্জয় মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ ঘোরতর শরাসন বিস্ফারণ করিয়া ভাস্করপ্রভ চক্র, ঘোরতর অশনি, খড়্গ, বজ্রমুখ শক্তি, কাঞ্চনখচিত গদা, মুদ্গর, শূল ও বৃক্ষ সকল বিক্ষেপ করত সমরাঙ্গনে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল। ঐরূপ যুদ্ধ হইতে হইতে দেব ও দানবে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মরুৎগণের মধ্যে পঞ্চম বীর সুরবর সাবিত্র বাণের সহিত, একতম বসু ধ্রুব অনায়ুষার পুত্র মহাসুর বলের সহিত, বলবান বায়ু মহাবল পরাক্রান্ত পর্ব্বতাকার মহাদৈত্য পুলোমার সহিত, সুরবর নর ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় ভয়ঙ্করমূর্ত্তি নমুচির সহিত, বিশ্বকর্ম্মা ময়ের সহিত, হয়গ্রীব সূর্য্যসঙ্কাশ অমিততেজা বীরবর পূষার সহিত, মহামায়াবী মহাবীর্য্য শম্বরাসুর ভগের সহিত, দৈত্যগণের চন্দ্র ও সূর্য্যস্বরূপ শরত ও শলভ শিশিরাস্ত্র সোমদেবের সহিত, বলবান বলির পিতা মহাবল বিরোচন ধাতা বিষ্বক্সেনের সহিত, হিরণ্যকশিপুর পুত্র কুজম্ভ প্রাসাস্ত্রসহায় অংশের সহিত, উজ্জ্বলমুখশ্রী পর্ব্বতাস্ত্রসহায় মহাসুর অসিলোমা মারুতের সহিত, অনায়ুষার পুত্র মহাসুর বৃত্র দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত, চক্রহস্ত দিতিনন্দন একচক্র সাধ্যদেবের সহিত, মদলোহিতনেত্র বৃত্রভ্রাতা বল মৃগব্যাধ রুদ্রের সহিত, বিকৃতাকার শতশীর্ষ মহোদর রাহু অজৈকপাদের সহিত, বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় নীলমূর্ত্তি দানবশ্রেষ্ঠ কেশী মহাবীর্য্য ধনেশ্বরের সহিত, বিশ্বদেব নিকুম্ভ মহাবল বৃষপর্ব্বার সহিত, কাল কালের ন্যায় সমরস্থিত পুত্রপরিবেষ্টিত প্রহ্লাদের সহিত, ধনদ কুবের গদা হস্তে করিয়া মহাবল অনুহ্লাদের সহিত, মহাত্মা বরুণ দৈত্যেন্দ্র বিপ্রচিত্তির সহিত এবং সুরেশ্বর মহাত্মা দেবেন্দ্র বলবান বলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশিষ্ট দেবতা ও দানবগণ প্রাস অসি, শক্তি ও শর লইয়া মহাসিংহনাদ করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরকে প্রহার আরম্ভ করিল।

এই সময় প্রলয়কালের দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে আরম্ভ হইল। সপ্ত মারুত সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল, সপ্ত সূর্য্য সমুদিত হইয়া মহার্ণব সকল শুষ্ক করিতে লাগিল, পৃথিবী বায়ুবশে বিদীর্ণা হইতে লাগিলেন, ভীষণ ইন্দ্রচাপাঙ্কিত মহামেঘ সকল সমুদিত হইল, জীবমাত্রেই আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল, দিক সকল তিমিরে আচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। কি ভূমণ্ডল, কি দিঙ্মণ্ডল, কি নভোমণ্ডল, কি সূর্য্য, রণরেণু দ্বারা সমস্তই সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বায়ু ঘোরতর উৎশৃঙ্খল ভাবে বহিতে লাগিল, দিক সকল একেবারে ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কি ভূতল কি নভস্তল কি অন্যান্য দিক সর্ব্বত্রই এইরূপ ও অন্যান্যরূপ মহোৎপাত সকল লক্ষিত হইতে লাগিল।

পদ্মযোনি ব্রহ্মা সহস্র মণিময় স্তম্ভ ও সহস্র জীবযুক্ত অগ্নিতাপন রথে আরোহণ করিয়া দেবতা ও দানবগণের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। সাঙ্গ বেদচতুষ্টয়, বিদ্যা, সিদ্ধ ঋষিগণ ও অন্যান্য দেবগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া সেই রথোপরি উপবেশন করিলেন। ঐ রথ নীলকান্ত সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্তমণি এবং উজ্জ্বল সুবর্ণ দ্বারা খচিত। উহার চতুর্দ্দিকে আনন্দ ভেরী সকল বাদিত হইতে লাগিল। নক্ষত্র ও চন্দ্রকিরণে তাহার চতুর্দ্দিক আলোকময়। এদিকে পুলস্ত্য, পুলহ, ভৃগু ও অঙ্গিরা প্রভৃতি ব্রহ্মার তনয়গণও সেই দিব্য রথে অবস্থান পূর্ব্বক ঋক্ ও সামবেদ দ্বারা সেই বরদ দেবদেবকে স্তব করিতে

লাগিলেন। ঐরূপে পাবকগণ, সাঙ্গবেদ সমুদয়, যথদেবতাগণ ও অন্যান্য প্রাণি সকল সেই ত্রিভুবনেশ্বর মহানুভব ব্রহ্মার আনন্দ বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদ্ভিন্ন ঋষিশ্রেষ্ঠ বৈখানসগণ ও দেবপুরোহিতগণ সকলে সমর দর্শনে সমুৎসুক হইয়া তথায় আগমন করিলেন। এদিকে বাক্যরূপ বিভূষণে ভূষিত দিবাকরবর্ণ ছয় যোগেশ্বর এবং নারায়ণ ও নরদেব নভোমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক অন্তর্হিত ভাবে যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। শরচ্চন্দ্র যেমন দশদিকের অন্ধকার নাশ করেন, ব্রহ্মা তেমনি সম্পূর্ণমণ্ডল শশধরের ন্যায় চতুর্ব্বেদধর চতুর্ম্মুখের প্রভায় দশদিক আলোকিত করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৪৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন; রাজন্! উভয় পক্ষের যুদ্ধ পুনর্ব্বার ঘোরতর বর্দ্ধিতভাবে আরম্ভ হইলে ঘোরতর বীরগণের সিংহনাদে ত্রিভুবন কম্পিত হইয়া উঠিল। গোমুখাকৃতি ডম্বরু, ভেরী, মুরজ, ঝর্ঝরী ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ঘোরতর লোমহর্ষণ যুদ্ধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ভয়ঙ্কর শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। প্রহ্লাদ ঐ যজ্ঞের নেতা, বিরোচন উহার অধ্বর্য্যু, নমুচি উহার হোতা, বৃত্র উহার পরিচারক ও অন্যান্য দৈত্যগণ উহার মন্ত্রস্বরূপ হইল। প্রবল পরাক্রমের সহিত পুত্রগণ পিতৃগণের অনুগমন করিল। বলদৈত্য ঐ যজ্ঞের যাজ্ঞিক হইল। ঐন্দ্র, পাশুপত ও ব্রাহ্ম অস্ত্র উহার মন্ত্র স্বরূপ হইল। অনুহ্লাদ ঐ সকল যোজনা করিতে লাগিল। শত্রুভয়ঙ্কর শ্রীমান ময়দানব উহার উদ্গাতা হইয়া ঘোরতর গর্জ্জন পূর্ব্বক দেবসৈন্য সকল নিবারণ করিতে লাগিল। অপ্রতুল দ্যুতিমান রাজা বলি জপ্যমন্ত্র ও হোমের সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদে ব্রতী হইল। শক্রগণরূপ ইন্ধনসংস্কারে রণাগ্নি ঘোরতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অসুরগণ রণবেদীর উপর উপবেশন করিয়া ঐ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিল। ঘোরতর শঙ্খ ও ভেরীশব্দই বেদপাঠস্বরূপ হইয়া উঠিল। মহাসুর বল, বলক ও পুলোম ইহারা ঐ যজ্ঞের চমস প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। বিবিধবর্ণ দণ্ড সমাযুক্ত রথ সকল যজ্ঞীয় যূপের কার্য্য করিল। কর্ণি, নালীক, নারাচ, বৎসদন্ত ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্র এবং বিচিত্র চাপনিচয় উহার সোমকলস হইল। অস্থি অস্ত্র, কপাল ও মস্তক সকল উহার পুরোডাশ এবং ঘোরতর রুধির উহার আজ্য হইল। সেনামণ্ডল উহার উদ্দীপক কাষ্ঠ এবং গদা সকল উহার পাষাণ স্বরূপ হইল। হয়গ্রীব, অসিলোমা, রাহু, কেশী, বিরোচন, জম্ভ, কুজম্ভ ও বিপ্রচিত্তি ইহারা সদস্য পদে ব্রতী হইল। রণক্ষিপ্ত সুদৃশ বাণ সকল ঐ মহাযজ্ঞের স্রুক এবং শরাসনাগ্র ও শরাসনজ্যা সকল উহার স্রুব হইল। বৃষপর্ব্বা উহার প্রতিপ্রাস্থানিক কার্য্য আরম্ভ করিল। দৈত্যেন্দ্র বলি সেনারূপ পত্নী সমভিব্যাহারে ঐ যজ্ঞে দীক্ষিত হইল। দিতিনন্দন শম্বর দিবারাত্র ঐ বিস্তীর্ণ যজ্ঞের পশুবন্ধন কার্য্য আরম্ভ করিল। অনলের ন্যায় প্রবলপ্রতাপ কালনেমি দ্বারা যজ্ঞীয় দক্ষিণা সম্পাদিত হইতে লাগিল। এইরূপে দেবগণের মৃতদেহে যজ্ঞকার্য্য ঘোরতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। উগ্রমূর্ত্তি দানবগণ মহা আনন্দে গর্জ্জন করিতে করিতে সোমপান স্বরূপ দেবগণের রুধিরপান করিতে লাগিল। দৈত্যেন্দ্র বলি সুরগণকে সমরে পরাজিত করিলেই দৈত্যদিগের যজ্ঞান্ত স্নান সমাপন হয়। ভূরিদক্ষিণ সাধারণসম্মত

বলবান্ যাজ্ঞিক অসুরেন্দ্রগণ ত্রিলোক জয়ের নিমিত্ত প্রাণপণে যুদ্ধযজ্ঞে দীক্ষিত হইল। সকলেই কৃষ্ণাজিনধারী, সকলেই ব্রতধারী, সকলেই মুঞ্জমেখলাধারী এবং সকলেই একমাত্র ত্রিলোকহরণ কার্য্যে তৎপর।

ত্রিলোক জয় করাই দানব ও দৈত্যগণের সাধারণ উদ্দেশ্য। এই আকাঙ্ক্ষায় ঘোরতর কোলাহল করিতে লাগিল। বিবিধাস্ত্রধারী বেগে ধাবমান যোদ্ধৃগণের সিংহনাদে, গজগণের বৃংহিতে, অশ্বগণের হ্রেষারবে, রণচক্রের ঘর্ঘর ঘোষে, সেনাগণের করচরণশব্দ এবং শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনিতে চতুর্দ্দিক অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। দেবতা ও দানবগণের শস্ত্রপাণি সৈন্যগণ সমরে অতি ভয়ানক কার্য্য আরম্ভ করিল, স্বর্ণালঙ্কারবিভূষিত রথ সকল ও গজযূথ দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যেন বিদ্যুদ্বিলসিত মেঘমালা বিরাজ করিতেছে। শক্তি, ঋষ্টি, গদা, শূল ও পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের দীপ্তিতে চারিদিক শোভিত হইল। কনকমণ্ডিতশেখর নানাপ্রকার অগণ্য রথ দেখিয়া বোধ হইল যেন সূর্য্য প্রতিম পর্ব্বত সকল জ্বলিতেছে। কাঞ্চনময় কবচাবৃত উভয় পক্ষীয় সৈন্য দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন জ্যোতিষ্কগণ গগনমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে; ঋদ্ধাক্ষ দেবগণ সেনামুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রণবীর যোদ্ধৃগণের বিবিধাকার ধ্বজপতাকা সকল বায়ুবশে দোলায়মান হইতে লাগিল। ধ্বজ, অলঙ্কার, বস্ত্র, চর্ম্ম ও কবচনিচয় সূর্য্যরশ্মিদ্বারা প্রতিভাত হইতে লাগিল। পদাতিসৈন্যের চরণোত্থিত ধূলিজালে দিঙ্মণ্ডল শুভ্রবর্ণ হইয়া উঠি।। দীপ্তাম্বরধারী বেগবান্ সৈন্যগণ পরস্পর অভিমুখীন, তত্বাতে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল। তখন কি দেব, কি দানব, উভয়পক্ষীয় যোধগণ সমরপ্রবৃত্ত হইয়া মুষল, মুদ্গর, শূল, লৌহশলাকা, উদূখল, বজ্র, খড়্গ, বৃক্ষ ও অন্যান্য নানাপ্রকার অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার আরম্ভ করিল। উভয়পক্ষ হইতে ঘোরতর বাণবৃষ্টি আরম্ভ হইল।

এইরূপে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, ইত্যবসরে দৈত্যেন্দ্র বাণ সুরবর সাবিত্রকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করত তাঁহার বধবাসনায় অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া আহুতিপ্রাপ্ত অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রজ্বলিত হইয়া সাগরশোষী আদিত্যের ন্যায় সেই সাগরসদৃশ সুরসৈন্য শোষণ করিতে লাগিল। এদিকে মহাবেগবান সাবিত্র, দেবেন্দ্র যেমন পর্ব্বতের উপর অশনি নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ সেই বলিপুত্র বাণের উপর উৎকৃষ্ট এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। প্রদীপ্ত মহোল্কার ন্যায় সেই শক্তি সমাগত হইতেছে দেখিয়া অমিতসাহস বাণ ক্ষুরপ্র অস্ত্রে ঐ শক্তি দ্বিধা ছেদন করিল। শক্তি ছিন্ন হইল দেখিয়া দেবশ্রেষ্ঠ সাবিত্র দানববিমর্দ্দন সিতধার সূর্য্যপ্রভ আশীবিষবিষতুল্য বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিত এক খড়্গ গ্রহণ করিলেন। সুরবর সাবিত্র জ্বলনপ্রভ ঐ খড়্গ গ্রহণ করিয়া বাণের সম্মুখে অবস্থান করিলেন। তখন মহামায় বলিনন্দন তাঁহাকে সম্মুখীন দেখিয়া হুঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট সূর্য্যকিরণসদৃশ, নরকে বজ্রাকার বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর সুবর্ণপুঙ্খ দীপ্তাগ্র সুভূষিত আশীবিষসদৃশ অন্য শর সকল সন্ধান পূর্ব্বক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন সাবিত্র মেঘাবৃত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় বাণচাপবিনির্গত শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। সুতরাং ঐ অবস্থায় তাঁহাকে রথ লইয়া পলায়ন করিতে হইল। এদিকে বলিনন্দন তদ্দর্শনে মহা আনন্দিত হইয়া সাবিত্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের রথের প্রতি ধাবমান হইল। ঐ সময় বলদৈত্য ঘোরতর গদা গ্রহণ

পূর্ব্বক একতম বসু ধ্রুবের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিল। সেই গুরুতর গদাপ্রহারে ধ্রুবের স্কন্ধদেশ ও তাঁহার সুবর্ণখচিত বর্ম্ম মথিত হইল। তখন অবশিষ্ট বসুগণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র বর্ষণ করিয়া মেঘজাল যেমন আদিত্যকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপে বলদৈত্যকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। দৈত্যবর সেই বাণবৃষ্টিতে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে অবতরণ করিল। তাহার পর গুরুতর গদা উদ্যত করত বেগে ধাবমান হইয়া একাদিক্রমে শত্রুগণের মস্তকোপরি প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। বজ্রে বজ্রে আহত হইলে যেমন ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হয়, সেই গদাপ্রহারে সেইরূপ ঘোরতর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময় দেবসেনাগণ শশব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। এমন কি, রথিগণ পর্য্যন্ত সেই শব্দে মহাভীত হইয়া রথ হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই রথসৈন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া একেবারে চারিদিক হইতে শরবৃষ্টি আরম্ভ করিল। প্রতিক্ষণেই ক্ষুরপ্র, ভল্ল ও বৎসদন্ত প্রভৃতি বাণ সকল দৈত্যবরের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। কিন্তু জ্বলন্ত অনলাকার, শতবিদ্যুৎ ও সূর্য্যসমকান্তি দৈত্যপুঙ্গব বল ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় সেই দেবসৈন্যের শরাসনবিগলিত শরধারা যেন পান করিতে লাগিল। অনন্তর যখন বেগে ধাবমান হইল, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন দ্বিতীয় মহার্ণব বেগে প্রধাবিত হইয়াছে। একেশ্বর দানবের বীর্য্যবলে দিক সকল প্রতিধ্বনিত এবং দেবগণ সিন্ধুবেগাহত ভূধরগণের ন্যায় নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া উঠিলেন। অধিক কি, বায়ুবেগাহত বৃক্ষমালার ন্যায় নিতান্ত মর্দ্দিত হইয়া পড়িলেন।

ঐ সময় দৈত্যবর বল অন্য বসুদ্বয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল। শক্রতাপন আপ ও অনিল উভয়ে মেঘের ন্যায় শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলে, বল আকাশ পথেই সে সকল শর ছেদন করিয়া ফেলিল। তখন বসুবর ধ্রুব তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার বলের প্রতি ধাবমান হইলেন, পুনর্ব্বার উভয়ে শরনিক্ষেপ করিয়া পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়েই সৎকুলীন, উভয়েই মহাবীর এবং উভয়েই তুল্য যশস্বী। উভয়ের নখ শার্দ্দূলের ন্যায় এবং দন্ত হস্তীর ন্যায়। ভীষণ শরপাতে পরস্পরের শরীর বিদীর্ণ, ক্ষতবিক্ষত এবং স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। আবার উভয়ে মহাক্রোধে মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করত পরস্পর ঘোরতর প্রহার আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে করে করবারি গ্রহণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের চর্ম্ম ও শরাসন ছেদন করিয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আজানুলম্বিত বাহু বিস্তীর্ণবক্ষ বীরদ্বয় বাহুযুদ্ধে বিলক্ষণ সুনিপুণ বলিয়া উভয়ে উভয়ের উপর যেরূপে বাহু বিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন লৌহদণ্ডে লৌহদণ্ড মিলিত হইয়াছে। অনন্তর যখন ভুজে ভুজে আঘাত আরম্ভ হইল, তখন পর্ব্বতের উপর বজ্রাঘাত হইলে যেমন ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, তেমনি শব্দ সমুদয় উত্থিত হইতে লাগিল। যেমন মাতঙ্গদ্বয় দন্তে দন্তে ও বৃষদ্বয় শৃঙ্গে শৃঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপে উভয়ে রোষভরে ক্ষণকাল বাহুযুদ্ধ করিবার পর ধ্রুব পরাজিত হইয়া বলের ভয়ে রণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরাভিমুখে পলায়ন করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৪৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুনর্ব্বার মহাত্মা ধরের সহিত দৈত্যবর নমুচির ঘোরতর যুদ্ধ

আরম্ভ হইল। ধনুর্গ্রহণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি একাদৃশ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল যে, বোধ হইল যেন দৃষ্টিপাতেই উভয়ে উভয়কে দগ্ধ করিয়া ফেলে। অনন্তর বসুশ্রেষ্ঠ ধর স্বর্ণপৃষ্ঠ মহাধনু বিস্ফারিত করিয়া শর বৃষ্টি করত প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরজালে সূর্য্যের প্রভা পর্য্যন্ত সমাচ্ছাদিত হইয়া গেল। তখন নমুচি ঈষৎ হাস্য করিয়া অতিদীপ্ত শিলাশাণিত বেগবান বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। দৈত্যবর প্রথমতঃ নয়শরে ধরকে বিদ্ধ করিবামাত্র, বসুসত্তম ধর অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। নমুচি তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া মত্ত মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের প্রতি বেগে গমন করে, সেইরূপ গমন করিল। অনন্তর শতভেরী-নিনাদসদৃশ শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া সেই মহার্ণবসমান দেবসৈন্য অপীড়িত করিয়া তুলিল। তাহার পর এদিক হইতে ঋষ্যবর্ণ এবং ও দিক হইতে হংসবর্ণ অশ্বসংযুক্ত রথ সম্মিলিত হইলে, দৈত্যবর বসুসত্তম ধরকে শরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ফলতঃ ঐ উভয় রথ পরস্পর মিলিত হইল দেখিয়া দেবসৈন্য ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া উঠিল। উভয়ে ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করত এমনি গর্জ্জন আরম্ভ করিল যে, বোধ হইতে লাগিল, যেন শার্দ্দূলদ্বয়, যেন মত্তমাতঙ্গদ্বয় গর্জ্জন করিতেছে। মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও মত্তমাতঙ্গসঙ্কুল সেই রণস্থল ক্রমশঃ যমরাজপুরীসদৃশ ভীষণ ভাব ধারণ করিল। সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে সেই অদ্ভুত যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। উভয়ে এমনি শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন যে, একেবারে শরজালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, বোধ হইতে লাগিল যেন বর্ষণকারী অম্বুদবর শরদ্ রমণীয় শোভা বিস্তার করিয়াছে; যেন উল্কাপাতে গগনতল বিদ্যোতিত হইয়াছে; যেন শারদীয় অম্বরে বলাকা বিরাজমান হইয়াছে। তাহার ক্ষণকাল পরেই দেবগণের মৃত অশ্ব ও গজের শরীরে রণস্থল সমাবৃত হইলে, বোধ হইতে লাগিল যেন নভস্তল মেঘমালায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

অনন্তর দৈত্যবর নমুচি সূর্য্যমণ্ডল সদৃশ প্রজ্বলিত অতি সুধার এক চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। সেই চক্র সুরশ্রেষ্ঠ ধরের রথোপরি নিপতিত হইবামাত্র কি রথ, কি ধ্বজ, কি অশ্ব, কি অস্ত্র, একেবারে সমস্তই ভস্মসাৎ হইল। তখন বসুসত্তম ধর ভয়ে সেই প্রজ্বলিত রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশমার্গে উল্লম্ফন করিলেন। এদিকে দেবসেনাপতি পরাজিত হওয়াতে নমুচির রণদর্পের আর সীমা রহিল না। সে তখন পুনর্ব্বার সুরসৈন্য আক্রমণ করিল।

এদিকে দেবতা ও দৈত্যদিগের বিশ্বকর্ম্মা মায়াযুদ্ধবিশারদ ত্বষ্টা ও ময় উভয়েই পূর্ব্ব হইতেই ঘোরতর বিদ্বেষী। এক্ষণে সমরাঙ্গনে মিলিত হওয়াতে উভয়ে সাংঘাতিক প্রহার আরম্ভ করিল। ত্বষ্টা যেমন স্বীয় বাহুবল বিস্তার করিয়া নানাবিধ শরনিপাতে পরাক্রান্ত বলদর্পিত ময় দৈত্যকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, ময়দানবও তেমনি স্বর্ণভূষিত সরলাগ্রভাগ শাণিত শরনিপাতে ত্বষ্টাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিল। ত্বষ্টা ময়দানবকে প্রহার করিয়া যেন দেবসৈন্যদিগের পরিত্রাণ করিলেন মনে করিয়া ক্রোধে মহাসিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাহার পরেই তিনি লৌহনির্ম্মিত, বিচিত্র কনক ও বৈদূর্য্যমণিখচিত মহাঘণ্টিক শক্তি গ্রহণ করিয়া ময়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ময় অমনি তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ সপ্ত শরে সেই প্রজ্বলিত অনলসদৃশ শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিল। তাহার পর তাঁহার প্রাণক্ষয় করিয়াই যেন ময়ূরপিচ্ছসুশোভিত শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ত্বষ্টা প্রজ্বলিত

নতপর্ব্ব পরে সে সমস্ত শর ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। অনন্তর উভয়ে গর্জ্জমান বৃষদ্বয়ের, ও বলবান্ শার্দ্দূলদ্বয়ের ন্যায়, প্রতি অবসরেই প্রহার আরম্ভ করিলেন, এবং ক্রোধে ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় পরস্পরের উপর পরস্পর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গদ্বয় মিলিত হইলে যেমন দন্তাঘাত আরম্ভ হয়, তেমনি উভয় উভয়ের প্রতি আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ময় ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণখচিত শক্তি প্রভৃতি সাংঘাতিক এক গদা গ্রহণ করিয়া, ত্বষ্টার উপর নিক্ষেপ করিল। সেই গদাঘাতে ত্বষ্টার অশ্ব সকল বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিপতিত হইল। তাহার পর ময় মহাহর্ষান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার শাণিত ক্ষুরে ত্বষ্টার ধ্বজ ও সারথিকে নিপাতিত করিল। তখন সুরশিল্পী সেই হতাশ্ব, হতসারথি রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে ময় রিপুশরাসন করিয়া শরাসন বিস্ফারণ করতঃ যখন দণ্ডায়মান হইল, তখন তাহার শরীরকান্তি দুষ্প্রজ্বলিত শোভার প্রজ্বলিত অনল শিখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; যেন কালান্তক যম দণ্ডায়মান হইয়াছে, যেন দাবাগ্নি সমস্ত বন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার পর দৈত্যবর শাণিত সুতীক্ষ্ণ বিবিধ রুচি চতুর্দ্দশ নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। ঐ অস্ত্র সকল কালপ্রেরিত রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় বিশ্বকর্ম্মার শোণিত পান করত যখন রক্তাক্ত হইয়া ভূতলে প্রবেশ করিল, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গগণ বিলমধ্যে অর্দ্ধ প্রবিষ্ট হইয়াছে। ঐ সময় ত্বষ্টাও সুবর্ণবিভূষিত চতুর্দ্দশ নারাচাস্ত্রে ময়কে বিদ্ধ করিলেন। সেই চতুর্দ্দশ বাণও দৈত্যবরের বক্ষোবিদারণ করিয়া সর্পের ন্যায় ভূতলে প্রবেশ করিল, তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যেন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রশ্মিজাল ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে।

তাহার পর ময়ও আবার যেমন শোণিতপায়ী অতি তীক্ষ্ণ তিনটী শর ত্বষ্টার উপর প্রয়োগ করিল, অমনি ত্বষ্টা সেই শরাঘাতে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লজ্জায় তথা হইতে পলায়ন করিলেন। এইরূপে পরাজিত হইয়া বিষহীন বিষধরের ন্যায় নিতান্ত ম্লানভাব ধারণ করিলে ময়ের আর আনন্দের অবধি রহিল না। তখন ময় সুবর্ণভূষিত শরাসন বিস্ফারিত করিয়া জ্বলন্ত অনলের ন্যায় সমরাঙ্গনে দণ্ডায়মান রহিল।

ঐ সময় বলগর্ব্বিত দানব পুলোমা শ্বেতাশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া রণস্থলে সমাগত হইলে, সমুদয় জীবের শরীরচারী কালান্তক যমের ন্যায় বায়ু তাহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন মাতঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের গর্জ্জন সহ্য করিতে না পারিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, বায়ু পুলোমার আস্ফালনশব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া সমরে অগ্রসর হইলেন। পুলোমার শরাসন হইতে এতাদৃশ বাণজাল বিস্তারিত হইতে আরম্ভ হইল, যে বোধ হইতে লাগিল যেন সমস্ত জগৎ সূর্য্যের কিরণজালে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এদিকে রোষকষায়িতলোচন পবনদেব শ্বসন্ত্যাগী সর্প এবং রশ্মিমালাকীর্ণ সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইলেন। দৈত্যবরের শরাসন বিনির্গত ময়ূরপুচ্ছভূষিত সুবর্ণময় শর সকল আকাশ মণ্ডলে হংসাবলির ন্যায় শোভা ধারণ করিল; বোধ হইতে লাগিল যেন দৈত্যবর পুলোমার ধনু, ধ্বজ, পতাকা ছত্র ও ঈষা হইতে অনবরত বাণ বহির্গত হইতেছে।

দৈত্যবর পুলোমা এইরূপ সুবর্ণনির্ম্মিত যত সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, বায়ুর নিকট সে সমস্তই নিষ্ফলবৃত্তি প্রাপ্ত হইল। অনন্তর পবনদেব প্রাণপণে সেই একান্ত ক্রুদ্ধ, সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় অগ্রসর দৈত্যবরকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাহার বেগ নিবারিত হইল না দেখিয়া একেবারে শরজাল বিস্তার

করিতে লাগিলেন। তাহার পরেই নতপর্ব্ব বিংশতি শরে পুনর্ব্বার তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তাহা দেখিয়া অপর দশ বায়ু উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ উত্থিত হইবামাত্র পুলোমার সৈন্যগণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পবনদেবের প্রতি ধাবমান হইল। এবং বর্ষাকালীন মেঘমালা যেমন পর্ব্বতোপরি জলধারা বর্ষণ করে তেমনি তাঁহার উপর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। প্রলয়কালে সপ্তগ্রহ যেমন সোমদেবকে নিপীড়িত করে, সেইরূপ সপ্ত মহারথ তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগল।

অনন্তর যখন পবনদেব ঐ সপ্ত মহারথকে নিহত করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার বিবিধ বস্ত্র বিভূষিত দক্ষিণবাহু উত্তোলন করিলেন, তখন পুলোমা প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহার প্রতি নয় শর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য না করিয়াও তাহাদিগের মস্তকে এমন ভয়ঙ্কররূপে ভুজযষ্টি পাতিত করিলেন যে তাহাতেই তাহাদিগকে শমনসদনে গমন করিতে হইল। সেই ভুজদণ্ড প্রহারে তাহাদিগের অঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল। তাহারা মুকুটবর্জ্জিত হইয়া গৈরিকাক্ত পর্ব্বতের ন্যায় রক্তাক্ত কলেবরে ভূতলে নিপতিত হইল, বোধ হইতে লাগিল যেন মত্তমাতঙ্গ, যেন পুষ্পিত পাদপ ভূতলশায়ী হইয়াছে। তাহাদিগের দেহ হইতে যে রুধিরধারা বিগলিত হইল, তাহাতে ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধিনী ঘোররূপা শোণিতনদী প্রবাহিত হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ দেবতা ও দৈত্য উভয় পক্ষের হস্তী ও অশ্ব সকল নিহত হওয়াতে যে রুধিরধারা প্রবাহিত হইল, তাহাতে সমর ভূমির ভীষণতার পরিসীমা রহিল না। যক্ষ, রাক্ষস, খেচর, ধ্বজ, রথ, ঘণ্টাবিভূষিত বিদীর্ণকুম্ভ মাতঙ্গ, বিষাক্ত সর্পের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ, প্রাস, তোমর, শক্তি, খড়্গ, ভল্ল, পরশ্বধ, স্বর্ণময় শরাসন, গদা, মুষল, পট্টিশ, কনকময় অঙ্গদ, কেয়ূর, মুকুট, কুণ্ডল, বর্ম্ম, অঙ্গুলিত্র, হার, মণি এবং বিগতজীবন দৈত্যসৈন্য সকল রণভূমির উপর নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন আকাশমণ্ডল গ্রহগণে ব্যাপ্ত হইয়াছে। দেবতা ও দানবদিগের যেমন সাহস ও যেরূপ পরাক্রম, যুদ্ধও তদনুসারে ঘোরতর হইয়া উঠিল।

অনন্তর এক বারে চারিদিক্ হইতে পুলোমার অসংখ্য সৈন্যগণ গদা ও মুষল হস্তে করিয়া পবনদেবকে প্রহার আরম্ভ করিল। মাতঙ্গ যেমন অঙ্কুশদ্বারা আহত হয়, সুরবর দানবগণদ্বারা সেইরূপ আহত হইতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি শত শত দৈত্য সংহার পূর্ব্বক পথ প্রস্তুত করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। আকাশমণ্ডলে যে সুবিস্তীর্ণ পথ দৃষ্টিগোচর হয়, ঐ পথ পবনদেবদ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া উহা অদ্যাপি বায়ুপথ নামে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধগণ সতত ঐ পথ আশ্রয় করেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! এদিকে মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্য হয়গ্রীব, পূষার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া মহাসিংহনাদ আরম্ভ করিল। তাহার পর ঘোরতর ধনু বিস্ফারিত করিয়া অনেকক্ষণ পূষার প্রতি বিকটকটাক্ষপাত করিয়া রহিল। পরশেষে এমনি লঘুহস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল যে, কখন ধনু আকর্ষণ, কখন শরসন্ধান, আর কখনইবা শর পরিত্যাগ করিতেছে তাহার কিছুই লক্ষ্য হইল না, কেবল অগ্নিচক্রের ন্যায় তাহার সেই ঘোরতর শরাসন সতত মণ্ডলীকৃতই লক্ষিত হইল। স্বর্ণপুঙ্খ নিশিত শরবৃষ্টিতে দিক্ সকল সমাবৃত হইয়া সূর্য্যের প্রভা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া গেল। আকাশমণ্ডলে কেবল নতপর্ব্ব শরজাল আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। গিরিশৃঙ্গাকৃতি চাপ হইতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যে সকল শর নির্গত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া

বোধ হইল, যেন আকাশমার্গ দিয়া বকপংক্তি সকল গমন করিতেছে। হয়গ্রীবের শরপংক্তি সমস্ত শরৎ, গার্দ্ধপত্র, শিলাশাণিত, স্বর্ণবিভূষিত, সরল ও বেগবান্। বাণগুলি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন গ্রীষ্মাবসানে বলাকাগণ নভোমণ্ডল শোভমান করিয়াছে।

এইরূপে তোয়দ যেমন বারিধারায় পর্ব্বতকে সমাচ্ছন্ন করে, সেইরূপ হয়গ্রীব শরবৃষ্টিপাতে পূষাকে সমাচ্ছন্ন করিল। সমুদ্র হইতে সমুত্থিত বৃষ্টিপাতের ন্যায়, অনবরত শরধারা নিপতিত হইতে লাগিল; কিন্তু পূষা তাহাকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। দেবগণ তাঁহার সাহস দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত শরাসনটী হেমপৃষ্ঠ, গম্ভীরনির্ঘোষ ও অতিবৃহৎ। তিনি সেই শরাসন হস্তে করিয়া ক্রোধভরে হয়গ্রীবের প্রতি ধাবমান হইলেন। অন্তর আকর্ষণ করিবামাত্র ইন্দ্রধনুর ন্যায় ধনু যেমন মণ্ডলাকৃত হইল, অমনি তাহা হইতে বাণ সকল বহির্গত হইয়া আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। বাণ সকল চতুর্দ্দিকে মালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কিন্তু হয়গ্রীবের সন্নতপর্ব্ব শরনিপাতে তাঁহার সে সমস্ত বাণ বিদীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। তথাপি তিনি অনায়াসে সুখসমুজ্জ্বল শর সকল বর্ষণ করিয়া হয়গ্রীবকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।

তখন দৈত্যবর হয়গ্রীব আর সহ্য করিতে না পারিয়া একবার ক্রোধে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া এমনি সুতীক্ষ্ণ শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল যে, প্রথমেই পূষার ধ্বজ, পতাকা, ধনু, রথরশ্মি এবং অশ্বগণের যোক্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিল। তাহার পর আর চারি উৎকৃষ্ট শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক রথের অশ্বদিগকে নিহত করিয়া সারথিকে রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিল। এইরূপে পূষা ক্রমে বিরথ হইয়া ভয়ে সিন্ধুতরঙ্গের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি শমনসদন হইতে প্রত্যাগতের ন্যায় প্রাণভয়ে ইন্দ্রের রথে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে সুরসত্তম ভগের সহিত শম্বরাসুরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অসুরবরের ধনুর দৈর্ঘ্য ছয় হস্ত এবং বিস্তার সার্দ্ধ তিন হস্ত। উহার জ্যা অতিশয় দৃঢ় এবং শব্দ ইন্দ্রের অশনির ন্যায়। দৈত্যবর শম্বর রোষারুণনেত্রে সেই শরাসন আকর্ষণ করিয়া সগুণ শর নিক্ষেপ করিল। তদ্দর্শনে দেবসৈন্যগণ মহাভীত হইয়া সিন্ধুতরঙ্গের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। ভগ, ভীষণাকার বিরূপাক্ষ শম্বরকে মহাবেগবান্ সন্দর্শন করিয়া ক্রোধে কম্পিতাধর ও স্ফুরিত হইয়া তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; এমন কি জ্যাকর্ষণশব্দে দিক সকল নিনাদিত করিয়া শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তাহার পর মত্তমাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গের প্রতি এবং বৃষ যেমন অন্য বৃষের প্রতি ধাবমান হয়, ভগও শরবর্ষণ করিতে করিতে সেইরূপ ধাবমান হইলেন। অনন্তর পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রমাগত শরবিক্ষেপে পরস্পর সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। শরাঘাতে উভয়ের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল। উভয়ে এমনি তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল যে, তাহার আর উপমার স্থল রহিল না। সন্নতপর্ব্ব বাণ সকল আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের কাংস্যময় বর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক প্রহার আরম্ভ করিল। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে রুধিরধারায় শরীর আপ্লুত হইয়া উঠিল। পরস্পর রোষভরে পরস্পরের উপর কটাক্ষ বিক্ষেপে যত্নবান্ হইলেন, কিন্তু নিক্ষিপ্ত শর নিপাতের নিমিত্ত কাহারও দৃষ্টিপাতের অবকাশ রহিল না। তখন কালান্তক যমের ন্যায় লোহিতাক্ষ শম্বর ভগের প্রতি এমন নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন গরুড় আকাশপথে অবস্থান পূর্ব্বক অজগর সর্পকে প্রোথিত করিতেছে।

এই অবসরে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহাবল চন্দ্র দণ্ডপাণি যমের ন্যায় মহাবেগে রথ সকল আবর্ত্তন করিয়া প্রলয়াগ্নির ন্যায় দৈত্যসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রবলে রথিগণ রথোপরে, সারথিগণ গজোপরে, নিষাদিগণ অশ্বোপরে এবং পদাতিগণ ভূতলোপরে পড়িয়া মর্দ্দিত হইতে লাগিল। দানবসৈন্যগণ হিমাস্ত্রপাতে বায়ুবেগাহত বনস্পতির ন্যায় নিতান্ত নিপীড়িত হইল। রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া পশু সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, পিনাক যেমন শোণিতাক্ত আর্দ্র হয়, সেইরূপ সোমদেবের হিমাস্ত্র শত্রুশোণিতে পরিদিগ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি বারংবার পলায়নোদ্যত দেবসৈন্যগণকে নিবারণ করিয়া দৈত্যদিগের মধ্যে কৃতান্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যোদ্ধৃগণ তাঁহাকে কৃতান্তের ন্যায় সমাগত দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ফলতঃ তিনি যে দিকে শিশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সে দিকের দৈত্যসেনা একেবারে বিশীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি স্ববলে পরিবেষ্টিত হইয়া এইরূপে দানবসেনা সংহার করাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন কাল স্বীয় বদনবিস্তার করিয়া অসুরসৈন্যসকল গ্রাস করিতেছে।

তদ্দর্শনে দৈত্যদিগের চক্র ও কাক্ষ উভয়ে কালপ্রমাণ শরাসন আকর্ষণ করিয়া বর্ষণকারী মেঘদ্বয়ের ন্যায় শরবর্ষণে ভীষণকল্প শশাঙ্ককে আচ্ছাদিত করিল। দেবতা ও অসুরগণের আস্ফালনশব্দে দিক সকল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। গজের বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব এবং ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের শব্দ একত্র মিশ্রিত হইয়া তুমুলকাণ্ড উপস্থিত হইল। জয়াকাঙ্ক্ষী যোদ্ধৃগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই উদ্ধত বৃষের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে, আকাশে বিস্তর ছিন্ন মস্তক সকল নিপতিত হইতে লাগিল। ফলতঃ কুণ্ডল, উষ্ণীষ ও সুবর্ণমালাযুক্ত অসংখ্য মস্তক রণভূমিতে নিপতিত হইল। কাহারও কাহারও শরবিদ্ধ শরীর, কাহার কাহার শরাসনযুক্ত হস্ত, কাহার কাহারও কবচাবৃত ও অলঙ্কৃত হস্ত সহিত রুধিরাক্ত কলেবর, কাহার কাহার দীপ্তিমান উরুদেশ কাহার কাহার কুণ্ডলাবৃত শশাঙ্কসদৃশ মুখ এবং হস্তী ও অশ্বগণের শরীর সকল নিপতিত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঘোরতর চাপমেঘের উদয় হওয়াতে ঘন ঘন অস্ত্রবিদ্যুৎ প্রকাশমান হইতে লাগিল। বাহনগণের গভীর নির্ঘোষই মেঘ ঘোষের স্বরূপ হইয়া উঠিল এবং শোণিত নদী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপ দেবতা ও দৈত্যগণের সংগ্রামস্রোত ভীষণবেগে প্রবাহিত হইতে থাকিল।

সপ্তচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৪৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধে দৈত্য ও দেবগণ রোষভরে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জরগণ শরপাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আরোহী নিহত হওয়াতে অশ্ব সকল উচ্ছৃঙ্খল দশদিকে ধাবমান হইল। উভয় পক্ষের কি গজারোহী, কি অশ্বারোহী, কি রথী ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই শরযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া রক্তপ্রবাহপূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল। বেগশালী বীরগণের আস্ফালন ও করতালি শব্দে আর কিছুই জানিবার উপায় রহিল না। অমিতপরাক্রম শক্রতাপন যোদ্ধৃগণ শর, শক্তি, গদা ও খড়্গপ্রহারে পরস্পর পরস্পরের সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিল। ইতস্ততঃ ছিন্নবাহু, ছিন্নমস্তক ও ছিন্নধনু সকল নিপতিত হইয়া রাশীকৃত হইয়া

উঠিল। কত যে হস্তী, অশ্ব ও রথ চূর্ণীকৃত হইয়া নিপতিত হইল তাহার সংখ্যা হইল না।

এইরূপে যোধগণের গদা, অসি, প্রাস ও সমুন্নতপর্ব্ব বাণপাতে যে সকল হস্তী, অশ্ব ও পদাতি নিহত হইল, তাহাদিগের শোণিতক্ষরণে ঘোরতর রক্তনদী প্রবাহিত হইয়া উঠিল। নিহত সৈনিকদিগের কেশজাল শৈবাল ও শবদল স্বরূপ ভাসমান হইতে লাগিল। ঐ সময় দানব নিপীড়িত দেবসৈন্যমধ্যে ঘোরতর হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। অসুরগণের সহিত যেই যে ভয়ানক ভীষণদর্শন আশ্চর্য্য যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তেমন যুদ্ধ আর কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ যুদ্ধে মহর্দ্ধির প্রধান্য লোহিতনের সাধ্যপ্রধান বিশ্বক্সেন বীরবর বিরোচনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অমিতবীর্য্য বিশ্বক্সেন, বিরোচনকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিন শরে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। বিরোচন শরাঘাতে বিদ্ধ হইবামাত্র ক্রোধে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গ এবং অধ্বরদীপিত অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহার পর শরাসন বিধূনন করিয়া অতি প্রদীপ্ত শত শত বাণে বিশ্বক্সেনকে বিদ্ধ করিল। তখন তিনি অতিমাত্র বিদ্ধ হওয়াতে ধ্বজযষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক মূর্চ্ছাভিভূত হইলেন। অনন্তর ক্ষণকাল পরে আশ্বাসিত হইয়া পুনর্ব্বার শরাসন ধারণপূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু বিরোচন শাণিত শরনিপাতে একেবারে চতুর্দ্দিকস্থ সুরসৈন্যগণকে উদ্বেজিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। এক দিকে যেমন গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় বিশ্বক্সেনের সিংহনাদ শ্রুত হইতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনি বিদ্যুদ্বিরাজিত গর্জ্জমান শিলাবর্ষী প্রচণ্ড মেঘের ন্যায় বিরোচনের সিংহনাদও শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সে অস্ত্র উদ্যত করিয়া এমনি শরবৃষ্টি আরম্ভ করিল যে, সুরসৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই ভীত হইয়া একাদিক্রমে রথিগণ রথ ও অশ্বারোহিগণ অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। পদাতিগণ পদব্রজে ধাবিত হইল। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় কার্ম্মুকশব্দ শ্রবণ ভয়ে রণবিলীন হইয়া পড়িল। যে সকল রথী ও যে সকল পদাতি পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই গিয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। যে চতুর্দ্দশ সহস্র পদাতি সৈন্য সাধ্যদেবের শরীররক্ষার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল, মহাবল বিরোচনের শরপাতে সে সমস্তই বিনষ্ট হইল। দৈত্যবর শ্যেনপক্ষীর ন্যায় পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া বজ্রধিনী ভেদ করত সৈন্যগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল। হতাবশিষ্ট যে সকল সাদী নিষাদী রথী ও পদাতিগণ তথায় বিদ্যমান ছিল, তাহারা সকলেই বিশ্বক্সেনের সহিত বিরোচনের প্রতি ধাবমান হইল। তাহাদিগের হস্তে অসি, চর্ম্ম, গদা, শক্তি, পরিঘ, প্রাস ও তোমর; সকলেই সিংহনাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইল।

এদিকে বিরোচন করে করবারি গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে ধাবমান হইয়া রথিদিগের মস্তক ও শরাসন ছেদন এবং একবিংশতি প্রকার গমন করিয়া কখন ভ্রান্ত, কখন উদ্ভ্রান্ত, কখন আবিদ্ধ, কখন আপ্লুত, কখন প্লুত, কখন প্রসৃত ও কখন বা সমুদীর্ণ পতন প্রদর্শন করিতে লাগিল। দৈত্যবরের খড়্গাঘাতে মর্ম্ম বিদীর্ণ হওয়াতে কেহ কেহ চীৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। আরোহী নষ্ট ও পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ হওয়াতে কোন কোন হস্তী যাতনায় অধীর হইয়া দেবসৈন্যই বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। নানাবিধ চাপ, তোমর ও মহাস্ত্রের দণ্ড সকল ছিন্ন হইয়া আকীর্ণ হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। খড়্গাঘাতে হস্তী ও অশ্ব সকল ছিন্ন ভিন্ন এবং রথিদিগের ধনু ও মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল।

লাগিল। মহাবল দানব লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক বিচিত্রমার্গে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কখন রথী, কখন সারথি, কখন বা রথধ্বজ ছেদন করিতে লাগিল। বীরবর কখন ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, কখন বা বেগে ধাবমান হইতেছে, কাহাকে পদাঘাতে সংহার করিতেছে, কাহাকে বা আকর্ষণ করিয়া প্রোথিত করিতেছে; কাহাকে খড়্গাঘাতে বিদারিত করিতেছে, কাহাকে বা সিংহনাদে চমকিত করিয়া তুলিতেছে; এই কাণ্ড দর্শন করিয়া কেহ কেহ ভয়ে গতিশক্তিহীন, কেহ কেহ বা একেবারে গতাসু হইয়া পড়িল।

এদিকে সৈন্যক্ষয়কর এইরূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল; ওদিকে অসুরবর কুম্ভ একতম আদিত্য অংশের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইল। মত্তমাতঙ্গপরাক্রম বীরবর বহুতর সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রথিসহায় সহস্র সহস্র সুরসৈন্য তাহার বাণপথে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। জীবগণ ভয়বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, দিক্‌সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। ক্রমশঃ দেবগণের পরাজয়ই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মহাবলপরাক্রান্ত অংশ দানবের দশসহস্র গজসৈন্য নিপীড়িত করিলেন। স্বীয় গজসৈন্য সকল বেগে প্রত্যাগমন করিতেছে দেখিয়া কুম্ভ প্রস্তরের ন্যায় কঠিন এক গুরুতর গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। এবং সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে গদাপ্রহার আরম্ভ করিল। তাহারই গদাপ্রহারে কোন কোন কুঞ্জরের দন্ত ভগ্ন কোন কোন কুঞ্জরের কুম্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল; সুতরাং তাহারা আর সহ্য করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। যে যে বিকটাকার দানব কুম্ভের সহায়তা করিতেছিল, তাহারাও তীক্ষ্ণ নারাচাস্ত্রে গজসৈন্যদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। কুম্ভও ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, ভল্ল দাত্র ও অঞ্জলিক অস্ত্রে গজসৈন্যদিগের মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। তখন সেই মস্তক এবং অঙ্কুশযুক্ত বাহুসকলে বোধ হইতে লাগিল যেন নভস্তলে প্রস্তর বৃষ্টি হইতেছে। গজারোহিগণের মস্তকচ্ছেদ হওয়াতে এক একটী নির্ম্মস্তক তালবৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইল। দেববর অংশের মত্তমাতঙ্গ আগমন করিতেছে দেখিয়া কুম্ভ ক্রোধে বহ্নি হইয়া যেমন একশরে তাহাকে বিদ্ধ করিল, অমনি সে সমর বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল।

গদাযুদ্ধবিশারদ দৈত্যবর এইরূপে গজসৈন্য মর্দ্দন করিয়া প্রধানতম সৈন্যদিগকে গদাপ্রহার আরম্ভ করিল। তাহার এক এক প্রহারেই পর্ব্বতাকার গজ সকল রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে পর্ব্বত সকল যেমন বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, গজসৈন্যগণ সেইরূপ বিশীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। দেবগণ তাহাকে মূর্ত্তিমান কৃতান্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। একে দানব, তাহাতে আবার ক্রোধে অন্ধ হইয়া শোণিতাক্ত গদা হস্তে দণ্ডায়মান হওয়াতে, সে একান্ত রুদ্রমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন প্রলয়কালে ভগবান ভূতভাবন প্রজা সংহারের নিমিত্ত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। গোপালকের যষ্টি দর্শনে গোধনগণ যেমন দমিত হয়, অসুরবরের গদা দর্শনে গজগণও সেইরূপ দমিত হইয়া উঠিল। সমরাঙ্গনে হতাবশিষ্ট যে সকল হস্তী আরোহীশূন্য হইয়া দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা আর কুম্ভের গদাঘাত ও বাণপ্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিয়াই ধাবমান হইল। বোধ হইতে লাগিল, যেন মেঘ সকল বায়ুবলে বেগে ধাবমান হইতেছে। এইরূপে গজগণ সমরাঙ্গণ

হইতে প্রস্থান করিলে দৈত্যবর কৃতান্ত সংবর্ত্তক কালের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৪৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় সৈন্যগণকে আদেশ করিবামাত্র তাহারা গর্জ্জনকারী দানবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও রথীসঙ্কুল সৈন্যসাগর যখন শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইয়া উঠিল, বোধ হইতে লাগিল যেন প্রলয়কালীন সমুদ্র পর্ব্বতপ্রমাণ মূর্ত্তিভাব ধারণ করিয়াছে। ফলতঃ সে সময় ঐ সৈন্যরাশি দর্শন করিয়া অতি আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। কিন্তু বলবান্ কৃতান্ত স্বীয় বেগবলে সেই সৈন্যসাগর স্তম্ভিত করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর গদাস্ত্র উদ্যত করিয়া প্রহার আরম্ভ করাতে সুরসৈন্যগণ আর অগ্রসর হইতে পারিল না, তখন উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এদিকে নীলবর্ণ অসিলোমা ও অর্ক উভয়ে মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যদেব সমুদিত হইয়া যেমন অন্ধকার দূরীকৃত করেন, তেমনি অসিলোমা দেবসৈন্য মধ্যে ধূমকেতু স্বরূপ সমুদিত হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসারিত করিতে লাগিল। দৈত্যবর সূর্য্যসন্নিভ স্বীয় রথে অবস্থান করিয়া মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে, তেমনি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার আকৃতি দেখিলেই বোধ হয়, যেন সে অতিশয় ক্রূর, দুর্দ্ধর্ষ, দুর্নিবার ও অতি ভীষণ; তেমন ভয়ঙ্কর বলশালী আর দ্বিতীয় দৃষ্টিগোচর হয় না। যখন সে শরজাল বিস্তার করিয়া হরির সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, তখন বোধ হইল যেন শরদংষ্ট্র, অসিজিহ্ব, চাপবদন সেই অসুর সংহারকর্ত্তার ন্যায় সমস্ত সুরসৈন্য গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার শরপাতে সুরগণের মস্তক সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় সুরপক্ষে দিক সকল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বীরবর শরধর অস্ত্র ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় সমরাঙ্গণে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহার কান্তি দর্শনে বোধ হইল যেন মহামেঘ সমুদিত হইয়াছে। অস্ত্রনির্ঘোষ ঐ মেঘের গর্জ্জন, বাণ উহার বারিধারা এবং ধনু উহার বিদ্যুৎস্বরূপ হইয়া উঠিল। যে সৈন্যসাগর দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, তাহাতে বাণ সকল গ্রাহের ন্যায়, কার্ম্মুক সকল তরঙ্গমালার ন্যায়, শরাবর্ত্ত মহাহ্রদের ন্যায়, গদা ও অসি সকল মকরের ন্যায়, শতঘ্নী বেলার ন্যায়, নারাচ সকল মীনের ন্যায় এবং গর্জ্জন শব্দ উৎক্রোশ পক্ষিরবের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। দুর্জ্জয় দানব একাদিক্রমে হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী প্রভৃতি সমস্তই সেই সাগরসাৎ করিতে লাগিল। রণস্থলে ঐরূপ মহান্ বিমর্দ্দ সমুপস্থিত হইলে, দেবগণের দৃষ্টি সেই সন্নাহবান্ অসিলোমার প্রতি নিপতিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন বিশুদ্ধ সুবর্ণের জ্যোতিঃ দীপ্যমান হইতেছে, যেন প্রজ্বলিত অনল শিখা বিস্তার করিতেছে, যেন মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য প্রখর কিরণ বিকীরণ করিতেছে। দেবসেনাগণ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইল না। গ্রীষ্মকালে হুতাশন যেমন তৃণ দাহ করে, দানব স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সুরসৈন্যগণকে সেইরূপ দাহ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যে ঘোরতর সিংহনাদ আরম্ভ করিলে, চতুর্দ্দিকে সকলেই ভয়বিহ্বল ও একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত হস্তী অশ্ব ও রথারোহী বীরগণ স্ব স্ব

মস্তক রক্ষার নিমিত্ত কিছুতেই সমরাঙ্গণ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না। সেই আকুলিত সমরতরঙ্গ ক্রমে অতীব লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। ভয়ে কাহারও দিক্ বিদিক্ জ্ঞান রহিল না; কেবল অনবরত অস্ত্রপাত হইতে লাগিল। অন্ধকারে উভয়পক্ষীয় সৈন্য এমনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল যে, কে বা আত্মপক্ষ, আর কে বা পরপক্ষ কিছুই নির্ণয় রহিল না। এমন কি, পরিশেষে বীরগণ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেশাকর্ষণ করিয়া মস্তকচ্ছেদন, কেহ বা বজ্রকল্পমুষ্টি প্রহারে কাহারো প্রাণনাশ করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে যোদ্ধৃগণের প্রাণবিনাশক স্বর্গপ্রাপক ভীষণ সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর গজ গজের প্রতি, অশ্ব অশ্বের প্রতি, বীর বীরের প্রতি এবং বিক্রান্ত মহারথগণ মহারথীর প্রতি ধাবমান হইল। বীরগণ প্রাণপণে এরূপ যুদ্ধ আরম্ভ করিল যে, কেহ কেহ বিকচ, বিরথ ও বিগতধনু হইয়া মুক্তকেশে কেবল হস্ত ও পদতাড়না করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময় সুরসত্তম হরি অসিলোমার উপর এমন এক ভল্লাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন যে, সেই অস্ত্রে তাহার শরাসন ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। পুনর্ব্বার তিনি তাহার প্রতি নতপর্ব্ব শত শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ সকল তাহার শরীরে অর্দ্ধ প্রবিষ্ট হইয়া পর্ব্বতগাত্রে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট সর্পের ন্যায় শোভমান হইল। তখন দানবের বাণবিক্ষত দেহ হইতে অবিশ্রান্ত রুধিরধারা বহির্গত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন সুমেরুপর্ব্বতের গাত্র হইতে গৈরিকধাতু বিনিঃসৃত হইতেছে। ঐ সময় অসিলোমা সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শর সকল নিক্ষেপ করিল। অনল ও সর্পবিষতুল্য সেই বাণ সকল সুরবরের সর্ব্বাঙ্গে আবিদ্ধ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বতবর মহামেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর দৈত্যবর পুনর্ব্বার সূর্য্যসমপ্রভ, কৃতান্তসন্নিভ, অপ্রতিম এক শরসন্ধান করিয়া সুরবরের প্রতি প্রয়োগ করিলে, তিনি সেই ভীষণ শরে আঘাতমাত্র বিদ্ধ হইবামাত্র মোহগ্রস্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন চতুর্দ্দিক হইতে সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। সূর্য্য অদর্শিত হইলে যেমন জগৎ একান্ত উদ্বিগ্ন হয়, তাঁহার পতনেও তেমনি উদ্বেগ উপস্থিত হইল। ঐ সময় মহাসুর অসিলোমা তাঁহার একবিংশৎ সংখ্য সৈন্যদলকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল, সুতরাং জয়লক্ষ্মী দানবপক্ষ অবলম্বন করিলে, দানব প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া উঠিল। তখন দৈত্যবর একান্ত মত্ত হইয়া ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল।

ঐ যুদ্ধে অশ্বিনীকুমারদ্বয় মহাবেগে বলবান্ বৃত্রাসুরের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বৃত্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া খড়্গ, বর্ম ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাণপণ করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ তাহার লোমহর্ষকর শঙ্খধ্বনি ও জ্যাস্ফালন শব্দেই সমস্ত জীব বিমুগ্ধ হইল। অন্য কি, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ পর্য্যন্ত তাহার অর্ণবনিস্বনসদৃশ শঙ্খস্বন শ্রবণ করিয়া ভয়ে রোমাঞ্চিত হইলেন। তাহারা পর গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, শক্তি, শূল ও পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রগ্রহণ করিয়া তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে, সে ভীষণ ভল্লাস্ত্র দ্বারা সেই সমস্ত নিবারণ করিল অনন্তর দৈত্যেশ্বর শরবর্ষণ করিয়া কি অন্তরীক্ষচারী, কি ভূতলবিহারী সকলকেই বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার শর নিপাতে কি যক্ষ, কি রাক্ষস, সকলেরই দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল; অনেকেরই মস্তক ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। গদা ও পরিঘপ্রহারে ছিন্ন

ছিন্নকলেবর দেবগণের শরীর হইতে যে রুধির ধারা বিগলিত হইতে লাগিল তাহাতে পৃথিবী প্লাবিত হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবগণ একেবারে সকলে তাহাকে আক্রমণ করিলে, বোধ হইল যেন মেঘমালায় দিবাকর সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ভাস্কর যেমন কিরণ বিকীরণ করিয়া সকলকে উত্তপ্ত করেন, বৃত্রও সেইরূপে মর্ম্মভেদী শর সকল নিক্ষেপ করিয়া দেবগণকে নিরতিশয় পীড়িত করিতে লাগিল। দেবগণ বারম্বারে চীৎকার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু দানবেন্দ্রের বিন্দুমাত্র মোহ লক্ষিত হইল না। মহারথ দেবগণ অসি, শক্তি, গদা, পরিঘ, প্রাস, তোমর, পরশ্বধ ও ত্রিশূল নিক্ষেপ করিয়া দানবকে প্রহার করিতে লাগিলেন। দানবও তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণের উপর শাণিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেবগণ সেই শরাঘাতে অতিশয় ব্যথিত হইয়া ভয়ে গদা, শক্তি, শূল, অসি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে বিপুলবক্ষ আজানুলম্বিত বাহু অসুরবর শূল ও গদা ধারণ পূর্ব্বক চরাচর বিশ্ব বিত্রাসিত করিয়া সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিল। কেবল শূলধারী একমাত্র অশ্বিনীকুমার ধনু গ্রহণ করিয়া অকস্মাৎ সিংহের ন্যায় বেগে বৃত্রাসুরের প্রতি ধাবমান হইলেন। এবং প্রথমতঃ তিন বৎসদন্ত বাণে তাহার পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করিলেন। গদাযুদ্ধনিপুণ মহাদুর্দ্ধর্ষ অসুর বিদ্ধ হইবামাত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্বলৎ সুদৃঢ় ভয়ঙ্কর গদাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে ধাবমান হইয়া সেই অস্ত্র দ্বারা অশ্বিনী কুমারকে প্রহার করিল। অনন্তর অশ্বিনীকুমার দৈত্যবরের প্রতি অত্যন্ত সুদৃঢ় সুবিপুল ভীষণ এক শূল নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু দানব গদাপ্রহারে সে শূল চূর্ণ করিয়া গরুড় যেমন সর্পের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ বেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। বিরুদ্ধ গমনের পর লম্ফ প্রদান করত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া সেই গিরিশৃঙ্গাকৃতি গদা ঘূর্ণিত করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে আঘাত করিল। কুমার গদাঘাতে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া সেই উৎকৃষ্ট শূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেগে গিয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে বৃত্র, ভীমপরাক্রম অশ্বিনীকুমারকে সমরে পরাজিত করিয়া মহানন্দে যুদ্ধস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৪৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই যুদ্ধ রণাঙ্গনে একজন মায়াবী দানবসত্তম ধীমান্ একচক্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ভীষণ গর্জ্জনকারী একচক্রের সৈন্য এবং রথমার্গ রোধ করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এদিকে পাটিশাস্রমোঘী মহাবলপরাক্রান্ত অসুরগণ ভুষুণ্ডী শূল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে গদা ও শক্তি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। সে শূলবৃষ্টি এমনি ভয়ানক যে এই চরাচরমধ্যে কাহারও সাধ্য নাই যে তাহা নিবারণ করে। পর্ব্বতাকার মহাবল দেবতা ও অসুরগণ একেবারে পরস্পর পরস্পরের উপর নিপতিত হইল। হিরণ্যকশিপুর রথে যেমন শত শত অশ্ব যোজিত ছিল, একচক্রের রথেও তেমনি শত শত অশ্ব সংযোজিত। সেই সমস্ত অশ্বের চরণপাতে, রথচক্রের ভীষণ শব্দে এবং একচক্রের বাণনিক্ষেপে শত শত দেবতা নিহত হইতে লাগিলেন। দৈত্যবর ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব অতি লঘু বিচিত্র বাণ সকল নিক্ষেপ করাতে দেবতাদিগের অসংখ্য অস্ত্র ছিন্ন হইয়া পড়িল। এদিকে দেবগণের তীক্ষ্ণ শরপাতে একচক্রেরও অনেক

সৈন্য, হস্তী ও অশ্ব সকল নিহত এবং রথ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। অদিতিনন্দন স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগকে ক্ষীণ হইতে দেখিয়া পলায়ন ভয়ে প্রাণপণে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। এদিক হইতে দানবেরা চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন পাশাধর রথাতি মধননামে এক প্রজ্বলিত অতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র এবং নিশিত সহস্র সহস্র শূল নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু একচক্র স্বীয় অস্ত্রবলে সে সমস্ত শূল ছেদন করিয়া রথাতির প্রতি আরও বল শাণিত শর নিক্ষেপ করিল। সুরবর তাহার অস্ত্রবেগ নিবারণ করিয়া অন্যান্য তীক্ষ্ণাস্ত্রে তাহার সৈন্যগণকে বিদ্ধ করিলেন। সেই অস্ত্রপাতে অসুরসৈন্যগণের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া এত রুধির নিঃসৃত হইতে লাগিল, বোধ হইল, যেন পর্ব্বত শৃঙ্গ সকল বর্ষাকালীন জলধারায় প্লাবমান হইয়াছে। অনন্তর দেবগণ দানবদিগের বজ্রস্পর্শবিশিষ্ট অতি বেগবান সরলাগ্র শরসমূহে অংশমাত্র বিদ্ধ হইয়া একান্ত ভীত হইলেন। ঐ সময় দানব রণস্থলে অবস্থান করিয়া দেখিল, রণক্ষেত্রের একপার্শ্বে কতকগুলি গজসৈন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহাদিগের গর্জ্জন সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় অতি সুগভীর, সর্ব্বাঙ্গ উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। উহারা সকলেই মত্ত, বীর্য্যবান্, সৎকুলজাত, সুশিক্ষিত, যুদ্ধে ঐরাবত তুল্য এবং সকলেই মহামাত্র কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। দৈত্যবর প্রমত্ত বারণের ন্যায় সেই শত্রুপক্ষীয় গজসৈন্যদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তথাপি পর্ব্বতপ্রমাণ সেই গজগণের ত্রিধা মদক্ষরণের বিশ্রাম হইল না। যুদ্ধবিশারদ অসুরবর গদা হস্তে করিয়া পবনদেব যেমন মেঘদিগকে উৎসারিত করেন, সেইরূপে গজগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। এইরূপে গদাঘাতে গজসৈন্যসকল নিহত হইলে দানব অশ্বসৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। অশ্বদিগের মধ্যে কাহার কাহার বর্ণ শুকপক্ষীর ন্যায়, কাহার কাহার হংসের ন্যায়, কাহার ময়ূরের ন্যায়, কাহার কাহার ভৃঙ্গের ন্যায়, কাহার কাহার বা বকের ন্যায়; কিন্তু চক্ষু কাহার কাহার মল্লিকার মত, কাহার কাহার বা অতি কদাকার। অপ্রতিমবীর্য্য একচক্র এক গদাবলে সমস্ত অশ্বসৈন্য নিপীড়িত করিয়া ফেলিল। তখন অচিন্ত্যবিক্রম গদাযুদ্ধবিশারদ রথাতি, দানবের সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শন করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তাহার সৈন্যগণ আহ্লাদিত হইল। তিনি রথারোহণে ইন্দ্রনিকটে গমন করিলেন। এদিকে মহাসুর একচক্র ত্রিংশৎ শতসহস্র সৈন্য বিনাশ করিয়া বিধূম পাবকের ন্যায় রণস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

ঐ যুদ্ধে মহাসুর বল, একতম রুদ্র মহাত্মা মৃগব্যাধের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মৃগব্যাধের পার্শ্বচরগণ বলকে দেখিবামাত্র হুত-হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া কেহ কেহ মত্ত মাতঙ্গে, কেহ কেহ বেগবান্ অশ্বে ও কেহ কেহ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্র ও অন্যান্য প্রকার বিবিধ শাণিত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রণস্থলে সমুপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই মহাবেগ, মহাবল, মহাসত্ত্ব, মহামতি, মহোৎসাহ, মহাকায় ও মহারথ বলকে উদয়ে সূর্য্য সহস্ররশ্মির ন্যায় সকল দিকে সর্ব্বভাবে বিচরণ করিতে দেখিয়া একেবারে চতুর্দ্দিক হইতে ঘোর শর অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা মৃগব্যাধ স্বীয় লোহনির্ম্মিত সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল দৈত্যবরের পর্ব্বতপ্রমাণ মস্তকের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মস্তকে অস্ত্রাঘাত হইবামাত্র দানব একেবারে গর্জ্জনশব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আকাশপথে উত্থিত হইল। তখন সুরবর মৃগব্যাধ শরাসনে আরোপণ করিয়া দ্রুতবেগে রথারোহণে তাহার অনুগমন করিলেন। ঐরাবতনামে

মেঘ যেমন ভূধরের উপর ধারা বর্ষণ করে তিনিও তেমনি তৎক্ষণাৎ শরবর্ষণ করিয়া দানবকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। দানবরাজ শরণী ভিন্ন হইয়া মেঘের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহার পরক্ষণেই হঠাৎ নিরন্দ্র উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায় বেগে মৃগব্যাধের রথের উপর নিপতিত হইল এবং ঈশা ও কূবরসহিত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন মহাবল মৃগব্যাধ রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার পারিষদগণ তাঁহাকে রথহীন দেখিবামাত্র ক্রোধে লোহিতনেত্র হইয়া মুদ্গর গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইল। দানবও তাহাদিগের সহিত তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধে উত্থিত হইল। তখন রুদ্রদেবের পারিষদগণ যেমন বৃক্ষের উপর পরশু প্রহার করে, তেমনি সেই দানবের শরীরে মুদ্গরাঘাত করিতে লাগিল। অতুলপরাক্রম দানব তাহাদিগের বেগ প্রতিরোধ করিয়া পুনর্ব্বার ভূতলে অবতীর্ণ হইল। এবং মহাশাখ এক শালবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া একাদিক্রমে সমস্ত রুদ্রানুচরদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু দানবও তাহাদিগের প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইল। অনন্তর জীবজন্তু ও পাদপসমন্বিত এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া একাদিক্রমে যাবতীয় রুদ্রানুচরদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহারা ক্ষীণবল হইলে দানব অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ফেলিল। তাহার পর অশ্ব লইয়া অশ্বের, গজ লইয়া গজের, রথ লইয়া রথের এবং একজন যোদ্ধাকে ধরিয়া অপর যোদ্ধার উপর আঘাত করিয়া যুগান্তকালীন কৃতান্তের ন্যায় সমস্ত সুরসৈন্য মর্দ্দিত করিতে লাগিল। নিহত অশ্ব, গজ, দানবসৈন্য ও ভগ্নরথে রণভূমির চতুর্দ্দিকে অণুমাত্র স্থান রহিল না। দৈত্যেন্দ্র বল ও বলবান্ মৃগব্যাধ উভয়ে মত্ত বারণের ন্যায় এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ঐ যুদ্ধে অজৈকপাদ নামে ত্রিলোকবিখ্যাত দ্বিতীয় রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া অসুরশ্রেষ্ঠ রাহুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। উঁহাদিগেরও উভয়ে লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে যুদ্ধে যে শোণিতনদী প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে দেবতা ও দানবগণের দেহ শিলাসংঘাত এবং উভয়পক্ষের কেশপাশ তাহার শৈবাল স্বরূপ হইয়াছে। ভীমমূর্ত্তি রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ শত্রুসেনাক্ষয়কারক শতমুখ রাহুকে প্রহার করিলেন, আর কাঞ্চনখচিত, অশ্ব ও সারথিযুক্ত রথ ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। ঐ সময় অজৈকপাদের এক জন অনুচর শরশক্তি লইয়া দানবের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। তাহাতে দেহ বিক্ষত হওয়াতে দানব ক্রোধান্ধ হইয়া এক তলপ্রহারে রুদ্রদেবের রথ মর্দ্দিত করিয়া ফেলিল এবং তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। রুদ্রদেবও প্রধান প্রধান দানবকে সংহার করিয়া নতপর্ব্ব শর সকল গ্রহণ করিয়া সেই বাণবর্ষী বিকটমূর্ত্তি দৈত্যকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাঘোর লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে থাকিলে, রুধির প্রবাহপূরিতা মহাবেগশালিনী মহানদী সকল প্রবাহিত হইল। যেমন সূর্য্য কিরণজাল দ্বারা মেরুকে বিদ্ধ করেন, তেমনি রুদ্র নীলাঞ্জনরাশি সদৃশ দানবকে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কামরূপী পর্ব্বতাকার প্রধান প্রধান দানব সকল শক্তি শূল ও পরশু দ্বারা নিহত হইয়া পতিত হইল। লোমহর্ষণ মহাঘোর সমর হইতে থাকিলে, শত সহস্র মহাভেরী, মৃদঙ্গ পণব এবং শঙ্খ ও বেণুর রব মিশ্রিত হইয়া এক অদ্ভুত শব্দ হইতে লাগিল। মরণকালীন দৈত্য এবং দানবগণের দারুণ চীৎকার শ্রুত

হইতে থাকিল। তুরঙ্গম যুক্ত ও রথ সকলের চক্র দ্বারা উদ্ধৃত হইয়া পার্থিব ধূলি যোধগণের পথ ও চক্ষু রোধ করিল। অস্ত্র সকল যেন ভূমির পুষ্প সজ্জা স্বরূপ হইল। এবং মাংস শোণিতে কর্দ্দম হইয়া আর ভগ্ন পড়া গদা, শক্তি, তোমর ও পট্টিশ, পরিত্যক্ত ভগ্ন সাংগ্রামিক রথ, নিহত মত্ত গজ, দেব ও দানব এবং ভগ্ন ও নিপতিত চক্রাক্ষ ও যুগ সকলে পরিব্যাপ্ত হইয়া রণভূমিতে দর্শন ও তন্মধ্যে ভ্রমণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। মাংসাশী রাক্ষস সকল উল্লাসে দলে দলে ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং দশদিক কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে আরম্ভ করিল। পরস্পর-বিদ্বেষী জয়াভিলাষী দেবদানবগণের, অপরাঙ্মুখ বীর সৈনিকগণের এবং রথ ও একপাদের এই প্রকার অতি ভয়ানক যুদ্ধ হইতে থাকিল। ক্রুদ্ধ হইয়া যাহারা যখন পরস্পর আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন প্রাণিগণ সাগরক্ষোভের ন্যায় শব্দ শুনিতে লাগিল।

ঐ যুদ্ধে গদা, পরিঘ ও শূল ধারী ধূম্রাক্ষ নামে আর এক সুতীব্র রুদ্র শক্তি প্রভাবে কেশী দানবকে বিদ্ধ করিলেন। রুদ্রের অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও ভীম নামক ভীমপরাক্রম পারিষদগণও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করত যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল। তপ্তকাঞ্চন কুণ্ডলধারী শ্রীমান্ কেশীও রথে আরোহণ করিয়া রণ-দুর্জ্জয় দানবগণের সমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। রণ বিখ্যাত প্রচণ্ড বীর্য্যশালী দানব যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহার মুখ হইতে অগ্নি শিখা সকল নির্গত হইতে লাগিল। তাহার স্কন্ধ সিংহ ও বৃষের ন্যায়, বিক্রম ব্যাঘ্রের সদৃশ, বর্ণ মহামেঘের তুল্য এবং রব সিংহের সদৃশ; সে যখন দানবগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল, তখন এক মহাশব্দ উত্থিত হইয়া স্বর্গ কম্পিত করিয়া তুলিল। অশনি দেবসেনা মধ্যে পতিত [illegible] হইয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বত লইয়া যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল। ঐ সমস্ত দেব দানব পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, লোক ভয়ঙ্কর তুমুল নির্ঘোষ হইয়া উঠিল। দেব ও দানবগণ প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া অতিঘোর লোমহর্ষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সকলেই অতি বলশালী, সকলেই পরাক্রমশালী, সকলেই বীর, সকলেই গর্ব্বিতাকার; সকলেই সর্ব্বাস্ত্র বিদ্বান্; সকলেই সর্ব্ব স্ব উদ্যত করিয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। যুদ্ধ স্থলে তাহারা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে, যুগান্ত কালীন মেঘের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। সেই মহাঘোর শব্দ শ্রবণ করিয়া স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। দেব দৈত্য-বৃন্দের পাদোদ্ধূত অরুণবর্ণ ভয়ঙ্কর ধূলিরাশিও উত্থিত হইয়া দশ দিক রোধ করিল। সেই কৌশেয়ের ন্যায় অরুণ ও পাণ্ডুবর্ণ বহুরূপ ধূলি রাশিতে দেব ও দানব উভয় পক্ষই আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; কি ধ্বজ, কি পতাকা, কি বর্ম্ম, কি তুরঙ্গম, কি অস্ত্র, কি রথ, কি সারথি কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; কেবল পরস্পরের প্রতি ধাবমান দেব ও দানবগণের শব্দমাত্র কর্ণগোচর হইতে লাগিল। প্রচণ্ড-বীর্য্যশালী কেশীর মুখ হইতে অগ্নিশিখা সকল নির্গত হইতে লাগিল। সিংহ ও বৃষভ স্কন্ধ, শার্দ্দূলপরাক্রম কেশী দৈত্যগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে আগমন করিলে, তাহার ভীম চীৎকার ইতস্ততঃ হইতে লাগিল, রূপ দৃষ্টিগোচর হইল না। সেই তুমুল সংগ্রামে ক্রুদ্ধ হইয়া দানবগণ দানবগণকে এবং দেবগণ দেবগণকেই প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাসুরগণ যুদ্ধে বিপক্ষকে প্রহার না করিয়া স্বপক্ষীয় দিগকেই প্রহার করত মেদিনীকে রুধিরে আর্দ্র করিয়া তুলিল। অনন্তর রুধিরস্রোতে সিক্ত হইয়া ধূলি নিবৃত্তি পাইল। তখন দুষ্ট [illegible] শরীর শূল, শক্তি,

ভয়োৎপাদক ক্রুদ্ধ সেই বৃষপর্ব্বাকে আগমন করিতে দেখিয়া ধনুর্দ্ধারী নিকুম্ভ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর্য্য নিকুম্ভ তৎপরে মর্ম্মভেদী ত্রিংশৎ বিংশৎ শরে দানবাধিপতি বৃষপর্ব্বাকে বিদ্ধ করিলেন। দানবাধিপতিও কতিপয় তীক্ষ্ণ শরশঙ্ক দ্বারা নিকুম্ভকে বিদ্ধ করিলেন। নিকুম্ভ বিদ্ধ হইয়া সমরস্থলে প্রভূত রুধিরধারা মোক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈনিকেরা পরাজিত, ভগ্নদর্প ও মুক্তকেশ হইয়া বৃষপর্ব্বার ভয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়নকালে বৃষপর্ব্বার ভয়ে ভীত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে বারম্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রণবিখ্যাত বৃষপর্ব্বা নিকুম্ভের সকল সৈনিককেই অস্ত্র ত্যাগ করাইয়াছিল।

ঐ যুদ্ধেই হিরণ্যকশিপুর পুত্র লোহিতলোচন মহাবীর্য্য প্রহ্লাদ কালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই দানবরের যুদ্ধকালে বিজয়দাতা শুক্রাচার্য্য সন্তুষ্ট হইয়া বিজয়ার্থ সমস্ত মাঙ্গল্য ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তিনি যখন হুতাশনে আহুতি দান ও ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিতে লাগিলেন, তখন হুতাগ্নি সুগন্ধ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল। ভার্গব বিজয়ার্থ বিবিধবর্ণ বিবিধ মালা মন্ত্রপূত করিয়া স্বয়ং প্রহ্লাদের শুভ মস্তকে বাঁধিয়া দিলেন। অতি বীর্য্যশালী মহাত্মা প্রহ্লাদ কালের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হইলে, শুক্রাচার্য্য তাঁহার প্রতি শান্তি করিলেন। তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্য ছিল, তাঁহারা অন্যান্য দানবশ্রেষ্ঠদিগের শান্তিবিধানার্থ মন্ত্র জপ এবং পরব্রহ্মের স্তুতিবিষয়ক যথার্থ বেদপাঠ করিতে লাগিলেন।

এইপ্রকারে যুদ্ধযাত্রার অনুরূপ বিজয় কর্ম্ম সকল যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইল। অনন্তর সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা, সমরে অপরাঙ্মুখ, বিবিধ বেদ্যা ও তপঃসম্পন্ন, কৃতস্বস্ত্যয়ন দানবগণ কবচধারণ ও ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক গাত্রে গদিকে অভিবাদন করিয়া প্রহ্লাদের চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হইল। প্রহ্লাদ এক শক্ররথ বিমর্দ্দনকারী বজ্রবিদ্ধ পর্ব্বতের ন্যায় নানা অস্ত্রশস্ত্রপূরিত এক পরম দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ ক্ষণমধ্যেই মেঘগর্জ্জ মেরুশিখরের ন্যায় বাহ্বাস্ফোটনশব্দে পূরিত হইয়া উঠিল। প্রহ্লাদের মূর্ত্তি অতি মনোহর; হস্তে ধনুর্ব্বাণ, শরীর অতি সুন্দর কবচে আবৃত এবং মস্তক শিরস্ত্রাণবেষ্টিত। রণপ্রিয় দারুণ পদ্মমালা পরিধান এবং বহু ব্রাহ্মণদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইল। সমস্ত সৈন্য একবারে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন নভোমণ্ডল মেঘে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অনন্তর সিংহ ও শার্দ্দূলবিক্রান্ত এবং কিঙ্কিণীশোভিত দানবসৈন্য ব্যূহ রচনা করিয়া সেই দানবেন্দ্র প্রহ্লাদের অগ্রে অগ্রে চলিল। ঐ ব্যূহের এক পার্শ্বে সপ্ততি রথ ও অপর পার্শ্বে সপ্ততি গজসৈন্য। মধ্যস্থলে মহাসুর কালনেমি অবস্থিত হইয়া ধনুর্ব্বিস্ফারণ পূর্ব্বক কখন চীৎকার, কখনও বা হাস্য করিতে লাগিল। এইরূপ ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী বিক্রমশালী শতসহস্র দানব দৈত্যরাজের অগ্রভাগে যাত্রা করিল। সেই বিস্তৃত দানবব্যূহ উভয় পার্শ্বে সমান বিস্তৃত ও সমানরূপে বর্দ্ধিত হওয়াতে কোন দেবতার সাধ্য রহিল না যে তন্মধ্যে প্রবেশ করেন। ষষ্টিসহস্র রথ গমন করিল; তদ্ভিন্ন নানা অস্ত্র ও ধনুর্দ্ধারী কত দানব যে যাত্রা করিল, তাহার ইয়ত্তা রহিল না। গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, শূল, পট্টিশ ও মুদ্গর ধারণ করিয়া দৈত্যগণ পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তাহারা কখন গর্জ্জন, কখন সিংহনাদ, কখনও বা আক্রোশ প্রকাশ

করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। ঐ সময় সহস্র সহস্র তূর্য্য একবারে শব্দিত হইয়া উঠিল। করিগণের বৃংহিত ও অশ্ব সকলের হ্রেষারব মেঘগর্জ্জনসদৃশ দুন্দুভিধ্বনি ও পটহনিনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সেই সকল শব্দ এবং শঙ্খশব্দে বোধ হইল যেন আকাশমণ্ডল শব্দায়মান হইতেছে। মহাত্মা প্রহ্লাদ সাগরসঙ্কাশ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় বেগভরে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। সেই অতুলপরাক্রম বীরবরের গমনে নিরন্তর ত্রিলোকের যাবদীয় জীব বিকটস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। আকাশ হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল বিকটস্বরে চীৎকার করিবার সময় শিবা সকলের মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে রণমত্ত মহাবল পরাক্রান্ত প্রহ্লাদ ঈষৎ হাস্য করিয়া তৎকালোচিত বাক্য বলিলেন। কহিলেন, আজ আমি আমার প্রসিদ্ধ বাহুবল প্রদর্শন করব, আজ তোমরা দেখিবে, দেবতারা আমারই বাণে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। যে সকল দানবের বান্ধবগণ যুদ্ধে দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, আজ তাহারা তাহাদিগকে শত্রুদিগের মাংস বলি প্রদান করিবে। রণস্থলে এই যে ধূলিরাশি উত্থিত হইয়াছে, আজ আমি শত্রুর শোণিত মোক্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা এই ধূলিরাশি নিবারণ করিব সৈন্যোত্থিত রেণুদ্বারা আকাশ পাণ্ডুরবর্ণ এবং ঘোর অন্ধকারে সূর্য্য প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছেন। এতাদৃশ আকাশপথে আজ আমার বাণ সকল খদ্যোতের ন্যায় উড্ডীন হইবে। সকলে আনন্দিত হইয়া আমোদ করিতে থাক, দেবতাদিগের ভয় পরিত্যাগ কর। আজ আমি বজ্রধারী যমকে যুদ্ধে সংহার করিব। আজ সত্বরই দেবতাদিগকে ক্রমশঃ শরে নিপাত করিয়া রাজা বলিকে তুষ্ট করিব। আমার এই তূণীর অক্ষয়; ইহাতে আশীবিষের ন্যায় শর সকল রহিয়াছে; অতএব যে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে, এতাদৃশ কোন্ ব্যক্তি আমার সম্মুখ যুদ্ধার্থে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়। শত্রুদিগকে সংহার করিতে পারিলে সন্তোষ এবং রাজাদিগের অনুরাগ লাভ করা যায়; আর যুদ্ধে মরিলে স্বর্গে বাস হয়, অতএব যুদ্ধের সমান গতি আর নাই। হে দানবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা ভয় পশ্চাতে রাখিয়া বলে যাবদীয় শত্রু সংহার করিয়া নন্দনবনে আমোদ প্রমোদ কর।

দানবশ্রেষ্ঠ মহাসুর প্রহ্লাদ এইপ্রকার কহিয়া বলপূর্ব্বক কালের অতি ভয়ানক মহৎ সৈন্য মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সর্ব্বাস্ত্রকুশল, বীর, নিত্য অপরাজিত, নিত্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত এবং বাহুবলে দর্পিত। অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ষষ্টি সহস্র দানব রথী তাঁহার সমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অতি বীর্য্যশালী প্রহ্লাদের যে সকল পুত্র ছিলেন, তাঁহারা ভূরি ভূরি দক্ষিণা দিয়া শত শত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সকলেই ক্ষমাশীল, ধার্ম্মিক, সকলেই নিত্যব্রতপরায়ণ দাতা, প্রিয়বাদী, শাস্ত্রজ্ঞানী, অহঙ্কারবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণের হিতকারী, সত্যপ্রতিজ্ঞ নিত্যসঞ্চারী, নিত্যবেদাধ্যয়নসম্পন্ন, এবং ধনু ও শস্ত্রনিপুণ। সকলেই অনেকবার দৃঢ় বিক্রমের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদিগের বিক্রম মত্ত বারণের ন্যায়, সকলেই সৈন্যবিমর্দ্দনকারী। পদবিক্ষেপে পৃথিবী বিদারণ এবং ঘোর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে এবং যুদ্ধের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক থাকাতে নয়ন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়াছে, এতাদৃশ ভীমবিক্রমশালী দানবগণ ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া গর্জ্জন এবং সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন করিয়া পরস্পরকে হর্ষিত করিতে লাগিলেন। দানবগণ বেণুবাদন, শঙ্খধ্বনি ও অতি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে করিতে লম্ফঝম্প

শাণিত শর সকলে বিদ্ধ হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোর যুদ্ধে অনুহ্লাদের অভিমুখীন হইলেন। বীর্য্যবান্ রাজর্ষি বৈশ্রবণ ক্রুদ্ধ হইয়া যক্ষগণের সমভিব্যাহারে দানবের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শরৎকালে সহসা আপতিত বারিবর্ষণ বৃষ যেমন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অবনতশরীরে ধারণ ও সহ্য করে, কুবেরের দারুণ বাণ বর্ষণ মহাসুর তেমনি চক্ষু নিমীলন পূর্ব্বক অনায়াসে সহ্য করিতে লাগিল। কুবেরের শরবর্ষণে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাসুর দেখিল নিকটে একটি ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উন্নত বৃক্ষ রহিয়াছে। দেখিয়া বিস্তৃত শাখাসম্পন্ন নবপল্লববিশিষ্ট ফল সহিত ঐ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা মহাত্মা কুবেরের উৎকৃষ্ট অশ্ব সকলকে সংহার করিল। অনুহ্লাদের অতি ভীষণ কার্য্য দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়া অসুরগণ সিংহনাদ করিতে লাগিল। ঐ দুই দেব ও দৈত্যের যুদ্ধ ক্রমশঃ তুমুল হইয়া উঠিতে লাগিল। উভয়ে যুদ্ধে পরস্পরের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া রক্তলোচনে পরস্পরের উপর বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দেবগণ দানবদিগকে মর্দ্দন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; দানবেরাও ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদিগকে নিপাতন করিতে লাগিল। অনন্তর দানবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কঙ্কপত্রশোভিত মরণগামী শাণিত বক্রগামী শর সকলের দ্বারা দেবতাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবল দেবগণ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে অতি সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দানবগণ অতি ভীষণাকার গদা, পট্টিশ, শূল, মুদ্গর, পরিঘ ও সুতীক্ষ্ণাগ্র শর সকলের দ্বারা পীড়িত হইয়া উঠিল। শরদ্বারা ভিন্নদেহ ও খড়্গদ্বারা ছিন্নবক্ষা হইয়া প্রধান প্রধান অসুর সকল বৃক্ষ ও শিলাগ্রহণ করিল এবং ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে করিতে শত শত সহস্র সহস্র বীর্য্যশালী দেবতা মর্দ্দিত করিতে লাগিল। অনন্তর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা ও শত শত পাদপ, এবং পরিঘ, পট্টিশ, ভিন্দিপাল ও পরশু দ্বারা উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সুরাসুরের মধ্যে কতকগুলির মস্তক ছিন্ন হইল; কতকগুলা দুই ভাগে বিদীর্ণ হইল; আর কতকগুলা বা হত ও রুধিরসিক্তদেহ হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। কতকগুলা পরস্পরের প্রহারে কাতর হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। আর কতকগুলা নিরস্ত্র ও ছিন্নপাদ হইয়া শয়ন করিল। কতকগুলা বা ত্রিশূলদ্বারা বিদারিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

এইরূপে দেবদানবের শিলা ও পাদপদ্বারা সঙ্কুল যুদ্ধ অতি তুমুল, ভীষণ এবং ঘোর হইয়া উঠিল। যুদ্ধ যেন গায়কসম্প্রদায়ের ন্যায় অনুমিত হইতে লাগিল; ধনুর জ্যা উহার মধুর বীণা, হিক্কা উহার তাল এবং আর্ত্তনাদ উহার গীতস্বরূপ হইল। কুবের ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্ধারণ পূর্ব্বক শরবৃষ্টি বর্ষণ করত রণস্থল হইতে দানব দলকে দশদিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। সেনা কুবের কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া দানব অনুহ্লাদ মহাশিলা গ্রহণ করিয়া ধাবিত হইল। ক্রোধে তাহার নয়ন দ্বিগুণ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী; কুবেরের রথের উপর ঐ শিলা নিক্ষেপ করিল। শিলা আসিতেছে দেখিয়া ধনপতি কুবের গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইলেন। শিলা কুবেরের সেই রথ, রথচক্র, কূবর, ধ্বজ, ধনু ও অশ্বসকলকে চূর্ণীকৃত করিয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। অনুহ্লাদের অনুজ অনুহ্লাদ কুবেরের রথ চূর্ণ করিয়া শাখা ও স্কন্ধ সহিত বৃক্ষ সকলের দ্বারা যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। দেবগণ বৃক্ষাঘাতে ব্যথিতাঙ্গ, শোণিতসিক্ত, চূর্ণমস্তক ও চূর্ণীকৃত হইয়া ধরণীতলে শয়ন করিতে লাগিলেন।

মহাসুর অনুহ্রাদ মহতী সেনা বিদ্রাবিত করিয়া এক গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ করত কুবেরের প্রতি ধাবিত হইলেন। বীর্য্যবান্ ধনপতি মহাবল দানবেন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া গদা উত্তোলন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন। এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বহু-কীলকাকীর্ণা সেই গদা সেই দানবের বক্ষঃস্থলে নিপাতন করিলেন। ক্রোধারুণলোচনে দৈত্য সে প্রহার গ্রাহ্য না করিয়া কুবেরের উপর সেই গিরিশৃঙ্গ পাতিত করিল। গিরিশৃঙ্গদ্বারা আহত হইয়া কুবেরের সর্ব্বাঙ্গ বিহ্বল হইয়া উঠিল; তিনি বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় সহসা ভূমিতে নিপতিত হইলেন। ভীমবিক্রমশালী যক্ষরাক্ষসগণ মহাত্মা কুবেরকে জ্ঞানহীনের ন্যায় পতিত দেখিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করত রক্ষা করিতে লাগিল। বিশ্রবার পুত্র ধনেশ্বর কুবের মুহূর্ত্তমাত্র বিহ্বল অবস্থায় থাকিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলেন; এবং ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। সেই শব্দে ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। যেন বজ্রপাত হইল, পর্ব্বত সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি অবশ্য সংহার করিবার নিমিত্তই পুনর্ব্বার উত্থিত হইলেন, বুঝিতে পারিয়া এবং রক্তাক্তলোচনে তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া দানবগণ পলায়ন আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বীর অনুহ্রাদ কহিল, দানবগণ! দানবশ্রেষ্ঠ বীর্য্যদর্পশালী কালনেমিকে ও তোমাদিগের আপনাকে ভুলিয়া তোমাদিগের বীর্য্য ও উচ্চবংশ বিস্মৃত হইয়া, ভয়ত্রস্তভাবে ইতর জনের ন্যায় কোথায় গমন করিতেছ? হে মহাবীর্য্য দানবগণ! ফিরিয়া আইস; প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতেছ কেন? এই যক্ষ কখনই যুদ্ধ করিতে পারিবে না; তোমরা বৃথা ভয় পাইতেছ। তোমাদিগের এই যে মহতী বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে, আমি বিক্রমপ্রকাশ করিয়া এখনই ইহার শান্তিবিধান করিতেছি। হে মহাসুরগণ! ফিরিয়া আইস।

তখন মহাসুরগণ মদমত্তকুঞ্জরকুলের ন্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ক্রোধভরে দেবসৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন অতি দর্পিত মহাবল অসুর, যথেষ্ট অস্ত্র না থাকিলেও, মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে বাহু দ্বারা অতি দীর্ঘ কাষ্ঠ, এবং শিলা দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল, বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অতি বেগে পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মুষ্টি, করতল ও নখাঘাত করিতে লাগিল; মহাশাখশালী বৃক্ষ লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত ও সাতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বন দাহ করে, এই বীর অনুহ্রাদ তেমনি ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণের বৃহতী সেনা মথিত করিতে লাগিল। অনেকানেক প্রধান প্রধান যোদ্ধা রুধিরে আপ্লুত হইয়া শয়ন করিলেন; অনেকে বিকৃতাঙ্গ হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন। বিক্রমশালী অনুহ্রাদ যুদ্ধকারী দেব কুবেরের প্রতি আশীবিষতুল্য অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যুদ্ধে ধনাধিপের বাণে বিদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ হওয়াতে অনুহ্রাদের মুখ হইতে জ্বালানিঃসৃত শিখা সকল বহির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর দানবশ্রেষ্ঠ দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র বাণে কুবেরকে বিদ্ধ করিল। কুবের বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে আপ্লুত হইয়া উঠিলেন এবং পর্ব্বত যেমন প্রস্রবণ দ্বারা জল ত্যাগ করে, তেমনি রুধির স্রাব করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুনর্ব্বার চেতনা লাভ করত রক্তাক্ত লোচনে ভীষণ গদা গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক দৈত্যকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। গদা না আসিতে আসিতেই অসুর ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত গদা দ্বারা ঐ

গদা চূর্ণ করিলে, সেই এক আশ্চর্য্য হইল। কুবের পুনর্ব্বার এক গদা গ্রহণ করিয়া দানবের প্রতি ধাবিত হইলেন। মহাবল অসুরাদ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াই কৈলাস পর্ব্বতাকার এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া ব্যাদিতানন অন্তকের ন্যায় ধনাধিপের প্রতি ধাবিত হইল। সকল দেবতার অজেয় সেই অসুর যখন অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে লাগিল, তখন বোধ হইল, যেন তাহার ক্রোধে ত্রিলোক দগ্ধ হয়। কুবের তাহাকে তাদৃশ দর্শন করিয়া ভয়ে রথ পরিত্যাগ করিয়া সুররাজ ইন্দ্র যথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন।

প্রভো! ধনাধিপ তখন সেই অসুরের অসাধারণ কার্য্য দর্শন করিয়াই ভয়ে ভীত হইয়া, শচীপতি যথায় অবস্থিত করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৫২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দানবাধিপতি বিপ্রচিত্তি ক্রুদ্ধ হইয়া দীপ্ত মহাসর্পের ন্যায় শরপাতে বরুণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। জলেশ্বর প্রদীপ্ত শরকিরণে নিতান্ত বধ্যমান হইয়া ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। পরে লোকপিতামহ যেমন সর্ব্বলোকেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ হন, তদ্রূপ বিপ্রচিত্তির সম্মুখে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল। দানবসৈন্যগণ বজ্র নামক ভয়ঙ্কর ব্যূহ বন্ধন করিয়া তাহার মধ্য হইতে দেবসৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। দৈত্যেন্দ্র বিপ্রচিত্তির মুখজ্যোতি প্রদীপ্ত অনলশিখা ও সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন মহাতেজস্বী বরুণ মহাসুর বিপ্রচিত্তিকে জয় করিবার বাসনায় এমনি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন দৃষ্টিপাতে তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলেন। দৈত্যবর্য্য কৈলাসশিখরাকার যমদণ্ডসদৃশ ভীষণ লৌহময় এক পরিঘ গ্রহণ করিল। ঐ পরিঘে পঙ্কজ ন্যায় পুষ্পমালা এবং কাঞ্চনপট্ট সংলগ্ন ছিল। মহাসুর শক্রধ্বজসদৃশ সেই পরিঘ ভ্রামিত করিয়া বদন বিস্তার পূর্ব্বক সিংহনাদ আরম্ভ করিল। একে দানবেন্দ্র হস্তে পরিঘ, তাহাতে আবার কণ্ঠে নিষ্ক, ভুজে অঙ্গদ, কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল ও গলদেশে বিচিত্র মালা বিরাজিত থাকাতে, ইন্দ্রধনু-সুশোভিত, বিদ্যুদ্বিলসিত গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় শোভমান হইল। অগ্নি যেমন সংবর্দ্ধন পাইয়া উজ্জ্বলশিখায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, দানব বায়ুমধ্যে পরিঘাস্ত্র ঘূর্ণিত করিলে সেইরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরিঘ ঘূর্ণনে বোধ হইতে লাগিল যেন বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ, গ্রহনক্ষত্রগণ, চন্দ্র সূর্য্য ও অমরাবতীপুরী সহিত আকাশমণ্ডল ঘূর্ণিত হইতেছে। পরিঘ ধারণ করিয়া দৈত্যবর অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। অসুরেন্দ্ররূপ অনল সুরেন্দ্রন-সংযোগে প্রলয়াগ্নির ন্যায় একান্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। কি বরুণদেব কি অন্যান্য দেবতা সকলেই ভয়ে স্পন্দহীন হইলেন। কেবল একমাত্র দেবেন্দ্রের মনই নিঃশঙ্ক রহিল। তখন দানব ভাস্করজ্যোতি সেই ঘোরদর্শন পরিঘ, জলাধিপের সেনামস্তকে পাতিত করিল। একবার পতনে একেবারে দশ সহস্র সুরসৈন্যগণের গাত্রস্পর্শে পরিঘ সহস্রধা বিশীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যেন আকাশমণ্ডল শত শত উল্কামালায় সুশোভিত হইয়াছে। দানব পুনর্ব্বার সেই পরিঘ ঘূর্ণিত করিয়া বরুণের উপর পাতিত করিল; কিন্তু বরুণের গাত্রে নিপতিত হইবামাত্র একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। তাহার কণা সকল

নক্ষোমণ্ডলে খদ্যোতমালার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। জলাধিপতি কুবের অচলের ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, প্রত্যুত স্বীয় সৈন্যগণ অতিশয় বাধিত হওয়াতে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রোধবশতাপ্রযুক্ত তিনি প্রথমে স্বীয় সৈন্য-সঙ্কোচ করিয়া তমোময় মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন চার সমুদ্র এবং ভীষণ মূর্ত্তি সর্প কূর্ম্ম ও মীনগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল।

ঐ সময় পাণ্ডুরবর্ণ বস্ত্র এবং বিবিধ রত্নখচিত অঙ্গদধারী কুবের স্বীয় সৈন্যগণকে সমুপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সৈন্যগণ! তোমরা নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দানবদিগকে বিদলিত কর, আমি এখনি দুরাত্মাকে নিপাত করিতেছি। অনন্তর অর্ণব সমাশ্রিত পন্নগগণ জয়াভিলাষে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া সম্মুখ সংগ্রামেই দৈত্যদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে নালীক, নারাচ, গদা ও মুষল প্রভৃতি অস্ত্র সকল দানব-দিগের উপর নিপতিত হইতে লাগিল।

মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যেন্দ্র বিপ্রচিত্তি তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুবর্ণবিভূষিত সূর্য্যসমুজ্জ্বল গরুড়াস্ত্রের অবতারণা করিল। গারুড় শরপাতে সর্পগণ খণ্ডিতাঙ্গ হইয়া সমরে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন মহাগজ মহাগজ দ্বারা প্রতিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে। বিপ্রচিত্তি এইরূপে সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত শর-কিরণে দেবসৈন্যগণকে নিতান্ত উত্তপ্ত করিয়া তুলিলে, বরুণদেব আর সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে বেগে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে দানবগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মানরক্ষার্থ জলেশ সিংহনাদ করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বলোৎকট বরুণসৈন্যগণের মধ্যে কেহ পর্ব্বতশৃঙ্গ লইয়া কেহবা মুষ্টি উদ্যত করিয়া বিপ্রচিত্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে, মহাসুর বিপ্রচিত্তিও প্রথমতঃ শিলা ও অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা সেই সকল বলোৎকট বরুণসৈন্যদিগকে প্রহার করিয়া তাহার পর অনলতুল্য শরে বরুণের অশ্বদিগকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। আহুতি প্রদান করিলে অনল যেমন অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, হয়বিনাশ করিয়া দানবের স্পর্দ্ধা সেইরূপ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন দানব সূর্য্যসঙ্কাশ শরপাতে অনবরত সুরসৈন্য মর্দ্দিত করিতে লাগিল। এইরূপে বরুণসৈন্যগণ ক্রমশ ক্ষীণাস্ত্র হইয়া পড়িল। শক্তি, ঋষ্টি ও শূলাস্ত্র দ্বারা অনেকেরই কলেবর বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন তাহাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান রহিল না। সুতরাং জলাধিপতি বিপ্রচিত্তির ভয়ে সসৈন্যে পলায়ন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন।

—০:০—

ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৫৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অতঃপর ত্রিদশপ্রধান হিরণ্যরেতা হুতাশন, যিনি স্বয়ম্প্রভা শাণ্ডিল্যার পুত্র, যিনি অনাদৃত হব্য গ্রহণ করেন, যাঁহার চক্ষু, বর্ণ ও গ্রীবা লোহিতবর্ণ, যিনি কর্ত্তা, দাতা, হবি, কবি, পাবক, ও বিশ্বভুগ্দেব, যিনি বেদাত্মা, সুবর্চ্চা, সপ্তার্চ্চিঃ, বিভাবসু, কৃষ্ণবর্ত্মা, চিত্রভানু ও দেবাগ্রণী, যিনি চিত্র, একরাট্, লোকসাক্ষী, অর্চ্চিষ্মান্, বষট্কৃত, হব্যভক্ষ শমীগর্ভ, সর্ব্বকর্ম্মকারী ও অযোনি বলিয়া বিখ্যাত, যিনি সমস্ত দেবতার মুখস্বরূপ, যিনি সমুদয় জীবের পাবন, যিনি দেবগণের তপোনিধি ও দূতস্বরূপ, যিনি সমস্ত পাপের শান্তি বিধান করেন, ঘৃত প্রাশন করা যাঁহার অভ্যাস, যাঁহার শিখা-

দক্ষিণাবর্ত্ত হইয়া পরিভ্রমণ করে, ব্রাহ্মণগণের আহুতি গ্রহণে যাঁহার বিশেষ অনুরাগ, যজ্ঞ যাঁহার অবয়বস্বরূপ, ধূম যাঁহার পাবন পদার্থ, যিনি স্বয়ং হবনীয় দ্রব্য ভোজন করেন, যিনি ভূত ও ভবিষ্যতের কর্ত্তা, যিনি হব্যভাগী, যিনি যজ্ঞের সোমরস পান করেন, যিনি সমুদয় জীবগণের ঈশ, যিনি সমুদয় ভূতের পাদস্বরূপ, অন্যে যাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে সমর্থ হয় না যিনি জীবগণের আত্মাস্বরূপ, সামবেদ ও অন্যান্য বেদে যাঁহার গুণকীর্ত্তন করে, এবং স্বাহা যাঁহার পত্নী, সেই স্বর্গাধিপতি ক্রোধনস্বভাব রুদ্রাত্মা ধূমকেতু ধূমশিখ, নীলবাসা দেবদেব অগ্নি বায়ুচক্র ও লোহিতাশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত করিয়া সহস্র সহস্র, অযুত অযুত ও অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ দানবসম্প্রদায় দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যে প্রভু পঞ্চপ্রাণরূপে প্রাণিগণের শরীরমধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে চালিত করিতেছেন, আবার যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে যিনি জীবমাত্রকেই একবারে নিঃশেষ করেন, যিনি আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়া সপ্তস্বরগত বলিয়া কথিত হন, যিনি আকাশময় দেব, যাঁহা হইতে শব্দ সম্ভূত হইয়াছে, যিনি কর্ত্তা, বিকর্ত্তা, দুরগ, প্রভঞ্জন এবং গতিমান্ ব্যক্তিদিগের উপায় বলিয়া অভিহিত হন, শব্দ উচ্চারণ করিবার আদি কারণ বলিয়া ব্রহ্মা যাঁহাকে সনাতন বেদকর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যাঁহার মূর্ত্তি নাই অথচ সমুদয় মহাভূতমধ্যে একজন প্রধানতম মহাভূত বলিয়া গণনীয়, সেই হুতাশনসখা সমীরণ স্বয়ং সারথি হইয়া শমীগর্ভ অগ্নিকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। অগ্নির শিখা স্বর্গ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিল। বোধ হইল যেন প্রলয়াগ্নি দানবদিগকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে।

ক্রমে শোণিতনদী প্রবাহিত হইয়া উঠিল। মেদ ও মজ্জা সকল পঙ্ক, কেশকলাপ শৈবাল ও শাদ্বল, বীরগণের মস্তক সকল ভাসমান উপলখণ্ড এবং গজগণের প্রকাণ্ডদেহ তটস্বরূপ হইয়া উঠিল। দানবভীষণ হুতাশন ঐ নদীস্রোতে দানবদিগকে প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি দানবশ্রেষ্ঠগণ মহাভীত ও পরাজিত হইয়া পড়িলেন। সামান্যতঃ সমস্ত দৈত্য ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। অগ্নিজ্বালায় পরিবেষ্টিত হইয়া দৈত্যগণের মধ্যে কাহার কাহার মুকুট, কাহার কাহার কেশপাশ, কাহার কাহার গাত্র, কাহার কাহার ভুজ, কাহার কাহার মুখ, কাহার কাহার উরুদেশ, কাহার কাহার ছত্র, এবং কাহার কাহার ধ্বজ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সুতরাং অন্যান্য অসুরগণ ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগল। তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র সকল কোথায় পড়িয়া রহিল, তাহার নির্ণয় নাই। রথধ্বজ সকল চতুর্দ্দিকে প্রকীর্ণ হইয়া পড়িল। ভয়ে যাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, তাহারা আর পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিল না। তাহাদিগের বোধ হইল যেন দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও মেঘমণ্ডল দগ্ধ হইতেছে। কমলযোনি বুঝি যুগান্ত কালই সমুপস্থিত করিলেন।

ঐ সময় মহামায়াবী শম্বর ও ময় উভয়ে বারিবর্ষণের নিমিত্ত মেঘ ও বরুণমায়ার সৃষ্টি করিল। সুতরাং সেই মায়াপ্রভাবে চতুর্দ্দিকে পঙ্কভধারে জল পড়িতে আরম্ভ হইল। ক্রমশ অগ্নির তেজ মন্দ হইতে লাগিল। তখন কীর্ত্তিমান বৃহস্পতি প্রণয়োন্মুখ দানববিনাশন অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হিরণ্যরেতঃ! তুমি ধূমশিখ, তাম্রজ্বলন, তুমি অক্ষয়, তুমি সর্ব্বভুক্, তুমি সপ্তজিহ্ব, তুমি অনল, তুমি পাবক, তুমি লোহিতাশ্ব ও তুমি মহাবল; বায়ু তোমার আত্মা এবং বৃক্ষ সকল তোমার শরীর স্বরূপ। যেমন জল তোমার উৎপত্তিস্থল, এমনি তুমিও আবার জলের উৎপত্তিস্থল। তোমার শিখা

কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, কি পার্শ্ব সকলদিকে সঞ্চরণ করিতে পারে। মহাভাগ! তুমি সর্ব্বস্বরূপ; অতএব তুমি জীবগণকে ধারণ এবং তুমিই জগৎ প্রতিপালন করিতেছ, সুতরাং এই সমস্ত জগৎ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একমাত্র তুমিই হব্যবাট্, আবার তুমিই হবি, আবার সাধুগণ যজ্ঞস্থলে তোমাকেই আহুতি প্রদান করেন। প্রাণিগণের পান ভোজন কেবল নামমাত্র, তুমিই সে সমস্ত ভোজন করিয়া থাক। আজ তোমা হইতেই আমাদিগের জয়লাভ হইল। তুমি এই ত্রিলোকের সৃষ্টি, আবার সময়ে তুমিই ইহার সংহার করিতেছ। সূর্য্যমণ্ডলে তোমাভিন্ন তাপদাতা আর দ্বিতীয় নাই, তুমিই সূর্য্যরূপী হইয়া তাপপ্রদান করিয়া থাক। তুমি বৃষাকপি, তুমি বিষ্ণুপতি, তুমি বিশ্বেশ্বর, তুমিই ভূতি ও প্রভৃতি। তোমা দ্বারা প্রজাগণ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে! মহাযজ্ঞে তুমি সর্ব্বাগ্রে ভাগ গ্রহণ কর। তুমি স্বীয় রশ্মিমণ্ডল হইতে জলের সৃষ্টি করিতেছ। তুমিই ওষধি, আবার তুমিই ওষধিদিগের রস। প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে তুমি এই বিশ্বের সংহার এবং সৃষ্টির সময় আগত হইলে তুমি ইহার সৃষ্টি করিয়া থাক। বেদে তুমি সমুদয় পদার্থের উৎপত্তিনিদান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছ। দেবগণের হিতসাধননিমিত্ত আজ সমরে দৈত্যদিগকে নিহত করিলে। শত শত যজ্ঞে যে সলিলের অর্চ্চনা করা হয়, সে সলিল তোমা হইতে সম্ভূত; অতএব অনল! তুমি আত্মসম্ভূত সলিলে এত অবসন্ন হইতেছ কেন? হে দৈত্যসূদন! হে বিশ্বকর্ম্মন্! হে সহস্রভুজ! হে পিঙ্গাক্ষ! হে লোহিতগ্রীব! হে কৃষ্ণবর্ম্মন্ হুতাশন! আজ সমরে দৈত্যহস্ত হইতে আমাদিগের পরিত্রাণ কর।

—

চতুঃপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৫৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অগ্নি বৃহস্পতির বচন শ্রবণ করিয়া যজ্ঞে আহুতি প্রাপ্ত হইলে যেমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন, পুনর্ব্বার সেইরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তেজোবলে দৈত্যদিগের মায়াজাল দগ্ধ হইয়া গেল। সুতরাং তাহারা পরাস্ত ও নিরুপায় হইয়া বলির নিকটে সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় প্রহ্লাদ দৈত্যপতি বলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ স্বয়ম্ভু আপনাকে যে বরদান করিয়াছেন, তাহাতে আপনি স্বয়ং অগ্নি, ভাস্কর, নিশাকর, সলিল, নক্ষত্র, দিক্, আকাশ, পৃথিবী, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান স্বরূপ। তাঁহার প্রসাদবলে আপনার ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব, রণে অপরাজয়, শাসনকর্তৃত্ব, ঈশিত্ব, অপরিমিত বল, সমুদায় লোকের উপর প্রভুত্ব ও যোগীশ্বরত্ব লাভ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আপনি অণিমত্ব লঘুত্ব ও অন্যান্য সাত্ত্বিক গুণেরও অধিকারী হইয়াছেন। ফলতঃ ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্যথা হইবার নহে। অতএব আপনি সানুচর ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে পরাজিত করুন।

মহারাজ! দৈত্যেন্দ্র বলি মহাত্মা প্রহ্লাদের বচন শ্রবণ করিয়া মহা আনন্দিতমনে দেবরাজ ইন্দ্রের রথের প্রতি গমনে প্রস্তুত হইল। তখন শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণগণ ও মাঙ্গল্য পশুগণ গমনোন্মুখ অসুরেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। জটাজুটধারী তপস্বী ঋষিগণ তাহার রণপ্রয়াণসময়ে যথাবিধি, যথামন্ত্র ও যথামঙ্গল স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন। দানবেশ্বর উজ্জ্বল স্বর্ণভূষণ ও বিবিধ উৎকৃষ্ট রত্নে বিভূষিত হওয়াতে সমধিক তেজস্বান্ হইয়া অনলের ন্যায় শোভমান হইল। অনন্তর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিল, বর্ষাকালীন

আকাশমণ্ডলে বায়ুপ্রেরিত মেঘ যেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, স্বীয় সৈন্যগণ শত্রুবলনিপীড়িত হইয়া সমরাঙ্গণে সেইরূপ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার পরেই দেখিল, পর্ব্বকালীন সমুদ্রবেগ যেমন প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, শত্রুসৈন্য হুতাশন পরিরক্ষিত হইয়া সেইরূপ বেগে অগ্রসর হইতেছে। তদ্দর্শনে দৈত্যরাজ বলবান্ কেশরীর ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ও বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া শর, শক্তি, ঋষ্টি, শূল, গদা ও অসি বিক্ষেপ করিয়া শত্রুবল সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। দৈত্যেন্দ্রের অস্ত্র সকল ধূমায়মান, ও বাহুবল পবনায়মান হইল। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন প্রলয়াগ্নি প্রজা দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে।

—০—

পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৫৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন ইন্দ্রভিন্ন আর সমস্ত দেবতা বলবান্ বলির শত শত শরে ছিন্নদেহ ও পরাজিত হইয়া সসৈন্যে সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং দেবেন্দ্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, সুরেশ্বর! আপনি ইন্দ্র, আপনি ধাতা আপনি ত্রিলোক প্রভু, আপনি অনুপম, আপনার সমকক্ষ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। আমরা দৈত্যেন্দ্রের ভয়ে সসৈন্যে পলায়ন করিয়াছি। মহাসুরগণ আমাদিগের রথ, রথচক্র ও রথধ্বজ ছিন্ন করিয়াছে। তাহাদিগের গদা মুষল ও পট্টিশ পাতে আমাদিগের গজারোহী, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিসৈন্য কত যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। দৈত্যেন্দ্র অতি ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে। অতএব হে শরণাগতরক্ষক! স্বীয় সৈন্যের এরূপ দুরবস্থায় আর উপেক্ষা করিতেছেন কেন? এখন আমরা শরণাগত, আমাদিগকে রক্ষা করুন।

অমরেন্দ্র দেবগণের বচন শ্রবণ করিয়া ক্রোধে সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অসুরদিগকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মস্তকে দিবাকর-কিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল কিরীট, শরীরলাবণ্য বৈদুর্য্য মণির ন্যায়, হস্তস্থিত কেয়ূর নানাবিধ রত্নে খচিত, গাত্ররোম ময়ূরের মত, চক্ষু ধূম্রবর্ণ, বাহুসংখ্যা একশত, নেত্রসংখ্যা সহস্র, শ্মশ্রু হরিতবর্ণ, ধ্বজ নাগচিহ্নে চিহ্নিত, হস্তে বজ্রাস্ত্র ও ধনু, সর্ব্বাঙ্গ চর্ম্মে আবৃত এবং শরীরপ্রভা শত সূর্য্যের ন্যায়। শতশীর্ষধারী যোগবর ইন্দ্র যখন যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন, তখন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণ তাঁহার অনুগমন করিল। সামবেদাধ্যায়ী মহর্ষিগণ মন্ত্র জপ ও স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিলেন। অনন্তর অদিতির প্রিয়পুত্র পাকশাসন শতপর্ব্বযুক্ত সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্ববিদারণ বিকটহাস্যধারী দীপ্ত বজ্রাস্ত্র গ্রহণ করিয়া, দৈত্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ও দৈত্যরাজ উভয়েই অপরিমিত বলশালী, উভয়ে লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রহ্লাদ স্তুতিবাদ পূর্ব্বক দৈত্যপতিকে প্রবোধিত করিলে দানবেন্দ্র প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় শোভমান হইল। সুরপতি ও অসুরপতি উভয়ে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল দেখিয়া এদিকে দেবগণ ও দানবগণ মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র নানাপ্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু মহাবাহু বলি স্বীয় অস্ত্রতেজে সে সমস্ত অস্ত্র শতধা ছেদন করিয়া ফেলিল। তখন ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্নিবার শত্রুনিপাতন এক আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্র দর্শন করিবামাত্র বুদ্ধিমান দৈত্যেন্দ্র আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া যেমন বরুণাস্ত্রের অব-

তারণা করিল, অমনি সেই প্রলয়াগ্নি সদৃশ আগ্নেয়াস্ত্র নিবারিত হইল। তখন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিকে একেবারে বিনাশ করিবার বাসনায় পর্ব্বতপ্রমাণ এক বজ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় এই আকাশবাণী হইল যে, হে দেবানন্দবর্দ্ধন পুরন্দর। ক্ষান্ত হও, তুমি সমরে বলিকে পরাজয় করিতে পারিবে না। বলি স্বীয় তপোবলে স্বয়ম্ভুকে পরিতুষ্ট করিয়া বর লাভ করিয়াছে; অতএব ধর্ম্মত ও যাথার্থ্যতঃ বলিই বলবান্। কিন্তু তুমি কি অন্যান্য দেবগণ তোমরা কেহই বলিকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। সম্প্রতি যিনি উঁহাকে পরাজয় করিবেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যিনি ব্রহ্মার সর্ব্বস্বধন যিনি দেবগণের একমাত্র গতি, যিনি ধর্ম্মের রহস্য, যিনি শ্রেষ্ঠপদার্থেরও শ্রেষ্ঠতম গতি, যিনি পরাৎপর, যিনি শ্রীমান্, যিনি পরাবরগতি, যিনি প্রভু, যিনি দৃশ্যমান হইয়াও অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছেন, যিনি মহাভূত, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কর্ত্তা, যিনি সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ, যিনি শঙ্খচক্রগদাপাণি, যিনি পীতবাসা, যিনি সুরশত্রুগণের বিনাশকর্ত্তা, যিনি স্বয়ং জেতা; কিন্তু অন্যের অজেয়; সেই শ্রীমান্ ভগবান্ একাকীই উঁহাকে পরাজয় করিবেন।

দেবরাজ ইন্দ্র এই পরমাশ্চর্য্য অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত রণভূমি হইতে বহির্গত হইলেন। হরিবাহন দেবেন্দ্র অপসৃত হইলে দানবসৈন্যগণের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ, বাহ্বাস্ফোটন, শঙ্খধ্বনি, বাদ্যনির্ঘোষ ও জয়কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ফলতঃ সে সমস্ত শব্দ একত্র মিশ্রিত হইয়া এক ভয়ানক কোলাহল আরম্ভ হইল। তখন দৈত্যরাজ সসৈন্যে ও সবান্ধবে রণস্থল হইতে বহির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুর নায় শোভাধারণ করিল।

ষট্পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৫৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন দেবগণ হতাশ হইয়া সমরচেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। ত্রিলোক দৈত্যগণের বশীভূত হইয়া উঠিল। ময় ও শম্বর উভয়ে বলির জয়ঘোষণা আরম্ভ করিল; দিক্‌সকল নিরুপদ্রব হইলে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্ম কর্ম্মের সূত্রপাত হইল। দিবাকর অয়নস্থ হইলেন। প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শম্বর ও ময় ইহারা দিক্‌পাল হইয়া সকল রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। স্বর্গ পর্য্যন্ত দৈত্যগণের শাসনাধীন হইয়া উঠিল। যজ্ঞে অসুরগণেরই ভাগ বিধান হইতে লাগিল। তখন সমস্ত লোক প্রকৃতিস্থিত এবং সৎপথ প্রবর্ত্তিত হইল। পাপের সম্পর্ক মাত্র রহিল না। সিদ্ধগণের তপস্যায় অভিরুচি হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম চতুষ্পাদ এবং অধর্ম্ম একপাদমাত্র হইল। নরপতিগণ স্ব স্ব প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। আশ্রমবাসিগণ স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমস্ত অসুর সমবেত হইয়া বলিকে দেবরাজপদে অভিষিক্ত করিল। আনন্দের অবধি রহিল না। দানবদলমধ্যে মহান্ আনন্দকোলাহল সমুত্থিত হইল।

অনন্তর পদ্মাসনা বীরসেবিনী বরদা লক্ষ্মী পদ্মহস্তে বলির নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, বীরশ্রেষ্ঠ মহাদ্যুতি দৈত্যরাজ! দেবগণকে পরাজয় করাতে আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যুদ্ধে অসাধারণ সাহস ও অতুল পরাক্রম প্রকাশ করিয়া দেবরাজকে জয় করিয়াছ দেখিয়া আমি স্বয়ং তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। তুমি হিরণ্যকশিপুর যেরূপ বিখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে তোমার এরূপ কার্য্য কিছু বিস্ময়াবহ নহে।

তোমার পিতামহ যে, ত্রিলোকরাজ্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তুমি তাঁহাকেও অতিক্রম করিয়াছ। বিশেষতঃ তোমাদ্বারা সমস্ত ধর্ম্ম সুরক্ষিত হইতেছে। ইহাতে বোধ হয় তুমি নির্ব্বিঘ্নে ত্রিভুবন সম্পদ্ সম্ভোগ করিতে পারিবে।

সকলজনমনোহারিণী বরদা লক্ষ্মী দৈত্যরাজ বলিকে এই কথা বলিয়া তাঁহার ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। হ্রী, কীর্ত্তি, দ্যুতি, প্রভা, ধৃতি, ক্ষমা, ভূতি, নীতি, দয়া, মতি, স্মৃতি, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, মুক্তি, শ্রুতি, প্রীতি, ইড়া, কান্তি, শান্তি, তুষ্টি ও ক্রিয়া প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেষ্ঠতম দেবীরা এবং নৃত্যগীতবিশারদ অপ্সরোগণ, ইহারা সকলে সেই মহোৎসাহসম্পন্ন ইন্দ্রপদাভিষিক্ত মহারথ বলিকে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। চরাচর বিশ্ব দৈত্যগণের হস্তগত হইল এবং যাবতীয় ত্রিলোকৈশ্বর্য্য ব্রহ্মবাদী বলিরই অধিকৃত হইল।

সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৫৭।

জনমেজয় কহিলেন, দ্বিজবর! দেবতারা ত দৈত্যদিগের নিকট পরাজিত হইলেন; পরাজিত হইয়া কি করিলেন? কিরূপেই বা পুনর্ব্বার ত্রিদিবরাজ্য তাঁহাদিগের হস্তগত হইল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! দেবেন্দ্র দানবদিগের নিকট পরাজিত হইয়া দেবগণের সহিত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া অদিতির আলয়ে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া রণস্থলে যে আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন।

অদিতি কহিলেন, বৎস! যদি এরূপ দৈববাণী হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা সকলে একত্রিত হইলেও সে বিরোচনপুত্র বলিকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। একমাত্র সহস্রশীর্ষ পুরুষই তাহার উচ্ছেদে সমর্থ; নতুবা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব চল, তাহার পরাজয় নিমিত্ত একবার তোমাদিগের ব্রহ্মবাদী পিতা কশ্যপকে জিজ্ঞাসা করি। অনন্তর দেবগণ অদিতির সহিত কশ্যপের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তেজঃপুঞ্জকলেবর সুরাসুরগুরু তপোনিধি কশ্যপ আসীন রহিয়াছেন। ত্রিষবণ সলিলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরিস্কৃত, সে শুভ্রমূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয় যেন ভাস্কর প্রভা বিস্তার করিতেছেন, যেন অনলশিখা প্রজ্বলিত হইতেছে। তিনি দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় মগ্ন হইয়াছেন, গলদেশে কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয়, পরিধান বল্কল ও অজিন, মস্তকে জটাভার আহুতিপ্রাপ্ত অনলের ন্যায় দীপ্যমান। নিরন্তর বেদাধ্যয়নে নিরত। তিনি সমুদায় ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ও আত্মভাববিশেষে আবার দ্বিতীয় প্রজাপতি। মানস পুত্রগণ যেমন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন, তেমনি দেবশ্রেষ্ঠ বীরগণ অদিতির সহিত ব্রহ্মবাদীর অগ্রগণ্য মরীচিপুত্র কশ্যপের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে, ইন্দ্র যেরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক সেইরূপ নিবেদন করিলেন।

তখন লোককর্ত্তা কশ্যপ পুত্রগণের বচন শ্রবণে ব্রহ্মলোকগমনের মানস করিয়া কহিলেন, পুত্রগণ! এক্ষণে পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোকে গমন করিতে হইবে এবং তোমরা যে দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছ, তাহা ব্রহ্মার নিকট বলাই তোমাদের বিধেয় হইতেছে। এই বলিয়া কশ্যপ দেবর্ষিগণসেবিত ব্রহ্মসদনে গমন করিলে, দেবগণও অদিতির সহিত তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সর্ব্বগামী দেবগণ স্ব স্ব কামচারী যানে আরো-

হণ করিয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর তপোরাশি অগস্ত্য ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ পরম রমণীর মঙ্গলদায়িনী শত্রু-বনাশিনী সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সামগানের সহিত ভ্রমরগণ অতি মধুরস্বরে গান করিতেছে; বেদবেদাঙ্গপারদর্শী বিশেষতঃ ঋগ্বেদজ্ঞ মহানুভব ব্রাহ্মণগণ যথাপদ ও যথাক্রম ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন। বিস্তীর্ণ যজ্ঞ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষিদিগের বেদাধ্যয়ন শব্দে সভা প্রতিধ্বনিত। যজ্ঞকার্য্যপটু, শব্দনির্ব্বাচন ও সদর্থবোধে সমর্থ, সর্ব্ববিদ্যা বিশেষজ্ঞ মীমাংসা ও হেতুবাদ প্রভৃতি সমস্ত [illegible] শাস্ত্রবিচারে সুশিক্ষিত, মধুরভাষী, ব্রাহ্মণগণের যথাবিহিত স্বরসংযোগে বিষ্ণু ও রুদ্রদেবের স্তবনসংযুক্ত ব্রহ্মসদন শব্দায়মান হইতেছে। দেবগণ তথায় উপস্থিত [illegible] সেই সকল সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া [illegible] পবিত্র হইল বলিয়া বোধ করিলেন। আনন্দের সীমা রহিল না। সকলে নীরব হইয়া ব্রহ্মার প্রতি মনঃসমাধান করিলেন এবং বিস্ময়বিকসিতনেত্রে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সুরগুরু কশ্যপ সম্মুখে এবং দেবগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্বমার মানসে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। তখন দেবগণ ও অন্যান্য শাস্ত্রদর্শিগণ গম্ভীর অথচ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হংসস্বরের ন্যায় অতি সুমধুর বেদাধ্যয়ন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মচারী, জপ ও হোম কার্য্যে তৎপর, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ তথায় বিরাজমান রহিয়াছেন,—তথায় দক্ষ, প্রচেতা, পুলহ, মরীচি, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম ও নারদ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, বিদ্যা, মন, অন্তরীক্ষ, বায়ু, তেজ, জল, মহী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রকৃতি এবং পৃথিবীর অন্যান্য কারণ সকল; সাঙ্গোপাঙ্গ চতুর্ব্বেদ, ক্রিয়া যজ্ঞ, সঙ্কল্প, প্রাণ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, দ্বেষ, এবং হর্ষ, শুক্র, বৃহস্পতি, সংবর্ত্ত, বুধ, শনৈশ্চর ও রাহু প্রভৃতি গ্রহগণ; বায়ু, বিশ্বকর্ম্মা, নক্ষত্রগণ, দিবাকর, নিশাকর, দুঃখবারিণী সাবিত্রী, সপ্তবিধ সরস্বতী, সর্ব্বপ্রকার স্মৃতিগাথা, নিগম, ভাষ্য, অন্যান্য শাস্ত্র, ক্ষণ, লব; মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, মাস, অর্দ্ধমাস, ছয় ঋতু, সংবৎসর, চারযুগ, সন্ধ্যা, চতুর্ব্বিধ রাত্রি, যে শাশ্বত কালচক্র সতত পরিভ্রমণ করিতেছে সেই নিত্য অক্ষয় কালচক্র এবং তদ্ভিন্ন অন্য কত যে সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। ধার্ম্মিকপ্রধান কশ্যপ পুত্রগণের সহিত দূর হইতে সেই উৎকৃষ্ট আসনে আসীন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার চরণে মস্তক স্পর্শ করিতে পারিলে লোক শান্ত, বিগতজ্বর ও সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

—:০:—

অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৫৮।

দেবগুরু ব্রহ্মা কশ্যপের সহিত দেবগণকে সম্মুখে সমুপস্থিত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্নান্তে কহিলেন বীরবর সুতোত্তমগণ! তোমরা যে নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা আমি বিলক্ষণ বিদিত আছি। অবশ্যই তোমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। যিনি দানবেন্দ্র বলিকে পরাজয় করিবেন, তিনি যে কেবল সুরশত্রুগণের বিজেতা তাহা নহে; তিনি ত্রিলোকেরও বিজেতা। যিনি সমুদয় জীবের সৃষ্টিকর্তা, যিনি বিশ্বের বিধাতা, যিনি স্বয়ং সকলের আদি, যিনি আমারও পিতাস্বরূপ, যিনি সেই অতুলবীর্য্য বলিকে জগতের অজেয় করিয়াছেন, সেই মহাত্মা সকলের আদি। এমন কি তাঁর

আমাদিগেরও আদি। তিনি অচিন্ত্য, তিনি বিশ্বাত্মা, তিনি যোগী, এবং তিনিই আবার যোগ। তিনি যে কে, তাহা তোমরাও অবগত নহ। কিন্তু সেই পুরুষোত্তম স্বয়ং কি তোমরা কি আমি কি বিশ্বসংসার আমাদিগের সকলেরই বৃত্তান্ত অবগত আছেন। তাঁহার প্রসাদবলে তিনি যে স্থানে যোগাবলম্বন করিয়া দুশ্চর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

উত্তর দিকে ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর কূলে অতি রমণীয় এক স্থান আছে। মনীষিগণ সে স্থান অমৃত নামে নির্দেশ করেন। তোমরা সেই অমৃত নামক স্থানে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্যা অবলম্বন কর। তাহা হইলে বর্ষাকালীন সজল জলধরের ন্যায় অতিগভীর-নিস্বন অতিস্নিগ্ধ ও স্পষ্টাক্ষরযুক্ত ভারতী শ্রবণ করিতে পাইবে। নিশ্চয় জানিবে যে, সেই মনোহারিণী শিববাদিনী সংস্কারবতী অভয়দাত্রী ব্রহ্মবাদিনী সর্ব্বপাপবিনাশিনী বাণীই সেই সর্ব্বদেবাদিদেব বিশ্বাত্মা মহাদেবের। তাঁহার ব্রত সমাপ্ত হইলেই তোমরা তাঁহার ঐ বাক্য শ্রবণ করিতে পাইবে। তিনি সকলেরই বরদ। অতএব আমি আর তোমাদিগকে কি বরদান করিব? তখন অদিতি ও কশ্যপ উভয়ে সেই যোগাত্মার চরণে প্রণত হইয়া বর প্রার্থনা করিলে, লোক পিতামহ কশ্যপকে কহিলেন, কশ্যপ! যখন ভগবান্ তোমাকে বরপ্রার্থনা করিতে কহিবেন, তখন তুমি বলিও যে, "আপনি আমার পুত্রত্ব স্বীকার করুন।" তাহা হইলেই তিনি তোমার বাক্যে সম্মত হইবেন। সেই সময় ইহাঁরাও যত্নপূর্ব্বক কহিবেন, আপনি আমাদিগের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করুন" ইহা বলিবামাত্র সেই বিশ্বকর্ত্তা তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিবেন। তখন তোমরা বরপ্রদানে কৃতকার্য্য হইয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব ভবনে প্রতি গমন করিবে।

মহারাজ! তখন অদিতি, কশ্যপ ও অন্যান্য দেবগণ তাঁহাতে সম্মত হইয়া লোকপিতামহের চরণ বন্দনা করত উত্তর দিকাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর অচিরকাল মধ্যে ব্রহ্মার নির্দ্দিষ্ট নদীনাথ ক্ষীরোদের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সমুদায় সাগর, কাননসমাকীর্ণ ভূধর ও নদ নদী সকল সমুত্তীর্ণ হইয়া অমৃতনামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় প্রাণিমাত্র নাই, সূর্য্যের আলোকও নিরন্তর কেবল ঘোরতর তিমিরে সমাচ্ছন্ন কশ্যপের সহিত তথায় দেবগণ একত্র সহস্র বার্ষিক ব্রতে দীক্ষিত হইলেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব নারায়ণের অনুগ্রহ লাভই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। তাঁহা[illegible]সেই স্থানকষ্ট ও আসনকষ্ট স্বীকার এবং চীরবাস পরিধান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ও মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এ দিকে ভগবান্ কশ্যপ কেবল সেই মহা[illegible] অনুগ্রহ লাভার্থ বেদোক্ত পরম পবিত্র স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

ঊনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৪৯।

কশ্যপ কহিলেন, হে দেবেশ! হে একশৃঙ্গ! হে বরাহ! হে বৃষার্চ্চিষ! হে সিন্ধুবৃষ! হে বৃষাকপে! হে সুরবৃষ! হে সুরনির্ম্মিত! হে অনির্ম্মিত! হে ভদ্র! তোমাকে নমস্কার। তুমি কপিল, বিষ্বক্সেন, ধ্রুব, ধর্ম্ম, ধর্ম্মরাজ, বৈকুণ্ঠ ত্রেতাবর্ত্ত। তোমার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্যও নাই। তুমি ধনঞ্জয়, শুচিশ্রব, অজিত, বৃষ্ণিজ, অজ, অজর, অমৃতেশ্বর, সনাতন, বিধাতা, ত্রিকাল, ত্রিধাম, ত্রিককুৎ, ককুদ্মী, ভূভৃৎ, মহানাভ, লোকনাথ, পদ্মনাভ, লোকপতি, বিরিঞ্চি, বরিষ্ঠ, বহুরূপ,

ক্ষর, অক্ষর, বিরূপ, বিশ্বরূপ, সত্যাক্ষর, হংসাক্ষর, হব্যভুক্, খণ্ডপরশু, শুক্র, মুঞ্জকেশ, হংস, মহাহংস, মহদক্ষর ও হৃষীকেশ। তুমি সূক্ষ্ম, তুমি পরম সূক্ষ্ম, তুমি তুরাষাট্, তুমি বিশ্বমূর্ত্তি, তুমি সুরাগ্রজ, তুমি নীল, তুমি নিত্তম, তুমি তম; তুমি বিরজ, তুমি রক্ত, তুমি গন্ধধাম, তুমি সত্ত্ব, তুমি সর্ব্বলোক, তুমি সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠ, তুমি শিপিবিষ্ট, স্বতপ, তপোগ্র, অগ্র, অগ্রজ, ধর্ম্মনাভ, গভস্তিনাভ, ধর্ম্মনেমি, সত্যধাম, সত্যাক্ষর, গভস্তিনেমি, চন্দ্ররথ, শিল্পাপ, সমুদ্রবাস, অনেকপাদ, সহস্রশীর্ষ, সহস্রদৃক্, সহস্রশম্মিত, সহস্রপাদ, মহাশীর্ষ অধোমুখ, মহাপুরুষ, পুরুষোত্তম, সহস্রবাহু, সহস্রাস্য, সহস্রমূর্ত্তি, সহস্রাক্ষ, সহস্রভুজ ও সহস্রপ্রভ। বেদে তোমাকে কুসহস্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। হে বিশ্বদেব! হে বিশ্বসম্ভব! হে দেবগণগর্ব্ব! তুমি সকলের একমাত্র গতি। হে পুষ্পাংশ! হে বরদ! হে পরম! বেদে তোমাকে বিশ্ব ও বিশ্বাশ্রয় বলিয়া কীর্ত্তন করে। তুমি বষট্কার, তুমি ওঙ্কার, তুমি বৌষট, তুমি একজন প্রধানতম যজ্ঞভাগী বলিয়া কথিত হইয়া থাক। তুমি শতধার, তুমি সহস্রধার, তুমি ভূর্দ্ধ, ভুবর্দ্ধ, স্বর্দ্ধ, ভূর্ভুবস্বর্দ্ধ, তুমি ভূত, ও ভুবন। তুমি স্বধা তুমি ব্রহ্মশয় তুমি ব্রহ্মময়, তুমি ব্রহ্মাদি, তুমি স্বর্গ, তুমি পৃথিবী, তুমি সূর্য্য, তুমি বায়ু তুমি ধর্ম্ম, তুমি ইন্দ্র, তুমি হোতা, তুমি পোতা, তুমি বক্তা, তুমি নেতা, তুমি মন্তা, তুমি সোম্যহোতা, তুমি আপ, তুমি বিশ্ববাক্, তুমি স্রুক্ভাণ্ড, তুমি ইজ্য, তুমি যষ্টা, তুমি সমিধ, তুমি গতিমান্ ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি, তুমি মোক্ষ, অগ্নিধাতা, শুক্র, সিদ্ধ, ধন্য, যোগ্য, যজ্ঞ, সোম, যূপ, দীক্ষা, দক্ষিণা, বিশ্ব। যজ্ঞের নিমিত্ত চতুর্দ্দিক হইতে যে স্রুক্ আহৃত হয়, তুমি সেই স্রুক্। তুমি স্থবিষ্ঠ, স্থবির, তুমি বিশ্বতুরাষাট, হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যনাভ, হিরণ্য নারায়ণ ও মনুষ্যদিগের আশ্রয়। তুমি আদিত্যবর্ণ, তুমি আদিত্য; তুমি তেজ, তুমি মহাপুরুষ, তুমি পুরুষোত্তম, তুমি আদিদেব; তুমি পদ্মভাস, তুমি পদ্মেশয়; তুমি পদ্মাক্ষ, তুমি পদ্মগর্ভ; তুমি হিরণ্যাগ্নি, তুমি কেশশুক্র, তুমি বিশ্বদেব, তুমি বিশ্বতোমুখ; তুমি বিশ্বভুক, তুমি ভূবিক্রম; তুমি ভুববিক্রম, তুমি স্ববিক্রম; তুমি ক্রমাংভ্রা তুমি ক্রম, তুমি অক্রম, তুমি সুবিভু তুমি প্রভাকর, তুমি শম্ভু, তুমি স্বয়ম্ভু, তুমিই ভূতাদি। হে মহাত্মন্! হে মহাভূত! হে বিশ্বভূত! হে বিশ্বসম্ভব! তুমি বিশ্ব, তুমি বিশ্বের গোপ্তা, তুমি হোত্র, তুমি পবিত্র, তুমি সত্য, তুমি তেজ, তুমি সর্ব্বস্বরূপ। হে বিশ্বভুক্! হে ঊর্দ্ধকর্ম্মন্! হে অমৃতেন্ধন! হে অমৃতাশন! হে দিবস্পতে; হে ওতপ্রোত! হে বিশ্বস্পৃক্! হে বিশ্বপতে! হে ঘৃতাচি! হে অগ্নে! হে রোহিণ! হে সুরাসুরগুরো! হে মৃগাদেব! হে নৃদেব! হে দেবস্তুত! হে ক্রতিন! হে অনন্তকর্ম্মন্! হে বংশ! হে প্রাগংশ! তুমিই এই বিশ্বপালন এবং তুমিই এই বিশ্ব ধারণ করিতেছ। অতএব আমরা বরার্থী, আমাদিগকে রক্ষা কর।

—•:•—

ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৬০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ নারায়ণ বেদজ্ঞ দ্বিজেন্দ্র কশ্যপের এই পরমার্থযুক্ত স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া পরম হ্লাদিত হইয়া মেঘগম্ভীরশব্দে স্নিগ্ধভাবে দেবগণকে কহিতে লাগিলেন। আকাশ হইতে দিব্য সুস্পষ্ট বাক্যমাত্র শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু কে বলিতেছে তাহার কিছুই লক্ষিত হইল না। বিষ্ণু কহিলেন, দেবগণ! আজি তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি বরদ, তোমরা আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

কশ্যপ কহিলেন, হে অমরসত্তম! তুমি আমাদিগের সকলের উপর সন্তুষ্ট হওয়াতেই

আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। কারণ তুমিই আমাদিগের একমাত্র উপায়। যদি প্রসন্ন হইয়া থাক এবং যদি বরদানে তোমার বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এইমাত্র প্রার্থনা, যে, তুমি আমার পুত্ররূপে অদিতিগর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ইন্দ্রের অনুজ হও এবং অন্যান্য জ্ঞাতিগণের আনন্দ বর্দ্ধন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ঐ সময় দেবমাতা অদিতিও বরার্থিনী হইয়া ভগবানকে কহিলেন, দেব! আমারও প্রার্থনা, তুমি আমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ কর।

দেবতারাও কহিলেন, হে দেব! আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি আমাদিগের ভ্রাতা পাতা দাতা ও রক্ষাকর্ত্তা হও। তুমি অদিতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলে আমাদিগের দেবত্ব রক্ষা হয়। অতএব তুমি কশ্যপের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের যাহা অভিলাষ, তাহাই পূর্ণ হউক। যাহারা তোমাদিগের সকলের শত্রু হইবে, তাহারা ক্ষণকাল আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। আমি অসুর ও তোমাদিগের অন্য শত্রুদিগকে নিপাত করিয়া তোমাদিগকে পুনর্ব্বার যজ্ঞভাগী করিব। তোমরা এবং পিতৃগণ কব্যভোজী হইবেন। এক্ষণে যথাস্থানে গমন কর। কশ্যপ! অদিতে! তোমাদিগেরও যাহা অভিলাষ, তাহা পূর্ণ করিব। তোমরাও স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন কর।

সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু এই কথা কহিলে দেবগণ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। সকলেই নারায়ণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বিশ্বেদেবগণ, কশ্যপ, অদিতি, সাধ্যগণ, দেবগণ ও মহাবল ইন্দ্র, সকলেই প্রণতভাবে সেই পরম পবিত্র দেবাদিদেব নারায়ণকে নমস্কার করিয়া পূর্ব্বদিকে কশ্যপাশ্রমে গমন করিলেন। দেবগণ ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত সেই কশ্যপাশ্রমে উপস্থিত হইয়া নিরন্তর বেদাধ্যয়ন করত অদিতির গর্ভ প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবমাতা অদিতি অতি তেজস্বান্ বর্ষসাহস্রিক এক দিব্য গর্ভ ধারণ করিলেন। অতঃপর সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র দেবগণের পরিত্রাণ ও অসুরগণের বিনাশের হেতু। ঐ মহাত্মা ত্রিলোকের তেজঃ সংহার পূর্ব্বক যখনি অদিতির গর্ভে অবস্থান করিয়াছেন, তখনই দেবগণ পরিরক্ষিত হইয়াছেন।

—০—

একষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।২৬১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ত্রিলোকের শাস্তা দাতা, দৈত্যকুলের দর্পহারী, সুরানন্দবর্দ্ধন দেবাদিদেব ভূমিষ্ঠ হইলে সপ্ত প্রজাপতি ও সপ্ত মহর্ষি তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, এবং ভাস্কর বিগত হইলে যিনি ভাস্করের কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই মহর্ষি অত্রিও তথায় আগমন করিলেন। মরীচি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ঊর্ব্ব, স্তম্ব, বস্ত্রশ্রুত কপীবান্, অকপীবান্, দত্তোলি ও চ্যবন এই সাত বশিষ্ঠপুত্র, যাঁহারা বাশিষ্ঠনামে বিখ্যাত এবং গার্গ্য, পৃথু, জান্য, বামন, দেববাহ, যদুধ্র পর্জ্জন্য, হিরণ্যরোমা, বেদশিরা, সত্যনেত্র, বিশ্ব, অতিবিশ্ব, চ্যবন, সুধামা, বিরজা, অতিনামা, ও সহিষ্ণু প্রভৃতি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার অতি তেজস্বান পুত্রগণ, তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত সমুজ্জ্বলশরীর অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। গন্ধর্ব্বগণের তূর্য্যধ্বনিতে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বহুতর

গন্ধর্ব্ব সহিত তুম্বুরু সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। মহাশ্রুতি, চিত্রশিরা, ঊর্ণায়ু, অনঘ, গোমায়ু, সূর্য্যবর্চ্চা, সোমবর্চ্চা, যুগপ, তৃণপ, কার্ষ্ণি, নন্দি, চিত্ররথ, শালিশিরা, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ, হাহাহুহু ও মহাদ্যুতি হংস এই সকল দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ কেশবের উদ্দেশে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত মোহনমূর্ত্তি অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। বিশালনয়না, সুমধ্যমা, চারুমধ্যমা, প্রিয়মুখী, বরাননা, অনূনা, বামী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, মরীচি, শুচিকা, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অদ্রিকা, লক্ষণা, রম্ভা, অসিতা, সুবাহু, শ্রবিষ্ঠা, উর্ব্বশী, চিত্রলেখা, সুগ্রীবী, সুলোচনা, পুণ্ডরীকসুগন্ধা, সুরথা, প্রমাথিনী, কাম্যা, শারদ্বতী, মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিকা, পুঞ্জিকস্থলা এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র অপ্সরোগণ নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন। অগ্নিতুল্যতেজস্বী প্রজ্বলিতমূর্ত্তি ধাতা, অর্য্যমা, পূষা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, ত্বষ্টা, সবিতা এবং বিষ্ণু, কশ্যপনন্দন এই দ্বাদশ আদিত্য ঐ মহাত্মা সুরেশ্বরকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাৎ, অহির্ব্বুধ্ন, অপরাজিত, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভব এই একাদশ রুদ্র বর্ত্তমান হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্টবসু, মহাবল মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। বাসুকি, কচ্ছপ, চাপকুণ্ড, ধৃতরাষ্ট্র ও বলাহক প্রভৃতি অনন্তদেবের অনুজ মহাবলপরাক্রান্ত ক্রোধন-স্বভাব মহাত্মা নাগগণও করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন। অন্যান্য অনেক নাগও কৃতাঞ্জলি হইয়া নারায়ণকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, মহাবল গরুড়, অরুণ ও আরুণি প্রভৃতি মহাত্মাগণ করপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন।

লোকস্রষ্টা লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং সমস্ত মহাত্মাগণের সাহত তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, যখন প্রভু বিষ্ণু সনাতন লোক এই লোকেশ্বর হইতে সমুৎপন্ন হয়, তখন ইঁহার নাম বিষ্ণুই হউক। এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবর্ষিগণের সহিত সেই সুরেশ্বরকে নমস্কার করত স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

ভগবান্ সুরেশ এইরূপে কশ্যপের পুত্র হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। দেখিতে বামনাকৃতি; কিন্তু শরীরের প্রভা নবদুর্দ্দিন মেঘের ন্যায়; চক্ষু রক্তবর্ণ, বক্ষস্থলে শ্রীবৎস মণি রোমাবলির উপর শোভমান। অপ্সরাগণ একদৃষ্টে তাঁহার শরীরের লাবণ্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। যদি এককালীন সহস্র সূর্য্য উদিত হয়, তথাপি সেই মহাত্মার সর্ব্বাঙ্গ প্রভার সদৃশ হইতে পারে না। ভূ ভুব ও ভূত ভাবন দেবর্ষিতুল্য সেই ভগবানের বক্ষঃস্থল অতিবিস্তৃত সর্ব্বাঙ্গ প্রায় লোমে ভূষিত। দেখিলে বোধ হয়, যেন সমস্ত তেজোরাশি একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সে যাহা হউক, যিনি পুণ্যাত্মাদিগের একমাত্র গতি, যিনি পাপাত্মাদিগের অধোগতি, যোগপরায়ণ মহাত্মাগণ যাঁহাকে যোগেশ্বর বলিয়া জ্ঞাত আছেন, অণিমাদি গুণগ্রাম যাঁহার ঐশ্বর্য্য, যিনি দেবসত্তম বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত, মোক্ষপ্রার্থী সংযতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া একেবারে গতাগতি হইতে পরিত্রাণ পান, যিনি সমস্ত আশ্রমবাসীদিগের তপস্যা স্বরূপ, যাঁহারা যতিগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অতি কঠোর ব্রত অবলম্বন করেন, শেষ প্রভৃতি নাগগণ নাগমধ্যে সহস্রশীর্ষ রক্তাক্ষ অনন্তদেব বলিয়া যাঁহার সেবা করেন, স্বর্গকামী দ্বিজেন্দ্রগণ যাঁহাকে যজ্ঞ বলিয়া যাগ করেন, যিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও অদ্বিতীয়রূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন, সমস্ত বেদ যাঁহাকে একমাত্র বেত্তা ও একমাত্র যজ্ঞভাগদাতা বলিয়া কীর্ত্তন করে, যিনি

বৃষার্চ্চি. চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার চক্ষুর্দ্বয়, আকাশ যাঁহার শরীর, সেই বিভু সমস্ত অবগত হইয়াও কেবল যোগবলে বাক্য স্বীকার করিয়া দেবতাদিগকে সম্বোধন করত কহিলেন, সুরগণ! তোমাদিগের কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তোমাদিগকে কি বর প্রদান করিব. তোমাদিগের অভিলাষ কি, স্বচ্ছন্দে ব্যক্ত কর।

ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাত্মা বামনের বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় অহ্লাদিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সর্ব্বজ্ঞানবান্ দৈত্যেন্দ্র বলি তপোবলে ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করত মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া আমাদিগের ত্রিলোক রাজ্য অপহরণ করিয়াছে। সে আমাদিগের অবধ্য। তুমি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি তাহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ নহে। অতএব আমরা সকলে তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি শরণ্য, বরদ ও সকল জীবের অভয়প্রদ। একণে লোকদিগের, ঋষিদিগের, অদিতির ও কশ্যপের প্রিয়ানুষ্ঠান নিমিত্ত পিতৃগণকে চিরাভ্যস্ত কব্য এবং আমাদিগকে অভিলষিত হব্যভোগে অধিকারী কর। আমাদিগের এই মহাত্মা বাসবকে পুনর্ব্বার ত্রৈলোক্য রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কর। চিরকাল যেরূপ চলিয়া আসিতেছে, পুনর্ব্বার সেইরূপ প্রথা প্রচলিত হউক। দানবেন্দ্র একণে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছে। এ সময় যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহার উপায় চিন্তা কর।

—•:•—

দ্বিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৬২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবগণ এইপ্রকার কহিলে, বামনরূপী বিষ্ণু তাঁহাদিগের তুষ্টি উৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন, অঙ্গিরার পুত্র বেদপারদর্শী বৃহস্পতি আমাকে বলির যজ্ঞভূমিতে লইয়া চলুন। তথায় গমন করিয়া আমি ত্রিলোকরাজ্য প্রত্যাহরণের নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা করিব।

অনন্তর শ্রীমান্ বৃহস্পতি বামনদেবকে ধীমান দৈত্যেন্দ্রের যজ্ঞভূমিতে লইয়া চলিলেন। বামনদেবের গলদেশে শরমেখলা ও যজ্ঞোপবীত, হস্তে দণ্ড, অজিন ও ছত্র। তাঁহার চক্ষু ধূম্র অথচ রক্তবর্ণ। তিনি বৃদ্ধ নহেন, তথাপি ব্রহ্মাদি দেবগণ বৃদ্ধের মত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

এইরূপে বামনরূপধারী ভগবান্ দানবরাজের যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন। সাংগ্রামিক পরিচ্ছদ পরিহিত শত শত দৈত্য, দানবেন্দ্রের দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে, দ্বারে জনতার সীমা নাই; তথাপি তিনি অবাধে তাহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, মন্ত্রপারদর্শী ঋত্বিক্‌গণ দানবরাজের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়াছেন এবং যজ্ঞস্থল ব্রহ্মর্ষিগণে পরিপূর্ণ। বামনদেব তথায় উপস্থিত হইয়া আত্মাই যজ্ঞ স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তদনন্তর যজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠের বিবিধ প্রয়োগের কথা উল্লেখ পূর্ব্বক শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণকে একেবারে নিরুত্তর ও অপ্রতিভ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর সেই ঋত্বিক্ সভামধ্যে বলির সম্মুখেই অতিগূঢ় বৈদিক হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মাই যে যজ্ঞ তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। একজন বালকের নিকট বৃদ্ধতম উপাধ্যায় সহিত ঋষিগণ নিরুত্তর হইলেন, দেখিয়া বলি যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন বিরোচনতনয় মস্তকে অঞ্জলি রচনা করিয়া সাদরসম্ভাষণে কহিলেন তুমি কে? কাহার পুত্র? কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছ? এখানে আসিবার প্রয়োজন কি? এতাদৃশ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ আমি ত কখনও দেখি নাই! বিশেষ, বালকের এরূপ ধীষণা, এরূপ জ্ঞান, এরূপ বিজ্ঞান, এরূপ শিষ্টাচার,

এপ্রকার রূপ এবং এতাদৃশ মধুরমূর্ত্তি ত কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব, কি নাগ, কি যক্ষ, কি অসুর, কি রাক্ষস, কি পিতৃগণ, কি সিদ্ধগণ, কি গন্ধর্ব্ব, কাহার ত এরূপ তনয় নাই। তুমি যেই হও, তোমাকে নমস্কার। এক্ষণে আমাকে তোমার কি ইষ্ট সাধন করিতে হইবে, বল।

বলি এইরূপ বলিলে উপযুক্ত অচিন্ত্যাত্মা বামনদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, দৈত্যরাজ। আপনি অতি উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার সামগ্রীর ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেমন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আপনিও তদনুরূপ যজ্ঞ করিয়াছেন। কি চন্দ্র, কি যম, কি বরুণ, কেহ কখনও এরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। এ অশ্বমেধ, সকল যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ। ইহার অনুষ্ঠান করিলে পাপের প্রসঙ্গমাত্র থাকে না; প্রত্যুত স্বর্গলোক লাভ হয়। বেদবক্তারা বলিয়া থাকেন, ইহাতে কোন কামনাই অসম্পূর্ণ থাকে না। ফলতঃ অশ্বমেধ, সকল যজ্ঞের সার। সুবর্ণশৃঙ্গ, লৌহক্ষুর, সংলক্ষণ ও পবনবেগ-সমাযুক্ত, কাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ, বিশ্বনিদান অশ্বমেধ অতি পবিত্র বস্তু। অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া মানবগণ দুষ্কৃতিসাগর পার হইয়া থাকে। বেদবিৎ ব্যক্তিরা এই অশ্বমেধকে অগ্নিস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করেন। যেমন গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের সার, যেমন ব্রাহ্মণ সমুদায় বর্ণের শ্রেষ্ঠ, যেমন আপনি দানবদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়, তেমনি অশ্বমেধ সমুদায় যজ্ঞমধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বামনের মুখে এই কথা শুনিয়া দৈত্যপতি বলি নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। তখন বামনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কিম্পুরুষ! তুমি কাহার পুত্র? তুমি যাহা ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে তাহাই প্রদান করিব। অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর, মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

বামন কহিলেন, দানবরাজ! আমি আপনার নিকট রাজ্য, যান, রত্ন বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী কামনা করি না। আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, যদি যথার্থই আপনার ধর্ম্মে মতি থাকে; তাহা হইলে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, গুরুর নিমিত্ত এবং আমার নিজের অগ্নিরক্ষার নিমিত্ত আমাকে ত্রিপাদমাত্র ভূমি প্রদান করুন। বলি কহিলেন, বাগ্মিবর! ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? তুমি লক্ষপদ ভূমি প্রার্থনা কর আমি তাহাই প্রদান করিব।

শুক্রাচার্য্য কহিলেন, হে মহাবাহো অসুরেন্দ্র! তুমি উহাঁকে ভূমিদান করিও না। উহাঁর বিষয় বিশেষ জ্ঞাত নহ। উনি ছদ্মবেশধারী ভগবান্ হরি। উনি ইন্দ্রের হিতচিকীর্ষায় ঐরূপ বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন।

শুক্রাচার্য্য এই কথা বলিলে, বলি কোনকালে ইহাঁ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাত্র আর কোথায় পাইব এই ভাবিয়া পুলকিত হইলেন, এবং সসম্ভ্রমে কনকভৃঙ্গার হস্তে করিয়া কহিলেন, দ্বিজেন্দ্র! তুমি পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন কর। বামন কহিলেন, বসিলাম। বলি কহিলেন, যাচ্ঞা কর। বামন কহিলেন, দান করুন। বলি কহিলেন, কি দান করিব? বামন কহিলেন, ভূমি। বলি কহিলেন, কি পরিমাণ? বামন কহিলেন, ত্রিপাদমাত্র?

বলি কহিলেন, দিলাম। বামন কহিলেন, তবে জলপ্রক্ষেপ স্বীকার কর, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না।

ঐ সময় শুক্রাচার্য্য কহিলেন, দানবরাজ! দান করা হইবে না। বলি কহিলেন, কেন? শুক্রাচার্য্য কহিলেন, আমি উহাঁকে বিলক্ষণ বিদিত আছি। বলি কহিলেন, উনি কে? শুক্রাচার্য্য কহিলেন, উনি বিষ্ণু।

বলি কহিলেন, আহ্লাদের বিষয়। শুক্রাচার্য্য কহিলেন, তবে তুমি বঞ্চিত হইলে। বলি কহিলেন, বঞ্চিত নহি। শুক্রাচার্য্য কহিলেন, কেন? বলি কহিলেন, যখন জগন্নাথ বিষ্ণু স্বয়ং আমার যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত, তখন তিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাহাই প্রদান করিব। ফলতঃ বিষ্ণু অপেক্ষা দানের উপযুক্ত পাত্র আর কে আছে? এই বলিয়াই, বলি তৎক্ষণাৎ জলপ্রক্ষেপ করিলেন।

বামনদেব কহিলেন, হে অনঘ দানবরাজ! আমাকে আমার পাদপর্য্যাপ্ত ত্রিপাদ ভূমি প্রদান করিতে হইবে। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বিরোচন-নন্দন বামনের বচন শ্রবণে কুস্তাভিনের উপ্ত নীর ধারণ পূর্ব্বক, "স্বস্তি" বলিয়া জলপূর্ণ ভৃঙ্গার গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় বামনদেব দৈত্যেন্দ্রের বিনিপাত বাসনায় শীঘ্র দৈত্য-ক্ষয়কর কর প্রসারণ করিলেন। তাহার পর দৈত্যেন্দ্র যেমন তাঁহাকে জলপ্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি ইঙ্গিতজ্ঞ প্রজ্ঞাবান্ প্রহ্লাদ সেই অচিন্ত্যবীর্য্য অসুরলক্ষ্মীসংহরণো-দ্যত বামনদেবের অভূতপূর্ব্ব মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া নিষেধ পূর্ব্বক কহিলেন, দৈত্যরাজ! আপনি ঐ বামনরূপী বটুর হস্তে জলপ্রক্ষেপ করিবেন না। পূর্ব্বে যিনি আপনার প্রপিতা-মহকে নিহত করিয়াছিলেন, উনিই সেই মহা-প্রাজ্ঞ বিষ্ণু; আপনাকে বঞ্চনা করিতে আগমন করিয়াছেন।

বলি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি এ প্রতিগ্রহ উহাঁকেই প্রদান করিব কারণ, ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ এতাদৃশ অনুকূল পাত্র আর কোথায় পাইব? বিশেষতঃ আমি যজ্ঞে দীক্ষিত। অত-এব উহাঁকে দান করা আমার অবশ্য বিধেয়। এই কথা বলিয়া বিরোচনতনয় সেই আদিদেব বিষ্ণুকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিলেন।

প্রহ্লাদ কহিলেন, দানবেশ্বর! আপনি এ, ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ প্রদান করিবেন না। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, ইনি বিপ্রবালক নহেন। ব্রাহ্মণতনয়ের মূর্ত্তি কখন এরূপ হই-তে পারে না। ইহাঁর রূপ দর্শনে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, সেই নৃসিংহদেব পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছেন।

প্রহ্লাদ এই প্রকার কহিলে, দৈত্যরাজ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, প্রহ্লাদ! যে ব্যক্তি দেও বলিয়া যাচ্ঞা করে, আর যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে, অলক্ষ্মী তাহাদি-গের উভয়কেই অধিকার করেন। যে স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ প্রদান না করে, সেই পাপাত্মা সবংশে ও সবান্ধবে নরকগামী হয়। পাছে অলক্ষ্মী আমাকে আক্রমণ করেন, এই আমার আশঙ্কা; অতএব আমি ইহাঁকেই ভূমিদান করিব। বিশেষতঃ এমন প্রতিগৃহীতা আর দ্বিতীয় পাইব না। ইহাঁকে দান করিলে আমার মনেরও তৃপ্তিলাভ হইবে। অতএব তোমরা নিবারণ করিলেও আমি শুনিব না, ইহাঁকে দান করাই আমার সঙ্কল্প।

বলি এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বটুরূপী বামনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অল্পবুদ্ধে! ত্রিপাদ পরিমাণ ভূমি অতি সামান্য; অতএব যদি বল, তাহা হইলে তোমাকে এই সসাগরা পৃথিবী সম্প্রদান করি।

বামন কহিলেন, দানবরাজ! আমি আপ-নার সসাগরা ধরালাভে পরিতুষ্ট নহি; ত্রিপাদ ভূমিই আমার যথেষ্ট।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দান-বেন্দ্র বলি তাহাই স্বস্তি বলিয়া সেই অমিত-তেজা বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি প্রদান করি-লেন। তদীয় হস্ত হইতে বারি পতিত হইবা-মাত্র, আর সে বামনমূর্ত্তি রহিল না, একেবারে সর্ব্বদেবময়, মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। ভূমি তাঁহার পাদ, আকাশ মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু.

পিশাচগণ পদাঙ্গুলি, গুহ্যকগণ হস্তাঙ্গুলি, বিশ্বেদেবগণ জানু, সুরোত্তম সাধ্যগণ জঙ্ঘা, যক্ষগণ নখ, অপ্সরোগণ নখরেখা, বিদ্যুদ্দাম নির্ম্মল দৃষ্টি, সূর্য্যকিরণসকল কেশ, নক্ষত্রনিচয় লোমকূপ, মহর্ষিগণ রোম, বিদিক্ সকল বাহু, দিক সকল কর্ণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় শ্রবণেন্দ্রিয়, মহাবল বায়ু নাসিকা, চন্দ্রমা প্রসন্নতা, ধর্ম্ম মন, সত্য বাক্‌শক্তি, সরস্বতী জিহ্বা, মহাদেবী অদিতি গ্রীবা, দীপ্তিমান সূর্য্য তালুদেশ, স্বর্গদ্বার নাভি, মিত্র ও ত্বষ্টা ভ্রূ বৈশ্বানর মুখ, প্রজাপতি বৃষণ, ভগবান ব্রহ্মা হৃদয়, মুনিবর কশ্যপ পুংস্ত্ব, বসুগণ পৃষ্ঠদেশ, মরুদ্গণ সন্ধি, গন্ধস্থান, বেদ সকল দশন, জ্যোতি সকল শরীরপ্রভা, রুদ্রদেব বক্ষস্থল, মহার্ণব ধৈর্য্য, গন্ধর্ব্ব ও ভুজঙ্গগণ উদর, লক্ষ্মী মেধা, ধৃতি কান্তি, সমুদয় বিদ্যা কটিদেশ, পরমাত্মার উৎকৃষ্ট স্থানই ললাট, জ্যোতিষ্কগণ তপস্যা ও দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তেজ, বেদসকল স্তন ও কক্ষ এবং যজ্ঞ, যজ্ঞযূপ ও ব্রাহ্মণগণের চেষ্টা সমুদয় তাঁহার ওষ্ঠ স্বরূপ হইয়া উঠিল। তখন মহাসুরগণ তাঁহার বেদময় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ক্রোধে শলভ যেমন পাবকের উপর নিপতিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার উপর নিপতিত হইতে লাগিল।

—০—

ত্রিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।২৬৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তৎকালে যে যে মহাত্মা দানব তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম, রূপ, আভরণ ও প্রধান প্রধান অস্ত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। বিপ্রচিত্তি, শিবি, শঙ্কু, অয়ঃশঙ্কু অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, বীর্য্যবান্ হয়গ্রীব, বেগবান্, কেতুমান্, অতিউগ্র অগ্রব্যগ্র, পুষ্কর, পুষ্কল, অশ্বারূঢ় অশ্বপতি, প্রহ্লাদ, কুম্ভ, সংহ্লাদ, গগনপ্রিয়, অনুহ্রাদ, হরি ও হর, বরাহ, সংহর, অক্রূর, বৃষপর্ব্বা, বিরূপাক্ষ, সুনীত্র, চন্দ্রলোচন নিষ্প্রভ, সুপ্রভ, শ্রীমান, নিরুদর, একবক্ত্র, দ্বিবক্ত্র, মহাবক্ত্র, বৃহৎকীর্ত্তি, মহাজিহ্ব, শঙ্কুকর্ণ, মহাধ্বনি, শরভ, শলভ, কুপথ, কাপথ, ক্রথ, দীর্ঘজিহ্বা, অর্কনয়ন, মৃদুচাপ, মৃদুপ্রিয়, বায়ু, গবিষ্ঠ, নমুচি, শম্বর, বিজ্বর, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, ক্রোধবর্দ্ধন, কালক, কালকাক্ষ, বৃত্র, ক্রোধ, বিমোক্ষণ, গরিষ্ঠ, হবিষ্ঠ, প্রলম্ব, নরক, পৃথু, ইন্দ্রতাপন, বাতাপি, বলদর্পিত, কেতুমান্, অসিলোমা, পুলোমা, বাস্কল, প্রমদ, মদ, খস্বম, কালবদন, করাল, কেশি, একাক্ষ, রাহু, ভুহুণ্ড, সমল, স্বপ ও অন্যান্য অনেক দানব মহাত্মা বিষ্ণুর সম্মুখীন হইল। উহাদিগের কাহার কাহার হস্তে পাশ, কাহার কাহার আস্যদেশ বিবৃত, কাহার কাহার কণ্ঠস্বর গর্দ্দভের মত, কাহার হস্তে পট্টিশ, কাহার কাহার হস্তে চক্র, কাহার কাহার হস্তে পরশ্বধ, কাহার কাহার হস্তে প্রাস, কাহার কাহার হস্তে মুদ্গর, কাহার কাহার হস্তে পরিঘ কাহার কাহার হস্তে মহাশিলা, কাহার কাহার হস্তে শূল, কাহার কাহার হস্তে প্রকাণ্ড বৃক্ষ, কাহার কাহার হস্তে শরাসন, কাহার কাহার হস্তে বৃহৎ পাট্টিশ, কাহার কাহার বা হস্তে মুষল। কেহ কেহ বা গদা, কেহ ভুষুণ্ডী, কেহ বজ্র, কেহ কম্পন, কেহ অসি এবং অন্যান্য দানব অন্যান্য প্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। রণদুর্ম্মদ দানবদিগের আকৃতি এবং বেশও নানাপ্রকার। উহাদিগের মধ্যে কাহার কাহার মুখ কূর্ম্মের, কাহার কুক্কুটের, কাহার হংসের, কাহার গর্দ্দভের, কাহার উষ্ট্রের, কাহার বরাহের, কাহার মকরের, কাহার শিশুমারের, কাহার মার্জ্জারের, কাহার ভেকের, কাহার অশ্বের, কাহার বা নকুলের মত। কেহ কেহ বা গোমুখ, কেহ বজ্রমুখ, কেহ মৃগমুখ, কেহ অশ্বমুখ, কেহ উষ্ট্রমুখ, কেহ গজমুখ, কেহ

শোনমুখ, কেহ মার্জারমুখ, কেহ শাখামৃগমুখ, কেহ ছাগমুখ, কেহ মহিষমুখ, কেহ সর্পের মুখ, কেহ গোধামুখ ও কেহ বা নক্রমুখ। কাহার কাহার বদন ভল্লুকের মত, কাহার শার্দ্দূলের মত, কাহার গণ্ডারের মত, কাহার সিংহের মত, কাহার বা ময়ূরের মত। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গজচর্ম্ম, কেহ কৃষ্ণাজিন ও কেহ বা ফলকবাস পরিধান করিয়াছে। কাহার কাহার গাত্র চীরবাসে সমাবৃত। কাহার কাহার মস্তকে উষ্ণীষ, কাহার কাহার বা মুকুট, কেহ কেহ বা কুণ্ডল ধারণ করিয়াছে। কেহ কেহ কিরীটী, কেহ লম্বমান শিখাধারী; কেহ বা কম্বুগ্রীব। উহাদিগের মধ্যে সকলেই সাতিশয় তেজস্বী।

এইরূপ বিবিধ বেশ, বিবিধ মাল্য ও বিবিধ অনুলেপনধারী দানবগণ স্ব স্ব প্রদীপ্ত অস্ত্র সকল ধারণ করিয়া বেদময়শরীরধারী হৃষীকেশের প্রতি ধাবমান হইল। তখন দেবাদিদেব হরি পাদপ্রহার ও চপেটাঘাতে দৈত্যদিগকে বিদলিত করিয়া ত্রিপাদবিক্রমে ত্রিদিবরাজ্য হরণ করিলে, পৃথিবী প্রত্যাহৃত হইল। যখন তিনি ত্রিলোক আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার দীপ্তি সূর্য্যের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন, তৎকালে চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার বক্ষঃস্থলে, আকাশমণ্ডল তাঁহার ঊরুদেশে এবং স্বর্গ তাঁহার পাদমূলে অবস্থিত ছিল। এইরূপে তিনি ত্রিলোক পরাজিত ও অসুরেন্দ্রদিগকে উন্মূলিত করিয়া ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রদান করিলেন। কেবল পৃথিবীর অধোভাগে সুতল নামে রসাতল বলির বাসের নিমিত্ত প্রদত্ত হইল। অসুরপতি তদবধি পাতালতলে বাস করিলেন এবং কিয়ৎকাল ধ্যানাবলম্বনের পর বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এখন আমাকে কি করিতে হইবে, বিশেষরূপ আদেশ করুন।

তখন পুরুষোত্তম বিষ্ণু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অসুরেন্দ্র! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমার অভিলষিত বরপ্রার্থনা কর। কিন্তু তুমি কখনও দেবেন্দ্রের বচনে অবহেলা করিও না। আমি বলিতেছি, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, দৈত্যপতে! তুমি আমার হস্তে যে জলপ্রদান করিয়াছ, এক্ষণে আমি বলিতেছি, দেবতা হইতে তোমার মৃত্যু সম্ভাবনা নাই। তুমি অনুচর সমভিব্যাহারে সুতল নামক পাতালতলে বাস কর। কিন্তু তথায় অবস্থান করিয়া তোমাকে দেবরাজ ইন্দ্রের নিদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। আমার বাক্য যেন স্মরণ থাকে। তুমি সমস্ত দেবগণেরও সম্মাননা করিবে, তাহা হইলেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ এবং উভয় লোকই সুখী হইবে. প্রত্যুত, তুমি পুনর্ব্বার দৈত্যাধিপত্য অধিকার করিতে পারিবে। তোমার সদক্ষিণ যজ্ঞ ও বিবিধ ভোগের পরিসীমা থাকিবে না। কিন্তু যখনি তুমি আবার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, তখনি পাতালবাসী মহাবীর্য্য ভোগিগণ তোমাকে বন্ধন করিবে। অতএব তুমি নিত্য ত্রিদশপতি ইন্দ্রকে নমস্কার করিও। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ও সুরগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ; আমি যাহা যাহা বলিলাম, সমস্ত স্বীকার করিয়া লও।

বলি কহিলেন, হে দেবদেব! হে শঙ্খচক্রগদাধর! হে সুরাসুরেশ্বর! হে সর্ব্বলোকেশ্বর! হে মহাভাগ! আপনি ত আমার পাতালবাস নির্দ্দেশ করিলেন, কিন্তু তথায় আমি কিরূপে বাস করিব? কিরূপেই বা আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে? তথায় বাস করিয়া যাহাতে আমি অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারি, আপনি তাহা করুন।

বিষ্ণু কহিলেন, শ্রোত্রিয়হীন শ্রাদ্ধ, ব্রতহীন অধ্যয়ন, দক্ষিণাহীন যজ্ঞ, ঋত্বিক্‌হীন আহুতি

অশ্রদ্ধায় দত্ত সামগ্রী এবং অসংস্কৃত হবি এই ছয় দ্রব্য তোমার ভাগস্বরূপ নির্দিষ্ট হইল। এতদ্ভিন্ন যাহারা আমার ভক্ত জনের দ্বেষ করে, যাহারা অগ্নিহোত্রী হইয়াও ক্রয় বিক্রয় করে, যাহারা অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করে তুমি তাহাদিগেরও সমস্ত পুণ্য অধিকার করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অসুর শ্রেষ্ঠ বলি মহাত্মা বিষ্ণুর এই কথা শ্রবণ করত তথাস্তু বলিয়া স্বীকার, এবং তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পাতালতলে প্রবেশ করিলেন। এদিকে ভগবান বিষ্ণুও ক্রমশঃ রাজ্য বিভাগ আরম্ভ করিলেন। প্রথমে ইন্দ্রকে পূর্ব্বদিক্ মহাত্মা পিতৃপতি যমকে দক্ষিণ দিক্, বরুণকে পশ্চিম দিক্ কুবেরকে উত্তর দিক্, নাগরাজকে অধোদিক্, এবং সোমদেবকে ঊর্দ্ধদিক্ প্রদান করিলেন। এইরূপে ত্রিলোক কণ্টক বিভক্ত হইলে পর দেবগণের মনঃক্ষোভ বিগত হইল। দেবেন্দ্র পুনর্ব্বার ত্রিলোকের পতি হইলেন। মহর্ষিগণ বামন দেবের যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। তিনিও ত্রিদিবমণ্ডলে স্বীয় বাসস্থানে গমন করিলেন। তখন ইন্দ্রাদিদেবগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

অনন্তর কৃষ্ণ কম্বল ও অশ্বতর প্রভৃতি মহাবীর্য্য নাগ দ্বারা বলিকে বদ্ধ করিয়া ত্রিদিবে গমন করিলে পর একদা দেবর্ষি নারদ সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। নারদ বলিকে নাগপাশবন্ধনে একান্ত কাতর ও নিতান্ত ক্লিষ্ট দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত কহিলেন, দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমাকে এ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি এখনি বিশুদ্ধান্তঃকরণে ভক্তচিত্তে দেবাদিদেব, অনাদিনিধন, অব্যয়, অক্ষয়, ধীমান বাসুদেবের স্তব পাঠ কর, তাহা হইলে শীঘ্র মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া দেবর্ষি তাঁহাকে বিংশতি মন্ত্র প্রদান করিলেন। দৈত্যেন্দ্রও প্রস্তুত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নারদের নিকট হইতে সেই স্তব শিক্ষা করিয়াই তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা দেবদেবের স্তব পাঠ আরম্ভ করিলেন কহিলেন, হে অনন্তপতে! হে অক্ষয়! হে মহাত্মন্! হে জগদীশ্বর! হে পদ্মনাভ! হে দেব বিষ্ণো! তোমাকে নমস্কার। দেব! তুমি কালেরও কাল; তুমি যে সত্যনিবন্ধন সম্পূর্ণ স্বরূপ শরীর ধারণ করিয়া ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছ, সেই সত্যবলে আমাকে মুক্ত কর। যখন গগনমণ্ডল হইতে চন্দ্র সূর্য্য একেবারে তিরোহিত হন যখন জগতে যজ্ঞ তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের প্রসঙ্গমাত্র থাকে না, তখন যে সত্যনিবন্ধন পুনর্ব্বার লোকসৃষ্টির নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাক, সেই সত্যবলে আমাকে মুক্ত কর। পূর্ব্বকল্পে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যে সত্যবলে তোমার জঠরমধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মা, রুদ্র, বসু, অগ্নি, পর্ব্বত ও সরিৎ সমাযুক্ত এই চরাচর বিশ্বসংসার দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সত্য বলে আমাকে মুক্ত কর। একমাত্র তুমি যে সত্যনিবন্ধন বিদ্যাচ্ছায় বলে সমস্ত জগৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগী হইয়া পুনর্ব্বার যোগাবলম্বন করিয়াছ, সেই সত্য বলে আমাকে মুক্ত কর। তুমি জলশয্যা শয়ন করিয়া যোগনিদ্রায় অভিভূত হও; কিন্তু যে সত্যনিবন্ধন আবার জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তা কর, সেই সত্যবলে আমাকে মুক্ত কর। তুমি যে সত্য নিবন্ধন যজ্ঞবরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জলনিমগ্না ধরিত্রীর উদ্ধার করিয়াছ, সেই সত্যবলে আমাকে মুক্ত কর। তুমি যে সত্যনিবন্ধন দশন দ্বারা পৃথিবী উদ্ধার করিয়া পিতৃগণেরও পিতৃত্ব করিয়াছ, সেই সত্যবলে আমাকে মুক্ত কর। দেবগণ হিরণ্যাক্ষ ভয়ে কাতর হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, তুমি যে সত্যনিবন্ধন তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছিলে, সেই সত্যবলে আমাকে মুক্ত কর। তুমি যে সত্য নিবন্ধন

বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া চক্র দ্বারা হিরণ্যাক্ষের মস্তক ছেদন করিয়াছিলে, সেই সত্যবলে আমাকে মুক্ত কর। তুমি পূর্ব্বে যে সত্যনিবন্ধন মূর্দ্ধা, অস্থি ও মস্তক চূর্ণ করিয়া এক হুঙ্কারেই হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছিলে, সেই সত্যবলে আমাকে মুক্ত কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মার সমক্ষেই যখন দুই দৈত্য বেদগণকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন যে সত্য নিবন্ধন তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে, সেই সত্য বলে আমাকে মুক্ত কর। তুমি যে সত্য নিবন্ধন হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক মধু ও কৈটভকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মাকে বেদ সমর্পণ করিয়াছিলে, সেই সত্যবলে আমাকে মুক্ত কর। যে সত্য নিবন্ধন দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ সিদ্ধ ও মহোরগগণ তোমার অন্ত দর্শন করিতে সমর্থ হন না, সেই সত্য বলে আমাকে মুক্ত কর। তুমি যে সত্য নিবন্ধন অপস্তরতমা নামে দেবকুমার হইয়া বেদার্থ সমুদায় প্রকটিত করিয়াছ, সেই সত্যবলে আমাকে মুক্ত কর। যে সত্যনিবন্ধন দেবযজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, পিতৃযজ্ঞ ও হবি তোমার রহস্য, তুমি সেই সত্যবলে আমাকে মুক্ত কর। দীর্ঘতমা নামক ঋষি গুরুশাপ নিবন্ধন জন্মান্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তোমার অনুগ্রহেই তিনি পুনর্ব্বার চক্ষু প্রাপ্ত হন; অতএব তুমি স্বীয় সত্যবলে আমাকে মুক্ত কর। গজেন্দ্র গ্রাহগ্রস্ত হইয়া একান্ত কাতর ও মৃতপ্রায় হইয়াছিল, তাহার পর তোমার একান্ত ভক্ত হইয়াছিল বলিয়া তুমি তাহাকে মুক্ত করিয়াছ, অতএব স্বীয় সত্যগুণে আমাকে মুক্ত কর। তুমি অক্ষর, তুমি অব্যয়, তুমি ব্রহ্মণ্য, তুমি ভক্তবৎসল। যাহারা গর্ব্বিত হইয়া উঠে, তুমি তাহাদিগেরই গর্ব্ব চূর্ণ কর, অতএব স্বীয় সত্যগুণে আমাকে মুক্ত কর। আমি তোমার শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও গরুড়ের শরণাপন্ন হইতেছি, তাঁহারা আমাকে এ বন্ধন হইতে মুক্ত করুন।

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া নাগহন্তা খগপতি গরুড়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন খগেন্দ্র! তুমি বলিকে বন্ধন হইতে মুক্ত কর। তখন অতুলবিক্রম গরুড় পক্ষদ্বয় বিধূনন করিয়া পাতালতলে যথায় বলি বদ্ধ হইয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন। গরুড় উপস্থিত হইবামাত্র সর্পগণ জানিতে পারিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ দৈত্যেন্দ্রকে পরিত্যাগ করত ভোগবতী পুরীতে পলায়ন করিল।

বিষ্ণুচিন্তাপরায়ণ শ্রীভ্রষ্ট বলি এইরূপে নাগপাশ হইতে মুক্ত হইলে পর, গরুড় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাবাহো দৈত্যেন্দ্র! প্রভু নারায়ণ তোমাকে এই কথা বলিয়া দিলেন যে, তুমি নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া এক্ষণ বন্ধু বান্ধব ও পুত্র পরিবারে পরিবেষ্টিত হইয়া এই পাতালতলে বাস কর। এস্থান হইতে দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিও না। যদি তুমি এ নিয়ম লঙ্ঘন কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে।

পতগরাজের বচন শ্রবণ করিয়া দানবেন্দ্র কহিলেন, আমি সেই মহাত্মা অনন্তদেবের আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত রহিলাম। কিন্তু এস্থানে অবস্থান করিয়া যাহাতে আমার সুখে জীবন যাপন হয়, তিনি যেন তাহা বিধান করিয়া দেন।

গরুড় কহিলেন, কেন, সেই মহাত্মা ত ইতিপূর্ব্বেই তোমার জীবনোপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। বিধিবিহীন ঋত্বিক্‌গণ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া যে যজ্ঞানুষ্ঠান করে, দেবগণ কখনও সে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন না। অতএব তুমি সেই যজ্ঞভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক এই স্থানে সুখে বাস করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ত্রিলোকপ্রকাশন কশ্যপাত্মজ ভগবান্ বিষ্ণু দানবেন্দ্রকে এই আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক অনন্তদেবের সর্ব্বপাপবিমোচন

এই স্তুতি পাঠ করেন, তাঁহার পাপের সম্পর্ক মাত্র থাকে না। এই স্তবপাঠে গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ ক্ষয় হয়। অপুত্র ব্যক্তি পুত্র লাভ করে, কন্যা অভিমত পতিলাভ করিয়া চরিতার্থ হয়; প্রসূতির প্রসববাধা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা বিদূরিত হয়, গর্ভিণী পুত্র প্রসব করে; এবং কি সাঙ্খ্য মতাবলম্বী, কি কপিলমতানুবর্ত্তী মোক্ষার্থী যোগী, সকলেই নিষ্পাপ হইয়া শেষ স্বর্গে গমন করেন। ফলতঃ, যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শুচি ও প্রয়তচিত্ত হইয়া অনন্তদেবের এই স্তব পাঠ করেন, তাঁহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাই মহাত্মা বিষ্ণুর বামনাবতার-বৃত্তান্ত। বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ নারায়ণের এই যশ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পর্ব্ব দিনে ভক্তিপূর্ব্বক এই বামনাবতার বিষয় শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে বিষ্ণুর ন্যায় শত্রু পরাজয় করিয়া পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। ইহাতে মানবগণের সর্ব্বাংশেই মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। এমন কি, পুত্র না থাকিলেও এই স্তব পাঠ করিলে মেধা ও অন্যান্য গুণসংযুক্ত উৎকৃষ্ট পুত্র লাভ হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং বলিয়াছেন যে, এই স্তব পাঠ করিলে দেবাদিদেব জনার্দ্দন তুষ্ট হইয়া সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ করেন।

—০:০—

চতুঃসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৭৪।

জনমেজয় কহিলেন, বিপ্রবর! দেবাদিদেব ভগবান্ বিষ্ণু সংসারের উপাস্য হইয়াও স্বয়ং আবার কৈলাসপতি শঙ্করের আলয়ে গমন করিয়াছিলেন কেন? সত্যদর্শী তপোবৃদ্ধ নারদাদি ঋষিগণ ঐ পর্ব্বতে দেবাদিদেব শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমরা শুনিয়াছি, পূর্ব্বে দেবাদিদেব কেশবও ঘোরতর তপশ্চরণসময়ে ঐ দেব শঙ্করের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। এদিকে আবার ইন্দ্রাদি দেবগণও ঐ পর্ব্বতে পুরাতন দেব অগ্রগণ্য হরি ও হরকে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়ে একাত্মা ও একীভূত হইয়াও পৃথক্‌রূপে কল্পিত হইয়াছেন। যাঁহারা ফলতঃ উভয়েই জগদ্যোনি এবং উভয়েই সৃষ্টি ও সংহারের অদ্বিতীয় কারণ, কিন্তু পরস্পর পরস্পরে সমাবিষ্ট হইয়া এই জগৎ পালন করিতেছেন। অতএব কৈলাস পর্ব্বতে উভয়ে মিলিত হওয়াতে যাহা ঘটিয়াছিল এবং ঋষিগণ তাঁহাদিগের উভয়কে দর্শন করিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমূলতঃ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ফলতঃ পুরাতন পুরুষ কৃষ্ণ বিষ্ণু হরি যে নিমিত্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন এবং নাগভূষণ ভগবান শঙ্কর যেরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করাই আমার উদ্দেশ্য, অতএব আপনি যত্নপূর্ব্বক তৎসংক্রান্ত সমাবেশ বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ যেরূপে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, যেরূপে বৃষবাহন দেবাদিদেব শঙ্করের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, সমস্তই আমি দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে গরুড়বাহন কেশবকে নমস্কার করিয়া যথাযথ ও যথাসম্ভব আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি মনোযোগী হইয়া যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করুন! কারণ, শ্রবণস্পৃহাহীন তপোবর্জ্জিত অভক্ত নৃশংসের নিকট ইহা কীর্ত্তন করিতে নিষেধ আছে কিন্তু পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা অতি পুণ্যকর, স্বর্গায়ু, যশস্কর ও বুদ্ধিকর। বেদার্থযুক্ত এই কৈলাসবৃত্তান্ত পুণ্যাত্মাদিগের অবশ্য শ্রবণীয়। এমন কি, বেদনিরত পুণ্যাত্মা নারদাদি তপোধনগণও

প্রতিজ্ঞাময় হ'য় ও হয়ের এই অত্যাশ্চর্য্য অক্ষয় পবিত্র কৈলাসবৃত্তান্তের অনুশীলন করিয়া থাকেন।

নরকাদি অসুরগণ এবং শত্রুভূত অন্যান্য নরপতিগণ নিহত হইলে পর যখন পুরুষোত্তম বিষ্ণু দ্বারকাপুরীতে বৃষ্ণিগণে বেষ্টিত হইয়া পরমসুখে অবস্থান পূর্ব্বক পৃথিবী শাসন করেন, সেই সময় একদা রজনীযোগে রুক্মিণী কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবেশ মাধব! আপনি যদি অনুগ্রহ করেন তাহা হইলে আমার বাসনা, আপনার মত বল-বান রূপবান বৃষ্ণিগণের নেতা কৃপানিধি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী নীতিবিদ্যাবিশারদ বীর্য্যবান এক পুত্র লাভ হয়। আপনি অনুকূল হইলে সমস্তই দান করিতে পারেন। আপনি সকল বিষয়ের কর্ত্তা, সকলের দাতা ও সমস্ত ভোক্তা, শুশ্রূষানিরত একান্ত ভক্ত ভৃত্যগণের প্রতি দয়া প্রকাশ কিছু আপনার বিচিত্র নহে। অতএব যদি একজন ভক্ত বলিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, আমাকে একটী বলবীর্য্যশালী রুক্মভূষণ পুত্র প্রদান করা আপনার কর্ত্তব্য।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অতি প্রিয়তমা মহিষী রুক্মিণী এইরূপ বচন বিন্যাসে কৃষ্ণকে তুষ্ট করিলে, সেই দেবাদিদেব কৃষ্ণ শত্রু যদুপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, অয়ি মানিনি! তুমি যাদৃশ পুত্র কামনা করিতেছ, আমি তোমাকে তাদৃশ পুত্রই প্রদান করিব। তুমি আমার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত তাহাতে এবিষয় আর বিবেচনার অপেক্ষা নাই। আমি অবশ্যই তোমাকে শত্রুদমন পুত্র প্রদান করিব। পুত্র দ্বারা অভিমত লোক সকল পরাজিত করিতে পারা যায়। পুন্নাম নরক অতীব দুঃখকর। সেই নরক হইতে পরি-ত্রাণ লাভ হয় বলিয়াই লোকে ইহলোক ও পরলোকের সুখের নিমিত্ত পুত্র কামনা করে। পুত্রবান্ ব্যক্তির নিমিত্ত অনন্তলোকের দ্বার উদ্ঘাটিত থাকে। পতি পুত্ররূপ ধারণ করিয়া পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করিয়া আবার নবরূপ ধারণ পূর্ব্বক দশমমাসে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। পুত্রবান ব্যক্তির কোন লোক অজেয় থাকে না; এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রও পুত্রবান্ ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া ভীত হন। অপুত্র ব্যক্তির কোন লোকেই শ্রেয় নাই। কিন্তু কুপুত্র অপেক্ষা বন্ধ্যা দোষ বরং শ্রেয়। কারণ কুপুত্র হইতে নরক দর্শন সঙ্ঘটন হয়। সুপুত্র স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। বিদ্যা হইতে বিনয় লাভ হয় এই নিমিত্ত পুত্রকামী পুরুষেরা অতি যত্নবান্ হইয়া বিদ্বান্, বিনীত, দয়ালু, সুশিক্ষিত ও জ্ঞানবান্ পুত্র কামনা করে। অত-এব আমি তোমাকে বিদ্বান্ সুশীল এক পুত্র প্রদান করিব। এই আমি তোমার নিমিত্ত কৈলাস পর্ব্বতে চলিলাম। তথায় নীললোহিত মহাদেব শঙ্করের উপাসনা করিয়া সেই ভূত-ভাবন হর হইতে এক পুত্র লাভ করিব। তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সেই বিরূপাক্ষ আদিদেব জগদীশ্বর বিভুকে পরিতুষ্ট করিতে হইবে। অতএব অদ্যই আমি তথায় গমন করিব। তিনি পরিতুষ্ট হইলে অবশ্যই আমাকে পুত্র প্রদান করিবেন। তিনি তথায় বদরিকা-শ্রমে উমার সহিত বাস করিতেছেন।

বদরিকাশ্রম অতি পবিত্র রমণীয় এবং তপস্যার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট স্থান। শত শত মুনি তথায় তপস্যা করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে অগ্নি হোত্র যজ্ঞ হইতেছে, সকল দিক ভাগীরথী সলিলে প্লাবিত। মৃগ, সিংহ, দ্বিপ ও পক্ষি-গণে বনস্থলী পরিপূর্ণ, বদরীফলও অপর্য্যাপ্ত, বানরগণ প্রতি বৃক্ষেই পরিভ্রমণ করিতেছে, দেবতরু বনস্পতি সকল আশ্রয় করিয়া মস্তক উন্নত করিয়াছে, মধ্যে মধ্যে কদলীবনে অতি মনোহর শোভা বিস্তার করিয়াছে। বৈদিক তত্ত্ব বিচারে সুনিপুণ প্রমাণকুশল মুনিগণ সর্ব্বত্র

অবস্থান করিতেছেন, মহেশ্বরই অদ্বিতীয় এবং তিনিই প্রকৃততত্ত্ব বলিয়া তাঁহাদিগের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে; ভৃগু, সিদ্ধার্থ প্রভৃতি অন্যান্য শত শত সিদ্ধগণ তথায় বাস করিতেছেন; ইতিহাস ও পুরাণজ্ঞ মহর্ষিগণ যে কত অবস্থান করিতেছেন, তাহারও ইয়ত্তা নাই। এই সকল সাধু ব্যক্তি তথায় দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে আরোহণ করেন। অতএব আমি সেই পুণ্যাশ্রম প্রসিদ্ধ বদরী তপোবনে প্রবেশ করত দেবী উমার সহিত বিরাজমান ভগবান্ মহাদেবকে নমস্কার করিয়া তপস্যা করিব। কৃষ্ণ এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

— —

পঞ্চষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৬১ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রজনী প্রভাত হইল। জনার্দ্দন কৈলাস পর্ব্বতে যাত্রা করিবার অভিলাষে হুতাশনে আহুতি প্রদান ও অন্যান্য মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধান করিয়া দান্ত শান্ত করিলেন। ব্রাহ্মণগণকে গোধন সকল প্রদান করা হইল। অনন্তর তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া আস্থানমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া স্বীয় আসনে আসীন হইলেন। বলভদ্র, শিনিপুত্র, হার্দ্দিক্য, শঠ সারণ, মহাবুদ্ধি উগ্রসেন, নীতিবিশারদ উদ্ধব-যাঁহার বুদ্ধিবলে যাদবগণ সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন, যে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যদু ও বৃষ্ণিগণের প্রধান নেতা, দেবগণও যাঁহার নীতি প্রয়োগে সদা সশঙ্কিত, বিষ্ণু যাঁহার বুদ্ধিবল অবলম্বন করিয়া রাজ্য পালন করিয়াছেন, সেই দেবতুল্য মহাত্মা এবং অন্যান্য যাদবগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যাদবগণ! আপনারা সকলেই উপস্থিত, একণে আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বাল্যকাল অবধি দুষ্ট দমনের নিমিত্ত আমার যেরূপ যত্ন, তাহা আপনাদিগের অগোচর নাই। বরং আমার পুরুষকার আপনারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি বাল্যাবস্থায় কেশীকে নাশ করিয়াছি, গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া গোকুল রক্ষা করিয়াছি। দেবেন্দ্র দেবগণের সমক্ষেই আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমি কংসকে, হস্তী এবং চাণূর ও মুষ্টিককে নিপাতিত করিয়া উগ্রসেনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছি। দ্বারবতী পুরী আমা দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে। আমা হইতেই অনেক বলবান্ রাজগণ শমনভবন দর্শন করিয়াছেন। জরাসন্ধ নৃপ মহাবীর; কিন্তু আমার নীতিপ্রভাবেই বলবান্ ভীমসেনের হস্তে নিহত হইয়াছে। আমি যখন গোমন্ত পর্ব্বতে গিয়া গমন করি, তখন শৃগালকে শমনভবনে প্রেরণ করিয়াছি। দুরাত্মা নরকাসুর তাদৃশ মহাবীর, কিন্তু আমি তাহাকেও সংহার করিয়া এই জগৎ নিরুপদ্রব করিয়াছি। একণে ভৌমের সখা নরপতি পৌণ্ড্র অত্যন্ত বীর্য্যবান্ ও আমার একান্ত বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছে। পৌণ্ড্র দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, ব্রহ্মাস্ত্র বিষয়ে বিশেষ নিপুণ ও শাস্ত্রজ্ঞ, বিশেষতঃ নীতিশাস্ত্রে এরূপ দক্ষ যে, সকলের অগ্রণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বয়ং ও যেমন রণপ্রিয় তেমনই যোদ্ধা; যেন দ্বিতীয় জামদগ্ন্য। সে আমাদিগের অত্যন্ত বিদ্বেষী, বিশেষতঃ পদে পদে আমার ছিদ্রান্বেষণ করিতেছে। যদি এখন বিন্দুমাত্র ছিদ্র পায়, তাহা হইলে আমাদিগের এই নগর আক্রমণ করিবে। আক্রমণ করিলে, সে যেরূপ বলবান, তাহাতে অনায়াসসাধ্য হইবার বিষয় নহে। অতএব আপনারা সতত সাবধান থাকুন। যাহাতে সে আমাদের এই নগরী আক্রমণ করিতে না পারে, সে বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য। কোন কারণবশতঃ ভূতভাবন ভগবান শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হই-

রাছে। অতএব আমাকে একবার কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাগমন না করি, সে পর্য্যন্ত আপনাদিগকে সতর্ক হইয়া থাকিতে হইবে। আমি এখানে উপস্থিত নাই, জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই সে আসিয়া এই নগরী আক্রমণ করিবে। আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে যে আমার অনুপস্থিতিতে সে অনায়াসে এই নগরী নির্ম্মাদব করিয়া তুলিতে পারে। অতএব আপনারা সকলে সুসজ্জিত হইয়া খড়্গ, শাখ, পরশ্বধ, পাষাণ ও কর্ষণীয় গ্রহণ পূর্ব্বক সাবধানে অবস্থিতি করুন। মহাদ্বারের কবাটসকল রুদ্ধ হউক, কেবল গমনাগমনের নিমিত্ত একমাত্র দ্বার উন্মুক্ত থাকুক। যাহারা বহির্ভাগে গমন করিতে বাসনা করে, তাহারা রাজমুদ্রা গ্রহণ করিয়া বহির্গত হউক; কিন্তু দ্বারপালকে মুদ্রা প্রদর্শন না করিয়া যেন কেহ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে না পায়। মৃগয়া প্রভৃতি কিম্বা বহির্দ্দেশে কোন ক্রীড়া করা অদ্যাবধি নিরস্ত রহিল। গমনাগমনের সময় কি স্বপক্ষ কি পরপক্ষ, সকলকেই বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। যতদিন আমি প্রতিনিবৃত্ত না হই, ততদিন আপনারা এইরূপ আচরণ করিবেন।

—:০:—

ষট্‌ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম

অধ্যায়। ২৬৬।

ভগবান্‌ কৃষ্ণ যাদবদিগকে এইরূপ বলিয়া সাত্যকিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সাত্যকে! একবার আমার কথায় কর্ণপাত কর। তুমি একজন প্রধানতম যোদ্ধা; অতএব তুমি তনুত্র বন্ধন করিয়া খড়্গ, গদা ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক সাবধানে থাকিবে, এবং বহুনৃপাকীর্ণ এই নগরী রক্ষা করিবে। তুমি রাত্রি-নিদ্রা ত্যাগ করিও। শাস্ত্রালোচনা তোমার অতীব প্রিয়বস্তু, এ কয়েক দিবস শাস্ত্রব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিও। কাহারও সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। তুমি একজন বলবান্‌, যুদ্ধ ও ধনুর্ব্বেদে বিশেষ দক্ষ অতএব যাহাতে আমাদিগকে দুঃখিত হইতে না হয়, তাহা করিও।

সাত্যকি কহিলেন, জনার্দ্দন! আপনি যাহা কহিলেন, আমার যথাসাধ্য এ সমস্ত সম্পাদন করিব। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। আপনি যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করেন, সে পর্য্যন্ত আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় বিচরণ করিব এবং যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে সমরে শত্রু নিগ্রহের জন্য আমি কি না করিতে পারি? একজন সামান্য রাজার বিষয়ে কি অধিক বলিতেছেন? যদি ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণাদি দিক্‌পাল সকল এস্থানে আগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও পরাজিত করিব; অতএব আপনি স্বচ্ছন্দে স্বকার্য্য সাধনার্থ গমন করুন, আমি এস্থানে সর্ব্বদা সতর্ক রহিলাম।

অনন্তর কমললোচন কৃষ্ণ উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত! সম্প্রতি আপনাকে কোন কথা বলিতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছে। আমাদের মধ্যে যিনি যেরূপ জ্ঞানবান্‌ হউন না কেন, আপনি সে সকলেরই নেতা। অতএব কোন্‌ মেধাবী ব্যক্তি বিদ্যাবিশারদের সমক্ষে বাঙ্‌নির্গম করিতে সাহসী হয়? কর্ত্তব্য বিষয়ে আপনার কিছুই অজ্ঞাত নাই। এক্ষণে আপনাকে আর অধিক কি বলিব যাহাতে দ্বারবতী সুরক্ষিত হয় তাহা করিবেন।

উদ্ধব কহিলেন, গোবিন্দ! আমার প্রতি তোমার এরূপ শিষ্টাচার কেন? তুমি এ শিষ্টাচারে আনন্দিত হইতেছ; কিন্তু আমার পক্ষে ইহা যথেষ্ট অনুগ্রহ বলিয়াই বোধ হইতেছে। তোমার অনুগ্রহ আমি বিশেষ বিদিত আছি। তুমি যাহার প্রতি প্রসন্ন হও, তাহার অভাব

কি? তুমি সমস্ত জগতের কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা। তোমা হইতে সমস্ত কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে। বেদবেত্তারা তোমাকে বক্তা, শ্রোতা, ধাতা, ধ্যানময় ও ধর্ম্মবিৎ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি দেবশত্রুদিগের বিজেতা এবং দেবগণের পরিত্রাতা। তুমি অধিনেতৃত্ব করিতেছ বলিয়াই আমরা নিষ্কণ্টক জীবন যাপন করিতেছি। তোমার একপ বুদ্ধিও এক প্রকার নীতি বলিয়া বোধ হইতেছে; কারণ তুমি একজন নীতিপ্রণেতা। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে তোমার তুল্য নীতিজ্ঞ আর কে আছে? আমারও এইরূপ ধারণা আছে যে, যে কোন বিষয়ের নীতি যাহা জানিতে হয়, তাহা তুমিই জ্ঞাত আছ। নীতিবেত্তারা নীতিমার্গকে অতি দুর্গম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যুদ্ধ বিগ্রহে মনুষ্যদিগের নীতি চারি প্রকার, সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ। তন্মধ্যে শত্রু সামান্য হইলে সাম, বলবান্ হইলে দান, দুর্ব্বল হইলে দণ্ড, এবং এই তিনের অন্যথা হইলে ভেদ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাই নীতিজ্ঞদিগের মত। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা সমস্ত বিষয়ে তোমাকেই প্রধান বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। অতএব আর অধিক কি বলিব, তোমার প্রতি সমুদয় ভার অর্পিত রহিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নীতিমান্ উদ্ধব এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু সেই সভামধ্যে মহাবাহু বলরাম ও রাজা উগ্রসেনকে সম্বোধন করিয়া ঐরূপ কহিলেন। পরে পুনর্ব্বার বলরামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আপনি সদা সতর্ক ও যত্নবান থাকিবেন। আপনি বিদ্যমান থাকিতে জগতে কোন উপদ্রবের সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু আপনি সর্ব্বদা ক্রীড়ায় আসক্ত থাকিবেন না, আপনি সদা অপ্রমত্ত পূর্ব্বক পরম যত্নে দ্বারকা রক্ষা করিবেন, যেন তাহাদিগকে উপহাসাস্পদ হইতে না হয়। সাধ্যপক্ষে নিরুৎসাহ হইবেন না; বরং সতত উৎসাহই প্রকাশ করিবেন।

অনন্তর বলদেব যথাস্তু বলিয়া কৃষ্ণকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। সভাভঙ্গ হইল তৎপরে যাদবগণ সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। এদিকে জগন্নাথ কৃষ্ণও কৈলাস পর্ব্বতে গমনার্থ উদ্যুক্ত হইলেন।

—

সপ্তষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।২৬৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর জগৎপতি বিষ্ণু পক্ষিরাজ গরুড়কে স্মরণ করিলেন, হে তার্ক্ষ্য! শীঘ্র আগমন কর। মহারাজ! বেদরাশিস্বরূপ বলবান্ বিক্রমশালী যোগশাস্ত্রপ্রণেতা ভগবান্ গরুড় পরম পাবন যজ্ঞমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কেশবের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। সামবেদ তাঁহার মস্তক ও ঋগ্বেদ তাঁহার পক্ষ। তাঁহার বর্ণ পিঙ্গল, আকৃতি কুটিল, তুণ্ড তাম্রবর্ণ, এবং চক্ষু পদ্মপত্রাকৃতি। সেই সোমরসাপহারী, পন্নগারি, রাক্ষস ও অসুরকুল-বিজেতা দানবীগর্ভবাধক উপেন্দ্রবাহন গরুড় ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই জানুদ্বয় পাতিত করিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করত কহিলেন, দেবেশ! আমি নমস্কার করি।

অনন্তর কৃষ্ণ তাঁহার গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করিয়া স্বাগতপ্রশ্ন পূর্ব্বক কহিলেন, পক্ষিপুঙ্গব! কলানিবর্ত্তা শঙ্করদেব শূলীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমাকে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিতে হইবে। গরুড় তথাস্তু বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। তখন জনার্দ্দন পার্শ্ববর্ত্তী যাদবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তবে তোমরা সাবধানে থাক, আমি চলিলাম। এই বলিয়া তিনি সেই গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। গরুড় সবেগেই উত্তরাভিমুখে যাত্রা

করিলেন। তাঁহার গমনশব্দে ত্রিলোক কম্পিত হইতে লাগিল। পারিবেক্ষণে সাগর বিক্ষোভিত এবং পক্ষপবনে পর্ব্বত প্রচয় একান্ত হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ আকাশমার্গে অবস্থান পূর্ব্বক অভিলষিত বাক্যে পুণ্ডরীকাক্ষের স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেব জগন্নাথ! হে জগৎপতে বিষ্ণো! হে ভূতভাবন! হে ভগবন্! হে জয়াশ্রয়! তোমাকে নমস্কার। তুমি দৈত্য ও দানবদিগকে বিনাশ করিয়া থাক; যোগিগণ তোমাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, তুমি সাধুগণের পরম গতি; অতএব হে দেব হরে! হে পরম সিংহ! তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণ! হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ! হে হরে হরে! তোমাকে নমস্কার। তুমি আদিকর্ত্তা, তুমি পুরাতন, তুমি ব্রহ্মযোগী, তুমি সনাতন, তুমি নির্গুণ, তুমি গুণময়, অতএব হে সর্ব্বেশ! তোমাকে নমস্কার। তুমি ভক্ত, তুমি ভক্তিবাধ্য, অতএব হে অচিন্ত্যমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার।

দেব জগন্নাথ দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণের এইরূপ স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে সুখে গমন করিতে লাগিলেন। দেবগণ ও বেদপারদর্শী মুনিগণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু লোকদিগের হিতসাধনবাসনায় যথায় সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত লোকবৃদ্ধির সুদারুণ তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, যথায় স্বীয় আত্মাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, পাপনাশিনী সরিদ্বরা গঙ্গা যথায় বেগে বহমানা, দেবরাজ ইন্দ্র যথায় বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞ বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপ প্রক্ষালনার্থ অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, যথায় অবস্থান পূর্ব্বক জনার্দ্দনকে ধ্যান করিয়া সিদ্ধগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, লোকভয়ঙ্কর রাবণকে বিনাশ করিয়া রামচন্দ্র যথায় ঘোরতর তপস্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সীতা ও মুনিগণ শুচিব্রত হইয়া যথায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সাক্ষাৎ ভগবান্ কেশব নিরন্তর যথায় বাস করিতেছেন, যজ্ঞ যথায় মুনিগণের সহিত নিয়ত বর্ত্তমান, যে স্থান স্মরণ করিবামাত্র লোক স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হয়, যে স্থানকে মুনিগণ স্বর্গের সোপানভূত বলিয়া আশ্রয় করেন, যথায় গমনমাত্র শত্রুগণও মিত্রতালাভ করে, যে স্থান পুণ্যশীল ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথায় দেবগণ বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া স্বর্গলাভ করেন, বীতমৎসর ঋষিগণ যে স্থানকে সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ভগবান্ বিষ্ণু সেই ঋষি পরিপূর্ণ পুণ্যধাম বদরী-তপোবন সন্দর্শনার্থ মুনি ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে সায়ংকালে সমুপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ হইতেছে, পক্ষিগণ নিজ নিজ নীড়ে নিলীন হইয়া কলরব করিতেছে, গাভীদোহন হইতেছে, মুনীন্দ্রগণ কুশাসনে আসীন হইয়া ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক জনার্দ্দনকে ধ্যান করিতেছেন, চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত ও সেই অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, এবং স্থানে স্থানে সমাগত অতিথিগণ সৎকৃত হইতেছেন। ক্রমে জগৎ সন্ধ্যাতিমিরে সমাবৃত হইল। সেই সময় জনার্দ্দন বিষ্ণু দেবগণের সমভিব্যাহারে সেই তপোময় বদরীতপোবনের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলেন। দীপমালা প্রজ্বালিত হওয়াতে তত্রত্য ভূভাগ আলোকময় হইল। অনন্তর তিনি গরুড় হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের সহিত স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

—০:০—

অষ্টষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৬৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যোগনিরত মুনিগণ দেবাদিদেব নারায়ণকে সুখাসীন দেখিয়া, স্ব

শার্দ্দুলের সন্তোষের নিমিত্ত কুকুরগুলাকে এদিকে পাঠাইয়া দে; এ কৃষ্ণ; এ বিষ্ণু; এ হরিকে হরি; এ দেবেশ, স্বামিন্! মাধব! কেশব! বিষ্ণো! তোমাকে নমস্কার” ইত্যাদি স্তবরত্নশব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তাহার পর ভয়ার্ত্ত মৃগ, হস্তী ও গজগণের এমনি ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল, যে বোধ হইল যেন মহাসাগর বিলোড়িত হওয়াতেই ঐরূপ শব্দ উত্থিত হইতেছে। যাহা হউক রাত্রিযোগে সেরূপ ভয়ানক শব্দ শ্রবণ করিলে ত্রিলোকমধ্যে এমন কেহই নাই যে যাহার মনে ভয়সঞ্চার না হয়। ঐ শব্দ জগৎপতি নারায়ণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন অকস্মাৎ এরূপ ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইল কেন? আমার স্তুতিবাদসম্বলিত এ শব্দই বা কাহার? ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, মৃগয়াজন্য বন্য পশুগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে; সেই জন্যই এই ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইয়াছে। যাহাই হউক চতুর্দ্দিকে স্তুতিবাদসম্বলিত যে শব্দ উত্থিত হইতেছে, ইহা কি? তাহার প্রকৃত কারণ অবধারণের নিমিত্ত ধীরভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মৃগগণ চতুর্দ্দিক হইতে ধাবিত হইয়া কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। ব্যাধগণও মৃগগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। চতুর্দ্দিকে শতশত প্রদীপ জ্বলিতেছিল; সুতরাং অন্ধকারের লেশমাত্র ছিল না; যেন দিবা প্রকাশ পাইতেছিল। তাহার পরক্ষণেই ভয়ঙ্করাকৃতি ভূত ও পিশাচগণ বিকটস্বরে নানাবিধ শব্দ করিতে করিতে তথায় আসিতে লাগিল। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মাংস ভক্ষণ, কেহ কেহ বা রুধিরপান করিতেছিল। মৃগগণ ব্যাধগণের বিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। এইরূপে অনেক মৃগ নিহত হইবার পর সহস্র সহস্র মৃগ কৃষ্ণের নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে এমনি পরিবেষ্টন করিল যে, তিনি একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। বিকটাকার ভীষণমূর্ত্তি লোমহর্ষজনক পিশাচগণও কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইল। ব্যাধগণ তাঁহার ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত সন্দর্শন করিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, ভাবিতে লাগিলেন; এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ কাহার। এ সমস্ত লোকই বা কাহার সাক্ষ আসিল। আমার অনুগ্রহলাভ প্রত্যাশায় কেহ বা ভক্তিপূর্ব্বক আমার স্তব করিতেছিল। কাহারই বা দুর্লভ মুক্তিমার্গ আসন্নবর্ত্তী হইয়াছে।

ভগবান্ হরি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় এই সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৭০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাহাদিগের উপস্থিতির পরক্ষণেই কপালকুণ্ডল বিকটানন দুই পিশাচ তথায় উপস্থিত হইল। উহাদিগের আকৃতি অতিদীর্ঘ, গাত্ররোম পিঙ্গলবর্ণ; জিহ্বা লক্ লক্ করিতেছে; চিবুক অতিবিস্তৃত; কেশ আগুচ্ছ লম্বমান; নেত্র অতীব বিসদৃশ। উহার একজন পিশাচ হাহা এবং অন্যজন হী হী করিয়া হাস্য করিতে করিতে কখন মাংস চর্ব্বণ, কখন বা রুধিরপান করিতেছিল। সর্ব্বশরীর শিরাবেষ্টিত; একে দীর্ঘ তাহাতে উদর ভয়ানক লম্বিত; গলদেশ দিয়া একেবারে প্রায় ভূতল পর্য্যন্ত শূলদ্বয় লম্বমান রহিয়াছে; দুই হস্তে কেবল সর্প আকর্ষণ করিতেছে; আপন জাতির অনুরূপ কত প্রকার ভঙ্গিতে যে হাস্য করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। উভয়ে নানাপ্রকারে কথোপকথন করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে প্রাকৃত ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল।

পাদবিক্ষেপের সময় বৃক্ষ সকল উহাদিগের উরুদেশ সংলগ্ন হওয়াতে, কম্পান্বিত হইয়া উঠিল। উহারা মধ্যে মধ্যে সৃক্কণী লেহন এবং দন্তঘর্ষণ করিতে লাগিল। উহাদিগের শরীর কেবল অস্থি, স্নায়ু ও শিরাময়।

ঐ দুই পিশাচ সর্ব্বদাই কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ! মাধব মাধব! এই সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা কবে বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিব? তিনি এখন কোথায়? কোথায় গমন করিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়? বেদবিৎ ব্যক্তিরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমাদিগের সেই প্রভু পদ্মপলাশলোচন দেবদেব উপেন্দ্রদেব এখন কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? প্রলয়কালে এই ত্রিলোক তাঁহার শরীরে বিলীন হয়। কোন্ স্থানে গমন করিলে সেই অনাদিপুরুষ বিশ্বকর্ত্তার সাক্ষাৎ পাইব? প্রাণিপরিপূর্ণ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ কেবল তাঁহারই বিস্তার। হায়! কেন হঠাৎ এই লোকবিদ্বিষ্ট সর্ব্বপ্রাণিঘৃণিত শোচনীয় পৈশাচী দশা আমাদিগকে আক্রমণ করিল। এ অবস্থায় কেবল নরমাংস ও নরকঙ্কাল সেবন করিয়াই কালাতিপাত করিতে হইল। সকলকেই ভয় প্রদর্শন করিতেছি! হায়! পূর্ব্ব জন্মে কত দুষ্কর্ম্মই করিয়াছিলাম; তাহাতেই এই শোচনীয় দশায় সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদাই মহানন্দে বিশ্রাম করিতেছি। যে পর্য্যন্ত ঐ পাপের পরিণাম না হয় সে পর্য্যন্ত কখনই এই প্রাণপীড়নকারিণী দুঃখময় দশার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব না; কত জন্মজন্মান্তরে কতপ্রকার পাপ করিয়াছি, তাহাতেই অদ্যাপি তাহার ফলভোগ করিতে হইতেছে। তাহাতেই অদ্যাপি ব্যাধগণের সহচর হইয়া প্রাণিহত্যায় যত্ন পাইতে হইতেছে! হায় কি দুঃখ! মানবগণ প্রথমে বাল্যাবস্থায় উত্তীর্ণ হয়। সে সময় মন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, কার্য্যাকার্য্য কিছুই জ্ঞান থাকে না। তাহার পরেই যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করে। সে সময় সাংসারিক বিষয়বাসনা একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে, সুতরাং আর শ্রেয়ঃসাধনে সমর্থ হইতে পারে না; বিষয়মত্ত ব্যক্তিদিগের জ্ঞানোদয় হওয়া সম্ভাবিত নহে। তাহার পরেই বৃদ্ধাবস্থার সঞ্চার হইতে থাকে। সে সময়েও আবার দুঃখবিধায়িনী জরা বিবিধ ব্যাধিসহচারিণী হইয়া দেহমন্দির অধিকার করে। ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে; সুতরাং আর শ্রেয়ঃসাধনের শক্তি থাকে না। তাহার পরেই মৃত্যু আসিয়া যেমন আক্রমণ করে, মনুষ্য অমনি পুনর্ব্বার বিষ্ঠামূত্রপরিপূর্ণ গর্ভবাসে গমন করিয়া পুনর্ব্বার দুঃখভোগে প্রবৃত্ত হয়। তাহার পর আবার সেই ঘোরতর গর্ভবাস হইতে সংসারে পদক্ষেপ করে। সংসারের কেমন মহিমা, অমনি ক্রমশঃ পরস্পর পরস্পরের হিংসা করিয়া কষ্টফলসঞ্চয় করিতে থাকে। এইরূপে মানবগণ অনবরত বিবিধ পাপের আচরণ করিয়া দুঃখপূর্ণ ঘোরতর এই সংসার পাশে আবদ্ধ থাকে। ধীমান্ বুদ্ধি মানবগণ বিবিধ উপায় ও বিবিধ প্রকার অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়াও এই দুশ্ছেদ্য সংসারপাশ ছেদন করিতে পারে না। জগদীশ্বর জীবগণের প্রতি সংসারের কি অপূর্ব্ব কৌশল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। সেই কৌশলগুণে একজন রাজা মনে করিতেছেন, আমি উহাকে বিনাশ করিয়া উহার রাজাসন হরণ করিব; তস্কর মনে করিতেছে আমি ধনবানের অতুল ঐশ্বর্য্য সমুদয় হরণ করিয়া আনিব; দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি চিন্তা করিতেছে, আমি ঐ শান্তস্বভাব নিরীহকে তাড়না করিয়া উহার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিব। এইরূপে মোহান্ধ মানবগণ নিতান্ত আকুল হইয়া সতত পরপীড়নে যত্ন পাইতেছে; কিন্তু সেই শঙ্খচক্রগদাধর দেব নারায়ণ যে এই দুঃখময় সংসার রোগের মহৌ

যং, তাঁহারাও কেহ একবার ভাবনা করে না। তিনি আদিদেব, তিনি পুরাণ পুরুষ, তিনি বেদবিৎ ব্যক্তিগণের আত্মস্বরূপ। যাহাই হউক, আমরা যেরূপে পারি, সেই জনার্দ্দন হরির সহিত সাক্ষাৎ করিব।

পিশাচদ্বয় এইরূপ বলিতে বলিতে নারায়ণের সম্মুখে সমুপস্থিত হইল।

—০—

একসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৭১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ঐ সময় ভগবান্ হরি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই বিকটদর্শন মাংসলোলুপ দীপধারী পিশাচদ্বয়কে একদৃষ্টে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাহারাও সুখাসনাসীন সেই দেবকীপুত্রের প্রতি চাহিয়া রহিল। অল্পকাল পরে তাহারা আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া কেশবকে বিষ্ণু বলিয়া জানিতে না পারায় কহিল, তুমি কে? কাহার পুত্র? কোথা হইতে আসিয়াছ? এ ঘোর অরণ্যে মনুষ্যের সমাগম নাই; দ্বীপী ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছে; বিশেষতঃ এস্থান পিশাচগণের আবাসভূমি; অতএব তুমি একাকী কি নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছ? এ দিকে যেরূপ মনোহর মূর্ত্তি এবং যেরূপ পদ্মায়ত চক্ষু ও শ্যাম বর্ণ বিলোকন করিতেছি, তাহাতে আমাদিগের অতীব আনন্দ বৃদ্ধি হইতেছে এবং তোমাকে স্বয়ং বিষ্ণু বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহাই হউক, তুমি দেবতাই হও বা যক্ষই হও, গন্ধর্ব্বই হও, কিন্নরই হও, আর ইন্দ্র, কুবের, যম বা বরুণই হও, একাকী এ ঘোর অরণ্যমধ্যে স্থানাবলম্বনের প্রয়োজন কি? আমরা ইহার প্রকৃত কথা জানিতে অভিলাষ করি; অতএব যথাযথ সমস্ত ব্যক্ত কর।

পিশাচদ্বয় উক্তপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে বিপুলবিক্রম বিষ্ণু কহিলেন, সামান্য ব্যক্তিরা আমাকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানে আছে। আমি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন পূর্ব্বক সর্ব্বযুগে আমি লোকদিগকে রক্ষা করিয়া থাকি। সম্প্রতি দেব উমাপতির দর্শনার্থ কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমার ত বৃত্তান্ত এই, এক্ষণে বল দেখি, তোমরা কে? তোমরা উভয়ে কি নিমিত্ত এ ব্রাহ্মণাশ্রমে উপস্থিত হইলে? এ অতি পুণ্যাশ্রম, ইহার নাম বদরী, ব্রাহ্মণগণ সতত এস্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন, এস্থানে নীচ ব্যক্তিদিগের প্রবেশের অধিকার নাই। মাংসাশী ব্যাধ বা পিশাচগণ কখনই এস্থানে আগমন করে না। এখানে মৃগবিনাশ একবারে নিষিদ্ধ, সুতরাং এখানে কখন মৃগয়ার অনুষ্ঠান হয় না। কি ক্ষুদ্র, কি ক্রূর, কি নাস্তিক এখানে কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই। বিশেষ, এ প্রদেশের রক্ষাভার আমারই হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। যদি কেহ এ স্থানে নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করে, তাহা হইলে আমি যত্ন পূর্ব্বক তাহার শাসন করিয়া থাকি। অতএব তোমরা কে? কোথায় যাইবে? এ সমস্ত কাহার সৈন্য? তোমরা আর এ সীমা অতিক্রম করিও না। ইহার পরেই ঋষিগণ তপস্যা করিতেছেন, তাঁহাদিগের তপস্যার বিঘ্ন হইবে। অতএব তোমরা এই স্থানে অবস্থিত করিয়া যাহা বক্তব্য থাকে বল; অন্যথা, বাক্যেই হউক বা বলপূর্ব্বকই হউক, নিবারণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পিশাচদ্বয় এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, তাহাদিগের মধ্যে বিকটাকৃতি লম্বিতবাহু এক জন পিশাচ মনোমধ্যে যেমন উদয় হইল, তদনুসারে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, আমি এক্ষণে অনাদি, আদিদেব, সকলের বরদাতা নিষ্পাপ পরম পবিত্র

জগন্নাথ বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া যথাযথ সমস্ত বর্ণন করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

আমি পিশাচ, আমার নাম ঘণ্টাকর্ণ। সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় আমার যেরূপ ভীষণ আকৃতি, তাহা প্রত্যক্ষই দেখিতেছ। আমি রুদ্রদেবের প্রিয়সখা কুবেরের অনুচর। যমের ন্যায় যে অপর পিশাচকে সন্দর্শন করিতেছ, উনি আমার অনুজ। ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা নিমিত্তই আমার এ মৃগয়ানুষ্ঠান। ঐ যে বিস্তীর্ণ সৈন্যরাশি ও কুকুরগণ দর্শন করিতেছ, এ সমস্তই আমার। সম্প্রতি আমি ভূতগণ-নিষেবিত মহাশৈল কৈলাস হইতে আগমন করিতেছি। আমি অত্যন্ত পাপাত্মা বলিয়াই আমাকে পিশাচযোনিতে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। এমন কি, আমি এরূপ বিষ্ণুবিদ্বেষী ছিলাম যে, পাছে বিষ্ণুনাম আমার কর্ণবিবরে প্রবেশ করে, এই ভয়ে আমি দুই কর্ণে ঘণ্টা বন্ধন করিয়া, ভ্রমণ করিতাম। তাহার পর আমি কৈলাসশিখরে গমন পূর্ব্বক বৃষভধ্বজ মহাদেবের আরাধনা করিয়া স্তব আরম্ভ করিলাম। তখন তিনি আমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বর প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। অনুরুদ্ধ হইয়া আমি তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিলাম। তাহা শ্রবণে ত্রিলোচন পুনর্ব্বার আমাকে কহিলেন, পিশাচ! বিষ্ণুই সকলের মুক্তিদাতা। অতএব তুমি বদরী তপোবনে গমন করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা কর। তাহা হইলে তুমি সেই নারায়ণাশ্রম হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। দেবাদিদেব শম্ভু আমাকে এই আদেশ করিবামাত্র আমার জ্ঞান জন্মিল; তখন জানিলাম, গরুড়ধ্বজ গোবিন্দই পরম দেবতা। সেই নিমিত্ত মুক্তিলাভার্থী হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছি। যদি ইচ্ছা হয়, আমার আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে, বলিতেছি শ্রবণ কর।

পশ্চিম সাগরের উপকূলে দ্বারবতী নামে এক নগরী আছে। তথায় সাগরতরঙ্গ সতত প্রতিহত হইতেছে। সে নগরী সতত যাদব ও বৃষ্ণিগণে পরিপূর্ণ। সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ লোকদিগের হিতসাধন নিমিত্ত নিরন্তর সেই পুরীতে অবস্থান করেন। যদি এ স্থলে সাক্ষাৎ না পাই, তাহা হইলে অনুচরগণের সহিত তথায় গমন করিব, এই মনে করিয়া যাত্রা করিয়াছি। যেরূপে হউক, অদ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। যাঁহা হইতে ত্রিলোকের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধন হইতেছে, যিনি সকলের আদি, যিনি সকলের উৎপত্তিনিদান, যিনি সকলের কর্ত্তা, যিনি সংসারদুঃখ দূর করেন, যিনি প্রভুগণেরও প্রভু, যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, মহোরগসঙ্কুল এই জগৎ এইরূপে প্রকাশমান রহিয়াছে, যাঁহার উদর হইতে এই বিশ্ব সমুৎপন্ন হইয়াছে, আবার প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, যাঁহার শরীরমধ্যে বিলীন হইবে, এই বিশ্ব সংসার যাঁহার বশবর্ত্তী রহিয়াছে, যিনি এই বিশ্ব স্বীয় শরীরমধ্যে বিলীন করিয়া বালরূপ ধারণ পূর্ব্বক হস্তপদ প্রসারিত করিয়া বটপত্রে শয়ন করেন, পুরাতন মুনি মার্কণ্ডেয় যাঁহার উদরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, বাল্যদশায় যেরূপ বিশ্ব দর্শন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেইরূপ দর্শন করেন, যিনি সৃষ্টির প্রাক্কালে মহোদধিজলে শয়ন করিলে দেবী লক্ষ্মী যাঁহাকে সতত চামরব্যজন করিয়া থাকেন, যাঁহার নাভিদেশ হইতে কনকবর্ণ সহস্রদল পদ্ম সমুত্থিত হইলে সেই পদ্ম হইতে লোকগুরু ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হন, যিনি সৃষ্টিকালে মুনিবন্দিত বরাহমূর্ত্তি ধারণ করত মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে দংষ্ট্রার অগ্রভাগে করিয়া এই বসুন্ধরাকে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহাকে কেহ বহু, কেহ কেহবা এক বলিয়া নির্দ্দেশ করে, বেদান্তে যাঁহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ

করিয়াছে শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়বিৎ বিজ্ঞেরা যাহাকে আদ্য বরদ ও বরেণ্য বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদা সকল পদার্থে বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং যিনি সকলের পাতা, ও সকলের সংহর্ত্তা, তিনিই ভুবনেশ্বর, তিনিই পুরাতন, তিনিই সকলের আদি, তিনিই বিষ্ণু এবং তিনিই অজ। অতএব আমরা যাহার স্মরণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করিয়া যাহাতে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্ন করিতেছি। আর অধিক কি বলিব, এক্ষণে আমরা আমাদিগের কার্য্যে গমন করি, তোমার যথায় অভিরুচি হয়, গমন কর। রাত্রি দুই প্রহর হইয়াছে, এখন আর বিবেচনার সময় নাই।

ঘণ্টাকর্ণ পিশাচ এইরূপ বলিয়া ঘোরতর রুধিরপান এবং বহুতর মাংস ভক্ষণ করিল। তাহার পর জলে মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া স্বীয় পার্শ্বদেশে তাহার প্রধান অবলম্বন যে ঘোরতর অস্ত্রপাশ রক্ষা করিল। অনন্তর কুক্কুরদিগকে তথা হইতে তাড়ন করিয়া কুশাসনে জল প্রক্ষেপ করিল। তৎপরে পরম যত্ন সহকারে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি উপবেশন এবং সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক একতানমনে কেশবকে নমস্কার করিয়া এই মন্ত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিল; হে ভগবন্ বাসুদেব! হে চক্রগদাধর! হে শ্রীমন্! হে নারায়ণ! হে বিষ্ণো! হে প্রভবিষ্ণো! তোমাকে নমস্কার। তোমার নাম কীর্ত্তনে যেন আমার চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। যেন ঈদৃশ ঘোরতর পাপকর জন্ম আর না গ্রহণ করিতে হয়; যেন তোমার স্পর্শমাত্র দেহচ্যুত হইতে পারি। তোমার চক্রাস্ত্র প্রহারে আমার এই দেহ পাতিত হউক। তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা, যেন পুনর্ব্বার আমাকে জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়। তুমি কল্পবৃক্ষ, তোমার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, তুমি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া থাক। আমার আর এক প্রার্থনা এই যে, যদিও আমাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি যে যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিব, তোমাকে সেই সেই স্থানে আমার হৃদয়ে অবস্থান করিতে হইবে। হে দেব! আমি তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি যেন আমার প্রার্থনা বিফল না হয়। যখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে, তখন যেন মতিভ্রম না জন্মে। যেন দিনান্তে একবার ক্ষণকালের নিমিত্তও তোমাতে চিত্ত আবদ্ধ হয়। তুমি যেন এমন মনে করিও না যে, এ অতি নৃশংস পিশাচ, ইহার আমার দয়া কি? বরং এরূপ মনে করিও যে এ আমার ভৃত্য। হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার, যেন আমা হইতে আর পরপীড়া না জন্মে। আর যেন আমার ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে আসক্ত না হয়। তোমার অনুগ্রহবলে পৃথিবী আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে, সলিল আমার রসনেন্দ্রিয়কে, সূর্য্য আমার দর্শনেন্দ্রিয়কে, বায়ু আমার স্পর্শেন্দ্রিয়কে এবং আকাশ আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে রক্ষা করুন। এইরূপে তোমার অনুগ্রহে পৃথিবী, জল, বায়ু ও আকাশ নিত্য আমাকে রক্ষা করুন; আর যেন আমার মনে কলুষতার উদয় না হয়। আমার মন যেন সতত নির্ম্মল থাকে। চিত্তকলুষতা জন্য লোক নিরয়গামী হয়। মনের ন্যায় আমার বহিরিন্দ্রিয় সকলও যেন নির্ম্মল হয়। কারণ পাছে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এজন্য প্রার্থনা যেন আমার বহিরিন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কার্য্যে আসক্ত না হয়। যাহার মন অপবিত্র থাকে, তাহার বহু স্নানে কি ফলোদয় হইবে? তাহার বাহ্য পরিষ্কার, বৃথা প্রয়াসমাত্র। অতএব হে জনার্দ্দন! তুমি সর্ব্বতোভাবে আমার চিত্ত রক্ষা কর, বলবান্ ইন্দ্রিয়গণকে নিবারণ কর। বাক্শক্তি যেন পরনিন্দার প্রসঙ্গমাত্রে শক্তি প্রকাশ না করে, মন যেন পরদ্রব্য ও

পরদার হইতে বিরত থাকে, তোমার প্রসাদে যেন সর্ব্বত্র আমার দয়ার সঞ্চার হয়, যেন তোমাতে আমার অচলা ভক্তি থাকে। আর অধিক কি বলিব, আমার একমাত্র সার কথা এই যে, কি সুখ কি দুঃখ, কি ভোজন, কি গমন, কি অনুরাগ, কি জাগ্রদবস্থা, কি স্বপ্নাবস্থা, সর্ব্বাবস্থায় আমার মন যেন তোমাতেই অনুরক্ত থাকে, তোমাকে নমস্কার।

রাজন্! সেই জাতিহীন বিকটাকার জগবন্ধক পিশাচ এই কথা বলিয়া সমাধি অবলম্বন করিল। অন্নপাশ দ্বারা শরীর সংযত হইল। স্থিরচিত্তে বিষ্ণু পীতাম্বর, শিব, মুকুন্দ, অক্ষয়, নিত্যশুদ্ধ, অচলনস্থ, সর্ব্বকারণ, জগদযোনি আদিদেব হরিকে ধ্যান করত সুখে অবস্থান করিতে লাগিল। নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি সমর্পণ পূর্ব্বক কেবল সনাতন ব্রহ্ম মন্ত্র পাঠ এবং প্রণব উচ্চারণ করিতে লাগিল। প্রণব বাচক এবং ব্রহ্ম বাচ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। চিত্ত একাগ্র করিয়া বিষ্ণুতে সমর্পণ করিল, মনে কিছুমাত্র দ্বিধা রহিল না। হৃৎপদ্মে জগৎপতি বিষ্ণুকে আরোপিত করিয়া কেবল ত্রিগুণাত্মক সনাতন বিষ্ণুকেই ধ্যান এবং বিষ্ণুমন্ত্রই জপ করত সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

—০:০—

দ্বিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম

অধ্যায়। ২৭২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান বিষ্ণু দেখিলেন, পিশাচ নিরত তাঁহাকেই ধ্যান এবং তাঁহাকেই প্রার্থনা করিল এক একবার প্রণব উচ্চারণ করিয়েছে। দেখিয়া ভাবিলেন, পূর্ব্বসঞ্চয়ই ইহার কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। ধনপতি কুবেরের উপদেশে এ, কি স্বপ্নাবস্থা, কি জাগ্রদবস্থা, কি ভোজন, কি গমন, কি বাক্যনিঃসরণ, কি পশুবিনাশ, কি মাংসভক্ষণ, কি শোণিত পান, সকল কার্য্যেই অনির্দিষ্ট আমাকে বাসুদেব, কৃষ্ণ, মাধব, জনার্দ্দন, বিষ্ণু, ভূতভাবন, ভাবন, নরকারি, জগন্নাথ ও নারায়ণ নামে আহ্বান এবং আমাকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতেছে। অতএব নিশ্চয়ই ইহা এই পিশাচের কর্ম্ম পরিণাম। ইহা নিশ্চয় করিয়া তিনি পিশাচের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেন। পিশাচও দেখিল, পীতাম্বরধারী, পদ্মপলাশলোচন, শ্যামকায়, শঙ্খচক্রগদাধর, মাল্যদামবিভূষিত, কিরীটী, কৌস্তভ ও শ্রীবৎসলাঞ্ছিতবক্ষা, নীলমেঘনিভ কমনীয়কান্তি, চতুর্ভুজ, অনাদিনিধন, মায়াতীত অথচ মায়াবী, সত্যময়, শুদ্ধাত্মা, বুদ্ধগোচর, গরুড়রূঢ় জগন্নাথ স্বীয় হৃৎপদ্মমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। পিশাচ তাঁহাকে দেখিবামাত্র নয়নদ্বয় নিমীলন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিল এবং ভাবিল, আজ যখন সর্ব্বগোচর হরিকে সাক্ষাৎ করিলাম, তখন নিশ্চয়ই ইনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, নতুবা ইহাঁর সাক্ষাৎকার লাভ অতি দুষ্কর। আজ আমার জন্ম সার্থক হইল, আজ আমি কৃতার্থ হইলাম, আজ আমার বন্ধন সকল ছিন্ন হইল, আজ আমি ইন্দ্রিয়সকল পরাজয় করিলাম, বোধ হয় আজ আমার মন বশীভূত, ঈর্ষ্যা নিরস্ত এবং মালিন্য দূর হইল। সম্প্রতি আমি এই সকল পিশাচের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। এখন বোধ হইতেছে, অনুক্ষণ যেরূপ হরিভক্ত, তাহাতে ইনিও কালক্রমে পাপবিমুক্ত হইয়া সাযুজ্যলাভ করিতে পারিবেন।

ঘণ্টাকর্ণ এইরূপ চিন্তা করত অন্নপাশ ভেদ, প্রাণনিরোধ, দিক সকল বিলোকন এবং শরীর সুদৃঢ় করিয়া সুখসাগরে নিমগ্ন হইল।

—০:০—

ত্রিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম

অধ্যায়। ২৭৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মাংসাশী পিশাচ, ইতিপূর্ব্বে সমাধিসময়ে হৃৎপদ্মমধ্যে হরিকে যেরূপ দর্শন করিয়াছিল, চক্ষুরুন্মীলন করিয়াও ভূতলে সেইরূপ দর্শন করিল। দেখি বামাত্র আমি সমাধিতে যেমন দেখিয়াছি, ইহাঁকেও সেইরূপ দেখিতেছি, অতএব ইনিই বিষ্ণু। বারম্বার এই কথা বলিয়া হর্ষসহকারে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, এবং পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, ইনিই সেই শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর, ইনিই সেই চক্রগদাধর, ইনিই সেই ধ্বজতূণধারী, ইনিই সহস্রশীর্ষ, দেবাদিদেব, ইনিই জগতের উৎপত্তিনিদান, এবং ইনিই জগতের আবাসস্থান। ইহাঁর বক্ষঃস্থলে কৌস্তভমণি শোভমান রহিয়াছে। যামিনী যেমন পূর্ণচন্দ্র দ্বারা শোভা পায় এই জগৎ তেমনি ইহাঁ দ্বারা সুশোভিত হইতেছে।

যিনি বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে এই বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যিনি বামন মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক উগ্রপৌরুষ বলিকে বদ্ধ করিয়া ইন্দ্রকে ত্রিভুবন প্রদান করিয়াছেন; পুরাতন মুনিগণ ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন; যিনি সমরাঙ্গণে দানবদিগকে নাশ করিয়া সমস্ত লোককে সুখী করিয়াছেন; যিনি মহার্ণবমধ্যে অসুরগণকে পরাস্ত করিয়া এক হস্তে মন্দর গিরি ধারণ করিয়াছেন, যিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে সুধা প্রদান করিয়াছেন; যিনি দুর্দ্দান্ত মধু ও কৈটভ দৈত্যকে নিহত করিয়া লক্ষ্মীর সহিত জলধিতলে অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়াছেন; যাঁহাকে লোকে আদিপুরুষ, জগৎপতি, সকলের ধাতা, স্বয়ং অজ কিন্তু সকলের জন্মদাতা, এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, ও স্থূল হইতেও স্থূলতর বলিয়া কীর্ত্তন করে; প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যাঁহাতে এই বিশ্বসংসার বিলীন হয়, আবার যাঁহা হইতে সমস্ত সমুৎপন্ন হয়, যাঁহার ইচ্ছায় এই জগৎসংসার প্রবৃত্ত, আবার নিবৃত্ত হইতেছে, যিনি জমদগ্নিপুত্র পরশুরামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবের শিষ্যত্বলাভ করিয়াছেন, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন চতুরঙ্গবলে বহির্গত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলে যিনি কুঠারাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছেন; যিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া কুরুক্ষেত্রমধ্যে ক্ষত্রিয়শোণিতে তর্পণ সমাপন করিয়াছেন, যিনি রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রামনামে বিখ্যাত এবং লক্ষ্মীস্বরূপা সীতার সহিত মিলিত হন, যিনি লক্ষ্মণানুচর হইয়া জলধিজলে সেতুবন্ধন এবং রাক্ষসপতি দশাননের নিধন পূর্ব্বক বিভীষণকে রাজ্য প্রদান করিয়া দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যিনি বসুদেবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়া বলরাম সমভিব্যাহারে গোকুলে ক্রীড়া করিয়াছেন, যিনি শৈশবাবস্থায় শয়ান থাকিয়া দানবকন্যা পূতনার স্তনপান করিয়া তাহাকে বিগতাসু করিয়াছেন, যিনি অপহরণ করিয়া দুগ্ধপান এবং দধিপিণ্ড ভক্ষণ করাতে মাতা রোষান্বিত হইয়া দৃঢ়রূপে যাঁহার উদরে রজ্জু বদ্ধ করেন, যিনি সেই বন্ধনাবস্থায় যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন করিয়া দামোদরনামে বিখ্যাত হন; যিনি গোপদারকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে মহহ্রদে নিমগ্ন হইয়া বলপূর্ব্বক নাগপতি কালীয়কে দমন করিয়াছেন, দেবেন্দ্র রোষান্বিত হইয়া মেঘসেনা চালনা করিলে যিনি ভূধরধারণপূর্ব্বক গোপ, গোপী ও গোকুল আনন্দিত এবং দেবেন্দ্রের দর্প প্রতিহত করিয়াছেন; কামার্ত্ত ব্যক্তি কান্তার অধরসুধা পান করিয়া যেমন তাহার বক্ষস্থলে শয়ন করে, সেইরূপ যিনি রজনীযোগে নির্জ্জন প্রদেশে গোপীগণের অধরসুধা পান করিয়া তাহাদিগের বক্ষোপরি

যামিনীযাপন করিয়াছেন; মথুরায় আগমন কালে অক্রূর যমুনাজলে নিমগ্ন হইয়া যাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, যিনি মথুরাপ্রবেশকালে পথমধ্যে উগ্রতর রজককে বিনাশ করিয়া ইচ্ছামত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বলদেব সমভি-ব্যাহারে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যিনি মালাকারের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট মাল্য সকল প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বরদান এবং কুব্জার নিকট অতি মনোরম অনুলেপন প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে রূপবতী করিয়াছেন; যিনি ধনুঃ ভঙ্গ করিয়া প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়াছিলেন; যিনি কংসের সভামধ্যে প্রবেশকালে দ্বারদেশে বিকটাকার হস্তীকে বিনাশ করিয়া তাহার দন্ত গ্রহণ পূর্ব্বক সভা-মধ্যে প্রবেশ এবং কংসের মনে ভয়সঞ্চার করিয়া রঙ্গমধ্যে নৃত্য করিয়াছিলেন; যিনি কংসের সমক্ষেই মহামল্ল চাণূরকে নিপাতিত করাতে যাদবগণের আনন্দের সীমা ছিল না, যিনি শত্রুপক্ষপাতী পিতৃদ্বেষ্টা কংসকে নিহত এবং উগ্রসেনকে তৎপদে স্থাপিত করিয়া সান্দীপনির নিকট গমন করেন, তথায় সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া যিনি মুনিবরকে পুত্র প্রদান পূর্ব্বক বলরাম সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার মথুরাপুরীতে প্রত্যাগমন করিয়াছি-লেন, যিনি ঘোর দুর্দ্দমনকারী অতিদুষ্ট নরকাসুরকে নিপাতিত করিয়া বিপ্রদিগকে, মুনিদিগকে, দেবতাদিগকে ও সমস্ত জগৎকে রক্ষা করিয়াছেন, আজ আমি সেই ভগবান্ জনার্দ্দনকে সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম, তাঁহার সহিত সাযুজ্যলাভ করিলাম। যে ব্যক্তি স্বচক্ষে হরিকে প্রত্যক্ষ করে, তাহার মুক্তি করায়ত্ত; এমন কি, সেই ব্যক্তিই সাক্ষাৎ হরি। আমি জন্মজন্মান্তরে কত সুকৃতই করিয়াছিলাম, আজ তাহারই ফল ফলিল। সেই সুকৃতপ্রভাবে হরিকে সাক্ষাৎ করিলাম। আজ আমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম। সর্ব্বথা আমি সম্পূর্ণ পুণ্যবান্, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভগবন্ বিষ্ণো। এক্ষণে বলুন, আমি কি দিব, কি বলিব, এবং কি করিব?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। সেই মাংসাশী পিশাচ এই কথা বলিয়া আহ্লাদে নৃত্য এবং বিকটস্বরে হাস্য করিয়া, হে হরে! কৃষ্ণ! হে যাদবেশ্বর! হে কেশব! তোমারে নমস্কার, এই কথা বলিয়া যাদবগণের সাক্ষাতেই বিবিধ ভঙ্গিতে নৃত্য করিতে লাগিল।

—

চতুঃসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।২৭৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পিশাচ বিকট হাস্য করিয়া দ্রুতবেগে এক ব্রাহ্মণকে হত্যা ও আনয়ন করত কেশবাহ্বনসহিত সেই মাংস দ্বিখণ্ড করিল। তৎপরে উহার একখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক যত্নসহকারে জলে প্রক্ষালন করিয়া এক পাত্রো-পরি স্থাপন করিল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে জনার্দ্দনকে নমস্কার করিয়া কহিল, জগন্নাথ! তোমার উপযোগী আহার প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। ইহা তোমার ন্যায় দেবগণেরই গ্রহণীয়। আমরা একান্ত ভক্তি নম্র, অতএব এবিষয় আর তোমার বিচার্য্য নহে। ভক্ত ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক যাহা সমর্পণ করিবে, তোমাকে তাহাই অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। আমি এই ব্রাহ্মণশব নূতন সংস্কার করিয়াছি। শাস্ত্রে ইহাই আমার ভক্ষ্য বলিয়া নিয়মিত হইয়াছে। অতএব যদি ইহাতে তোমার কোন দোষস্পর্শ না হয়, তাহা হইলে ইহা গ্রহণ কর।

এই কথা বলিয়া পিশাচ পুনর্ব্বার ঘোরতর হাস্য করিয়া সেই অস্পৃশ্য শবখণ্ড কেশবকে প্রদান করিতে উদ্যত হইল। তখন তিনি তুষ্ট হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, উহার কি স্নেহ! কি কারুণ্য! চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যভাবে কহিলেন, পিশাচ

আমি তোমার ভক্তি দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়াছি। ব্রাহ্মণগণ যাদৃশ জনের অস্পৃশ্য। ধর্ম্মার্থী হই- লেই ব্রাহ্মণকে পূজা করিতে হইবে; কিন্তু পিশাচদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই; সুতরাং তাহারা অবিচারিত চিত্তে ব্রাহ্মণহিংসায় প্রবৃত্ত হয়। ব্রহ্মহিংসা সর্ব্বদা নিষিদ্ধ যাহারা ব্রহ্মহিংসা করে, তাহারা নিরয়গামী হয়। অতএব এই ব্রাহ্মণেরা আমাদিগের সর্ব্বথা অস্পৃশ্য। যাহা হউক, তুমি যে ভক্তিবলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছ, তোমার সেই ভক্তিদর্শনে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি। তো- মার ইন্দ্রিয় সকল বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করি- য়াছে।

নারায়ণ এই কথা বলিয়া তাহার অঙ্গে হস্তাবর্ত্তন করিলেন। সেই করস্পর্শে তাহার সমস্ত পাপ দূর হইল। তখন সে কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ হইয়া উঠিল। তাহার মস্তক দীর্ঘ, অথচ কুঞ্চিত কেশকলাপে পরিপূর্ণ হইল। কি বাহু, কি চক্ষু, কি অঙ্গুলি, কি নখ, কি মুখ, কি নাসিকা সমস্তই তাহার অনুরূপ হইয়া উঠিল। ফলতঃ তাহার চক্ষু পদ্মের ন্যায় আরক্ত এবং বর্ণ পদ্মরাগবৎ মনোহর হইল। তখন পিশাচ পদ্মকেশর, কেয়ূর ও অঙ্গদভূষণে বিভূষিত এবং কৌষেয়াম্বরধারী হইয়া জ্ঞান- বান্ ও সত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হওয়াতে সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইল। সুমধুরনিস্বন গন্ধর্ব্ব এবং সিদ্ধগণ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ভগবান্ বিষ্ণু তাহার গাত্রে হস্তা- বর্ত্তন করাতেই সে যেরূপ মনোহর রূপ ধারণ করিল, কোনকালেই তাহার তাদৃশ রূপের সম্ভাবনা ছিল না। অন্য কি, মুনিগণ নানা- বিধ কঠোর তপশ্চরণ করিয়াও অদ্যাপি তাদৃশ রূপ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। বস্তুতঃ জগন্নাথকে আশ্রয় করিয়া কে কোন্ কালে হীনাবস্থায় থাকে? যে ব্যক্তি সতত জনার্দ্দন ধ্যান, জনার্দ্দন পাঠ এবং জনার্দ্দন জপ করে, তাহার অভাব কি? সে ব্যক্তি সকলই কল্যাণ ভাজন হইয়া থাকে।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু দ্বিতীয় কন্দর্পের ন্যায় সেই পিশাচকে সম্বোধন করিয়া কহি- লেন, পিশাচ! ইন্দ্র যতদিন স্বর্গপুরে বাস করি- বেন, ততদিন তোমারও স্বর্গবাস লাভ হইবে ইন্দ্র স্বর্গপরিভ্রষ্ট হইলে তুমিও স্বর্গ হইতে সমা- গত হইয়া আমার সহিত সাযুজ্যলাভ করিবে। তোমার ভ্রাতাও ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বকাল পর্য্যন্ত স্বর্গে অবস্থান করিবে। আমি যাহা বলিলাম ইহার অন্যথা হইবে না। এক্ষণে তুমি অভি- লষিত বর প্রার্থনা কর। তোমার অভিপ্রেত বিষয়ে সঙ্কোচের প্রয়োজন নাই; কারণ আমি যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, সর্ব্বদা সমস্ত অভীষ্ট প্রদান করিতে পারি।

ঘণ্টাকর্ণ কহিল, দেব! আমার প্রার্থনা, যে ব্যক্তি এই বদরী তপোবনে তোমার সহিত আমার এইরূপ সমাগম বৃত্তান্ত স্মরণ করিবে, তাহার যেন তোমার প্রতি অচলা ভক্তি হয়। তাহার অন্তঃকলুষ বিগত হইয়া যেন একে- বারে মনঃশুদ্ধি লাভ হয়।

তখন ভগবান্ বিষ্ণু তথাস্তু বলিয়া কহি- লেন, ঘণ্টাকর্ণ! এক্ষণে তুমি স্বর্গে গমন কর। দেবেন্দ্র তোমার অপেক্ষায় কালাতি- পাত করিতেছেন; অতএব তুমি দেবেন্দ্র- ভবনে গমন করিয়া তথায় আতিথ্য স্বীকার কর। ভগবান্ কৃষ্ণ পিশাচকে এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে উত্থাপিত করিলেন। ব্রাহ্মণ উজ্জী- বিত হইয়া কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনিও ব্রাহ্মণকে যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যথায় সিদ্ধ মুনিগণ অগ্নি হোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। এদিকে পিশাচ ঘণ্টাকর্ণ কেশবের আদেশানুসারে স্বর্গে গমন করিল।

মহারাজ! আপনি যদি মনঃশুদ্ধি কামনা করেন, তাহা হইলে এই পিশাচমোক্ষবৃত্তান্ত পাঠ করুন, ইহা পাঠ করিলেই চিত্তশুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ২৭৫

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু মুনিগণের নিকট মহাত্মা পিশাচের যথাবৎ বৃত্তান্ত সমুদয় কীর্ত্তন করিলেন। তখন মুনিগণ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, আপনার সন্দর্শনেই তাহার এইরূপ পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর বিষ্ণু মুনিগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া পরম প্রীত হইলেন। ক্রমশঃ প্রভাত হইয়া যেমন দিনমণি প্রকাশমান হইলেন অমনি নারায়ণ গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুনিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মুনিগণ! আমি এক্ষণে কৈলাস পর্ব্বতে চলিলাম, আপনাদিগকেও তথায় গমন করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি কৈলাসোদ্দেশে গমন করিলেন। রাজন্! যথায় বিশ্বেশ্বর সিদ্ধগণ সংযতব্রত হইয়া তপশ্চরণ করিতেছেন, যথায় হংসাবাস বিস্তীর্ণ মানসসরোবর বিরাজমান রহিয়াছে, যথায় ভৃঙ্গিরিটি দ্বারপালদেশে থাকিয়া শিবের সেবা করিতেছেন, যথায় সিংহ, ব্যাঘ্র বরাহপ্রভৃতি বন্য মৃগগণ পরস্পর হিংসাবিবর্জ্জিত হইয়া বিচরণ করিতেছে, যথা হইতে গঙ্গা প্রভৃতি নদী সকল সমুৎপন্ন হইয়া সাগরপ্রবাহে মিলিত হইতেছে, যথায় বিশ্বেশ্বর শম্ভু ব্রহ্মার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছেন, যথায় যেত্র সকল সমুৎপন্ন হইয়া জীবগণের দণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছে, যথায় নীললোহিত শঙ্কর উমার সহিত একত্র বসতি করিয়াছেন, যথায় দেবগণ একত্রিত হইয়া প্রার্থনা করিলে গিরিরাজ স্বীয় কন্যাকে জগদ্ধাত্রী শঙ্করের হস্তে সম্প্রদান করেন, যথায় হরি বহুকাল পর্য্যন্ত শতদল পদ্ম সহকারে জগৎপতি মহাদেবের উপাসনা করিয়া চক্রাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, সিদ্ধ ও কিন্নরগণ যাহার পুষ্প আশ্রয় করিয়া প্রিয়তমাদিগের সহিত মধুপান ও আনন্দে কালযাপন করিতেছেন, পুণ্যাপুণ্যজন যাহাকে ভূস্বর্গে উদ্ধার করিতে গিয়া বিমুখ হন, নারায়ণ সেই পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া মানসসরোবরের উত্তর তীরে গমন করিলেন। তথায় গমন করত সেই জগন্নাথ বিষ্ণু তপস্যার জন্য মানুষরূপ ধারণ পূর্ব্বক জটাচীর ধারণ করিলেন। অনন্তর বেদসম্মিত গরুড় হইতে অবতীর্ণ হইয়া পবিত্র স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি প্রথমতঃ শাক ভক্ষণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া বেদাধ্যয়নে তৎপর হইয়া ফাল্গুন মাসে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু জগন্নাথের তপশ্চরণের কি উদ্দেশ্য, তাহা কেহই জানেন না। কোন বিঘ্নই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না।

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে ভূতগণ নিষেবিত পর্ব্বতে তপস্যা আরম্ভ করিলে কশ্যপাত্মজ গরুড় তাঁহার হোমার্থ ইন্ধন আহরণ, চক্ররাজ তাঁহার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন, জলজ শঙ্খ তাঁহার চতুর্দ্দিক রক্ষা, খড়্গ তাঁহার নিমিত্ত চতুর্দ্দিক্ হইতে কুশ সংগ্রহ, কৌমোদকী গদা তাঁহার পরিচর্য্যা এবং দারুণ ঘোরতর শার্ঙ্গধনু সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিয়া ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। এদিকে তিনি ইন্ধন দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বিবিধ আজ্য সহকারে তাঁহার পূজাবিধান পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ হোম এবং সমগ্র হোম শেষ করিয়া সেই হোমের পরিসমাপ্তি বাসনা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ মাসে একবার, তৎপরে ছয়

মাসে একদিন, তৎপরে বর্ষে একদিন মাত্র ভোজন করিয়া যোগানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইবার একমাস পূর্ব্বে হুতাশনে পূর্ণাহুতি প্রদান এবং হুতাশনকে ধ্যান করিয়া অন্যান্য মন্ত্র, আরণ্যক মন্ত্র ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণব পাঠ করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

—০—

ষট্‌সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৭৬

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র তপশ্চরণপ্রবৃত্ত সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে দর্শন করিবার বাসনায় ঐরাবতে আরোহণ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। এদিক্ হইতে যম, কিঙ্করগণের সহিত মহিষবাহনে, শ্বেতচ্ছত্র ও শ্বেতব্যজনসমাযুক্ত বরুণ সগণে হংসবাহনে, এবং আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও অন্যান্য দেবগণও স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া তাঁহার তপোদর্শনার্থ কৈলাসশিখরে গমন করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ, মুনিগণ এবং নৃত্যগীতবিশারদ অপ্সরোগণ তথায় সমাগত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেবগণের সমাগম হইল। পর্ব্বত, নারদ ও অন্যান্য ঋষিগণ এবং দেবগণ তথায় সমবেত হইয়া বিস্ময়স্তিমিতলোচনে বলিতে লাগিলেন, দেখ কি আশ্চর্য্য! এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড কখন হয় নাই হইবেও না। যোগিগণ যত্নসহকারে যাঁহাকে ধ্যান করে, যিনি জগৎগুরু; তিনিই আবার স্বয়ং তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, অবশ্যই ইহার কোন গূঢ় কারণ থাকিবে।

এদিকে জগৎপতি বিষ্ণুর তপোনুষ্ঠান অবসান হইলে জটা, খড়্গ ও শরধারী শশিশেখর সর্ব্বেশ্বর শিব, শিবানী ও প্রমথগণের সহিত সেই লোকহিতৈষী নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিলেন। গমন সময়ে তাঁহার প্রিয়সখা কুবেরও সমভিব্যাহারে চলিলেন। মহেশ্বরের একহস্তে দর্ভ ও কমণ্ডলু; অপর হস্তে দীপিকা; অন্য হস্তে বীণা ও ডিণ্ডিম, এবং আর এক হস্তে শূল। তাঁহার গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা। জটাভার দ্বারা শরীরকান্তি তাম্র ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। স্বয়ং শুভ্রবর্ণ বৃষের উপর আসীন। তাঁহার বদন উমার স্কন্ধের উপর বিন্যস্ত রহিয়াছে, এবং দেবী উমা আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার অধরসুধা পান করিতেছেন। গঙ্গা তাঁহার মস্তকোপরি বিরাজমানা, তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রতি[illegible] দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ভস্মাঙ্গরাগে অনুলিপ্ত; জটাভার ভীষণাকার সর্পসমূহে আবদ্ধ, এবং শরীরকান্তি কপালমালায় সমধিক সুশোভিত।

রাজন্! সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাঁহাকে একমাত্র প্রধান পুরুষ; অন্যমতাবলম্বীরা যাঁহার গুণগ্রামকে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁহাকে ভূততত্ত্বজ্ঞ ভূতেশ ভূতভাবন বামদেব ও বিরূপাক্ষ; এবং শৈবেরা যাঁহাকে সহস্রাক্ষ কালমূর্ত্তি চতুর্ভুজ রুদ্র বিশ্বেশ্বর শিব অপ্রমেয় অনাধার নগ্ন নাগোপবীত শান্তস্বভাব সনাতন আদিদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, শশী ও যজমান, এই অষ্ট যাঁহার মূর্ত্তি; সেই মহাদেব মহাযোগী আদিকর্ত্তা ভূমিভর্ত্তা নীললোহিত শূলপাণি উমাপতি গিরীশ বিশ্বেশ্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ভূতগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

—০—

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৭৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ ভূতভাবন যখন গমন করিলেন, তখন সহস্র সহস্র ভূত

তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ ঘণ্টাকর্ণ, কেহ বিরূপাক্ষ, কেহ কমণ্ডলুধারী, কেহ দীর্ঘরোমা, কেহ দীর্ঘভুজ, কেহ দীর্ঘবাহু, কেহ নিরঞ্জন, কেহ উরুবক্ত্র, কেহ শঙ্খমুখ, কেহ শতোদর, কেহ শতগ্রীব, কেহ কুম্ভোদর, কেহ মহাগ্রীব, কেহ স্থূলজিহ্ব, কেহবা দ্বিবাহু। কাহার মুখ পাছুদেশে, কাহার স্কন্ধদেশ উন্নত। কাহার মুখ সিংহের ন্যায়। কাহার হনুদেশ বৃহৎ। কাহার তিন বাহু, কাহার পাঁচ বাহু। কাহার মুখ ব্যাঘ্রের মত, কাহার বা মুখ শ্বেতবর্ণ। এতদ্ভিন্ন দীর্ঘমুখ, দীর্ঘলোচন, বিকৃতবেশধারী ভীষণমূর্ত্তি কত ভূত তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। উহারা কেহ নৃত্য, কেহ হাস্য, কেহ কেহ বা পরস্পর আস্ফোটন করিতে লাগিল। কেহ কেহ শবভক্ষণ, কেহ কেহ বা বহন করিতেছে। কেহ কেহ রুধির পান করিতেছে, কেহ কেহ বা শবমাংস খণ্ড খণ্ড করিতেছে। উহাদিগের মূর্ত্তি যেমন করাল, তেমনি দীর্ঘ। সর্ব্বাঙ্গে শিরা ও ধমনী সকল উদ্গত হইয়াছে। সকলেই বীরপুরুষ। প্রায় অনেকেই শূল দ্বারা শবদেহ বিদ্ধ করিয়া লইয়াছে। সকলেরই শরীর কপালমালায় বিভূষিত। কেহ কেহ স্বীয় শরীরে অস্ত্রপাশ পরিবেষ্টন করিয়াছে। কপালী, জটী ও মুণ্ডী প্রভৃতি ভীষণাকার প্রমথগণ এমনি ভৈরব ধ্বনি এবং হাস্য করিতে লাগিল যে, সেই শব্দে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অন্যদিকে মুনিবরগণ সাঙ্গবেদ পাঠ করত পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উঁহাদিগের মধ্যে কাহার কাহার হস্তে কমণ্ডলু, কাহার কাহার পরিধান কুশচীর, কাহার কাহার পরিধান কৌপীন, কাহার কাহার পরিধান কষায়বস্ত্র। সকলেই কেবল ভক্তি পূর্ব্বক মহেশ্বরমন্ত্রে ঈশ্বরের স্তব পাঠ করিতেছিলেন।

এইরূপে, একদিকে প্রমথগণ, অন্যদিকে নৃত্যগীতকুশল প্রিয়সহচর সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ, এবং অপরদিকে বিদ্যাধরগণ মহেশ্বরের স্তব পাঠ করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বিদ্যাধরগণ ও অপ্সরোগণ তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভগবান্ মহাদেব এইরূপে বিকটাকার পিশাচ, ভূত, কিন্নর, মুনি ও অপ্সরোগণ সমভিব্যাহারে, যথায় বিষ্ণু ঘোরতর তপশ্চরণ করিতেছিলেন, যথায় লোকপালগণ তাঁহার সেই তপস্যা সন্দর্শনার্থ অপেক্ষা করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক দ্বিশততম

অধ্যায়। ২৭৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বৃষবাহন রুদ্রদেব এইপ্রকার বহুতর ভূত ও পিশাচগণ সমভিব্যাহারে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া দেখিলেন, দেবেশ নারায়ণ তপস্যায় নিমগ্ন। তিনি বিবিধ পবিত্র দ্রব্য সহকারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেছেন। গরুড় কাষ্ঠ, চক্র কুসুম ও খড়্গ কুশ আহরণ এবং গদা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। ইন্দ্রাদি দেবগণ ও বসুগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

ঐ সময় ভূতভাবন মহেশ্বর বৃষভ হইতে অবরোহণ করিয়া ঐ সমস্ত দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। তৎকালে ভূত, পিশাচ, রাক্ষস, গুহ্যক এবং মুনিগণ চতুর্দ্দিক হইতে জয়ধ্বনি করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে পুরাণাত্মন্ রুদ্রদেব! হে আদিদেব! হে জগন্নাথ! হে শঙ্কর! হে ভাবন হে কৌস্তুভশোভিতাঙ্গ! হে নাগভূষণ! তোমার জয় হউক! এই বলিয়া মুনিগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু বিরূপাক্ষ বৃষধ্বজ মহাদেবকে সমাগত দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হে শিতিকণ্ঠ! হে নীলগ্রীব! হে শোচিঃ! হে উপবাসিন্! হে মীঢুষ! হে গদাধর! হে বিশ্বংস্তু! হে রুদ্র! হে বৃষরূপিন্! হে দেব! হে অমূর্ত্ত! হে পিনাকিন্! তোমাকে নমস্কার। হে কুজ! হে কৃশ! হে শিব! হে শিবরূপিন্! হে তুণ্ড! হে তুম্ব! হে তুটিতুট! হে শান্ত! হে গিরিশ! হে হর! হে হরিহর! হে প্রিয়! হে অঘোর! হে ঘোরঘোরপ্রিয়! হে ঘণ্ট! হে অঘণ্ট! হে ঘটিঘট! হে সর্ব্ব! হে শাস্ত! হে ভূতাধিপতে! হে বিরূপরূপ! হে পুর! হে পুরহারিন্! তোমাকে নমস্কার। হে আদ্য! হে বিজ্ঞ! হে শুচে! হে অষ্টরূপিন্! হে পিনাকহস্ত! হে শূলাসিধারিন্! হে খট্টাঙ্গহস্ত! হে কৃত্তিবাস! হে দেবদেব! হে আকাশমূর্ত্তে! হে হর! হে হরিরূপ! হে তিগ্মতেজ! হে ভক্তপ্রিয়! হে ভক্ত! হে ভক্তবরদ! হে দেব অস্ত্রমূর্ত্তে! হে জগন্মূর্ত্তিধর! তোমাকে নমস্কার। তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি দেবমধ্যে প্রধান, তুমি ভূপতি, তুমি করাল, তুমি বিকৃত, তুমি মুণ্ড, তুমি কপর্দ্দী, তুমি অজ, তুমি ভূতভাবন, তুমি ভাবন, তুমি হরিকেশ, তুমি পিঙ্গল, তুমি ভীরুজনের ভয়হারক। তুমি ভীতিস্বরূপ তুমি ঘোরগণের ভয়দাতা। তুমি দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছ। হে কমলনেত্র! তোমাকে নমস্কার। হে উমাপতে! কৈলাসপর্ব্বত তোমার বাসস্থান; তুমি দেবাদিদেব; তুমি ভব; তুমি ভবরূপী; তুমি কপালহস্ত, তুমি বমবম; তুমি ত্র্যম্বক, তুমি ত্র্যক্ষ; তোমাকে নমস্কার। হে বরদ! হে বরেণ্য! হে চন্দ্রশেখর! তুমি ঈশ্বর; তুমি হবি; তুমি ধ্রুব; তুমি কৃশ; তোমাকে নমস্কার। হে শক্তি! হে নাগপাশপ্রিয়! হে বিরূপ! হে সুরূপ! হে মদ্যপানপ্রিয়! হে শ্মশানপতে! হে জয়শব্দপ্রিয়! হে খরপ্রিয়! হে খর্ব্ব! হে খর! হে খররূপিন্! তোমাকে নমস্কার। হে ভদ্র! হে ভদ্ররূপধর! হে ভদ্রপ্রিয়! হে ঘোররূপ! হে ঘণ্টভূষণ! হে ঘণ্টাভূষণ! হে তীব্র! তুমি স্বয়ং তীব্ররূপী; সুতরাং তীব্ররূপ তোমার অতীব প্রিয়। হে নগ্ন! তুমি স্বয়ং নগ্নরূপী; সুতরাং নগ্নরূপ তোমার অতীব প্রিয়। হে ভূতবাস! হে সর্ব্ববাস! হে সর্ব্বাত্মন্! হে ভূতিদায়ক! হে বামদেব! হে মহাদেব! তোমাকে নমস্কার। এমন বাক্য নাই, যে তদ্দ্বারা তোমার স্তব করিতে পারা যায়। তোমার স্তব করে কাহার সাধ্য। কাহার জিহ্বা তোমার স্তবে স্ফূর্ত্তি পায়? ভগবন্! আমি তোমার ভক্ত, আমাকে পরিত্রাণ কর। হে সর্ব্বাত্মন্! হে সর্ব্বভূতেশ! সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা কর। হে জগন্নাথ! তুমি সর্ব্বতোভাবে এই ত্রিলোক রক্ষা কর। হে হর! তুমি তোমার ভক্তদিগকে পরিত্রাণ কর।

একোনাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ২৭৯

বৈশম্পায়ন কহিলেন অনন্তর শূলপাণি বৃষভধ্বজ দেব উমাপতি প্রণতোৎসুক দেবতা ও মুনিগণের সাক্ষাতে গরুড়ধ্বজ চক্রধর বিষ্ণুর করস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, চক্রপাণে! দেবদেব জনার্দ্দন! তুমি কি নিমিত্ত কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ? তোমার প্রার্থনা কি? তুমি স্বয়ং বিষ্ণু; লোকে তোমারই তপস্যা করিয়া থাকে। তুমি ইতিপূর্ব্বে একবার পুত্রের জন্য তপশ্চরণ করিয়াছিলে, তাহাতে ত আমি তোমাকে পুত্র প্রদান করিয়াছি, তবে পুনর্ব্বার তপস্যা কেন?

যাহাই হউক, সম্প্রতি তপশ্চরণ উপলক্ষে

[illegible] কারণ নির্দ্দেশ করিয়েছি শ্রবণ কর। [illegible]কালে সংসারে একবার আমি ঘোর করণ [illegible] ঘোরতর তপে মুহাতে প্রবৃত্ত হই। [illegible] এই বরবর্ণিনী উমা [illegible] কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া আমার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হন। সেই সময় ইন্দ্র আমার তপশ্চরণ দর্শনে ভীত হইয়া আমার তপো বিঘ্ন জন্য [illegible] প্রেরণ করেন। কন্দর্প বসন্তকে সহায় করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হন। আমি তাঁহার শরপাতের একমাত্র লক্ষ্য। সে সময় ইনিই পুষ্পাদি প্রদান করিয়া আমার পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। কিন্তু কন্দর্পকে দর্শন করিবামাত্র আমার ক্রোধোদয় হইল। ক্রোধোদয় হইবামাত্র আমার এই নেত্র হইতে অগ্নি উদ্গত হওয়াতে কন্দর্প একেবারে ভস্মসাৎ হইলেন। তখন ইহা দেবের কার্য্য বলিয়া আমার বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিল। অনন্তর ব্রহ্মার উত্তেজনায় কামের প্রতি দয়ার উদ্রেক হইল। তখন আমি তাঁহাকে তোমার পুত্ররূপে প্রবর্ত্তিত করিলাম। সেই কন্দর্পই তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে পরিণত হইয়া প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে দেবেশ! সেই প্রদ্যুম্নই "স্মর" তাহার আর সন্দেহ নাই।

দেব শঙ্কর এই কথা বলিয়া প্রণতোন্মুখ মুনিগণকে বিষ্ণুর প্রকৃত তত্ত্ব প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া যেমন অঞ্জলি বদ্ধ করিলেন, অমনি মুনি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ এবং কিন্নরগণও সেই দেবাদিদেবের উদ্দেশে অঞ্জলিবন্ধন করিলেন। ঐ সময় মহেশ্বর, নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন জনার্দ্দন! সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাঁহাকে প্রকৃতি সংজ্ঞক কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক কারণ। তাঁহাদিগের মতে তুমিই সেই ত্রিগুণাত্মক কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহ। তুমি যে প্রকৃতির কারণ, সেই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। তুমিই সেই মহত্তত্ত্বরূপে পরিণত ও সর্ব্বব্যাপী হইয়া সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছ। সেই ঘোরতর মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার পর ঐ অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে তন্মাত্র পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি, ইহাই পঞ্চ মহাভূত, এবং তুমিই সেই পঞ্চ মহাভূতস্বরূপ। চক্ষু, ঘ্রাণ, স্পর্শ, রসনা, শ্রোত্র ও মন, এই ষড়্‌বিধ পদার্থ ঐ পঞ্চ মহাভূতের প্রেরক। কর্ণেন্দ্রিয় এবং বাগাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলও তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি ঐ ইন্দ্রিয়গণকে যথানিয়মে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিয়াছ। তুমি যখন রজোগুণের সহিত মিলিত হও, তখনি জীবগণের সৃষ্টিবিধান, আবার যখন সত্ত্বগুণের সহিত মিলিত হও, তখনি পালকরূপে ত্রিলোক প্রতিপালন, আর যখন তমোগুণ তোমাকে আশ্রয় করে, তখনি তুমি জগৎসংসার সংহার করিতে থাক। অতএব তুমিই ঐ ত্রিবিধ গুণের সহিত মিলিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন করিতেছ। তুমি এককালে ত্রিবিধ মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিয়া থাক। তুমি প্রাণিগণের উপভোগ নিমিত্ত অন্নের সৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতেছ। সুতরাং তুমিই তেজোবান্ হইয়া সকল স্থানে, সকল ভূতে বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা, পালনসময়ে বিষ্ণু, এবং সংহারকালে রুদ্রনামে বিখ্যাত হও। সুতরাং তুমিই ত্রিগুণাত্মক। তুমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ মন ও বুদ্ধি, এই সমস্তই তোমার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিমাত্র। তুমিই সহস্রশীর্ষ, তুমিই সহস্রাক্ষ, তুমিই সহস্রপাদ, তুমিই সহস্রবাহু, তুমিই সহস্রাত্মা, এবং তুমিই দিক্‌পতি। তুমিই সূক্ষ্মরূপে সর্ব্বত্রগামী হইয়া সপ্তদ্বীপা সসাগরা এই পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া, সর্ব্বভূতমধ্যে অবস্থান

করিতেছ। এই জগৎ, যাহা উদ্ভূত হইয়াছে এবং যাহাও উদ্ভূত হইবে, সে সমস্তই তোমার সৃষ্ট। হে জনার্দ্দন! তোমা হইতে বিরাট, এবং তোমা হইতে সম্রাট্ সমুদ্ভূত হইয়াছে। ষট্‌কর্ম্মসাধক লোকরক্ষক ব্রাহ্মণগণ তোমার বাহু হইতে, বৈশ্যগণ তোমার উরুদেশ হইতে, এবং শূদ্রগণ তোমার পাদমূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে তোমা হইতেই সমুদয় বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে।

হে জনার্দ্দন! যে সুধাধার শীতাংশু সমুদয় লোকের সুখ সচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিতেছেন, সেই চন্দ্রমা তোমার মন হইতে; যে সূর্য্য সমস্ত জগতের লোচনস্বরূপ, যাঁহার প্রভায় সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইতেছে, সেই অংশুমান্ তোমার চক্ষুদ্বয় হইতে, অগ্নি ও জল তোমার মুখ হইতে; বায়ু তোমার প্রাণ হইতে; পৃথিবী তোমার পাদদ্বয় হইতে এবং দিক্ সকল তোমার শ্রোত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি এই প্রকারে এই জগৎ সৃষ্টি, এবং এই প্রকারে এই জগৎ ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছ। "বিষ" ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি এইজন্য তোমার নাম বিষ্ণু হইয়াছে। 'নারা,' অর্থাৎ জল তোমার "অয়ন" অর্থাৎ আশ্রয়স্থান বলিয়া তুমি নারায়ণ নামে প্রথিত হইয়াছ। তুমি জীবগণের দুঃখহরণ কর বলিয়া তোমার নাম হরি হইয়াছে। তোমা হইতে সতত "শং" অর্থাৎ কল্যাণ সাধন হয় বলিয়া তোমার অপর নাম শঙ্কর। "বৃহত্ত্ব" এবং "বৃংহণ" অর্থাৎ পুষ্টিহেতু প্রযুক্ত তোমাকে ব্রহ্মা, "মধু" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় [illegible] বলিয়া মধুসূদন, "হৃষীক" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ঈশ বলিয়া তোমাকে হৃষীকেশ, "ক" অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং আমি সমস্ত দেহিদিগের ঈশ; আমরা উভয়ে তোমার অঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছি বলিয়া তোমাকে কেশব; "মা" অর্থাৎ বিদ্যা এবং 'ধব' অর্থাৎ স্বামী, তুমি বিদ্যার স্বামী বলিয়া তোমাকে মাধব, "গো" অর্থাৎ বাণী, তুমি সেই বাণী "বেদ" জ্ঞাত আছ বলিয়া তোমাকে গোবি[illegible] "ত্রি" অর্থাৎ তিন বেদ; তুমি সেই তিন বেদকে আক্রমণ কর বলিয়া তোমাকে ত্রিবিক্রম; অণু বলিয়া তোমাকে বামন, মনন বশতঃ তোমাকে মুনি; যমন হেতু তোমাকে যতী; তপশ্চরণ করিতেছ বলিয়া তোমাকে তপস্বী, ভূতগণ তোমাতে বাস করে বলিয়া তোমাকে ভূতাবাস; এবং জীবগণের ঈশ বলিয়া তোমাকে ঈশ্বর নামে নির্দ্দেশ করে। তুমি সমুদয় বেদের প্রণব, ছন্দের গায়ত্রী; অক্ষরমধ্যে বর্ণসংশ্লিষ্ট অকার; রুদ্রগণের মধ্যে আমি, বসুগণের মধ্যে পাবক; বৃক্ষমধ্যে অশ্বত্থ লোকমধ্যে ব্রহ্মা; পর্ব্বতমধ্যে সুমেরু, দেবর্ষিমধ্যে নারদ; দৈত্যমধ্যে জ্ঞানবান্ ভক্তবৎসল প্রহ্লাদ; সর্পগণের মধ্যে বাসুকি; গুহ্যকমধ্যে কুবের, জলচরমধ্যে বরুণ; নদীমধ্যে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা; এবং সমস্ত জীবের মধ্যে আদি মধ্য ও অন্ত। এই বিশ্ব তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, আবার তোমাতেই বিলীন হইবে। তুমি এবং আমি আমরা উভয়েই সর্ব্বত্রগামী দেব। তোমার ও আমার কি শব্দগত, কি অর্থগত, কিছুতেই কিছুমাত্র ভেদ নাই। ইহলোকে তুমি যে যে নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাক, আমিও সেই সেই নামে কথিত হইয়া থাকি তোমার উপাসনাই আমার উপাসনা, এবং তোমার বিদ্বেষই আমার বিদ্বেষ, তাহার আর সন্দেহ নাই। যাহা হইতে তোমার বিস্তার, আমিও তাহা হইতে বিস্তীর্ণ হইয়া ভূতপাত হইয়াছি। জগতে তোমা ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ নহে। যাহা অতীত হইয়াছে, যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং যাহা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে, সে সমস্তই তুমি ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেবগণ স্ব স্ব গুণে সতত তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন। হে প্রভো! তুমিই প্রভু, তুমিই

যজু এবং তুমিই সামবেদ। হে দেব! হে কেশব! হে বিষ্ণো! হে মাধব! হে ভূতভাবন! আমি আর অধিক কি বলিব আমি তোমাকে যাহা বলিয়া উল্লেখ করিব, তুমি তৎস্বরূপ। অতএব হে সর্ব্বাত্মন্! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে পরমেশ্বর! আমি তোমাকে বন্দনা করি তোমাকে নমস্কার।

—•:•—

অশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ মহাদেব দেবদেব নারায়ণকে এই কথা বলিয়া মুনিদিগকে কহিলেন, হে দর্শনার্থ সমাগত একান্ত ভক্ত ব্রাহ্মণগণ! এই জগতে ইনিই পরম পদার্থ। ইহাঁ হইতে উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। ইনিই তোমাদিগের তপস্যা, ইনিই তোমাদিগের ধ্যেয়, ইনিই শ্রেয়, ইনিই পরম পদ, ইনিই তপঃফল, ইনিই পুণ্যাদির হেতু, ইনিই সনাতন ধর্ম্ম, ইনিই মোক্ষদাতা, ইনিই পুণ্যদাতা, ইনিই মোক্ষ এবং ইনিই তোমাদিগের কর্ম্মফল। কি ব্রহ্মাদি, কি সাংখ্যবাদী, সকলেই ইহাঁকে প্রশংসা করেন। ইনি বেদবাদীদিগের বেদস্বরূপ; সুতরাং বেদবেত্তারা ইহাঁকেই প্রার্থনা করেন। অতএব এই হরিই তোমাদিগের একমাত্র ধ্যেয় বস্তু। এ জগতে নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দেব আর কেহই নাই। তোমরা সতত ওঙ্কার পাঠ এবং সর্ব্বদা ইহাঁরে ধ্যান কর। ইহাঁ হইতেই তোমাদিগের মুক্তিলাভ হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহাঁকে এইরূপে ধ্যান করিলে ইনি প্রসন্ন হইবেন। ইনিই দৃঢ়তর সংসারবন্ধন মোচনের একমাত্র কর্ত্তা। যদি তোমাদিগের ইহাঁকে পাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, সর্ব্বদা ইহাঁকে ধ্যান কর। ইনি তোমাদিগের গুরু, এবং ইনিই তোমাদিগের সংসারবিভব নাশ করেন। এই ত্রিগুণাত্মক বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ এবং পাঠ কর। যত্নপূর্ব্বক সতত মনঃসংযম কর। হে তপোধনগণ! চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলেই ইনি প্রসন্ন হন। তোমরা নিশ্চয় জানিও, ইহাঁরে উপাসনা করিলেই আমার উপাসনা করা হয়। আমি তোমাদিগকে এই উপায় বলিয়া দিলাম, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় করিও না। ইনি ঘোরতর মায়াবী; অতএব তোমরা পাপ নাশন এবং বুদ্ধিশোধন বিষয়ে যত্নবান্ হও, তাহা হইলেই ইনি প্রসন্ন হইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুণ্যশীল মুনিগণ মহেশ্বরকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া যথাযথ সমস্ত গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের সন্দেহ দূর হইল। তখন তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে মহেশ্বরকে কহিলেন, দেব! এক্ষণে আমাদিগের সমস্ত সন্দেহ নিরস্ত হইল। অদ্য যে সংশয়চ্ছেদনের নিমিত্ত আমরা এখানে আগমন করিয়াছিলাম, তোমাদিগের উভয়ের সমাগমে অদ্য আমাদিগের সে মোহান্ধকার দূরীভূত হইল। হে দেবেশ! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমাদিগের পক্ষে অতীব শ্রেয়স্কর। তুমি যেরূপ কহিলে, আজ অবধি আমরা নারায়ণের নিমিত্ত সেইরূপ যত্ন করিব। মুনিগণ এই কথা বলিয়া সন্তুষ্ট মনে কেশবকে প্রণাম করিলেন।

——

একাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮১

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ঐ সময় ভগবান্ রুদ্রদেব মুনিগণের সমক্ষে বেদার্থযুক্ত বাক্যে বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুর যুক্তিযুক্ত স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিয়া শুনিয়া মুনিগণের বিস্ময়বারিধি উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। মহেশ্বর কহিলেন, হে ভগবন্ বাসুদেব! যে স্বমায়ার কিরণে এই জগৎসংসার উদ্ভাসিত হইতেছে, তুমি

সেই সূর্য্যস্বরূপ, অতএব হে সূর্য্যাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। যে শীতাংশু স্বীয় সুশীতল কিরণদানে লোকদিগকে সুস্নিগ্ধ করিতেছেন, তুমি সেই শীতাংশুস্বরূপ; অতএব হে সোমাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। যে ভূতভাবন বিশ্বাত্মা বায়ু জীবদিগকে জীবনদান করিতেছেন, তুমি সেই সর্ব্বাত্মা বায়ুস্বরূপ, অতএব হে বায়ুাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। যে ব্রহ্মা স্বীয় কর দ্বারা কুশচীরাদি এবং বেদ চতুষ্টয় ধারণ করিতেছেন, তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ; অতএব হে ব্রহ্মাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। প্রলয়কালে যে ক্রোধাত্মা রুদ্রদেব সমস্ত জগৎ সংহার করেন, তুমি সেই বিশ্বরুদ্রস্বরূপ; অতএব হে রুদ্রাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। জন্মবিহীন যে বিষ্ণু সৃষ্টিকালে সমস্ত জীবের সৃষ্টিবিধান ও প্রাণদান করিয়া থাকেন, তুমি সেই জগৎস্রষ্টা, অতএব হে বিশ্বসৃজ! তোমাকে নমস্কার। সর্ব্ব প্রথমে তুমি একমাত্র প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছ; অতএব হে দেবাদিদেব! তুমি সর্ব্বপ্রধান, তোমাকে নমস্কার। এই পৃথিবীতে তুমি জীবগণের নিকট গন্ধরূপে বিদ্যমান রহিয়াছ, অতএব হে গন্ধাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি জীবগণের সুখের নিমিত্ত রসস্বরূপ সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছ; অতএব হে বিশ্বরূপ! হে রসাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি পরম দয়ালু, সকল প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাক এবং তেজঃপ্রভাবে সমস্ত উদ্ভাসিত করিয়া রহিয়াছ; অতএব হে তেজোরূপিন্ জগন্নাথ! তোমাকে নমস্কার। বায়ুমধ্যে যে শীত, উষ্ণ সুখদুঃখপ্রদ স্পর্শগুণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি সেই বায়ুরূপী স্পর্শগুণ; অতএব হে স্পর্শাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। যে শব্দ আকাশের গুণ এবং সকল জীবের কর্ণবিবর অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছে, তুমি সেই শব্দরূপী; অতএব হে শব্দাত্মন্ বিষ্ণো! তোমাকে নমস্কার। মায়াপ্রভাবে মানুষদেহ ধারণ করিয়া যিনি এই জগৎসংসার ধারণ করিতেছেন, তুমি সেই মায়াবী দেব, অতএব হে মায়িন্! তোমাকে নমস্কার। হে ভগবন্ বিষ্ণো! তুমি আদিবীজ; তুমি নির্গুণ, তুমি গুণাত্মা, তুমি অচিন্ত্য, তুমি সুচিন্ত্য, তুমি চিন্তাত্মা। তুমি জয়, তুমি কবি, তুমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মপদদাতা, তুমি ব্রহ্মজ্ঞ। তুমি সহস্রশীর্ষ, তুমি সহস্ররশ্মি, তুমি সহস্রমুখ, তুমি সহস্রনয়ন। তুমি বিশ্ব, তুমি বিশ্বরূপী, তুমি বিশ্বকর্ত্তা, তুমি বিশ্বমুখ। তুমি ভূতপ্রাণ। তুমি ঈশ্বর, তুমি পূজ্য, তুমি বিষয়, তুমি অশ্বশিরা, তুমি বেদের আশ্রয়, তুমি অগ্নি, তুমি অগ্নিশক্তি, তুমি জ্যোতিঃশক্তি, তুমি সূর্য্য, তুমি সূর্য্যবপু, তুমি তেজঃশক্তি, তুমি সোম, তুমি সৌম্য, তুমি শীতাংশু। তুমি বষট্কার, তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি যজ্ঞ, তুমি হব্য, তুমি হবি, তুমি হব্যসংস্কৃত। তুমি স্রুব, তুমি পাত্র, তুমি প্রধান যজ্ঞ। তুমি প্রণব, তুমি ক্ষর, তুমি অক্ষর। তুমি বেদ, তুমি বেদরূপী, তুমি শাস্ত্র, তুমি শাস্ত্ররূপী, তুমি গদী, তুমি খড়্গী, তুমি চক্রী, তুমি শূলী, তুমি চর্ম্মী। তুমি বরদ, তুমি সুকৃতপ্রিয়, তুমি বৃক্ষ, তুমি শাবক, তুমি বৃষ, তুমি হরি, তুমি বিষ্ণু, অতএব হে গুরো সর্ব্বাত্মন্! তোমাকে নমস্কার করি। হে সর্ব্বলোকেশ! হে সর্ব্ববক্ত্র! হে স্বভাবশুদ্ধ! হে যজ্ঞবরাহ! হে দেব! তোমাকে শত শত নমস্কার। হে শাশ্বত! তুমি বাসুদেব, তুমি কৃষ্ণ, তুমি সর্ব্ব, তুমি সনাতন; হে জনার্দ্দন! তোমাকে বারম্বার নমস্কার করিতেছি। তুমি সর্ব্বতোভাবে লোকদিগের প্রতিপালন কর।

ভগবান্ ভূতভাবন, জগন্নাথ নারায়ণকে এইরূপে স্তব করিয়া মুনিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনিগণ! তোমরা এই স্তোত্র অধ্যয়ন করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন কর; তাঁহা

হইলে সেই শরণাগতপালক দেব নারায়ণ তোমাদিগের শ্রেয়োবিধান করিবেন। যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই পাপবিমোচন স্তব পাঠ ও শ্রবণ করেন, ভগবান্ তাঁহার প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের শ্রেয়োবিধান করিবেন, তাহার আর সংশয় নাই। মুনিগণ! যদি তোমাদিগের মঙ্গল লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে, ভক্তবৎসল কেশবকে ধ্যান কর।

ভগবান্ রুদ্রদেব এই কথা বলিয়া পার্ব্বতীর অনুচরবর্গের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর মুনিগণ, সেই নারায়ণকে পরম পদার্থ বিবেচনা করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। তাঁহাদিগের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় লোকপালগণ বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া সগণে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে শঙ্খ চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও অন্যান্য অস্ত্রধারী ভগবান্ বিষ্ণু পক্ষীন্দ্র গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া পুনর্ব্বার সায়ংকালে মুনিনিষেবিত বদরী-তপোবনে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর গরুড় পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্বাসনে উপবিষ্ট হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে মুনিগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

—:০:—

দ্ব্যশীত্যধিক দ্বিশততম

অধ্যায়। ২৮২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ঐ সময় অতিশয় বলবান্ বীর্য্যবান্ যোদ্ধা যদবংশজ নৃপবর পৌণ্ড্র ও ঘোরতর কৃষ্ণবিদ্বেষী হইয়া উঠিল। অনন্তর একদা রাজসভায় ভূপালগণকে আহ্বান করিয়া কহিল, আমি সমস্ত পৃথিবী পরাজয় করিয়াছি, যাবতীয় রাজা আমার শাসনাধীন; কেবল একমাত্র যাদবগণ কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া শত্রুতার অসদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছে। নতুবা অন্যান্য রাজগণের মধ্যে আর কেহই আমার বিদ্বেষী নহে। আর সকলেই আমাকে কর প্রদান করিবে। একমাত্র কৃষ্ণ, চক্রবলে নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছে। আমি শঙ্খচক্র গদাধর, আমি শার্ঙ্গধন্বী, আমার তুল্য সত্ত্ববান্ ও তূণীরধারী আর কেহই নাই, মনোমধ্যে এইপ্রকার বিবেচনা করাতেই তাহার অত্যন্ত অহঙ্কার হইয়াছে। আমি যে বাসুদেব নামে জগতে বিখ্যাত, সে গোপদারকও একান্ত গর্ব্বিত হইয়া আমার সেই বাসুদেব নাম স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছে। আমার সম্প্রদায়ে যে রত্নময় সুদর্শন চক্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে তাহার সুদর্শন চক্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবে। হে ভূপালগণ! আমারও শার্ঙ্গ নামে ঘোরনিস্বন এই মহাধনু বিদ্যমান রহিয়াছে; আমারও কৌমোদকী নামে অতি সুদৃঢ় লৌহময় এই গদা রহিয়াছে, আমিও নন্দক নামক অতি সুদৃঢ় বিপুল এই খড়্গ ধারণ করিয়া আছি। খড়্গাঘাতে আমি তাহার সেই খড়্গ শতধা বিদীর্ণ করিতে পারি। তাহার যত আয়ুধ শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ ও শার্ঙ্গধনু রহিয়াছে, আমি নিশ্চয়ই রণস্থলে তাহাকে নিহত করিব। নৃপগণ! তোমরা সকলে আমাকে শঙ্খচক্রগদাধর বলিয়া সম্বোধন করিবে, তোমরা আমাকে বাসুদেব বলিবে, কিন্তু যেন স্মরণ থাকে, আমি যদুবংশে সেই গোপদারক নহি। এ জগতে আমিই অদ্বিতীয় বাসুদেব। আমি একাকীই আমার প্রিয়সখা নরকাসুরের নিহন্তা সেই গোপবালককে সংহার করিব। যদি আমার আদেশানুসারে আমাকে এইপ্রকারে সম্বোধন না কর তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে সুবর্ণ, নিষ্ক বা ধনাগারে বঞ্চিত করিব।"

রাজন্! বাসুদেব চিন্তা করিতেও মনোমধ্যে দুঃসহ ক্লেশ উপস্থিত হয়, সেই পৌণ্ড্র সেই অজ্ঞানবশে এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিল, কেশবের নিন্দা

বার্য্যাভিজ্ঞ বীর্য্যবান্ কোন কোন নরপতি লজ্জায় নম্রবদন হইলেন, কেহ কেহ তাহাই হইবে বলিয়া মৌখিক প্রতিবচন প্রদান করিলেন; কেহ কেহ বা বলমদে একান্ত উন্মত্ত হইয়া কেশবকে জয় করিব বলিয়া মহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

—:o:—

ত্র্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ঐ সময় লোকবন্দ্য মুনিবর নারদ কৈলাস পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া নরপতি পৌণ্ড্রের নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আকাশপথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র দৌবারিক প্রবেশপথ প্রদান করিলে, মুনিবর রাজসভায় সমুপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবামাত্র নরপতি অর্ঘ্যাদি প্রদান করিলেন। তাহার পর উৎকৃষ্ট আস্তরণে আবৃত অত্যুৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিলে, মুনিবর সেই আসনে উপবেশন করিলেন। তখন বলগর্ব্বিত পৌণ্ড্র কুশল প্রশ্নান্তে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিপ্রেন্দ্র! আপনি সকল কার্য্যে ও সকল বিষয়ে অতি সুপণ্ডিত। মহাত্মা দেবতা সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণমধ্যে আপনাকে না জানেন, এমন কেহই নাই। ব্রহ্মাণ্ডে আপনার অগম্য স্থানও নাই, এবং আপনি সকল সময়েই সকলের অগ্রে গমন করিতে পারেন। অতএব বলুন দেখি, আপনি যে যে স্থানে গমন করিয়াছেন, সর্ব্বত্রেই সকলে আমাকে অপরাজিত লোকবিখ্যাত বাসুদেব বলিয়া বিদিত আছে কি না? আমি কি শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ তূণীর ও তলত্রধারী নহি? সমস্ত রাজসিংহগণ কি আমার নিকট পরাজিত হয় নাই? আমি কি সকল সময়ে সকলকে দান করি না? শত্রুসৈন্য কি কখন আমাকে পরাজিত করিতে পারে? আমি কি সমস্ত রাজ্যের ভোক্তা এবং সকলের শাস্তা নহি? যক্ষগণ কি আমা দ্বারা সুরক্ষিত নহেন? এক্ষণে আমি সেই গোপদারক বাসুদেব নাম ধারণ করিয়াছে; কিন্তু তাহার এমন কোন ক্ষমতাই নাই যে, সে আমার নাম ধারণ করিতে সমর্থ হয়। সে বাল্যাবধি বৃথা বাসুদেব নাম ধারণ করিয়াছে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, এজগতে আমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় বাসুদেব নাই। আমি তাহাকে পরাজিত এবং যাদবগণকে অপমানিত করিয়া দ্বারকাপুরী দগ্ধ করিব। এই সমস্ত বলবান্ বিক্রান্ত নরপতিগণ সমাগত হইয়াছেন, তদ্ভিন্ন আর বেগবান্ অশ্ব, বেগশালী রথ, সহস্র সংখ্যক মত্ত উষ্ট্র এবং দশসহস্র মত্তহস্তী বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি এই সমস্ত সৈন্যসহায়ে অনায়াসে কেশবকে নাশ করিব। অতএব হে তপোধন! এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা আপনি আমার এবং দেবেন্দ্রের পুরীমধ্যে এই বৃত্তান্ত ঘোষণা করিয়া দেন।

নারদ কহিলেন, রাজন্! এই ব্রহ্মাণ্ড যতদূর বিস্তৃত, আমি ততদূর পর্য্যন্ত গমনাগমন করিয়া থাকি। কুত্রাপি কোন কার্য্যে কেহ কখন আমার গতিপ্রতিরোধ করে না। তবে বলিতে পারি না, কিন্তু আমার বোধ হয়, যখন চক্রপাণি দেব জনার্দন সবান্ধবে দুষ্টদিগকে দমন করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতেছেন তখন অন্য আর কে তাঁহার সমকক্ষ হইয়া বাসুদেব নাম ধারণ করিতে সমর্থ হইবে? তাঁহার শাসনসময়ে কোন্ দর্পশালী ব্যক্তি এরূপ বলিতে সাহসী হইবে? তবে কেবল প্রাকৃত ব্যক্তিরাই অজ্ঞানান্ধতা বশতঃ এইরূপ বাক্যবিন্যাস করিতে সমর্থ হয়। তিনি অচিন্ত্যপরাক্রম, তিনি শার্ঙ্গধন্বা, তিনি গদাধর, তিনি আদিদেব, ও তিনি পুরাণাত্মা। তিনি অবলীলাক্রমে তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন। তোমার শার্ঙ্গনামে ধনু ও খড়্গাদি

রহিয়াছে যথার্থ বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কখনই তুমি তাঁহার অস্ত্র ছেদন করিতে পারিবে না। আমার বোধ হয়, এক্ষণে তোমার উপহাসাস্পদ হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

চতুরশীত্যধিক দ্বিশততম

অধ্যায়। ২৮৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বলগর্ব্বিত পৌণ্ড্র মহর্ষি নারদের বচন শ্রবণ করিয়া বলিল, বিপ্রর্ষে! আমি রাজা, আর আপনারা ব্রাহ্মণ; আপনি পাছে আমাকে শাপপ্রদান করেন, এই আমার আশঙ্কা, নতুবা আমার বাসনা, এক্ষণে আপনি অভিলষিত স্থানে গমন করেন।

পৌণ্ড্র এই কথা কহিলে, ঋষিবর নারদ কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া কেশবোদ্দেশে আকাশপথে গমন করিলেন। তাঁহার পর তিনি বদরিকাশ্রমে বিষ্ণুর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করাতে, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে কহিলেন, দেবর্ষে! এখন তাহার যাহা ইচ্ছা, বলুক; কিন্তু আমি কল্যই তাহার দর্প চূর্ণ করিতেছি। এই বলিয়া কেশব তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

এদিকে সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবাহু পৌণ্ড্র অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসৈন্যে পরিবৃত এবং অস্ত্রশস্ত্র সমাযুক্ত হইয়া সুসজ্জিত হইল। একলব্য প্রভৃতি নৃপতিগণ সুসজ্জিত হইলেন। তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে আট সহস্র রথ, অযুত কুঞ্জর, এবং অর্ব্বুদসংখ্যক পদাতি সজ্জীভূত হইল। নরপতি পৌণ্ড্র এই সমস্ত সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া উদয়োন্মুখ দিবাকরের ন্যায় দ্যুতিলাভ করিল। অনন্তর নিশীথসময়ে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিল। রজনী ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; সুতরাং পদাতি সকল আলোক ধারণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। রথিগণ মহোৎসাহে রথে আরোহণ করিয়া ধাবমান হইল। উহাদিগের হস্তে পট্টিশ, অসি, গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, ধনু, শর, গদা ও পাশ প্রভৃতি অস্ত্রের পরিসীমা রহিল না। চতুর্দ্দিক্ দীপশিখায় পরিব্যাপ্ত এবং কোলাহলে নিনাদিত হইয়া উঠিল। সৈন্যরাশি দর্শনে বোধ হইল, যেন যুগান্তকালীন অতি ভীষণ জলধজাল সমুদিত,— যেন ভয়ঙ্কর অগ্নি প্রজ্বলিত,— যেন দিবাকর সমুদিত হইয়া উঠিয়াছে। সৈন্যগণ আলোক হস্তে এইরূপে ধাবমান হইলে বিপুলবিক্রম পৌণ্ড্র তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া জগন্নাথ কৃষ্ণ এবং বৃষ্ণিদের বিনাশবাসনায় দ্বারকাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া সৈন্যদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া উপস্থিত রাজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভূপালগণ! এক্ষণে আমার নামোল্লেখ পূর্ব্বক ভেরী বাদিত করিয়া এইরূপ ঘোষণা কর যে, বলবান্ রাজা পৌণ্ড্র কৃষ্ণানুবর্ত্ত তোমাদিগকে নিহত করিবার নিমিত্ত সসৈন্য সমাগত হইয়াছেন; এক্ষণে হয় যুদ্ধ কর নতুবা রাজ্য পরিত্যাগ কর।

এই কথা বলিবামাত্র নরপতিগণ যাদবগণকে জানাইবার নিমিত্ত সকলে অগ্রসর হইলেন। অসংখ্য আলোক প্রজ্বলিত হইল। ঐ সময় রাজগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, এখন জগৎপতি বৃষ্ণিবীর সাত্যকি, হার্দ্দিক্য ও যাদবসত্তম বলভদ্র প্রভৃতি ইহাঁরা সকলে কোথায়? যুদ্ধ প্রদান কর। এই কথা বলিয়া অস্ত্র শস্ত্র সমভিব্যাহারে যুদ্ধাভিলাষে পুরদ্বারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮৫

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নিশীথসময়ে যাদবগণ প্রবল বাত্যাহত প্রলয় সমুদ্রের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রসমাকুল সেই সৈন্যরাশি দর্শন করিয়া মহা বিপদগ্রস্ত হইলেন, সুতরাং চতুর্দ্দিকে দীপ সকল প্রজ্বলিত হইল, অস্ত্রযোধী যাদবমাত্রেই রণসজ্জা করিলেন। বলদেব সাত্যকি, হার্দ্দিক্য, নিশঠ, মহাবুদ্ধি মহাবল পরাক্রান্ত উদ্ধব, এবং সমরপারদর্শী অন্যান্য যাদবগণও সুসজ্জিত হইলেন। সকলেই অস্ত্রশস্ত্র এবং খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর সাদী, নিষাদী ও রথী প্রভৃতি পুরুষোত্তম ধনুর্দ্ধরগণ দীপসকল সমভিব্যাহারে লইয়া যুদ্ধার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন, এবং পৌণ্ড্র কোথায় কেবল এই কথা বলিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। আলোকমালায় অন্ধকার বিদূরিত হইল। তখন চতুর্দ্দিক হইতে যাদবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে মহর্ষণ ঘোরতর সিংহনাদে দিকসকল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন অশ্বে অশ্বে, গজে গজে, রথে রথে, খড়্গে খড়্গে, গদায় গদায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমে উভয়পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের সমরশব্দ বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রলয়কালীন মহাশব্দ সমুত্থিত হইয়াছে। ঐ উহারা বেগে আসিয়া আমাদিগকে প্রহার করিতেছে, ঐ মহাবাহু খড়্গ উদ্যত করিয়া আসিতেছে, উহার শর অতি তীক্ষ্ণ, উহার শরায় আমরা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছি, ঐ খড়্গী, ঐ শরী, ঐ ধনুর্দ্ধর, ঐ গদাবান, ঐ তূণধারী, ঐ বর্ম্মধর, ঐ পট্টিশধারী, ঐ কুন্তপাণি বীরবর ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছে, ঐ বায়ুতুল্য বেগবান বীরবর শরপ্রহারে শর, খড়্গাঘাতে দণ্ড, কুন্তপ্রহারে কুন্ত, গদা প্রহারে গদা, পরিঘাঘাতে পরিঘ এবং শূল দ্বারা শূলসকল নিবারণ করিতেছে।

রাজন্! এইপ্রকার ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতে ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইল। কংশক নিকটকার ভূতগণ অস্ত্রধারণ করিয়া ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে তথায় আগমন করিল। একে রাত্রিকাল, তাহাতে ভীষণ সংগ্রাম, সুতরাং সে শব্দের কথা আর কি বলিব। আবার মধ্যে মধ্যে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। নরপতিগণ কেহ কেহ নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন; কেহ কেহ আলুলায়িত কেশে রণপতিত বাহুকেই আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহবা অস্ত্র হস্তে করিয়াই ভূতলে নিপতিত হইলেন; কেহ কেহ বা মর্ম্মান্তিক আঘাতে ভূমশয্যায় শয়ন করিলেন। এইরূপে সেই সংকট সংগ্রামে পরস্পর পরস্পরের বিনাশবাসনায় অস্ত্র প্রয়োগ করাতে কাহার শরীর আর অক্ষত রহিল না। কত যে গতাসু হইয়া নিপতিত হইল, তাহার আর ইয়ত্তা হইল না। ক্রমশঃ শমনরাজ্যের সাতিশয় শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল।

ঐ সময় কালান্তকসদৃশ নিষাদপতি একলব্য ঘোরতর এক শরাসন গ্রহণ করিয়া মর্ম্মভেদি নিশিত শরজালে যাদবসৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। পরে শতপর্ব্ব পঞ্চবিংশতি শরে নিশঠকে, দশ শরে সারণকে, পাঁচ শরে হার্দ্দিক্যকে, নবতি শরে উগ্রসেনকে, সপ্তশরে বসুদেবকে, দশ শরে উদ্ধবকে এবং পাঁচ শরে অক্রূরকে বিদ্ধ করিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত যাদবগণ নিশিত শরে বিদ্ধ হইলে মহাবীর একলব্য যাদবসেনা বিদ্রাবিত করিয়া, এই একপার্শ্বে যাইতেছি, এখন মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি এবং বলমদমত্ত গদাধর বলদেব কোথায়? এই বলিয়া এমন সিংহনাদ করিতে লাগিল যে বোধ হয় যেন সেই নাদ শ্রবণে সিংহেরও মনে ত্রাস উপস্থিত হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হতাবশিষ্ট বৃষ্ণি-সৈন্য এবং বৃষ্ণিগণ পলায়ন করিলে আলোক-মালা নির্ব্বাণ হইল, একেবারে চতুর্দ্দিক্ সমস্ত নিস্তব্ধ। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পৌণ্ড্র, বৃষ্ণিসৈন্য পরাজিত করিলাম মনে করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, সামন্তগণ! তোমরা টঙ্ক, কুন্ত, কুন্তল, পাষাণ, কর্ষণী প্রভৃতি অস্ত্র সকল লইয়া একেবারে গিয়া চতুর্দ্দিক হইতে নগরের প্রাচীর ও অট্টালিকা সকল ভেদ কর। পুরী-মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাবদীয় কন্যা, দাসী এবং উৎকৃষ্ট ধন ও রত্ন সকল গ্রহণ কর। আজ্ঞা-মাত্র সামন্তগণ কুঠারাদি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকের প্রাকার এবং সুদৃঢ় অট্টালিকা সকল বিদারিত করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে টঙ্কাঘাত আরম্ভ হইলে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। পূর্ব্বদ্বারের প্রাকার সকল ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিল। ঐ সময় সাত্যকি প্রাচীর বিদা-রণের সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদুবংশ্য কেশব আমার প্রতি সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কৈলাসশিখরে গমন করিয়াছেন, এখন এ দ্বারবতী রক্ষা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তার পরক্ষণেই তিনি অতি সুদৃঢ় বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক অঙ্গদ, কুণ্ডল, তূণ, শর, চাপ, গদা ও অসি ধারণ করিয়া মহাত্মা দারুকের বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ ধাবমান হইলেন। ক্রমে দীপিকাদীপিত প্রদেশে সমুপস্থিত হই-লেন। এদিকে হইতে মহাবল পরাক্রান্ত বল-দেবও গদা ও শর গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় ভাস্বর রথে আরোহণ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ এবং মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। ঐ সময় যাদবসত্তম উদ্ধবও সাত্তিশয় প্রিয় স্বীয় গজে আরোহণ পূর্ব্বক রণনীতি চিন্তা করিতে করিতে সমরা-ভিলাষে নির্গত হইলেন। অনন্তর হার্দ্দিক্য প্রভৃতি যাদবগণ হস্তী ও রথ প্রভৃতি যানে আরোহণ করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে যুদ্ধার্থ পূর্ব্বদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন।

এইরূপে সমস্ত বৃষ্ণিসৈন্য পূর্ব্বদ্বারে সম-বেত হইলে প্রথমতঃ ধনুর্ব্বাণ এবং খড়্গতূণীর-ধারী সাত্যকি শরাসনে বারংবার অস্ত্র যোজনা করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই এক অস্ত্রপ্রহা-রেই প্রাচীর-বিদারণ-প্রবৃত্ত বীরগণ পরাজিত হইয়া দূরে পৌণ্ড্রের সমীপে সমুপস্থিত হইল। তখন বীরবর শিনি তৎক্ষণাৎ আবার শরাসনে সর্পশরীরসদৃশ অতি শাণিত ভীষণ শর যোজনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি এই ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হই-য়াছি, এখন সে শ্রীমান্ রাজসত্তম পৌণ্ড্রক কোথায়? আমি কেশবের একজন ভৃত্য, আমি তাঁহার বশ্যতাভিলাষে এস্থানে অবস্থান করিতেছি। এখন একবার দেখিতে পাইলেই সে নৃপাধম দুরাত্মাকে বিনাশ করিব। সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে তাহার মস্তক ছেদন করি-য়া গৃধ্র ও কুক্কুরগণকে বলিপ্রদান করিব। রাত্রি-কাল, মহাত্মা যাদবগণ সকলেই নিদ্রায় অচে-তন হইয়াছেন, এমন সময়ে কোন্ ভূপাল চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এতাদৃশ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে? অতএব এ দুরাত্মা কখনই রাজবংশোদ্ভব নরপতি নহে। নরপতির ন্যায়ক্ষমতা থাকিলে কখনই এরূপ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিত না; অতএব সর্ব্বথা এ তস্কর। যে এরূপ তস্করবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহার বাহুবলে ধিক্। তাহার গমনের স্থান কুত্রাপি দেখিতে পাই না।

মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য এবং শরাসন বিস্ফা-রণ পূর্ব্বক তাহাতে বাণযোজনা করিলেন।

এদিকে নরপতি পৌণ্ড্র সাত্যকির সেই বচন শ্রবণ করিয়া কহিল, এখন সেই স্ত্রীহন্তা পশুঘাতক গোপালক কর্ত্তাভিমানী কৃষ্ণ কোথায়? সে, আমার প্রিয়সখা মহাত্মা নরককে নিহত করিয়াছে, এখন আবার "বাসুদেব" নাম গ্রহণ করিয়া কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে? আজ এই যুদ্ধে সে দুরাত্মাকে সংহার করিব, যথাস্থানে প্রস্থান কর। আমার সহিত যুদ্ধ করা তোমার সাধ্য নহে। অথবা ক্ষণকাল অবস্থান কর, তাহা হইলেই আমার পরাক্রম দেখিতে পাইবে। এখনি ঘোরতর শরপাতে তোমার মস্তকচ্ছেদন করিব। তুমি নিহত হইলে বসুন্ধরা তোমার শোণিত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। সে গোপদারক তোমার সহায়বলে যে গর্ব্ব করিয়া থাকে, আর অধিককাল তাহাকে সে গর্ব্ব করিতে হইবে না। এখনি সে শুনিবে, সাত্যকি, নিহত হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি তোমার উপর দ্বারকার রক্ষা ভার সমর্পণ করিয়া সে গোপদারক কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়াছে, অতএব যদি সমরে সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে শর গ্রহণ কর, এই কথা বলিয়াই পৌণ্ড্রক বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল।

—০:০—

ষোড়শীত্যধিক দ্বিশততম

অধ্যায়। ২৮৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বৃষ্ণিবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে স্মরণ পূর্ব্বক কহিলেন, দুরাত্মন্! কোন্ দুরাধম জীবিতাশা করিয়া জগৎপতি বাসুদেবকে এরূপ কথা বলিতে পারে? এরূপ বাক্যবিন্যাসে মৃত্যু সত্বরই তোকে আক্রমণ করিবে। তোর জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইবে। এখনি আমি তোর মস্তক ভূতলে পাতিত করিব। যতক্ষণ তোর দেহ হইতে মস্তক নিপতিত না হয়, ততক্ষণ তোর "বাসুদেব" নাম বিদ্যমান থাকিবে। যিনি একমাত্র জগৎপতি, যিনি সমুদায় লোকের একমাত্র কর্ত্তা, যিনি সর্ব্বত্রগামী, কাল তিনিই আবার সেই অদ্বিতীয় বাসুদেব হইবেন। যদি ভগবান্ বাসুদেব সম্প্রতি এখানে উপস্থিত না হন, তাহা হইলে আমিই তোমার মস্তক পাতিত করিতেছি। আর অধিক কাল তোকে বীর্য্যবত্তা প্রকাশ করিতে হইতেছে না, এসময়ে যাবৎ জীবিত থাকিস্, তাবৎ স্বীয় অস্ত্রবীর্য্য ও বলবিক্রম প্রকাশ কর্। এই আমি শর, শরাসন, গদা ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে যতদূর পারিস্ পরাক্রম প্রদর্শন কর্। আমি সত্য বলিতেছি, তুই এ নগর-প্রবেশের আশা পরিত্যাগ কর্। আজ আমি তোর দর্শনে পূর্ণমনোরথ হইলাম, আজ আমি তোর শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কুক্কুরদিগকে বলিপ্রদান করিব।

মহাবল সাত্যকি এই কথা বলিয়াই শরাসনে শরসন্ধান এবং আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। বিদ্ধ হইবামাত্র বাসুদেব উপর্য্যুপরি সন্নতপর্ব্ব নয় দশ শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। তাহার পরক্ষণেই পুনর্ব্বার শমন সদৃশ নিশিত এক নারাচ গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার ললাটে প্রহার করিল। তখন বৃষ্ণিবীর সাত্যকি ললাটে অতিমাত্র বিদ্ধ হওয়াতে অস্পন্দ হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ হইলেন। বিপক্ষদলের আনন্দের অবধি রহিল না। তাহার পর সে, দশ বাণে সাত্যকির সারথি এবং বিংশতি শরে তাঁহার চার অশ্ব বিদ্ধ করিল। তখন অশ্ব ও সারথি রক্তাক্তকলেবর হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িল। এদিকে বাসুদেব স্বীয় রথোপরি অবস্থান করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। সেই সিংহনাদে সাত্যকির মূর্চ্ছা বিগত হইল। তখন তিনি স্বীয় অশ্ব

ও সারথির তাদৃশ অবস্থা দর্শন করত রোষাবিষ্ট হইয়া তোর বৃথাবীর্য্য, এই কথা বলিয়া বাণগ্রহণ এবং বলপূর্ব্বক তাহার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। সেই শরপ্রহারে বাসুদেব ঘূর্ণিতকলেবর হইল। তাহার বক্ষঃস্থল হইতে অত্যুষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে বাণত্যাগী সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে রথোপরি নিষণ্ণ হইল। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান কিছুমাত্র রহিল না। তখন সাত্যকি দশ শরে রথ বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে তাহার ধ্বজচ্ছেদন করিলেন। তাহার পর শরপাতে চার অশ্বকে নিহত করিয়া সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রথগ্রন্থি সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। পরক্ষণেই দশ বাণে রথচক্রসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি ভয়ঙ্কর এক চীৎকার করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগের সাক্ষাতে সপ্ততি শরে বাসুদেবকে নিপীড়িত করিয়া তুলিলেন। শরসকল শলভের মত চতুর্দ্দিক হইতে মস্তকে, পৃষ্ঠে পার্শ্বে ও সম্মুখে নিপতিত হইল। শরবিদ্ধ হইয়া, মনস্বী ব্যক্তি যেমন সৎপাত্রে সমস্ত অর্থ পর্য্যবসিত করিয়া নিশ্চিন্তে নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন, পৌণ্ড্রক গাঢ়তর ধৈর্য্যসহকারে ক্ষণকাল তদ্রূপ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর প্রবল প্রতাপ বাসুদেব ক্রোধান্বিত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকিকে বিদ্ধ করিল। তখন সাত্যকি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া প্রথমতঃ সাত শরে তাহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বাসুদেব গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিতে করিতে কতক পদ গমন করিয়া বেগে সাত্যকির বক্ষঃস্থলে পাতিত করিল। তখন সাত্যকি বামহস্তে তাহার সেই গদা ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ শরনিপাতে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ অবসরে বাসুদেব দীপ্ত দশ শক্তি প্রহারে সাত্যকিকে প্রহার করিল। সত্যপরাক্রম সাত্যকি অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া স্বীয় ধনু পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর গদা গ্রহণ করিলেন।

সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮৭।

মহারাজ! ঐ সময় বৃষ্ণিনন্দন সাত্যকি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাসুদেবের গাত্রে তীক্ষ্ণ শরগদা প্রহার করিলেন। বলবান বাসুদেব তাঁহাকে গদা প্রহার করিল। উভয়ে গদা উদ্যত করিয়া পরস্পর বধাভিলাষী বনবিচারী সিংহদ্বয়ের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। অনন্তর সাত্যকি বাম এবং বাসুদেব দক্ষিণ মণ্ডল আশ্রয় করিয়া পরস্পর পরস্পরের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। তন্মধ্যে বাসুদেব সাতিশয় গাঢ়াহত হইয়া জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর বীরবর উত্থিত হইয়া সাত্যকির ললাটদেশে ঘোরতর এক গদাঘাত করাতে তিনি প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ অবসন্ন হইয়া আবার তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া বাসুদেবের গাত্রে গদাঘাত করিলেন। দ্বিতীয় যমের ন্যায় ভীষণমূর্ত্তি বীরবর বাসুদেবও রোষারুণনেত্রে পুনর্ব্বার বৃষ্ণিবীরকে আঘাত করিল। আহত হইবামাত্র তিনি ভূতলে নিপতিত হইলেন, বোধ হইল যেন তিনি প্রায় মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন। অনতিবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উভয়হস্তে বাসুদেবের গদা গ্রহণ করিয়া সেই লৌহময়ী গুর্ব্বী গদা তাহাকে প্রহার করত ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবল বাসুদেব বামহস্তে সাত্যকিকে ধারণ এবং দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। বৃষ্ণিবীর সাত্যকিও তৎক্ষণাৎ গদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার বক্ষঃস্থলে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। এইরূপে ক্ষণকাল ঘোরতর মুষ্টিযুদ্ধ হই-

বার পর উভয়ে জানুতে জানুতে, মুষ্টিতে মুষ্টিতে, বাহুতে বাহুতে, বক্ষে বক্ষে এবং মস্তকে মস্তকে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বনমধ্যস্থিত নিকটবর্ত্তী উভয়বৃক্ষের সংঘর্ষণে অগ্নি উত্থিত হইয়া যেমন শব্দ উত্থিত হয়, উভয়ের গাত্রসংঘর্ষণে সেইরূপ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। রণবিখ্যাত পৌণ্ড্র ও সাত্যকি, উভয়ে ঘোরতর মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। একে নিশীথসময় সমস্ত নিস্তব্ধ, তাহাতে উভয়ে ঐরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হওয়াতে উভয়পক্ষীয় সেনা উভয়ের জীবনে সন্দিহান হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আজ সাত্যকির হস্তে বাসুদেবের প্রাণবিয়োগ হয়! কি বাসুদেবের হস্তে সাত্যকির প্রাণবিয়োগ হয়! অথবা ঐরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়েই রণনিহত হইয়া স্বর্গস্থান অধিকার করেন। অন্যথা ইহাঁদিগের সমর হইতে নিবৃত্তি হইবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। ইহাঁদিগের উভয়ের কি বীর্য্য! কি ধৈর্য্য! জগতে ইহাঁরাই প্রকৃত বলবান্! দেবাসুর-সংগ্রামেও কখন এরূপ দেখি নাই, বা শুনি নাই।

হে জনমেজয়! নিশীথসময়ে বীরদ্বয়ের এইরূপ তুমুল সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়া উভয়পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিল। ঐ সময় উভয়বীরে বাহুযুদ্ধ হইতে হইতে উভয়ে ভূতলে নিপতিত হইলেন। নিপতিত হইয়া সাত্যকি পৌণ্ড্রকে দশ মুষ্টি এবং পৌণ্ড্র সাত্যকিকে পাঁচ মুষ্টি প্রহার করিল। তাঁহাদিগের উভয়ের সেই চটচট শব্দে ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, সর্ব্বত্রই সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

—

অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে নিষাদপতি একলব্য ক্রোধভরে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বলদেবের প্রতি ধাবমান হইল। তখন জগৎপতি বলদেব দশ নারাচ একলব্যকে বিদ্ধ করিয়া অপর দশ শরে তাহার শরাসন ছেদন, অন্য দশ শরে তাহার সারথিকে বিনাশ, ত্রিংশৎ বাণে তাহার শিরস্ত্রাণ এবং এক ভল্লাস্ত্রে তাহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। তখন বলবান্ নিষাদ দৃঢ়তর মৌর্ব্বীসংযুক্ত দণ্ডতালপ্রমাণ অপর এক ধনুর্দ্ধারণ করিয়া সকলের সমক্ষে বলদেবকে শরবিদ্ধ করিল। বিদ্ধ হইবামাত্র তিনি অংশুদেবের ন্যায় দীর্ঘনখাগ্র পরিত্যাগ করিয়া দশ শরে পুনর্ব্বার তাহার ধনুর্ম্মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন নিষাদপতি একলব্য সত্বর ঘোরতর এক খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক বলদেবের গাত্রে প্রহার করিল। পরম প্রতাপান্বিত বলদেব খড়্গ পতিত না হইতে হইতেই পাঁচ বাণে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন একলব্য পুনর্ব্বার লৌহময় অপর এক খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক বলদেবের সারথিকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। যদুনন্দন পুনর্ব্বার দশ শরে তাহার বক্ষঃস্থল বিদারণ করিলেন। অনন্তর একলব্য ঘণ্টামালাসমাকুল এক শক্তি গ্রহণ করত বলদেবের উপর নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিল। সেই ঘোরতর শক্তি বলভদ্রের নিকট সমাগত হইবামাত্র তিনি সেই শক্তি ধারণ করিয়া তাহা দ্বারাই তাহাকে আঘাত করিলেন। চতুর্দ্দিকস্থ লোকবৃন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। নিষাদপতি স্বকীয় সেই শক্তি প্রহারে সাতিশয় তাড়িত হইয়া একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। এমন কি তাহার প্রাণসংশয় হইয়া উঠিল।

ঐ সময় নিষাদপতির যে অষ্টাশীতি সহস্র যোদ্ধা উপস্থিত ছিল, তাহারা গদা, খড়্গ, শরাসন, শক্তি, পরশ্বধ, পট্টিশ, শূল, পরিঘ, প্রাস, তোমর, কুন্ত ও কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করিয়া, শলভকুল যেমন দীপ্যমান হুতাশনে নিপতিত হয় তদ্রূপ একবারে দলে দলে পরশুরামের ন্যায় প্রতাপবান্ বলরামের উপর নিপতিত হইল। কেহ কুঠার, কেহ কুন্ত, কেহ পরশ্বধ, কেহ গদা কেহ কেহ শক্তি গ্রহণ করিয়া বলদেবকে প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর লাঙ্গলধর বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা হল উদ্যত করিয়া একাদিক্রমে সকলকে আকর্ষণ এবং মুষলপ্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীয় নিষাদগণ এইরূপে বলদেবকর্তৃক প্রহৃত হইয়া শত শত সে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতে লাগিল, তাহার আর ইয়ত্তা রহিল না। ক্রমে শরপ্রহারে সেই মহাবল নিষাদগণকে নিহত করিয়া বলদেব সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রক্তপান পাইয়া পিশিতাশন ঘোরতর পিশাচগণ সেই শবরূপ কীর্ণ পূর্ব্বক ছেদন করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল।

—০:০—

ঊননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ক্রব্যাদগণ এইরূপে শব ভক্ষণ করিতে করিতে বিবিধ ভঙ্গীতে এতাদৃশ নাদ করিতে লাগিল যে হাস্যশব্দে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পিশিতপ্রিয় রাক্ষসগণ বহুতর শোণিত পানের পর, পাদদেশ হইতে শিখা পর্য্যন্ত শবসকল ভক্ষণ এবং আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কাক, বলাক, গৃধ্র, শ্যেন ও গোমায়ু সকল ইতস্ততঃ মাংস ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। এই অবসরে নিষাদপতি একলব্যের চেতনা লাভ হইল। দেখিল, চতুর্দ্দিকে পার্ব্বতীয় নিষাদগণ নিহত হইয়া পতিত রহিয়াছে। দেখিবামাত্র নিষাদপতি কোপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক বলরামের প্রতি ধাবমান হইল। নিকটবর্ত্তী হইয়া বেগে তাহার স্কন্ধদেশে এক গদা প্রহার করিল। তখন মহাবল হলায়ুধও বেগে তাহাকে গদার আঘাত করিলেন। এইরূপে উভয় মহাবলী গদাযুদ্ধ হইতে লাগিল সেই গদাযুদ্ধের শব্দ গগনস্পর্শী হইয়া উঠিল। প্রলয়কালে সমুদায় সমুদ্র উদ্বেল হইয়া যখন পরস্পর মিলিত হইতে থাকে, তখন যেরূপ ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হয় সেই যুদ্ধেও সেইরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইল। নাগগণ এবং নাগাধিপতি পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। কি পৃথিবী, কি অন্তরীক্ষ, সর্ব্বস্থান শব্দে পরিপূর্ণ হইল।

এ দিকে ঐ সময় রাজা পৌণ্ড্র বৃষ্ণিনন্দন সাত্যকিকে এক গদা প্রহার করিল। বলবান্ যুযুধানও বাসুদেবকে এক গদা প্রহার করিলেন। এইরূপে চার মহাবীর পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে বাসনা করিয়া সঙ্কট সমরে প্রবৃত্ত হইলে, যেরূপ তুমুল শব্দ উদগত হইতে লাগিল, তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একবারে চঞ্চল হইয়া উঠিল; তারকাসকল ক্ষীণপ্রভ হইল, উষা উপস্থিত হওয়াতে অন্ধকার দূর হইল। ভগবান্ সূর্য্য পূর্ব্বদিকে সমুদিত এবং চন্দ্রমা পশ্চিমদিকে অস্তগত হইলেন। তখন পর্য্যন্ত চারি মহাবীরে দেবাসুরতুল্য তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

—০:০—

নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুবিমল প্রাতঃকাল সমাগত হইলে, দেবকীনন্দন ভগবান্ নারায়ণ বদরিকাশ্রম হইতে দ্বারবতী নগরীতে গমন

করিতে অভিলাষ করিলেন। অভিলাষ করিয়া মুনিদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক বিদায় হইলেন। অনন্তর গরুড়ে আরোহণ করিয়া বেগে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে পথমধ্যেই সেই ঘোরতর সংগ্রামশব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। প্রবিষ্ট হইবামাত্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ শব্দ কোথা হইতে আসিতেছে। আমার বোধ হয়, অবশ্য সাত্যকিরই সংগ্রামশব্দ হইবে। স্পষ্টই বোধ হইতেছে। পৌণ্ড্র দ্বারবতীতে উপস্থিত হইয়াছে। তাহার সহিত যদুবীরগণের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে এরূপ শব্দ উত্থিত হইতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এইরূপ চিন্তা করত মায়াময় বৃষ্ণিবীরদিগকে আনন্দিত করিয়া মহাশব্দ পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিলেন। সেই শব্দে রোদসী পরিপূর্ণ হইল। তাহাতে যাদব ও বৃষ্ণিগণ মনে করিলেন, এ নিশ্চয়ই পাঞ্চজন্য শব্দ। ভগবান্ বাসুদেব আগমন করিতেছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। তখন সকলের মনে সাহস হইল। পরক্ষণেই সকলে দেখিতে পাইলেন, যাদবেশ্বর দেবকীনন্দন গরুড়পৃষ্ঠে আগমন করিতেছেন। দর্শনমাত্র সূত ও মাগধগণ অগ্রসর হইয়া সেই কমললোচন সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিল। তখন চতুর্দ্দিক হইতে সমস্ত যাদবগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তিনি গরুড়কে কহিলেন, গরুত্মন্! তুমি এক্ষণে স্বর্গে গমন কর। এই বলিয়া গরুড়কে বিদায় দিয়া দারুককে কহিলেন, প্রভো! আমার জন্য রথ আনয়ন করুন। আদেশমাত্র দারুক তৎক্ষণাৎ রথ প্রস্তুত করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! এই রথ প্রস্তুত, এক্ষণে আর কি করিতে হইবে অনুমতি করুন। এই বলিয়া রথ স্থাপন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ সময় গরুড় প্রস্থান করিলে পর কৃষ্ণ সত্বর রথে আরোহণ করিয়া রণভূমিতে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই যে দ্বিগণের মধ্য হইতে মহাশঙ্খ পাঞ্চজন্য প্রধ্মাপিত করিলেন।

তৎকালে বাসুদেব পৌণ্ড্র যুদ্ধোদ্যত কৃষ্ণকে সম্মুখীন দেখিয়া সাত্যকিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে ধাবমান হইল। তখন সাত্যকি ক্রোধভরে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমার নিকট হইতে অন্যের নিকট গমন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ ইহা অতি ধর্ম্মবর্জ্জিত কার্য্য। অগ্রে আমাকে পরাস্ত কর, তাহার পর যথা ইচ্ছা হয়, গমন করিও। বীরবর! তুমি ক্ষত্রিয়; আমার রণাহ্বানসত্ত্বে অন্যত্র গমন করা তোমার ধর্ম্ম নহে। এখনি আমি তোমার সমদর্প সংহার করিব। এই কথা বলিয়া শিনিপুঙ্গব সাত্যকি কেশবের সাক্ষাতেই গমনোদ্যত পৌণ্ড্রের অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তথাপি পৌণ্ড্র তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া কৃষ্ণের প্রতিই গমন করিতে লাগিল। তখন সাত্যকি ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া পুনর্ব্বার ভর্ৎসনা পূর্ব্বক বজ্রসার সবলে তাঁহাকে এক গদা প্রহার করিলেন। কৃষ্ণ দেখিয়া সাত্যকিকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে নিবারণ করিয়া কহিলেন, সাত্যকে! উহার যাহা অভিরুচি; তাহাই করিতে দেও। কৃষ্ণ এই বলিয়া নিবারণ করাতে সাত্যকি ক্ষান্ত হইলেন।

অনন্তর নরপতি পৌণ্ড্র বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ওহে যাদব! ওহে গোপাল! এতক্ষণ কোথায় গমন করিয়াছিলে? আমিই বাসুদেব, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে সবলে সংহার করিয়া একাকী অদ্বিতীয় বাসুদেব হইব। গোবিন্দ! তোমার যে লোকবিখ্যাত সুপ্রভ মহাচক্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে আমার

সাতিশয় কষ্ট হইয়াছে। অতএব, আমি সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগের সাক্ষাতেই তোমার সে চক্রবীর্য্য সংহার করিব। কেবল তুমি শার্ঙ্গী নহ; আমারও শার্ঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমিও শঙ্খচক্রগদাধর। বীর্য্যশালী ব্যক্তিমাত্রেই আমাকে শঙ্খচক্রগদাধর বলিয়া জ্ঞাত আছে। তুমি প্রথমাবস্থায় দুর্ব্বল, বৃদ্ধ, অজ্ঞ, স্ত্রী ও বালক প্রভৃতি অনেক সংহার করিয়াছ; অনেক গোহত্যা করিয়াছ। তাহাতেই সম্প্রতি তোমার এত অহঙ্কারবৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব আজি আমি তোমার সে দর্প চূর্ণ করিব। এক্ষণে ক্ষণকাল আমার সম্মুখে অবস্থান কর। যদি যুদ্ধ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অস্ত্র গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়াই পৌণ্ড্র ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া জগৎপতি কৃষ্ণের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইল।

তখন বাসুদেব কৃষ্ণ পৌণ্ড্রের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি পাতকী বটি; আমি গোঘাতক, বাল-বৃদ্ধ ঘাতক, স্ত্রীঘাতক ও বটি। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, বল। আমার শঙ্খচক্রগদাধর ও শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর নাম ধারণ করা বৃথা। এক্ষণে তুমিই শঙ্খচক্রগদাধর ও শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর হও। কিন্তু আমি কিছু বলিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, শ্রবণ কর। আমি শাসনকর্ত্তা জীবিত থাকিতে কোন বলবান্ ক্ষত্রিয় কি তোমাকে ওরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন? আর যে তোমার অসুরান্তকর ঘোরতর চক্রের কথা উল্লেখ করিলে, স্বীকার করিলাম, তাহা আমার চক্রের তুল্য হইতে পারে; কিন্তু বীর্য্যে ত কখন তাহার তুল্য নহে। এতদ্ভিন্ন তোমার অন্যান্য যে সকল অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতেও এইরূপ নামসাদৃশ্য ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমি একজন গোপ বটি; কিন্তু সর্ব্বদা জীবগণের জীবন প্রদান করিয়া থাকি। এই জগৎ মধ্যে আমিই লোকের রক্ষয়িতা এবং আমিই দুষ্টের শাস্তা। অতএব আমি যখন অস্ত্র ধারণ করিয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, তখন আমাকে পরাজয় না করিয়া কেন এরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ? যদি শক্তি থাকে আমাকে নিপাত করিয়া পরে ঐরূপ বাহুবিক্ষেপ কর। এই আমি চক্র, চাপ, গদা ও অসি অবলম্বন করিয়া রথারোহণে অপেক্ষা করিতেছি এক্ষণে তুমিও বর্ম্ম পরিধান ও রথারোহণ করিয়া সুসজ্জিত হও, ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

একনবত্যধিক দ্বিশততম

অধ্যায়। ২৯১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রতাপশালী বাসুদেব বাণ গ্রহণ করিয়া পৌণ্ড্রকে ঐ শাণিত বাণ আঘাত করিলেন। বাসুদেব পৌণ্ড্রও ক্ষিপ্রগামী দশ বাণে বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেবকে বিদ্ধ করিল। তদনন্তর পঞ্চবিংশতি বাণে দারুককে ও দশ শরে অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ততি বাণে মাধবকে বিদ্ধ করিলেন। তখন যদুনন্দন কেশিসূদন কেশব, এ দুষ্ট হইয়াছে, এই বলিয়া মনে মনে পৌণ্ড্রের সমাদর করিয়া শার্ঙ্গ আকর্ষণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ নারাচ যোজনা করত তদ্দ্বারা পৌণ্ড্রের ধ্বজ ছেদন করিলেন। পরে সারথির দেহ হইতে মস্তক হরণ, চারি বাণে চারি অশ্ব ছেদন, রথে আঘাত, পার্ষ্ণি সারথির সংহার ও রথ চক্র তিন তিন প্রমাণে চূর্ণ করিয়া যদুনন্দন কিঞ্চিৎ কালের জন্য বিরত হইয়া হাসিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব পৌণ্ড্রক সত্বর রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া শাণিত খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক কেশবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। কেশব ঐ খড়্গ শত খণ্ড করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। অনন্তর প্রতাপশালী বাসুদেব পৌণ্ড্রক কালপ্রেরিত

মহা ঘোর পরিঘ গ্রহণ করিয়া যাবতীয় ক্ষত্রিয়গণ সমক্ষে বৃষ্ণিবীর বাসুদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। জগন্নাথ যদুনন্দন উহা দ্বিখণ্ডে ছেদন করিলেন। মহারাজ! অনন্তর শত্রুঘাতী পৌণ্ড্র মহাঘোর মহাপ্রভ ত্রিংশৎভার সমাযুক্ত সংস্কারসম্পন্ন চক্র গ্রহণ করিয়া কেশবকে কহিল, এই আমার শাণিত ঘোর চক্র দর্শন কর, ইহা তোমার চক্র নাশ করিবে। হে দাম্ভিকশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ! হে বৃষ্ণিনন্দন! ইহা দ্বারা যাবতীয় ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে তোমার দর্প দূর করিব। তোমাকে সংহার করিব বলিয়াই অদ্য আমার এই মহাঘোর চক্র নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। হে হরে! হে কৃষ্ণ! যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে ইহাকে ছেদন কর। মহাবল মহাবীর্য্য নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্র এই কথা কহিয়া ঐ চক্র শতবার ঘূর্ণিত করিয়া নিক্ষেপ করিল। নিক্ষেপ করিয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্বাধিকৃত স্থান ত্যাগ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিল। তখন ভগবান্ জগন্নাথ দেবকীনন্দন অহো, পৌণ্ড্রের কি বীর্য্য! কি দুঃসহ বীর্য্য! এই কথা বলিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া রথ হইতে উত্থিত হইলেন। অনন্তর পৌণ্ড্রক এক শিলাখণ্ড গ্রহণ করিয়া কেশবের প্রতি পরিত্যাগ করিল। যদুকুলশ্রেষ্ঠ ঐ শিলা উহারই প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

ভগবান্ হরি এইরূপে পৌণ্ড্রের সহিত বহুক্ষণ ক্রীড়া করিয়া, অবশেষে শাণিত, রক্তপূর্ণ দৈত্যমাংসে লিপ্তাঙ্গ, নারীগর্ভপাতন, দৈত্যদানববিনাশন, সহস্রারবিশিষ্ট, শতভার, অদ্ভুত, দেবগণ উদ্দীপক, দ্বিজের পরম ঐশ্বর্য্যপ্রদ দেবগণপূজিত ঘোর চক্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণু, কৃষ্ণ, শার্ঙ্গী, নিত্যযোগী, সমস্ত সংসারভয়নাশকারী গোবিন্দ চক্র গ্রহণ করিয়া রাজশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রককে আঘাত করিলেন। নিশিততেজা চক্র সত্বর পৌণ্ড্রের মুণ্ড বিদারণ করিয়া পুনর্ব্বার সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণের হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎক্ষণমাত্রে রাজা পৌণ্ড্রক প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অবিজ্ঞেয়গতি ভগবান্ প্রভু কেশব পৌণ্ড্রকে সংহার করিয়া সুধর্ম্মা সভায় প্রবেশ করিলেন। যাদবগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন।

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৯২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে বীর্য্যশালিশ্রেষ্ঠ বলদেব শক্তি সহকারে নিষাদপতি একলব্যের স্তনদ্বয়ের উপর আঘাত করিলেন। তখন লোকবিখ্যাত নিষাদরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল মদমত্ত বলরামের স্তনদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের উপর গদা প্রহার করিল। মহাবল বলভদ্র একলব্য কর্তৃক আহত হইয়া দুই হস্তে এক প্রাণহারিণী গদা গ্রহণ করিয়া ধাবিত হইলেন। একলব্য তদ্দর্শনে মহার্ণব সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইল। নিষাদপতি একলব্য এইপ্রকারে পলায়ন আরম্ভ করিলে রামও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, এবং সে যেখানে যাইতে লাগিল, সেই স্থানেই যাইতে লাগিলেন। রাজন্! অনন্তর একলব্য ভীতচিত্তে পাঁচ যোজন পথ ধাবিত হইয়া সমুদ্র সাগরজলে নিমগ্ন হইল। তদনন্তর কোন এক দ্বীপে উত্থিত হইয়া তথায় বাস করিল।

এইরূপে নিষাদপতিকে পরাজয় করিয়া হলধর রাম মহেন্দ্রপুরীবৎ উক্ত যাদবসভায় প্রবেশ করিলেন। যুদ্ধব্যাপৃত সাত্যকিও ঐ সভায় প্রবিষ্ট হইলেন। রাজন্! অন্যান্য যাদবগণও প্রবেশ করিয়া যথোপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিলেন।

উক্ত প্রকারে বৃষ্ণিবীরগণ চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলে পর ভগবান্ দেবকীনন্দন কেশব সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া উপবেশন

করিলে, ভগবান্ দেবকীনন্দন কেবল সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া উপযুক্ত অবসরে কহিলেন, কৈলাস পর্ব্বতে নীল লোহিত শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। হে যদুশ্রেষ্ঠগণ! তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বরপ্রদান করিয়াছেন। তথায় সমুদায় দেব এবং তপোধন মুনিগণ আগমন করিয়াছিলেন। শঙ্কর আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া আমার স্তব করিয়া বিদায় হইয়াছিলেন। হে যাদবশ্রেষ্ঠগণ! একদিন রাত্রিতে এক অত্যাশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছিলাম। দুই মহাভীষণাকার পিশাচ আমারই সর্ব্বদা নাম গুণাদি কীর্ত্তন এবং আমাকেই চিন্তা করিয়া মৃগয়া করিতেছিল। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ! সেই দুই তপস্বী মহাত্মা পিশাচ আমাকে দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া ভক্তিনম্র ভাবে আমাকে প্রণাম করিল। অনন্তর আমি সর্ব্ব প্রকারে তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিলাম। মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া আজ আমি এই আগমন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বৃষ্ণিগণ সকলে দেবদেবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কেশবের আশ্রয়ে তাঁহারা সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর জগন্নাথ ঈশ্বর হরি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া রুক্মিণী ও সত্যভামাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাঁহারা প্রীতিযুক্ত কেশবকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলেন।

কেশবের যাবদীয় কর্ম্ম তোমার নিকট এই উল্লেখ করিলাম। তিনি সমুদায় মহাবল দুষ্টদিগকে সংহার করিয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। ভীমকর্ম্মা নরক, রাজশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রক, হয়গ্রীব, নিশুম্ভ এবং সুন্দ ও উপসুন্দকে বিনাশ করিয়া মুনিবর্য্যার্চ্চিত, দেবেশ ব্রাহ্মণদিগকে পালন করিয়াছিলেন। কেশব ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্ম এবং গোদান, অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণদিগের তুষ্টি সাধন, ব্রহ্মচর্য্য এবং বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা মুনি ও দেবগণের তৃপ্তি সম্পাদন, এবং স্বধা দ্বারা পিতৃগণকে তুষ্ট করিতেন। প্রভো! সেই দেবদেবের শাসন কালে রাজ্য নিষ্কণ্টক ছিল, এবং ব্রাহ্মণাদি প্রজাসকল সকলেই সুখে বাস ও কাল যাপন করিত।

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৯৩।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ তপোধন! আমি পুনর্ব্বার শঙ্খচক্র গদাধারীর চরিত্র বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। কেশবের কথা শ্রবণ করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইতেছে না। আর দেবদেব চক্রী হরি বিষ্ণুকে দিবানিশ শ্রবণ স্তব ও দর্শন করিয়াও কোন্ ব্যক্তিরই বা আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইতে পারে? হরিকথা শ্রবণ একমাত্র পুরুষার্থ। জগতের মধ্যে হংস ও ডিম্বকের কেন সর্ব্বভূতবিস্ময়জনক যুদ্ধ ঘটিয়াছিল? দানব বিচক্রের সহিত কেন তাঁহাদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। শুনিতে পাই, বিচক্র তাঁহাদিগের বন্ধু ছিল। হংস ও ডিম্বক উভয়ে বীর্য্যশালী, সর্ব্বাস্ত্রকুশল, বীর এবং ভার্গবের শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা মহাদেবের নিকট বর লাভ করিয়াছিলেন। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন জগৎপতি কেশবের সহিত ঐ দুই রাজার ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, উঁহারা দুই জন কাহার পুত্র; যুদ্ধই বা কিপ্রকার হইয়াছিল। যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী দানব বিচক্রের নিশিতশূলধারী বলবান্ অষ্টাশীতি সহস্র সৈন্য ছিল। সে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় নিয়ত যাদবগণের ছিদ্রান্বেষণ করিত। দেবাসুরের মহাযুদ্ধে দুর্জ্জয় বিচক্র দেবতাদিগকে প্রায়শঃ

করিয়াছিল। কেশব উঁহার বধের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন করিতেন।

—•:•—

চতুর্নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ৯৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! শাব নগরে ব্রহ্মদত্তনামে এক পুণ্যাত্মা সর্ব্বভূত দয়ালু অতি উৎকৃষ্ট রাজা ছিলেন। সেই জিতেন্দ্রিয় জিতচিত্ত ব্রহ্মবিৎ বেদবিৎ মর্য্যাদাময় রাজা নিত্য পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার রূপবতী, উদারপ্রকৃতি গুণশালিনী দুই মহিষী ছিল; কিন্তু দুই জনেরই সন্তান হয় নাই। রাজা, স্বর্গপুরে শচীর সহিত দেবরাজের ন্যায়, ঐ দুই মহিষীর সহিত আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতেন। হে মহামতে! মিত্রসহ নামে এক জন মহাযোগী বেদ বেদান্ত পরায়ণ ব্রাহ্মণ রাজার সখা ছিলেন। রাজার ন্যায় তাঁহারও পুত্র হয় নাই। রাজা, দুই মহিষী সমভিব্যাহারে একমনা হইয়া পুত্রের জন্য দশ বৎসরকাল শূলী শঙ্করের আরাধনা করিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণও পুত্রলাভার্থ বিষ্ণু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। হে রাজেন্দ্র! নীল লোহিত শঙ্কর রাজা কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া একদিন স্বপ্নে দর্শন দিয়া রাজাকেও কহিলেন, আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক; হে সুব্রত! বর প্রার্থনা কর। তখন রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জগন্নাথকে কহিলেন, আমার দুই পুত্র হউক। তথাস্তু বলিয়া বৃষধ্বজ শম্ভু অন্তর্হিত হইলেন। রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রাজন্! এদিকে বিদ্বান্ মিত্রসহও পঞ্চবর্ষ কাল অব্যয় দেব কেশবের অর্চ্চনা করিলেন। সেই বিপ্রকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া দেবদেব জনার্দ্দন হরি তাঁহাকে নিজের অনুরূপ এক পুত্র প্রদান করিলেন। [illegible] দুই মহিষী শঙ্করের তেজে গর্ভধারণ করিলেন। বিপ্রভার্য্যা বৈষ্ণব তেজ ধারণ করিলেন। ক্রমে রাজার দুই মহিষী মহাবীর্য্যসম্পন্ন শঙ্করনির্ম্মিত দুই পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা যথাবিধানে তাঁহাদিগের নাম করণাদি সমুদায় সংস্কার সমাধান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধনদান করিলেন। বিনীতচেতা ব্রাহ্মণও পুত্ররূপে জাত সাক্ষাৎ জগন্নাথের ন্যায় এক পুত্র লাভ করিলেন। ব্রাহ্মণ জাতকর্ম্মাদি সমুদায় সংস্কার সম্পাদন করিলেন। দুই রাজকুমার এবং এই বিপ্র বালক তিন জনেরই দেহ অতি সুশ্রী হইল। সকলে বেদ অধ্যয়ন ও আন্বীক্ষিকী বিদ্যা শ্রবণ করিয়া ধনুর্ব্বেদ নিপুণ হইলেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হংস এবং কনিষ্ঠের নাম ডিম্ভক হইল। আর বিপ্রবালকের নাম জনার্দ্দন রহিল। তিন জন বালকই পরস্পর বন্ধুভাবে বদ্ধ হইলেন।

—•:•—

পঞ্চনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহামতে রাজশ্রেষ্ঠ! শঙ্করের অংশ হংস ও ডিম্ভক তপস্যা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এবং সত্বর হিমালয় পৃষ্ঠে গমন করিয়া নীলকণ্ঠ উমাপতি শঙ্করের উদ্দেশে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। আমাদিগের বীর্য্য ও অস্ত্র লাভ হউক, মনোমধ্যে এই সংকল্প করিয়া একাগ্রচিত্ত ও প্রযত হইয়া বায়ু ও জল পান করত জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। হে দেবদেব! হে শঙ্কর! হে হর! হে শিব! হে আনন্দ! হে নীলগ্রীব! হে উমাপতে! হে বৃষধ্বজ! হে বিরূপাক্ষ! হে হর্য্যক্ষ! হে জগৎপতে! হে ভক্তপ্রিয়! হে গিরীশ! হে ঈশ! হে রুদ্রদেব! হে শিব! হে অচ্যুত! হে

সদ্যোজাত! হে মহাদেব! হে দেবদেব! হে গুহাশয়! হে ভূতভাবন! হে দেবেশ! হে প্রণবাত্মন্! হে সদাশিব! ত্রিবাশিখ ইত্যাদি বিবিধ নামে শঙ্কর ভবের স্তব করত সেই বিরূপাক্ষকেই মনোমধ্যে স্থাপন করিয়া অধ্যবসায় সহকারে তপস্যা করিতে লাগিলেন। মমতা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ এবং মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। এইরূপে শক্তি সহকারে পাঁচ বৎসর তপস্যা করিলেন।

অনন্তর বৃষকেতন শঙ্কর পূর্ব্ব ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর শূলপাণি উমাপতি তাঁহাদিগের একাগ্রতায় তুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ দর্শন দান করিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধচন্দ্রশেখর শর্ব্বকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া মনোমধ্যে আনন্দিত হইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। তখন ভগবান্ কহিলেন, তোমরা দুই জনে বর প্রার্থনা কর; তোমাদিগের মঙ্গল হউক; তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা, তাহা সিদ্ধ হউক। রাজন্! তখন তাঁহারা কহিলেন, ভগবন্ সর্ব্বাত্মন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এই প্রথম বর দান করুন যে আমরা যেন দেবতা, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ও দানব, সকলেরই অজেয় হই। দ্বিতীয় বর এই প্রার্থনা করি যে আমাদিগের যেন সমুদায় রৌদ্রাস্ত্র সংগ্রহ হয়। যেন মহেশ্বর অস্ত্র, মহৎ ব্রহ্ম শির অস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র, অভেদ্য কবচ, অচ্ছেদ্য দিব্য ধনু, এবং পরশু প্রাপ্ত হই। আর আমরা যখন যুদ্ধে গমন করিব, তখনই যেন দুই ভূত আমাদিগের রক্ষার্থ সহায় হইয়া গমন করে। তথাস্তু বলিয়া ত্রিপুরারি দেবেশ হর সর্ব্বপ্রাণীর চিত্তাবধানে নিরত কুণ্ডোদর ও বিরূপাক্ষকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা দুই ভূতশ্রেষ্ঠ সংগ্রাম সময়ে এই দুই বলশালীর সমভিব্যাহারে সহায় হইয়া যুদ্ধে গমন করিবে। ভগবান্ মাধব এই কথা কহিয়া ঐ স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর হংস ও ডিম্ভক, দুই জনে নিরতিশয় বীর্যশালী অস্ত্রসম্পন্ন; ধনুর্দ্ধর এবং কবচধারী হইয়া দানবগণের অজেয় হইয়া উঠিলেন। নীললোহিত দেবেশ শঙ্করে তাঁহাদিগের ভক্তির পরিসীমা রহিল না। নিত্য শঙ্করের উৎসব করিতে লাগিলেন! সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন করিতে লাগিলেন। ললাটদেশে ত্রিপুণ্ড্ররেখা। মস্তকে জটাজুট, সর্ব্বাঙ্গ রুদ্রাক্ষে আচ্ছাদিত; পরিধান ব্যাঘ্র চর্ম্ম। শান্ত ধীমান্ মহাদেবকে নমস্কার, ইত্যাদি নামোচ্চারণ পূর্ব্বক নিরন্ত শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন সাক্ষাৎ মহাদেব।

অনন্তর দুই জনে নিজ ভবনে আগমন করিয়া পিতা মাতার, এবং পিতৃসখার চরণ বন্দনা করিলেন।

রাজন্! এদিকে মহাবুদ্ধি ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দনও মনোযোগ সহকারে কালক্রমে বিদ্যার পার প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্রিয় জয় করত ব্রহ্ম জ্ঞানরত হইয়া হৃষীকেশ পীতকৌশেয়বাসা বিষ্ণুর নিত্য উপাসনা করিলেন।

ক্রমে হংস ও ডিম্ভকের দারপরিগ্রহ হইল। ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দনও দার পরিগ্রহ করিলেন। তিন জনেই যজ্ঞ নিরত, পঞ্চ যজ্ঞ পরায়ণ, স্বদারে অনুরক্ত, এবং গুরুশুশ্রূষায় রত হইলেন। রাজন্! তাঁহাদিগের জ্ঞান হইল, ধর্ম্মই পরম পদার্থ।

ষণ্ণবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কদাচিৎ বীর হংস ও ডিম্ভক জনার্দ্দন সমভিব্যাহারে মৃগয়া করিতে গমন করিলেন। রথ, অশ্ব, ও গজসেনা তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইল। বনমধ্যে

প্রবেশ করিয়া বীরদ্বয় নিশিত বাণদ্বারা চতুর্দ্দিকে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, ব্যাল এবং অন্যান্য মৃগ ও হিংস্র জন্তু সংহার করিতে লাগিলেন। কুক্কুরগণ তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইল। ঐ দীর্ঘলোচন বিপুলদেহ বরাহ আগমন করিতেছে, ইহাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ কর। ঐ মৃগরাজ পলায়ন করিতেছে। এই আর একটা মহিষ শৃঙ্গে সরীসৃপ বিদ্ধ করিয়া গমন করিতেছে। ঐ মৃগগণ শাবকগণের সহিত অরণ্যে গমন করিতেছে। এই বহুতর শশককুল ভীত হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। আহা, এই সুন্দর শাবক স্তনপান করিতেছে; ইহাকে বধ করা উচিত নহে; বরং কুক্কুরগণদ্বারা বেষ্টন করিয়া ইহাদিগের সকলকে ধারণ কর। মহারাজ! মৃগয়াকারী ধাবমান ক্ষত্রিয় ও ব্যাধগণের উক্তপ্রকার তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। ক্রমে দিবাকর মধ্য গগন আক্রমণ করিলেন। তখন দুই বীর রাজশ্রেষ্ঠ বহুতর সিংহ ব্যাঘ্রাদি সংহার করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আর মৃগয়ার প্রয়োজন নাই; আমাদিগের পরিশ্রম বোধ হইয়াছে, এই বলিয়া দুই জনে পুষ্কর সরোবরে গমন করিলেন। মুনি ও সিদ্ধগণ নিষেবিত ঐ সরোবর সন্নিকটে গমন করিবামাত্র জলসম্পর্কী সমীরণবীজনে তাঁহাদিগের শ্রান্তিদূর ও সুখ বোধ হইল। অনন্তর পরিশ্রমক্লিষ্ট অন্যান্য অনুচরবর্গও সকলে সেই সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করত সরোবর তীরে নিঃশঙ্ক কাতরের ন্যায় শয়ন করিয়া রহিল। হংস এবং ডিম্ভকও জনার্দ্দনের সহিত সরোবরের এক পার্শ্বে অবস্থিতি করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মুনিগণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালীন স্নান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাজদ্বয় হৃষ্ট হইয়া মুনিগণানুষ্ঠিত যজ্ঞদর্শনে ইচ্ছুক হইলেন। মহারাজ! অনন্তর হংস, ডিম্ভক এবং জনার্দ্দন, নিহত মৃগগণের সহিত অনুচর সৈন্য পুষ্কর তীরে রাখিয়া হংস, ধনু এবং কতিপয়মাত্র শর গ্রহণ করিয়া পাদচারে মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন; কশ্যপ জপহোমনিষ্ঠ মুনিগণের সহিত বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন।

—•:•—

সপ্তনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন, হংস ও ডিম্ভক যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া মুনীশ্বরদিগকে প্রণাম করিলেন। মহাত্মা মুনিগণ শিষ্য সমভিব্যাহারে অভ্যাগত তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ ও আসন প্রদান করিয়া পূজা করিলেন। মহাত্মা রাজদ্বয় এবং বিপ্রশ্রেষ্ঠ পূজা গ্রহণ করত আনন্দিত হইয়া সুখে উপবেশন করিলেন। রাজন্! অনন্তর হংস নরসহিত মুনিদিগকে কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমাদিগের পিতা যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। আপনাদিগের যজ্ঞ সমাপনান্তে আপনাদিগকে তথায় যাইতে হইবে। আমরা দিগ্বিজয় করিয়া ধার্ম্মিক রাজা পিতাকে রাজসূয় যজ্ঞ করাইব। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা অগ্নিহোত্রাদি সামগ্রী লইয়া শিষ্য সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করুন। অশ্ব ত্যাগ ব্যতীতই আমরা দুই ভ্রাতায় অদ্যই দিগ্বিজয় করিব। এইস্থানেই আমাদিগের যে সৈন্য সংগ্রহ আছে তদ্দ্বারাই আমরা দিগ্বিজয় করিতে সমর্থ। কি দেব, কি দানব, কেহই আমাদিগের সম্মুখীন হইতে সমর্থ নহে। আমরা অতি যত্ন করিয়া কৈলাসবাসী দেবের নিকট বর লাভ করিয়াছি। আমরা যেকোন শত্রুর অজেয়। বিবিধ অস্ত্র আমাদিগের আয়ত্ত আছে। মদবলসমন্বিত

হংস এই কথা কহিয়া নিবৃত্ত হইল। মুনিগণ কহিলেন, হে রাজশ্রেষ্ঠ ! যদি যজ্ঞ হয়, তাহা হইলে আমরা সশিষ্যে তথায় গমন করিব, নচেৎ যেমন রহিয়াছি, তেমনি এইস্থানেই থাকিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর হংস ও ডিম্ভক স্থানান্তর গমনে কৃতসংকল্প হইয়া পুষ্করের উত্তর তীরে যথায় দুর্ব্বাসা বাস করিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন। তথায় তাঁহার স্বরূপ ব্রহ্মবেদী, বেদসূক্তোক্ত প্রাপ্ত বস্তু লাভে যত্নকারী জ্ঞানালোকনিষ্ঠ যতিগণ মমতা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ ও কৌপীন ধারণ ব্রত প্রতিপালন পূর্ব্বক নিয়ম ধারণ করিয়া সেই আত্মরূপী, জগৎ কারণ বিষ্ণু, বিশ্বের বিভু, ব্রহ্মরূপী, শুভ, শান্ত, অক্ষর, সর্ব্বতোমুখ, বেদান্তমূর্ত্তি, অব্যক্ত, অনন্ত, শাশ্বত, শিব নিত্যবোধী, বিরূপাক্ষ, ভূতাধার অনাময় দুর্ব্বাসার উপাস্য, বেদান্তের প্রতিপাদ্য, শুক্রদেবকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করিতেছিলেন। প্রভো! দুর্ব্বাসার শিষ্যগণ সকলেই হংস বা পরম হংস; তাঁহারা তর্ক দ্বারা ব্রহ্মপদার্থ নিশ্চয় করিয়াছিলেন; এবং জ্ঞানযোগে তাঁহাদিগের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছিল। মহাত্মা হংস ও ডিম্ভক তথায় গমন করিয়া মহাবুদ্ধিসম্পন্ন ঊর্দ্ধরেতা দুর্ব্বাসাকে দর্শন করিলেন। তিনি পরম পদ ধ্যান করিতেছিলেন। দুর্ব্বাসা যদি ক্রুদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে পারিতেন; ক্রোধের সময় দেবগণও কখন তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেন না। বিশ্বরূপধারী রুদ্রাত্মা দুর্ব্বাসার ক্রোধই মূর্ত্তি। তিনি পরম হংস; রক্ত কৌপীন পরিধান করিয়াছিলেন। হে মহামতে! তাঁহাকে দর্শন করিয়া হংস ও ডিম্ভক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, কন্থাপরিধারী, সর্ব্ববর্ণ বহিষ্কৃত এই মহাপ্রাণী কে? এই আশ্রমই বা কি আশ্রম, এক গৃহস্থাশ্রম সত্য। গৃহস্থই ধর্ম্মাত্মা, গৃহস্থই ধর্ম্মবৎসল, গৃহস্থই ধর্ম্মরূপ, গৃহস্থই বর্ণ। গৃহস্থ সর্ব্বাশ্রমবাসী প্রাণিগণের মাতা ও জীবন। যে ব্যক্তি সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞানের ন্যায় অন্য আশ্রম অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি হয় উন্মত্ত না হয় বিরূপ, না হয় মূর্খ। দেখিতেছি ইনি সর্ব্বদা ধ্যানেও নিমগ্ন আছেন, বক্তা কর্ত্তাই বোধ হয় ইঁহার উদ্দেশ্য। এই সকল সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণও দেখিতেছি কিছু দান করিতেছে। আমরা এই সকল আশ্রমান্তর কল্পনাকারী হননাকাঙ্ক্ষী মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণদিগকে গৃহস্থাশ্রমে স্থাপন করিব। সংক্ষেপ না হয় অজ্ঞানতৎপর অসদ্বুদ্ধি দ্বারা আক্রান্ত মূর্খ দুর্ম্মতি এই ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বল প্রয়োগ করিব। জানিনা কোন্ মূঢ় ইহাদিগকে এই প্রকার উপদেশ দান করিয়াছে। আমরা ইহাদিগকে ধর্ম্ম পথে স্থাপন করিয়া সুস্থ হইয়া স্বভবনে প্রতিগমন করিব।

হে রাজসত্তম! দুই বীর রাজা দোষ এবং ভাগ্যক্রম বশতঃ এই প্রকার চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ জনার্দ্দনের সহিত সেই যতি সংযতচেতা অতীন্দ্রিয় দুর্ব্বাসার নিকট গমন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্ব্বাসাকে এবং নিয়তাত্মা যতিদিগকে কহিতে লাগিল।

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৯৮।

হংস ও ডিম্ভক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেখিতেছি, তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই। তোমার এরূপ অভিলাষ কেন? তুমি কোন্ আশ্রমী? গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া এ কোন পদ সাধন করিতেছ? ঘোরতর অহঙ্কারই তোমার এ সকলের হেতু বোধ হইতেছে। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তুমি সমস্ত লোক নাশ করিয়া নিবৃত্ত হইবে, তোমা হইতেই এই সমস্ত ব্রাহ্মণ নরকগামী হইয়াছে। মূর্খ!

তুমি স্বয়ং নষ্ট হইয়াছ; আবার অপরকেও নষ্ট করিতেছ? দুর্ব্বুদ্ধে! তোমার কি কেহ শাসনকর্ত্তা নাই? তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমারও শাসনকর্ত্তা আছে। অতএব তুমি এ আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহী হও। তুমি সংযতচিত্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে স্বর্গে গমন করিতে ও সুখী হইতে পারিবে। যদি তোমার বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমি যাহা বলিলাম ইহাই করা তোমার সৎপরামর্শ।

মহারাজ! নরপতিদ্বয় এইরূপ কহিলে বিপ্রবর জনার্দ্দন তাহাদের বাক্যে দুর্ব্বাসাকে প্রণাম করিয়া ভূপালদ্বয়কে কহিলেন, তোমরা অতি দুর্ব্বুদ্ধি, এরূপ বাক্য এখন মুখে আনিও না। ঈদৃশ বাক্য উভয়ে শেষের অশ্রাব্য, কোন্ সৎ সদ্বংশে জীবিত থাকিতে অভিলাষ করিয়া এরূপ কথা বলিতে পারে? ইনি তোমাদিগের উভয়ের কালস্বরূপ, আমার বোধ হয়, তোমাদিগের আয়ুঃশেষ হইয়াছে, এইবার তোমরা ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইলে। এই যে শুদ্ধান্তঃকরণ যতিগণকে দেখিতেছ, ইহাঁদিগের হৃদয়মন্দির জ্ঞানালোকে আলোকিত এবং জ্ঞানাগ্নি প্রভাবে কর্ম্মকলাপ দগ্ধ হইয়াছে। ইহাঁরা এক্ষণে প্রাণায়ামে প্রাণ সকল আহুতি দিতেছেন। তোমরা ভিন্ন এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা কাহার সাধ্য? আমার বোধ হইতেছে, সর্ব্বথাই তোমাদিগের জীবনকাল পর্য্যবসিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক এই চারি আশ্রম বিধান করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই চতুর্থ ভিক্ষুকাশ্রমই সর্ব্বপ্রধান। যে বুদ্ধিমান এই আশ্রমে অবস্থান করেন, তিনিই পুণ্যাত্মা। তোমরা কখন বিনীতভাবে বৃদ্ধসেবা কর নাই, তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভও কর নাই, তাহাতেই তোমাদিগের মুখ হইতে এরূপ বাক্য নির্গম হইতেছে। জীবন সত্ত্বে কর্ণবিবরে এরূপ বাক্য স্থান দান করা আমার একান্ত অকর্ত্তব্য; কিন্তু কি করি, তোমাদিগের সহিত বন্ধুত্ববশত আমায় এরূপ সহ্য করিতে হইতেছে। তোমরা গুরুর নিকট যে জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তাহা কেবল দুঃখের নিমিত্তই হইয়াছে। অন্যের জ্ঞানলাভ ধর্মের নিমিত্ত হয়, কিন্তু তোমাদিগের জ্ঞানলাভ পাপের নিমিত্তই ঘটিয়াছে। যদি এরূপ কথা আর আমাকে শুনিতে হয়, তাহা হইলে হয়, এখনি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব, না হয় শিলাতলে নিপতিত হইব, না হয় বিষপান করিব, না হয় জলমধ্যে দেহ বিসর্জ্জন দিব, অথবা তোমাদিগের সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব। জনার্দ্দন এইরূপ পরিতাপ করিয়া কহিলেন, আমার সমক্ষে আর তোমরা এরূপ বাক্য মুখে আনিও না।

—:০:—

নবনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯৯।

মহারাজ! অনন্তর ঋষিবর দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইয়া একচক্ষে তাঁহাদিগের উভয়ের প্রতি এমনি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন তাঁহাদিগের উভয়কে দগ্ধ করেন, যেন ত্রিলোক ভস্মসাৎ হয়। কিন্তু অপর চক্ষে ব্রাহ্মণের প্রতি প্রীতিপ্রদ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর নরপতিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! তোমরা ত্বরায় নিপাত হও। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, তোমরা এই মুহূর্ত্তে এস্থান হইতে প্রস্থান কর। তোমাদিগের বাক্য শ্রবণে আমার এতদূর ক্রোধোদয় হইয়াছে, যে আমি তাহার বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। ক্রোধবশে আমি সমস্ত নরপতিদিগকে দগ্ধ করিতে পারি। আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া

এরূপ বাক্যপ্রয়োগ করা কাহার সাধ্য? আমি তোমাদিগকে আর অধিক কি বলিব লোকবিখ্যাত শঙ্খচক্রগদাধরই তোমাদের দর্প চূর্ণ করিবেন।

যতীশ্বর ধর্ম্মাত্মা দুর্ব্বাসা এই কথা বলিয়া গমনোদ্যত হইলে রূপমক হংস তাঁহার বস্ত্র ধারণ করিয়া কৃতান্তের ন্যায় ক্রূরভাবে তাঁহার কৌপীন ছিন্ন করিয়া দিলেন। তখন অন্যান্য যতিগণ বিচেতন হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বিপ্র জনার্দ্দন সৌহার্দ্দবশতঃ হা কষ্ট! তোমরা এ কি কর' এই বলিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। সত্যধর্ম্মপরায়ণ দুর্ব্বাসা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইলেও মৃদুস্বরে কহিলেন, "রাজকুলাধম! আমি এখনি শাপপ্রভাবে তোমাদিগকে ভস্মাবশেষ করিতে পারি, কিন্তু আমরা যতী; সুতরাং তাহা করিতে সম্মত নহি। যে জগন্নাথ যাদবেশ্বর কেশব বিদ্যমান আছেন, তিনিই তোমার দর্প চূর্ণ করিবেন। যদুকুলতিলক জগৎপতি কেশবের শাসনসময়ে তোমাদিগের জীবন অতীব সুখকর। জরাসন্ধ সতত সৎপথে অবস্থান করেন, এই লোকনিন্দিত অসদাচরণে তিনিও আর তোমাদিগকে বন্ধু সম্বোধন করিবেন না। তিনি এই কারণে তোমাদিগের সহিত বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করিবেন। এ বৃত্তান্ত মগধরাজের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তিনিও তোমাদিগের সহিত সৌহার্দ্দ্য পরিত্যাগ করিবেন। ধর্ম্মনাশভয়ে তিনি এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। দুর্ব্বাসা বারম্বার হংসকে যাইতে অনুরোধ করিয়া জনার্দ্দনকে কহিলেন, বিপ্রেন্দ্র! তোমার মঙ্গল হউক, জনার্দ্দনে তোমার অচলা ভক্তি হউক। তুমি শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণুর সহিত সাযুজ্য লাভ কর। অদ্যই হউক, কল্যই, আর পরশ্বই হউক, তুমি সতত সাধুই থাকিবে? কোন লোকে সাধুলোকের বিনাশ নাই। তুমি এক্ষণে পিতার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন কর।

ত্রিশততম অধ্যায়। ৩০০।

অনন্তর হংস ও ডিম্ভক উভয়ে কালপ্রেরিত হওয়াতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া দারুময় পিণ্ডী, কমণ্ডলু, বল্কল, দণ্ড ও অন্যান্য পাত্র সকল ছিন্নভিন্ন করিয়া সেই স্থানে বায়ু দ্বারা ধাংস দগ্ধ করাইয়া ভক্ষণ পূর্ব্বক স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দনও সৌহার্দ্দবশতঃ তাঁহাদিগের উভয়ের অনুগমন করিলেন; কিন্তু নিতান্ত দুঃখিতমনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এ যাত্রা এ ভূপালদ্বয় বিনষ্ট হইলেন।

তাঁহারা সকলে প্রস্থান করিলে পর যতীশ্বর দুর্ব্বাসা পলায়মান অন্যান্য যতিদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে যতিগণ! চল, আমরা এই পুণ্যধাম পুষ্কর তীর্থ হইতে বহির্গত হইয়া স্থানে স্থানে বিশ্রাম পূর্ব্বক ক্রমশ দ্বারকাপুরে উপস্থিত হই। তথায় সেই শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করা যাইবে। কারণ, তিনি আমাদিগের সকলের প্রভু। তিনিই এ জগৎ শাসন করিয়া ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। তিনি সকলের মূল, তিনি সকলের গুরু, তিনি মহাত্মা এবং তিনিই ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিদিগের একান্ত প্রিয়। তিনি যখন সমস্ত কণ্টক উন্মূলন করিয়া এই পৃথিবী শাসন করিতেছেন, তখন তিনিই সেই পাপকর্ম্মকারী ঘোরতর দুর্বৃত্তদিগকে দমন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। এক্ষণে আমরা যাহাতে গমন করা হয়, তাহার উপায় বিধান কর। তাহারা যে বলপূর্ব্বক আমাদিগের এই পাত্রাদি ভগ্ন করিয়া দিয়াছে, এ সমস্তই তাঁহাকে প্রদর্শন করিতে হইবে।

অনন্তর জ্ঞানচক্ষু যতিগণ তাঁহার পরি-

ধারণ করিয়া কাষ্ঠময় শিক্য, ছিদল, কর্পট, কৌপীন, বল্কল, কমণ্ডলু ও ভগ্ন কপাল প্রভৃতি অন্যান্য নষ্ট সামগ্রী সকল গ্রহণ করিয়া কেশবের উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। তপোনিধি ঈষৎপাংশুসম্বৃত মহামুনি দুর্ব্বাসা অগ্রে অগ্রে এবং পাঁচ সহস্র যতি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দিবারাত্রি গমন করিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। কেশবর্জ্জিত লোমশ মহাত্মাগণ প্রাতঃকালে দ্বারবতী প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথমতঃ ভদ্রা বাপিকায় অবগাহন করিয়া আচমনাদি কার্য্য সকল সমাধা করিলেন অনন্তর কণ্টকাম্বুলন-তৎপর আশ্চর্য্যরূপধারী সভাসীন বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইলেন।

—•—

একাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩০১।

মহারাজ! ঐ সময় অব্যক্ত শাশ্বত সর্ব্বেশ্বর শ্রীপতি বিষ্ণু ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত সাত্যকি প্রভৃতি যাদবগণের সহিত সভায় আসীন ছিলেন; তাঁহার চক্ষু পদ্মপলাশের ন্যায়, বর্ণ শ্যাম, পরিধান পীতাম্বর, মস্তকে কিরীট এবং কেশ সকল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ অথচ কুঞ্চিত। যদুবীর সভামধ্যে আসীন হইয়া সাত্যকির সহিত পাশক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, প্রথম পাশ আমার, তাহার পর তুমি গ্রহণ করিও। বাসুদেব ও উদ্ধব প্রভৃতি যাদবগণও ঐ সভার একদেশে উপবেশন করিলেন। পূর্ব্বকালে রামচন্দ্র যেমন সুগ্রীবের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভক্তভাবন ভূতাত্মা কেশবও অনন্যমনে সেইরূপ ক্রীড়ায় আসক্ত হইলেন। ক্রীড়া করিতে করিতে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত, এমন সময় তাঁহাদিগের একবার ক্রীড়া শেষ হইল। এদিকে তপঃপরায়ণ যতিগণ কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দৌবারিক নিবারণ করাতে সভায় প্রবেশ না করিয়া দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঐ অবসরে দুর্ব্বাসাপুরঃসর যতিগণ সভায় প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, কমললোচন কৃষ্ণ ও সাত্যকি উভয়ে পুনর্ব্বার ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কৃষ্ণের হস্তে অক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে। তখন তাঁহাদিগের এক চক্ষু অক্ষে এবং অপর চক্ষু যতিগণে আকর্ষণ করিল। কৃষ্ণ, সাত্যকি, বলভদ্র, বাসুদেব, অক্রূর, রাজা উগ্রসেন এবং অন্যান্য যাদবগণ মুনিবর দুর্ব্বাসাকে দেখিবামাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া "একি, একি" বলিয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে যতীশ্বর দুর্ব্বাসার এমনি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, বোধ হইল যেন ত্রিলোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যেন কিছু চিন্তা করিতেছেন, মন যেন নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছে। পরিধান অর্দ্ধ কৌপীন, হস্তে ভগ্ন দণ্ড। [illegible] অবমাননায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইতেছেন। যাদবেশ্বরের প্রতি এমনি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, বোধ হয়, যেন নেত্র হইতে অনল উত্থিত হইতেছে। যাদবগণ তাঁহার মূর্ত্তি দর্শনে সাতিশয় ভীত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বলিতে পারি না, ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া কি দুর্ঘটনাই উপস্থিত করেন, আর আমাদিগের প্রভুই বা কি বলেন? যাদবগণ ভয়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, ভগবন্! এই আসন। ঐ সময় হৃষীকেশও তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, বিপ্রবর! এই আসন, সচ্ছন্দে উপবেশন করুন, আমি আপনার কিঙ্কর।”

অনন্তর যতিবর দুর্ব্বাসা আসন পরিগ্রহ করিলে, বীতমৎসর অন্যান্য যতিগণও পরম আসন পরিগ্রহ করিলেন। তখন কিরীটধারী কৃষ্ণ অর্ঘ্যাদি দান দ্বারা যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, বিপ্রেন্দ্র! আপনার

এস্থানে আগমনের প্রয়োজন কি? আপনারা তপঃকলেবর সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ। আমাদিগের নিকট আপনাদিগের কোন স্পৃহা নাই। স্পৃহাবান্ ব্যক্তিরাই ক্ষত্রিয়ের নিকট গমন করেন। কিন্তু আপনাদিগকে ত কোন বিষয় প্রার্থী দেখিতেছি না? অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম; কিছুতেই আপনাদিগের এস্থলে আগমনের কোন কারণ সন্দর্শন করিতেছি না। কেবল এই মাত্র বোধ হইতেছে, অবশ্যই কোন কারণ থাকিবে, নতুবা এ দূর আগমনের প্রয়োজন কি? যাহা হউক এক্ষণে আমরা নিতান্ত ব্যগ্র অতএব আগমন প্রয়োজন নির্দ্দেশ করুন।

মহারাজ! চক্রপাণি জনার্দ্দন এই কথা কহিলে, বিপ্রবর ভর্গাদির কোপ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। মূর্ত্তি দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন দৃষ্টিপাতে ত্রিলোক গ্রাস বা দাহ করিয়া ফেলেন। রোষকষায়িত লোচন তপোধন সহাস্য বদনে কহিলেন, যাদবেশ্বর! আমি জানি না, এ কথা বলিতেছ কেন? আমি ত জানি, তুমি মহাদেব, তবে আমায় বঞ্চনা করিয়া বাগ্জাল বিস্তার করিতেছ কেন? আমরা পুরাতন লোক, পূর্ব্ববৃত্তান্ত অনেক জ্ঞাত আছি। তুমি দেব দেব; কেবল মায়াবলে মানুষদেহ ধারণ করিয়াছ মাত্র। অতএব হে জগৎপতে! তুমি কি নিমিত্ত আমাদিগের নিকট আত্মগোপন করিতেছ? বেদবেত্তারা যে মূর্ত্তি ভাবনা করেন, এবং পরিণামে যে পদ প্রাপ্ত হন, তুমি সেই পরম পদ। পূর্ব্বে আমরা চিন্তা করিয়া যাহা স্থির করিতে পারি নাই, পরিশেষে অনেক কষ্টে যে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছি, যাহা হইতে এই বিশ্ব সম্ভূত হইয়াছে, তুমিই সেই পরম তত্ত্ব। হে বিশ্বেশ! পূর্ব্বতন ব্যক্তিরা তত্ত্ব জ্ঞানবলে যাহাকে স্থূল বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, সেই এই পরম দেহ। কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যাহা প্রাপ্ত হইতে হয়, আমরা যাহা স্মরণ করিয়া নির্বৃতি লাভ করিয়াছি, প্রাকৃত ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ করিয়াও সে মূর্ত্তি জানিতে পারে না। দেব! আমরা সেরূপ মূঢ়বুদ্ধি নহি। তুমি যে 'জানি না' বলিয়া ব্যক্ত করিতেছ, ইহা অতি আশ্চর্য্য। হে কেশিসূদন! যাহারা আমূলত সমস্ত বৃত্তান্ত দিব্য চক্ষে দর্শন করিতেছে তাহাদিগের নিকট 'কিছুই জানি না' এ কথা বলিবার প্রয়োজন কি? বেদান্ত পাঠ করিয়া পণ্ডিতগণ তোমার যে বিখ্যাত মূর্ত্তি বিচার করেন, নিষ্পাপকলেবর বিজ্ঞ সন্তুষ্ট যোগিগণ যে মূর্ত্তি হৃদয়মধ্যে বিলোকন করেন, বেদশাস্ত্রে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়া যে তেজোময় বৈষ্ণব মূর্ত্তি পাঠ ও নির্ণয় করে, আমি সে ঐশ্বরিক রূপ ও জ্ঞান বিলক্ষণ বিদিত আছি। যিনি ওঙ্কার ও বাক্যময় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, তুমিই সেই ওঙ্কার এবং তুমিই সেই বাক্য। যদি নির্জ্জনে কোন কথা বলা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা বলিতে পার; কিন্তু 'জানি না' এ কথা বলা তোমার একান্ত অকর্ত্তব্য। কেশব! যে শরীর হইতে বিশ্বসংসার সম্ভূত হইয়াছে, এবং প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যে শরীরে সেই বিশ্ব বিলীন হয়, আমি জানি, এ তোমার সেই সেই দেহ। হে শুদ্ধবোধ! আমি হৃদয়মধ্যে তোমাকে কর্ত্তা বলিয়া ভাবনা করিয়া থাকি। এমন কি আমি যখন যেরূপ ভাবনা করি, হৃদয়মধ্যে সেইরূপ দর্শন করিতে পাই। আমি যখন তোমায় বায়ুস্বরূপ ভাবনা করি, তখন বায়ু; যখন আকাশমূর্ত্তি ভাবনা করি, তখন আকাশ; যখন পৃথিবীমূর্ত্তি ভাবনা করি, তখন পৃথিবী; যখন জলমূর্ত্তি ভাবনা করি, তখন জল; যখন তেজোমূর্ত্তি ভাবনা করি, তখন তেজ; যখন আনন্দময় শশাঙ্কমূর্ত্তি ভাবনা করি, তখন চন্দ্রমা; যখন সূর্য্যমূর্ত্তি ভাবনা করি, তখন তোমায় সূর্য্য বলিয়া

জানিতে পারি। আমি অবধারণ করিয়াছি, তুমি সর্ব্বস্বরূপী। এখন "আমি জানি না" একথা বলা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া একবারও আমাদিগের কষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছ না; আমরা নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হইলে, তোমার নিকট আগমন করি নাই। কিন্তু আমাদিগের এরূপ দুরবস্থা একবারও তোমার মনে উদয় হইতেছে না। আমার বোধ হয়, এই অবধিই আমাদিগের প্রাপ্য ভাগ বিলুপ্ত হইল! আমরা নিতান্ত দুর্ভাগা, নতুবা তোমার স্মৃতিপথ হইতে খলিত হইব কেন?

দুইজন ক্ষত্রিয়কুমার, তাহার একের নাম হংস ও অপরের নাম ডিম্ভক। তাহারা মহাদেবের বরলাভে মহাগর্ব্বিত হইয়া, আমাদিগকে নিতান্ত উদ্বেজিত করিয়াছে। গার্হস্থ্য ধর্ম্মই তাহাদিগের এবং ব্যবস্থায় সেই কথা উল্লেখ করিয়া ইতস্তত বিচরণ করত নানাবিধ অশুচি বাক্যে আমাদিগকে অবমানিত করিয়াছে। অধিকন্তু এই দেখ, আমাদিগের দারুময় শিক্য, পাত্র, ছিদ্রিল ও বেণুক সমুদায় ভগ্ন করিয়া দিয়াছে। এই দেখ আমাদিগের সর্ব্বস্বধন কৌপীন ছিন্ন করিয়াছে। আর আমাদিগের কমণ্ডলু নাই, কপালমাত্র শেষ হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ব্রত অবলম্বন করিয়া সতত আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ, তথাপি এরূপ ঘটনা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। কি করিব, আমরা অতি হতভাগ্য! যাহাহউক একণে আমাদিগের রক্ষার উপায় কি, নির্দ্দেশ কর। তাহারা যদি জীবিত থাকে তাহাহইলে, নিশ্চয়ই ত্রিলোক নাশ করিবে। তাহাদিগের নিকট, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কাহারও নিস্তার নাই। তাহারা অত্যন্ত বলবান্, নিতান্ত মত্ত ও অতীব তীব্রদণ্ডধর। ইন্দ্রাদি দেবগণেরও সাধ্য নাই যে, তাহাদিগের সম্মুখে অবস্থান করেন। কি ভীম, কি ভীমপরাক্রম রাজা বাহ্লিক—যিনি ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ভয়ঙ্কর যোদ্ধা ও জরসন্ধ নামে বিখ্যাত; আমার বোধ হয়, তাঁহারাও কখন সেই মহাদেববরগর্ব্বিত বীরদ্বয়ের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারেন না। অতএব প্রভো! একণে তুমি সেই বীরদ্বয়কে বিনাশ করিয়া ত্রিলোক রক্ষা কর। নতুবা তোমার রক্ষাকর্ত্তা নাম ধারণ বৃথা হইবে। অধিক কি বলিব, তুমি এই জগৎত্রয় রক্ষা কর, রক্ষা কর। ক্রোধমূর্চ্ছিত দুর্ব্বাসা এই বলিয়া বিরত হইলেন।

—০:০—

দ্ব্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩০২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যাদবেশ্বর কেশব যতি দুর্ব্বাসার বাক্য শুনিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগসহকারে কহিতে লাগিলেন, আপনাকে সর্ব্বদা ক্ষমা করিতে হইবে। আমারই অপরাধ হইয়াছে। একণে যাহা বলিতেছি শুনিয়া ক্ষমা অবলম্বন করুন। ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা অথবা মহাদেব, যিনিই বরদান করুন, আমি হংস ও ডিম্ভক উভয়কেই যুদ্ধে সবলে জয় ও বধ করিয়া, পুনরায় আপনার চিত্তপ্রসাদ সম্পাদন করিব। আমি সত্য দ্বারা শপথ করিতেছি; অদ্যই নৃপাধম হংস ও ডিম্ভককে সংহার করিয়া, আপনাদের রক্ষা করিব; আপনি ক্রোধের বশীভূত হইবেন না। আমি জানি, দুরাত্মারা আপনাদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। এবং পূর্ব্বেও শুনিয়াছি, তাহারা তীক্ষ্ণদণ্ড প্রয়োগ করিয়া থাকে। মহাদেবের বরে তাহাদের অতিশয় গর্ব্ব ও মত্ততা জন্মিয়াছে এবং অত্যন্ত বলশালী হইয়া, সর্ব্বদাই তাহারা জরাসন্ধের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অনায়াসে তাহাদিগকে আয়ত্ত করা দুর্ঘট। রাজা জরাসন্ধ তাহাদের জন্য প্রাণপর্য্যন্ত প্রদান

করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব জরাসন্ধের অজ্ঞানুসারে তাঁহাদের পরাজয়ে আমাদিগকে যত্নকরিতে হইবে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! তাহাদিগকে জয় করিলেই, আমাদের শ্রেয়োলাভ হইবে। তাহারা যে যে স্থানে গমন করিয়া অবস্থিতি করিবে, পুনর্ব্বার সেই সেই স্থানেই যাইয়া আমি তাহাদের নিপাত করিব, এবিষয়ে কোন দ্বিধা ভাবিবেন না। এক্ষণে, যতিগণ ইচ্ছানুসারে গমন করিয়া স্ব স্ব কার্য্য সাধনে তৎপর হউন। আমি অচিরকালমধ্যেই রণক্ষেত্রে হংস ও ডিম্ভকের পরাজয় করিব।

অনন্তর দুর্ব্বাসা প্রীত হইয়া প্রসন্নচিত্তে যাদবেশ্বর কেশবকে কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি সংসারে স্বস্তিসম্পাদন করিয়া থাক; অতএব তোমার সর্ব্বথা মঙ্গল হউক। হে জগন্নাথ কেশব! তোমার দুঃসাধ্য কিছুই নাই। তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বর, সৃষ্টির সংহারকর্ত্তা, দেবদেবেরও প্রভু ও সর্ব্বত্র সমদর্শী। তুমি সত্ত্ব রজ তম এই গুণত্রয়ের আধার। তুমি বিষ্ণু, তুমি দেব, তুমি হরি তুমি কৃষ্ণ, তুমি চক্রপাণি, তোমাকে নমস্কার। তুমি স্বভাবশুদ্ধ, শুদ্ধ ও নিরঞ্জনস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। বেদবাক্য দ্বারা তোমায় জানিতে পারা যায়; তুমি দেবগণের ঈশ্বর ও ভক্তের প্রতি সাতিশয় প্রীতিমান, তোমাকে নমস্কার। আমি জানিয়া অথবা না জানিয়া, যাহা বলিয়াছি, তোমায় তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। হে জগন্নাথ! তুমিই বলিয়াছ, তোমাতে ও আমাতে ভিন্নভাব নাই। অতএব ভগবন্! আমায় ক্ষমা কর। সাধুগণ একমাত্র ক্ষমারই বশীভূত।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে বিপ্র! আপনাকেও ক্ষমা করিতে হইবে। দেখুন, সর্ব্বদা ক্ষমাই আমাদের সার। সন্ন্যাসিগণও একমাত্র ক্ষমার বশীভূত। ক্ষমাই তাঁহাদের পরম বল। হে দ্বিজ! তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায়, ক্ষমা ও নিষ্ঠা মোক্ষসাধন করে। ক্ষমাই ধর্ম্ম ক্ষমাই কর্ম্ম, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যশ। বেদবিদ্ ব্যক্তিগণের বিশেষ জানা আছে, ক্ষমাই স্বর্গের সোপান। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে নিজ ক্ষমাগুণে রক্ষা করুন। আপনারা সকলে যতিগণের ঈশ্বর এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানবিশিষ্ট। অদ্য আমি এই সকল যতি ব্রাহ্মণগণের পূজা ও ভোজন সম্পাদন করিব। কেননা, আপনারা সকলেই ভিক্ষুব্রতাবলম্বী যতি। যতিগণ এই কথায় সম্মত হইয়া, হরির গৃহে ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন সকলের ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হরি স্বকীয় ভবনে প্রবেশ করিয়া, যথাবিধানে চতুর্ব্বিধ আহার প্রস্তুত করাইলেন। হে জনমেজয়! অনন্তর যতিপ্রধানগণের পূজিত দেবদেব বিষ্ণু সমুদায় যতিকে ভোজন করাইয়া, সুকোমল দুকূল সকল ছিন্ন করিয়া, প্রদান করিলেন। তাঁহারাও যথাযোগ্য প্রীত হইয়া পূর্ব্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সকলে প্রস্থান করিলে, দুর্ব্বাসা মহাত্মা নারদের সহিত সর্ব্বদা ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করত সেই দ্বারকানগরে যথাসুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ভগবান গোবিন্দও তাঁহাদের উভয়ের দ্বারকাবাস অনুমোদন করিলেন।

রাজন্! এদিকে ঐ সময়ে হংস ও ডিম্ভক উভয়ে তাঁহাদের পিতা বীর্য্যশালী রাজা ব্রহ্মদত্তকে সমবেত জনসভামধ্যে বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিতে লাগিল, তাত! আপনি সম্যক্ বিধানে যত্নপূর্ব্বক এই মাসেই রাজসূয় মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হউন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমরা আপনার যজ্ঞসিদ্ধির জন্য যত্ন করিব। মহারাজ! আমরা অশ্ব, গজ, রাজী, রথ ও সৈন্য সমূহ সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার যজ্ঞোদ্দেশে উদ্যোগ ও তাহার সিদ্ধির জন্য সামগ্রীসম্ভার আহরণ করিব। হে মহারাজ! রাজা ব্রহ্মদত্ত তাহাদের কথায় সম্মত হইলেন।

কিন্তু বিপ্রশ্রেষ্ঠ জনার্দ্দন হংস ও ডিম্ভককে দুঃসাহসে প্রবৃত্ত দেখিয়া এই কার্য্য দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া, বয়স্য হংসকে কহিলেন, আয়ুষ্মন্ হংস! যাহা বলি, শুন। ও নয়া কার্য্য নিশ্চয় করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হও। তুমি বীর্য্যশালী বটে; কিন্তু হে নৃপোত্তম! অতি দুঃসাহসিক অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ। কেননা, ভীষ্ম, জরাসন্ধ, নৃপশ্রেষ্ঠ বাহ্লীক এবং সমুদায় যদুবীরগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন। ভীষ্ম বৃদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু অতিশয় বলশালী জিতেন্দ্রিয় ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। যে ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে জয় করেন; ভীষ্ম সমুদায় ক্ষত্রিয়ের সাক্ষাতে তাঁহাকেও যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছেন। জরাসন্ধের যে বীর্য্য, তাহা যুদ্ধে জানিতে পারিবে। আর, যদুবীরগণ সকলেই শিক্ষিতাস্ত্র ও সকলেই যুদ্ধ দুর্ম্মদ। বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে হৃষীকেশ কৃষ্ণ সর্ব্বথা কৃতী ও শত্রুগণ জয় করিয়া থাকেন। জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিয়াও, তাঁহার কোন কালেই অবসাদ হয় নাই। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি জীবিত দেহে কৃষ্ণের অভিমুখে কখনই তিষ্ঠিতে পারিবে না। আবার, মদমত্ত বলবান্ বলভদ্র যদি ক্রুদ্ধ হয়েন, সমুদায় লোক সংহার করিতে পারেন, আমার ত এইপ্রকার ধারণা। বীর সাত্যকিও যুদ্ধে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতে সক্ষম। অন্যান্য যাদবগণও সকলেই কৃষ্ণের আশ্রয়ে গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা যতিগণের সহিত যে বিরোধ করি, তাহাতে দুর্ব্বাসা ঐ সকল যতির সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ সন্দর্শনে গমন করিয়াছেন। কোন ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে গিয়াছিলেন। তাহারই প্রমুখাৎ এই ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি। এইপ্রকার অবস্থায় যাহাতে সিদ্ধিলাভ হয়, অধুনা মন্ত্রিগণের সহিত তদ্বিষয়ক চিন্তা করাই যুক্তিযুক্ত, পরে যথাকর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানের বিধান করা যাইবে।

হংস কহিল, দুরাত্মা ভীষ্মের ক্ষমতা কি? সে বৃদ্ধ ও বলহীন হইয়াছে। আমাদের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। হে দ্বিজ! যাদবগণও চিত্রপুত্তলির ন্যায়, যুদ্ধে অবস্থান করিতে সক্ষম হইবে না। কৃষ্ণের ইবা ক্ষমতা কি? বলদেব নিতান্ত মত্ত। সেও সম্মুখে থাকিতে পারিবে না। হে বিপ্রেন্দ্র! সাত্যকিরও সম্মুখ সংগ্রামে অবস্থিতি করা সাধ্য হইবে না, ইহাও ভাবিবেন। আর, জরাসন্ধ পরম ধার্ম্মিক এবং সর্ব্বদাই আমাদের বন্ধু। তিনি কখনই আমাদের বিরোধী হইবেন না।

এক্ষণে আপনি সত্বর যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে গিয়া আমার কথামতে বলুন, কেশব! তোমাকে যজ্ঞের জন্য বহুসংখ্য সুন্দর কর সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে হইবে কৃষ্ণ। তুমি কোনমতেই কালবিলম্ব না করিয়া, অচিরাৎ রাশীকৃত লবণ সমভিব্যাহারে আগমন কর। আপনি সত্বর গমনে প্রস্থান করিয়া, যদুশ্রেষ্ঠ কেশবকে এই সংবাদ বলুন। আপনাকে শপথ দিতেছি, এ বিষয়ে কোনরূপ উত্তর করিবেন না। দেখুন, আপনি আমার পরম প্রীতিভাজন মিত্র। আমি বন্ধুভাবশতই বারম্বার শপথপূর্ব্বক আপনাকে এই প্রকার কহিতেছি। হংস এইপ্রকার কহিলে জনার্দ্দন মিত্রতা ও স্নেহপ্রযুক্ত কোন উত্তর করিলেন না। তিনি অতি প্রার্থিত; দ্বারকাগমনে সর্ব্বদাই উদ্যত ছিলেন এবং শঙ্খচক্রগদাধর জগদ্যোনি বাসুদেবকে দেখিবার জন্য আজি যাই, কাল যাই, অথবা পরশ্ব যাই বলিয়া চেষ্টা করিতেছিলেন। এক্ষণে সেই ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ জনার্দ্দন একাকী অশ্বারোহণে প্রাতঃকালেই দ্বারকা দর্শনার্থ আশু প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় মনে মনে হৃষীকেশ কৃষ্ণের স্মরণ করিতে লাগিলেন।

ত্র্যধিকত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩০৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজেন্দ্র! অনন্তর ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ বিপ্রবংশীয় জনার্দ্দন একাকী অশ্বারোহণে সত্বর গমনে বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। নিদাঘ সময়ে সূর্য্যকিরণপীড়িত পথিক যেমন পিপাসায় অভিভূত হইয়া, জল দর্শন করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার অভিমুখে গমন করে, জনার্দ্দন ও জনার্দ্দনকে দেখিবার জন্য সেইরূপে ধাবমান হইলেন। যাইবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, হংসই আমার প্রিয় এবং আমার প্রিয় হিত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যেহেতু তিনি প্রেরণ করাতে দ্বারকাবাসী হরির সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে. আমিই সর্ব্বথা ধন্য; আমা অপেক্ষা পুণ্যাত্মাও কেহ নাই; কেননা, আমি বিষ্ণুকে দর্শন করিব। আমার জননীও পরম পুণ্যশালিনী। দেখ, আমি বিষ্ণুকে দর্শন পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া প্রত্যাগত হইলে, সেই মনস্বিনী সর্ব্বদা আমাকে দর্শন করিবেন। আহা কি সৌভাগ্য! আজি আমি দেবদেব চক্রপাণি শার্ঙ্গধন্বা হরির প্রফুল্ল পদ্মকিঞ্জল্ক সদৃশ প্রভাময় মুখমণ্ডল দর্শন করিব। এবং তাঁহার শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও বনমালায় বিভূষিত নীলোৎপল দলশ্যাম দেহ ও পদ্মপরাগ প্রতিম নয়নযুগল নেত্রগোচর করিয়া, আমার আত্মা উন্নত, সমুদায় দুঃখ বিগলিত ও পরম সুখ সমাগত হইবে। আহা সেই যোগাত্মা আমার কি আপনার সৌম্যচক্ষে দর্শন করিবেন, অথবা, আমার কি প্রিয় বাক্যে সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিবেন? আজি আমি চক্রধরের পরম প্রিয়দর্শন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি দর্শন করিব। তদীয় পদারবিন্দের সন্দর্শন জন্য আমার চিত্ত নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। আহা, আমি তাঁহার সেই প্রফুল্ল রক্তরাজিত, বক্ষস্থল সর্ব্বদা যেন দর্শন করত তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, গমন করিতেছি! আহা, সেই পীতকৌষেয়বসন, শঙ্খহার বিভূষিত, স্মিতবক্রিমাধর বিষ্ণু বারংবার আমার নয়নপথে বিচরণ করিতেছেন। তদীয় মূর্ত্তি স্বান্তে সমুদিত হওয়াতে, আমার কলেবর এইপ্রকার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে! তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গ ধারণ করিয়া যেন, আমার সম্মুখেই বিরাজমান হইতেছেন। এবং আমি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই জগৎপতি দেব বিষ্ণু আমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। ঐ সেই তিনি, এই কথা বলিবার জন্য আমার জিহ্বা যেন প্রস্ফুরিত হইতেছে। তুমি কর দাও, এ কথা নিরতিশয় ক্লেশজনক, স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। তাঁহার সম্মুখে গিয়া বিষ্ণো! তুমি নরপতি হংসের কিঙ্কর, তুমি তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালক, এমন কথা কেমন করিয়া বলিব? আমি মূর্খের অগ্রগণ্য. আমি নির্লজ্জের একশেষ। কর প্রদান কর এবং প্রচুর ধন দান করিতে হইবে, তাঁহার সম্মুখে এ কথা বলা আমার একান্ত অকর্ত্তব্য। কিন্তু হংসের সহিত বন্ধুত্বাধীন আমাকে এই ভয়ঙ্কর বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে। সৎস্বভাববিহীন মানবগণের বন্ধুত্ব অতীব কষ্টজনক। অথবা তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলের চিত্তসাক্ষিস্বরূপ। কাহারও অজ্ঞাত ভাব তাঁহার অবিদিত নাই। মিত্রাধীন আমাকে এরূপ কার্য্য করিতে হইতেছে, তাহা তিনি বিলক্ষণ বিদিত আছেন; অতএব কখনই ইহা আমার দোষ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। হে নারায়ণ! আমার মুখ অতি ভয়ঙ্কর কথা উচ্চারণ করিতে প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু তুমি ক্ষমা করিও। হে জগন্নাথ! হে হৃষীকেশ! হে কম্বুগ্রীব! হে শ্রীবৎসলাঞ্ছিতবক্ষস্থল! হে মহাবাহো! হে রক্তবিম্বাধর! হে কেশব! হে বিষ্ণো! হে চক্রিন্! হে যাদবেশ্বর! হে অচিন্ত্যবিভব! হে ত্রিকালপ্রভো! হে-

অনাথ মিত্র! আজ তোমাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। আজ আমার মানস অবশ শান্তি হইবে। আজ অবশ্য আমার জন্ম সার্থক, বক্ষ সার্থক, এবং নয়ন সার্থক। কিন্তু আমার আনাবিবৃর হইতে এ ঘোরতর বাক্য নির্গত হইলে, তিনি প্রীত হইবেন কি না, বলিতে পারি না। যাহা হউক আজ চক্ষু উন্মীলন করিয়া একবার সেই ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিব। আজ বাহ্যার তাঁহার আপাদ মস্তক দেখে পান করিব। আজ তাঁহার শান্তিদায়ক পদ ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইব। তাঁহার পদযুগ স্বর্গের সোপান স্বরূপ। আজ তাঁহার মেঘগভীর নিস্বন কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিব। এই যেন তাঁহার পূর্ণেন্দুসদৃশ মুখমণ্ডল বিলোকন করিতেছি, এই যেন তাঁহার জগন্ময় মূর্ত্তি নেত্র পথে নিপতিত হইতেছে। কেশব! আমি তোমাকে অতি অসঙ্গত বাক্য বলিতে উদ্যত হইয়াছি। যাহা হউক, আজ তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার কর্ণে কুণ্ডলদ্বয় দোদুল্যমান, সর্ব্বাঙ্গ হরিচন্দন, ভুজদ্বয় অতুলজ্বল বলয় কেয়ূর, বক্ষঃস্থলে রশ্মিজাল বিরাজিত উদরে সুর্ণভাস্বরবর্ণ মুখকান্তি-ভাস্বর মহাশঙ্খ, পরিধান পীতকৌশেয় বসন এবং বক্ষঃস্থল বিস্তৃত। এরূপ মধুরমূর্ত্তি এখন বা অন্য সময়, কখন দর্শন করিব? যখন বলভদ্র সমবেত তোমার মধুর মূর্ত্তি দর্শনে উদ্যত হইয়াছি; তখন আমি সর্ব্বদাই কৃতার্থ. আমি ধন্য। আমি অদ্যই সেই জগদ্গুরু বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ করিব। তাঁহার বক্ষস্থল শ্রীবৎসমণির প্রভায় সুশোভিত, পরিধান পীতাম্বর, চক্ষু পঙ্কজের ন্যায় আরক্ত, হস্তে কিরীট, চক্র, গদা ও শঙ্খ। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তেজোময় শরীর হইতে আমার মঙ্গল লাভ হউক। শাস্ত্ররূপ মহার্ণবসংযোগে বিভক্তাঙ্গ করণরূপ মন্দর পর্ব্বত দ্বারা বেদোদধি মথিত হইলে যে নারায়ণাখ্য অমৃত উদ্ভূত হয় এবং দেবগণ সতত যে সুধা পান করেন, আমি আজ কর্ণপুটে সেই অপূর্ব্ব সুধা পান করিব। মুমূর্ষু ব্যক্তিরা যাঁহাকে ধ্যান করেন, যাঁহার পরিমাণ নাই, যাঁহার আদি নাই, যাঁহার অন্ত নাই যিনি স্থূল, যিনি অদ্বিতীয়, যিনি অনেক, যিনি আত্মা, যাঁহা হইতে ত্রিলোকজনক জ্যোতি উৎপন্ন হইয়াছে, দেবগণ যাঁহাকে বন্দনা করেন, সেই অচিন্ত্যদেব আমার হৃদয়ে ও নেত্রপথে চিরে বিরাজ করুন। মহারাজ! বিপ্রবর জনার্দ্দন এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে কৃতার্থমনা হইয়া অল্প সকালের পূর্ব্বক দ্বারকাপুরীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

—০:০—

চতুরধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩০৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বিপ্রবর জনার্দ্দন দৌবারিক কর্ত্তৃক আনুপূর্ব্বিক বিজ্ঞাপিত হইয়া সভামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, দেবেশ নারায়ণ বলভদ্রের সহিত একত্র মহাসনে আসীন রহিয়াছেন। সৈন্যের সাত্যকি ও উগ্রসেন সম্মুখে এবং দেবর্ষি নারদ পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন। ইতস্তত প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত, অপ্সরোগণ নৃত্য, সূত মাগধগণ স্তব পাঠ এবং সামবেদী ব্রাহ্মণগণ সামগান দ্বারা তাঁহার যশোগান করিতেছেন। ঐরূপ দেখিবামাত্র তাঁহার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তখন দ্বিজবর "প্রভো! আমি জনার্দ্দন প্রণাম করি," এই বলিয়া অবনতমস্তকে কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া পরে বলভদ্রকে প্রণাম করিলেন, প্রণাম করিয়াই কহিলেন, দেবদেবেশ! আমি হংস ও ডিম্ভকের দূত। এই কথা বলিবামাত্র মাধব কহিলেন, অগ্রে এই কুশাসনে উপবেশন কর, পশ্চাৎ প্রয়োজন ব্যক্ত করিও।" তখন বিপ্রবর উৎকৃষ্ট আসনে আসীন হইলেন। অনন্তর কেশব, জনার্দ্দনকে যথোচিত সম্মান

দান করিব। ব্রহ্মদত্ত, হংস, ডিম্ভক ও তাঁহার পিতার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, আমি তাহাদিগের বার্ত্তাবস্থা বিষয় শ্রবণ করিয়াছি।

জনার্দ্দন কহিলেন, জগন্নাথ! ব্রহ্মদত্ত, হংস, ডিম্ভক এবং আমার পিতার কুশল। ভগবান্ কহিলেন, দ্বিজবর। মহীপাল হংস ও ডিম্ভক কি বলিয়া দিয়াছেন, নিঃশঙ্কচিত্তে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কীর্ত্তন কর। পরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিব। বিপ্রবর! তুমি দূত, বাচ্যাবাচ্য বিষয়ে তোমার বিবেচনার প্রয়োজন নাই। রাজা যাহা আদেশ করেন, তাহাই নির্দ্দেশ করা দূতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বচনার্হই হউক আর নাই হউক সে বিষয়ে তোমার সন্দেহের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা যেরূপ বলিয়া দিয়াছেন, তুমি আনুপূর্ব্বিক সেইরূপ বল।

কেশব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া জনার্দ্দন কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী হইয়া, অজ্ঞের ন্যায় কি বলিতেছেন। জগতে কোন বৃত্তান্তই আপনার অবিদিত নাই। আপনি মনে মনে সমস্তই প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিতেছেন; তবে আমাকে বলিতে আদেশ করিতেছেন কেন? হে জগৎপতে! হে বিষ্ণো! বিদ্বান্ ব্যক্তিরা আপনারই মহিমা গান করেন। আপনি ইচ্ছামত সমস্তই অবগত হইতেছেন। সমস্ত জগৎ আপনাতেই অবস্থান করিতেছে। জগতে আপনার অবিদিত বস্তু কিছুই নাই। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি সমুদয় জীবের ইন্দ্র, আপনি সংহারক রুদ্রদেব, আপনি এই সংসারের রক্ষিতা এবং আপনিই এই সংসারের স্রষ্টা, তবে কি নিমিত্ত আমাকে আগমন প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে অনুমতি করিতেছেন? বিদ্বান্ ব্যক্তিরা আপনাকে জ্ঞানাত্মা, প্রাণবিদ্ ব্যক্তিরা প্রাণ এবং শব্দবিদ্ ব্যক্তিরা শব্দ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব আমাকে বলিতে বলা বাহুল্যমাত্র। তথাপি যখন আপনি বার বার অনুরোধ করিতেছেন, তখন সমস্তই ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ করুন।

সম্প্রতি ব্রহ্মদত্ত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই নিমিত্ত হংস ও ডিম্ভক উভয়ে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। যাদবগণের নিকট হইতে কর স্বরূপ লবণ গ্রহণ এবং নিমন্ত্রণ করাই আমার আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্প্রতি আমার নিকট কর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ প্রচুরপরিমাণে লবণ লইয়া যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হওয়াই তাঁহাদিগের আদেশ।

সভামধ্যে দূত এই কথা কহিলে, কৃষ্ণ অনেকক্ষণ হাস্য করিয়া কহিলেন, দূত! তোমার যাহা বক্তব্য বলিলে, এক্ষণে আমি কহিতেছি শ্রবণ কর। আমি করদ এবং কর প্রদান করিব, ইহা অপেক্ষা তাহাদিগের মূঢ়তা আর কি হইতে পারে? আমা হইতে কর গ্রহণ, ইহা ত কখন শ্রবণ করি নাই। দূতকে এই কথা বলিয়া যাদবদিগকে কহিলেন, যাদবগণ! আশ্চর্য্য! মহীপতি ব্রহ্মদত্ত রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন বলিয়া আমার নিকট কর গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন! হংস ও ডিম্ভক উভয়ে তাঁহাকে যজ্ঞ করাইবেন। আমি দুরাত্মা ব্রহ্মদত্তের নিমিত্ত লবণ বহন করিয়া যাইব! যাদবগণ! আমি তাহার করদ, তবে আমি তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছি? কি হাস্যের বিষয়! এই কথা শ্রবণ করিয়া বলদেব প্রভৃতি যাদবগণও হাস্য করিতে লাগিলেন। এদিকে সাত্বতগণ, কৃষ্ণ আমাদিগের করদ, এই কথা বলিয়া করতালি প্রদান পূর্ব্বক হাস্য করিয়া উঠিলেন। করতালিশব্দে এবং হাস্যশব্দে রোদসী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ সময় বিপ্রবর জনার্দ্দন স্বীয় মিত্রকে নিন্দা করিয়া দৌত্যকার্য্যে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন,

দোতা কি কষ্টকর কার্য্য! আমাকেও ইহাই করিতে হইল? এই ভাবিয়া দুঃখভরে অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

—•:•—

পঞ্চাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩০৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সংহে মহাত্মা কর্তৃক উক্তি শুনিয়া কেশিসূদন কেশব বলিলেন, দূত! তুমি যাও, গিয়া আমার বচনানুসারে হংস ও ডিম্ভককে বল, আমি গিয়া শার্ঙ্গ মুক্ত শিলাশাণিত শরমালা অথবা নিশিত তরবারি দ্বারা তাহাদিগকে কর প্রদান করিব। আমার করগলিত চক্রাস্ত্রে তাহাদিগের মস্তক নিকৃত্ত হইয়া পড়িবে। যে রুদ্রদেব বরদান করিয়া তাহাদিগের ধৃষ্টতা বর্দ্ধিত করিয়াছেন, সেই রুদ্রদেব যদি তাহাদিগের রক্ষার্থ তথায় সমুপস্থিত হন, তাহা হইলে তাঁহাকেও পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিব। যে স্থানে আমার সহিত তাহাদিগের সঙ্গতি হইবে, তাহারা যেন আমাকে সেই স্থান নির্দ্দেশ করে। আমি জানিতে পারিলে সত্বর হয়ে তথায় উপস্থিত হইব। তাহারা যেন নির্ভয়ে সবলে তথায় গমন করে। পুষ্করেই হউক, প্রয়াগেই হউক বা মথুরাতেই হউক, আমি সসৈন্যে যাইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি বন্ধুগণ স্বয়ং তাহাদিগকে সমস্ত কথা বলিতে না পারে, তজ্জন্য সাত্যকি তোমার সঙ্গে যাইতেছেন, ইনিই তাহাদিগকে সে সমস্ত বিজ্ঞাপিত করিবেন। আর তুমি গিয়া এবিষয়ে সাক্ষী হও। অপর কথা এই, তোমার উপর আমার বিশেষ স্নেহ আছে। অতএব তুমি দুঃখসঙ্কুল এই সংসারমধ্যে বিজয়ী হইয়া নিয়ত আমার ভক্ত হইয়া কালযাপন কর।

ষড়ধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩০৬।

মহারাজ! কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার সাত্যকিরে কহিলেন, সাত্যকে! আমার আদেশানুসারে তুমি তথায় গমন কর, গিয়া আনুপূর্ব্বিক তাহাদিগের নিকট বল, যেন আমার সহিত সমরস্থলে সাক্ষাৎ হয়। তুমি হস্তে অঙ্গুলিত্র আবদ্ধ এবং শরাসন গ্রহণ করিয়া একমাত্র আত্মসহায়ে গমন কর।

সাত্যকি আদেশমাত্র, অনন্যচিত্ত হইয়া অশ্বারোহণে একাকী তথায় গমন করিলেন। যাদবেশ্বর কৃষ্ণ দূতকে বিদায় দিয়া বারম্বার হংস ও ডিম্ভকের দুষ্টতার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দূত যাদবেশ্বর মাধবকে নমস্কার করিয়া সাত্যকি সমভিব্যাহারে শাল্ব নগরে গমন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ সাত্যকির সহিত ব্রহ্মদত্তের ভবনে উপস্থিত হইয়া সাত্যকিকে আসন প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং প্রশস্ত আসনে আসীন হইলেন। পরে সাত্যকিকে প্রদর্শন পূর্ব্বক হংস ও ডিম্ভককে কহিলেন, ইহাঁর নাম সাত্যকি, ইনি কৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত, সম্প্রতি দূতরূপে এস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছেন।

তখন হংস কহিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, উনি আসিয়াছেন, সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইল। যাহাই হউক, উনি ধনুর্ব্বেদ, শস্ত্র ও শাস্ত্র বিষয়ে বিশেষ নিপুণ এবং ঘোরতর বিক্রমশালী বলিয়া জানিতাম, আজ পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে বসুদেব, বলদেব ও উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণের কুশল? তখন সাত্যকি উৎকণ্ঠা সম্বরণ করিয়া কহিলেন, সমস্তই কুশল। বাক্যবিশারদ হংস ঐ সময় জনার্দ্দনকে কহিলেন, চক্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমাদিগের সমীহিত জানিত হইয়াছে? আর বৃথা কালক্ষেপের প্রয়োজন নাই, বিস্তারিত সমুদায় কীর্ত্তন কর।

সপ্তাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩০৭।

হংস এইরূপ কহিলে, ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন, নারায়ণকে স্মরণ করিয়া প্রসন্নবদনে কহিলেন, বয়স্য! গিয়া দেখিলাম, শঙ্খচক্রধর আসীন রহিয়াছেন। উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত, রত্নপ্রভায় শরীর উদ্ভাসিত হইতেছে। পুরাতন ঋষিগণ ও মুনিমুখ্যেরা চতুর্দ্দিকে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। নন্দী ও সনকাদিগণ স্তবপাঠ করিতেছে। পুরাতন কবি ও অমরগণ ধ্যানযোগে তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন। তাঁহার অপরূপ রূপ বাল সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ, বর্ণে বিকসিত নীলোৎপল, নাভিদেশ প্রফুল্ল স্বর্ণপদ্মের ন্যায় সুশোভন। সেই জগদ্গুরু মধুর বচনবিন্যাসে যাদবগণকে অনুগৃহীত করিতেছেন। পুরাতন মুনিগণ সেই দেবদেবকে নিরূপণ করিতেছেন। আমি সেই লোকহিতৈষী জগন্ময় প্রভু নারায়ণকে বারম্বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তিনি সমস্ত শত্রু জয় করিয়া জগতের হিতসাধন জন্যই ইহলোকে অবস্থান করিতেছেন। সেই ভক্তপ্রিয়, ভক্তজনাস্পদ, সমুদ্রশায়ী পদ্মপলাশলোচন নারায়ণের সহিত ভীষ্মতনয়া লক্ষ্মীও বিহার করিতেছেন। আবার যখন ক্রীড়া কাল উপস্থিত হইতেছে, তখন যাদবগণের সহিত সুখে বিহার করিতেছেন। আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র পরম আনন্দিত হইয়া নেত্র ঈষৎ নিমীলন পূর্ব্বক বারম্বার তাঁহার শরীরসুধা পান করিতে লাগিলাম। বোধ হইল যেন আমি এ জন্মের মত কৃতার্থ হইলাম। সেই বিভু, ভূতভাবন, আদ্য, অক্ষোভ্য, বিভাবসুকে বারম্বার স্মরণ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছি। শত শত চামরে বীজ্যমান কেশব আমার কর প্রদানের কথা শ্রবণ অবধি বিস্ময়বুদ্ধি সহকারে, "যে দুরাত্মারা তোমায়, কোন্ স্থানে তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে? হংস আবার আমায় কর প্রদান করিতে আদেশ করে? দুর্ব্বাসা ও সাত্যকির নিকট সর্ব্বদাই এই কথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সেই ব্রহ্মপুত্রদ্বয় মুনীশ্বর দুর্ব্বাসা ও নারায়ণকে বারম্বার বিলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, আমার বন্ধুদ্বয় অতি অবৈধ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এখনও এরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাহাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। বয়স্য! এই কথা মনে হওয়াতে আর তোমার বক্তব্য কথা বলিতে পারিলাম না। এই সাত্যকি উপস্থিত, ইনিই তোমাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনাইবেন।

হংস এই কথা শ্রবণমাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, অরে ব্রাহ্মণপুত্র! এ তোমার কোন্ কথা? আমরা ত্রিলোক পরাজয়ে সমুদ্যত হইয়াছি, আমাদিগের সমক্ষে এরূপ কথা উল্লেখ করে কাহার সাধ্য? সেই মায়াবী কৃষ্ণ তোমাকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়াছে; তাহাতেই তোমার ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। তুমি তাহার শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গধনু, বনমালাশোভা, সূত ও মাগধগণের বীর্য্যসূচক স্তবপাঠ, বৃষ্ণিবীরগণকর্ত্তৃক তাহার যশোগান, তাহার চরিত্র, এবং সংসারমধ্যে তাহার অপূর্ব্ব খ্যাতি দর্শনে বিস্মিত হইয়াছ। তুমি সেই ধূর্ত্তের ইন্দ্রজালে ভ্রান্ত হইয়াছ। ব্রাহ্মণসুলভ চপলতাই এরূপ ভ্রান্তির কারণ। তাহার সহিত আমার তুলনা করা কি তোমার কর্ত্তব্য হইয়াছে? তোমার সহিত বন্ধুত্ব আছে বলিয়া বয়স্য বলিলেও সহ্য করিলাম; নতুবা এতদূর সহ্য করিতাম না। মূঢ়বুদ্ধে! এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী বিদ্যমান রহিয়াছে, তোমার যথা ইচ্ছা শীঘ্র গমন কর। আজ এই আমার প্রতিজ্ঞা যে, আমি প্রথমেই সেই গোপালক ও যাদবগণকে পরাজিত করিব। বিপ্রবর! তুমি চিরকাল আমার অহিত-

তোষণ করিয়া এক্ষণে আমার শত্রুপক্ষের স্তব করিতেছ? আমার সমক্ষেই এই দারুণ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তোমার যথা ইচ্ছা শীঘ্র গমন কর। অধিক কি, অত্যন্ত রুষ্ট উপস্থিত হইলেও ব্রহ্মহত্যা করা এখানে অকর্ত্তব্য। হংস ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া পুনরায় সাত্যকিরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অরে যাদবাধম! তুই এখানে আসিয়াছিস কেন? বসুদেবপুত্র কি বলিয়াছে? সে আমার কর প্রদান করিল না কেন?

সাত্যকি কহিলেন, হংস! শঙ্খচক্রগদাধর কহিয়াছেন যে, শিলাশাণিত তীক্ষ্ণধার শর এবং নিশিত অসি দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিয়া কর প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি জগন্নাথের নিকট হইতে কর গ্রহণ অভিলাষ করে, তাহার উহা অপেক্ষা দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে? তাহার জিহ্বা ছেদন একান্ত আবশ্যক। তুমি অতি সামান্য ব্যক্তি, তোমার কথা দূরে থাকুক, তাঁহার শার্ঙ্গরব ও শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? গিরীশের নিকট সহস্র বরলাভ হইলেও কাহার সাধ্য, এরূপ বচন বিন্যাস করে? বিশেষতঃ বলভদ্র প্রভৃতি আমরা সকলে তাঁহার সভায় রহিয়াছি। তন্মধ্যে বলভদ্র প্রথম, আমি দ্বিতীয়, কৃতবর্ম্মা তৃতীয়, নিশঠ চতুর্থ, বভ্রু পঞ্চম, উৎকল ষষ্ঠ, অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ সারণ সপ্তম, সাম্ব অষ্টম, বিপৃথু নবম এবং ধীমান্ উদ্ধব দশম। আমরা এইগুলি তাঁহার পার্শ্বচর রহিয়াছি। যুদ্ধকালেও আমরা এইগুলি অবশিষ্ট তাঁহার সহায়তা করি। বাসুদেব ও বলদেব তাঁহারা উভয়েই মহাবলশালী তোমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ। যে গিরীশ তোমাদিগকে বরদান করিয়া পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন, তোমরা সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, একমাত্র তিনিই কেবল তোমাদিগের সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু ত্রিলোকের কর্ত্তা কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, আমরা সকলে ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইব। অতএব আমরা বিদ্যমান থাকিতে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার নিকট কর গ্রহণের অভিলাষ করিতে পারে? যিনি এই ত্রিলোক রক্ষা করিতেছেন, তিনি একাকী শার্ঙ্গধনু ধারণ করিয়া নিশিত শরনিপাতে তোমাদিগকে নিহত করিবেন। আর, আমাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে না। অপর তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, হয় পুষ্কর, না হয় গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, অথবা মথুরা কিম্বা প্রয়াগ ইহার মধ্যে যে স্থানে অভিরুচি হয়, তাহারা যেন সেই স্থানে বলপ্রদর্শন করে। জগৎপালনকর্ত্তা শঙ্খচক্রধর বিষ্ণু বিদ্যমান থাকিতে, কোন্ ব্যক্তি মহাযজ্ঞ রাজসূয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে? কৃষ্ণের নিকট কর প্রার্থনা অপেক্ষা মূঢ়তা, মূর্খতা ও চমৎকারিতা আর কি আছে? রে মূঢ়! যদি পূর্ব্বের ন্যায় ইচ্ছা কর, তাহা হইলে জগতে নিরন্তর উপহাসাস্পদ হইবে। সাত্যকি এই কথা বলিয়া সহাস্যবদনে মৌনাবলম্বন করিলেন।

অষ্টাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩০৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর হংস ও ডিম্ভক উভয়েই মহাক্রুদ্ধ হইয়া রোষারুণ নেত্রে সাত্যকির এবং অন্যান্য নরপতিদিগের প্রতি এমনি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন দগ্ধ করিতে চায়। তখন করে কর নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক, বলিয়া উঠিল, সে মধুসূদন এবং মহাবল বলরাম কোথায়? অহঙ্কার পূর্ব্বক এই কথা বলিয়াই সাত্যকিরে কহিলেন, অরে যাদবাধম! তুই আমাদিগের সাক্ষাতে এ কি কথা কহিতেছিস? ব্রাহ্মণ! তুই এখনই এস্থান হইতে

সেনাপতিগণ স্বস্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সমস্ত সুসজ্জিত করিল। স্বর্ণমালাবিরাজিতবক্ষ শ্বেতকান্তি নীলাম্বরধারী লাঙ্গলী বলদেব শশাঙ্কের ন্যায় সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রোধজনক মহাবল সাত্যকিও শরাসন গ্রহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইলেন। অন্যান্য যাদব বীরগণও বিবিধ মহাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। এইরূপ পুরুষোত্তমগণ সুসজ্জিত হইয়া সুদৃঢ় শরাসনহস্তে রথে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবের জনার্দ্দনও দারুককর্তৃক সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার হস্তে অতিভারসহ সশর শার্ঙ্গ শরাসন এবং সঙ্গে শঙ্খ, চক্র, গদা, শূল, শর ও খড়্গ তাঁহার অঙ্গুলিতে গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্র বক্ষস্থল পদ্মমালায় পরিপূর্ণ এবং বর্ণ নবজলদের ন্যায় শ্যামল। তাঁহার গমনকালে ব্রাহ্মণগণ মহা আনন্দিত হইয়া স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন। সূত, মাগধ ও পৌরগণ যশোগান করিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত সৈন্য সমবেত হইলে তিনি তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন। ঐ সময় যথাসাধ্য মুখমারুতে পরিপূর্ণ করিয়া শত্রুভয়বর্দ্ধন মহাস্বন শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিলেন। শঙ্খধ্বনিতে রোদসী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ শঙ্খশব্দ শ্রবণে সহস্র সহস্র শঙ্খ প্রধ্মাপিত হইল। গ্রীষ্মাবসানে জলধরমণ্ডলে যেমন গম্ভীর গর্জ্জন হয়, একেবারে ভেরী ও মৃদঙ্গ সকল বাদিত হওয়াতে সেইরূপ শব্দ সমুত্থিত হইল। নরপতিগণ ক্রমশঃ পুষ্কর সরোবরের পুণ্যবর্দ্ধন পুষ্কর তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন এবং সকলে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ হংস ও ডিম্ভকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান গোবিন্দ সেই সুশোভন পুষ্কর সরোবর অবলোকন করিয়া তাহার জলে আচমন করিলেন। পরে বন্দীদিগকে ধনার্থ এবং ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরম সুখে তাঁহাদিগের আগমন প্রতীক্ষায় তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩১০।

এদিকে হংস ও ডিম্ভক উভয়ে সুদীর্ঘ দুই শরাসন ধারণপূর্ব্বক সজ্জিত দুই রথে আরোহণ করিয়া পুষ্কর তীর্থের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জন্মদিগ্বাস উগ্রমূর্ত্তি মহাভূতদ্বয় তাঁহাদিগের অগ্রে অগ্রে চলিল। তাঁহাদিগের ললাটে ত্রিপুণ্ড্র, শরীরে রুদ্রাক্ষ, বোধ হয় যেন, লোকসংহারোদ্যত রুদ্রদ্বয় অবস্থান করিতেছেন। অসুর দশ অক্ষৌহিণী সৈন্য হংস ও ডিম্ভকের অনুসরণ করিল। মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে বিচক্র নামে পর্ব্বতাকৃতি এক দানবের সহিত উহাদের বন্ধুত্ব হইয়াছিল। মহাবাহু বিচক্র এরূপ বীর্য্যবান্ যে বজ্রধর দেবেন্দ্রও তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হন নাই। ঐ বীর দেবাসুরসংগ্রামে দেবগণকে প্রহার করিয়া নির্বিশেষে দেবেন্দ্রকেও পরাজিত করে। পূর্ব্বে বসুর সহিত উহার যে ঘোর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। ঐ বিচক্র দ্বারবতীতে উপস্থিত হইয়া যাদবগণকে নিতান্ত উদ্বেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই মহাবীর তৎকালে ঐ যুদ্ধ উপস্থিত শ্রবণ করিয়া বৃষ্ণিবংশের প্রতি বদ্ধবৈর শতসহস্র দানব সমভিব্যাহারে হংস ও ডিম্ভকের সাহায্যার্থে যাত্রা করিল।

হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষসেশ্বরের সহিত বিচক্রের অতিশয় বন্ধুত্ব ছিল। এমন কি, রাক্ষসপতি তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত। হিড়িম্ব বন্ধুর রণপ্রয়াণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং গদা, শূল ও অসিধারী রাক্ষস সৈন্য সমভি

লম্বক, ভ্রূ অতি দীর্ঘ, উদর লম্বমান, চক্ষু অতি ভীষণ, কেশ পিঙ্গলবর্ণ, নাসিকা শ্যেন পক্ষীর ন্যায়, রোম নলকণ্টকবৎ, দেহ পর্ব্বতাকার, দন্ত দীর্ঘ, মুখ দেখিতে সুন্দর কিন্তু উগ্র, বক্ষস্থল বিস্তৃত ও গ্রীবাদেশ দীর্ঘ। দুরাত্মা শোণিত পান ও মাংস ভক্ষণ করত গজে গজে, অশ্বে অশ্বে, রথে রথে, এবং পদাতিকে পদাতিকে আঘাত করিয়া চূর্ণ এবং সম্মুখবর্ত্তী মনুষ্যদিগকে নিজ আকর্ষণে নাসাবিবরে লীন করিতে লাগিল। রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্ব বৃষ্ণিদিগের যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পায়, তাহাকেই নিহত করিয়া ভক্ষণ এবং পদাতিগণকে দেখিবামাত্র বিনাশ করত চর্ব্বণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহারাজ! প্রলয়কালে রুদ্রদেব যেমন প্রজাগণকে গ্রাস করেন, দুরাত্মা রাক্ষসও সেইরূপ যাদব সৈন্যদিগকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। যাদবদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ বা তৎকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, ভক্ষিত হইল। ইতিপূর্ব্বে কুম্ভকর্ণ যেমন বানরগণের সৈন্য গ্রাস করিয়াছিল, দুরাত্মা হিড়িম্বও সেইরূপ আরম্ভ করিল। অধিক কি, তাদৃশ ভীষণ সৈন্যসাগর নিঃশেষ হইয়া চিত্রপটাঙ্কিতের ন্যায় অতি বিরল বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

ঐ সময় বৃদ্ধতম বৃষ্ণি বসুদেব ও উগ্রসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর শরাসন গ্রহণ করিয়া রাক্ষসের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মেষদ্বয় দর্শনে সিংহ যেমন আস্যদেশ বিস্তৃত করিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হয়, রাক্ষসেন্দ্র তাঁহাদিগের উভয়কে দর্শন করিবামাত্র সেইরূপ বদনবিস্তার করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। তখন যদুবীর বসুদেব ও উগ্রসেন উভয়ে বিরক্ত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায়, তদীয় মুখ বিবর পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সমস্ত শর গ্রাস করিয়া, বেগে গমনপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী হইয়া উভয়েরই ধনু গ্রাস করিল। পরে রাক্ষস সমক্ষে প্রসারিত ভুজশিখরে তাঁহাদিগকে বদ্ধ করিতে কৃতোদ্যম হইয়া, বসুদেবকে কহিল, নৃপাধম! আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব। উগ্রসেন! তুমি কিজন্য আমার সম্মুখে রহিয়াছ? আসিয়া আমার মুখগহ্বরে প্রবেশ কর। বিধাতা তোমাদের দুই জনকে আমার গ্রাস করিয়া দিয়াছেন। আমি পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। তোমরা সত্বর আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া, আর পলায়ন করিতে পারিবে না। তোমাদের শোণিত পান করিয়া, তৃপ্ত ও নিবৃত্ত হইয়া, পরে তোমাদের মাংস ভক্ষণ করিব। এই বলিয়া রাক্ষসেশ্বর হিড়িম্ব ক্রোধভরে ব্যাদিত বদনে ধাবমান হইলে, বসুদেব ও উগ্রসেন তদ্দর্শনে ভীত হইয়া, অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া দশদিকে পলায়নপর হইলেন।

প্রতাপবান্ বলদেব উভয়কে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, কৃষ্ণের প্রতি বংশের ভার নিক্ষেপ পূর্ব্বক রাক্ষসের সম্মুখে সমাগত হইলেন এবং কহিলেন, দুরাত্মন্! তুমি আর সাহস প্রকাশ করিও না, ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। এবং আমার সহিত যুদ্ধ কর। তোমার ভয় প্রদর্শনে কি হইতে পারে? আমিই তোমার বধ করিব।

বলদেব এই কথা বলিলে, হিড়িম্ব বৃহৎকায় বেগে অগ্রে বলদেবকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়া বসুদেব ও উগ্রসেনকে ছাড়িয়া দিল। এবং পূর্ব্বের ন্যায় বদনব্যাদান করিয়া, তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে বলদেব সশর শরাসন ত্যাগ করিয়া, রাক্ষসের অভিমুখীন হইলেন এবং মুষ্টিবন্ধন পূর্ব্বক বাহ্বাস্ফোটন আরম্ভ করিলেন। হিড়িম্ব ভয়ঙ্কর মুষ্টি উদ্যত করিয়া, ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায়, বলদেবের বক্ষস্থলে আঘাত করিল। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রতি মুষ্টি প্রহার করিলেন। তখন উভয়ে

মুষ্টি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবং ভয়ানক চটচটা শব্দ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। অনন্তর বিস্তৃত ইন্দ্রের বজ্রাঘাত সদৃশ মুষ্ট্যাঘাতে বলদেবের বক্ষস্থল আহত করিলে, তিনিও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। পরে রাক্ষসের মুখে দুইজন প্রহার করিলে, সে সেই আঘাতেই জানুদ্বয়ে ভর করিয়া মৃতবৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তখন তিনি বাহুদ্বয় সহায়ে রাক্ষসকে গ্রহণ ও উৎপাটন পূর্ব্বক বেগভরে পদে পদে ঘূর্ণিত করিয়া, বল প্রদর্শনার্থ কিয়ৎক্ষণ ধারণ করত পরে সকলের সাক্ষাতে দুই ক্রোশ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসও মৃতপতিত রহিল। তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা দশদিকে পলায়ন করিল।

ঐ সময়ে ভগবান্ অংশুমালী করজাল সংহরণ পূর্ব্বক অস্তসাগর আশ্রয় করিলে, অল্প অল্প অন্ধকারে লোকের দৃষ্টিমার্গ রুদ্ধ হইয়া আসিল। জগদ্গুরু প্রজাপতি সূর্য্য সাগরসলিলে প্রবেশ করিলে, নক্ষত্রপতি চন্দ্র সন্ধ্যাতিমির নিরাকৃত করিয়া, সমুদিত হইলেন। তদ্দর্শনে সমাগত নরপতিগণ, আগামী কল্য প্রভাতে কিন্নরগীতি প্রতিনাদিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, এই প্রকার কল্পনা করত সে দিবস রণোৎসবে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ষোড়শাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩১৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! হংস ও ডিম্ভক উভয় একত্রে রাত্রিতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গমন করিল। অনন্তর প্রভাতে সুনির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল সমুদিত হইলে, কেশিহন্তা কেশব গোবর্দ্ধনে সমাগত হইলেন। ঐ পর্ব্বত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের গীত শব্দে সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত। সাত্যকি, বলভদ্র ও সারণাদি অন্যান্য যাদবগণ সকলেই সমর গমন করিলেন। সকলে সমবেত হইলে, পর্ব্বতের অন্যতর পার্শ্বে যমুনার সমীপে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উগ্রসেন সন্নতপর্ব্ব ত্রিসপ্ততি শরে, বসুদেব সপ্ত, সারণ পঞ্চবিংশতি, কঙ্ক দশ, বিপৃথু ত্রিসপ্ততি, সাত্যকি সপ্ত, বিপৃথু অশীতি, উদ্ধব দশ, প্রদ্যুম্ন ত্রিংশৎ, সাম্ব সপ্ত এবং অনাধৃষ্টি একষষ্টি বাণে হংস ও ডিম্ভককে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে যাদবগণ সকলে সমবেত হইয়া অব্যাকুল ভাবে পরমবিস্ময়াবহ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। হংস ও ডিম্ভক বলদর্পিত যাদবদিগের সকলকেই প্রতিবিদ্ধ করিল। যাদবগণ প্রত্যেকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ হওয়াতে, ব্যথিত হইয়া শোণিত উদ্গার করিতে লাগিলেন। এবং সর্ব্বশরীর রক্তে অতি রক্ত হওয়াতে, বসন্তকালীন কুসুমিত কিংশুকের শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর সকলে ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৃষ্ণ ও বলদেব উভয়ে সম্মুখসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, আকাশে কার্ত্তিকের ও ইন্দ্রের ন্যায়, যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, যক্ষ ও মহর্ষিগণ বিমানে থাকিয়া দেবাসুর সদৃশ ঐ যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাদেবের প্রেরিত দুই ভূতেশ্বর যুদ্ধে হংস ডিম্ভকের রক্ষার্থ তথায় প্রাদুর্ভূত হইল। তখন হংস ও বাসুদেব এবং ডিম্ভক ও বলদেব ইহাঁরা পরস্পর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় মিলিত ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাঁরা সকলেই বিক্রান্ত, এবং অস্ত্র, শস্ত্র ও বল সকল বিষয়েই পারদর্শী। স্ব স্ব রথে আরোহণ করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি আরম্ভ করিলেন। হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদিত করিলে, সকল লোকের বিস্ময় আবির্ভূত হইল। অনন্তর লম্বোদর দৃঢ়দেহ ভয়াবহ ভূতবর শূল গ্রহণ করিয়া, কেশবের অভিমুখে ধাবমান হইল। এবং একজনেই তাঁহাকে তদ্দ্বারা বিদ্ধ করিল। কিন্তু তিনি [illegible]

সিংহাসনে হইতে অকস্মাৎ রথ হইতে উল্লম্ফন করিয়া তাহাদের উত্তরীয়কে ধরিয়া, দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সাক্ষাতে অলাত চক্রবৎ পরিভ্রমণ ঘূর্ণিত করত কৈলাসপর্ব্বতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহারা কৈলাস শৃঙ্গে পতিত হইয়া, কেশবের ঐ কার্য্য দর্শনে পরম বিস্মিত হইল। অনন্তর হংস রোষারুণ লোচনে দেবগণের সমক্ষে বিষ্ণুকে কহিল, কেশব! তুমি কি জন্য পিতৃদেবের রাজসূয় যজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছ? মহীপাল ব্রহ্মদত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, যথাযোগ্য কর প্রদান কর। অথবা, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর; তাহা হইলে, বিশেষ জানিতে পারিয়া, কর প্রদান করিবে। মহাদেব যেমন দেবদেব, আমিও তেমনি সমুদায় রাজার ঈশ্বর। অদ্য যুদ্ধে তোমার বলগর্ব্ব খর্ব্ব করিব। এই বলিয়া সে প্রাণপণে শাল ও তাল প্রমাণ ধনু আকর্ষণ করিয়া, নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কেশবের ললাট বিদ্ধ করিলে, তিনি সাক্ষাৎ ভূষণ স্বরূপ বিরাজমান হইলেন। এবং সাত্যকি কে রথচালনে আদেশ ও দারুকিকে পৃষ্ঠরক্ষক করিয়া, আগ্নেয়াস্ত্র যোজনা পূর্ব্বক, আমি ইহা দ্বারা তোমাকে দগ্ধ করিব, শক্তি থাকে নিবারণ কর; আর অধিক যুদ্ধ করিতে হইবে না; তুমি আমি প্রবঞ্চনা ও অহঙ্কারে মত্ত হইয়াছ, যদি কর লইবার ইচ্ছা থাকে, পরাক্রম প্রদর্শন কর; রে হংস! তুমি পুষ্করপদাতি দ্বিজকে নিপীড়িত করিয়াছ; রে নরাধম! আমি থাকিতে তুমি ব্রাহ্মণদিগের বধ করিবে? আমিই ক্ষত্রিয়কণ্টক উন্মূলন করিয়া ব্রহ্মবিদ্বেষী দুরাত্মাদিগের শাসন ও সাধুগণের রক্ষা করিয়া থাকি; রে নরাধম! তুমি যতিশ্রেষ্ঠগণের পাপেই নিহত হইয়াছ। অদ্য আমি তোমাকে মৃত্যুর উদ্দেশে নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণগণের রক্ষা করিব। ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই আগ্নেয়াস্ত্র মোচন করিলেন। কিন্তু হংস, বারুণাস্ত্রে তাহা নিবারণ করিল। কৃষ্ণ তদর্শনে বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। হংস ঐন্দ্র অস্ত্রে তৎক্ষণে তাহা প্রতিহত করিল। কৃষ্ণ পুনর্ব্বার মাহেশ্বরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, হংস রৌদ্রাস্ত্রে তাহা ব্যর্থ করিল। অনন্তর কৃষ্ণ গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ, আসুর, কৌবের ও যাম্য প্রভৃতি অস্ত্র সকল মোচন করিলে, হংস [illegible] সমস্তই নিরাকৃত করিয়া পুনরায় অস্ত্রজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে কৃষ্ণ সক্রোধে ব্রহ্মশিরাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, হংস সেই অস্ত্রেই তাহা নিবারণ করিল। তখন দেবদেব জনার্দন যমুনাসলিলে আচমন করিয়া, যে অস্ত্রে দৈত্যবিনাশ পূর্ব্বক দেবগণ রাজ্য লাভ করেন, সেই বৈষ্ণবাস্ত্র হংসের সংহার জন্য যোজনা করিলেন।

—:o:—

সপ্তদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩১৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র দর্শনে ভয়ে হংসের স্পন্দ রহিত হইল। সে রথ হইতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক কৃষ্ণ যেখানে কালীয়দমন করিয়াছিলেন, যমুনার সেই অংশে ধাবমান হইল। ঐ কালীয়হ্রদ অতি ভয়ঙ্কর, পাতালসম গভীর, অতীব প্রশস্ত, এবং ঘোর নীল ও কালাঞ্জনসদৃশ। হংস সেই হ্রদে পতিত হইল। তাহাতে, ইন্দ্র কর্ত্তৃক সাগর সলিলে পর্ব্বত সকল পতন সময়ে যেপ্রকার শব্দ করিয়াছিল, তৎসদৃশ শব্দ উত্থিত হইল। কৃষ্ণও রথ হইতে লম্ফ দিয়া তাহার উপরে পতিত হইলেন এবং সকল লোককে বিস্মিত করিয়া, তাঁহাকে পদে আঘাত করিলেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকে, সেই পদাঘাতেই হংসের মৃত্যু হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, সে পাতালে প্রবেশ করিলে, পন্নগগণ তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। কিন্তু রাজন্! আমরা ইহা দেখি নাই, শুনিয়াছিমাত্র। যাহা হউক, হংস নিহত হইলে, জগন্নাথ পূর্ব্ববৎ রথে

সিংহাসনারূঢ় হইলেন। এবং আপনার পুত্রপিতামহ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও নির্ব্বিঘ্নে রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিলেন। হংস জীবিত থাকিলে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট হইত। হংস মহাদেবের বরে সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ হইয়াছিল। সুতরাং অল্পকালমধ্যেই পৃথিবীতে এই বার্ত্তা প্রচারিত হইল যে রিপুঘাতী কৃষ্ণ যমুনাহ্রদে হংসকে হত্যা করিয়াছেন। গন্ধর্ব্বগণ এই ঘটনায় দেবলোকে দিব্য নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন।

—•:•—

অষ্টাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩১৮।

এদিকে বীর্য্যশালী ভ্রাতা হংস হত হইয়াছে, শুনিয়া, ডিম্ভক বলদেবকে ত্যাগ করিয়া, যমুনার হ্রদে গমন করিল। বলদেব বেগভরে তাহার অনুধাবন করিলেন। হংস যেখানে পড়িয়াছিল, ডিম্ভক জলরাশি বিলোড়ন করিয়া, সেই হ্রদে পতিত হইল। এবং ক্রোধভরে বারংবার মগ্ন ও উন্মগ্ন হইতে লাগিল। কিন্তু ভ্রাতাকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর উন্মগ্ন হইয়া, কেশবকে দেখিতে পাইয়া কহিল, অরে গোপালদায়াদ! হংস কোথায় আছেন? ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণ বলিলেন, এই যমুনাকে জিজ্ঞাসা কর। ডিম্ভক এই কথায় পুনর্ব্বার যমুনায় প্রবেশিয়া, বহুপ্রকারে চতুর্দ্দিক পরিদর্শন করিল। কিন্তু কোথাও হংসের সন্ধান পাইল না। তখন বিহ্বল চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিল, হা ভ্রাতঃ হংস! তুমি আমায় বান্ধবশূন্য ও একাকী ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে। তুমি আমায় এখানে পরিত্যাগ করিয়া, আর কোথায় যাইতে পার। ভ্রাতৃবৎসল ডিম্ভক এইপ্রকার বিলাপ করিয়া, আত্মবিসর্জ্জনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, যমুনার মহাহ্রদে সহসা মগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া, প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিল, এবং স্বহস্তে স্বীয় জিহ্বা উৎ-

র্ষণ পূর্ব্বক বারংবার বিলাপ করিয়া, পরে স্বয়ং একবারেই জিহ্বা উৎপাটন করত পাতাল মধ্যে প্রাণত্যাগ ও আত্মহত্যাদোষে নরকে গমন করিল। নরাধম হংস ও ডিম্ভক নিহত হইলে, প্রসন্নাত্মা পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেব লোক সকলের বিস্ময় উৎপাদন পূর্ব্বক প্রীতচিত্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এবং তথায় বলদেবসহায় হইয়া, কিয়ৎকাল বাস করিলেন।

—•:•—

ঊনবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩১৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ অগ্রজের সহিত গোবর্দ্ধনে বাস করিতেছেন, শুনিয়া, নন্দ ও যশোদা তাঁহাদের দর্শনলালসায় অন্যান্য গোপ ও গোপীগণের সহিত নবনীত, দধি, পায়স, কুসুম ও ময়ূরপিচ্ছের অলঙ্কার গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন এবং তাঁহাদের সাক্ষাৎকারে আহ্লাদিত হইয়া, উপহারের দ্রব্য সমস্ত প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ নন্দ ও যশোদাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া কহিলেন, তাত! মাতঃ! আপনাদের কোষ, গোধন ও ব্রজের কুশল? গো সকল সেইরূপ দুগ্ধপ্রদান করে? বৎসগণ কি অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে? দুগ্ধ প্রচুরপরিমাণে হইয়া থাকে? গো সকল সুখে আছে? বালক ও বৎসপালগণ সুখে দুগ্ধপান করিয়া থাকে? রজ্জু, কীলক ও তৃণ, এ সকল সেইরূপ প্রচুর আছে? সুগন্ধ শকট সকলের ত অভাব নাই? পুত্রবতী গোপীগণ কি আর সন্তান প্রসব করিয়াছেন? ব্রজের ঘাট সকল ত ভাঙ্গিয়া যায় নাই? গো সকল ত অহোরহ সেইপ্রকার অতুল ক্ষীর নিঃসরণ করিয়া থাকে? ঘৃত, ক্ষীর ও দধি এই সকল ত সর্ব্বদাই পাওয়া যায়? গোধন

তাহাতে প্রবণের বিধি ও ফল শ্রবণ করুন। স্বর্গীয় দেবগণ কার্য্যার্থ পৃথিবীতে অবতরণ পূর্ব্বক কার্য্যশেষে পুনরায় স্বর্গে গমন করিয়াছেন। রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, লোকপালগণ, মহর্ষিগণ, গুহ্যকগণ, গন্ধর্ব্বগণ, নাগগণ, বিদ্যাধরগণ, সিদ্ধগণ, ধর্ম্ম, স্বয়ম্ভূ, মহর্ষি কাত্যায়ন, গিরি ও সাগর সকল, নদী ও অপ্সরসমূহ, গ্রহ ও সংবৎসরগণ, অয়ন ও ঋতু সকল, স্থাবরজঙ্গম ও সুরাসুর সমবেত সমস্ত সংসার, এই মহাভারতে একাধারে লক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা শ্রবণ এবং নাম ও কর্ম্ম কীর্ত্তন করিলে, ঘোর পাতক ক্ষালন হইয়া যায়। সংযত আত্মা ও শুচি হইয়া, যথাবিধানে আনুপূর্ব্বিক ভারতেতিহাস শ্রবণ করিলে, তাঁহাকে আর আসিতে হয় না। হে ভরতর্ষভ! ভারত শ্রবণ করিয়া, উহাঁদের শ্রাদ্ধ দান অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি ও যথাভক্তি বিবিধ রত্ন, কাংস্য দোহন পাত্র সমেত গো, সর্ব্বালঙ্কারে অলংকৃত কন্যা, বিবিধ যান, বিচিত্র ভবন, ভূমি, বস্ত্র, কাঞ্চন, বাহন, অশ্ব, মত্তহস্তী, শয়ন, শিবিকা, সুসজ্জিত রথ, ফলতঃ, গৃহস্থিত যাবতীয় উৎকৃষ্ট ও প্রধান দ্রব্য এবং আত্মা, স্ত্রী ও পুত্র পর্য্যন্ত প্রদান করা বিধেয়। পরম শ্রদ্ধা সহ এই সকল দান করিলে, সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, শ্রদ্ধাশীল, দাতা এবং শৌচ ও সত্যসম্পন্ন হইয়া, সরলতা ও প্রীতি সংস্কারে অবিচলিত ভাবে নির্ম্মল চিত্তে ভারত শ্রবণ করিলে যেরূপ সিদ্ধি লাভ হয় শ্রবণ করুন। যিনি শুচি, শীলবান্, শুক্লাম্বর, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানবান্, শ্রদ্ধাশীল, অসূয়াশূন্য, রূপবান্, সুকণ্ঠ, দান্ত, প্রিয়বাদী, দাতা ও মানী, তাঁহাকেই ভারতের পাঠক করা কর্ত্তব্য। পাঠক সুখাসনে আসীন, স্বস্থচিত্ত ও পরম সমাহিত হইয়া, ত্রিষষ্টি বর্ণের সংযোগসহকারে হ্রস্বাদি অষ্ট উচ্চারণের স্থান হইতে সম্যক্‌রূপে উচ্চারিত করিয়া, রসভাবসমন্বিত ও সুস্পষ্ট অক্ষর-পদবিন্যাসে পাঠ করিবেন। পাঠকালে বিলম্ব, আয়াস, সত্বরতা, অধীরতা ও অত্যুৎসাহ, এই কয়টি ত্যাগ করিবেন। এবং প্রথমে নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া পরে জয় উচ্চারণ করিবেন। রাজন্! শ্রোতা নিয়মস্থ ও শুচি হইয়া, এই প্রকার পাঠকের নিকট ভারত শ্রবণ করিলে, অশেষ ফল প্রাপ্ত হয়েন। প্রথম পারায়ণে অভীষ্ট দান দ্বারা ব্রাহ্মণকে তৃপ্ত করিলে, অগ্নিষ্টোমের ফললাভ এবং অপ্সরোগণে পরিবৃত বিমানে আরোহণ করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে দেবগণের সহিত স্বর্গপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় পারণ সমাপ্ত হইলে, অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ করিয়া, দিব্যমাল্য, দিব্যগন্ধ, দিব্যবস্ত্র, ও দিব্যভূষণে ভূষিত হইয়া, রত্নময় দিব্য বিমানযোগে স্বর্গলোকে গমন করা যায়। তৃতীয় পারায়ণে দ্বাদশাহ ব্রতের ফললাভ এবং দেবতার ন্যায় অযুত বৎসর স্বর্গবাস সম্পাদিত হয়। চতুর্থ পারায়ণে বাজপেয় যজ্ঞের ফল এবং পঞ্চমে তাহার দ্বিগুণ ফললাভ করিয়া সমুদিত সূর্য্য ও প্রজ্বলিত-পাবকপ্রভ হয়, বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করা যায়। ষষ্ঠ পারায়ণে পঞ্চমের দ্বিগুণ এবং সপ্তম পারায়ণে ত্রিগুণ ফললাভ হয়। পরে কৈলাসশিখরাকার, বৈদূর্য্য-বেদীময়, মণিবিদ্রুম ভূষিত, অপ্সরোবেষ্টিত, কামগামী বিমানে আরোহণ করিয়া, দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায়, সমস্ত লোকে বিচরণ করা যায়। অষ্টম পারায়ণে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এবং চন্দ্ররশ্মিসদৃশ মনোজব-অশ্বগণে যোজিত চন্দ্রোদয়-সদৃশ বিমানে আরোহণ করিয়া, চন্দ্র অপেক্ষা

মনোহরমুখী বরাঙ্গনাগণে সেবিত, তাহাদের ক্রোড়ে সুখসুপ্ত এবং তাহাদেরই মেখলা ও নূপুর নিক্কণে জাগরিত হইয়া স্বর্গে গমন করা যায়। নবম পারায়ণে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। এবং কাঞ্চনস্তম্ভ, বৈদূর্য্য বেদি স্বর্ণময় দিব্য গবাক্ষ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব সমূহ, এই সকলে শোভিত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দিব্য শ্রীযুক্ত বিরাজমান হইয়া, দিব্যমাল্য, দিব্যবস্ত্র ও দিব্যচন্দন ধারণ পূর্ব্বক দেবগণের সহিত দ্বিতীয় দেবতার ন্যায়, দেবলোকে বিচরণ করা যায়। দশম পারায়ণে, দ্বিজাতিদিগের তৃপ্তিসম্পাদন করিলে, কিঙ্কিণী-নিনাদিত, ধ্বজপতাকাশোভিত, রত্নবেদিসম্বলিত বৈদূর্য্যময় তোরণরাজিত, হেমময় জালপূর্ণ, প্রবালময় বড়বীসম্পন্ন, এবং গীতনিপুণ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে বিরাজমান বিমান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং সূর্য্যসমজ্যোতি স্বর্ণমুকুট, দিব্যচন্দন ও দিব্যমাল্য ধারণ পূর্ব্বক দিব্যভোগ সহযোগে দিব্যলোকে বিচরণ করা যাইতে পারে। তথায় একবিংশতি সহস্র বৎসর ইন্দ্র ভবনে বাস করিয়া, পরে যথাক্রমে সূর্য্য চন্দ্র ও শিবভবনে কালাতিপাত করত বিষ্ণুর সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহারাজ! এবিষয়ে কোন সংশয় করিবেন না। শুকদেব স্বয়ং এইপ্রকার কহিয়াছেন। হস্তী, অশ্ব, রথ, যান, বাহন, কটক, কুণ্ডল, ব্রহ্মসূত্র, বিচিত্র বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য এবং অন্যান্য অভীষ্ট পদার্থ ভারতলেখককে দান করিবে।

এক্ষণে, ভারতপাঠ সময়ে প্রতিপর্ব্বে জাতি, দেশ, সত্ত্ব, মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে যাহা দিতে হইবে শ্রবণ কর। প্রথমে ব্রাহ্মণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। পরে পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে, স্বীয় সাধ্যমত তাহাদের পূজা করিবে। আদি পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে, পাঠককে যথাবিধানে বস্ত্রগন্ধসমলঙ্কৃত মধুপায়স ভোজন করাইবে। আস্তীকপর্ব্বে ফল মূল ও ঘৃত মধু-মিশ্রিত পায়স ভোজন করাইয়া পরে গুড়োদন প্রদান করিবে। সভাপর্ব্বে অপূপ, পূপ ও মোদক সহিত হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। আরণ্যপর্ব্বে ফল ও মূল দ্বারা তৃপ্তিবিধান, অরণীপর্ব্বে জলকুম্ভ প্রদান এবং উৎকৃষ্ট বন্য ফলমূলে আহারসম্পাদন করিবে। বিরাট-পর্ব্বে বিবিধ বস্ত্র ও উদ্যোগপর্ব্বে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট দানপূর্ব্বক গন্ধমাল্যাদি সহ ভোজন প্রদান করিবে; ভীষ্ম পর্ব্বে উৎকৃষ্ট যান ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন অন্ন দান করিবে। দ্রোণ পর্ব্বে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া, শর, ধনু ও খড়্গ প্রদান করিবে। কর্ণ পর্ব্বে সুন্দররূপে আহার করাইয়া সংযতচিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। শল্যপর্ব্বে মোদক, গুড়ো-দন ও অপূপসমেত আহার প্রদান করিবে। গদাপর্ব্বে মুদ্গমিশ্রিত অন্ন, স্ত্রীপর্ব্বে রত্ন, ঐষীকপর্ব্বে ঘৃতোদন, এবং শান্তিপর্ব্বে হবিষ্যা-ন্নদান করিবে। আশ্বমেধিক পর্ব্বে অভি-লাষানুরূপ আহার ও আশ্রমবাসে হবি-ষ্যান্ন ভোজন করাইবে। মৌষলপর্ব্বে ও মহাপ্রাস্থানিকে গন্ধমাল্যানুলেপন দান করিবে। স্বর্গপর্ব্বে হবিষ্য ভোজন করাইবে। হরিবংশ পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে, সহস্র বিপ্র ভোজন করা-ইয়া পরে পাঠককে নিষ্কযুত একটী গো প্রদান করিবে। দাতা দরিদ্র হইলেও, ইহার অর্দ্ধেক দিবেন। প্রতি পর্ব্ব সমাপ্তি সময়েই পাঠককে সুবর্ণযুক্ত পুস্তক দান করিবে। হরিবংশ পর্ব্বে পায়স ভোজন করাইবে। রাজন্! পারণে পারণে যথাবিধানে সমুদায় ভারতসংহিতা সমাপ্ত হইলে, শুক্ল বস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক শুচি ও সংযত হইয়া, সংহিতাপুস্তকগুলি পট্টবস্ত্রে আবৃত ও পবিত্র দেশে স্থাপিত করিয়া, যথাবিধি পৃথক্ পৃথক্ গন্ধমাল্যে অর্চ্চনা করিবে। পরে ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পেয়াদি সহযোগে ব্রাহ্মণদিগকে

স্বর্ণ, বস্ত্র ও গো দক্ষিণা দিবে। ত্রিপণ স্বর্ণ দক্ষিণা দেওয়াই কর্ত্তব্য; অশক্ত হইলে তাহার অর্দ্ধেক বা চতুর্থাংশ দক্ষিণা দিবে। অধিক নিজের যাহা শক্তি, তাহাও প্রদান করিবে। পাঠককে ও আপনার গুরুকে সর্ব্বথা সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য। নারায়ণ ও সমস্ত দেবতার নাম কীর্ত্তন করা আবশ্যক। পরে গন্ধ, মাল্য ও বিবিধ দ্রব্যাদি দানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে পরিতৃপ্ত করিলে, অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যাঁহার অক্ষর পদ ও স্বর সুস্পষ্ট, তাঁহাকেই পাঠক করিবে। ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিলে, পাঠককে অলঙ্কারসহ আহার প্রদান দ্বারা পূজা করিবে। পাঠক ও ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হইলে, সমস্ত দেবতাই তুষ্ট হয়েন। অনন্তর সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের বরণ করিবে।

আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদনুসারে ভারতপাঠবিধি বর্ণন করিলাম। শ্রেয়স্কাম পুরুষ ভারতশ্রবণে শ্রদ্ধা ও যত্নবান্ হইবেন। এবং নিত্য ভারত পাঠ ও শ্রবণ করিবেন। যাহার গৃহে মহাভারত থাকে, জয় তাহার হস্তগত। ভারত অতি পবিত্র বস্তু; ভারতে বিবিধ কথা বর্ণিত হইয়াছে। দেবগণও পরমপদ ভারতের সেবা করেন। হে ভরতর্ষভ! ভারত সমুদায় শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান। ভারত হইতেই মোক্ষ ও মুক্তিপ্রাপ্তি হয়। পৃথিবী, গো, সরস্বতী, ব্রাহ্মণগণ, বিষ্ণু ও মহাভারত সংহিতা, এই সকলের কীর্ত্তন করিলে, অবসন্ন হইতে হয় না। বেদ, রামায়ণ ও পবিত্র ভারতসংহিতা, এই সকলের আদি অন্ত মধ্য সর্ব্বত্রই হরির বর্ণনা আছে। এইরূপে যাহাতে বিষ্ণুকথা ও সনাতন শ্রুতি সকল কীর্ত্তিত হইয়াছে, উত্তমপদাভিলাষী পুরুষের তৎসমস্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। কেননা, ইহাই পরম পবিত্র, ইহাই ধর্ম্মের নিদর্শন, এবং ইহাই সকল গুণের আধার। সুতরাং শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির উহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। দ্বৈপায়ন বলিয়াছেন, একমাত্র হরিবংশ শ্রবণ করিলেই, অসার সংসারে সমুদায় বাঞ্ছার্থ সুসিদ্ধ হয়। সহস্র অশ্বমেধ বা শত বাজপেয় যজ্ঞের যে ফল, হরিবংশপারায়ণে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

হে বিষ্ণো! তোমার জরা নাই, মৃত্যু নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, উপমা নাই, বেত্তা নাই। তুমি সগুণ, নির্গুণ, স্থূল ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম; তুমি অদ্বিতীয় ও ধ্যানের আশ্রয় এবং সকলের আদি। তুমি যোগিগণের জ্ঞানগম্য ও ত্রিভুবনের গুরু এবং তুমিই ঈশ্বর, আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। এই হরিবংশের পারায়ণে সকলের বিপদ্ দূর ও সুখসম্পদ সম্পন্ন এবং সকলের বাঞ্ছিত অর্থ সুসিদ্ধ হউক।

দ্বাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩২২।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহাদেব যেরূপে ত্রিপুর দগ্ধ করেন, শুনিতে অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাদেব পূর্ব্বে যেরূপে শরত্রয়ে সর্ব্বকৃত বিরোধী সর্ব্বভূত দেবদ্বেষী বাহুবলদর্পিত অসুরেন্দ্রগণের পুরত্রয় ধ্বংস করিয়াছিলেন, বিস্তার পূর্ব্বক বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে পুরুষব্যাঘ্র! মহাবল-পরাক্রান্ত ত্রিপুর, সমুত্থিত জলদপটলের ন্যায় আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিত। তাহার প্রাকার অতি উন্নত ও স্বর্ণময়। সর্ব্বরত্নময় তোরণ ও সমুজ্জ্বল মণি সমূহে তাহার শোভার সীমা ছিল না। এবং সন্ধ্যা সময়ের ন্যায় আকাশ মধ্যে তাহার বিরাজিত সুষমা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। মেঘের ন্যায় কামচারী বলদর্পিত

বেগবান্ অর্জুন ক্রেধারবে বিক্রমসহকারে ধাবমান হইয়া, শম্পদলসন্নিভ খুর বিক্ষেপে আকাশকে যেন আহ্বান এবং বায়ুসম বেগে যে অন্তরীক্ষ বর্দ্ধিত করিয়া, ঐ পুর বহন করিত। তপোবনে নিষ্পাপ ও পরম তেজস্বী বিদিতাত্ম ঋষিগণ সকল দিকেই ঐ সকল অশ্বকে দেখিতে পাইতেন। এতদ্ভিন্ন ঐ পুরী, গন্ধর্ব্বগণের ন্যায়; সর্ব্বদাই গীতবাদ্যে প্রতিধ্বনিত। বিচিত্র আয়ুধ পূর্ণ, ইন্দ্রভবনসদৃশ গৃহ, কৈলাস শৃঙ্গ সদৃশ অত্যুন্নত প্রাসাদশ্রেণী এবং সুধা লিপ্ত অট্টালিকা, এই সকলে ঐ পুরী সাতিশয় শোভমান এবং বহুসূর্য্যসমাকীর্ণ আকাশের ন্যায় বিরাজমান। উহার কোথাও সিংহনাদ, কোথাও বা বাহ্বাস্ফোটন শব্দ এবং কোথাও আক্রোশধ্বনি সর্ব্বদা সমুত্থিত হইত। চৈত্ররথের ন্যায়, উহার শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। সমুচ্ছ্রিত পতাকা ও সমুজ্জ্বল অসিপরশ্বধের সান্নিধ্য বশতঃ ঐ নগরী, আকাশ বিতানে সুবিপুল চপলার ন্যায়, বিরাজমান হইত।

হে ভরতর্ষভ! সুন্দনাভ ও চন্দ্রনাভ নামে দুই বিক্রান্ত দৈত্য এবং অন্যান্য বলদর্প দানবগণ ব্রহ্মার বরে মোহাচ্ছন্ন হইয়া, পিতৃলোক ও দেবলোকের গমন পথ উৎক্রান্ত ও ভগ্ন করিয়া দিলে, সমুদায় সুরগণ পিতামহের শরণাপন্ন হইয়া বিষণ্ণ বদনে ব্যাকুল চিত্তে ও আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! শত্রুগণ যজ্ঞভাগ উচ্ছেদ করিয়া আমাদের ধ্বংস করিতেছে। অতএব আপনি তাহাদের বধোপায় বলিয়া দিন। আমরা তদনুসারে তাহাদের উন্মূলন করিব।

তখন ব্রহ্মা দেবগণকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, দেবগণ! যেরূপে শত্রুগণের প্রতীকার হইবে, শ্রবণ কর। শঙ্কর ব্যতিরেকে আর কেহই তাহাদিগকে বধ করিতে পারিবে না। দেবগণ ও রুদ্রগণ এই কথায় ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মার সংহিতা জপ করিতে করিতে, মহাদেবের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তিনি লৌহ ও তাম্রময় ভূষণ এবং স্বয়ং মৃত বনবিহারী কৃষ্ণ মৃগগণের চর্ম্মময় পবিত্র পরিধান কুশাসনে স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক যামচ আশ্রয় করিয়া, হরালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, স্পষ্টাভিধানে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! যদি আমাদিগকে বর দিয়া কার্য্যকালে বিমুখ হন, তাহা হইলে, ভস্মাচ্ছন্ন অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায়, সে বরে ফল কি? অতএব ব্রহ্মা আমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, যথা সময়ে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করুন।

দেবগণের এই কথা শুনিয়া, দেবদেব মহাদেব অশান্ত না হইয়াবলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের সহিত তৎক্ষণাৎ কবচ পরিধান করিলেন। তখন আদিত্যগণও সকলে কবচ ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, রথারোহণে প্রজ্বলিত পাবকের শোভা ধারণ করিলেন। রুদ্রগণ সুন্দর মুকুট ও সন্নাহ ধারণ পূর্ব্বক স্ব স্ব ক্ষেত্রে দণ্ড করিয়া, অত্যুন্নত পর্ব্বতসমূহের ন্যায় বিরাজমান হইলেন এবং কামরূপী মহাত্মা বিশ্বদেবগণও দানবগণের সংহার বাসনায় কবচ পরিধান করিলেন। মহাদেব এই সকল সেনানীকে পরিবেষ্টিত হইয়া, শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিপুর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন দৈত্যগণ তদীয় শরে ছিন্নদেহ হইয়া, বজ্রবিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন দেবগণও খড়্গ, চক্র, পরশ্বধ, অঙ্কুশ ও শরসমূহ প্রয়োগ করিয়া, অসুরকের প্রাণ সংহার করিলেন। তাহারা ছিন্নপক্ষ ভূধরসমূহের ন্যায়, দলে দলে পতিত হইতে লাগিল। দেবগণের দীপ্ত তেজে তাহাদের সংজ্ঞালোপ হইয়া গেল। তাহারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া ক্ষয় পাইতে লাগিল। অনন্তর সূর্য্য অস্তগমন

করিলে এবং নিশামুখ সমাগত হইলে, দেবগণ ছিন্ন ভিন্ন ও ক্ষত মুখে ধরাতলে পতিত হইতে লাগিলেন। পরে রাত্রি উপস্থিত হইলে, দৈত্যগণ জয় লাভ করিয়া, ভৈরবরব মেঘমণ্ডলীর ন্যায়, গভীর গর্জ্জন আরম্ভ করিল। এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, জয়াকাঙ্ক্ষী দেবগণ সকলেই আমাদের প্রাস, অসি ও তোমর প্রহারে নিতান্ত ভীত হইয়াছে। দৈত্যগণ এইরূপে শুক্রাচার্য্যের নয়বলে বিজয়ী হইয়া, পরম শ্রী ধারণ করিল।

এদিকে, মহাদেব দেবগণের সহিত রথারোহণে বলদর্পিত দৈত্যদিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া যুগান্তকালে, সমুদিত সর্ব্বভূতদহনোদ্যত দিবাকরের ন্যায়, বিরাজমান হইতে লাগিলেন। এবং মনের ন্যায় বেগবান্ অশ্বগণ দ্রুতগতি বহন করাতে, আকাশমণ্ডলমধ্যগত সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। হে ভারত! ঐ সময়ে তদীয় বৃষভ গর্জ্জন করাতে, ঐ রথ, ইন্দুধনুরনুরঞ্জিত জলদের ন্যায়, প্রতিভা বিস্তার করিল। তদ্দর্শনে অম্বরবিহারী এবং অমৃতাশী সহস্র সহস্র সুরগণ পূর্ব্বকর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া, মহাদেবের স্তব এবং গন্ধর্ব্বগণ গান্ধর্ব্ব স্বরে গান করিতে লাগিল।

রাজন্! ঐ দৈত্যনগরী শত শত শতঘ্নী ও উন্নত অট্টালিকায় পরিপূর্ণ এবং সাক্ষাৎ যমপুরীর ন্যায়, সকল প্রাণীর ভয়াবহ। দৈত্যগণ সেই নগরে থাকিয়া, প্রহৃষ্ট বদনে অনবরত শরবর্ষণ আরম্ভ করিল। এবং শতঘ্নী, ভল্ল ও শূলপরম্পরা সহযোগে দেবতাদিগকে আঘাত করিয়া, তুমুল ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই সবিশেষ যোদ্ধা। গদা দ্বারা গদা, ভল্ল দ্বারা ভল্ল, অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র ও মায়া দ্বারা মায়া, প্রতিষেধ করিতে লাগিল। কতিপয় দানব শর, শক্তি, পরশ্বধ ও ভয়ঙ্কর অশনি এবং মৃত্যুর বিষয়গোচর অসিসমূহে দেবতাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দেবগণ দণ্ডায়মান হইয়া, কেবল আহত হইতে লাগিলেন। অনন্তর অসুরগণের প্রাস, অসি, ও তোমর প্রহারে মহাদেবসহিত রথ অবসন্ন হইয়া উঠিল। কেবল শচীপতি দৈত্যগণের প্রহার সহ্য করিয়া, একাকী দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ সময়ে সহসা এইপ্রকার দিব্য শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল, যে, মহাদেবের অজেয় রথও পরাজিত হইয়া, তাঁহার ও সকল লোকের সমক্ষে সহসা অবসন্ন হইয়া গেল। রাজন্! রথপ্রবর রথপীড়িত হইলে, সমুদায় পৃথিবী ভূপতিত হইল, পর্ব্বতশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড পাদপ সকল বিচলিত হইয়া উঠিল, সমুদ্র সকল ক্ষুব্ধ ও দিক সকল অপ্রসন্ন হইল। তদ্দর্শনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ যোগবলে আত্মা দ্বারা আত্মা সমাধান পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের উভয়লৌকিক শান্তি বিধানার্থ রথন্তর সামমন্ত্র সহকারে পরম জপে প্রবৃত্ত হইয়া. মহাত্মা বিষ্ণু, মহাদেব কামরূপী দেবগণ ও বিজনবাসী ঋষিগণের তেজ সমুদ্ভাবিত করিলেন। অনন্তর মহাযোগী বিষ্ণু বৃষরূপ ধারণ করিয়া, সেই রথ উদ্ধার করিলেন। এবং বিষাণদ্বয়ে তাহা উত্তোলন করিয়া, মথ্যমান অর্ণবের ন্যায়, ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায়, তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবগণ ভীত হইয়া পুনরায় সন্নাহবন্ধন পূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহারা সকলেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপসম্পন্ন এবং সকলেই সবিশেষ বল ও পৌরুষ বিশিষ্ট। শরাসন গ্রহণ করিয়া সুরসৈন্য প্রমর্দ্দিত করিতে লাগিল।

তদ্দর্শনে মহাদেব অগ্নিবাণ, ব্রহ্মাস্ত্র ও ব্রহ্মদণ্ড এই তিন শর শরাসনে সন্ধান করিয়া, বেদবল, সত্যবল ও তপোবল সহায়ে দৈত্য নগরে নিক্ষেপ করিলেন। সুনির্ম্মল, সুপ্রদীপ্ত, সুপক্ষবিশিষ্ট, সুবর্ণবর্ণ শরত্রয় সবিষ সর্পের ন্যায়, নিক্ষিপ্তমাত্র, ত্রিপুর শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া, বিন্ধ্যগিরির পতমান খণ্ডিত শৃঙ্গসমূ-

ক্রের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। এবং অত্যুন্নত তোরণসমূহের সহিত দহ্যমান হইয়া, পতিত হওয়াতে, বোধ হইল, যেন পর্ব্বত সকল বৈদূর্য্যবর্ণ শৃঙ্গ সকলের সমভিব্যাহারে বিশীর্ণ হইয়া, ধরাসাৎ হইতেছে।

ত্রিপুর দগ্ধ হইলে, দেবগণ হর্ষভরে মহাদেবকে কহিতে লাগিলেন, হে পুরুষোত্তম! তুমি আমাদের মহাবল শত্রু সমুদায় সংহার কর। অনন্তর ব্রহ্ম ভৃগ্বাদি ঋষিগণ, মহাদেব ও বলগৌরবলোপ্ত দেবগণের সহিত স্বয়ং ব্রহ্মা মহাযোগী বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩২৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হরিবংশে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, যথাক্রমে কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। প্রথমে আদিসর্গ, তদন্তর ভূতসৃষ্টি পরে বেণতনয় পৃথুর আখ্যান, মনুগণের বিবরণ, বৈবস্বত কুলোৎপত্তি, ধুন্ধুমারের উপাখ্যান, গালবের উৎপত্তি, ইক্ষ্বাকুবংশ কীর্ত্তন পিতৃকল্প সোম ও বুধের জন্ম, অমাবসুবংশ বর্ণন, ক্ষত্রবংশবর্দ্ধন, শক্রচক্রোৎপত্তিকথা, দিবোদাসপ্রতিষ্ঠা, ত্রিশঙ্কু ও যযাতিচরিত, পুরুবংশ কীর্ত্তন, কৃষ্ণের জন্মকথা, স্যমন্তকোপাখ্যান, সংক্ষেপে বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাববর্ণন, তারকাময় যুদ্ধ, ব্রহ্মলোকবর্ণনা, বিষ্ণুর যোগনিদ্রা হইতে উত্থান, ব্রহ্মবাক্য, দেবগণের অংশাবতরণ, নারায়ণবাক্য, সপ্তগর্ভবধ, আর্য্যাস্তব, কৃষ্ণের উৎপত্তি, গোব্রজে গমন, শকটবিবর্ত্তন, পূতনাবধ, যমলার্জ্জুনভঙ্গ, বৃকদর্শন, বৃন্দাবননিবেশন, বর্ষাবর্ণন, যমুনাহ্রদদর্শন, কালিয়দমন, ধেনুকবধ, প্রলম্ববিনাশ, শরদ্বর্ণন, গিরিযজ্ঞপ্রবৃত্তি, গোবর্দ্ধনধারণ, গোবিন্দের অভিষেক, গোপীগণের ক্রীড়া, অরিষ্টাসুরবধ, অক্রূরের প্রেরণ, অন্ধকবাক্য, কেশিনিধন, অক্রূরের আগমন, নাগলোকদর্শন, ধনুর্ভঙ্গকথন, কংসবাক্য, কুবলয়াপীড়নিপাত, চাণূর ও অন্ধ্রবধ, কংসনিধন, কংসবনিতাগণের বিলাপ, উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক, যদুবাদিগকে আশ্বাস প্রদান, রাম কৃষ্ণের গুরুকুল হইতে প্রত্যাগমন, মথুরারোধ, জরাসন্ধপরাভব, বিকদ্রুবাক্য, রামদর্শন, গোমন্ত পর্ব্বতে আরোহণ, জরাসন্ধগতি, গোমন্তদাহন, করবীরপুরে গমন, শৃগালবধ, মথুরাগমন, যমুনাকর্ষণ, মথুরা হইতে অপক্রম, কৌশল পূর্ব্বক কালযবনবধ, দ্বারকানির্ম্মাণ, রুক্মিণীহরণ, তাঁহার বিবাহ, রুক্মিনিধন, বলদেবের আহ্নিক ও মাহাত্ম্য, নরকবধ, পারিজাতহরণ, নিকুম্ভবধ, প্রভাবতীহরণ, বজ্রনাভবধ, দ্বারকার পুনর্নির্ম্মাণ, দ্বারকাপ্রবেশ, সভাপ্রবেশ, নারদবাক্য, বৃষ্ণিবংশানুকীর্ত্তন, যদুপুরাণ, অন্ধকনিবর্হণ, কৃষ্ণের সমুদ্রযাত্রা ও জলক্রীড়া কুতূহল, বৃষ্ণীবগণের মধুপানপ্রবর্ত্তন, শালিক্য ও গান্ধর্ব্ব কীর্ত্তন, ঊষাহরণ, শম্বরবধ, ধন্যোপাখ্যান, বাসুদেবমাহাত্ম্য, বাণযুদ্ধ, ভবিষ্যপুষ্করকীর্ত্তন বরাহ নরসিংহ ও বামনাবতারকথা, কৃষ্ণের কৈলাসযাত্রা ও পৌণ্ড্রবধ, হংস ও ডিম্ভকনিধন এবং পবর্যসংহার, এই সকল বৃত্তান্ত হরিবংশে সংগৃহীত হইয়াছে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যা ও প্রাতে সমাহিত হইয়া এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে পূর্ণকাম হইয়া বৈষ্ণব ধাম গমন করে। ইহা দ্বারা বহু সৌভাগ্য, যশ, আয়ু ভুক্তি ও মুক্তি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চতুর্বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩২৪।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিবরাগ্রগণ্য! হরিবংশ পুরাণ শ্রবণ করিলে, কি ফল লাভ হয় এবং কি রূপ দান করা কর্ত্তব্য, বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারতশ্রেষ্ঠগণ! হরিবংশপুরাণ শ্রবণ করিলে, কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমুদায় পাপ, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, বিনষ্ট হয়। অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণে যে ফল, হরিবংশ শ্রবণে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। হরিবংশের শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোকের এক পাদও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করিলে, বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে রাজন্! কলিযুগে জম্বুদ্বীপ মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ হইবে, আমি সত্য সত্যই বলিতেছি। পুত্রকামা রমণীর বৈষ্ণব যশ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। এবং এবিষয়ে কিঞ্চিৎ সুবর্ণ পাঠককে দক্ষিণা দেওয়া উচিত। যথোক্ত ফল লাভে ইচ্ছা থাকিলে, যথাসাধ্য ঐরূপ অনুষ্ঠান করিবে। এতদ্ভিন্ন, আপনার শ্রেয় কামনা থাকিলে, পাঠককে স্বর্ণশৃঙ্গী সবৎসা কপিলা বস্ত্রসমেত দান করিবে। পারায়ণ সময়ে অলঙ্কার ও বর্ণাভরণ প্রদান এবং অন্যান্য দান করিবে। হে নরাধিপ! ব্রাহ্মণকে বিশেষ রূপে ভূমিদান করিবে। ভূমিদানের সমান দান হয় নাই এবং হইবেও না। যে ব্যক্তি হরিবংশ শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, সে সর্ব্ব-পাপবিমুক্ত ও বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়। তাহার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ, স্ত্রী, পুত্র এবং সে নিজেও উদ্ধার লাভ করে। হে রাজন্! শ্রোতাকে দশাহ হোম করিতে হইবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার নিকট সমস্তই বলিলাম। ইহার শ্রবণমাত্রে সমস্ত পাপ বিনষ্ট, অপুত্রের পুত্র, অধনের ধন, গোমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ এবং ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান ও গুরুপত্নী-গমন এই সকল পাপে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একবার শ্রবণেই ঐরূপ সম্পন্ন হয়। এই আমি আপনার নিকট শ্রীকৃষ্ণের অপার অদ্ভুত ও পরম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ ও পাঠ করিলে, সর্ব্বলোকসুদুর্লভ মহৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভবিষ্যপর্ব্ব সমাপ্ত।

হরিবংশ সম্পূর্ণ।

—:০:—